কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

———০:———

সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

চাকড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে
শ্রী...নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১২৮৭ সাল ভাদ্র মাস।

———:০:———

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
দৈহিক উন্নতি	১
উপন্যাস	১৩
দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন	১৯
মনুসংহিতা	৩১
মৃচ্ছকটিক নাটক	৩৯
বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা	৪৬
ফুল কাহার জন্য ফুটে ?	৫৪
সাংখ্যদর্শন	৬২

কল্পদ্রুম।

দৈহিক উন্নতি।

স্ত্রী যেমন পুরুষের এবং পুরুষ যেমন স্ত্রীর সাহচর্য্য ব্যতিরেকে ফলোপধায়ী হয় না, সেইরূপ মানসিক উন্নতি দৈহিক উন্নতির এবং দৈহিক উন্নতি মানসিক উন্নতির সাহচর্য্য ব্যতিরেকে সম্যক ফলোপধায়িনী হয় না। বঙ্গদেশ বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল আমাদিগের এই বাক্যের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। বঙ্গবাসিদিগের কতক মানসিক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু দৈহিক উন্নতি নাই বলিয়া সেই মানসিক উন্নতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। পক্ষান্তরে বিহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকের অপেক্ষাকৃত দৈহিক উন্নতি আছে কিন্তু তাহাদিগের মানসিক উন্নতি না থাকাতে সেই দৈহিক উন্নতি বিফল হইতেছে। শরীরের সহিত মনের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, দৈহিক উন্নতির সহিতও মানসিক উন্নতির সেই প্রকার সম্বন্ধ। একের সাহচর্য্য বিনা অপরটী সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী হয় না। মহাকবি কালিদাস রাজা দিলীপের বর্ণনাবসরে কহিয়াছেন:—

> "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্ম্মহাভুজঃ।
> আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ।

রাজা দিলীপের বক্ষস্থল অতি বিশাল, তাঁহার স্কন্ধদেশ বৃষের স্কন্ধের ন্যায়, তিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, তাঁহার বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ। এইরূপ শারীরিক উন্নতির বিষয় বর্ণন করিয়া শেষে কবি কহিতেছেন, ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম, তাহা যেন ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যকরণক্ষম দেহকে আশ্রয় করিয়াছে।

পাঠক দেখুন! কবি কহিতেছেন বড় লোক হইতে গেলে দেহ বড় চাই। দেহ উন্নত না হইলে তাহাতে উন্নত গুণের সমাবেশ হওয়া সম্ভাবিত নহে। যুক্তিতে ইহা বোধ হইতেছে, প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে; যাহার শরীর প্রশস্ত, ললাট উন্নত, সেই ব্যক্তি উন্নতগুণের আধারভূত হয়। যাহার দেহ ক্ষুদ্র, মস্তক সঙ্কীর্ণ, ললাট আছে কি না সন্দেহ স্থল, তাহার গুণও প্রায় সেই প্রকার সঙ্কীর্ণ ও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। সামুদ্রিক শাস্ত্রকারেরা বলিয়া

থাকেন, "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।" যেখানে আকৃতি, গুণও সেইখানে থাকে। ভাল আকৃতি না হইলে সদ্‌গুণ সেখানে থাকে না।

অনেকের মত এই মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামের আধার স্থান। তাহাই যদি হইল তাহা হইলে, মস্তিষ্ক প্রশস্ত না হইলে ঐ সকল গুণের প্রাশস্ত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যে আধার অপ্রশস্ত, তাহাতে কি প্রশস্ত আধেয় কখন সমাবেশিত হইয়া থাকে। কথায় বলে স্থালীর ভিতর হাতী পুরা যায় না। হাতী যেমন বৃহৎ তাহাকে কোন পাত্রে প্রবেশিত করিতে হইলে তেমনি বৃহৎ পাত্র আবশ্যক হয়। লোকে বলে বড় কপালে, কপাল শব্দে এখানে অনেকে ভাগ্য অর্থ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি কপাল শব্দের অর্থ ললাট। যাহার ললাট প্রশস্ত, তাহার বুদ্ধি ও অন্য অন্য গুণ অধিক হইয়া থাকে। যাহার ক্ষমতা অধিক হয়, তাহার ধন পদ মর্য্যাদা প্রভৃতির সবিশেষ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহার ভাগ্যও বড় হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখ, ললাটের প্রাশস্ত্যই তাহার সেই ভাগ্যবত্তার মূল। যদি কাহাকে কোন সুপুরুষের বর্ণন করিতে বল, সেই বর্ণয়িতা সেই বর্ণনীয় পুরুষকে উন্নতললাট বিশাল বক্ষা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া তুলিবেন। কে কোথায় দেখিয়াছ বল, ক্ষুদ্রাকৃতি ব্যক্তির গুণ অক্ষুদ্র হইয়া থাকে? যাহার দেহ অপ্রশস্ত হয়, তাহার বলবীর্য্যাদি থাকে না। সে দীর্ঘজীবী হয় না। যাহার বলবীর্য্য না থাকে, সে কোন বিপুল পরিশ্রম ও দীর্ঘচিত্ত সাধ্য কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। বঙ্গবাসিরাই তাহার প্রমাণ। বঙ্গদেশে অনেকেই কৃতবিদ্য হইয়াছেন বটে কিন্তু কয় ব্যক্তি দৃঢ়তর পরিশ্রম ও গাঢ়তর চিন্তা-ক্লেশ স্বীকার করিয়া কোন নূতন বিষয়ের গবেষণা বা আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এই অসামর্থ্যের অন্য কোন কারণ নাই, বঙ্গবাসিদিগের দৈহিক উন্নতির অভাবই সেই কারণ। ইহাঁদিগের শরীর শক্ত নয়, বলবীর্য্য সম্পন্ন নয়, শ্রম ও ক্লেশ সহিষ্ণু নয়, সুতরাং অল্প ক্লেশে কাতর হইয়া পড়ে। কাজে কাজে ইহারা বিপুল অধ্যবসায়সাধ্য দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী ও অগ্রসর হন না। আমরা বঙ্গবাসী যুবকদিগের পঠদ্দশায় যে উৎসাহ অধ্যবসায় তেজস্বিতা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাদি গুণের পরিচয় পাই, বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর সে গুলি যেন নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সেই উৎসাহ, সেই অধ্যবসায়, সেই তেজস্বিতা, মনস্বিতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাদি, গল্প ও ক্রীড়ায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। ইহার

কারণ কি? শরীর বলিষ্ঠ নয় বলিয়া শ্রমশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং কতকগুলির গল্প ও ক্রীড়া অবলম্বন হয়, আর যাহাদের সংসর্গ দোষ ঘটিয়া উঠে, তাহারা মাদক সেবনে রত হন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘকাল সংসার রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে হয় না। দৈহিক উন্নতি না থাকাতে যে এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।

পাঠক এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা বঙ্গবাসিদিগকে লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়া নিয়তকাল কেবল দৈহিক উন্নতিসাধন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। ইংলণ্ডজেতা উইলিয়মের অনক্ষর মূর্খ সহচর ও তৎপরবর্ত্তী নর্ম্মাণ জমিদারেরা যেমন কেবল যুদ্ধ দাঙ্গা হাঙ্গামা অস্ত্র-ক্রীড়া প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং আমাদিগের দেশের পূর্ব্ব জমীদারেরাও যেমন নিয়তকাল দাঙ্গায় ব্যাপৃত হইয়া শারীরিক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীরাও সেইরূপ লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক উন্নতি-বিধানে যত্নবান হউন, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

বঙ্গদেশীয়েরা দৈহিক উন্নতির অভাবে ক্রমে যদি শীর্ণ হইয়া পড়েন, এখনও তাঁহাদিগের যে কান্তিপুষ্টি আছে তাহা যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, এখনও তাঁহাদিগের যে চলৎশক্তি আছে তাহাও যদি রহিত হয়, অধিক কথা কি বঙ্গদেশ যদি উৎসন্ন যায়, তাহাও ভাল তথাপি বঙ্গবাসীরা উইলিয়মের সহচর নর্ম্মাণ জমিদার ও ভারতের পূর্ব্ব জমীদারদিগের ন্যায় অনক্ষর কাণ্ডজ্ঞান হীন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাশূন্য হইয়া কেবল দৈহিক উন্নতি-বিধানে ব্যাপৃত না হন। আমরা রাধা গোয়ালা ও আসানন্দ ঢেঁকি চাহি না। আমরা নন্দের অকপট অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসের ন্যায় বঙ্গবাসিদিগকে বলবিক্রমশালী ও কৃতবিদ্য দেখিতে চাহি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানসিক উন্নতি বিনা দৈহিক উন্নতি বিফল হয়। কেবল বিফল নয়, মহৎ অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। আমরা যে নর্ম্মাণ জমীদারদিগের কথা কহিলাম, মানুষ যেন তেমন না হয়, তাহারা ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির অপেক্ষাও অধিকতর নির্দ্দয় নির্ম্মম ও অধিকতর ভয়ঙ্কর ছিল। লেখা পড়া না জানাতে তাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। তাহারা না করিয়াছে এমন কুকর্ম্ম নাই। তাহারা এক একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সেই দুর্গ মধ্যে যে কত নিরপরাধ স্ত্রী বালক

বৃদ্ধ হত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের পূর্ব্ব জামিদারেরাও কম ছিলেন না। তাঁহাদের প্রাচীর খুলিয়া দেখিলে দুই পাঁচটী মনুষ্য মস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এ প্রকার দৈহিক উন্নতির প্রার্থী নহি, মানসিক উন্নতির সহচারিণী দৈহিক উন্নতি আমাদিগের প্রার্থনীয়। আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডে যে উন্নতি সচরাচর নয়নগোচর হয় আমরা বঙ্গবাসিদিগকে সেই উন্নতির পক্ষপাতী হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমেরিকা ও ইউরোপের লোকেরা মানসিক উন্নতির ন্যায় দৈহিক উন্নতি সাধন বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্। এই উভয় বিষয়ে যত্নবান বলিয়াই তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন এবং অন্য সমুদায় জাতিকেই আপনাদিগের অনুগ্রহচ্ছায়াশ্রিত করিয়া তুলিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয়দিগের দৈহিক উন্নতি এবং বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিদিগের যে মানসিক উন্নতি নাই তাহার অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেগুলির উল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথম বঙ্গবাসী ভদ্রলোকদিগের কিছুমাত্র শারীরিক পরিশ্রম নাই। ইহাঁরা শারীরিক পরিশ্রমকে মজুরের কার্য্য মনে করেন। যিনি কিঞ্চিৎ সঙ্গতি সম্পন্ন হলেন, তিনি বিষম বাবু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তাকিয়া ছাড়িয়া উঠা দুষ্কর কার্য্য, জুতা ফিয়াইয়া না দিলে তিনি আসন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সাধারণ্যে ভদ্রলোকদিগের প্রায় এই গতি। অনেকে পরিশ্রম করা, দৌড়াদৌড়ি করা ও দ্রুতবেগে ভ্রমণ করাকে লজ্জার বিষয় মনে করেন। স্যালষ্ট নামা পণ্ডিত কহিয়াছেন পম্পি ৫৮ বৎসর বয়ক্রমকালেও দৌড়াইতেন লাফাইতেন এবং তাঁহার সেনাদলস্থ বলবান্ সৈনিকপুরুষে যে বোঝা লইয়া যাইত তিনিও তদ্রূপ বোঝা লইয়া যাইতেন। পম্পি রোমের এক জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি বহু যুদ্ধ জয় করিয়া মহান্ এই উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে রোমের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছিলেন। তিনি এমন উচ্চপদস্থ ও প্রবীণ হইয়াও শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বালকবৎ দৌড়াদৌড়ি করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশে এপ্রকার প্রবীণ ব্যক্তিকে দৌড়িতে দেখিলে লোকে বাতুল বোধ করিয়া গায়ে ধূলি দেয় সন্দেহ নাই। রোমকদিগের ব্যায়াম চর্চ্চা বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ও অভ্যাস ছিল। তাঁহারা সন্তরণ ক্রিয়াকে ব্যায়াম মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনা করিতেন। যে ব্যক্তি সন্তরণ না জানিত, সে মূর্খ বলিয়া নিন্দিত হইত। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির মূর্খতার এইরূপ পরিচয়

দিয়াছেন যে " সে পড়িতে ও সাঁতার দিতে জানে না। " বঙ্গবাসিদিগের না আছে দীর্ঘ ভ্রমণ, না আছে অশ্বারোহণ, না আছে সন্তরণ, না আছে অন্য-বিধ ব্যায়ামের আলোচনা। যে বঙ্গীয় যুবকের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইল, তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন। তাহার মনে এই লজ্জাভয় উপস্থিত হইল, তিনি যদি তখন দৌড়াদৌড়ি করেন, সকলে তাঁহাকে বালক বোধ করিবে। ঐ অবধি তাঁহার হাত পা ছাড়ান বন্ধ হইল। ক্রমে তিনি অলস-দলের শিরোমণি হইয়া গল্প ও ক্রীড়াকৌতুকে কাল যাপন করিতে লাগি-লেন। পক্ষান্তরে আমরা প্রধান ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষদিগকেও চলিতে চলিতে দৌড়িতে দেখিতে পাই।

দ্বিতীয়, পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করা নাই। লঘুপাক সারহীন মৎস্য-যূষে কত বলাধান করিবে? তাহাতে কত বলবীর্য্য হইবে? মৎস্যযূষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া আমরা যে চলিয়া বলিয়া বেড়াইতে পারি, ঐই অনেক। আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে ডাইল ও দুগ্ধ পুষ্টি-কর; কিন্তু এই দুটী দ্রব্য অনেকেরই সহ্য হয় না। সহ্য হয় না কারণ কি? কারণ ব্যায়ামচর্চ্চা নাই। কে পরিপাকশক্তি জন্মিয়া দিবে? লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া ক্রমে অগ্নিমন্দ হইয়া যায়। যদি ব্যায়াম চর্চ্চা থাকিত; অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিত।

তৃতীয়, স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে আমাদিগের যত্ন নাই। যে যে উপায় অব-লম্বন করিলে স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, আমরা তাহা অবলম্বন করি না। আমা-দের আলস্য ঔদাস্য ও শরীরের প্রতি তাচ্ছীল্য তাহার কারণ। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ যে গুলি একান্ত আবশ্যক তাহা এই—

বায়ু, পানীয় জল, আলোক, বাসভূমি ও বাসগৃহ, বস্ত্র এবং পানভোজ-নাদি। এ সকল বিষয়ে আমাদিগের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমরা যে স্থানে বাস করি, যে গৃহে শয়ন করি এবং যে গৃহে উপবেশন করি তথায় নিয়তকাল বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার হওয়া একান্ত আবশ্যক, তথায় যদি দুর্গন্ধ দূষিত বায়ু সর্ব্বদা গতায়াত করে, শরীর শীঘ্র রোগগ্রস্ত হইয়া উঠে। ঐরূপ পানীয় জলও বিশুদ্ধ না হইলে পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হয়। যেমন আমাদিগের বাসভূমিতে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার হওয়া আব-শ্যক, তেমনি তথায় দিবাকর করপ্রবেশের পথ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যে বাটীর প্রাঙ্গণ ভূমির সূর্য্যকিরণের সহিত কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ না হয়,

তথায় প্রবেশ করিলে বোধ হয় যমরাজ যেন কর প্রসারণ করিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফলতঃ সে বাটীতে যাহারা বাস করে, তাহারা প্রায় সুস্থ থাকিতে পারে না। যে বাটীতে বাস করিতে হইবে, তাহা উচ্চ শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। ভদ্রাসন বাটী জলার্দ্র হইলে পীড়া সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া গৃহস্থদিগকে প্রায়ই আক্রমণ করিয়া থাকে। যখন বাসভূমির উচ্চতা বিশুষ্কতা ও পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক হইল, তখন যে বাসগৃহ এই সকল গুণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা যে পরিচ্ছদ পরিধান করি, তাহা যে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইলেই পর্য্যাপ্ত হইল, তাহা নয়, শীতাতপ বর্ষা বায়ুর উপদ্রব নিবারণ করিতে পারে এরূপ বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। আমরা প্রত্যহ যে সকল দ্রব্য পান ভোজন করি, তাহার মধ্যে অধিকাংশ পুষ্টিকর দ্রব্যের সমাবেশ থাকা উচিত। তাহাও এরূপ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও উপাদেয়রূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত, যে তাহার দর্শন ও ঘ্রাণে মন প্রফুল্ল হয়। মনু বলেন "দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ" অন্ন দেখিয়া হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে। ফলতঃ অন্ন এরূপ হওয়া উচিত যে দেখিয়া মন যেন হৃষ্ট ও প্রসন্ন হয়। যে যেমন পুরুষ, যে পরিমাণে দ্রব্য পান ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারে, সেইরূপ দ্রব্য পানভোজন করা তাহার কর্ত্তব্য। সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। বচন আছে "নাতি সৌহিত্য মাচরেৎ" অতি বাড়াবাড়ি করিবে না। আর যে সকল দ্রব্য পান ভোজন করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়, তাহার পানভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বঙ্গবাসিদিগের এ সকল বিষয়ে প্রায় দৃক্‌পাত নাই ও যত্ন নাই। বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের গুণ অনেকে বুঝেন না। বঙ্গদেশের অনেক গৃহেই পবনদেব বহুপ্রয়াস পাইয়াও প্রবেশপথ পান না। আমরা দেখিয়াছি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে গৃহে জানলা রাখিবার প্রায় রীতি নাই। বঙ্গদেশের অনেকেই পানীয় জলের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনা করেন না। অনেকে পান ভোজন বিষয়েও সর্ব্বদা নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালাদেশের বস্ত্র পরিধান রীতি অতি শোচনীয়। পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধানে শরীরের পক্ষে যে কি উপকার লাভ হয়, অনেকের সে ভাবগ্রহ নাই। আমরা উপরে যে শীতাতপ বর্ষা বায়ুসহ বস্ত্রের কথা কহিলাম, বঙ্গদেশে প্রায় তাহা নাই। অধিকতর দুঃখ ও শোকের বিষয় এই যিনি যত

সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন, তিনি তত আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন। স্থূল বস্ত্র পরিধানের ব্যবহার না থাকাতে যে অনিষ্ট ফল হয়, আমরা বর্ষাকালে তাহা বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বর্ষাকালে প্রায়ই পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ুকে রোগের আকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ বায়ুর উপদ্রব নিবারণ করিতে পারে, আমরা এরূপ বস্ত্র পরিধান করি না, গায়েও কাপড় দি না। এই নিমিত্তই বর্ষাকালে বঙ্গদেশে পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। আমরা যদি ঐ সময়ে স্থূল বস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখি, এত পীড়া ভোগ করিতে হয় না।

অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করা এবং রাত্রিতে সকাল সকাল শয়ন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা অনুকূল। স্মৃতিকারেরা কহিয়াছেন "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত" ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইবে। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যেরা চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দূরবর্ত্তী গঙ্গা বা নদীতে গমন করিতেন এবং স্রোতোজলে স্নান করিয়া পুষ্পাদিচয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। এই দীর্ঘ ভ্রমণ এবং স্রোতোজলে অবগাহন ও সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণে তাঁহাদের শরীর ও মন পুলকিত হইত। তাঁহারা বিলক্ষণ স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করিতেন। এখন দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকের-প্রভাতে দূরবর্ত্তী গঙ্গাস্নান করিয়া আইসে। তাহারা অন্য অন্য বিষয়ে স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও এই এক গুণে স্বাস্থ্য-সুখে বিলক্ষণ সুখিত হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য নিয়ম প্রতিপালন করিলে যে কেবল দৈহিক উন্নতি হয় এরূপ নয়, মনও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। সুস্থ অবস্থায় যদি মনকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করা যায়; সে শিক্ষা শীঘ্র ফলোপধায়িনী হইয়া উঠে। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহিয়াছেন :—

স্বাস্থ্য বিধায়ক শাস্ত্রের যদি দূরতর অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা মন ও শরীর উভয়ের সম্পূর্ণ উন্নতিবিধায়ক নিয়ম জানাইয়া দেয়। মন ও শরীর এ উভয়কে স্বতন্ত্র করা সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রত্যেক মানসিক ও ধর্ম্মনৈতিক ক্রিয়া দ্বারা শরীর যেমন স্পৃষ্ট ও পরিচালিত হয়, মনও তেমনি শারীরিক অবস্থার দ্বারা সম্পূর্ণ স্পৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবিধান প্রণালীকে সম্পূর্ণ

করিয়া তুলিতে হইলে আমাদিগকে চিকিৎসক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ধর্ম্মো-পদেশক এই তিনের পাণ্ডিত্যের একত্র সমবায় করিতে হইবে এবং শরীর মন এবং আত্মাকে তুল্য নিয়মে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। যদি আমরা ঠিক বুঝিতে পারি এবং ঠিকরূপে উপায় প্রয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় ঈশ্বর মানুষকে যে প্রকার করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, আমরা তাহাকে সেই প্রকার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যশালী দেখিতে পাইব। মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভকালে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে সৃষ্টিকর্ত্তার হস্ত হইতে যেরূপ বাহির হইয়াছে, সেইরূপ সকল অংশের সমতা ও সকল অংশের সম্পূর্ণ তুল্যতা বিশিষ্ট তাহাকে দেখিতে পাইব। (১)

দৈহিক উন্নতি না থাকাতে বঙ্গবাসিদিগের যে কি ঘোর অনিষ্ট ঘটিতেছে বঙ্গবাসিরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তাঁহারা সংশয়ে আরূঢ় হইয়া কোন গুরুতর দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেছেন না এবং স্বাধীনভাবে শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। দূরতর দেশে দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রস্তাব হইলেই তাঁহাদিগের নানা দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, মনে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়, পরিবারের মায়া আসিয়া বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া তুলে, কত অতর্কিত অশঙ্কিত বিঘ্ন ও বিপত্তির গণনা করিয়া থাকেন, কোন ক্রমেই সাহস বাঁধিতে পারেন না, শেষে পিছিয়া পড়েন। আমাদিগের দৈহিক উন্নতি নাই বলিয়া রাজপুরুষেরা

---

(১) Taking the word hygiene in the largest sense, it signifies rules for perfect culture of mind and body. It is impossible to dissociate the two. The body is affected by every mental and moral action ;the mind is profoundly influenced by bodily conditions.

For a perfect system of hygiene we must combine the knowledge the physician, the school master, and the priest, and must train the bo[illegible] the intellect, and the moral soul in a perfect and balanced o[illegible] if our knowledge were exact, and our means of application adequate, we should see the human being in his perfect beauty, as providence perhaps intended him to be ; in the harmonious proportions and complete balance of all parts in which he come our of his Maker's hands, in whose devine image we are told he was in the begining made. A manual of practical hygiene by Edmund Parks M D.

আমাদিগের স্কন্ধে কোন গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে ইচ্ছা ও বিশ্বাস করেন না। ইহাতে দেশের একটী মহৎ অমঙ্গল ঘটিতেছে। অন্য কোন অনিষ্টের প্রতীকারার্থ যদি বঙ্গদেশীয়েরা দৈহিক উন্নতির আবশ্যকতা বোধ না করেন, অন্ততঃ শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্তও দৈহিক উন্নতি সাধন চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য। কেহই দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে ও দুর্ব্বলের উপরে অত্যাচার করিতে বিমুখ হয় না। ম্যালেরিয়া জ্বর দুর্ব্বল পাইয়া আমাদিগকে চাপিয়া ধরিয়াছে এবং ঘোর অত্যাচার করিতেছে; কিন্তু আমাদের শরীর যদি বলিষ্ঠ হইত, ম্যালেরিয়া কখনই সহজে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সকল গ্রন্থেই আত্মরক্ষার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ আছে। শ্রুতি কহিতেছেন "আত্মানং সততং গোপায়ীত" স্মৃতি বলেন "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।"

শ্রুতির অর্থ এই আত্মাকে সতত রক্ষা করিবে, স্মৃতি অধিকন্তুর সাহস প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতির মতে ধন ত সামান্য, স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও করিবে।

আমরা উপরে ব্যায়াম চর্চ্চার গুণবর্ণন করিয়াছি। ব্যায়াম চর্চ্চাই দৈহিক উন্নতির প্রধান মূল। এই ব্যায়াম চর্চ্চা না থাকাতে বঙ্গবাসিদিগের শরীরগত অতিশয় বৈষম্য ঘটিয়াছে। কথায় বলে "তালপাতার সিপাই" বঙ্গদেশের অনেকেই সেই তালপাতার সিপাই। অনেকে আবার স্থূল দেহ হইয়া জড়ভরত হইয়া পড়েন। তাঁহারা কোন দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন কি, তাঁহাদিগের নিত্যকার্য্য সম্পাদন করাই কঠিন হইয়া উঠে; কিন্তু যদি ব্যায়াম চর্চ্চা থাকে, শরীরের স্থৌল্য ও কার্শ্য দূরগত হইয়া সাধারণে সকল শরীর সুসমস্ত ও সবল হইয়া উঠে। ব্যায়াম নিবন্ধন শরীরের যে ভাব [illegible]পারপ্রসক্ত রাজা দুষ্মন্তের শরীর বর্ণন শ্রবণ করিলেই পাঠক-

।

[illegible]মেদচ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ।

[illegible] রাজা দুষ্মন্তের মেদ কমিয়া গিয়া শরীর লঘু কৃশ ও উৎসাহযোগ্য হইয়াছে।

ব্যায়াম চর্চ্চা পূর্ব্বকার রাজাদিগের নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল। কাদম্বরী গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায়, রাজারা রাজকর্ত্তব্য ব্যবহার দর্শন করিয়া ব্যায়াম না করিয়া স্নান ভোজনাদি করিতেন না।

যাঁহারা চাকরি করেন, তাঁহারা বলিবেন, আমাদের অবসর কোথায় যে আমরা ব্যায়াম করিব? এটী অলসের কথা ও অলসের যুক্তি। অন্য অন্য নিত্য কর্ত্তব্যের ন্যায় ব্যায়াম-কার্য্য যদি নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, আপনা হইতেই অবসর হইয়া উঠিবে। ইউরোপীয়েরা কি চাকরি করে না? তাহাদের কি ব্যায়ামের বাধা আছে? বঙ্গবাসিদিগের সকলেরই ভ্রমণ সুলভ। যাঁহাদিগের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করুন। নদ নদী সরোবর সন্তরণকালে কাহারই হস্ত রোধ করিয়া বাধা দেয় না। এটী স্ত্রী বালক, বৃদ্ধ, ধনবান্, দরিদ্র, সকলেরই সুলভ। কেবল অলসের পক্ষে দুর্লভ। অবশ্য-কর্ত্তব্য বোধে নিত্য ব্যায়াম চর্চ্চা করা যেমন আবশ্যক তেমনি বর্ত্তমান আহার, বাস ও পরিচ্ছদ পরিধানপ্রণালী পরিবর্ত্তন করাও আবশ্যক।

বামদেব।

তৃতীয় অধ্যায়।

৫ ম পরিচ্ছেদ।

সুলোচন বৃদ্ধকে বলিলেন, আমি যখন বিন্ধ্যগিরির গুহা মুখস্থিত সন্ন্যাসীর আশ্রমে নীত হইলাম তখনও আমার অস্ত্রকৃত ক্ষত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতেছিল, আমি মূর্চ্ছিত প্রায়, সেনাপতি আমাকে দৃঢ়তররূপে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিলেন, রোগীর যথোচিত ঔষধ দান পথ্যদান ও তত্ত্বাবধান বিষয়ে কোনরূপে যেন যত্নের ত্রুটি হয় না। এই বাক্য গুলি তিনি যেন আজ্ঞা বাক্যের ন্যায় প্রয়োগ করিলেন। সন্ন্যাসীও নত মস্তকে তাঁহার সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। সেনাপতির সহিত সন্ন্যাসীর যে কি বাধ্য বাধকতা, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু সন্ন্যাসী আমার প্রতি পিতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া দৃঢ়তর রূপে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন এবং আমি তাঁহাকে পিতঃ বলিয়া সম্বোধন করিলাম। তিনি পর্ব্বত মধ্য হইতে কি এক গাছের শিকড় ও পাতা আনিয়া বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিলেন, রক্ত বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু ক্ষত স্থানগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বেদনা আমাকে অভিভূত করিল, আমি ঘোরতর জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অচৈতন্য হইলাম। পাঁচ দিবা রাত্রি কোথা দিয়া গেল, কিছুই জানিতে পারিলাম না, মধ্যে মধ্যে কেবল স্বপ্নের ন্যায় এই বোধ হইত, সন্ন্যাসী আমাকে দুগ্ধ পান করাইতেছেন, একটী স্ত্রীলোক আমার

গায়ে হাত বুলাইতেছে এবং চরণ সেবা করিতেছে। স্ত্রীলোকটীকে আমি চিনি চিনি বোধ হইত; কিন্তু চিনিতে পারিতাম না।

এইরূপে পাঁচ দিন অতীত হইয়া গেল, তাহার পর আমার চৈতন্য হইল। তখন বোধ হইল, আমার শরীর সুস্থ হইয়াছে, তখন শরীরে আর সেই অসহ্য যাতনা ছিল না, জ্বরও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। তখন আমার বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে ভোজন করিবার ইচ্ছা জন্মিল; কিন্তু কি ভোজন করি, কাহাকেই বা খাদ্য দ্রব্য আনিতে বলি, এই প্রকার চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার শরীরের ভাব কি প্রকার? আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, আমার শরীর নীরোগ বলিয়া বোধ হইতেছে। পিতঃ! আপনার কৃপায় আমি এযাত্রা রক্ষা পাইলাম।

সন্ন্যাসী ঐ কথা শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! মনুষ্য অতি দুর্ব্বল হৃদয়, কার্য্য কারণ ভাব বোধে সমর্থ নয়, চিত্ত দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন একের কৃত কার্য্য অনায়াসে অপরের প্রতি আরোপ করিয়া থাকে। ইহাতে কেবল যে তাহাদিগের কর্ত্তব্যের অন্যথাচরণ করা হয় এরূপ নয়, তাহারা মহাপাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। বৎস! দেখ দেখি তোমার কি মহাভ্রম! সেই অদ্ভুত বিধানকর্ত্তা অদ্বিতীয়ের কৃপাবলে তোমার প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু তুমি অনায়াসে কহিলে আমার কৃপাই তোমার প্রাণরক্ষার কারণ? এটি কি অধর্ম্ম বাক্য নয়? জগদীশ্বর যদি তোমার প্রতি কৃপা না করিতেন, তাহা হইলে তোমাকে আজ কি আমি এ স্থানে দেখিতে পাইতাম? আজ কি তুমি আমার সহিত কথোপকথনে সমর্থ হইতে? সকলই তাঁহার কৃপা। যে অদ্ভুত ঔষধির বলে এই স্বল্প দিনের মধ্যে সেই নিদারুণ ক্ষত বিশুষ্ক হইল, সে ওষধির কি আমি সৃষ্টি করিয়াছি? ঐ দ্রব্যের যে ঐ প্রকার বিচিত্র শক্তি ও মহৎগুণ আছে, তাহা যে আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাও ঈশ্বরের কৃপায়। তোমার এই আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে আমার কৃপার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি কর্ত্তব্যকর্ম্মই করিয়াছি। ঐ দ্রব্যের ব্রণবিরোপণ করিবার যে শক্তি আছে, তাহা আমি জানিয়াও যদি তোমার শরীরে তাহার প্রয়োগে বিমুখ হইতাম, আর তুমি আমার সমক্ষে বিপদ্যমান হইতে, তাহা হইলে আমি মহাপাপী হইতাম, ঈশ্বরের

নিকটে দায়ী হইতে হইত। বৎস! বোধ হয় তুমি এখন বুঝিতে পারিলে এ বিষয়ে আমার কিছুই কৃপা নাই। আমি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি। এই কথা কহিয়া সন্ন্যাসী বিরত হইলেন।

আমি তাঁহার এই প্রকার বাক্য শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত ও অপ্রতিভ হইলাম। আমার বাক্‌শক্তি যেন অপহৃত হইল। আমি এক দৃষ্টিতে কিয়ৎ-ক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; মনে মনে ভাবিলাম এ প্রকার সাধু সদাশয় নিস্পৃহ লোক জগতে অতি বিরল। তাহার পর আমি অতি কষ্টে বিনীতভাবে কহিলাম, পিতঃ! আপনি যে সকল কথা কহিলেন, ইহার কিছুই মিথ্যা নয়; কিন্তু জগদীশ্বর মানুষকে যে কৃতজ্ঞতা-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা উপকার লাভ মাত্র উপকারকারীর প্রতি উচ্ছলিত হইয়া উঠে, দূরতর কার্য্যকারণ ভাব পর্য্যালোচনার অবসর পায় না। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে কিছু হয় না সত্য কথা বটে; কিন্তু আপনি যদি আমার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আমার আরোগ্য সম্পাদনের চেষ্টা না করিতেন, আমার জীবনলাভ দুর্ঘট হইত সন্দেহ নাই অতএব আমার মন যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়াছে, তাহা অনৈসর্গিক হয় নাই।

সন্ন্যাসী আমার কথা শেষ হইতে না হইতে সস্মিতবদনে কহিলেন, বৎস! বল তোমার ক্ষুধার কি প্রকার উদ্রেক হইয়াছে? শরীর ক্রমে সুস্থ বোধ হইতেছে কি না? আমি উত্তর দান দ্বারা উভয়েরই সমর্থন করিলাম। তিনি আমার পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রমে আমার বলাধান হইতে লাগিল, আমি শয়নতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে দুই চারি পা করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলাম. দেখিলাম, গুহার মধ্যে মনুষ্যের বাসসূচক অনেক দ্রব্য সামগ্রী পড়িয়া আছে এবং গুহাটী রাজবাটীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মহলে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমি দর্শনোৎসুক হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর এক ব্যক্তি কর্কশ-স্বরে আমাকে বারণ করিল, তুমি আর অগ্রসর হইও না। অগ্রে যদি তুমি দ্বিতীয় পদ ক্ষেপ কর, তোমার বিপদ ঘটিবে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম এবং কে আমাকে নিষেধ করিল, তাহার দর্শনার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি-ক্ষেপ করিলাম; কাহাকেই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু আর আগিয়া যাইতে সাহস হইল না। তথাপি আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দুই তিন বার

নিষেধকারির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর পাইলাম না। সুতরাং আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

আমি নিবৃত্ত হইলাম বটে; কিন্তু আমার মনকে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। তর্কপরম্পরা উদিত হইয়া আমার মনকে বাতাহত সাগরের ন্যায় ঘোর আন্দোলিত করিয়া তুলিল। একবার মনে হইল, আসন্ন শত্রু-হস্ত হইতে পরিজন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজারা যে গুপ্ত গৃহ করিয়া থাকেন, একি সেই গৃহ? আবার মনে হইল, সে গৃহ হইলে আমার মত লোকে এখানে প্রবেশানুমতি পাইবে কেন? কেনই বা গুহা প্রবেশ-দ্বারে সন্ন্যাসীর আশ্রম হইবে? সন্ন্যাসীর আশ্রমে নানাদেশীয় নানা জাতীয় লোকের সমাগম হয়। তাহাদিগের দ্বারা এ গূঢ় সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা। তবে এ কি দস্যুদলের আত্মগোপন স্থান? ইহাই সম্ভাবিত বোধ হইতেছে। ভগ্ন অস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইল। কার্য্য দ্বারা সন্ন্যাসিকে পরম দয়ালু ও মহামনা বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু তাঁহার আকৃতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতবাদিনী। তাঁহার শরীর দেখিলে বোধ হয় যেন লৌহনির্ম্মিত। নিত্য ব্যায়াম চর্চ্চা না থাকিলে শরীর কখন এরূপ হয় না। যিনি শারীরিক ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া নিয়তকাল ধ্যানমগ্ন থাকেন, তাঁহার শরীরের এরূপ দৃঢ়তা হওয়া সম্ভাবিত নয়। এ গুহা যদি দস্যু দলের আবাসস্থান হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসীর উপরেও সন্দেহ উপস্থিত হয়।

এখন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ সংশয় দূর করি। সন্ন্যাসিকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না। কোন রাজার গুপ্ত গৃহ হউক, আর দস্যুগণের আড্ডাই হউক, তিনি ইহার সমুদায় বৃত্তান্ত জানেন, সন্দেহ নাই। যাঁহারা তাঁহাকে বিশ্বাসপাত্র ভাবিয়া বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছে তিনি যে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিবেন, ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আর জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্য লোকও দেখিতে পাই না। যাহা হউক, মনকে এখন ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিতে হইতেছে, ক্রমে ব্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অতৃপ্ত মনে নিদ্রা গেলাম। চিত্ত চিন্তাসমাকুল ও অপ্রসন্ন থাকিলে প্রায়ই সুষুপ্তি হয় না। স্বপ্নস্রোত প্রবাহিত হইয়া নিদ্রার মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। একটী দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। অদূরে শুনিতে পাইলাম, দুই ব্যক্তি কথোপ-

কথন করিতেছে। এক ব্যক্তির স্বর আমার পরিচিত পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর স্বর বলিয়া বোধ হইল, দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কে তাহা আমি স্বর দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা এই,—

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল দেবব্রত! “ সন্ন্যাসীর নাম ” তোমার বড় অন্যায়। যে ব্যক্তি আমাদের মহাশত্রু; যে ব্যক্তি আমাদের একজন সদ্দারের হস্ত ছেদন করিয়াছে, যে ব্যক্তি গাজিপুরের নিকটে নৌকা লুণ্ঠনকালে আমাদিগের তিন ব্যক্তিকে দারুণ আঘাত করিয়া চিরকালের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে, যাহার প্রাণসংহার করিয়া বৈরনির্য্যাতন করা একান্ত কর্ত্তব্য তুমি সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া ও ঔষধ পথ্য দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতেছ। ইহাকেই বলে শত্রুকে উঁচু পিঁড়ি দেওয়া।

বিধায় বৈরং সামর্ষে নরোরৌ য উদাসতে।
প্রক্ষিপ্যোদর্চ্চিষং কক্ষে শেরতে তেঽভিমারুতং ॥

যে সকল মনুষ্য কুপিত ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করিয়া উদাসীন থাকে অর্থাৎ শত্রু সংহারের চেষ্টা না করে, তাহাদিগের কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যে দিক হইতে বাতাস আসিতেছে, সেই দিকে সেই অগ্নি রাখিয়া তদভিমুখে শয়ন করা হয়। অর্থাৎ তাহার সেই শত্রু হস্তে নিঃসংশয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব শত্রুর প্রশ্রয় দেওয়া ও তাহার উপকার করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, তুমি যে নীতির উল্লেখ করিলে, তাহার উদাহরণ স্বতন্ত্র, এটী তাহার উদাহরণ স্থল নহে। শত্রু হউক মিত্র হউক আর উদাসীন হউক যে ব্যক্তি শরণাগত হয়, গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করে, তাহার প্রতি কোপ করা উচিত নয়, তাহার যথোচিত সমাদর করা ও অতিথিসৎকার কর্ত্তব্য।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃপার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ ॥

শত্রুও যদি গৃহে আগত হয়, তাহার উচিত আতিথ্য করিবে। যে ব্যক্তি বৃক্ষের পার্শ্বগত ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষচ্ছেদন করে, বৃক্ষ সেই ছেদনকারী হইতে সেই পার্শ্বগত ছায়া হরণ করে না।

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, আমরা দস্যু আমাদিগের আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? শত্রু বধ করাই আমাদিগের ধর্ম্ম।

না, না, এ কথা বলিও না সকল জাতির সকল শ্রেণীর সকল ব্যবসায়ীরই কতক গুলি করিয়া বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সে গুলি প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, দস্যুরা অনেক নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করে বটে, কিন্তু তাহারা কাপুরুষ নয়, তাহারা কখন স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ও শরণাগত ব্যক্তির উপরে অস্ত্র চালন করে না। এ ব্যক্তি আমাদিগের গৃহাগত ও শরণাগত হইয়াছে। আমরা যদি ইহার প্রাণ বধ করি, আমাদিগের অধর্ম্মের ও অযশের পরিসীমা থাকিবে না।

এই কথা কহিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন, আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না। আমার মনে পূর্ব্বে যে সংশয় জন্মিয়াছিল এই কথোপকথন দ্বারা তাহা দূরীভূত হইল, কিন্তু আর একটী মহাসংশয় উপস্থিত হইল, চিত্ত বিষম চিন্তাকূল হইয়া উঠিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম সসর্প গৃহে আমার বাস হইয়াছে, দস্যুগণের উপরে বিশ্বাস কি? সকল দস্যু সমান নয়, এক জন দস্যু সন্ন্যাসীর কথা শুনিল, আর এক জন যদি না শুনে সেই দিন আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। এইরূপ সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকা উচিত নয়, কিন্তু কিরূপেই বা এ স্থান হইতে গমন করি, এই প্রকার নানা চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত নিরূপায় হইয়া বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলাম, প্রায় প্রতি দিন রাত্রিতে মনুষ্য পদশব্দ ও অস্ত্র শব্দ শুনিতে পাইতাম। দুই তিন দিন পরে যে আর একটী ঘটনা ঘটিল, তাহাতে মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। এক দিন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, নিম্নলিখিত কথোপকথনগুলি আমার শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইল।

আমি বিনয়াঞ্জলি করিয়া আপনাকে কহিতেছি, আপনি কথা শুনুন ক্ষান্ত হউন, আর অগ্রসর হইবেন না। আপনার পায়ে ধরিতেছি, আপনি আমার পিতা, কন্যার প্রতি অবৈধ ব্যবহার করা পিতার উচিত নয়। আমি অবলা, আপনি বলবান। দুর্ব্বলের রক্ষা করাই বলবানের কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল স্ত্রীজাতির প্রতি বল প্রকাশ করিবে বলিয়াই কি ঈশ্বর পুরুষ জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন? আমি তোমার শরণাগত। শরণাগতকে অভয়দান করা কি উচিত নয়? আমার এই শরীর আমি এক জনকে দান করিয়াছি, ইহাতে তাঁহার প্রভুত্ব ও স্বামিত্ব। ইহাতে অপরের অধিকার নাই। ধনস্বামির অনুমতি বিনা অপরের ধন গ্রহণ করিলে যে মহাপাপ ও অধর্ম্ম হয়, তাহা কি জানেন না?

প্রিয়ে! তুমি আমার মনের ভাব ও শরীরের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না; তাই এ সকল কথা কহিতেছ। তুমি যদি আর মুহূর্ত্তকাল আমার প্রতি নির্দ্দয় হও, আমি তোমার চরণতলে প্রাণত্যাগ করিব। আমি যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তোমার যদি পরহৃদয়ে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তুমি তাহা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতে। তুমি কৃপা করিয়া আমার মনস্কাম পূর্ণ কর, বাম হইও না। বিধাতা তোমার আকৃতি কুসুম সুকুমার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তোমার হৃদয় এত কঠিন কেন? তোমার এই অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ ললাট ফলক, এই পদ্মপলাশ তুল্য বিশাল নয়নদ্বয় এই তিলকুসুমসম নাসিকা, এই বিম্ব সদৃশ ওষ্ঠদ্বয়, এই কুন্দ সম সুগঠিত ক্ষুদ্র দন্তাবলী আমাকে মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতেই আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত ভাল মন্দ কোন জ্ঞান নাই। পর দ্রব্য লুণ্ঠনে অধর্ম্ম-ভয় প্রদর্শন করিলে কিন্তু পরদ্রব্য লুণ্ঠন করাই আমাদের ধর্ম্ম। আমরা দস্যু। আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? তোমাকে স্পষ্ট কথা কহিতেছি, তুমি যদি সহজে আমার মনস্কামনা পূর্ণ না কর, আমি বলপূর্ব্বক অভীষ্ট সাধন করিয়া লইব। তুমি যাহার আশয়ে আছ, সে এ ভূতলে নাই। বৃথা আশায় কেন চিরকাল কষ্ট পাইবে? আমাকে ভজনা কর, অতুল সুখে সুখী হইবে। রাজ মহিষীরা যে সুখ সামগ্রী ভোগ করিতে না পান আমি তাহা তোমার কোক-নদসদৃশ এই চরণোপান্তে উপনীত করিয়া দিব। তুমি বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া স্বয়ং কষ্ট পাইও না, আমাকেও কষ্ট দিও না।

রে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুই এখনও ক্ষান্ত হইলি নি। আর যদি তুই এক পা অগ্রসর হইবি, আমি এই গুহা ভিত্তিতে মস্তকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিব, কোন ক্রমেই তোর অভীষ্টসিদ্ধি করিব না। তুই দস্যু অনেক অধর্ম্ম করিয়াছিস সত্য, আরো সেই পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কেন অধিকতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবি? যে ব্যক্তি পাঁচটী পাপ করিয়াছে, তাহাকে যে ষষ্ঠ পাপ করিতেই হইবে, এ বিধি নহে। তুই যে আমাকে ভোগসুখের প্রলোভন দেখাইতেছিস; আমি ত তাহা তৃণ জ্ঞান করি। আমি যাঁহার নিমিত্ত এ শরীর রক্ষা করিতেছি, তিনি যদি লোকান্তর গমন করিয়া থাকেন, তাঁহার চরণপদ্ম ধ্যান করিয়া আমি জীবন যাপন করিব, তাহাও আমার শ্লাঘ্য।

এই কথা কহিয়া স্ত্রীলোকটী অতি কাতর ও করুণস্বরে এই বলিয়া রোদন

নারা। তীর্থস্থানে একটা কেল্লা মেরামত করায় কি তিনি হিন্দু হইলেন?

বরুণ। না ভাই, তাঁহার আদান প্রদান ক্রিয়া কর্ম্ম যা কিছু সমস্তই হিন্দুদিগের সহিত হইত। হিন্দুরাজাদিগের হস্তে তিনি বিশ্বাসপূর্ব্বক রাজ্যের অনেক গুলি প্রধান প্রধান কর্ম্ম দিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমানকে তিনি কখন ভিন্ন ভাবিয়া পক্ষপাত করিতেন না। রাজা তোড়লমল তাঁহার রাজস্ব সচিব এবং মানসিংহ তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আকবর ভগবান দাসের ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

ইন্দ্র। মুসলমানদিগের ন্যায় ইংরাজেরা কি হিন্দুদিগকে রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদ দিয়া থাকেন?

বরুণ। ইহাদের গুণ অশেষ কিন্তু মনটা বড় সন্দিগ্ধ। রাজ্যের কাহারও প্রতি ইহাঁদের মনখুলে বিশ্বাস হয় না।

নারায়ণ। আকবর হল মুসলমান, রাজপুতেরা হিন্দু। হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হওয়াতে অন্যান্য রাজারা কোন আপত্তি করিতেন না?

বরুণ। রাজপুতেরা কন্যাদান করিয়া তাহাকে আর লইয়া আসিতেন না এবং তাহার হাতে আহারাদিও করিতেন না সুতরাং অন্যান্য রাজারা আপত্তি করিবেন কেন?

নারী। আহা! মেয়ে গুলোর কি কষ্ট!

বরুণ। কষ্ট কিসে?

নারা। কষ্ট নয়—শ্বশুরালয়ে এসে পেয়াজ রসুন দিয়ে শুটকী মাচ ভাজা। কুকড়োর ডাল্‌না, সপে বসে সানকিতে করে ভাত খাওয়া হিন্দুর মেয়ের কষ্ট নয়? জুতা পায় দিয়ে বেগম সাজা, আচলা পেতে উঠ বস করতে করতে নমাজ পড়া হিদুর মেয়েদের কি কম কষ্ট?

বরুণ। ক্রমে সয়ে যায়। দেখুন পিতামহ, ঐ কেল্লা হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ তিন জাতির স্বেচ্ছামত নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতের কত দেশ, কত রাজ্য ধ্বংশ হইল কিন্তু এলাহবাদের কেল্লা চিরকাল বর্ত্তমান আছে। কেল্লার মধ্যে পাতাল পুরী। পাতাল পুরীতে এক অক্ষয়বট ও শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

"চল আমরা দেখে আসি" বলিয়া, পদ্মযোনি দেবগণ সহ অক্ষয়বট দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময় দেখেন একজন সাহেব ও তৎপশ্চাৎ

কতিপয় বাঙ্গালী রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন সাহেব হচ্চেন পাদরী আর বাঙ্গালী কয়েক জন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অন্ধকার হইতে আলোয় এসেছেন। বাঙ্গালী কয়েক জনের অর্থাভাবে গাত্র বস্ত্র গুলি মলিন শরীরেও তাদৃশ লাবণ্য নাই। প্রত্যেকের কপোলে বোকা পাটার মত ২। ৪ গাছি শ্মশ্রু বিরাজিত, বগলে বটতলা অঞ্চলের ছাপান চটী পুস্তক হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় ফেরিওয়ালারা ফেরিং করিতে বাহির হইয়াছেন। পুস্তক গুলি অকাতরে বিতরণ করা হচ্চে। নারায়ণ ছুটে গিয়া ' ও গো, আমাকে এক খানা বহি দাও " চাহিয়া লইলেন।

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ, ফেলে দাও, এখনও বলচি ফেলে দেও ? দিয়ে প্রয়াগে মাথা মুড়াও। একি ! খ্রীষ্টানী বহি কি বলে ছুলে? জানো দেবতারা যদি জান্তে পারেন তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করে গোবর খাওয়াবেন।

নারায়ণ। আজ্ঞে কাল রাত্রে তামাক বাঁধার কষ্ট হওয়াতেই লওয়া।

ব্রহ্মা। না, তুমি ফেলে দেও। বরুণ, ওরা কি গঙ্গাস্নানে এসেছে ?

বরুণ। আজ্ঞে না, ঐ কর্ত্তারা মেলার স্থানে প্রায়ই আসিয়া দেখা দেন। এবং হিন্দু দেব দেবীর নিন্দা করিয়া লোকগুলোকে খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা পান।

দেবগণ কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন " এই কেল্লাটী নগর হইতে দূরস্থ ময়দানে অবস্থিত। দুই নদীর মিলিত কোণে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ওদিকে দেখুন আকবর বাদসার রাজবাটী। ঐ বাটী হইতে জলে নামিবার সিঁড়ি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ সিড়িতে বসিয়া পূর্ব্বে মোগল রমণীগণ স্নান করিতেন। ইহারপর দেবতারা পাতালপুরী দেখেন। ব্রহ্মা অক্ষয় বট দেখিয়া কহিলেন " গাছটী দেখে আমার সন্দেহ হচ্চে, বোধ হয় ইহার মধ্যে পাণ্ডাদিগের জুয়াচুরি আছে।

ইন্দ্র। আজ্ঞে, মর্ত্ত্যের লোক আজ কাল যেরূপ অর্থলোভী, ধর্ম্মের ভান করিয়া প্রতারণা করিবে বিচিত্র কি ?

ইহারপর দেবগণ ভীমের গদা দেখিয়া কেল্লা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ত্রিবেণী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন অসংখ্য প্রামাণিক, গঙ্গাপুত্র পুরোহিত, দ্বিজ ও ভিক্ষুক যাত্রীদিগকে লইয়া যেন শকুন ছেড়াছিড়ি করিতেছে। সকলেই দেখিলেন পাণ্ডাগণ নিজ নিজ স্থান সকল অংশ করিয়া বসিয়া আছে। প্রত্যেকের দখলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের বিভিন্ন প্রকার

পতাকা উড়িতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন বন্দরে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের বাণিজ্যতরীতে নিশান উড়িতেছে। ঘাটে মহাগণ্ডগোল, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ মাথা মুড়াইতেছে, কাহারো বা পাণ্ডাদিগের সহিত দক্ষিণা লইয়া বচসা ও সেই সঙ্গে হাতাহাতি হইবার যোগাড় হইতেছে, কাহারো বা হাত হইতে ভিক্ষুকগণ পয়সা কাড়িয়া লইতেছে।

পদ্মযোনি গোলের মধ্য দিয়া জলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং আবার উচ্চ রবে "গঙ্গে, পতিতপাবনী, এস মা, একবার আমার কমণ্ডলে এস মা" বলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন।

বরুণ। করেন কি! শেষে কি আত্মপ্রকাশ করে বসবেন? ভয় নাই. আমি যেখানে পারি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

নারা। ওঁকে নিয়ে বড় মুস্কিল হলো, যে আদাড়ে পাদাড়ে পুলিষ ফিরচে হয়তো পট করে ধরে নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদে দেবে।

এই সময় প্রামাণিক নিকটে আসিয়া খুর চোকাইতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন "তোমরা একে একে মাথার চুল গুলো ফেলে দিয়া ডুব দিয়ে ফেল।"

নারা। আমি মাথা কামাতে পারবো না।

ব্রহ্মা। কেষ্ট বলিস কি? মর্ত্ত্যের দেখে শুনে কি নাস্তিক হলি? তীর্থের যা ধর্ম্ম তা রাখ?

নারা। আমি পারবো না, আপনি জ্যেষ্ঠ আছেন আপনি কামাইলে আমাদের হল। আমরা বরং দক্ষিণা স্বরূপ প্রামাণিককে কিছু মূল্য ধরিয়া দিই।

"যা তোমাদের খুসি হয় কর, ক্রমে ক্রমে হিঁদুয়ানি সকলই গেল!" বলিয়া, ব্রহ্মা কামাইতে বসিলেন। গঙ্গার বিরহে তাঁহার দুনয়নে ঝর ঝর পড়িতে লাগিল।

এই সময় পূর্ব্ব পরিচিত পাদরি সাহেব স্বদলে পিতামহের নিকট আসিয়া "বুড্ডা, টুমি গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া কাঁডিটেছে। কি পরিটাপ! জল হইয়া কখন ডেখা ডিটে পারে?" বলিয়া, চলিয়া যাইল।

ইন্দ্র। বরুণ, ঐ কাদায় পড়ে একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি কি? আর কাদাতেই বা পড়ে কেন?

বরুণ। উহা হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি। বোধ হয় হনুমানের মনে মনে অহ-

স্কার ছিল যে, তাঁহার তুল্য বীর আর জগতে নাই, তিনি ভিন্ন কাহার সাধ্য এমন দুর্জ্জয় সাগর বন্ধন করে। কিন্তু সম্প্রতি যমুনার ব্রিজ দেখে স্থির করিলেন না আমার দাদাও আছে অতএব বৃথা গর্ব্বজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রয়াগে মাথা মুড়াই। মাথা মুড়ান শেষ হইলে আবার ভাবলেন কোন মুখে আর এমুখ দেখাইব অতএব কাদাতেই পড়ে থাকি এজন্য কাদায় পড়ে আপ্‌সোস করচেন।

ইন্দ্র। ভিন্ন ভিন্ন আকারের জল দেখেতো গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীকে-বেস চিনে লওয়া যায়।

এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীতে নানা রূপ দেবমূর্ত্তি সাজাইয়া পাণ্ডাগণ সান্ সান্ বেগে দেবগণের নিকট দাড় টানিয়া আসিল এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল, নারায়ণ, তাঁহাদিগকে হাকাইয়া বিদায় করিলেন।

ব্রহ্মার মস্তক মুণ্ডন শেস হইলে দেবগণ তীরে উঠিয়া দেখেন পাদরি সাহেব বক্তৃতা করিতেছেন, রাজ্যের অশিক্ষিত ছোট লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শুনিতেছে। সাহেব বলিতেছেন—" হায়! এ অপেক্ষা কি পরিটাপ আছে—যে জল, যে সামান্য জল, বাঙ্গালী টোমরা টাহাকেও ডেবটা বলিয়া পূজা করিটেছে, টাহার নিকট মাটা মুড়াইটেছে। টোমরা গঙ্গাকে পটীটো পাবনী কহিটেছে, কিন্টু টিনি শাণ্টনু নামে এক রাজার শরণ লইয়া পটীট হইয়াছেন, যে নিজে পটীট সে আবার কি প্রকারে পটীট ব্যক্তিকে উড্ডার করিটে পারে? অটএব টোমরা বড় আবিষ্কার ডুর কর, এক্ষণেও অণ্ডকার হইতে আলোয় আইস? প্রভু যিশুর নিকট ক্ষমা চাও, টাঁহার নিকট পরিটাপ কর টিনি টোমাদিগকে উড্ডার করিবে।

[illegible] একজন বাঙ্গালী যুবা উপস্থিত ছিল এই সময় দ্রুতবেগে আসি[illegible] একজন খৃষ্টানের হাত ধরিয়া কহিল " দাদা, তোমরা কি আগ্রায় এসেছ?" খৃষ্টান মাথা নাড়িয়া কহিল " কিছু কিছু।"

পাদরি সা। ডেখ টোমাদের ধর্ম্মশাস্টু গুলি অসম্ভম অসম্ভব ইটিহাসে পরিপূর্ণ ষষ্ঠি সহস্র শিষ্য লইয়া ডুর্ব্বাশা আসিয়া অটিটী হইল, নারায়ণ নিজে একটু শাক মুখে ডিয়া " পরিটুষ্ট হইলাম " কহিল, অম্নি শিষ্য সহিট ডুর্ব্বাশার পেট ভরিল, সে চোঁয়া ঢেকুর টুলিটে টুলিটে পলাইল। কি আশ্চর্য্য! কি মন্দ বিশ্বাস টোমাডের বাঙ্গালী!!

নারায়ণ। বেস্ বাঙ্গালা বলে, মরে কেবল ত স্থানে ট এবং দ স্থানে ড উচ্চারণ করে।

পাদরী সা। টোমরা রামকে কহ টিনি ঈশ্বর কিণ্টু সীটাকে হরণ করিলে ঐ রাম বৃক্ষ, লটা, পট্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হে টরুগণ, হে পট্রগণ টোমরা আমার সীটাকে ডেখেছে ? কি আশ্চর্য্য ! ঈশ্বর হইলে কি এট ভ্রম হটে পারে ? বল বাঙ্গালী হইটে পারে ? (হাস্য) আর ডেখ টোমাদের ধর্ম্ম পুষ্টক মহাভারট কট অন্যায় লিখিটেছে এক যুবটী অবিবাহিট অবষ্টায় পুট্র প্রসব করিল। অপর যুবটী বৈটব্য অবষ্টায় ভাশুর কর্টৃক সণ্টান উট্পাটন করিয়া লইল। তোমাডের ঈশ্বর কৃষ্ণ লম্পটের শ্রেষ্ঠ, যাহার জন্য বৃণ্ডাবনে সটী থাকিট না। টোমাডের ঈশ্বরী গুলিও টেম্নি—কেহ স্বামী বক্ষে পড ডিয়া উলাঙ্গ হইয়া চারাইয়া জিহ্বা ডেখাইটেছেন, কেহ চারিহাট বাহির করিয়া ব্যাঘ্রের উপরে বসিয়া রহিয়াছেন। কি অসম্ভব ! টোমরা কহিয়া ঠাক—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এক আট্মা, যডি টাহা হইবে টবে হলাহল শিব একা পাইল কেন বাঙ্গালী ?

পূর্ব্বোক্ত বঙ্গযুবা এই সময় সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল "সাহেব, ধর্ম্ম প্রচার করচো কর, কিন্তু অপনার ধর্ম্মের দোষভাগ গোপন রাখিয়া পর ধর্ম্মের নিন্দা করা খৃষ্টানের উচিত কর্ম্ম হইতেছে না।"

পাদরী সা। আমার ঢর্ম্মের কি ডোষ আছে টুমি ডেখাইটে পারে।

যুবা। সমস্তই দোষ। দেখ, তোমারই য়িশু বলেন "মনুষ্য হইলেই পাপী হয়" অতএব য়িশু মনুষ্য হইয়া পাপী হয়ে যদি পাপীকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবে গঙ্গা পতিত হইয়া কি কারণে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না ? তোমার য়িশু যখন সামান্য কয়েক খণ্ড [illegible] দগ্ধ মৎস্যে ৫।৭ হাজার লোক আহার করাইতে পারেন তখন [illegible] এক কণা শাক ভোজনে সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে পরিতৃপ্ত করিবেন [illegible] য়িশু স্বয়ং বলিয়াছেন "পিতঃ! আপনার হস্তে নিজ আত্মা সমর্পণ করিলাম, দেখিবেন যেন সন্তানকে পরিত্যাগ করিবেন না।" যখন তিনি ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র হইয়া সর্ব্বজ্ঞ সত্বেও তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছিল তখন আমার রামের সীতা বিরহে বৃক্ষ লতাকে জিজ্ঞাসা করা [illegible] হইতে পারে না ? তোমাদের স্বর্গীয় দূত গেব্রিয়েলের বরেতে মেরির গর্ভে যদি অবিবাহিত অবস্থায় পুত্র হয়, তবে মহাভারতোক্ত যুবতীর বিবাহের পূর্ব্বে পুত্র না হইবে কেন ?

এব্রাহেম নিজ ভগিনীর সহ সহবাস করিয়া পুত্রোৎপাদন করিল, মহাভারতের অপর সতীর ভাশুর সহ সহবাসে কি যত দোষ! তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে "প্রেম বিনা কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সেই প্রেম করিয়া যদি পাপী হন, তোমার যিশু কেন শুদ্ধ থাকেন? মেরিকে গেব্রিয়েল আসিয়া কহিল "ঈশ্বরের কিছুই অসম্ভাবিত নহে অতএব স্বর্গীয় দূতের পবিত্র আত্মা আসিয়া তোমার সহিত সহবাস করিবে।" ঈশ্বরের যদি কিছু অসম্ভাবিত না হয়, তবে আমাদের ঈশ্বর স্বয়ং দুর্গা কালী রূপ ধরিবেন অসম্ভব কি? তোমাদের পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা তিন যদি এক হন আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরও এক।

পা সাহেব। বাঙ্গালী লোক বড় চালাক হইটেছে। আমি প্রট্যেক গ্রাম হইটে মিষনারি স্কুল গুলো উঠাইটে লিখিবে। ডেখ আমার যিশু কট আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমটা ডেখাইয়াছে। মূসা স্বয়ং লোহিট সমুড্র পার হইয়া আসিয়াছিল। পাপীর ট্রাণের জন্য ডয়াল যিশু নিজে প্রাণ পরিট্যাগ করিয়া নিজের ঈশ্বরট্ব প্রটিপাডন করিল। তিনি অনেক দুরারোগ্য রোগ আরাম করিট। ঈশ্বর নিজে আসিটে না পারিয়া টাঁহার পুট্রকে পাঠাইয়াছিল। অটএব বাঙ্গালী টোমাডের কি টাকে ভক্টি করা, পুজা করা উচিট হইটেছে না? যিশু কহিট "আমি ঈশ্বর পুট্র, আমাটে আর আমার পিটাটে কিছু প্রভেড় নাই" কোন্ ব্যক্টি সাহস করিয়া এমন কটা বলিটে পারে? বল বাঙ্গালী! টিনি কহিট "আমার আদেশ মট চলিলে লোকে মুক্ট হইবে।

যুবা। তুমি তোমার ধর্ম্ম পুস্তকের প্রতি কথা প্রতি ছত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছ কিন্তু আমার পক্ষে কিছুই নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ, আমি দেখিতেছি তুলনা করিলে মুসা আমাদের সামান্য একটী বানর হনুমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদের যোগ্য নহেন। তোমার যিশু পাপীর পরিত্রাণের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরত্ব দেখাইতে ভাল পারেন নাই যেমন আমাদের করুণাময় মহাদেব ত্রিলোক বিনাশী হলাহল পানে স্বয়ং জীবিত থাকিয়া দেখাইয়াছেন। যিশু দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিয়া আমাদের সামান্য সামান্য মুনিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব কিসে লাভ করিবেন? ঈশ্বর নিজে আসিতে না পারায় যিশুকে পাঠাইয়াছেন বলিয়া আমাদের ভক্তি করা উচিত কিন্তু পূজা করা উচিত নহে কারণ কোন স্থান হইতে কোন দ্রব্যাদি

আসিলে আমরা প্রেরক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিই, যে বহন করিয়া আনে সেই নগদা মুটেকে মজুরি দিই মাত্র। মুটেকে কে কোথায় পূজা করে? য়িশু ঈশ্বরের দোহাই দিয়া, ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বাহাদুরি দেখাইয়াছেন। আমাদের নারায়ণ কহিতেন " আমি স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে পূজা কর। " তোমার য়িশু বলিয়াছেন " তাঁহার আদেশ মত চলিলে লোকে মুক্তি পাইবে " আমাদের নারায়ণ বলিয়াছেন " আমার নাম একবার উচ্চারণ করিলে লোকে মুক্তি লাভ করিবে। আর যে বংশে একজন হরিভক্ত জন্মাইবে তাহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইবে। " বল সাহেব কে শ্রেষ্ঠ হইল কাহাকে পূজা এবং ভক্তি করা উচিত?

পাদরী সাহেব এই সময় সদলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। দেবগণের একান্ত ইচ্ছা প্রতিবাদী যুবার সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু জনতার মধ্যে খুজিয়া পাইলেন না।

দেবতারা সে দিন চকের সন্নিকটস্থ পদোর মার দোকানে বাসা করিলেন। পদোর মা অর্থাৎ পদ্মলোচনের মা। লোকে পদ্মলোচনের মাকে প্রথমতঃ পদ্মোর মা পরিশেষে পদোর মা বলিয়া ডাকিত। পদোর মার একখানি সামান্য মুদিখানার দোকান আছে। দোকানের সমস্ত কার্য্য তাহাকে নিজেই করিতে হয়। পদো ঘোর বাবু, সে রাত্রি দিন আমোদেই আছে, সময়ে চাট্টি খায় মাত্র। মাসের মধ্যে দুইবার মারকুলি খেয়ে মুখ আনাটাও পদোর একটা মস্ত রোগ। পদোর মার গুণ বিস্তর, সে যাত্রী পেলে মহা খুসী, তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না নিজে দোকান হইতে চাল, ডাল, তরি তরকারী দিয়া, নিজে বাটনা বেটে কুটনো কুটে সব ঠিক ঠাক করিয়া দেয় কেবল নামাইয়া খাইতে যে কষ্ট। পদোর মার দোষ আবার আরো, সে যাত্রীদিগের নিকট প্রথমে কিছু পয়সার কথা বলে না কিন্তু শেষে সর্ব্বনাশ করে—যদি একছটাক ঘি দিয়া থাকে এক পোয়া অর্দ্ধসের ডালে এক সের এই প্রকার মস্ত একটা ফর্দ্দ আনিয়া দেয়, পসার ঠিক রাখিবার জন্য ঘর ভাড়া একটী পয়সার বেশী লয় না।

আমাদের দেবতারা পদোর মার দোকানে আহারাদি করিয়া অপরাহ্ণে আলোপীবাগে আলোপী দেবী দর্শনে যাত্রা করিলেন। ত্রিবেণীতীর হইতে এই মন্দির এক মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও শিবমন্দির আছে। উপস্থিত হইয়া পদ্মযোনি কহিলেন " আহা!

স্থানটীতে এসে মনে যেন এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। আলোপী দেবীর উৎপত্তির কারণ কি বরুণ ? ”

বরুণ। দক্ষালয়ে শিবনিন্দা শ্রবণে সতী প্রাণত্যাগ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া সেই মৃতশরীর মস্তকে বহন করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তদ্দর্শনে নিজ চক্র দ্বারায় ঐ শব ৫২ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই ৫২ খণ্ডের এক এক খণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয় দেবী সেই সেই স্থানে অদ্যাপি এক এক মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। প্রয়াগে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দশ অঙ্গুলি পড়ায় আলোপী দেবী মূর্ত্তি হইয়াছেন।

দেবগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন দেবী এক বৃহৎ তাম্র সিংহাসনের উপরি বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ সুমধুর স্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন।

এস্থান হইতে দেবতারা মুখুর্য্যে ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্ব পুরুষ বিখ্যাত ভরদ্বাজ আশ্রম দেখিতে চলিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ থাকায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড় শোভা ধারণ করিয়াছিল। যাইয়া দেখেন অনেকগুলি শিবমন্দির রহিয়াছে। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডাদিগের যুবতী কন্যারা পয়সার জন্য এমন বিরক্ত করিতে লাগিল যে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। দেবগণ সে রাত্রি পদোর মার দোকানে কম্বল মুড়ি দিয়া কাটাইয়া প্রাতে বেণীঘাটে স্নান করিতে চলিলেন।

উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন “ বরুণ, এই মন্দিরাধিষ্ঠিত বিষ্ণু মূর্ত্তির নাম কি ? ”

বরুণ। বিষ্ণু মূর্ত্তির নাম বেণীমাধব। বেণীমাধবের নাম অনুসারে ঘাটের নাম বেণীমাধবের ঘাট হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস যাইবার সময় এই ঘাটে পার হইয়াছিলেন। পার হইয়া কিছুদূর যাইলে তাঁহার গুহক চণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

ইন্দ্র। পরপারে ও বাড়ী ঘর কাহার ?

বরুণ। হবাচন্দ্র রাজার। লোকে যে কথায় বলে “ হবাচন্দ্র রাজার গবাচন্দ্র মন্ত্রী ” সেই হবাচন্দ্র রাজা ঐ স্থানে রাজ্য করিতেন।

ইন্দ্র। হবাচন্দ্র রাজার রাজ্য শাসন কিরূপ ?

বরুণ। শিখে লও তোমার উপকার দেখিতে পারে। হবাচন্দ্র দেখিলেন সকল রাজাই দিবসে রাজকার্য্য আলোচনা করেন। এবং বাজারে চাল,

ডাল,মুড়ি,মুড়কী,থাজা,গজা,মতিচুর ভিন্ন ভিন্ন দরে বিক্রয় হয়। তিনি নিয়ম করিলেন তাঁহার রাজ্যে রাজকার্য্য প্রভৃতির আলোচনা দিবসে না হইয়া রজনী যোগেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং বাজারের প্রত্যেক দ্রব্য এক দরে ওজনে বিক্রয় করিবে। প্রত্যেক প্রজাকে রজনীতে স্নান আহার পূজা আহ্নিক আদি করিতে হইবে। ঐ সময় আলো জেলে বাজার হাট বসিবে কৃষকেরা মশাল হাতে করে লাঙ্গোল চোস্‌বে। দিবসে প্রত্যেকে দ্বার বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইবে, চৌকিদার চৌকী হাকিয়া পথে পথে ফিরিবে।

ইন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন " হবাচন্দ্র বাজার রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা মন্দ নহে। "

এখান হইতে দেবগণ রাজা বাসকী দেখিতে যান। ইনি একটী বাধা ঘাটের উপর মন্দির মধ্যে আছেন। মন্দিরটী একটী বৃহৎ আকার সর্পের দ্বারায় বেষ্টন করা। রাজা বাসকীর ঘাট বড় উৎকৃষ্ট, নগরের মধ্যে এই ঘাটটী প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে সকলে শিবকোটি দেখেন। কথিত আছে রামচন্দ্র বন গমন সময় এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। ইহাঁকে পূজা করিলে কোটি শিব পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া শিবকোটি নাম হইয়াছে। অবশেষে দেবগণ যমুনার উপরিস্থিত লৌহ নির্ম্মিত সুদীর্ঘ সেতু দেখিতে উপস্থিত হইলেন। যখন তাঁহারা পোলের নিচেয় দাঁড়াইয়া সেতুর গুণাগুণ বর্ণনা করিতেছেন তখন উপর দিয়া " সাঁৎ সাঁৎ হুপাহুপ " সাঁৎ সাঁৎ হুপাহুপ " শব্দে একখানি ট্রেণ চলিয়া গেল, দেবতারা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

মনুসংহিতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ।
ন স্পৃশেচ্চৈতদুচ্ছিষ্টো ন চ স্নায়াদ্বিনা ততঃ ॥ ৮২ ॥

হস্তদ্বয় একত্র সংযুক্ত করিয়া আপনার মাথা চুলকাইবে না; উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মস্তক স্পর্শ করিবে না এবং স্নানকালে মস্তক জলে মগ্ন না করিয়া স্নান করিবে না। যে ব্যক্তি সুস্থ শরীর তাহার পক্ষে এই বিধি; কিন্তু যে

ব্যক্তি পীড়িত তাহার পক্ষে এ বিধি নয়, তিনি মস্তক জলমগ্ন না করিয়া গাত্র প্রক্ষালন করিতে পারেন তাহাতে দোষ নাই।

কেশগ্রহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতান বিবর্জ্জয়েৎ।
শিরঃ স্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ ॥ ৮৩।

ক্রোধের বশীভূত হইয়া কেশগ্রহণ ও মস্তকে প্রহার করিবে না। এ নিষেধটী যাহার কেশ, তাহার পক্ষে এবং অপর প্রহর্ত্তার পক্ষে বর্ত্তিবে। যে ব্যক্তি মস্তক জলমগ্ন করিয়া স্নান করিয়াছে, সে কোন অঙ্গেই তৈল মর্দ্দন করিবে না।

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাং ॥ ৮৪।

যে রাজা ক্ষত্রিয় সন্তান না হইবেন, তাঁহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। রাজ্য রক্ষণ কার্য্য ক্ষত্রিয়েরই বিহিত। অতএব রাজন্ শব্দে সচরাচর ক্ষত্রিয় অর্থই বুঝাইয়া থাকে। রাজার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে, এই যে শাস্ত্র আছে, তাহারও ক্ষত্রিয়ে তাৎপর্য্য। পশুমারণ পূর্ব্বক মাংস বিক্রয়জীবী, তৈলিক, শৌণ্ডিক ও বেশবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের নিকটেও প্রতিগ্রহ করিবে না।

দশসূনাসমঞ্চক্রং দশচক্রসমোধ্বজঃ।
দশধ্বজসমোবেশোদশবেশসমোনৃপঃ ॥ ৮৫।

যাহারা পশুমারণ পূর্ব্বক মাংস বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, তাদৃশ দশ ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিলে যে পাপ হয়, একজন তৈলিকের নিকটে প্রতিগ্রহ করিলে সেই পাপ হইয়া থাকে। ঐরূপ শৌণ্ডিক দশ তৈলিকের ও বেশবাসী দশ শৌণ্ডিকের এবং অক্ষত্রিয়জাত রাজা দশ বেশবাসির সমান। উত্তরোত্তর ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহে অধিকতর পাপ হয়।

দশসূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ ॥ ৮৬।

যে সৌনিক (পশুমারণ পূর্ব্বক মাংসবিক্রয়জীবী) দশ হাজার প্রাণিবধ স্থানকে স্বার্থে ব্যাপারিত করে, রাজা তাহার তুল্য, মন্বাদি ঋষিগণ এই কথা কহিয়াছেন। অতএব রাজার প্রতিগ্রহ নরক হেতু বলিয়া ভয়ানক।

যোরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ।
স পর্য্যায়েণ যাতীমান্নরকানেকবিংশতিং ॥ ৮৭ ॥

যে ব্যক্তি কৃপণস্বভাব ও শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী রাজার নিকটে প্রতিগ্রহ করে, ক্রমে তাহার নিম্নলিখিত একবিংশতি প্রকার নরক ভোগ হয়

নরকগুলির নাম এইঃ—

তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।

নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ ॥ ৮৮ ॥

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, নরক, কালসূত্র, মহানরক।

সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সম্প্রতাপনং।

সংঘাতঞ্চ সকাকোলং কুড্মলং পূতিমৃত্তিকং ॥ ৮৯ ॥

সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সম্প্রতাপন, সংঘাত, কাকোল, কুড্মল, পূতিমৃত্তিক ॥

লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীং।

অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদারকমেব চ ॥ ৯০ ।

লোহ শঙ্কু, ঋজীষ, শাল্মলী, নদী, অসিপত্রবন, লোহদারক।

এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণাব্রহ্মবাদিনঃ।

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি প্রেত্য শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৯১ ।

প্রতিগ্রহ নরক হেতু এই তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবাদী জন্মান্তরে কল্যাণকাম ব্রাহ্মণেরা রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবেন না।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।

কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥ ৯২ ॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইবে। কুল্লুকভট্ট বলেন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত শব্দে রাত্রির শেষ প্রহর বুঝায়। দক্ষ বলেন, প্রহর দ্বয় কাল নিদ্রা যাইবে এবং রাত্রির প্রথম প্রহর ও শেষ প্রহর বেদাভ্যাস করিয়া অতিবাহিত করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া পরস্পর অবিরোধে ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে এবং সেই ধর্ম্ম অর্থের মূলীভূত কায়ক্লেশের বিষয় বিচার ও বেদতত্ত্বার্থ নিশ্চয় করিবে। বেদতত্ত্ব অবধারণ করিবার ঐ প্রকৃত সময়। কারণ ঐ সময়ে বুদ্ধি প্রকাশ পায়। কায়ক্লেশ বিচার করিবার তাৎপর্য্যার্থ এই, যদি কায়িকপরিশ্রম অত্যন্ত অধিক হয় এবং সেই পরিমাণে ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জিত না হইয়া অল্প মাত্র ধর্ম্ম ও অর্থ হয়, তাহা হইলে সে পরিশ্রম করিবে না।

উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে চাপরাং চিরং ॥ ৯৩।

প্রত্যূষকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আবশ্যক কার্য্য সমাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ শৌচসমন্বিত ও সমাহিত হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে; সায়ং সন্ধ্যাও যথা সময়ে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল অর্থাৎ তারকার উদয়ের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত জপ করিবে।

দীর্ঘকাল সন্ধ্যোপাসনায় যে ফললাভ হয়, এক্ষণে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

ঋষয়োদীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেচ ব॰ ৯৪॥

ঋষিগণ দীর্ঘকাল সন্ধ্যা করিয়া দীর্ঘ আয়ু বুদ্ধি, ইহলোকে যশ এবং মৃত্যুর পর কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হন।

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা প্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধ পঞ্চমান্॥ ৯৫।

শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী অথবা ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে উপাকর্ম্ম নামে ক্রিয়া করিয়া ব্রাহ্মণ উদ্যুক্ত হইয়া সাড়ে চারি মাস বেদ অধ্যয়ন করিবে।

পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেঽহনি॥ ৯৬।

পক্ষাধিক চারি মাসের মধ্যে যে পুষ্য নক্ষত্র মিলিবে তাহাতে গ্রামের বাহিরে গিয়া স্বগৃহ্যানুসারে উৎসর্গ নামে কর্ম্ম করিবে অথবা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্ণে ঐ কার্য্য করিবে। ভাদ্র মাসে যে ব্যক্তির প্রতি উপাকর্ম্ম করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে এ বিধিও তাহার পক্ষে বর্ত্তিবে।

যথাশাস্ত্রন্তু কৃত্বৈবমুৎসর্গং ছন্দসাং বহিঃ।
বিরমেৎ পক্ষিণীং রাত্রিং তদেবৈক মহর্নিশং॥ ৯৭।

উক্ত শাস্ত্রানুসারে গ্রামের বাহিরে উৎসর্গ নামে কার্য্য করিয়া পক্ষিণী রাত্রি অথবা সেই এক অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে না বিশ্রাম করিবে। পক্ষিণী রাত্রি শব্দের অর্থ এই মধ্যে রাত্রি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুটী দিন পক্ষের ন্যায় অর্থাৎ এক রাত্রি দুই দিন।

অতঊর্দ্ধন্তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ।
বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সম্পঠেৎ॥ ৯৮॥

উক্ত অনধ্যায়ের পর সংযত হইয়া শুক্লপক্ষে মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমস্ত বেদ এবং কৃষ্ণপক্ষে শিক্ষা ব্যাকরণাদি পাঠ করিবে।

নাবিস্পষ্টমধীয়ীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ।
ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ॥ ৯৯।

অস্পষ্টভাবে এবং শূদ্র সন্নিধানে অধ্যয়ন করিবে না এবং নিশার শেষ ভাগে সুপ্তোত্থিত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে পুনরায় শয়ন করিবে না। অস্পষ্টভাবে বেদপাঠের নিষেধ করিবার তাৎপর্য্য এই স্বর বর্ণাদি সমুদয় সুস্পষ্ট ভাবে যথা বিধি উচ্চারণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে।

যথোদিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ।
ব্রহ্মচ্ছন্দস্কৃতঞ্চৈব দ্বিজোযুক্তোহ্যনাপদি॥ ১০০।

পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে নিত্য গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যে সময়ে পীড়াদি আপদ না থাকিবে তৎকালে ব্রাহ্মণ উদ্যুক্ত হইয়া বেদের ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রভাগ উভয়ই পাঠ করিবে।

ইমান্নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিবর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণঃ শিষ্যাণাং বিধিপূর্ব্বকং॥ ১০১।

নিম্নে যে সকল অনধ্যায় কারণের গণনা করা হইতেছে যথোক্ত বিধি অনুসারে অধ্যয়নকারী শিষ্য ও গুরু উভয়েই সেই সকল কারণ ঘটিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরিত্যাগ করিবে।

কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥ ১০২।

কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায় রাত্রিকালে এরূপ বায়ু প্রবাহিত হইলে এবং ধূলি উড়াইতে পারে এ প্রকার বাতাস দিবাভাগে বহিলে অনধ্যায় হয়। অধ্যায়জ্ঞ মন্বাদি ঋষিগণ এই দুটীকে বর্ষা সময়ে অনধ্যায় বলিয়া থাকেন।

বিদ্যুৎস্তনিত বর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিক মনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ॥ ১০৩।

বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন ও বর্ষণ এই গুলি যুগপৎ উপস্থিত হইলে মনু অকালোদ্ভব অনধ্যায় হয় কহিয়াছেন। অর্থাৎ যে দিনে এই সকল ঘটনা হইবে তাহার পর দিনেও অনধ্যায় হইবে।

এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাৎ যদাপ্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে ॥ ১০৪।

উপরে যে বিদ্যুৎ আদির কথা বলা হইল যে সময়ে হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় সেই সময়ে যদি ঐ গুলি যুগপৎ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে অনধ্যায় হইয়া থাকে। বর্ষাকালের এই নিয়ম কিন্তু অন্য ঋতুতে প্রজ্বলিত অগ্নি কালে মেঘ দর্শন মাত্রে অনধ্যায় হয়।

নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি ॥ ১০৫।

আকাশভব উৎপাত ধ্বনি, ভূমিকম্প সূর্য্য চন্দ্র তারাদির উপসর্গ হইলে আকালিক অনধ্যায় হয়।

প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ শেষেরাত্রৌ যথা দিবা ॥ ১০৬।

সন্ধ্যা সময়ে অগ্নি হোমার্থ প্রজ্বলিত হইলে যদি বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হয় সেই সঙ্গে যদি বর্ষণ না হয় যাবৎ সূর্য্যের জ্যোতি থাকিবে তাবৎ অনধ্যায় হইবে অর্থাৎ দিবাভাগ মাত্র অনধ্যায় ঐরূপ যদি সায়ং সন্ধ্যাকালে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হয় এবং বর্ষণ না হয় তাহা হইলে রাত্রি মাত্র অনধ্যায় হইয়া থাকে আর যদি বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনের সহিত বর্ষণ হয় তাহা হইলে অহোরাত্র অনধ্যায় হইবে।

নিত্যানধ্যায় এব স্যাৎ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধেচ সর্ব্বদা ॥ ১০৭।

যে সকল ব্যক্তি অধিকতর ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা করে গ্রাম ও নগরে তাহাদিগের সর্ব্বদা অনধ্যায় হয় আর যেখানে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ পাওয়া যায় সেখানেও নিত্য অনধ্যায় হইয়া থাকে।

অন্তর্গতশবে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়োরুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥ ১০৮।

গ্রামের মধ্যে শব আছে ইহা জানিতে পারিলে অধার্ম্মিক জনসন্নিধান হইলে এবং রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে ও বহু লোক একত্র হইলে অনধ্যায় হইয়া থাকে।

উদকে মধ্যরাত্রে চ বিন্মূত্রস্য বিসর্জ্জনে।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ। ১০৯।

জলমধ্যে মধ্যরাত্রে মূত্র পুরীষপরিত্যাগ কালে অন্নভোজনাদি দ্বারা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মনেও বেদ চিন্তা করিবে না। আর যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করে সে নিমন্ত্রণ সময় অবধি শ্রাদ্ধভোজনের পর অহোরাত্র বেদ চিন্তা করিবে না।

প্রতিগৃহ্য দ্বিজোবিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনং।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েৎ ব্রহ্ম রাজ্ঞোরাহোশ্চ সূতকে॥ ১১০।

বিদ্বান ব্রাহ্মণ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে এবং রাজার পুত্র-জন্মাদিনিবন্ধন অশৌচ হইলে এবং চন্দ্রসূর্য্যের রাহুগ্রাসের পর অশৌচ হইলে তিন দিবস বেদ অধ্যয়ন করিবে না।

যাবদেকানুদিষ্টস্য গন্ধোলেপশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষোদেহে তাবদ্ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ॥ ১১১।

যাবৎ বিদ্বান ব্রাহ্মণের শরীরে উচ্ছিষ্ট কুমকুমাদির গন্ধ ও লেপ থাকিবে তাবৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে না।

শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবশকথিকাং।
নাশ্নীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেবচ॥ ১১২॥

শয্যায় শয়ন করিয়া আসনে পা রাখিয়া ঊরুর উপরে ঊরু রাখিয়া মাংস ভোজন করিয়া এবং জননমরণাশৌচির অন্ন ভোজন করিয়া বেদ পাঠ করিবে না।

নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ।
অমাবাস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ॥ ১১৩।

নীহার পাত ও বাণশব্দ হইলে উভয় সন্ধ্যাকালে এবং অমাবস্যা চতুর্দ্দশী পৌর্ণমাসী ও অষ্টমীতে বেদ পাঠ করিবে না।

অমাবস্যাদিতে অধ্যয়ন করিলে যে যে বিশেষ দোষ হয়, তাহা বলা হইতেছে।

অমাবস্যা গুরুং হন্তি শিষ্যং হন্তি চতুর্দ্দশী।
ব্রহ্মাষ্টকাপৌর্ণমাস্যৌ তস্মাত্তাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অমাবস্যা গুরুর চতুর্দ্দশী শিষ্যের প্রাণ সংহার করে, এবং পৌর্ণমাসী ও অষ্টমীতে বেদ পাঠ করিলে তাহা স্মৃতিপথভ্রষ্ট হইয়া যায়, অতএব ঐ কয় তিথিতে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে।

পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে গোমায়ুবিরুতে তথা।
শ্বখরোষ্ট্রে চ রুবতি পংক্তৌ চ ন পঠেদ্দ্বিজঃ॥ ১১৫।

ধূলি বর্ষণ ও দিগ্দাহ হইলে এবং শৃগাল কুক্কুর গর্দ্দভ ও উষ্ট্র শব্দ করিলে ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিবে না এবং পংক্তিতে বসিয়াও বেদ অধ্যয়ন করিবে না।

নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেপিবা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ১১৬।

শ্মশান সমীপে গ্রাম সমীপে ও গোষ্ঠে বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য নয় এবং সুরত সময় ধৃতবাস পরিধান করিয়া এবং শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিয়া বেদ পাঠ করিবে না।

প্রাণি বা যদি বা প্রাণি যৎকিঞ্চিৎ শ্রাদ্ধিকং ভবেৎ।
তদালভ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যোহি দ্বিজঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৭।

ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধীয় গবাশ্বাদি ও বস্ত্র মাল্যাদি প্রতিগ্রহকালে হস্তে ধারণ করিয়া বেদ পাঠ করিবে না। যে হেতু ব্রাহ্মণের হস্তই মুখ স্বরূপ।

চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংভ্রমে চাগ্নিকারিতে!
আকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎসর্ব্বাদ্ভুতেষু চ ॥ ১১৮ ॥

গ্রামে চোরের উপদ্রব হইলে গৃহদাহাদিকৃতভয় উপস্থিত হইলে এবং দিবা অন্তরীক্ষ ও ভৌম্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে আকালিক অনধ্যায় হয়।

উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতং।
অষ্টকাসুত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু ॥ ১১৯ ॥

পূর্ব্বে উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে ত্রিরাত্র বেদ পাঠ বন্ধ হয়। ঐ দুই কার্য্যে পূর্ব্বে পক্ষিণী ও অহোরাত্র অনধ্যায় হয়, এই কথা কহা হইয়াছে, এক্ষণে ধর্ম্ম নৈপুণ্যকামের প্রতি ত্রিরাত্রের উপদেশ দেওয়া হইল। অগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীর পরে তিনটী কৃষ্ণাষ্টমীতে অহোরাত্র অনধ্যায় হয়। পূর্ব্বে অষ্টমীতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিবার কারণ এই, অষ্টমীর কলামাত্র সম্ভাবেও অনধ্যায় হইবে। ঋতুর অন্তেও অহোরাত্র অনধ্যায় হইবে।

নাধীয়ীতাশ্বমারূঢ়ো ন বৃক্ষং নচ হস্তিনং।
ন নাবং ন খরং নোষ্ট্রং নেরিণস্থো ন যানগঃ ॥ ১২০।

অশ্ব বৃক্ষ হস্তী নৌকা গর্দ্দভ ও উষ্ট্র আরোহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে না এবং উষর দেশস্থ হইয়া ও শকটাদি যান দ্বারা গমন করিতে করিতে বেদ পাঠ করিবে না।

ন বিবাদে ন কলহে ন সেনায়াং ন সঙ্গরে।
ন ভুক্তমাত্রে নাজীর্ণে ন বমিত্বা ন সূক্তকে॥ ১২১॥

বিবাদে কলহে আসন্ন যুদ্ধসেনা উপস্থিত থাকিতে ও যুদ্ধকালে বেদাধ্যয়ন করিবে না। ভোজনান্তর যাবৎ হস্ত আর্দ্র থাকিবে, যাবৎ অন্ন জীর্ণ না হইবে এবং বমন করিয়া যাবৎ অম্লোদ্গার উঠিবে, তাবৎ বেদ পাঠে প্রবৃত্ত হইবে না।

অতিথিঞ্চানমুজ্ঞাপ্য মারুতে বাতি বা ভৃশং।
রুধিরে চ স্রুতে গাত্রাচ্ছস্ত্রেণ চ পরিক্ষতে॥ ১২২॥

অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহার অনুমতি না লইয়া বেদ পাঠ করিবে না। অধিকতর বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে গাত্র হইতে রুধির স্রাব হইলে এবং রুধির স্রাব বিনা শরীর শস্ত্রক্ষত হইলে অধ্যয়ন করিবে না।

মৃচ্ছকটিক।

তৃতীয় অঙ্ক।

অনেকের এই সংস্কার আছে, পূর্ব্বকার লোকেরা অতি বিশুদ্ধচরিত্র ছিলেন। সমাজমধ্যে কুকর্ম্মী ও পাপীর প্রাদুর্ভাব ছিল না। অপরের উদ্বেগকর অসতের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে সমাজ যে সুখময় হয় সে বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু আমরা মৃচ্ছকটিক পাঠ করিয়া দেখিলাম এটী ভ্রান্ত সংস্কার। আমরা এখন সমাজের যে অবস্থা দেখিতে পাইতেছি, সমাজমধ্যে উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোকের যে সমাবেশ দেখিতেছি, আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে বিরচিত মৃচ্ছকটিকে সমাজের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোকের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। শর্ব্বিলক নামে এক ব্যক্তি বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের পুত্র। বসন্তসেনার মদনিকা নামে যে এক ক্রীতদাসী ছিল, তাহার প্রতি সে আসক্ত হয়, মদনিকাকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার বিষয়ে তাহার আত্যন্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিল, কিন্তু তাহার অর্থসঙ্গতি ছিল না, কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মদনিকাকে মুক্ত করিবে তাহার উপায় সন্ধান আরম্ভ করিল, শেষে চৌর্য্য শিক্ষা করিয়া স্বাভীষ্টসাধনে যত্নবান হইল। নষ্টের প্রায় এইরূপই গতি হইয়া থাকে। একজন কবি মাংসলুব্ধ এক ভিক্ষুকের সহিত অপর এক ব্যক্তির উক্তিপ্রত্যুক্তিচ্ছলে কহিয়াছেন।—

ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে কিন্তচ্চ মদ্যং বিনা
মদ্যং চাপি তব প্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা
চৌর্য্যদ্যূতপরিগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ॥

ভিক্ষুক! তোমার কি মাংস খাওয়া হইয়া থাকে? ভিক্ষুক উত্তর করিল, মদ্য ব্যতিরেকে মাংস খাওয়া হয় না। প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন মদ্যও কি তোমার প্রিয়? ভিক্ষুক উত্তর দিল, কেবল মদ্য প্রিয় নয়, বারাঙ্গনাগণও আমার প্রিয়। বেশ্যারা অর্থ চায়, তুমি ধন কোথায় পাও? ভিক্ষুক বলিল দ্যূতক্রীড়া অথবা চৌর্য্যকার্য্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, তোমার চৌর্য্য ও দ্যূতক্রীড়াও চলে? ভিক্ষুক কহিল, নষ্টের অন্য গতি কি?

সৎক্রিয়ায় মতি হইলে ক্রমে সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া যেমন উত্তরোত্তর চিত্তের উন্নতি হইতে থাকে, অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিলেও তেমনি অসৎ প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া উত্তরোত্তর আত্মার অপকর্ষ হয়! শর্ব্বিলক উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও এক বেশ্যার প্রতি প্রসক্তি হেতু অতি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সে দরিদ্র চারুদত্তের গৃহে চুরী করিতে গেল। সিঁধ দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু কোন স্থানে কিছুই প্রাপ্ত হইল না। ঐ সময়ে বিদূষক স্বপ্ন দেখিয়া তাহার নিকটে গচ্ছিত অলঙ্কার ভাণ্ড চারুদত্ত বোধে শর্ব্বিলকের হস্তে প্রদান করিল এবং গোব্রাহ্মণের দিব্য দিয়া সেই সুবর্ণ ভাণ্ড গ্রহণের অনুরোধ করিল। শর্ব্বিলক তাহা গ্রহণ করিয়া দেখিল প্রদীপ জ্বলিতেছে। আগ্নেয় কীট তাহার সঙ্গে ছিল, দীপ নির্ব্বাণার্থ তাহা ছাড়িয়া দিল। সেই কীট পক্ষদ্বয়ের বাতাসের দ্বারা ক্ষণমধ্যে দীপ নিবাইয়া ফেলিল। শর্ব্বিলক যে কেমন লোকের পুত্র, এই স্থানে স্বয়ং তাহার পরিচয় দিতেছে। দীপ নির্ব্বাণ হইয়া অন্ধকার হইলে শর্ব্বিলক কহিল, ধিক! অন্ধকার করিল! অথবা আমি আমাদিগের ব্রাহ্মণকুলে অন্ধকার করিলাম! আমি অপ্রতিগ্রহকারী চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণের পুত্র, আমার নাম শর্ব্বিলক, আমি গণিকা মদনিকার নিমিত্ত এই অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি (১)।

---

(১) ধিক্ কৃতমন্ধকারং। অহং হি চতুর্ব্বেদবিদোঽপ্রতিগ্রাহকস্য পুত্রঃ শর্ব্বিলকো নাম ব্রাহ্মণো গণিকা মদনিকার্থমকার্য্যমনুতিষ্ঠামি।

কেবল যে এক শর্ব্বিলক মৃচ্ছকটিককারের বর্ণনীয় উজ্জয়িনী সমাজের দোষ উৎপাদন করিয়াছিল তাহা নয়, শর্ব্বিলকের ন্যায় শত শত দুশ্চরিত্র লোক ঐ সময়ে উজ্জয়িনী সমাজে প্রাদুর্ভূত হয়। মৃচ্ছকটিকের তৃতীয় অঙ্কে শর্ব্বিলকের চৌর্য্য-নৈপুণ্য যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে চৌর্য্য তৎকালে একটী বিদ্যাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা যে বিদ্যার স্বরূপ শিক্ষিত হইত, শর্ব্বিলকের নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমি শিক্ষার বলে ও নিজ শারীরিক বলে আমার এই বৃহৎ শরীরের অনায়াস প্রবেশ-যোগ্য সন্ধি করিয়া নির্ম্মোকমুক্তজীর্ণতনু ভুজঙ্গের ন্যায় ভূমি দ্বারা ঘৃষ্ট-পার্শ্ব হইয়া প্রবেশ করিতেছি (২)।

দুষ্টেরা যে যত্নপূর্ব্বক চৌর্য্য শিক্ষা করিত, "শিক্ষার বলে" এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যাইতেছে। ইহার পরে শর্ব্বিলক যে যে কার্য্য করে, তদ্দ্বারাও ইহা প্রমাণ হইতেছে।

শর্ব্বিলক কহিতেছে, আমি বৃক্ষ-বাটীকায় সন্ধি করিয়া মধ্যম কক্ষায় প্রবেশ করিয়াছি, এক্ষণে চতুঃশালে (গৃহে) সন্ধি করি। গৃহের কোন্ স্থানে সন্ধি উৎপাদন করিব? গৃহের কোন্ অংশ জলাবসিক্ত হইয়া শিথিল হইয়া আছে, যে স্থানে সিঁধ কাটিলে শব্দ হইবে না। অন্য ভিত্তি সম্মুখে পতিত না হওয়াতে সন্ধির আয়তনও বৃহৎ হইবে। কোন্ স্থানটীর লোণা লাগিয়া জীর্ণ হইয়া ভিত্তির আয়তন কম হইয়াছে? কোন্ স্থানে সন্ধি করিলে স্ত্রীজনের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, আমারও কার্য্যসিদ্ধি হয়। দেয়ালে হাত দিয়া কহিল, এই স্থানে প্রতিদিন জল ও সূর্য্যকিরণ লাগে, অতএব এ স্থানটা দূষিত হইয়াছে, এ স্থানটা লোণা লাগিয়া ক্ষয়িয়াও গিয়াছে। এবং এখানে ইন্দুরে অনেক মাটিও তুলিয়াছে। আহ্লাদের বিষয়, কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। স্কন্দপুত্র (চোর) দিগের এইটীই প্রথম সিদ্ধি লক্ষণ। কর্ম্ম আরম্ভ করিতে চলিলাম, এখন কি প্রকার সন্ধি উৎপাদন করি। ভগবান কনকশক্তি চারি প্রকার সন্ধির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা পাকা ইটের ঘর হইলে ইট খুলিয়া বাহির করিতে হয়, কাঁচা ইটের হইলে কাটিয়া বাহির

---

(২) কৃত্বা শরীরপরিণাহসুখপ্রবেশং
শিক্ষা বলেন চ বলেন চ কর্ম্মমার্গং।
গচ্ছামি ভূমিপরিসর্পণঘৃষ্টপার্শ্বো
নির্ম্মুচ্যমানইব জীর্ণতনুর্ভুজঙ্গঃ॥

করিতে হয়; যদি মৃৎপিণ্ডের ঘর হয়, জলসেক করিতে হয় এবং ঘরের দেয়াল কাষ্ঠের হইলে বিদারণ করিতে হয়। সন্ধির আবার কয়েকটী আকার ও প্রকার ভেদ আছে। যথা—

পদ্মাকার, ভাস্করাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, দীর্ঘিকাকার, স্বস্তিকাকার ও পূর্ণ-কুম্ভাকার। এখন আমি কোন্ স্থানে আত্ম-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিব, যাহা দেখিয়া কল্য প্রাতে পুরবাসীরা বিস্ময় প্রাপ্ত হইবে।

এ গৃহটী পকেষ্টকনির্ম্মিত। ইহাতে পূর্ণকুম্ভ সন্ধিই শোভা পাইবে। সেই সন্ধিই উৎপাদন করি।

বরদাতা কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার, কনকশক্তিকে নমস্কার, ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রতকে নমস্কার, ভাস্করনন্দিকে নমস্কার, যোগাচার্য্যকে নমস্কার। আমি যোগাচার্য্যের প্রথম শিষ্য। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে যে যোগ রচনা দিয়াছেন, তাহা গায়ে মাখিলে রক্ষিপুরুষেরা দেখিতে পায় না এবং গায়ে শস্ত্রাঘাত হইলে ব্যথা হয় না।

এই কথা কহিয়া শর্ব্বিলক সেই যোগ রচনা গায়ে মাখিল। তাহার পর কহিতেছে, যা! কি করিয়াছি। যে সূত্র দ্বারা সন্ধি স্থান পরিমাণ করিতে হইবে, তাহা ভুলিয়া আসিয়াছি। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এই যজ্ঞোপবীতই প্রমাণ-সূত্র হইবে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত মহৎ উপকরণ দ্রব্য, আমার মত ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। যে হেতু—

এই যজ্ঞোপবীত দ্বারা সন্ধি স্থান পরিমাণ করা যায়, এতদ্দ্বারা অলঙ্কার খুলিয়া লওয়া যায়, কপাট দৃঢ় বদ্ধ থাকিলে এতদ্দ্বারা তাহার উদঘাটন করিতে পারা যায় এবং অঙ্গুলি প্রভৃতি কোন অঙ্গ সর্পাদিদষ্ট হইলে এত-দ্দ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া (তাগা) বন্ধন করা যায়।

অনন্তর যজ্ঞসূত্র দ্বারা সন্ধিস্থান মাপিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিল। দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, আর একখানি ইষ্টক অবশিষ্ট আছে, তাহা হইলেই সন্ধি শেষ হয়। এমন সময়ে সর্পে দংশন করিল। যজ্ঞোপবীত দ্বারা অঙ্গুলি বন্ধন করিল এবং চিকিৎসা করিয়া সুস্থ হইয়া সন্ধি শেষ করিল। সন্ধি সমাপ্ত হইয়াছে এখন প্রবেশ করি, অথবা প্রথমে প্রতিপুরুষ প্রবেশিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি। কৈ কেহ নাই। কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার এই কথা কহিয়া প্রবেশপূর্ব্বক দেখিয়া বলিল, দুটী পুরুষ নিদ্রিত আছে। যাহা হউক, আত্মরক্ষার্থ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখি। গৃহটী জীর্ণ হইয়াছে, কবাটের শব্দ

হইতেছে, জল অন্বেষণ করিতে হইল। জল গ্রহণ করিয়া কবাটে ক্ষেপণ করিল। ভূমিতে পড়িয়া পাছে শব্দ হয়, এই ভাবিয়া পৃষ্ঠের ঠেস দিয়া কবাট খুলিয়া ফেলিল। এই যে দুই ব্যক্তি নিদ্রিত আছে, ইহারা বাস্তবিক নিদ্রিত কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অনন্তর ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ইহারা বাস্তবিক নিদ্রিত হইবে। যে হেতু ইহাদের নিশ্বাস বিশদ, অল্প অল্প অন্তর নিশ্বাস পড়িতেছে, নয়নদ্বয় গাঢ়তর নিমীলিত হইয়াছে, তারা চঞ্চল বলিয়া বোধ হইতেছে না; শরীরের সন্ধিস্থান সকল শিথিল হইয়াছে। যদি বাস্তবিক নিদ্রিত না হইত, প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে পারিত না।

অবলোকন করিয়া কহিল, চতুর্দ্দিকে মৃদঙ্গ বীণা বাঁশী পুস্তক প্রভৃতি পড়িয়া আছে। একি নাট্যাচার্য্যের গৃহ? আমি বড় বাড়ী দেখিয়া প্রবেশ করিয়াছি। এ ব্যক্তি বাস্তবিক কি দরিদ্র অথবা রাজার ভয়ে কিম্বা চোরের ভয়ে ধন মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখিয়াছে? বীজক্ষেপ করি। কৈ বীজ কোথাও স্ফীত হইল না। এ ব্যক্তি বাস্তবিকই দরিদ্র ইত্যাদি (৩)।

---

(৩) বৃক্ষবাটীকা পরিসরে সন্ধিং কৃত্বা প্রবিষ্টোঽস্মি; মধ্যমকস্তদ্যাবদিদানীঞ্চতুঃ শালকমপি দূষয়ামি। তৎকস্মিন্নুদ্দেশে সন্ধিমুৎপাদয়ামি।

দেশঃ কোন্নুজলাবসেকশিথিলোযস্মিন্ন শব্দোভবে-
ন্তিত্তীনাঞ্চ ন দর্শনান্তরগতঃ সন্ধিঃ করালো ভবেৎ,
ক্ষারক্ষীণতয়া চ লোষ্টককৃশং জীর্ণং ক্ব হর্ম্ম্যং ভবেৎ,
কস্মিন স্ত্রীজন দর্শনঞ্চ ন ভবেৎস্যাদর্থসিদ্ধিশ্চ মে।

ভিত্তিং পরামৃশ্য নিত্যাদিত্যদর্শনোদকসেচনেন দূষিতেয়ং ভূমিঃ, ক্ষারক্ষীণা, মূষিকোৎকরশ্চেহ; হন্তসিদ্ধোঽয়মর্থঃ। প্রথমমেতৎ স্কন্দপুত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণং। অত্র কর্ম্মপ্রারম্ভে কীদৃশমিদানীং সন্ধিমুৎপাদয়ামি। ইহ খলু ভগবতা কনকশক্তিনা চতুর্ব্বিধঃ সন্ধ্যুপায়োদর্শিতঃ তদ্যথা; পক্কেষ্টকানামাকর্ষণং, আমেষ্টকাণাঞ্ছেদনং, পিণ্ডময়ানাং সেচনং, কাষ্ঠময়ানাং পাটন, মিতি তদত্র পক্কেষ্টকে ইষ্টিকাকর্ষণং তত্র।

পদ্মব্যাকোশং, ভাস্করং, বালচন্দ্রং,
বাপীবিস্তীর্ণং, স্বস্তিকং, পূর্ণকুম্ভং,
তৎকস্মিন দেশে দর্শয়াম্যাত্মশিল্পং,
দৃষ্ট্বা শ্বোয়ং যদ্বিস্ময়ং যান্তি পৌরাঃ।

তদত্র পক্কেষ্টকে পূর্ণকুম্ভএব শোভতে। তমুৎপাদয়ামি। নমো বরদায় কুমার কার্ত্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে, ব্রহ্মণ্যায় দেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্য্যায়, যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ। তেন চ পরিতুষ্টেন যোগরোচনা মে দত্তা।

শর্ব্বিলক সন্ধির যে চারিটী উপায়ের কথা কহিয়াছে তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে উজ্জয়িনীতে চারি প্রকার পদার্থ দ্বারা গৃহের ভিত্তি নির্ম্মিত হইত। প্রথম, পক্ক ইষ্টক দ্বারা দ্বিতীয় অপক্ক (কাঁচা) ইষ্টক দ্বারা, তৃতীয় মৃত্তিকা দ্বারা, চতুর্থ কাষ্ঠ দ্বারা।

শর্ব্বিলক আর যে এই একটী কথা কহিয়াছে, এব্যক্তি (যাহার গৃহে চুরি করিতে গিয়াছে সে) কি রাজ ভয়ে অথবা চোর ভয়ে আপনার সম্পত্তি

অনয়া হি সমালব্ধং ন মাং দ্রক্ষ্যন্তি রক্ষিণঃ।
শস্ত্রঞ্চ পতিতং গাত্রে রুজং নোৎপাদয়িষ্যতি।

তথা করোতি। ধিক্ কষ্টং প্রমাণসূত্রং মে বিস্মৃতং। বিচিন্ত্য। আং, ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণসূত্রং ভবিষ্যতি, যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং; বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য কুতঃ।

এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্ম্মমার্গ
মেতেন মোচয়তি ভূষণসংপ্রয়োগান্,
উদ্ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে,
দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ।

মাপয়িত্বা কর্ম্ম সমারেভে। তথা কৃত্বাবলোক্য চ। এক লোষ্টাবশেষোঽয়ং সন্ধিঃ। ধিককষ্টং অহিনা দষ্টোঽস্মি। যজ্ঞোপবীতেনাঙ্গুলিং বদ্ধ্বা বিষবেগং নাটয়তি। চিকিৎসাং কৃত্বা স্বস্থোঽস্মি। পুনঃ কর্ম্ম কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ অয়ে জ্বলতি প্রদীপঃ।

পুনঃ কর্ম্ম কৃত্বা। সমাপ্তোঽয়ং সন্ধিঃ। ভবতু প্রবিশামি। অথবা ন তাবৎ প্রবিশামি প্রতিপুরুষং নিবেশয়ামি। তথা কৃত্বা। অয়ে ন কশ্চিৎ। নমঃ কার্ত্তিকেয়ায়। প্রবিশ্য দৃষ্ট্বা চ। অয়ে, পুরুষদ্বয়ং সুপ্তং। ভবতু আত্মরক্ষার্থং দ্বারমুদ্ঘাটয়ামি। কথঞ্জীর্ণত্বাদ্গৃহস্য বিরৌতি কপাটঃ; তৎযাবৎ সলিলমন্বেষয়ামি। কম্বুপল্ল। সলিলং গৃহীত্বা ক্ষিপন্ সশঙ্কং। মা তাবৎ ভূমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদয়েৎ। ভবত্বেবন্তাবৎ। পৃষ্ঠেন প্রতীক্ষ্য কপাটমুদ্ঘাট্য। ভবত্বেবন্তাবদিদানীং পরীক্ষে, কিং লক্ষ্যসুপ্তমুত পরমার্থসুপ্তমিদং দ্বয়ং। ত্রাসয়িত্বা পরীক্ষ্য চ। অয়ে পরমার্থসুপ্তেনানেন ভবিতব্যং। তথাহি।

নিঃশ্বাসোঽস্য ন শঙ্কিতঃ, সুবিশদঃ স্বল্পান্তরং বর্ত্ততে,
দৃষ্টির্গাঢ় নিমীলিতা, ন বিকলা নাভ্যন্তরশ্চঞ্চলা,
গাত্রং স্রস্ত শরীর সন্ধিশিথিলং, শয্যাপ্রমাণাধিকং,
দীপঞ্চাপি ন মর্ষয়েদভিমুখং স্যাল্লক্ষ্যসুপ্তং যদি।

সমন্তাদবলোক্য। অয়ে কথং মৃদঙ্গঃ। অয়ং দর্দ্দুরঃ। অয়ং পণবঃ। ইয়মপি বীণা এতে বংশাঃ। অমী পুস্তকাঃ কথং নাট্যাচার্য্যস্য গৃহমিদং। অথবা ভবন প্রত্যয়াৎপ্রবিষ্টোঽস্মি, তৎ কিং পরমার্থদরিদ্রোঽয়ং; উত রাজভয়াচ্চৌর ভয়াৎ বা ভূমিষ্ঠং দ্রব্যং ধারয়তি। তন্মমাপি নাম শর্ব্বিলকস্য ভূমিষ্ঠং দ্রব্যং ভবতু বীজং প্রক্ষিপামি। তথা কৃত্বা। নিক্ষিপ্তং বীজং ন কচিৎস্ফারী ভবতি। অয়ে পরমার্থদরিদ্রোঽয়ং। ভবতু গচ্ছামি।

ভূমি নিহিত করিয়া রাখিয়াছে ? এতদ্বারা এই জানা যাইতেছে, এখানকার রাজাদিগের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে তাঁহারা আইন করিয়া কৌশলক্রমে যেমন প্রজার ধন গ্রহণ করেন, মৃচ্ছকটিককারের সময়ের রাজারা সে প্রকার কৌশল জানিতেন না। তাঁহাদিগের অর্থের অসঙ্গতি হইলে তাঁহারা যে প্রজাকে ধনী বলিয়া জানিতে পারিতেন, দস্যুবৎ আসিয়া তাহার অর্থ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেন।

মৃচ্ছকটিককারের সময়ে উজ্জয়িনী সমাজে এক্ষণকার ন্যায় যেমন অসচ্চরিত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, তেমনি আবার অসামান্য গুণ-সম্পন্ন মহোদার প্রকৃতি মহামনা ব্যক্তিরও সদ্ভাব ছিল। বসন্তসেনা যে অলঙ্কার ন্যাস স্বরূপ চারু দত্তের নিকট রাখিয়া যান তাহা শর্ব্বিলক হরণ করিয়া লইয়া যায়। ঐ কথা শুনিয়া চারুদত্ত যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তিনি অচেতনপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বিদূষক কহিল, চোরে লইয়া গিয়াছে, আমাদের দোষ কি ? চারুদত্ত বলিলেন আমার এ দরিদ্র অবস্থায় কেহ একথা প্রত্যয় করিবে না। লোকে মনে করিবে আমি সুবর্ণ ভাণ্ড গোপন করিয়া চোরে লইয়া গিয়াছে এই কথা কহিতেছি। চারুদত্তের স্ত্রী সিঁদ হইয়াছে শুনিয়া সসম্ভ্রমে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য পুত্রের ও আর্য্যমিত্রেয়ের শরীরে কোন আঘাত হয় নাই ত ? দাসী উত্তর করিল তাঁহাদের শরীর অক্ষত আছে, তবে সেই বেশ্যা যে অলঙ্কার গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহা চোরে লইয়া গিয়াছে। চারুদত্তের স্ত্রী ঐ কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর আশ্বস্ত হইয়া দাসীকে কহিলেন তুমি কহিতেছ আর্য্য-পুত্র অক্ষত শরীর, যদিও তাঁহার চরিত্র অক্ষত থাকিয়া শরীর পরিক্ষত হইত, বরং সে ভাল হইত। এক্ষণে উজ্জয়িনীর লোকে এই কথা বলিবে, আর্য্যপুত্র দারিদ্র্য হেতু এই অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ভগবন্ কৃতান্ত! তুমি পদ্মপত্রপতিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল যে দরিদ্র পুরুষের ভাগ্য, তাহা লইয়া ক্রীড়া করিতেছ। মাতৃগৃহলব্ধ এই এক রত্নাবলী আমার আছে। আর্য্যপুত্র অতি মহামনা, তিনি ইহা গ্রহণ করিবেন না। (৪) এই ভাবিয়া বিদূষককে ডাকাইয়া তাহাকে দান করিলেন। বিদূষক চারুদত্তকে দিল।

---

(৪) বধূঃ। সমাশ্চাসা। হঞ্জে কিং ভণাসি অপরিক্খদ সরীরো অজ্জ উত্তোত্তি। বরং দানিং সো সরীরেণ পরিক্খদোণ উণচারিত্তেণ। সংপদং উজ্জয়িণীএ জণো এব্বং মন্তইস্সদি দলি

পাঠক দেখুন, চারুদত্ত-পত্নীর কেমন আলোকসামান্য মহত্ব! বোধ হয়, এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন সকল দেশের সকল কালের সকল সমাজেই উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ লোক বিদ্যমান ছিল ও আছে। যাঁহারা ভাবেন প্রাচীন সমাজে অধম লোক ছিল না, তাঁহারা ভ্রান্ত।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ সংখ্যার ৭১৩ পৃষ্ঠার পর।

হিন্দু পরিণয় প্রথা।

হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির আমূল সবিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা জানিতে হইলে ভবদেব ভট্ট প্রণীত সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি আলোচনা করিলে কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। পরন্তু পূর্ব্ব হিন্দুদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ উদ্বাহ প্রণালীর আদর্শ কিরূপ উচ্চ ও গভীর ভাবপূর্ণ পবিত্র ছিল, এবং আজকাল তাহা কতদূর বিসদৃশ পাপ জনক হইয়া হিন্দু আশ্রমসুখে জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু নরনারীদিগকে ভয়ানক বিভীষিকা ও জঘন্য মলিন অবস্থায় উপনীত করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কোন্ সময়ে হিন্দু সমাজ মধ্যে পদ্ধতিবদ্ধ বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, যে বিবাহের নিয়ম শ্বেতকেতু নামা ঋষি পুত্র হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। (১) শ্রদ্ধেয় রামদাস বাবুর প্রদর্শিত "ঋষি পুত্র" হইতেই যদি বিবাহের নিয়ম হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রথম প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত শ্বেতকেতুর জনক জননী কি বিধি সম্মত বিবাহিত হন নাই? যদি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্বেতকেতুর পূর্ব্বে কোন না কোনরূপ বিবাহের নিয়ম অবশ্য ছিল স্বীকার করিতে হইবে। উল্লিখিত শ্বেতকেতু বোধ হয় ঔপনিষদিক শ্বেতকেতু হইবেন। তত্ত্বমসি মহা বাক্য সম্বন্ধে বৈদিক উপাখ্যানে যে শ্বেতকেতুর নাম প্রাপ্ত হওয়া

যদাএ অজ্জউত্তেণ জেব্ব ঈদিসং অকজ্জং অণুচিট্টিদংত্তি উর্দ্ধমবলোক্য নিশ্বস্যচ। ভঅবং কদন্ত পোক্খর বত্ত পডিদ জলবিন্দুচঞ্চলেহিং কীলসি দলিদ্দ পুরিস ভাঅধেএহিং। ইমংচ মে একা মাত্তবচলঙ্গারঅণাবলী চিট্‌ঠদি। এদংপি অদিশোণ্ডীরদাএ অজ্জ উত্তো ণ গেহ্নিস্সদি।

(১) শ্রীযুক্ত রামদাস সেন। বঙ্গদর্শন ৭ খণ্ড। ১৮৮৪।

যায় যদি ইনি সেই ঋষি পুত্র হন তাহা হইলে ঔপনিষদিক কালেই আর্য্যদিগের মধ্যে বিবাহের নিয়ম প্রচলনের সূত্রপাত বলিতে হইবে। পরন্তু তৎপূর্ব্বে যে হিন্দু সমাজ মধ্যে বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি ছিল না এমন সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কেন না মনুসংহিতা মধ্যে হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি শ্লোক ও নিয়ম বিধিবদ্ধ দেখা যাইতেছে। মনুসংহিতা যদিও কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে (২) সংরচিত হইয়াছে, পরন্তু অপরাপর বুধদিগের এ সম্বন্ধে নানা মত-ভেদ আছে। অপিচ বেদসংহিতা মধ্যে কতকগুলি দেবীরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—অদিতি, দিতি, ইন্দ্রমাতা "নিষ্টিগ্রী" মরুদগণের মাতা "পৃশ্নি" ইত্যাদি। অবশ্য ইহারা বিধি পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় স্বামীর সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। তাহা হইলে ঋগবেদ যে কালে সংরচিত হয় (যদিচ তাহা এক সময়ে না হউক) প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে বিবাহের নিয়ম হিন্দু সমাজ-মধ্যে প্রচলিত ছিল অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। (৩)

হিন্দু-আর্য্যেরা বিবাহকে অতি গুরুতর কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিতেন। তাঁহারা সহধর্ম্মিণীদিগকে কেবল কামিনী রমণী অথবা রতিবর্দ্ধিনী স্বরূপ দেখিতেন না। যদিও তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন বটে যে "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ" অর্থাৎ প্রজনার্থং "—অপত্যোৎপাদনার্থং এতাঃ স্ত্রিয়ঃ "মহাভাগাঃ" বহুকল্যাণভাজনভূতাঃ" তথাপি তৎসম্বন্ধে তাঁহারা পবিত্রতা ও বংশের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে ভূয়োভূয় অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। অপত্যোৎপাদন কালীন তাঁহারা ধর্ম্মের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতেন না। তাহাও ধর্ম্মানুসারে সংসাধিত হইত, এই জন্য তৎকালে তাঁহাদের বংশে আজকালকার মত কুলাঙ্গার পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া "বংশ রক্ষা" করিতে গিয়া কুলে কালি দিয়া অকালে জীবন যৌবন পাপ-পথে জলাঞ্জলি দিত না। এই জন্য তাঁহারা পূর্ব্বেই অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন, যে

২) Manu the Lawgiver lived about B. C. 1200. The code with which his name is identified grew in extent, until collected into a form, somewhat like that which it bears at present probably about B. C. 4th Century (Page 467. Year 1874). Sacred Authology. Third Edition.

(৩) Rigveda Sanhita, B. C. 1500. some of the hymns dated by Dr Haug B. C. 2400. (Sacred Authology) Third Edition 1874.

কামান্মাতা পিতাচৈনং যদুৎপাদয়তোমিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্যদ্যোনাবভিজায়তে ॥ ”

মনুসংহিতা। ২য় অঃ। ১৪৭ শ্লোকঃ।

অর্থাৎ। পিতামাতা পরস্পর কামপরতন্ত্র হইয়া বালকের যে জন্ম দেয়, সে জন্মে বালক পশ্বাদির ন্যায় মাতৃকুক্ষিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় লাভ করে সেই জন্ম পশু প্রভৃতির সাধারণ বিশেষ কিছুই নাই। ইদানীন্তন ইউরোপীয় মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে ঐ প্রাচীন ধ্বনি বিলক্ষণ সায় দিতেছে। যাহাঁরা “ Combs Phronology ” অথবা কুম্ব কৃত শারীরস্থান বিদ্যা (Combs Principles of Phisiology) (যাহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া স্বয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ” ও “ ধর্ম্মনীতি ” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রী সম্পাদন করিয়াছেন) তাঁহারা আমাদের বাক্যের মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অধুনাতন বিশুদ্ধ নারী চরিত্র ও প্রকৃত নারীগুণের তাদৃশ আদর নাই। যে যে গুণ থাকিলে রমণী-রত্নকে “ গুণবতী ভার্য্যা ” বলা যায়, তাহার সেরূপ আদর নাই। এই গুণ-গ্রাম গুণধাম পতিদিগের নিকট অশেষ বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে। যে স্বামী যে গুণে গুণবান তিনি সেই সেই গুণ স্বীয় পতিপ্রাণায় অলঙ্কৃত দেখিতে না পাইলে মহা অসন্তুষ্ট থাকেন। এজন্য পতির গুণ অগুণকারক হইলেও সাধ্বী সতী সরলা বালাদিগকে গুণপুরুষদের মন যোগাইবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকৃত গুণ সমূহ লুক্কায়িত রাখিতে যত্নবতী হন। এই কারণেই ভূয়োদর্শী আর্য্য আচার্য্যগর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। যে—

যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ (স্মৃতি)

যে স্ত্রী যাদৃগ্ গুণ বিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়। যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়। এই নিয়ম পরতন্ত্র হইয়াই মদোন্মত্ত পতি, পত্নীকে মদ্যপান শিক্ষা না দিয়া তৃপ্তি সুখ পান না। এই জন্যই হিন্দু কুল-বালারা দিন দিন নিতান্ত হীন-প্রভা হইয়া পড়িতেছেন। এই জন্যই দুশ্চরিত্র স্বামীর হস্তে পড়িয়া নিরীহ অবলাগণ প্রলাপ বিলাপিনী ও পরুষ ভাবাপন্ন হইয়া জন সাধারণ্যে অশ্রদ্ধেয়া হইয়া পড়িতেছেন। এই নিমিত্তই ধর্ম্ম

প্রবণ হিন্দুপুরুষগণ ধর্ম্মের নামে জলাঞ্জলি দিয়া এক প্রকার দ্বিপদ পশু বিশেষ হইয়া সংসার তুফানকে অধিকতর ঘোর আবর্ত্তময় করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই হিন্দুললনাগণ (স্বামিসোহাগিনীগণ) দিন দিন পাশ্চাত্য সভ্যতার দোহাই দিয়া (Fashion) নের দাসী হইয়া অহরহ স্বামী দ্বারা নব-নব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নানারঙ্গেরঞ্জিত বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজিতা হইবার জন্যই বিবিধ মোহিনীমন্ত্রে দীক্ষিতা হইতেছেন এবং বলিতে কি এই জন্যই তাঁহারা পতি গুরুর নিকট শিক্ষা পাইয়া পতির মস্তকেই পদাঘাত পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দূরদর্শী ঋষিগণ সুবিদ্বান্ ও শীলসম্পন্ন ধার্ম্মিক পাত্রে যেমন কন্যাদানের, ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তেমনি পাত্রপক্ষে সুলক্ষণযুক্তা কন্যানির্ব্বাচনেরও উপদেশ দিয়াছেন। লোক পতঙ্গপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া যদি কেবল বাহ্যশোভায় আকৃষ্ট না হন, তাহা হইলে পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা যে অনেক পরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে মনোযোগ না থাকাতে আমাদের সন্তানসন্ততিগণ যে কেবল নানা রোগের আশ্রয় স্থান হইয়া থাকে এমত নহে, কিন্তু আমাদিগেরও অনেক সময়ে নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে ইচ্ছা হয়। উক্ত লক্ষণ কতিপয় পাঠকের বিদিতার্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দোরোমশার্শসং।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি শ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥
মনুস্মৃতি। ৩ অঃ। ৭ শ্লোক।

অর্থাৎ—

জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিহীন, কেবল কন্যামাত্রের জনক, বেদাধ্যয়ন রহিত (অধার্ম্মিক) সকলে বহুল লোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র, অথবা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, এই সকল প্রত্যক্ষ দোষে দূষিত দশকুলে বিবাহ করিবে না, ইহাতে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানও তত্তৎরোগে আক্রান্ত হয়।

বিবাহের মন্ত্রপাঠের সময় (কন্যাসম্প্রদানকালীন) কন্যাকর্ত্তা "অরোগিণীং" "অশুলিনীং" ইত্যাদি শপথ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা হয় ত ঐ সব মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবধারণ করেন না।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং নরোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং নবাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥
ঐ ঐ

অর্থাৎ। যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গুলি যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম আছে ও যে নিষ্ঠুরভাষিণী, এবং যাহার পিঙ্গলবর্ণ-নয়ন, এই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক না—

প্রাগুক্ত সঙ্কেত সমূহ এখন অনেকের নিকট কুসংস্কারপূর্ণ মনে হইতে পারে। কিন্তু যাহাঁরা শারীরতত্ত্ববিদ্যায় অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার নিগূঢ় মর্ম্ম অনায়াসে প্রতীতি করিয়া সুখী হইয়াছেন। এখনকার যেমন পাত্রের লক্ষণ "পাশ" করা, তেমনি পাত্রীর লক্ষণ "কার্পেট বুনা" হইলেই হইল। ছেলে যদি একটা কিছু পাশ করিতে পারিল, আর মেয়ে যদি জুতা বুনিতে শিখিল, আর পায় কে। অমনি সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দান সামগ্রীর ফর্দ্দ করিয়া কশামাজা করিতে লাগিলেন। ও দিকে বর কন্যা ব্যাকুল হইয়া গোপনে "শুভ দর্শন" মানসে, নূতন নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পরস্পরের মনমোহন করিতে কৃতসংকল্প হইতে লাগিলেন। এদিকে দান সামগ্রীর চুক্তি যেই হইল অমনি বিবাহের দিন স্থির হইল, এবং দুই হস্ত এক করিয়া উভয়ের পিতামাতা কৃতার্থ হইলেন।

পুরুষের বীরভাব যত দিন না স্ত্রীর শান্তভাবের সহিত অস্থি মাংসের ন্যায় সঞ্জড়িত হয় তত দিন কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কেহই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। শরীর রক্ষার্থে যেমন অস্থিও চাই এবং মাংসও চাই, সংসারধর্ম্ম পালনার্থে তেমনি পবিত্র পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতির মিলন নিতান্ত প্রয়োজনীয় (৪) যদি জগতে কেবল সূর্য্যের প্রখরতা থাকিত এবং চন্দ্রের কোমলতা কেহ উপভোগ করিতে না পাইত তাহা হইলে যেমন কোন বাহ্য বস্তুর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন হইত না, তেমনি পুরুষের তেজস্বিতা ও স্ত্রীর কমনীয়তা গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য সন্দেহ নাই। তরুহীন লতা আর লতাহীন তরু যেমন শোভা শূন্য, পতিহীনা স্ত্রী এবং পত্নীহীন পুরুষ তেমনি সৌন্দর্য্যহীন ও স্বচ্ছন্দ

(৪) Single men though they be many times more charitable, on the other side, are more cruel and hard hearted, because their tenderness is not so soft called up. (Lord Bacon)

বিরহিত হইয়া পূর্ণ সংসারে শূন্য হৃদয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। দাম্পত্য প্রেম যে অতি পবিত্র ও অতি সুখদ তাহা সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ঋষিরাই সম্ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। আমাদের জন্য কেবল সেই রসের ছিবড়া মাত্র পড়িয়া আছে, তাহাই চর্ব্বণ করিয়া যখন যাহা মনে আইসে তখন তাহাই বলিয়া থাকি ও তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া বাহাদুরি করিতে উদ্যত হই। তাহারা ভার্য্যাকে যেমন সুন্দর পবিত্র চক্ষে ও বন্ধুভাবে নিরীক্ষণ করিতেন এমন অন্য কোন সভ্যজাতি এমন কি স্বাধীন প্রণয় প্রিয় আমেরিকানেরা পর্য্যন্ত অদ্যাপি পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই জন্য তাহারা বক্ষস্থলে হস্ত বুলাইতে পারিয়াছিলেন যে।

"নাস্তি ভার্য্যাসমা বন্ধু র্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমালোকে সহায়া ধর্ম্মসংগ্রহে॥"

শান্তি পর্ব্ব। ১৪৪। ৫৫০৮ শ্লোকঃ।•

অর্থাৎ ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আর গতি নাই, ইহ লোকে ধর্ম্ম সাধনে ভার্য্যার সমান আর সহায় নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই উচ্চ লক্ষ সম্মুখে স্থির রাখিয়া আমরা কয়জনে সংসার পথের সহযাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া থাকি? আজ কাল আমাদের কুলবধূরা আমাদের ধর্ম্ম সংগ্রহে সহায় না হইয়া মহাবিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। বেশভূষা অঙ্গরাগই তাঁহাদের ইষ্ট দেবতা। স্বামীরা সেই বাহ্য শোভার প্রজাপতি মাত্র। আজ কাল যে স্বামী স্ত্রীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে প্রয়াস পান তিনি পরিবারমণ্ডলীর দ্বারা উপহসিত ও নিন্দিত হইয়া থাকেন।

তিনিই সংসারে যথার্থ স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছেন, যিনি বিপদে সম্পদে জীবনে মরণে স্বাস্থ্যে ও রোগে তাঁহার সহযোগিনী ও সহভোগিনীর নিকট হইতে উৎসাহ ও আস্থা ভরসা ও আরাম পরামর্শ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৫)

(৫) As the Vine which has long timed its graceful foliage about the oak, and been lifted by it in sun shine, will, when the hoary plant is rifled by the thunder-bolt, cling round it, with its caressing tendrils, and bind up its shattered boughs, so is it beautifully ordained by providence that Woman, who is the mere dependent and ornament of men in his happier hours, should be his stay and solace when smitten with sudden

পূর্ব্বকালের লোকের আচার ব্যবহার রীতিনীতি শিক্ষা ও ধর্ম্মানুসারে নানাবিধ বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে অষ্ট প্রকার মনুস্মৃতি মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

মনুসংহিতা। তৃতীয় অধ্যায়। ২১ শ্লোকাঃ

অর্থাৎ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও (সর্ব্বাপেক্ষা অধম) পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহ ছিল।

এখন প্রাগুক্ত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রণালী আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ-মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া লউন।

(১) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয়দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩। ২৭ ঐ

সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাবরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা সদাচারসম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে যে কন্যা দান, তাদৃশ বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়। (এই বিবাহ নবীন ব্রাহ্ম বিধানান্তর্গত ব্রাহ্ম বিবাহ নহে) এখন আমাদের "উন্নত" সম্প্রদায় মধ্যে "অপ্রার্থক" বর অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। ছেলেদের গলায় "বয়সা" ধরিতে না ধরিতে পিতা মাতারা অমনি তাহাদের গলগণ্ডস্বরূপ বিদ্যাবুদ্ধিনাশিনী এক একটী বালিকা পাত্রী খুঁজিতে আরম্ভ করেন। বাল্য বিবাহের দোষে পতি পত্নীর স্বভাবগত বৈষম্য-অপনোদনের অবসর থাকে না। একারণ অনেক জায়াপতি অল্প দিন মধ্যেই মনোমালিন্য নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক ও পরিবারিক অশান্তি সহ্য করিয়া থাকেন।

(২) যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে। (ঐ। ৩। ২৮।)

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞারম্ভকালে সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তার পুরোহিতকে সালঙ্কৃত কন্যার যে দান, সেই বিবাহকে দৈব বিবাহ বলা যায়।

---

calamity; winding herself into the rugged recesses of his nature, tenderly supporting the drooping head, and binding up the broken heart.

(Saturday Magazine Vol. No 412.)

এক্ষণে যাগযজ্ঞের মধ্যে পুত্রের অন্নপ্রাশন ও স্ত্রীর সাধ ভক্ষণই প্রধানরূপ গণনীত হইয়া থাকে। কাজে কাজেই অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞের স্থান সমাবেশ হয় না। এখন পক্ষান্তরে পুরোহিত মহাশয়দিগের নিকট হইতে প্রতি দক্ষিণা স্বরূপ যদি যজমান কিছু লইতে পারেন, ছাড়িয়া দেন না। এখন "পুরের" যেমন শ্রী, "পুরোহিত" দিগেরও তেমনি দুর্দ্দশা হইয়া উঠিয়াছে। শিষ্য-দিগের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহারাও পুঁথি ও পাঁজি নূতন ধরণের বাহির করিয়াছেন। যাহাঁদের উপর আশ্রমের হিতচিন্তার ভার ছিল, তাঁহারা নিজ নিজ ব্রাহ্মণীদের অভাব অনটন মোচনেই সদা চিন্তিত। শিষ্যের হিতের মধ্যে শ্রাদ্ধের তিথি নক্ষত্র এড়াইতে পারে না! তাঁহারা এখন শিষ্যদের আদর্শ না হইয়া শিষ্যচরিত্র তাঁহাদের আদর্শস্থল হইয়াছে কি না বিচার করিয়া দেখুন।

(৩) "একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ সউচ্যতে॥" তৃ। ২৯। ঐ

এক গাভী ও এক বৃষ ইহাকে গো-মিথুন কহে। ধর্ম্মার্থে (যজ্ঞাদির সিদ্ধির জন্য) এইরূপ এক বা দুই গো-মিথুন বরপক্ষ হইতে লইয়া ঐ বরকে যে কন্যা দান, উক্ত বিবাহকে আর্ষ বিবাহ বলা যায়। পুরাতন যাগ যজ্ঞাদির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার বিবাহও অন্তর্হিত হইয়াছে। পরন্তু যাগ যজ্ঞাদির সিদ্ধার্থে না হউক কৃষিকার্য্যের সহায়তার জন্য বেহারদেশে আজও বিবাহ-কালীন বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ হইতে গবাদি পশুর আদান প্রদান হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বিবাহকালীন গোমিথুন দানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আজ কাল আমরা "বাবু" হইয়াছি এজন্য "গোমিথুনের পরিবর্ত্তে "ঘড়ি আংটি" দানসামগ্রীর মধ্যে ছেলে ভুলাইবার প্রধান অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

(৪) সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ তৃ। ৩০।

তোমরা উভয়ে "গার্হস্থ্যধর্ম্মের আচরণ কর" বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক ঐ বরকে যে কন্যা দান, উহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা যায়।

"গার্হস্থ্য ধর্ম্ম' যে কি পদার্থ, তাহা যে কতদূর উচ্চ ও কত মহাত্মপূর্ণ, তাহা এখনকার চাকুরে কন্যাকর্ত্তারা অল্পই জানেন। একারণ এ পবিত্র ভাব-

পূর্ণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে কন্যাদান তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। আজ কালকার বিবাহ কর্ম্ম, "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" রক্ষার্থে নহে, কিন্তু নিজের কামোপভোগের জন্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। "গৃহস্থ" হইতে গেলে যে কি কি গুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা আমরা কয়জন অবগত আছি? গার্হস্থ্য আশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেন না রাজর্ষি জনক, ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মাগণ গৃহস্থ ছিলেন, এজন্য আমাদিগেরও বনবাসী না হইয়া গৃহস্থ্য হওয়া উচিত, তর্কস্থলে আমাদের নিকট এরূপ বিতণ্ডা অনেকেই শুনিতে পান সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি বাস্তবিক প্রকৃত "গৃহস্থ" হইতে পারিয়াছি? আমরা কি যথার্থই সমরনিপুণ হইয়া সমরক্ষেত্রে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া বীরের ন্যায় সংসার সংগ্রামে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছি? ভবব্যাধির মহৌষধি লাভ করিয়া কি ভবরোগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছি? এই উন্মত্ত সংসার সাগরের উত্তাল তরঙ্গরাজি মধ্যে সামান্য তৃণ পল্লবের ন্যায় কি আমরা ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত ও আবর্ত্তিত হইয়া মরিতেছি না? সুনিপুণ নাবিকের ন্যায় স্রোতের বেগ বায়ুর গতি ও নৌকার অবস্থা বিশেষ অবগত হইয়া কি এই মহাকাল স্রোতে নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী গুলি ভাসাইতে পারিতেছি, সংসারসিন্ধু-মধ্যে কোথায় কোন্ মগ্ন শৈল আছে তাহা কি আমরা অবগত আছি? সংসার মোহপারাবারের ধ্রুবতারা কোথায় তাহা কি আমরা নিরীক্ষণ করিয়া থাকি? আমাদের দুর্ব্বল তরণী যে দিকে যাওয়া উচিত কাল স্রোতে কি বাস্তবিকই সেই দিকে যাইতেছে? এবম্বিধ প্রশ্ন সমুদায়ের সদুত্তর দিতে কি আমরা প্রস্তুত? অথচ আমরা গৃহস্থ্য অথচ আমরা বিদ্বান্ সুশিক্ষিত ভদ্র সভ্য ও সুচতুর!!

ক্রমশঃ—

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

ফুল কাহার জন্য ফুটে?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গন্ধ।

গন্ধই ফুলের সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ রত্ন। ফুল যে সকল গুণে প্রাণিগণের মনোরঞ্জন করে, তাহার মধ্যে ইহার গন্ধবত্তাই অধিক প্রীতিপ্রদ ও আদরণীয়। ফুলের গঠনের চারুতা ও বর্ণের বৈচিত্র্য আমাদিগকে বিমোহিত

করে বটে, কিন্তু ইহার মনোরম গন্ধে আমরা যত দূর প্রীত ও পরিতৃপ্ত হই, তেমন ইহার গঠনের বা বর্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হই না। গঠন ও বর্ণের কমনীয়তায় আমাদের কেবল বহিশ্চক্ষু প্রমোদিত হয়, কিন্তু গন্ধ আমাদের হৃদয়ের গভীর কন্দরে সুখ জন্মাইয়া দিয়া, আমাদিগকে কি এক অপূর্ব্ব প্রমদে প্রমত্ত করে। গঠন ও বর্ণ আমাদের ক্ষণিক সুখ উৎপাদন করে, পরেই বিস্মৃত হই, কিন্তু মনোরম গন্ধ হইতে আমাদের মনে যে আমোদের স্রোত বহিতে থাকে, তাহা মৃদু মন্দ হইলেও একেবারে থামিবার নয়,—গন্ধ ভুলিবার নয়; অনেক বৎসর অতিবাহিত হইলেও, মনে হইলেই পূর্ব্বকার সুখজনক স্মৃতির পুনরুদয় হয়। গন্ধ এমনি সুখপ্রদ ও প্রসন্নতাপূর্ণ, যে কেবল স্মরণে আমাদের সুখানুভব হয় এমন নয়, সেই সঙ্গে সমুদয় অতীত সুখময় বিষয়েরও পুনরুদয় করিয়া দেয়। কোন নবীন যুবক বৎসরের প্রথমে বেল ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, অতীত কোন বৎসরে তিনি যে তাঁহার প্রণয়িণীর কবরীতে এক ছড়া বেলফুলের মালা জড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে চিত্রের মত যুগপৎ প্রতিবিম্বিত হয়; শুদ্ধ ইহাই হয় এমন নয়, সেই সময়ে উভয়ে কোথায় ছিলেন, প্রণয়িণী মৃদু হাঁসিয়াছিলেন, কি বলিয়াছিলেন? এ সকলই তাঁহার মনে পড়ে। কাহার বা বিবাহের পরে ফুলশয্যার ফুলময় স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন রজনী, ও সেই সঙ্গে তদপেক্ষা স্নিগ্ধ ও প্রসন্নতরা নবোঢ়াকে একটী যূঁই ফুলের মালা দেখিয়াই মনে পড়ে। পূর্ব্বস্মৃতির পুনরুদ্দীপন করণে প্রকৃতিতে এমন অপর কোন বস্তুই নাই, যেমন ফুলের মনোরম গন্ধ; ইহাতে, এবং প্রায়ই ইহা দ্বারা প্রসন্ন পুণ্য বিষয়ের স্মৃতির পুনর্জ্জাগরণের জন্য, ইহা একটী স্বর্গীয় নিধি বলিয়া প্রতীতি হয়।

পরম বাৎসল্য পূর্ণ জগদীশ্বর, মানুষকে এই গন্ধের উপভোগক্ষম করিয়া এত অধিক আঘ্রাণ শক্তি দিয়াছেন, যে গোলাপের এক পরমাণু আতরের গন্ধেরও আমাদের অনুভব হয়। আমাদের আঘ্রাণ শিরাপুঞ্জ এক ধান মৃগনাভির .... অংশেরও গন্ধ ধরিতে পারে। কিন্তু মধুকর প্রজাপতি প্রভৃতি কীটাদির আঘ্রাণ শক্তি আমাদের অপেক্ষাও অনেক গুণ অধিক; গৃহে এক বিন্দু চিনি যেমন করিয়া লুকায়িত করিয়া রক্ষিত হউক সেখানে পিপীলিকা আসিয়া যুটে সকলেরই পরীক্ষিত আছে।

এখন আমরা যে সকল বিলাতী সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার অনেক গুলিই কৃত্রিম। এখনকার বিজ্ঞানের প্রভাবে চামেলী, কেওড়া,

নিউমোন্‌হে, মেডোসুইট্‌ প্রভৃতি সকল প্রকার সুগন্ধই অনুকৃত হইতেছে, ও পরে আরো হইবে। এই সকল কৃত্রিম সুগন্ধি, জলজান বাষ্প ও অঙ্গারের যৌগিকপদার্থসকল (Hydrocarbon compounds) হইতে উৎপাদিত হইতেছে। এই গন্ধময় যৌগিক পদার্থ সকল, প্রকৃতিতে আলোক ও উত্তাপ উভয়ের একত্রিত প্রভাবে উৎপন্ন হয়, ও ইহাদের হ্রাস হইলে বিক্ষিপ্ত হয়। এজন্য আমরা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে অনেক জাতীয় সুগন্ধি ফুলেরও উহাদের গন্ধের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। এমন কি, আলোক ও উত্তাপের প্রভাবে ফুলের গন্ধের আতিশয্য এত হয়, যে কখন কখন উহা হইতে শারীরিক পীড়া ও উৎপন্ন হয়। দেশীয় চাঁপা ফুলের অল্প গন্ধ স্নিগ্ধ ও মনোরম, কিন্তু আতিশয্য হইলে তীব্র বলিয়া বোধ হয় ও শিরঃ পীড়া উৎপাদন করে। মেগ্‌নোলীয়া ত্রিপেতেলা একটী মনোরম ফুল হইলেও ইহার গন্ধের প্রাচুর্য্যবশতঃ কখনও বমন স্পৃহা জন্মে।

কেতকীর সুগন্ধ সল্‌ফিউরিক্‌ ইথারে পাওয়া যায়, ইহাতে বোধ হইতেছে যে সল্‌ফিউরিক্‌ ইথার যে যৌগিক পদার্থের দ্বারা গন্ধ বিশিষ্ট হয়, সেই যৌগিক পাদার্থই কেতকীকে সুগন্ধি করে। আনারসের সুগন্ধ প্রোফাইলিক্‌ ইথার হইতে উদ্‌গত হয়। বেনজোইক্‌ যৌগিক পদার্থ হইতে হথর্ণ মেডোসুইট্‌ প্রভৃতি কতকগুলি ফুলের সুগন্ধ অনুভূত হয়। নাফ্‌থালীন্‌ এক কণা মাত্র বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইলে নারকীসস্‌ এবং জন্‌কুইলের মনোরম গন্ধ উদ্ভূত হয়। ইথার, বেনজইল ও নাফ্‌থালীন্‌ প্রভৃতি যৌগক পদার্থ সকল সুগন্ধি সামান্যতঃ নয়, কিন্তু এই অম্লজান ও অঙ্গারের যৌগিক পদার্থগুলি যেমন আলোক ও উত্তাপের, শুষ্কতা ও আর্দ্রতার প্রভাবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণের নিমিত্ত দুর্গন্ধ হইতে সুগন্ধ হয়, তেমনিই ফুলে যে অম্লজান ও অঙ্গারের যৌগিক পদার্থ আছে, তাহারই উত্তাপ ও আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণের জন্য তারতম্য হইয়া, কখন মনোরম গন্ধ বা দুর্গন্ধ, তীব্র বা স্নিগ্ধগন্ধ উভয়ই হয়। এই জন্যই দেশভেদে অধিক সংখ্যক সুগন্ধ ফুলের সদ্ভাব বা অভাব হয়, এবং এই জন্যই এক ফুলেরই গন্ধ, কখন স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর বা পরক্ষণেই তীব্র ও দুঃসহ বলিয়া বোধ হয়। এই কারণের জন্যও এক জাতীয় ফুলের মধ্যে কোন উপজাতীয় ফুল সুগন্ধ, অপর বা নির্গন্ধ হইয়াছে।

গন্ধ যেমন প্রাণিগণের মনোরম, তেমনিই ফুলের একটী অত্যন্ত প্রয়ো-

জনীয় বস্তু। যদিচ অনেক দেখিতে সুন্দরফুল সুগন্ধবিশিষ্টও হয়, কিন্তু যে সকল ফুলের পাপড়ী মনোহর নয় এবং বর্ণের বৈচিত্র্য নাই, প্রায় সেই সকল ফুলেরই গন্ধ অধিক মনোরম ও প্রচুর হয়। এমন না হইলে সৌন্দর্য্যের অভাবে ফুল মনোহরণে সমর্থ হইবে না, মধুকর বা প্রজাপতি প্রভৃতি কীটাদি আসিবে না, ফুল সঙ্গমিত না হইয়া জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, উদ্ভিজ্জ-জাতি সৃষ্টি হইতে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। এ জন্য গন্ধবত্তা ফুলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, কুৎসিতফুল প্রায়ই অতীব সুগন্ধ হইয়া থাকে ; ফুলের সৌন্দর্য্যহীনতা দোষ, যেন গন্ধের প্রাচুর্য্যে পরিপূরিত হয়। মেথী ফুল দেখিতে কুৎসিত, ইহার গঠনাদির সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, কিন্তু ইহার গন্ধের আধিক্য ও মাধুর্য্যের জন্যই ইহার প্রতি মধুকর বড় অনুরক্ত। প্রকৃতির এই বিসদৃশ ভাব পরিলক্ষ্য করিয়াই কবি বলিয়াছেন,

" অনন্ত পুষ্পস্য মধোহি চূতে
দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা। "

মধুকরকে বলি কেন, মেথীর মধুর গন্ধের জন্যই ইহাকে আমরাও এত আদর করি, ইহার ফুল ফুটিলেই ডাল ভাঙ্গিয়া লই। ওলীয়াফাগ্রান্স একটী অতি ক্ষুদ্র নির্গর্ব্বিত শ্বেত বর্ণের ফুল, ইহার চারিটী পাপড়ী, ইহাতে জবার রক্তিমা নাই, ঝুমকোর গঠন বৈচিত্র্যও নাই, কিন্তু ইহাতে এ সকল কিছুই না রহিলেও, ইহা জবা ও ঝুমকো অপেক্ষা কেন, প্রায় অনেক ফুল অপেক্ষাই অধিক আদৃত ও প্রশংসিত হয়। ইহা অতি অসদৃশ হইলেও ইহাকে আমরা যে কারণে এত ভালবাসি, মধুকরাদিও সেইজন্যই ইহায় সবিশেষ আসক্ত ; ওলীয়াফ্রাগ্রান্সের অনুপম মধুর গন্ধই সেই প্রশংসিত কারণ। ইহার এই মধুর গন্ধবত্তার জন্যই ইহা এখন সৃষ্টিতে রহিয়াছে, নহিলে সঙ্গম ব্যতিরেকে পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইত। ফুলের মধুকরাদি দ্বারা সঙ্গম সম্পাদন নিরতিশয় আবশ্যক হওয়ায়, প্রায়ই ফুল মধ্যে এই নিয়মটী অবিচলিত প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল ফুল দেখিতে মনোহর হয় না, প্রায় তাহার গন্ধ অত্যন্ত মধুর হয়, আবার ইহার বিপরীত অর্থাৎ যে সকল ফুল যত সুগন্ধ হয়, তাহা সেই পরিমাণে দেখিতে অসুন্দর হইয়া থাকে।

শ্বেতবর্ণের ফুলে সুগন্ধের আতিশয্য যত পরিমাণে হয়, তেমন অন্য বর্ণের ফুলে হয় না। জগতে যত শ্বেতবর্ণের ফুল আছে দেখা গিয়াছে যে তাহারা প্রায় সকলই মনোরম গন্ধবিশিষ্ট। আমাদের দেশে যত অতীব সুগন্ধি ফুল

আছে, তাহার অধিকাংশই শ্বেতবর্ণের। তুমি বর্ণের উপর লক্ষ্য না করিয়া, সৌন্দর্য্য না ভাবিয়া, কতকগুলি কেবল মনোরম গন্ধবিশিষ্ট ফুলের নাম কর, দেখিবে তাহার প্রায় সকল গুলিই শ্বেতবর্ণের। যুঁই, চামেলী, বেল, গন্ধরাজ, নবমল্লিকা, কামিনী, মাধবী, চাঁপা, কুন্দ, সেফালী, ঝুমকো, পদ্ম রজনীগন্ধা, কাঁটালী চাঁপা, স্থলপদ্ম, বকুল, নাগেশ্বর, কদলীচাঁপা, শিঙ্গাহার নেবুফুল, মালতী, টগর, গন্ধমালতী, বনমল্লিকা, জহরীচাঁপা ইত্যাদি। আমাদের দেশের এই সকলই অতিশয় প্রশংসিত ও মনোরম গন্ধবিশিষ্ট ফুল। কিন্তু দেখ ইহার মধ্যে কেবল চাঁপা, ঝুমকো, পদ্ম, কাটালী চাঁপা ও স্থলপদ্ম, এই পাঁচটী মাত্র অন্য বর্ণের হইল। আবার দেখ এই পাঁচটী শ্বেত বর্ণের না হইলেও, ইহাদের একটী ব্যতীত কাহারও বর্ণের প্রকর্ষ হয় নাই। চাঁপা হরিৎ বর্ণের, কোন ঘোর বর্ণের নয়, চাঁপা দিবসের অবসানে ফুটে, রাত্রিতে হরিৎ বা পীত শ্বেত বলিয়া বোধ হয়। ঝুমকো ফুলে কেবল বর্ণের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা দিবসে ফুটে, এই সময়েই বর্ণের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় বলিয়া এরূপ হইয়াছে। পদ্ম শ্বেতবর্ণেরও আছে, এবং পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে শ্বেত ব্যতীত অন্য বর্ণের মধ্যে যে শ্বেত উপজাতীয় ফুলের সম্ভব হয়, তাহা কেবল অপর বর্ণের উপরে সঙ্গমের অধিকতর সুবিধা লাভ করিবার জন্য। কাঁটালী চাঁপা পীতবর্ণের ফুল, ইহাও সন্ধ্যার সময় ফুটে এবং অন্ধকারেও লক্ষিত হইয়া কীটাদি দ্বারা সঙ্গমিত হয়। স্থলপদ্মের বর্ণ ধূসর; ধূসর একটী যৌগিক বর্ণ, ইহাতে শ্বেত বিমিশ্রিত আছে সকলেই জানেন. ইহাও অপরাহ্নে ফুটে। পঁচিশটী মনোরম ফুলের মধ্যে কেবল পাঁচটী শ্বেত বর্ণের হইল না, কিন্তু আবার দেখ এই পাঁচটীর মধ্যে কেবল একটী মাত্র অন্য বর্ণের হইল, (দিবসে ফুটিবার জন্য) অবশিষ্ট চারিটীর কাহারও বর্ণের গুরুত্ব বা প্রকর্ষ হয় নাই। বিচিত্র এই, উল্লিখিত পঁচিশটী ফুলের মধ্যে কেবল এক ঝুমকোই দিবসে ফুটে ও রাত্রিতে মুদিত হয়, আর চব্বিশটীর কোনটী দিবসান্তে, কোনটী নিশাগমে, কোনটী বা অৰ্দ্ধরাত্রে ফুটে।

রাত্রিতে যত ফুল ফুটে তাহার সকলই মনোরম গন্ধাতিশয্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু দিবসে যে সকল ফুল ফুটে তাহাদের গঠন ও বর্ণের চারুতা হইলেও উহারা তেমন সুগন্ধ হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দিবসে সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট লক্ষিত হয়, কিন্তু রাত্রির তমসে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, এমন অব-

ন্যায় মনোরম গন্ধাতিশয্যই ফুলের একমাত্র সহায়; এজন্য ফুল রাত্রিতে পর্য্যাপ্ত গন্ধ বিক্ষেপণে দূর ও সমীপ স্থান মনোরম করিয়া তুলে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া প্রজাপতি প্রভৃতি কীট ও পতঙ্গাদি ফল সমীপে আসিয়া যুটে। কীটাদির আগমনে ফুলের চিরপ্রার্থিত সঙ্গম হয়; এইরূপে ফুলের অনুকূল বর্ণ ও গন্ধ উভয়ই, ঈপ্সিত কীটাদিকে ফুল সমীপে লইয়া যাওনে শুভ দৌত্যকার্য্য করে।

মধুকর প্রজাপতি প্রভৃতি কীট ও পতঙ্গাদি ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কেবল পুলকিত হয় এমন নয়, যথার্থ পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তও হয়। গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আসিলেই ইহারা মধুপান করিতে পায়, এমতে গন্ধের অস্তিত্বেই মধুরও প্রাপ্তি আছে, ইহাদের এই একটী নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। গন্ধের সহিত মধুর অস্তিত্ব যদি না হইত, তাহা হইলে এতদিনে ইহারা প্রতারণা বুঝিয়া লইত, আর গন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া পদে পদে প্রবঞ্চিত হইত না। প্রত্যুত ফুল প্রবঞ্চক নয়, ইহার সদাচরণ অনুপম, ইহা প্রায়ই প্রিয় কীটাদিকে আশার অতিরিক্ত ফল প্রদান করে। দেখ বাকস্ ও বক ফুলের সৌন্দর্য্য নাই গন্ধাতিশয্যও নাই, কিন্তু ইহারা এমন নিরলঙ্কৃত হইলেও মধুরত্নে পূর্ণ; হেয় বাকস্ ও বক ফুলে এত মধু থাকে যে একটী মধুকর উহা খাইয়ে শেষ করিতে পারে না।

কোন অশ্বেত জাতীয় ফুলের মধ্যে, যে এক একটী শ্বেত উপজাতীয় ফুল দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহার গন্ধ অধিকতর মনোরম হয়, ইহার কারণ এই যে, দিবসে সহস্র সহস্র নানাবর্ণের ফুল ফুটে, তাহাতে সকল জাতীয়েরই সঙ্গম সুবিধা কমিয়া যায়, কিন্তু শ্বেত বর্ণের হইয়া রাত্রিতে ফুটিলে, ঐ সময়ে অগণিত নিশাচর কীট পতঙ্গাদি বিচরণ করায়, ঐ শ্বেত উপজাতীয় ফুলের অধিকতর সঙ্গমের সুবিধা জন্মে। এই শ্বেত উপজাতীয় ফুল, আবার ইহার সম উপজাতীয় ফুলের অপেক্ষা অধিক গন্ধ সম্পন্ন হয়, কেন না রাত্রিতে ফুটাতে গন্ধাতিশয্যের অধিকতর আবশ্যক হয়। শ্বেত করবী, সুইট্‌ভায়োলেট্ এই উপজাতীয়েরা অন্য বর্ণের অপেক্ষা অধিকতর মনোরম গন্ধ বিশিষ্ট।

ফুলের গন্ধের প্রাচুর্য্য ও মাধুর্য্যাধিক্যের তারতম্য, কেবল সময়ের পরিমাণে হইয়া থাকে। যে ফুল যত অধিক মনোরম গন্ধবিশিষ্ট হয়, তাহার গন্ধ তত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, আবার যে ফুল যত অধিক দিন ফুটিয়া থাকে, তাহার গন্ধ তত অল্প পরিমাণে হয়। টগরের অতিশয় মধুর গন্ধ নিশাবসানের

পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হয়; এক জাতীয় মনসার নিরুপম গন্ধ তিন চারি ঘণ্টার অধিক থাকে না; উবেরীয়া ওডোরেটার নিতান্ত মনোরম গন্ধ দিবসের প্রাক্‌কালেই নিঃশেষিত হইয়া যায়; নাগেশ্বর ও মাধবী তিন চারি দিবসের মধ্যেই সুগন্ধ ফুরাইয়া ফেলিয়া বিলুপ্ত হয়। আবার নির্গন্ধ বা অল্পগন্ধ সূর্য্যমণি ও সর্ব্বজয়া, প্রায় সম্বৎসর কাল ফুটিয়া রহে; অল্পগন্ধ বক প্রায় ছয় মাস ফুটিয়া থাকে। ইহার কারণ, একটী ফুল দুই তিন ঘণ্টা মাত্র প্রস্ফুটিত রহিলে তাহার যত গন্ধ ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়; কিন্তু যে ফুলটী ক্রমান্বয়ে এক সপ্তাহ ব্যাপিয়া ফুটে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে সাত দিন ধরিয়া গন্ধ বিক্ষেপ করিতে হয়, উহার গন্ধরাশি ঐ পরিমাণে বিভক্ত হইয়া প্রতিক্ষণে অল্প হইয়া পড়ে। যে ফুলটী এক সপ্তাহ, কি এক মাস, কি এক বৎসর ধরিয়া ফুটিয়া রহে, কখন না কখন উহাতে মধুকরাদি আসিবে, এমতে উহার সঙ্গমের ভূয়িষ্ঠ সুবিধা থাকাতে, উহার গন্ধের আবশ্যক অল্প হওয়ায় উহা অল্প হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে যে ফুলটী দুই তিন ঘণ্টা মাত্র বিকশিত থাকে, যাহা শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে, তাহার গন্ধাতিশয্য ও মাধুর্য্য অত্যন্ত অধিক না হইলে, উহা কেমনে কীটাদি দ্বারা ঈপ্সিত সঙ্গম লাভ করিতে পারিবে? অত্যল্পকালের মধ্যে মধুকরাদিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে, উহা গন্ধের নিরতিশয় মনোহারিত্ব ও প্রাচুর্য্য ব্যতীত কিরূপে সম্পাদিত হইবে? যে নিয়ম ও কারণের জন্য বড় ফুল অল্প সংখ্যক ও ক্ষুদ্র ফুল অধিক সংখ্যক হইতে দেখা যায়, সেই নিয়ম ও কারণেই ফুলের গন্ধের অল্পতা বা আধিক্য, নির্গন্ধত্ব বা মনোরমগন্ধত্ব, কেবল সময়ের পরিমাণে হইয়া থাকে। কীটাদির সহিত ফুলের জীবন এমন গূঢ়সম্পর্কিত ও নিবীড়াবলম্বিত, যে দেখা গিয়াছে ফুল যতক্ষণ কোন কীটাদি দ্বারা সঙ্গমিত, না হয়, ততক্ষণ সঙ্গমের আশায় গন্ধ বিক্ষেপ করতঃ বিকসিত রহে, একবার সঙ্গমিত হইলেই, উহার গন্ধ নিঃশেষিত হইয়া যায়, ফুল মুদ্রিত হয় বা পাপড়ী খসিয়া পড়ে।

পাঠক! ফুল কাহার জন্য ফুটে, এই প্রশ্নের জিজ্ঞাসু হইয়া ফুলের উৎপত্তি, গঠন, বর্ণ ও গন্ধ বিষয়ক তত্ত্বে প্রবৃত্ত হইয়া তোমায় এত দূর আসিতে হইয়াছে। এখন তুমি ফুল কাহার জন্য ফুটে, জানিতে পারিয়াছ কি? বোধ করি তুমি বলিবে, যখন ফুলের উৎপত্তি মধুকরাদির অভ্যুদয়ের সমকালিক, যখন ফুলের বহিঃ ও অন্তর্গঠন মধুকরাদির উপযোগী, যখন ফুলের বর্ণ মধুকরাদিকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য এবং যখন ফুলের গন্ধও

মধুকরাদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য হইয়াছে, তখন ফুল মধুকরাদির জন্যই ফুটে। তুমি যদি এমন সিদ্ধান্ত কর, তাহা স্থূলদর্শিতার পরিচয় দিবে। জল দ্বারা বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়, তবে কি তুমি বলিবে জলের জন্য অঙ্কুর হয়? তুমি অগ্নি দ্বারা খাদ্য দগ্ধ করিয়া খাইলে, খাদ্য কি অগ্নির জন্য হইয়াছে? জলে ও অঙ্কুরে কেবল কারণ কার্য্য ভাব। অঙ্কুর জল হইতেও হয় নাই, জলের জন্যও হয় নাই। বীজে বর্দ্ধিষ্ণু যে বস্তু আছে, তাহাই কেবল জলের সংযোগে উদ্গত হয়, খাদ্যে যে সকল সংশ্লিষ্ট রূঢ় পদার্থ আছে, উত্তাপের প্রভাবে তাহারই কতক বিশ্লেষিত হয়। তেমনি, ফুলের সকলই মধুকর প্রভৃতি হইতে হইলেও, ফুল আদৌ কীটাদির জন্য হয় নাই। তবে কি তুমি কবির মত বলিবে—

> "Well didst thou speak, Athena's noblest son
> All that we know is, nothing can be known."

যে ফুল কাহার জন্য হইয়াছে জানিতে পারা যায় না? আমি এমন বলিব না, সরলান্তকরণে ও অবিকৃত অনুধাবনে এ প্রশ্নের তথ্যের প্রতিপাদনে অগ্রসর হইব। ফুল প্রতিপদে মধুকরাদির উপযোগী, উপকারী ও সুখপ্রদ হইতে চেষ্টা করিয়া এমন মনোহর গঠনাদি সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখানে বিবেচিয়া দেখিতে হইবে, যাহা চেষ্টা করা যায় তাহার অনুরূপ ফল প্রাপ্তি কিরূপে হয়? ফুল মনোহর হইতে চেষ্টা করিয়া কুৎসিত হইয়া পড়িল না কেন? সুগন্ধ হইতে চেষ্টা করিয়া দুর্গন্ধে পরিণত হইল না কেন? ফুলের ক্রমশঃ চেষ্টার অনুরূপ ঈপ্সিত ফল প্রাপ্তি কোথা হইতে হইতে লাগিল? কেহ কোন দ্রব্য না প্রদান করিলে, আপনা হইতে ঐ দ্রব্যের প্রাপ্তি হয় না। এখানে বলিতে হইবে, ফুল মধুকরাদির মধ্যবর্ত্তিতায়, উহাদের সাহায্যে, কাহা হইতে এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই উৎকর্ষ প্রদাতাই ঈশ্বর। ফুলের সৃষ্টি ও পশ্চাদুৎকর্ষও তাঁহা হইতেই হইয়াছে; যখন ফুলের উৎপত্তি তাঁহার ইচ্ছানুক্রমেই হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে ফুল ফুটিত না, তখন ফুল তাঁহার জন্যই ফুটে।

পাঠক! এখানে আমি আর একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না, তাহা এই ফুলের তত্ত্বে প্রবৃত্ত হইয়া পাইয়াছি। উল্লেখ্য বিষয়টি এই—ফুল যতই কীটাদির উপযোগী হইতে চেষ্টা করিয়াছে, স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া গঠন, বর্ণ ও গন্ধে ইহাদের যতই উপকারী ও উপভোগ্য হইতে প্রয়াস

পাইয়াছে, ততই ফুলের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ হইয়াছে—আপনার উন্নতি, আত্ম ত্যাগ করিয়া কেবল পরোপকারেই হইয়া থাকে, ইহা জলদক্ষরে বিবৃত হইতেছে। Let thy loving spirit lean me.

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

সাংখ্যদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

সপ্তদশৈকং লিঙ্গং ॥ ৯ ॥ সূ ॥

সূক্ষ্ম শরীরমপ্যাধারাধেয়ভাবেন দ্বিবিধং ভবতি, তত্র সপ্তদশ মিলিত্বা লিঙ্গশরীরং তচ্চ সর্গাদৌ সমষ্টিরূপমেকমেব ভবতীত্যর্থঃ। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। অহঙ্কারস্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভাবঃ। চতুর্থ সূত্রে বক্ষ্যমাণপ্রমাণাদেতান্যেব সপ্তদশ লিঙ্গং মন্তব্যং নতু সপ্তদশমেকং চেত্যষ্টাদশতয়া ব্যাখ্যেয়ং। উত্তর সূত্রেণ ব্যক্তিভেদস্যোপপাদ্যত্বয়াত্র লিঙ্গৈকত্ব এক শব্দস্য তাৎপর্য্যাবধারণাচ্চ কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ বন্ধমোক্ষৈঃ প্রযুজ্যতে। স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ ॥ ইতি মোক্ষধর্ম্মাদৌ লিঙ্গশরীরস্য সপ্তদশত্বসিদ্ধেশ্চ সপ্তদশাবয়বা অত্র সন্তীতি সপ্তদশকোরাশিরিত্যর্থঃ। রাশিশব্দেন স্থূলদেহবল্লিঙ্গ দেহস্যাবয়বিত্বং নিরাকৃতম্। অবয়বিরূপেণ দ্রব্যান্তরকল্পনায়াং গৌরবাৎ। স্থূলদেহস্য চাবয়বিত্বমেকত্বাদি প্রত্যক্ষানুরোধেন কল্প্যত ইতি। অত্র চ লিঙ্গদেহে বুদ্ধিরেব প্রধানেত্যাশয়েন লিঙ্গদেহস্য ভোগঃ প্রাগুক্তঃ। প্রাণশ্চান্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদঃ। অতো লিঙ্গদেহে প্রাণপঞ্চকস্যাপ্যন্তর্ভাব ইত্যস্য সপ্তদশাবয়বকস্য শরীরত্বং স্বয়ং বক্ষ্যতি লিঙ্গশরীরনিমিত্তকইতি সনন্দনাচার্য্য ইতি সূত্রেণ। অতো ভোগায়তনত্বমেব মুখ্যং শরীরলক্ষণং। তদাশ্রয়তয়াত্বসতন্ত্রশরীরত্বমিতি পশ্চাৎ ব্যক্তী ভবিষ্যতি। চেষ্টেন্দ্রিয়া আশ্রয়ঃ শরীরমিতি তু ন্যায়েঽপি তস্যৈব লক্ষণং কৃতমিতি। ভা।

সূক্ষ্মশরীর ও আধারাধেয় ভাবে দুই প্রকার হয়। লিঙ্গশরীর নামে যে শরীর প্রসিদ্ধ আছে, তাহা এই সূক্ষ্ম শরীর। একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ মিলিয়া লিঙ্গ শরীর হইয়া থাকে। এই লিঙ্গ শরীর সৃষ্টির আদিতে সমষ্টিরূপে এক মাত্র। লিঙ্গ শরীরে অহঙ্কার ও পাঁচটী প্রাণের সমা-

বেশ আছে। অহঙ্কারের বুদ্ধিতে এবং প্রাণ পঞ্চকের অন্তঃকরণে অন্তর্ভাব হওয়াতে উহার স্বতন্ত্র উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

শরীরকে ভোগায়তন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তুমি লিঙ্গ শরীরকে সৃষ্টির আদিতে সমষ্টিরূপে একমাত্র কহিলে, কিন্তু দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভোগ হইয়া থাকে। ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্ম বিশেষাৎ। ১০। সূ।

যদ্যপি সর্গাদৌ হিরণ্যগর্ভোপাধিরূপমেকমেব লিঙ্গং তথাপি তস্য পশ্চাদ্ব্যক্তিভেদোব্যক্তিরূপেণাংশতো নানাত্বমপি ভবতি। যথেদানীং একস্য পিতৃলিঙ্গদেহস্য নানাত্বমংশতো ভবতি পুত্রকন্যাদিলিঙ্গদেহরূপেণ। তত্র কারণমাহ কর্ম্মবিশেষাদিতি। জীবান্তরাণাং ভোগহেতু কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ অত্র বিশেষবচনাৎ সমষ্টিসৃষ্টি জীবানাং সাধারণৈঃ কর্ম্মভির্ভবতী ত্যায়াতং। অয়ং চ ব্যক্তি ভেদো মন্বাদিষপ্যুক্তঃ। যথা মনৌ সংষ্টি পুরুষস্য ষড়িন্দ্রিয়োৎপত্ত্যানন্তরং।

তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষন্নামপ্যমিতৌজসাং।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥

ইতি ষন্নামিতি সমস্ত লিঙ্গ শরীরোপলক্ষণং। আত্মমাত্রাসু চিদংশেষু সংযোজ্যেত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব বাক্যান্তরং।

তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমজায়ন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥ ভা।

যদ্যপি সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভোপাধিক এক মাত্র লিঙ্গশরীর ছিল তথাপি জীবের কর্ম্মবিশেষ হেতু পশ্চাৎ ঐ সমষ্টিরূপ লিঙ্গ শরীরের ব্যক্তিরূপ অংশ ভেদে নানাত্ব হইয়া থাকে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন এক পিতৃদেহের পুত্র কন্যাদি ভেদে নানাত্ব হইয়া থাকে।

লিঙ্গ শরীর ভোগায়তন, তাহাতেই যেন শরীর ব্যবহার হইল, কিন্তু স্থূল শরীরে কিরূপে শরীর ব্যবহার হয়। এই আভাসে বলা হইতেছে।

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ॥ ১১। সূ।

তস্য লিঙ্গস্য যদধিষ্ঠানং আশ্রয়ো বক্ষ্যমাণভূতপঞ্চকং তস্যাশ্রয়ে ষাটকৌষিক দেহে তদ্বাদোদেহবাদস্তদ্বাদাৎ তস্যাধিষ্ঠানশব্দোক্তস্য দেহবাদাদিত্যর্থঃ। লিঙ্গসম্বন্ধাদধিষ্ঠানস্য দেহত্বমধিষ্ঠানাশ্রয়ত্বাচ্চ স্থূলস্য দেহত্বমিতি

পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। অধিষ্ঠানশরীরং চ সূক্ষ্মং পঞ্চভূতাত্মকং বক্ষ্যতে তথা চ শরীরত্রয়ং সিদ্ধং। যৎ তু

আতিবাহিক একোঽস্তি দেহোঽন্যাস্বাধিভৌতিকঃ।
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং ব্রহ্মণস্তেকএব কিম্॥

ইত্যাদি শাস্ত্রেষু শরীরদ্বয়মেব শ্রূয়তে তল্লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠানশরীরয়োরন্যোন্যানিয়তত্বেন সূক্ষ্মত্বেন চৈকতাভিপ্রায়াদিতি॥ ভা।

লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় ভূত যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, তাহাকে যেমন শরীর শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তেমনি সেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের আশ্রয়ভূত যে ষটকোষময় স্থূলদেহ, তাহাতেও তেমনি শরীর শব্দ প্রায়োগ হইয়া থাকে।

তুমি বলিলে লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠানভূত শরীরান্তর আছে, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন স্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতেচ্ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ॥ ১২॥ সূ।

তল্লিঙ্গশরীরং তদৃতেঽধিষ্ঠানং বিনা স্বাতন্ত্র্যান্নতিষ্ঠতি। যথা চ্ছায়া নিরাধারা ন তিষ্ঠতি যথা বা চিত্রমিত্যর্থঃ তথাচ স্থূল দেহং ত্যক্ত্বা লোকান্তর গমনায় লিঙ্গদেহস্যাধারভূতং শরীরান্তরং সিদ্ধতীতি ভাবঃ। তস্য চ স্বরূপ কারিকায়ামুক্তং।

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্ত্রিধাবিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥

ইতি। অত্র তন্মাত্র কার্য্যং মাতাপিতৃজশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মং যদ্ভূতপঞ্চকং যাবল্লিঙ্গস্থায়ি-প্রোক্তং তদেব লিঙ্গাধিষ্ঠানং শরীরমিতি লব্ধং কারিকান্তরেণ।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা চ্ছায়া।
তদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং॥

ইতি। বিশেষৈঃ স্থূলভূতৈঃ সূক্ষ্মাখ্যৈঃ। স্থূলাবান্তরভেদৈরিতি যাবৎ। অস্যাং কারিকায়াং সূক্ষ্মাখ্যানাং স্থূলভূতানাং লিঙ্গশরীরাচ্ছেদাবগমেন। ইত্যাদি। ভা।

যেমন ছায়া নিরাশ্রয় হইয়া থাকে না এবং চিত্রকর্ম্ম পদার্থাশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, তেমনি লিঙ্গশরীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না। সুতরাং লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান ভূত শরীরান্তর সিদ্ধি হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৭ সাল [illegible]ন মাস

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন	৬৫
২।	হিন্দুদিগের বহির্বাণিজ্য	৭৮
৩।	মনুসংহিতা	১০১
৪।	রমণী রতন পদ্য	১০৯
৫।	মৃচ্ছকটিক নাটক	১১১
৬।	যোগতত্ত্ব	১১৪
৭।	সংবাদদর্শন	১২৩

শ্রেণী নং

কল্পদ্রুম।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(গতবারের পর।)

বরুণ। দেখুন পিতামহ, এই লৌহ নির্ম্মিত সেতু তিন ভাগে বিভক্ত। উপর দিয়া বাস্পীয় শকট যাতায়াত করিতেছে। উহার নিম্নে মনুষ্যগণের যাতায়াতের পথ। তাহার নিম্ন দিয়া জলযান সকল গতায়াত করিয়া থাকে।

নারায়ণ। যমুনা যে আগ্রায় পিতামহের নিকট কাঁদিয়াছিল তাহার এক্ষণে প্রকৃতই কাঁদিবার দিন। কারণ সে তিন স্থানে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে প্রথমতঃ দিল্লী, দ্বিতীয়তঃ আগ্রা এবং সর্ব্বশেষে প্রয়াগ। যমুনা বহুকাল আদরের সহিত ভারতে বিচরণ করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস যমুনার যেমন জানা আছে এমন আর কাহারও নাই। যমুনা অনেক যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং যুদ্ধের শরও বহন করিয়াছে, এমন কি এক সময়ে সে বীর পুরুষদিগের রক্ত নিজ গাত্রে মাখিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আজ দেখুন সেই যমুনা ভারতবাসীদিগের সহিত কি দুরবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছে! ভারতবাসীদিগের সহিত নিজেও পরাধীনতা শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। এক সময়ে এই যমুনা-জলে ভারত-রমণীগণ নির্ভয়ে অবগাহন করিত; এক সময়ে এই যমুনা পুলিনে ভারত-রমণীগণের চরণ-নূপুরের সুমধুর শব্দ হইত, আজ সেই যমুনা শুষ্কপ্রায় হইয়া মন্দগতিতে বহিতেছে, আজ রেলের চাকায় সেই যমুনার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। পিতামহ! এই যমুনা তীরে আমার মথুরাপুরী, আমি যখন বালস্বভাব প্রযুক্ত এইখানে কদম্ব গাছে বসিয়া বাঁশীর গান করিতাম, সেই সময়ে পাগলিনী যমুনা উজান বাহিয়া শুনিতে আসিত। আজ যে সেই যমুনার দুঃখ দেখে মনে আর দুঃখ ধরে না! ঠাকুরদা, যমুনা চিরকাল রাজভোগে থাকিয়া আজ দাসী। যমুনা চিরকাল স্বাধীন থাকিয়া আজ পরাধীনা এ অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে!

দেবগণ এই আন্দোলন করিয়া দুঃখ করিতে করিতে বাসায় আসি

লেন। তাঁহারা আহারাদি করিয়া অপরাহ্ণে খসরুবাগ দেখিতে যান। উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন " দেখুন পিতামহ, এই উদ্যানটী সম্রাট-পুত্র খসরু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে যে অত্যুচ্চ প্রাচীর দেখিতেছেন উহা এলাহাবাদের কেল্লা নির্ম্মাণ হইলে যে দ্রব্য সামগ্রী অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারায় নির্ম্মিত। "

দেবগণ একটী বৃহৎ ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রশস্ত ও পরিস্কৃত রাস্তা দিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন " বরুণ দেখা যাচ্চে ও দুটো কি ?

বরুণ। ও দুইটী পুরাতন মস্‌জিদ। ও দিকে দেখ মাটীর মধ্যে একটী গৃহ। এই উদ্যানে এমন চমৎকার চমৎকার বৃক্ষ লতা আছে যে আমি তৎসমুদয়ের নাম জানি না। ওদিকে সরাই, ঐ সরায়ে এসে যাত্রীগণ বাসা করিয়া থাকে। সরায়ের সন্নিকটে একটী কূপ ও তাহার মধ্যে নামিবার সিঁড়ি আছে।

দেবগণ খস্‌রুবাগ হইতে যুমা মসজিদ দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে পথি-মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্ব পরিচিত বাঙ্গালী যুবাকে (যিনি পাদরী সাহেবকে পরাস্ত করেন) দেখিতে পান। পিতামহ দ্রুতপদে যাইয়া যুবার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন " শোন বাবুজী, সেদিন তোমার বিচার দেখে বড় খুসী হইচি, এত কথা শিখ্‌লে কোথায় ? "

যুবা। আজ্ঞে, আমার বাইবেল খান একরূপ পড়া ছিল।

যুবার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া পদ্মযোনী কহিলেন " তুমি কি খ্রীষ্টান ? "

যুবা। আজ্ঞে, আমি খ্রীষ্টান নহি, তবে অবস্থা মন্দ বলিয়া বিদ্যা-শিক্ষার কোন উপায় না থাকায় কালনার মিসনরি স্কুলে পড়ে ছিলাম।

পুনরায় হস্ত ধরিয়া ব্রহ্মা কহিলেন " তারা কি বেতন লইত না ? "

যুবা। আজ্ঞে, ভবিষ্যতে খ্রীষ্টান হব ভেবে তাহারা বিনা বেতনেই বিদ্যা শিক্ষা দিত। কিন্তু আমি আমার কাজ হাসিল করে পালিয়ে আসি।

ব্রহ্মা। বাইবেল স্পর্শে তোমার পাপ হয়েচে যে ?

যুবা। আজ্ঞে, দু বেলা প্রয়াগের জল খাচ্চি এতেও কি আমার পাপ যায় নাই ?

ব্রহ্মা। বেস্ বেস্। তুমি শেয়ালে ফাঁকী শিখেচ ? তোমার নাম কি ?

যুবা। শ্রীনিশিকান্ত সেন।

ব্রহ্মা। জাতি?

যুবা। বৈদ্য।

"কুলাঙ্গার তোর গলায় পৈতা কৈ" বলিয়া সযোরে ব্রহ্মা এমনি একটী ধাক্কা দিলেন যে যুবা পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

বরুণ। ঠাকুর দা, এত রাগলেন কেন, পৈতা উহার কোমরে আছে।

ব্রহ্মা। কেন ঘুনসীর অভাবে কি বৈদ্যের পৈতা ব্যবহার?

বরুণ। আজ্ঞে, অনেকে বলে বৈদ্য জাতির গলায়, পৈতা ব্যবহার উচিত নহে।

ব্রহ্মা। যাঁরা বলেন তাঁরা কদলী দগ্ধ খান।

ইন্দ্র। বৈদ্যেরা গলায় পৈতা ব্যবহার কর্‌তে পারে?

ব্রহ্মা। পারে না? ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শাস্ত্র বিহিত বিবাহিত বৈশ্যাপত্নীতে যে পুত্র জন্মে তাহারা অম্বষ্ঠ। বৈদ্যজাতি সেই অম্বষ্ঠ, অতএব গলায় পৈতা ব্যবহার কর্‌তে পারে না?

বরুণ। অনেক ব্রাহ্মণ বলেন বৈদ্যজাতি গলায় পৈতা রাখিলে ভ্রম বশতঃ তাঁহারা যদি প্রণাম করেন এজন্য উহাদের কোমরে পৈতা রাখা উচিত।

ব্রহ্মা। যে ব্রাহ্মণ একথা বলে শাস্ত্রে তাহার কিছু মাত্র বোধাবোধ নাই। কি আশ্চর্য্য! যখন ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় তিন বর্ণের পৈতা ধারণের অধিকার আছে, তখন পৈতা গলায় দেওয়া দেখেই প্রণাম না করে, অগ্রে পরিচয় লইলেইত সকল গোল মিটে যায়। শাস্ত্রে কি পৈতা গলায় দেখ্‌লেই প্রণাম করতে হবে এমন কোন কথা আছে?

যুবা। ঠাকুর, আমি প্রায়শ্চিত্ত করে—প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে আবার যদি পৈতা গ্রহণ করি হতে পারে কি না?

ব্রহ্মা। আচ্ছা তাই করো। তুমি এখানে কর কি?

যুবা। আজ্ঞে, আমি রেলওয়ে আফিসের কেরাণী।

ব্রহ্মা। না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। রেললোটের কেরাণীগিরি কর্‌তে মরতে এসেছ প্রয়াগে! দেশে গিয়ে কেন পাঁচোন বেচে খাওগে না? তোমরা ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণের চিকিৎসার জন্য সৃষ্ট হও, এক্ষণে কি না নিজ ব্যবসা ছেড়ে দাসত্ব করে নরকে যেতে বসেছ। রোগীর মুখে মৃত্যুর পূর্ব্বেও যদি একটু লাল বড়ি পড়ে সে উদ্ধার হয়, এ জেনেও নিজ ব্যবসা ছেড়ে কি পাপে ডুবচো ভাব দেখি? বিলাতের জন [illegible] য় লোকগুলোকে নরকে

ফেলার ফল তোমাদেরই ভুগ্‌তে হবে? অচিকিৎসার দরুণ মৃত্যুর জবাবদিহি তোমাদিগকেই যমালয়ে দিতে হবে? ধিক্! তোমার বৈদ্য জাতিকে ধিক্! বলিয়া, দেবতারা চলিয়া গেলেন। যুবাও অবনত মস্তকে একদিকে প্রস্থান করিল।

দেবতারা পরে এলফ্রেড পার্ক দেখিতে যান। উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "এই বাগানের নাম ডিউক অব এডিনবরার নাম অনুসারে এল ফ্রেড পার্ক হইয়াছে।

ইন্দ্র। বাগানটী খস্রুবাগ অপেক্ষা বৃহৎ। বরুণ, সম্মুখে এটা কি?

বরুণ। বিশ্রামবেদী। এই প্রস্তরনির্ম্মিত বেদিটি নির্ম্মাণ করিতে নীলকমল মিত্র নামক এক ব্যক্তি অনেক টাকা ব্যয় করেন। ওদিকে দেখ থর্ণহিলস মেমোরিয়াল। ঐ গৃহের ভিতর বড় মনোহর।

এই সময়ে একটী সাহেব এবং একটী মেম অশ্বারোহণে উদ্যান-ভ্রমণে আসিল। দেবতারা আর কখন মেয়ে মানুষকে ঘোড়ায় চাপ্‌তে দেখেন নি সুতরাং আশ্চর্য্য হইয়া চাহিতে লাগিলেন। সাহেব বিবি উভয়ে কি কথোপ-কথন হইলে দুজনেই অশ্ব পৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইল তখন পদ্মযোনী উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "ধন্য তোমা-দের সাহস, ধন্য তোমাদের লীলা খেলা। মেয়ে পুরুষ সকলেই সমান। যাঃ। ঘোড়ায় পাছে লাথিমারে এই ভেবে আমরা ত কাছ দিয়ে হাটিনে।"

এখান হইতে দেবগণ হাইকোর্ট, মিয়র্স কলেজ প্রভৃতি দেখিয়া বাসায় আসেন এবং পদোর মাকে কহেন "পদোর মা, তোমার কত পাওনা হল হিসাব করে লও আমরা চল্লাম।

পদোর মা মনে মনে মহা দুঃখিত হইল। তাহার মনের ভাব আর কিছু দিন থাকিলে বেস দশ টাকা হাত করতো। যাহা হউক সে তৎশ্রবণে হাতে বহরে লম্বা খুব একটী ফর্দ্দ আনিয়া দিল, সেটা পদোর হাতের লেখা। দেব-তারা ফর্দ্দ দেখে অবাক্ যে পদোর মা করলে কি! আগে দর দস্তুর করে দ্রব্যাদি না লইয়া তাঁহারা নিজেই বোকা হইয়াছেন অতএব কথা কহিতে সাহস হইল না। কেবল বরুণ কহিলেন "পদোর মা আর হাতি টাতি আসে?"

পদোর মা। এখানেও বাদে লাগ্‌লে? যার জন্যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলাম! তোমার কি করেচি বলতো?

“না পদোর মা, এই নেও তোমার টাকা নেও” বলিয়া বরুণ টাকা কড়ি চুকাইয়া দিয়া দেবগণ সহ ষ্টেষণ অভিমুখে চলিলেন।

যাইতে যাইতে নারায়ণ কহিলেন বরুণ “পদোর মাকে হাতি আসে কি না জিজ্ঞাসা করায় ও অমন করে উঠ্‌লো কেন?”

বরুণ। পদোর বালককালে গান বাজনায় বেশ সখ ছিল। উহার বাসস্থান সোনাখালিতে ভদ্রলোকেরা এক সময়ে একটা কবির দল করে। তাঁহাদের দলটী উত্তম হইয়াছিল। ঐ দল দেখে পদোও রাজ্যের চোয়াড় চাঁড়াল একত্র করে একটী কবির দল করে। বাবুদের সক ফুরালে দলটী ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু পদোর দল জীবিত থাকে। এই সময়ে গোবরডাঙ্গার বাবুরা সোনাখালির কবির দল উত্তম হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাদের কোন বন্ধুকে অবশ্য অবশ্য পাঠাইতে লেখেন। বন্ধু পত্র পাঠে বিবেচনা করিলেন বাবুদের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে বোধ হয় পদোর দল পাঠাইতে লিখিয়া থাকিবেন। অতএব তিনি পদোকে সম্মত করিয়া গোবরডাঙ্গায় পত্র লেখেন। বাবুরা তদনুসারে কয়েকটা হাতি পাঠাইয়া ঘর দ্বার ঝাড় লণ্ঠন দ্বারায় ভালরূপ সাজাইতে আরম্ভ করেন। এদিকে পদ্মনাথ সবান্ধবে হাতি আরোহণে গোবরডাঙ্গা অভিমুখে চলিলেন। দলটী দেখিয়াই বাবুদের মনে ঘৃণা হয় কিন্তু গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে ভাবিয়া বাসা দেন এবং পোলাও কালিয়ে গুলো প্রস্তুত হইয়াছে অনর্থক ফেলা যাবে ভাবিয়া খাইতে দেন। ছোট লোক, কখন ভাল দ্রব্য চক্ষে দেখে নাই, অতএব এক একজন গণ্ডে পিণ্ডে গিলে আর নড়তে চড়তে পারে না, কিন্তু কি করে যে জন্যে আসা করতেই হবে ভাবিয়া সকলে কষ্টে শ্রেষ্টে আসরে গিয়ে দেখা দেয়। আসরে উপস্থিত হইয়া দেখে ঝাড় লণ্ঠনে এলাহি কারখানা করে ফেলেছে। এরা আর কখন বাতির আলোয় গান করে নাই সুতরাং গালে হাত দিয়া ভাবতে থাকুক। ওদিকে ঢুলিরা এই সময় ঢোলে চাটি দিয়া “ঘাঁ ঘিচা ঘাঁ” “ঘাঁ ঘিচা ঘা” বাদ্য আরম্ভ করিল। ষণ্ডার দলের তখন কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া মাটি কাঁপাইয়া তালে তালে নৃত্য দেখে কে। অনেকক্ষণ নৃত্যের পর সকলে মুখামুখি হয়ে ঠিক ডাকাত পড়ার মত একটা বিদঘুটে চীৎকার করিয়া গলা সেধে লয় এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এই ভাবে দাঁড়ায় যেন বন্দুকে বারুদ প্রভৃতি মজুৎ এক ফুঙ্কি আগুণের অভাব। এই সময় পদ্মনাথ খাতা হাতে লইয়া সকলের পশ্চাৎভাগে আসিয়া বাতির আলোতে ঝাপ্‌সা দেখে যেমন বলেচে “আ! মলো,

দেখতে পাইনে যে " অম্নি দোয়ারেরা গান ভেবে নাচতে নাচতে ধরে ফেল্লে— আ! মলো, দেখতে পাইনে যে।" পদো অমনি বল্লে "মর বেটারা কল্লি কি?" দোয়ারেরা পরের চরণ ভেবে ধল্লে—"মর বেটারা কল্লি কি?" বাবুরা এই সমস্ত দেখে এক একজনকে ধরে আগা পাচতলা মারেন। পদো এবং ২। ১ জন কোন প্রকারে পালিয়ে আসে। পদো বাড়ী এলে গ্রাম শুদ্ধ ছেলে বুড়ো একত্র হয়ে ক্ষেপাতে থাকে। কেহ বলে "হ্যাগা পদোর মা, তোমাদের বাড়ীতে নাকি হাতিতে মল মূত্র ত্যাগ করে গিয়েচে?" কেহ বলে "পদোর মা, এবার হয় ত তোকেই হাতিতে উঠ্‌তে হবে" এইরূপ ব্যঙ্গ করাতে ইহারা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে রজনীযোগে বাড়ীঘর ফেলে প্রয়াগে এসে মুদিখানার দোকান খুলে বাস করিতেছে।

"পদোর জীবনচরিত মন্দ নয়" বলিয়া সকলে ষ্টেষণে যাইয়া দেখেন টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ, এলাহাবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বল।"

বরুণ। এলাহাবাদ অতি প্রাচীন কালের বৃহৎ নগর। এখানে বাদসাহী মণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুটীগঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লী আছে। এখানে অনেক বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। মাঘ মেলার সময় এখানে দূরদেশ হইতে অনেক সাধু মহান্ত ও যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে অনেক রাজা রাজড়া ও ধনী আসিয়া মেলায় যোগ দান করেন। মেলার সময় এখানে দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ্য হয়।

এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল। দেবগণ মিরজাপুরের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন।

মিরজাপুর।

ষ্টেষণে নামিয়া দেবতারা একটি প্রস্তরনির্ম্মিত কেল্লার নিকট দিয়া চকের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং অসংখ্য দোকান দেখিয়া সকলে স্নানার্থ জাহ্নবী অভিমুখে চলিলেন। ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন অনেক গুলি প্রস্তরনির্ম্মিত বাঁধা ঘাট রহিয়াছে। জলে অসংখ্য তরী ভাসিতেছে। তরিগুলির মধ্যে কোন খানির উপর মুসলমান মাঝীরা বসিয়া সানখিতে ভাত খাইতেছে। কোন খানিতে "কড় কড়" শব্দে পাইল তুলিতেছে।

কোম খানির অর্দ্ধ গুটাইত পাইল বায়ু ভরে লটাপট লটাপট শব্দ করিতেছে। নারায়ণ একদৃষ্টে নৌকা দেখেন আর বরুণকে জিজ্ঞাসা করেন "এখান এ আকারের কে ? ওখান ও আকারের কেন ?" বরুণ "ইহার নাম পলো-য়ার। উহার নাম ফুকনী" ইত্যাদি নাম উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। নৌকা দেখে আর কি হবে, এস একে একে স্নান সারিয়া লই।

ইন্দ্র। এখানে এত বাহাদুরকাষ্ঠ কেন।

বরুণ। এ স্থানটী ঐ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটী প্রধান বন্দর। এখানে কাষ্ঠ খরিদ করিলে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। আমার বৈঠকখানার ছাদ বদলাইতে হইবে এজন্য ২।১ টা কাষ্ঠের প্রয়োজন ছিল। এখান হইতে লইয়া যাইবার কি সুবিধা হইবে না।

সকলে স্নান করিতে জলে নামিবেন এমন সময়ে বরুণ কহিলেন "মৃজা পুরে অত্যন্ত চোরের উপদ্রব, অতএব সকলে এক সঙ্গে স্নান না করিয়া এক একজন পাহারা থাকা আবশ্যক।

"ঘাটে অপর লোক নাই, একটী করে ডুব দিতে কে আর চুরি করিবে বলিয়া পিতামহ দেখেন নিকটে এক সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি দেবগণকে সন্ন্যাসীর নিকট দ্রব্যাদি রাখিতে আদেশ করিয়া কহিলেন "ঠাকুর এ গুলোর প্রতি একটু একটু নজর রাখিবেন। সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ করিলে দেবতারা নিশ্চিন্তমনে জলে নামিয়া গামচায় গা মলিতে লাগিলেন। এই সুযোগে ভণ্ডসন্ন্যাসী একটা বৃহৎ পোটলা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল।

দেবতারা স্নান করিয়া উঠিয়া দেখেন সন্ন্যাসী নাই। তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল নারায়ণের আগ্রা প্রভৃতি স্থানের খরিদা গালিচা দুলিচার পোট-লাটী চুরি গিয়াছে।

নারা। বেটা মলো মলো আমারই মাথায় হাত বুলালো।

ব্রহ্মা। বরুণ, একি! য়্যাঁ! সন্ন্যাসী-বেশে চোর! সাধু বেশে অসাধু! মানুষকে ত চেনা ভার?

বরুণ। ভাগ্‌গি ক্যাস বাক্সটা হাত করে নি, তা হলেই কল্‌কেতা যাওয়া ঘুরিয়ে দিত।

এখান হইতে দেবতারা ভোগমায়া দে[illegible] গমন করেন। উপস্থিত

হইয়া দেখেন ষণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডারা আসিয়া তাঁহাদিগকে টোপ ঘেরা করিল। উহাদের আকার প্রকার যেমন কদর্য্য কথা তেমনি কর্কশ। দেখিলে আত্মা-পুরুষ শুখাইয়া যায়। দেবতারা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন এরা বোমবেটে ডাকাইত।

বরুণ। পিতামহ, ঐ যে পিতলের স্তম্ভ দ্বারায় বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গৃহমধ্যে দেবী মূর্ত্তি বসিয়া আছেন উনিই ভোগমায়া। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দেখুন আরো অনেক দেবমূর্ত্তি রহিয়াছেন।

এই সময়ে পাণ্ডাগণ পয়সার জন্য অত্যন্ত বিরক্ত করায় দেবতারা আর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত অধিষ্ঠাত্রী যোগমায়া (অষ্টভূজা বা বিন্ধ্যবাসিনী) দর্শনে চলিলেন।

দূর হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ, যদি ঐ পর্ব্বতের উপর যোগমায়া থাকেন তাহা হইলে না যাইয়া এস্থান হইতে ফিরিলেই ভাল হয়। কারণ আমার যেরূপ প্রাচীন শরীর এমন কি সাধ্য যে পাহাড়ে উঠে ঠাকুর দেখি?"

বরুণ। আজ্ঞে, উপরে উঠিতে কোন কষ্ট হইবে না দেবীর একজন ভক্ত অনেক অর্থ ব্যয়ে একটী সিঁড়ি প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন।

ক্রমে গাড়ি আসিয়া সিড়ির সন্নিকটে উপস্থিত হইল। দেবতারা প্রফুল্ল মনে হাত ধরাধরি করিয়া ধাপ ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। উঠিয়া দেখেন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী, তন্মধ্যে শিব মন্দির। মন্দিরাধ্যক্ষগণের বাস জন্য পর্ব্বত-গাত্রে অনেকগুলি গুহা খনন করা রহিয়াছে। স্থানটীর চতুর্দ্দিকে বসিয়া সাধুগণ বেদ পাঠ করিতেছেন। দেবীমূর্ত্তি শৈলশিখরের কিয়দংশ গুহা খনন করিয়া তন্মধ্যে রাখা হইয়াছে। গৃহটী বৃহৎ নহে অন্যূন দশজন মাত্র উপবেশন করিতে পারে। গৃহের দুইটী দ্বার।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে কে?

বরুণ। যে সময়ে নারায়ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম লয়েন ঠিক সেই দিন সেই সময়ে মহামায়াও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ জন্মিবা-মাত্র বসুদেবের প্রতি দৈববাণী হয় তুমি এই রজনীতে নিজ পুত্র যশোদার সুতিকাগৃহে রাখিয়া তাঁহার কন্যাকে অপহরণ করিয়া আন। বসুদেব দৈব-বাণী অনুসারে দেবীকে বদল করিয়া আনিয়া নিজ কারাগৃহে রাখিবামাত্র তিনি চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠেন। প্রহরীগণ সেই ক্রন্দন শ্রবণে কংসকে

সংবাদ দেয় যে দেবকীর সন্তান হইয়াছে। কিন্তু কংস আসিয়া দেখেন সন্তান নয় একটী কন্যা। তখন তিনি মনে মনে কহিলেন দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন "দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে" কিন্তু অষ্টম গর্ভে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। ইহাকে আর অনর্থক হত্যা করিয়া কি হইবে? আবার ভাবিলেন না শত্রুর কিছুই ভাল নহে, নিকাশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, এই ভাবিয়া তিনি সূতিকাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই সদ্য প্রসূত কন্যাকে গ্রহণ করিয়া হত্যাভিলাষে প্রস্তরের উপর সযোরে নিক্ষেপ করিবা মাত্র দেবী হাস্‌তে হাস্‌তে শূন্যে অন্তর্হিতা হইলেন। যাইবার সময় তিনি মৃজাপুরে এই মূর্ত্তিতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

দেবগণ তখন ভক্তিসহকারে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ! যোগমায়ার দক্ষিণ দিকে ও সুরঙ্গটী কি?

বরুণ। পাণ্ডারা কহে "তিনি ঐ সুরঙ্গ দিয়াই এখানে আবির্ভূতা হন।

ইন্দ্র। দেবীর গাত্রে যে একখানি বস্ত্র দেখিতেছি উহা কি শীত প্রযুক্ত দেয়া হইয়াছে?

বরুণ। কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই উহাঁর গাত্র বস্ত্র দ্বারায় আচ্ছাদিত থাকে। যাত্রিগণ আসিয়া একখানি নূতন বস্ত্র দিলে পাণ্ডাগণ সেই খানি গাত্রে দিয়া ঐ খানি লাভ করে।

"এখানকার পাণ্ডাগণ বড় ভদ্র ইহাদের তেমন দৌরাত্ম্য দেখিতেছি না" বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণসহ সংহার মায়া দেখিতে চলিলেন। এই মহাকালী মূর্ত্তি এস্থান হইতে অন্যূন অৰ্দ্ধ ক্রোশ দূরে উচ্চতর পর্ব্বতে আছেন। প্রায় দেড়শত আন্দাজ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া তবে উপরে উঠিতে হয়। দেবগণ ক্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সংহারমায়ার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সভয়ে দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "মুখের হাঁ টা দেখ, যেন একটা ছোট খাট পর্ব্বতের গহ্বর।

বরুণ। পিতামহের স্মরণ থাকতে পারে—এক সময় শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য সদলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অধিকার করিয়া দেবগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলে আমরা ভগবতীর শরণ লই। দেবী আমাদিগকে অভয় দিয়া মোহিনী বেশে শুম্ভ দৈত্যের উদ্যানে আসিয়া দেখা দেন। ধূম্রলোচনের মুখে যে রূপের কথা শুনিয়া দৈত্যবংশ পতঙ্গবৎ রূপবহ্নিতে গা ঢালিতে

থাকে। এই স্থানে সেই উদ্যান ছিল। যে মূর্ত্তিতে ভগবতী শুম্ভকে সংহার করেন এই সংহার মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তি।

এই কথা শ্রবণে দেবগণের শরীর লোমাঞ্চিত হইল। তাঁহারা দেবীকে বারম্বার প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

এখান হইতে বিদায় হইবার সময় পদ্মযোনি মন্দিরের সন্নিকটে একটী স্থান দেখিয়া বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন " বরুণ, ও স্থানটী কি ? "

বরুণ। উহা নাথজী নামক এক সাধুর সমাধি স্থান। এই স্থানে অদ্যাপি কেহ কেহ বরাহ বলি দিয়া থাকে। উক্ত সাধু যে স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন সে স্থানও উদিকে দেখুন বর্ত্তমান। ঐ স্থানটী ঠিক বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের ন্যায়। ঐ স্থানে বসিয়া কেহ কখন তপস্যা করিতে পারে না। কয়েকজন বসিয়া তপস্যা করিবার চেষ্টা করে তন্মধ্যে একজন উন্মাদরোগ গ্রস্ত হয়, অপরের সাংঘাতিক পীড়া জন্মে আর একজন একটা প্রকাণ্ড সর্প দেখিয়া ভয় পায়।

দেবগণ বিন্ধ্যাচল হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আহারাদি করিয়া অসংখ্য অট্টালিকা বাজার হাট দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পর ষ্টেষণে আসিয়া বাঁকীপুরের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে কয়েকটা ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া চুনারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। এ ষ্টেষণের নাম কি বরুণ ?

বরুণ। এ স্থানের নাম চুনার। চুনারের কেল্লা বড় বিখ্যাত। ঐ কেল্লা পালরাজাদিগের দ্বারায় নির্ম্মাণ করা হয়। অনেকের সংস্কার আছে ভূতে ইহা এক রাত্রে নির্ম্মাণ করে। রাজ প্রতিনিধি লর্ড হেসটিং বারাণসী হইতে চেতসিংহের ভয়ে এই স্থানে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে গৃহে বাস করেন সে গৃহটীও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে বহুকালের হিন্দু রাজাদিগের পুরাতন রাজবাটী আছে। একটা কূপও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার পরিধি ১৫ ফিট। চুনারের পাথরবাটী ও তামাক বড় বিখ্যাত।

ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ মোগলসরাই প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যমুনিয়া ষ্টেষণে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন " পিতামহ, এই ষ্টেষণ হইতে ১৪ মাইল দূরে গাজিপুর নামক একটী উৎকৃষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানটী দেখিবার উপযুক্ত বটে। গাজিপুরে অনেকগুলি উত্তম উত্তম বাজার, ক্যানটোনমেণ্ট,

আছে এবং ইংরাজ পটীতে অসংখ্য ইংরাজ বাস করিয়া থাকে। রাজ প্রতিনিধি করণওয়ালিসের ঐ স্থানে মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রস্তর নির্ম্মিত কবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গাজিপুরে অসংখ্য গোলাব ফুলের বাগান আছে। লোকে কৌশলে পুষ্প হইতে সৌগন্ধ বাহির করিয়া গোলাব জল ও গোলাবী আতর প্রস্তুত করে। গাজিপুরের ন্যায় গোলাবজল ও আতর পৃথিবীর কুত্রাপি প্রস্তুত হয় না।

নারায়ণ। একটু পেলে গোঁপে দিতাম।

বরুণ। চল কলিকাতায় কিনে দেব। গাজিপুরে অসংখ্য চিনির কুঠী আছে। কলে শ্বেত বর্ণের চিনি প্রসব করিয়া এমন স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে যে দেখিলে সমুদ্র তীরস্থ বালিয়ারির বাঁধ বলিয়া বিস্ময় জন্মে!

মনুষ্যের আলস্য আছে বিশ্রাম আছে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে কিন্তু বাষ্পীয় শকটের কোন বালাই নাই সে অবিশ্রান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এবং কয়েকটা ষ্টেষণ পশ্চাতে ফেলিয়া বকসারে আসিয়া দেখা দিল।

ইন্দ্র। বরুণ, এ সুন্দর ষ্টেষণটার নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম বক্সার। বক্সারের কেল্লা বড় বিখ্যাত। এস্থানে অনেক গুলি যুদ্ধ হয়। বক্সারের দ্বিতীয় যুদ্ধে যে সন্ধি হয় তাহাতে সম্রাট সা আলম কোরা, এলাহাবাদ ও দোয়াব, সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা এবং ইংরাজেরা বঙ্গ, বেহার উড়িষ্যা প্রাপ্ত হন। এখানে নবাব কাসীম আলি খাঁর বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানেই বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতা দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে যাইবার সময় ঐ তপোবনে বাস করেন। পরে এখান হইতে মিথিলা যাইবার কালে পথি মধ্যে ছাপরার সন্নিকটে গৌতমের তপোবনে উপস্থিত হইলে উক্ত ঋষিপত্নী অহল্যা তাঁহার পাদস্পর্শে পাষাণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মা। গৌতম ভার্য্যার পাষাণী হইবার কারণ কি?

দেবরাজ এই কথা শ্রবণে বরুণের গা টিপিয়া এবং চক্ষু দ্বারায় ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন চেপে যাও। কিন্তু নারায়ণ বারম্বার জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন "যদি না বল ত বড় দিব্বি, কেন? আমার সময় যে তোমার মুখ দিয়ে খৈ ফুটে।"

ব্রহ্মা। বরুণ, কি কারণে অহল্যা পাষাণী হন?

বরুণ। গৌতম ভার্য্যা অহল্যা অদ্বিতীয়া সুন্দরী ছিলেন। আমাদের রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীল সেইরূপে মুগ্ধ হইয়া, সামান্য ব্রাহ্মণ বেশে গৌতম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ছাত্র হন এবং গোপনে গোপনে ঐ সতীকে প্রলোভন দেখাইয়া অসতী করিবার চেষ্টা পান।

নারায়ণ। তা নাহলে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় কৈ?

বরুণ। সতীর মন চঞ্চল করা, সতীকে প্রলোভনে বশ করা দেবের অসাধ্য অতএব দেবরাজ তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। গৌতম প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করেন দেখিয়া তিনি একদিন রজনী থাকিতে আসিয়া—

নারায়ণ। মন্দলোকের ত আর চকে ঘুম থাকে না।

বরুণ। ঋষির কুটীরের সন্নিকটস্থ বন ঠাঙ্গাইতে আরম্ভ করেন। তাহাতে পাখী পক্ষিগুলি প্রাণের ভয়ে কিচির মিচির শব্দে ডাকিয়া উঠে। ঋষি কোসা কুসি হাতে লইয়া রাত্র নাই ভাবিয়া যেমন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, দেবরাজ অমনি গৌতম বেশ পরিগ্রহ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুরুস্থান দখল করিলেন।

নারায়ণ। বন ঠাঙ্গানোর অর্থ কি?

বরুণ। পাখী ডাকাইয়া রাত্রে নাই জানান হল। ওদিকে ঋষি জ্যোৎস্না প্রযুক্ত প্রথমে রাত ঠাউরাতে পারেন নাই, শেষে রজনী আছে দেখিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যখন গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন দেবরাজ ঠিক সেই সময় গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করায় ধর্ম্মের কেমন আশ্চর্য্য মহিমা! উভয় গৌতমের মস্তকে মস্তকে আঘাত লাগে। তখন প্রকৃত গৌতম ভণ্ড গৌতমকে জিজ্ঞাসা করেন "তুই কে।" দেবরাজ উত্তর দিবেন কি প্রাণের দায়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। মহর্ষি শেষে এই অভিসম্পাৎ দিলেন—তোকে এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে সহস্র যোনি ধারণ করিতে হইবে। তিনি অহল্যাকেও শাপ দেন তুই অদ্য হইতে পাষাণ দেহ পরিগ্রহ কর, যে পর্য্যন্ত না শ্রীরামচন্দ্রের পদ তোকে স্পর্শ করে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইবে।

ব্রহ্মা। ছি! ছি! ছি! যখন দেবতার এই কাজ তখন আমার মনুষ্যগণের অপারধ কি? আমার মনুষ্যেরা কোথায় আমাদের দেখে সৎশিক্ষা পাবে সদুপদেশ লাভ করবে, না এই সব অসৎ কার্য্য দেখান হইতেছে। বরুণ

ক্ষান্ত হও, আর প্রকাশের আবশ্যক নাই, ওসব বিষয় যত গোপনে থাকে, যাহাতে লোকে জানিতে না পারে এমন করা উচিত।

বরুণ। এ সব ঘটনা মনুষ্যের যত অগোচরে আছে কাশীর গানটীতেই প্রকাশ পেয়েছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের মন্দ খবরগুলি মনুষ্যগণকে যেন ভূতে আনিয়া দেয়। উহাদের ধর্ম্ম পুস্তকের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে এই সব বিষয় ছাবা হইয়া রাশি রাশি পুস্তক বটতলা হইতে বাহির হইয়াছে। সুখের বিষয় অনেকে এই সমস্ত ঘটনা কবির কল্পনা মনে করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আবার ২। ১ টী দেবতার দোষে অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমগ্র দেবতার উপর অশ্রদ্ধা হওয়ায় তাঁহারা সহজাত ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে এক প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নারায়ণ। সহজাত ব্রাহ্মধর্ম্ম ?

বরুণ। হাঁ ভাই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুক, সনাতন, নারদ, বেদব্যাসপ্রভৃতি আজন্ম রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে, অনাহার-ব্রত সার করেও লাভ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যেরা পেটের মধ্যে লাভ করে সূতিকা-গৃহে ভূমিষ্ঠ হইতেছেন।

ব্রহ্মা। যাক্ ওসব কথা যেতে দাও। বক্সারে আর কি আছে বল ?

বরুণ। বক্সারের অনতিদূরে তাড়কা রাক্ষসীর বন ছিল। শ্রীরামচন্দ্র তাড়কা বধ করিয়া যে খানে তাহার মৃত দেহ নিক্ষেপ করেন সেই তাড়কা নালা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রামচন্দ্র তাড়কা বধের পর ভাগীরথীতে স্নান করিয়া বক্সারে যে শিবপূজা করেন সেই রামেশ্বর শিব অদ্যাপি এখানে আছেন। কথিত আছে ঐ শিবের মস্তকে জল দিলে স্ত্রীলোকে সীতা সতীর ন্যায় গতি প্রাপ্ত হয়। এখানে গবর্ণমেণ্টের একটী বিখ্যাত অশ্বশালা আছে। এপ্রকার অশ্বশালা ভারতের কুত্রাপি আর দেখা যায় না। এই অশ্বা-লয়ে অশ্ব সকল সুশিক্ষিত করিয়া দিকে দিকে প্রেরিত হয়। জল সেচন জন্য অনেক অর্থ ব্যয়ে গঙ্গা হইতে একটী প্রকাণ্ড জলপ্রণালী নির্ম্মাণ করা হই-য়াছে। প্রতি বৎসর বকসারে দুইটী করিয়া মেলা হয়। একটী ছাতু মেলা অপরটী খিচুড়ি মেলা। প্রথমটী চৈত্র সংক্রান্তিতে, দ্বিতীয়টী মাঘী সংক্রা-ন্তিতে হইয়া থাকে। মেলার সময় অনেক যাত্রী আসিয়া ছাতু এবং খিচুড়ি খায়। এখানেও অনেকগুলি বাঙ্গালী আছেন।

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ কয়েকটা ষ্টেষণ দ্রুতবেগে যাইয়া আর

চলিতে পারে না। (Disable) ডিসেবল হইল। তখন ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ আর গাড়ি চলে না কেন?" "দেখি" বলিয়া বরুণ দ্বারের নিকট যাইয়া কহিলেন "ঠাকুর দা! ঠাকুর দা! কল খারাপ হওয়ায় ট্রেণ থামিয়া গিয়াছে।"

তখন দেবগণ সবিস্ময়ে কহিলেন "কি হবে! হ্যাঁ বরুণ,না জানি আমাদের এ স্থানে কত দিন পচাবে!"

বরুণ। বেশীক্ষণ থাকতে হবে না। খবর পেলেই দোষরা কল ছুটে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। আপনারা ততক্ষণ শোণ ব্রিজ দেখুন, এমন চমৎকার ও বৃহদাকার সেতু ভারতে আর নাই। দেবগণ এই কথা শ্রবণে আগ্রহসহকারে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া পোল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা অপর যাত্রিগণ গাড়ী হইতে নামিয়া সেতু দেখিতেছে দেখিয়া যেমন সকলে অবতীর্ণ হইলেন অম্নি শোণ রক্তাক্তকলেবরে সজলনয়নে কল কল রবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দেবগণের চরণতলে "ধড়াস" "ধড়াস" শব্দে মাথা কুটিতে লাগিল।

হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি, অতি পূর্ব্বকালে এমন কি চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুবণিক্‌গণ নির্ভয়হৃদয়ে সানন্দে আপনাদের বাণিজ্য-পোত লইয়া বিপদ-সঙ্কুল বিশাল-বারিধি-বক্ষে গমনাগমন করিতেন। তখন তাঁহারা আমাদের ন্যায় ভীরু ও দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না। কিন্তু পুরাকালে সকল হিন্দুগণই যে বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, এমন বোধ হয় না। কারণ মন্বাদি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালীর উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ মনুঃ—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানংপ্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণনাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

মনু ১।৮৮।৮৯।৯০।৯১।

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের। প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও স্রক্‌চন্দনবনিতাদিতে অনাসক্তি এই পাঁচটি ক্ষত্রিয়ের। পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, স্থলজলাদিতে বাণিজ্য, সুদ গ্রহণ ও কৃষিকার্য্য এই সাতটী বৈশ্যের এবং শূদ্রের কেবলমাত্র ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাই কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মনুর এই বচন দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা শূদ্রেরা বাণিজ্যকার্য্য করিতেন না; বৈশ্যেরাই কেবল বাণিজ্যকার্য্যে নিরত ছিলেন। আধুনিক সমাজতত্ত্বজ্ঞ অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি মনুর এই ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের উন্নতিপথরোধক একটী প্রবল কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ও যাহাতে শীঘ্র সমাজ হইতে এই নিয়ম বিদূরিত হইয়া যায়, তৎপক্ষেও বিশেষ যত্নবান্‌ আছেন। তাঁহারা যত যত্ন করুন আর নাই করুন, আপনা আপনিই ইহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। বর্ত্তমান সময়ে কারণ-পরম্পরায় জড়িত হইয়া মনুর এই নিয়মটী আমাদের উন্নতিপথরোধক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে সত্য; কিন্তু যৎকালে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, যখন ভারতবাসী আর্য্য সন্তানগণ বর্ণবিভাগানুসারে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্য বা ব্যবসায় দ্বারা স্ব স্ব জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, তখন এই নিয়ম যে অতি উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ যজন যাজনাদি দ্বারা, ক্ষত্রিয় দান ও প্রজা রক্ষা ও বৈশ্যগণ স্থল ও জলপথে বাণিজ্য দ্বারা যে অতি কষ্টে সৃষ্টে কাল যাপন করিতেন, বা দরিদ্রতানিবন্ধন তৎসময়ে আর্য্যসমাজ যে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এ কথা সাহস করিয়া বোধ হয় কেহই বলিতে সমর্থ নন। বৈশ্য বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি ও ক্ষত্রিয় বাহুবল দ্বারা তৎসমুদায় রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণ সদুপদেশ দ্বারা কিরূপে প্রজা রক্ষা, দেশের ধন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে, বলিয়া দিতেন, কাজে কাজেই সমাজ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দিন দিন উন্নতির মুখাবলোকন করিতে সমর্থ

হইত। সমাজে কোনরূপ অভাব বা গোলযোগ ঘটিতে পারিত না।

বর্ণবিভাগানুসারে কার্য্য করায় আর একটী মহোপকার হইত। মনুষ্যের প্রকৃতি বাল্যকালে অতি কোমল ও সরল থাকে, তখন তাহাকে যে দিকে নাওয়াইতে ইচ্ছা করা যায়, তাহা সহজেই সেই দিকে নত হয়, যৌবনে কখনই তদ্রূপ হইতে পারে না। মন্বাদির সময়ে ও তাহার বহুকাল পরেও যে বর্ণের যে ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই বর্ণের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে সতত সেই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া আপনা আপনি বা পিতামাতাকর্ত্তৃক সেই কার্য্যে শিক্ষিত হইতে নিযুক্ত হইত ও সময়ে তাহাতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সহজে আপন আপন জীবিকানির্ব্বাহে সক্ষম হইতে পারিত। এক্ষণে প্রায় কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা ব্যবসায় না থাকায় অনেকে অধিক বয়সে সংসারের ভার স্কন্ধে করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাবস্থায় জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন সত্য, কিন্তু আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেছেন না! তাঁহারা নূতন উপায়াবলম্বনে কিছু উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, অনেকে আবার পূর্ব্ব সঞ্চিত সম্পত্তিও নষ্ট করিয়া ফেলিয়া অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! তাই বলিতেছি, স্বাধীনাবস্থায় বর্ণবিভাগানুসারে যখন বিভিন্ন বিভিন্ন জীবনোপায় নির্দ্দিষ্ট ছিল, তখন তাহাতে হিন্দু-সমাজের অধঃপতন না হইয়া বরং উন্নতিই হইয়া গিয়াছে। দেশকাল পাত্র ভেদে এখন তাহার অনেক বৈপরীত্য ঘটিতেছে। এখন জাতীয় সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না হইলে অগত্যাই অন্য পথ দেখিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে আমরা সকলেই প্রায় এক পথাবলম্বী—পরসেবী—হইয়া পড়িয়াছি! অন্য উপায় সত্ত্বেও অনেকে স্বেচ্ছামত এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা স্বাধীনপথ—বাণিজ্য ব্যবসায়াদিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাও শিক্ষা ও বহুদর্শিতার অভাবে পদে পদে বিফলমনোরথ হইতেছেন।

বাণিজ্য ব্যবসায়াদিতে শিক্ষা ও বহুদর্শিতালাভ করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন, " নগদ টাকা দিলাম, কতকগুলি দ্রব্য খরিদ করিলাম, বাজারে তত্তৎ দ্রব্যের অভাব হইলে (অভাব হইলেই দ্রব্যের মূল্য অধিক হইয়া থাকে) অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলাম। কোন ভাবনাই রহিল না, ইহাতে আবার শিক্ষার আবশ্যকতা কি? যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন,

তাঁহাদের সে বিবেচনা নিশ্চয়ই ভ্রমপ্রমাদ-পরিপূর্ণ। শিক্ষা ও বহুদর্শিতা ভিন্ন কখনই কোন কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে না। বৈশ্যগণ যে বাণিজ্যাদি করিতেন, তাঁহারাও রীতিমত শিক্ষালাভ করিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু বৈশ্যগণকে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়-সকল শিক্ষা করিতে বলিয়াছেন। যথাঃ—

সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনং॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধানৃণাং।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥

মনু ৯। ৩৩১। ৩৩২।

পণ্যদ্রব্যের সার-অসার বা উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশবিদেশের গুণাগুণ, লাভালাভের বিষয়, পশুদিগের উৎকর্ষসাধন, ভৃত্যদিগের ভৃতি, বিভিন্নরাজ্যের বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা, দ্রব্যসমূহের স্থানযোগ এবং ক্রয় বিক্রয় রীতি ইত্যাদি। এ সকল শিক্ষা সহজ শিক্ষা নহে। বিচারপণ্ডিত পাঠক! আপনারা বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, এ সকল শিক্ষা কি অল্পকালসাধ্য বিষয়?

১ম, দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ শিক্ষা।

বৈশ্যগণ যখন কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন, তখন কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ সার প্রদান করিলে কোন্ দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, কোনটাই বা অপকর্ষলাভ করে, কোনটাই বা উৎকৃষ্ট কোনটাই বা অপকৃষ্ট ইত্যাদি জানিতে ও শিক্ষা করিতে হইত। কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইলেই কাজে কাজে বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়। উদ্ভিদ্‌সার সংগ্রহ করিতে ও দ্রব্যের বিচার করিতে না জানিলে দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্পাদন করিবার ক্ষমতা জন্মে না! অতএব বৈশ্যগণকে কিছু কিছু উদ্ভিদ্‌বিদ্যা botany ও বস্তুবিচার Physiology শিক্ষা করিতে হইত।

২য়, দেশবিদেশের গুণাগুণ শিক্ষা।

কোন্ দেশে কোন্ বাণিজ্যদ্রব্য কিরূপ উৎপন্ন হয়, সেখানে তাহার মূল্যই বা কত, সেখান হইতে দ্রব্যাদি স্বদেশে কি বিদেশে লইয়া যাইবার সুবিধা হইতে পারিবে কি না; সে দেশে কোন্ দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রীত হয়, তাহার জল বায়ু কিরূপ, অধিবাসিগণের স্বভাবই বা কিরূপ ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হইত ও সময়ে সময়ে বাণিজ্যকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ

করিবার পূর্ব্বে পিতাপিতামহাদির সহিত যাইয়া সে দেশ দেখিয়া আসিতে হইত। ব্যবহারিক ভূগোলবিদ্যা (Descriptive Geography) রীতিমত শিক্ষা না করিলে, দেশ বিদেশের গুণাগুণ জানিবার উপায় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, বহির্ব্বাণিজ্যপ্রিয় বৈশ্যেরা ভূগোলবিদ্যাও শিক্ষা করিতেন।

৩য়, লাভালাভের বিষয় শিক্ষা।

কোন্ দ্রব্য কোন্ সময়ে কিরূপ মূল্যে খরিদ করিলে খরচ খরচা ও টাকার সুদ বাদে পরিণামে কি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারিবে; কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে আশানুরূপ লাভ করা যাইতে পারিবে; এবং ভবিষ্যতে সে দ্রব্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইতে পারিবে কি না ইত্যাদি অবগত হইতে হইত। এটী বিলক্ষণ বহুদর্শিতার (Experience) কার্য্য। অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা না জন্মিলে এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া বড় কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাই এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকে অনেক সময়ে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন; ও অনেকে শেষে হয় ত দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতেও বাধ্য হন। বলা বাহুল্য যে, বৈশ্য-পুত্রগণকে বাল্যকাল হইতে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইত।

৪র্থ, পশুদিগের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে শিক্ষা।

কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে বা কিরূপ খাদ্য দিলে কোন্ স্থানে রাখিলে কোন্ পশু শীঘ্র শীঘ্র বলবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, পশুগণের পীড়াদি হইলে উপযুক্ত ঔষধাদি পাইয়া তাহারা পূর্ব্ববৎ তেজস্বান্ হইতে পারে; বৈজ্ঞিক তত্ত্বানুসারে কোন্ পশুর সহিত কোন্ পশুর সংযোগে উৎকৃষ্ট পশুশাবক জন্মিতে পারে; ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হইত। প্রাণিতত্ত্ব শিক্ষা না করিলে ইহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রাণিবিদ্যাও তাঁহাদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

৫ম; ভৃত্যদিগের ভৃতি।

কোন্ ভৃত্যের কিরূপ বেতন দেওয়া উচিত; কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ভৃত্যগণের সমবেতপরিশ্রমে শ্রমের লাঘব হইয়া বেতনে অল্প অর্থ ব্যয়িত হইতে পারে; ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে হইত। ইহাতে সমগ্র না হউক, কিছু কিছু অর্থ ব্যবহার (Moneymatters) শিক্ষার প্রয়োজন করিত।

৬ষ্ঠ; দেশ বিদেশের ভাষাশিক্ষা।

বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে না শিখিলে, তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা না জন্মিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে না। আমরা যদি ফরাসী কি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা না করিয়া, ফরাসী ও ইংরেজদিগের সাধারণ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতে সক্ষম না হইয়া, বাণিজ্যার্থ ফ্রান্সে কি ইংলণ্ডে গমন করি, তাহা হইলে তথায় যাইয়া বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় দ্বারা লাভ করা দূরে থাকুক, হয় ত রীতিমত মূল্যে বিক্রয়ই করিতে সমর্থ হই না। এমন হইতে পারে, তথাকার বদ্মায়েসগণ কৌশলে আমাদের সমস্ত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করিলেও করিতে পারে। এ জন্য কোন দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ সেই দেশের ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ভাষা শিক্ষা মুখের কথা নহে। জাতীয় ভাষা শিক্ষাতেই যখন অনেকের গলদ্বর্ম্ম হয়, তখন বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা যে কিরূপ কঠিন বিষয় তাহা ইংরাজী ও অন্যান্য বিজাতীয় ভাষা শিক্ষাকারী ভ্রাতৃগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। একটী বা দুইটী ভাষা শিক্ষায় যখন এইরূপ, তখন জানি না ৪। ৫ টী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে আমাদের কি সর্ব্বনাশই বা উপস্থিত হইয়া পড়ে!! যাহা হউক, ভারতের প্রচীন বাণিজ্যে ত বৈশ্যগণকে ৪। ৫ টী ভাষায় উপাধিলাভক্ষম শিক্ষা না হউক, ব্যুৎপত্তি লাভ করা পর্য্যন্ত যে শিক্ষা করা আবশ্যক হইত, তাহাতে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ভাষা শিক্ষা সাহিত্যের (Literature) কার্য্য। অতএব তাঁহাদিগকে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের সাহিত্য শিক্ষা করিতে হইত।

৭ ম ; দ্রব্য সমূহের স্থানযোগ শিক্ষা।

কোন্ দ্রব্য কোন্ সময়ে কি অবস্থায় রাখিতে হয়, পচিয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে কোন্ দ্রব্য দ্বারা ও কোন্ স্থানে রাখিয়া তাহাকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে পারা যায়; এবং কোন দ্রব্য কোন্ দ্রব্যের নিকটে বা একত্রে থাকিলে শীঘ্র নষ্ট হয়, ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হইত। এ শিক্ষা রসায়নের (Chemistry) কার্য্য। অতএব বাণিজ্যব্যবসায়ে অল্প পরিমাণে রসায়নশিক্ষারও আবশ্যকতা হইত।

৮ ম ; পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের রীতি শিক্ষা।

কোন্ দ্রব্যের কি দর, কত দরে বিক্রয় হইলে তাহাতে লাভ হইবে

পারিবে, দ্রব্যের মণ যদি এত দরে ক্রয় করা যায় কি বিক্রীত হয়, তবে তাহার এত মণ এত সেরের মূল্যই বা কত হইবে; ইত্যাদি হিসাব রাখা; একটী দ্রব্য এক সময়ে ক্রমাগত গৃহে রাখিয়া ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া, বাজার দর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া আবার নূতন দ্রব্য বিক্রয়ের লাভে সেই ক্ষতিপূরণ করা ও অন্যান্য ক্রয় বিক্রয় রীতি শিক্ষা করাও ব্যবসায়ের একটী প্রধান অঙ্গ। হিসাব (অঙ্ক বিদ্যা) না জানিলে ব্যবসায়ই চলিতে পারে না। মনে করুন, ৫৷৷৹ টাকা মূল্যের একটী দ্রব্যের একমণ জিনিষ খরিদ করিলাম। হিসাব ভালরূপ জানি না। ৵৹ আনা করিয়া সের বিক্রয় করিলাম। ভাবিলাম বেশ ২ পয়সা লাভ হইবে; কিন্তু শেষে সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেখি, লাভ দূরে থাকুক ৫৷৷৹ টাকা পূর্ণ হইতেও আর ৷৷৹ আনা আবশ্যক হইতেছে! চমৎকার ব্যবসায় হইল!! অবশ্য এ হিসাব বালকেও বলিতে পারে কিন্তু এমন অনেক সময় আছে, (যেমন সম্ভূয়সমুত্থানের বিনিময় বিধির, কুসীদ গ্রহণের ও হুণ্ডি আদি আদান প্রদানের সময়) যখন জটিল হিসাব আবশ্যক করে; যেখানে ভাঙ্গাচুরা দরে (যেমন ২৸/১০) ৮। ১০ হাজার মণ দ্রব্য বিক্রয়, বা ২০০। ৫০০ গজ বস্ত্রাদি কি ২০০। ৫০০ ভরি স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিক্রয় করিতে হয়, সেই খানেই ত চক্ষুস্থির হইয়া যায়। তবে অল্প আর অধিক শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইতে হইলে সমগ্র গণিত শিক্ষা করিতে হয়, ইহাতে না হয় ব্যবহারোপযোগী কতক কতক শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। বৈশ্যগণকে এই গণিত ও অন্যান্য রীতি নীতি শিক্ষা করিতে হইত।

পাঠক! দেখিলেন, বৈশ্যগণকে বাণিজ্য করিবার পূর্ব্বে কিরূপ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হইতে হইত। তাঁহারা উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা সামান্য অর্থ ব্যবহার, সাহিত্য, রসায়ন ও গণিতাদি বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। বলিতে গেলে এ সকল একটী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাও বরং এ শিক্ষা গরীয়সী ছিল। তথায় মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে মাত্র, কার্য্যে তাহার কিছুই প্রায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহাতে ফল এই হয়, বালকেরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহার ঠিকই করিতে পারে না, কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া দিন কাটাইয়া থাকে! কিন্তু বৈশ্যগণ এরূপ শিক্ষা লাভ করিতেন না। তাঁহারা কার্য্যসাধক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। পিতা

পিতামহাদির সহিত বিদেশে যাইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, সমুদ্রে কিম্বা অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বিভিন্ন বিপদে আক্রান্ত হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাও অবগত হইয়া থাকিতেন। নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে করিতেন। এ সকল করিয়া তাঁহারা যে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শিক্ষাদি দ্বারা তাঁহাদের মানসিক বৃত্তি, ও দেশ বিদেশে গমনাগমন, নৌকাপথে সদাসর্ব্বদা পরিভ্রমণাদি দ্বারা শারীরিক বৃত্তিও পরিচালিত ও উত্তেজিত হইত। আবার প্রচুর অর্থশালী হওয়ায় মনও সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকিত। যিনি রীতিমত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম তৎপর; যাহাঁর কিছুরই অভাব নাই, তিনি সে পরম সুখে দীর্ঘকাল পৃথিবীর সুখসম্পত্তি ভোগ করিবেন; ও তাঁহার অর্থসাহায্য দ্বারা শিল্প বিজ্ঞানাদির বিস্তার হইয়া স্বদেশবাসিগণ যে দিন দিন উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে, তাহাতে কি কাহারও দ্বিমত আছে? এইরূপে প্রাচীন বৈশ্যগণ কর্ত্তৃক ভারতের বিস্তর উন্নতি সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি বৈশ্যগণই ভারতের বামহস্ত ছিলেন।

বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করা কর্ত্তব্য, ইহা ত দেখান গেল। এক্ষণে প্রাচীন বৈশ্যগণ কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য করিতেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে। এই বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা করা সুদূরপরাহত। কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ধারাবাহিক তালিকা আছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহারা আমাদের ন্যায় কেবল ভুষীমালের (তণ্ডুল গোধূম, যব, বুট ইত্যাদির ব্যবসায়কে ভুষীমালের ব্যবসায় বলে) কি সামান্য বস্ত্র বা তৈজসাদির ব্যবসায়ী ছিলেন না। তাঁহারা কলিকাতার বর্ত্তমান রত্নব্যবসায়ী হামিলটন ও অন্যান্য কোম্পানির অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ রত্নব্যবসায়ীও ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহাদের পদ্মরাগমণি, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, অয়স্কান্ত, বৈদূর্য্য ইত্যাদি মণি, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপজাত অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তা ও প্রবালাদি সম্পত্তির পরিচয় দিয়া থাকে। ১২৮৬ সালের বঙ্গদর্শনে স্বদেশহিতৈষী বাবু রামদাস সেন মহাশয় "রত্নরহস্য" নামে একটী প্রস্তাবের কিয়দংশ লিখিয়া হিন্দুদিগের জ্ঞাত অনেক রত্নের উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহাঁরা বহুসংখ্যক রত্নের বিষয় অবগত ছিলেন, ও যাঁহাদের বহুসংখ্যক রত্ন

ছিল. তাঁহারা যে তাহা ক্রয় বিক্রয় করিতেন না, ইহা মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিশ্বাস্য হইতে পারে না (১) তাই বলিয়া কেবলই যে রত্নের ব্যবসায় করিতেন, এরূপ নহে। বৈশ্যগণ আরও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় করিতেন। আমরা নিম্নে দুই একটীর নামোল্লেখ করিতেছি।

প্রাচীন বৈশ্যগণ চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহারা অতি সুন্দর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি সকল অঙ্কিত করিতে পারিতেন। রঘুবংশ ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, অনেক হিন্দু-কুললক্ষ্মী ভারতললনা তাঁহাদের স্বয়ম্বর স্থলে চিত্রপটে অঙ্কিত মূর্ত্তির সহিত অবিকল সাদৃশ্য করিয়া আপন আপন মনোমত পতি-নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। অনেকে আবার পতি বিচ্ছেদ সময়ে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে স্বামি বোধে শত সহস্রবার আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠিতা হইতেন না; শেষে তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া স্বামী নহে, ভাস্করকৃত প্রতিমূর্ত্তি ইহা বোধ করিয়া মনে মনে কতই লজ্জিতা ও মর্ম্মপীড়িতা হইতেন! যে দেশে মনুষ্যের ভ্রমোৎপাদক এমন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সকল অঙ্কিত হইত; যেখানে চিত্রবিদ্যার বহুল প্রচলন ছিল, সে দেশবাসিগণ যে তাহার ব্যবসায়ে বিরত ছিলেন, ইহা কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হিন্দু বণিকগণ নিঃসন্দেহই চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যাজাত দ্রব্যের ব্যবসায় করিতেন।

শিল্পবিদ্যাজাত অন্যান্য দ্রব্যও তাঁহাদের ব্যবসায়দ্রব্য ছিল। এখন যেমন কার্পেট বুননাদি সূচি কার্য্য ও সামান্য সামান্য কারুকার্য্য নির্ম্মিত অলঙ্কার গঠন এবং শান্তিপুর ও বালুচরের বস্ত্র বয়নাদিই আমাদের প্রধান শিল্পকার্য্য হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের শিল্প এরূপ সংকীর্ণ ছিল না, তাহা বহু বিস্তৃত ও প্রশংসনীয় ছিল। প্রাচীন ভারতে সূচিকার্য্যও যেমন উত্তম ও প্রশস্ত ছিল, বয়ন কার্য্য তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। কথিত আছে রোমকেরা

---

(১) সকল বণিকই যে রত্ন ব্যবসায় করিতেন, এরূপও নহে। বণিকদিগের মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসায় ছিল ও সেই ব্যবসায়ানুসারে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। যাঁহারা রত্ন ব্যবসায় করিতেন, তাঁহারা রত্ন বণিক্। যাঁহারা স্বর্ণ, রৌপ্যাদির ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহারা সুবর্ণ বণিক। এইরূপে যাঁহারা গন্ধ দ্রব্য ও মসলাদির ব্যবসায় করিতেন, তাঁহারা গন্ধবণিক্, যাঁহারা পিতল কাঁসার ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহারা কাংস্যবণিক, শঙ্খাদির ব্যবসায়ী শঙ্খবণিক্ (সাঁকারি) ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

যখন ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তখনও ঢাকা নগরীতে এত সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, যে তাহার এক একখানির ওজন এক এক ভরি হইতে অধিক হইত না। কাশ্মীরের শাল কোন্ সময় হইতে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যদিও ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে আমরা সক্ষম নহি, তথাপি তাহা যে অতি প্রাচীন সময় হইতে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দুই একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাল ব্যতীত প্রাচীন বৈশ্যগণ শুদ্ধ দুগ্ধ ও কৃষিকার্য্যাদির নিমিত্ত যে পশু পালন করিতেন, এমত বোধ হয় না। তাঁহারা প্রতিপালিত পশু সকলের লোমে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কম্বল, লুই, পাছুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন। চেলি ও তসরাদির বস্ত্র বয়নে তাঁহারা বিরত ছিলেন না। ঢাকা ও অন্যান্য বহুতর নগরীর কারুকার্য্য ও দারুকার্য্য বিলক্ষণ প্রশংসনীয় ছিল। এই সকল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অবশ্যই হিন্দুবণিক্‌গণ বিক্রয়ার্থ স্থল ও জলপথে দূরতর দেশে লইয়া যাইতেন।

যাহা হউক, হিন্দু বণিক্‌গণ কোন্ কোন্ দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন, এক্ষণে তদালোচনা করা যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে আসিয়া ও তৎপরে অন্যান্য দেশের বিবরণ বর্ণন করাই কর্ত্তব্য। আমরা আসিয়ার দেশ সমূহের নামোল্লেখ করিবার পূর্ব্বে দুই একটী নিকটবর্ত্তী দ্বীপের বাণিজ্যের কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক স্থানে তাঁহারা বাণিজ্য করিতে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন।

১ম, সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ।

ইহা অতি প্রাচীন দ্বীপ। বিদেশীয়েরা ইহাকে তাপ্রোবেন্ বলিত। আমরা পূর্ব্বে হিতোপদেশস্থ কন্দর্পকেতুর উপাখ্যানে ও ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা সম্বন্ধে সিংহলের নামোল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহা প্রায় ১৪৫০ বৎসরের কথা। তৎপূর্ব্বে সিংহলের বাণিজ্য কিরূপ ছিল দেখা কর্ত্তব্য। কোন্ দেশ কত প্রাচীন ও কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল, সেই দেশের ভাষা, প্রাচীন সৌধাবলী, দেবালয় ও স্তম্ভাদি দেখিলে অনেকটা জানিতে পারা যায়। ভাষা যতই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণকলেবর সম্পন্ন হয়, দেশ ততই প্রাচীন বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের সময় হইতে সিংহলে পালিভাষা জাতীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। তৎপূর্ব্বে কোন্ ভাষা প্রচলিত ছিল যদিও ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই, তথাপি রামা-

স্থল পাঠে বোধ হয় সম্ভবতই তথাকার অধিবাসী না হউক, প্রধান লোকের ভাষা ছিল। আর আমরা রামায়ণে স্বর্ণকিরীটিনী লঙ্কার যেরূপ ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হইতেছি, রবার্ট নক্স সিংহলের আরিপা নদীর গর্ভে যেরূপ প্রাচীন স্তম্ভ ও অট্টালিকার চিহ্নের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সিংহল যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য জনপদ মণ্ডলীতে একটী সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান রূপে গণনীয় হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিন্‌কলমী একটী প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল। বৌদ্ধদিগের রাজত্ব সময়ে ইহার বাণিজ্য অত্যন্ত প্রবল হয়। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকস বলিয়াছেন "ভারত হইতে প্রত্যাগমন কালীন তিনি পারস্য উপসাগরের প্রবেশমুখে ও বাবিলন প্রভৃতি নগরীতে সিংহলদ্বীপজাত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবালাদি দেখিয়াছিলেন।" ভারতী নামক পত্রিকাতে (১ম খণ্ড ভারতীর ৬ ষ্ঠ সংখ্যা ও ২য় খণ্ডের ২য় সংখ্যায়) সিংহলের প্রাচীন বাণিজ্য সম্বন্ধে তল্লেখক প্লিনী, টলেমীর পুস্তক হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সিংহলের প্রাচীন বাণিজ্য সম্বন্ধে যদি কেহ স্থূল স্থূল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, ভারতী পাঠ করিলে অনেকটা সফলমনোরথ হইতে পারেন। আমরা বাহুল্য ও অনাবশ্যক বোধে এ সম্বন্ধে বিরত হইলাম। তবে এই মাত্র বলিতেছি, প্রাচীন হিন্দু বণিকগণ ত সদাসর্ব্বদা এখানে বাণিজ্য করিতেন, তদ্ভিন্ন প্রাচীন চীনবাসিগণ, আরবীয়েরা, মৈশরীয়েরা এবং রোমকেরাও এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন।

২য় বালীদ্বীপ।

যাঁহার ইতিহাস পাঠে সামান্য অনুরক্তি আছে, তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, প্রাচীন হিন্দুগণ বালীদ্বীপে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহারা বালীদ্বীপে শুদ্ধ বাণিজ্য করিয়াই বিরত ছিলেন না; তাঁহাদের অধিকাংশ কালক্রমে তথাকার অধিবাসী হইয়া পড়েন। এক্ষণেও এই দ্বীপে হিন্দুগণ বাস করিতে-ছেন। আমরা যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত, তাঁহারাও সেই রূপ বিভক্ত আছেন। বেদ, মহাভারত, রামায়ণও তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু কোন্ সময়ে হিন্দু বণিক্‌গণ যে এখানে বাণিজ্য করিতেন, তৎসময় নিরূপণ করা বড় সহজ বিষয় নহে।

৩য় সুমাত্রা দ্বীপ।

এই দ্বীপেও হিন্দু বণিক্‌গণ বাণিজ্য করিতেন, প্রথমতঃ এখানকার অধি-

বাসিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে অনেকে বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

৪র্থ। মলকস বা স্পাইস আইলাণ্ডস (দ্বীপপুঞ্জ)।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমষ্টি মলকস দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে মসলা দ্রব্য উৎপন্ন হয় বলিয়া ইংরাজেরা ইহাকে স্পাইস আইলাণ্ডস বলিয়া থাকেন। সকলেই প্রায় অবগত আছেন, আমাদের অতি প্রাচীন প্রায় ৪০০০ সহস্র বৎসরের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে উদ্ভিজ্জ মূলক ঔষধ সকলে বহুতর মসলাদির ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে কোনকালে যে প্রচুর পরিমাণে জঙ্গলাদি উৎপন্ন হইত, এ প্রমাণ আমরা প্রায় হই নাই। ভারতের মৃত্তিকা যাবতীয় দ্রব্য উৎপাদনে অন্যান্য দেশের মৃত্তিকাকে পরাস্ত করিলেও উত্তম মসলা উৎপাদনে বোধ হয় মলকস দ্বীপপুঞ্জকে কখন পরাস্ত করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। এমত অবস্থায় এখান হইতেই যে হিন্দুবণিক্‌গণ হইতে ভারতে মসলাদির আমদানী হইত ইহা সম্পূর্ণ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। তাই বলি মলকসেও তাঁহারা বাণিজ্য করিতেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।
মোল্লাবেলিয়া নদীয়া।

শ্রীহর্ষ।

ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর অতীত হইল, কশ্মীরদেশে (১) মেধাতিথি নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অপর একটী নাম হীর (২)।

(১) এই দেশের প্রকৃত নাম কশ্মীর। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিতগণ অদ্যাপি উহাকে কশ্মীর বলিয়া থাকেন। কথিত আছে যে পূর্ব্বে ঐ স্থানে দ্বিজাতির বাস ছিল না। কশ্যপমুনি তথায় বাস করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তদবধি উহা কশ্মীর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই স্থানকে আমরা সচরাচর কাশ্মীর বলিয়া থাকি; কিন্তু সেটী ভুল। প্রকৃত শব্দটী কশ্মীর (কশেমু'ট ইত্যাদি সূত্র) কশ্মীরে জাত কাশ্মীর বলিলে কশ্মীর দেশীয় লোক কিম্বা তদ্দেশজাত কোন দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) কুলাচার্য্যদিগের পুস্তকে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি লিখিত আছে। পরন্তু প্রসিদ্ধ নৈষধ কাব্যের প্রতিসর্গের শেষ শ্লোকে শ্রীহর্ষ স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন যে তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর ছিল, যথা—

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতম্,
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।

তিনি সকল শাস্ত্রের সদ্‌গুরু, নিখিল বিদ্যাবিশারদ; তদানীন্তন কোন পণ্ডিত কোন বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কিন্তু সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইলে কি হইবে. উদর পূরণের জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হইত। কমলা ও বীণাপাণির পরস্পর কেমন স্বপত্নীত্ব-বিরাগ যে একের অনুগ্রহে অপরের নিগ্রহ যেন অবশ্যই ঘটিবে। মেধাতিথি সরস্বতীর বরপুত্র কাজেই তাঁহার প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি ছিল না।

কশ্মীর রাজ্যে বিদ্যানুরাগী দেবদ্বিজভক্তিপরায়ণ অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশে জীবিকালাভের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হওয়া নিতান্ত নিন্দনীয়,—মনে মনে এই বিচার করিয়া তিনি কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ হর্ষদেবের সভায় উপনীত হইলেন। রাজসভায় যে সকল পণ্ডিত ছিলেন, সকলেই তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলেন। অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এরূপ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সহবাসে রাজারও আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্রমশঃ পণ্ডিতকুলপূজিত মেধাতিথির যশঃ-সৌরভ দিক্‌দিগন্তর বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

কদাচিৎ গৌড়দেশের (৩) কোন রাজা যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করাতে কান্যকুব্জ (৪) হইতে বেদবিৎ পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বঙ্গরাজ্যে আনীত হইয়াছিলেন। সেই পঞ্চ বিপ্রের মধ্যে মেধাতিথি (৫) সকলের শিরোরত্নস্বরূপ

কবীন্দ্রকুল মুকুটাভরণের রত্নস্বরূপ শ্রীহীর শ্রীহর্ষকে জন্মদান করিয়াছিলেন এবং মামল্লদেবী তাঁহাকে প্রসব করেন।

পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে হীর মেধাতিথির কেবল একটি উপাধি মাত্র। ইনি প্রসিদ্ধ মানবধর্ম্মশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত টীকাকার। তৎপ্রণীত টীকা অদ্যাপি পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদরণীয় হইয়া আছে। এই মেধাতিথি ভিন্ন অপর একজন তন্নামা মুনি ছিলেন, যথা—

মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ। ভাগবত, ১ স্কন্ধ ১৯ অধ্যায়।

(৩) এখানে আদিশূরের নাম উল্লিখিত হইল না, কারণ তাহা হইলে অতঃপর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের বিষয় কথিত হইবে, তাঁহাদের আগমন কালের সঙ্গে আদিশূরের রাজ্যকালের অসামঞ্জস্য ঘটিয়া পড়ে।

(৪) বালকাণ্ডে কথিত আছে যে কুশনাভ রাজার কন্যাগণ প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক কুব্জপৃষ্ঠা হইয়া যায়, তৎকাল হইতে ঐ স্থানকে কান্যকুব্জ কহে। ঐ নগরের অপর নাম গাধিপুর, এটী পূর্ব্বে পঞ্চালদেশের বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল।

(৫) বঙ্গীয় কুলাচার্য্যদের পুস্তকে দৃষ্ট হয়,—

শ্রীক্ষিতীশাতিথির্মেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলে।

ছিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে গৌড়রাজ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে এদেশে বাস করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নৃপতির নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

একদিন মেধাতিথি রাজার সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন এমত সময় চীরাজিন-পরিধৃত দণ্ডকমণ্ডলুধারী ভস্মপুঞ্জবিনিবিষ্ট দ্বিতীয় হুতাশনের ন্যায় একজন ব্রহ্মচারী তথায় উপনীত হইলেন। নরপতি সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা বিধিপূর্ব্বক অতিথির পূজা করিলেন, এবং বসিতে আসন দিলেন। যোগী আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পণ্ডিতম্মন্য মেধাতিথি কোথায়?" সর্পির আহুতি প্রদানে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, লাঙ্গুলে আঘাত করিলে ফণী যেমন ঊর্দ্ধতুণ্ড হয়, যোগীর সগর্ব্ববাক্যে মেধাতিথি সেইরূপ দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দুই জনে বাগ্‌যুদ্ধ পরিশেষে শাস্ত্রালাপ হইতে লাগিল। চিরদিন কিছুই স্থির থাকে না,—কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে,—কেহ উঠিতেছে, কেহ পড়িতেছে; সংসারের এই নিয়ম,—মেধাতিথি বিচারে পরাভূত হইলেন।

আলোকের পর অন্ধকার, সুখের পর দুঃখ,—সংসারে এরূপ কষ্টকর আর কিছুই নাই। যে সভায় মেধাতিথি নানাদেশদেশান্তরের পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্রবাদে পরাস্ত করিয়াছেন, আজি সেই সভায় স্বয়ং পরাভূত! মেধাতিথি লজ্জায় বিচ্ছায়মুখশ্রী হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

কাব্যপ্রকাশ—অলঙ্কার শাস্ত্রপ্রণেতা কাশ্মীর দেশীয় প্রসিদ্ধ মম্মট ভট্টের ভগিনী মামল্লদেবী মেধাতিথিকে বরণ করিয়াছিলেন। এই পতিব্রতা কামিনী তৎকালে কঠোর গর্ভযন্ত্রণায় কাতর থাকিয়াও প্রত্যহ যথানিয়মে স্বামীর পূজা করিতে ত্রুটি করিতেন না। রাজভবন হইতে পতি প্রত্যাগত হইলে অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাকে স্নান ও পান ভোজন করাইয়া স্বয়ং জলগ্রহণ করিবেন এই আশায় সতৃষ্ণনয়নে পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন এমত সময় মেধাতিথি গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখশ্রী প্রতিভাবিহীন হইয়াছে দেখিয়াই সাধ্বী রমণী বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ফলতঃ মেধাতিথি মনের অসুখ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার সেই অসুখ মুখের ভাবেই প্রকাশ হইয়াছিল। কথায় বলা দ্বিরুক্তিমাত্র হইল। মামল্লদেবী পতির দুঃখে দুঃখিতা হইয়া অন্ন জল কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

ভোগীর প্রাণ আর মানীর মান বড় অমূল্য ধন। মেধাতিথি সভায় হত-

সম্মান হইয়া,—‘এ ছার প্রাণ আর রাখিব না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীয় বনিতাকে নির্জ্জনে কতকগুলি গূঢ় উপদেশ দিলেন এবং সমীপস্থ অরণ্যে প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করিলেন।

নয়নরত্নবিহীন অন্ধ ব্যক্তির যষ্টি যেমন একমাত্র সহায়, অবলা রমণীর পতিই একমাত্র অবলম্বন। মামল্লদেবী স্বামীর বিয়োগ ব্যথায় সন্তপ্ত হইয়া পিতৃভবনে গমন করিলেন। তথায় যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া সতীর পতিবিয়োগজনিত যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইল। মম্মট ভট্ট বিধিপূর্ব্বক সংস্কারাদি সমাপন করিয়া ভাগিনেয়ের নাম শ্রীহর্ষ রাখিলেন। ক্রমে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলে মামল্লদেবী পতির নিয়োগমত সমস্ত গূঢ় মন্ত্রগুলি তাহাকে জ্ঞাত করিলেন। পিতৃপ্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় শ্রীহর্ষের উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, সাধকের কঠোর তপস্যায় পশুপতির মন অতীব চঞ্চল হইতে লাগিল। সিদ্ধি ভক্ষণ করিতে গিয়া হয় ত তাহা অঙ্গে লেপন করেন, বিভূতি মাখিতে গিয়া হয় ত তাহা ভক্ষণ করিতে থাকেন। উমার্কে তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদির কথা কহিতে কহিতে শ্রীহর্ষের কথা বলেন। একে ত সহজে ভোলানাথ, তাহাতে ভুলের উপর অধিক ভুল,—মন ভক্তিপাশে আকৃষ্ট রহিয়াছে;—কৈলাসে কেবল শিবের নাম, পার্ব্বতীর সান্ত্বনার জন্য কেবল শিবের প্রতিমূর্ত্তি তাঁর নিকটে, শিবের মন ও প্রাণ ভক্তের হৃদয়ে আবদ্ধ।" ভক্তকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তবৎসল দেবতার কি নিশ্চিন্ত হইবার উপায় আছে? উমাপতি সংবট্টজটাজূটবিক্ষিপ্ত-ব্যাঘ্রকৃত্তি হইয়া ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে ধ্যাননিমগ্ন শ্রীহর্ষের নিকট আসিয়া কহিলেন—‘বৎস! বর লও।" জলপূর্ণ নবীন মেঘের সদৃশ গম্ভীর স্বর শ্রবণে শ্রীহর্ষ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে—আপাদলম্বিত জটাভার কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবরে সম্মুখে অভীষ্ট দেবতা দাঁড়াইয়া আছেন।

তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে করপুটে গদগদস্বরে কহিলেন (৬) দেব! আমার

---

(৬) শ্রীহর্ষ যে মহাদেবের আরাধনা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত নৈষধ কাব্যে এক প্রকার প্রকাশিত আছে যথা,

তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহা—
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ। ১। ১৪৫

তাঁহার সর্ব্বফলপ্রদ মন্ত্রের উপাসনা—ফলভূত শৃঙ্গাররসাশ্রিত উৎকৃষ্ট নলচরিত নামক মহাকাব্যের এই প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইল

অন্য কোন বাসনা নাই; আপনার প্রসাদে আমি যেন সকল বিদ্যার পারদর্শী হই, এবং আমার পিতাকে যে যোগী বিচারে পরাভব করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সভায় পরাস্ত করিয়া স্বর্গীয় পিতার কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারি। কথিত আছে যে মহাদেব চতুর্দ্দশ (৭) বার ঢক্কার নিনাদ করিয়া যেমন সনকাদি সিদ্ধ ও কঠোর তপঃপরায়ণ পাণিনিকে চতুর্দ্দশ প্রত্যাহার (৮) দ্বারা এককালে ব্রহ্মজ্ঞান ও বর্ণজ্ঞান দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ চতুর্দ্দশ বার ডমরু বাজাইয়া তিনি শ্রীহর্ষকে (৯) চতুর্দ্দশ বিদ্যার পারদর্শী করিলেন এবং কহিলেন—বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অচিরে চতুর্দ্দশ প্রকার শাস্ত্র প্রকাশ করিবে এবং তোমার পিতৃপ্রতিদ্বন্দ্বী যোগীকে অবলীলাক্রমে বিচারে পরাভূত করিবে। (১০)

---

(৭) নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চ বারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥

(৮) অ ই উণ্। ইত্যাদি।

(৯) চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা এই,

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারোমীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥

অর্থাৎ (১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দ, (৬) জ্যোতিষ, (৭) ঋগ্বেদ, (৮) যজুর্ব্বেদ, (৯) সামবেদ, (১০) অথর্ব্ববেদ, (১১) মীমাংসা, (১২) ন্যায়, (১৩) ধর্ম্মশাস্ত্র এবং (১৪) পুরাণ।

কশ্মীর দেশীয়গণ উক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন করিতেন। তাঁহারা বড় বিদ্যাভিমানী ছিলেন, সহসা কোন ব্যক্তিকে বিদ্বান বলিতে কিম্বা কাহারও প্রণীত গ্রন্থের সম্মান করিতে চাহিতেন না। তাঁহাদের পরস্পরও বিশেষ বিদ্বেষ ভাব ছিল। কিন্তু শ্রীহর্ষের প্রণীত সুললিত কাব্য পাঠে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন—

কাশ্মীরৈর্মহিতে চতুর্দশতয়ীং বিদ্যাং বিদদ্ভির্মহা
কাব্যে তদ্ভুবি নৈষধীয়চরিতে সর্গোহগমৎ ষোড়শঃ। ১৬। ১৩০

চতুর্দশ প্রকার বিদ্যার স্থানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন কশ্মীরদেশীয়গণ কর্ত্তৃক পূজিত তাঁহার বিরচিত নলচরিত নামক মহাকাব্যে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত হইল।

শ্রীহর্ষ প্রণীত চতুর্দ্দশখানি পুস্তকের নাম এখন পাওয়া যায় না। নৈষধ কাব্যে কেবল এই কয়েকটী নাম দৃষ্ট হয় যথা, স্থৈর্য্যবিচারণ, বিজয়প্রশস্তি, খণ্ডনখণ্ড, গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি, অর্ণববর্ণন, ছন্দপ্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি, চম্পূকাব্য এবং নবসাহসাঙ্কচরিত। শ্রীহর্ষ সকল শাস্ত্রে যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, নৈষধ পাঠে তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। ঐ কাব্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যেরূপ পরিচয় আছে, কবিত্ব শক্তির সেরূপ পরিচয় নাই। তিনি যে একজন

উপরের লিখিত আখ্যায়িকাটী যদিও বিশ্বাসের যোগ্য নয়, কিন্তু উহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পিতৃপ্রতিদ্বন্দ্বী যোগীকে রাজসভায় শাস্ত্রবাদে পরাস্ত করিবার জন্য শ্রীহর্ষ বাল্যকাল হইতে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। যে দিন মাতার মুখে স্বীয় জনকের মৃত্যু-বিবরণ শুনিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার মনে এক বিজাতীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল। কিরূপে পিতার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার মনে প্রতিনিয়ত জাগরূক থাকিত। তাঁহার বুদ্ধিমতী জননীও সন্তানের বিদ্যা লাভের জন্য যার পর নাই যত্নবতী ছিলেন। বোধ করি সেই জন্য নৈষধের দ্বাদশ সর্গে তাঁহার মাতার প্রতি ভক্তির চিহ্ন দৃষ্ট হয় (১১)।

দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক ছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার সমধিক অধিকার ছিল উত্তর নৈষধ তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

(১০) শ্রীহর্ষ যে শৈব ছিলেন তাহা তাঁহার স্বকৃত শ্লোকে নিশ্চিত হইতেছে যথা,

যাতোঽস্মিন্ শিবশক্তিসিদ্ধিভগিনী সৌভ্রাত্রভব্যে মহা-
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গোঽয়মষ্টাদশঃ। ১৮। ১৫১

তাঁহার কৃত শিবশক্তিসিদ্ধিরূপা কবিতাবলী ভগিনীর সহিত যাহার সৌভ্রাত্রভাব হইয়াছে এমত যে নলীয়চরিত নামক মহাকাব্য তাহার অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত হইল।

শ্রীহর্ষ শৈব না হইলে কখন এরূপ পুস্তক লিখিতে তাঁহার রুচি হইত না। এই মহাকবি যে সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তখন শৈবধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল।

(১১) তস্য দ্বাদশ এষ মাতৃচরণাম্ভোজালিমৌলের্মহা-
কাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ। ১২। ১১৩

মাতৃচরণকমলের ভ্রমরস্বরূপ শ্রীহর্ষের নলচরিত নামক মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত হইল।

অনেকে কহিয়া থাকেন শ্রীহর্ষ মাতার হৃদয়পদ্মে আসন করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। যত কাল তিনি ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তত কাল মামল্লদেবীর স্পন্দমাত্র ছিল না। প্রাণবিহীন মৃতদেহের ন্যায় শরীর মৃত্তিকায় পতিত ছিল। পরিশেষে অভীষ্টদেবতার নিকট বর লাভ করিয়া শ্রীহর্ষ জননীকে পুনর্জীবিত করেন।

কাহারও কাহারও এই মত যে শ্রীহর্ষ কখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি শৈব ও চিরব্রহ্মচারী ছিলেন; কিন্তু এ সকল কথা কোন কার্য্যকারক নয়, ইহার সহজেই খণ্ডন হইবে।

কেহ কেহ কহেন শ্রীহর্ষ যজ্ঞোপবীত ধারণের পর দণ্ডাশ্রম অবলম্বন করিয়া গুরুর নিকট সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যা সমাপনের পর পিতৃপ্রতিপক্ষ যোগীকে বিচারে পরাভব করিয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহাকে সকলে দণ্ডী কহিত, কান্যকুব্জেশ্বর তাঁহার শ্রীহর্ষ নাম রাখিয়াছিলেন। চারি জন প্রসিদ্ধ কবির মধ্যে শ্রীহর্ষের নাম দণ্ডী বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা,

মাতুলালয়ে কৃতবিদ্য হইয়া শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হর্ষদেব মেধাতিথির বিরহে নিতান্ত কাতর ছিলেন, শ্রীহর্ষকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দপ্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। অতি অল্প বয়সে সকল বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, ইহা যার পর নাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সভায় কোন কুটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সকলেই ভটস্থ হইতেন; কিন্তু শ্রীহর্ষের কিছুই কঠিন বোধ হইত না। এক দিন শ্রীহর্ষ তাঁহার পিতৃপ্রতিবাদী ব্রহ্মচারীকে সভায় আনাইবার প্রার্থনা করিলেন। রাজা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত অনুচরদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন—"পণ্ডিতবর মেধাতিথিকে যে ব্রহ্মচারী বিচারে পরাজয় করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাকে সন্ধান করিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিব। রাজাজ্ঞায় স্থানে স্থানে দূত প্রেরিত হইল এবং অনতিবিলম্বে সেই দণ্ডীর সন্ধান পাইয়া বহুসম্মান পুরঃসর তাঁহাকে নৃপতি সমীপে আনিয়া দিল। সিংহের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াও পুষ্পাঘাতে প্রাণ নষ্ট হইতে পারে,—সিন্ধু উল্লঙ্ঘন করিয়াও গোষ্পদে পদস্খলন হয়,—যোগী পাণ্ডিত্যপ্রবীণ মেধাতিথির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আজি সুকুমারমতি শ্রীহর্ষের নিকট শাস্ত্রালাপে পরাভূত হইলেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে বোল (বা নিচুল) পণ্ডিত শ্রীহর্ষের শিক্ষাগুরু ছিলেন; এদিকে আবার প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ কর্ত্তৃক ঐ বোল কবি কালিদাসের সহাধ্যায়ী বলিয়া বিনিশ্চিত হইয়াছেন। এইরূপ প্রবাদ যে সারস্বতসিদ্ধ মহাকবি দিঙ্নাগাচার্য্য কালিদাসের বিরচিত কাব্য সমুদয় হইতে প্রমাদপদ উদ্ধৃত করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিচুল পণ্ডিত কালিদাসের প্রতিপক্ষধৃত দোষ সমস্ত পরিহার করিয়া প্রবন্ধগুলির প্রমাদপরিশূন্যতা দেখাইয়া দেন। যথা,

---

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥

কালিদাসের পদ্যগুলি উপমার গুণে বিখ্যাত, ভারবির রচনায় অর্থগাম্ভীর্য্য অতি চমৎকার, দণ্ডীর অর্থাৎ শ্রীহর্ষের পদবিন্যাস অতি সুললিত, কিন্তু মাঘকবির রচনায় এই তিনটি গুণই দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃ উক্ত চারি জন ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত কবি বলিয়া আর কাহাকেও নির্দ্দেশ করিবার নাই, অতএব দণ্ডিপদে এখানে যে শ্রীহর্ষকে অভিপ্রেত করা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

অন্দ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ পূর্ব্বমেঘ। ১৪।

যদি ঐ নিচুল পণ্ডিত শ্রীহর্ষের শিক্ষাদাতা হন, তবে কি কবিকুলতিলক কালিদাস নৈষধকর্ত্তার সমসাময়িক লোক? অনেকগুলি বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় আমরা এই সত্য প্রতিপন্ন করিতে পারিব।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।
রাহুতা।

মনুসংহিতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥ ১২৩॥

সামবেদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে পর ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ কখন অধ্যয়ন করিবে না এবং বেদ সমাপন করিয়া ও আরণ্যক নামে বেদভাগ পাঠ করিয়া সেদিন আর বেদ পড়িবে না।।

সামবেদ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ পাঠের নিষেধের কথা বলা হইল, তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ঋগ্বেদোদেবদৈবত্যো যজুর্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥ ১২৪॥

ঋগেদ দেবদৈবত, যজুর্ব্বেদ মনুষ্যদৈবত এবং সামবেদ পিতৃদৈবত,। ঋগ্বেদে দেব কার্য্যের, যজুর্ব্বেদে মনুষ্য কর্ম্মের এবং সামবেদে পিতৃ কর্ম্মের উপদেশ আছে। পিতৃকর্ম্ম অশুচিতা বিধায়ক। পিতৃকর্ম্ম করিয়া জলোপস্পর্শ করিতে হয়। অতএব সামবেদধ্বনি অশুচি। সেই অশুচি সামধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে সুতরাং অনধ্যায় হইয়া থাকে।।

এতদ্বিদন্তোবিদ্বাংসস্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহম্।
ক্রমশঃ পূর্ব্বমভ্যস্য পশ্চাদ্বেদমধীয়তে॥ ১২৫॥

ঋক যজুঃ সাম এ তিন বেদকে দেবমনুষ্য ও পিতৃদৈবত বলিয়া জানেন

এমন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন বেদত্রয়ের সারভূত প্রণব ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী প্রথমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে।

পশুমণ্ডুকমার্জারশ্বসর্পনকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশং ॥ ১২৬।

অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক ও শিষ্য উভয়ের মধ্যস্থল দিয়া যদি গবাদি পশু ভেক বিড়াল কুক্কুর সর্প নকুল (বেজি) ও ইন্দুর গমন করে, তাহা হইলে এক দিবারাত্রি অনধ্যায় হয়।

দ্বাবেব বর্জ্জয়েন্নিত্যমনধ্যায়ৌ প্রযত্নতঃ।
স্বাধ্যায়ভূমিঞ্চাশুদ্ধামাত্মানঞ্চাশুচিং দ্বিজঃ ॥ ১২৭।

ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক অধ্যাপনাস্থানের অপবিত্রতা এবং শিষ্য ও অধ্যাপকের অশুচিতারূপ দুটী অনধ্যায়কারণের নিত্য পরিহার করিবে।

অমাবাস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীঞ্চতুর্দ্দশীং।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকোদ্বিজঃ ॥ ১২৮ ॥

স্নাতক ব্রাহ্মণ ঋতুকাল উপস্থিত হইলেও অমাবস্যা অষ্টমী পৌর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশী, এই কয় তিথিতে স্ত্রী গমন করিবে না।

ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরোন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে ॥ ১২৯ ॥

ভোজনোত্তর স্নান করিবে না। পীড়িত ব্যক্তির নৈমিত্তিক স্নানও নিষিদ্ধ। মহানিশাতে (১) স্নান কর্ত্তব্য নয়। যে ব্যক্তির বহুসংখ্য পরিধানবস্ত্র থাকে, সে প্রতিদিন স্নান করিবে না। যে জলাশয়ে হাঙ্গর কুম্ভীরাদি আছে কি না জানা নাই, তাহাতে স্নান করিবে না।

দেবতানাং গুরোরাজ্ঞঃ স্নাতকাচার্য্যয়োস্তথা।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বভ্রুণোদীক্ষিতস্য চ ॥ ১৩০ ॥

পাষাণাদিময়ী দেবপ্রতিমার পিত্রাদি গুরুলোকের রাজার স্নাতকের আচার্য্যের কপিলবর্ণের ও যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আক্রমণ করিবে না অর্থাৎ মাড়াইবে না, যদি অজ্ঞাতসারে মাড়ায় তাহাতে দোষ হইবে না। টীকাকার বলেন, চাণ্ডালাদিরও ছায়া স্পর্শ করিবে না, ইহা মনুর অভিপ্রেত। চ শব্দ দ্বারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

---

(১) রাত্রির মধ্যবর্ত্তী দুটী প্রহরকে মহানিশা বলে।

মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ সামিষং।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব ন সেবেত চতুষ্পথং ॥ ১৩১ ॥

দিবা দুই প্রহরের সময়ে মধ্যরাত্রে প্রাত ও সায়ং উভয় সন্ধ্যাকালে চতুষ্পথে দাঁড়াইয়া থাকিবে না এবং সমাংস শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া চতুষ্পথে দণ্ডায়মান হইবে না।

উদ্বর্ত্তনমপস্নানং বিণ্মূত্রে রক্তমেব চ।
শ্লেষ্মনিষ্ঠ্যূতবান্তানি নাধিতিষ্ঠেত্তু কামতঃ ॥ ১৩২ ॥

অঙ্গমর্দ্দনজাত মল, স্নানোদক, বিষ্ঠা ও মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা, পরিত্যক্ত চর্ব্বিত তাম্বুলাদি ও ভুক্তোদ্গীর্ণ অন্নাদির উপরে ইচ্ছাপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইবে না।

বৈরিণং নোপসেবেত সহায়ঞ্চৈব বৈরিণঃ।
অধার্ম্মিকং তস্করঞ্চ পরস্যৈব চ যোষিতং ॥ ১৩৩ ॥

শত্রুর, শত্রুর মিত্রের, অধার্ম্মিকের ও তস্করের আনুগত্য ও পরস্ত্রী গমন করিবে না।

নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনং ॥ ১৩৪ ॥

পরদারগমন পুরুষের যেমন আয়ুঃক্ষয়ের কারণ, সংসারে এরূপ আর কিছুই নাই।

ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতং।
নাবমন্যেত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন ॥ ১৩৫ ॥

যে ব্যক্তির আয়ু ও ধনাদি বৃদ্ধির বাসনা আছে, সে কখন রাজা সর্প ও বহুজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিবে না। সর্পাদি যদি বৈরনির্যাতনে সমর্থ না হয়, তথাপি তাহাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

এতত্ত্রয়ং হি পুরুষং নির্দ্দহেদবমানিতং।
তস্মাদেতত্ত্রয়ং নিত্যং নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ১৩৬ ॥

উপরি উক্ত রাজা সর্প ও ব্রাহ্মণ অবমানিত হইলে অবমাননাকারীকে বিনষ্ট করে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদিগের অবমান করিবে না।

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আ মৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাং ॥ ১৩৭ ॥

ধনার্জ্জন চেষ্টা করিয়া যদি প্রথমে অকৃতকার্য্য হয়, আমি অতি হতভাগ্য

আমার আর ধন হইবে না, এরূপ ভাবিয়া আত্মাকে অবজ্ঞা করিবে না। মরণপর্য্যন্ত ধনার্জ্জন চেষ্টা করিবে, ধন দুর্লভ ভাবিবে না।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩৮॥

সত্য প্রিয় কথা বলিবে, অপ্রিয় সত্য কথা বলিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত এই, যদি কাহার পুত্র জন্মে, তাহাকে সেই সংবাদ দিলে সত্য কথা কহা হয় অথচ এটী প্রীতিকরও হয়, পক্ষান্তরে যদি কাহার পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহাকে সে সংবাদ দিলে সত্য বলা হয় বটে কিন্তু তাহাতে তাহার অত্যন্ত অসন্তোষ জন্মে। অতএব তাদৃশ অপ্রিয় সত্য কথা বলিবে না। প্রীতিকর হইবে বলিয়া মিথ্যা কথাও বলিবে না। বেদমূলক এই সনাতন ধর্ম্ম।

ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ॥ ১৩৯।

ভালকে ভাল বলিবে, অথবা যাহা ভাল তাহাই বলিবে, যেটী মন্দ তাহা বলিবে না। কাহারো সহিত কখন নিষ্প্রয়োজন বিবাদ ও শত্রুতা করিবে না।

নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে।
নাজ্ঞাতেন সমং গচ্ছেৎ নৈকোন বৃষলৈঃ সহ॥ ১৪০।

অতি ভোরে, অতি সন্ধ্যাকালে এবং দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির সহিত গমন করিবে না। আর একাকী শূদ্রের সহিত পথে চলিবে না।

হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োধিকান্।
রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ॥ ১৪১।

সচরাচর মানুষের যে প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়া থাকে, যাহার অঙ্গ তদপেক্ষা হীন অথবা অধিক, যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, যে ব্যক্তি রূপহীন ধনহীন অথবা জাতিহীন, তাহাদিগকে তত্তৎদোষের উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিবে না।

ন স্পৃশেৎপাণিনোচ্ছিষ্টোবিপ্রোগোব্রাহ্মণানলান্।
ন চাপি পশ্যেদশুচিঃ সুস্থোজ্যোতির্গণান্দিবি॥ ১৪২।

ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট মুখে হস্ত দ্বারা গো ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করিবে না। সুস্থ ব্যক্তি অশুচি অবস্থায় আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করিবে না।

স্পৃষ্ট্বৈতানশুচিঃ নিত্যমদ্ভিঃ প্রাণানুপস্পৃশেৎ।
গাত্রাণি চৈব সর্ব্বাণি নাভিং পাণিতলেন তু॥ ১৪৩।

অশুচি ব্যক্তি উপরি উক্ত গবাদি স্পর্শ করিলে কৃতাচমন হইয়া হস্তগৃহীত জল দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও শিরঃস্কন্ধাদি গাত্র ও নাভি স্পর্শ করিবে।

অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বাণ্যেব বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৪৪।

সুস্থ ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয় ছিদ্র অকারণ স্পর্শ করিবে না এবং রহস্য স্থানগত রোমাদি স্পর্শ পরিত্যাগ করিবে।

মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রয়তাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥ ১৪৫॥

ব্রাহ্মণ গোরোচনাদিরূপ মঙ্গল ও গুরুসেবাদিরূপ সদাচার যুক্ত শুচি ও জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং অনলস হইয়া নিত্য গায়ত্রীজপ ও অগ্নিতে হোমাদি করিবে।

মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাং।
জপতাং জুহ্বতাঞ্চৈব বিনিপাতোন বিদ্যতে॥ ১৪৬।

যে সকল ব্যক্তি মঙ্গল ও আচার যুক্ত, নিত্য শুচি ও জপ হোমে রত হয়, তাহাদের বিনাশ হয় না।

বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্যউচ্যতে॥ ১৪৭॥

ব্রাহ্মণ অনলস হইয়া যথাকালে নিত্য বেদ অভ্যাস করিবে। মন্বাদি ঋষিগণ এই বেদাভ্যাসকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ও অন্য ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীং॥ ১৪৮॥

ব্রাহ্মণ সতত বেদ্যাভাস, শৌচ, তপস্যা ও অহিংসাদ্বারা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করে।

পৌর্ব্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যসতে পুনঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে॥ ১৪৯॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ হইলে জন্ম জরা দুঃখ স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া সংসারে বিরক্তি জন্মাইয়া দেয়, তাহা হইলেই মোক্ষহেতু বলিয়া বেদাভ্যাসে সদা প্রবৃত্তি

জন্মে। নিয়ত বেদভ্যাস-নিবন্ধন পরমানন্দ সুখ-ভোগ হইয়া থাকে।

সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ।
পিতৄংশ্চৈবাষ্টকাস্বর্চ্চেন্নিত্যমন্বষ্টকাসু চ ॥ ১৫০।

ব্রাহ্মণ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় সর্ব্বদা সাবিত্র হোম ও শান্তি হোম করিবে এবং অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর তিন কৃষ্ণাষ্টমীতে অষ্টকাশ্রাদ্ধ দ্বারা ও কৃষ্ণ নবমীতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবে।

দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনং।
উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকঞ্চ দূরাদেব সমাচরেৎ ॥ ১৫১।

ধনুতে তীর যোগ করিয়া নিক্ষেপ করিলে ঐ তীর যত দূরে গিয়া পতিত হয়, অগ্নিগৃহ হইতে তত দূরে প্রস্রাব, বিষ্ঠা, পাদ-প্রক্ষালন-জল, উচ্ছিষ্টান্ন ও রেতঃ নিক্ষেপ করিবে।

মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনং।
পূর্ব্বাহ্ণএব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনং ॥ ১৫২।

বিষ্ঠাত্যাগ, দেহপ্রসাধন, প্রাতঃস্নান, দন্তধাবন, অঞ্জনধারণ ও দেবতাদিগের পূজন এই সমুদয় কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে করিবে।

দৈবতান্যভিগচ্ছেত্তু ধার্ম্মিকাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
ঈশ্বরঞ্চৈব রক্ষার্থং গুরূনেব চ পর্ব্বসু ॥ ১৫৩।

বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উদ্দেশে পাষাণাদিময় দেবতা, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ, রাজা, ও পিত্রাদি গুরুলোক ইহঁাদিগকে অমাবস্যাদি পর্ব্বদিনে দর্শন করিবার জন্য গমন করিবে।

অভিবাদয়েদ্বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকং।
কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ ॥ ১৫৪।

বৃদ্ধ গুরুলোক গৃহে আগমন করিলে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিবে। উপবেশনার্থ তাঁহাদিগকে আপন আসন প্রদান করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে অবস্থান করিবে। গমন কালে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে।

রমণীরতন।

কামিনী কানন শোভিছে সঘন
নয়ন-লোভন রূপের ছটায়,

সুধার সুবাস করিয়া বিকাশ
উন্মাদ অলির প্রমাদ ঘটায়।
সরোজ-বদন শফরী-নয়ন
বনবিহারিণী প্রেমনিকেতন—
কে ও বরাননা বিজলী-বরণা?
—এ জগতে ওটী রমণীরতন!
জলদমালায় নাচিয়া খেলায়
হাসির ছটায় উজলি ভুবন,
এই আছে এই এই আর নেই
এই রে আবার জলদে মগন।
আপনার মনে প্রণয়ীর সনে
বিহরে, সে রূপে ধরা বিচেতন.
কে ওই চটুলা কাদম্বিনী বালা?
—ওই নভে ওটী রমণী-রতন!
ভরা পরিমল ভাবে ঢল ঢল
ওই যে কুসুম ফুটিয়ে রহিছে,
বহি যার বাস মধুর বাতাস
মধুর মধুর চৌদিক করিছে।
কুসুমের মণি কে ওই রমণী
সলাজ সরলা বালিকা প্রায়—
রূপের সাগরে সোহাগ সমীরে
হাসি রাশি ঢালি ভাসিয়া যায়?
আয়ত উজল নীলশতদল
কোমল কলিকা করিয়া দলন—
(কি যে কি সে রূপ; জানি না স্বরূপ
এ জগতে তার কি আছে তুলন!)
কনয়া কমল নয়ন যুগল
সুধার সে রসে সরসে ভাসে,
ফুলকুল দলি নট শঠ অলি
চির বাঁধা তার প্রণয়পাশে!

প্রেম হেম জলে সে কম কমলে
অসুধা সুধায় করিতে পান।
সাদরে সে করে, মরি অকাতরে
বিনি মূলে অলি স'পেছে প্রাণ।
কি গুণে, কি ধনে, কি প্রেমে, লোভনে
শঠের স্বভাব কভু না যায়,
পেলে সুসময় ফেলি সমুদয়
চটুল চরণে সঘনে ধায়।
আবেশে রভসে প্রেমসুধারসে
সারাটী যামিনী আছিল ভোর,
এবে অসময় কালা রসময়
উচাটিত চিত নেহারি ভোর।
অথির অন্তর মেলি দুটী কর
উড়ি উড়ি ক্ষণে চাহে বিদায়,
কি ভাবি, কি জানি নীরব অমনি
আজুরে অলির বিষম দায়।
সর সোহাগিনী ফুল্ল কমলিনী
সেও যে মলিনী দিনেশ বিহনে,
সেরূপ সৌরভ কুসুম বৈভব
তিরোহিত মরি নিশার মিলনে।
ফুলমধুচোরা নিলাজ ভ্রমরা
আর নাহি গায় প্রেম গুণ গান,
আর না কমল খুলি হৃদি দল
মধুদানে তার তোষয় পরাণ।
বিনি সূতে গাঁথি মুকুতার পাঁতি
ঈষৎ লোহিত রঞ্জনে রাঙ্গিয়া,
সোহাগে সাদরে জলদ যেন রে
প্রিয়া কণ্ঠে তাই দিয়াছে সাজিয়া।
মোহনে মোহন, প্রিয় দরশন
মরি কি অতুল হয়েছে শোভা,

রহি রহি তায় উছু তর প্রায়
ছুটি ছুটি কি বা বাহিরে আভা ।
অথবা যেমন প্রমোদ কানন
শত শত চারু প্রসূন আধার,
রূপের বাহারে উজলি সবারে
বসি জবারাশি তাহার মাঝার ।
বাহিত সমীর নিশার শিশির
বিন্দু বিন্দু চুম্বি সে বর শরীরে
মোহন পরশে হরষে বিবশে
কি সুন্দর সাজে শোভিছে মরি রে !
অই যে উজল বিধু নিরমল
গগন সরসে শোভিছে যখন,
ঘেরি চারি ধার, শোভিল তাহার
হাসি হাসি আসি তারা অগণন—
তিমির নাশিছে দিক প্রকাশিছে
হাসিছে ধরণী কৌমুদী বসনা—
অতুল অরূপ কি যে কি সে রূপ !
কেমনে বর্ণিবে মানব রসনা !
ধরা ভরা যশ সরস সরস
ভাব রাজ্যে রাজা চিন্তার হৃদয়,
কল্পনা-বান্ধব মধুর মাধব
ভারতী মাতার সাধের তনয়—
এ ধরায় যারা কতই না তারা
প্রাণপণে রূপ করেছে যতন !
কিন্তু কই কবে সেরূপ, সে ভাবে
পেরেছে কি হৃদে করিতে ধারণ ?
কুমুদ কামিনি বিধুবিমোহিনি !
আছিলে মলিনী যাহার লাগিয়া,
প্রমোদ বিভোর মন চোরা তোর
হাসিছে গগনে দেখ লো চাহিয়া !

যাহার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
যাপিলে দিবস ফুলালে নয়ন,
অই সে তোমার প্রিয়মণিহার
যতনে হৃদয়ে কর লো ধারণ!
চাতকিনীগণ পুলকে মগন
প্রিয় প্রেমাধার গগনে হেরিয়া,
পূরি মন আশ নাশিবে পিয়াস
পিয়ে প্রেমসুধা পরাণ ভরিয়া।
ধরি সুধাকর জুড়াতে অন্তর
প্রাণপণে ওই উধাও উড়িল,
দেখিতে দেখিতে পলকে চকিতে
নিরাশার নীরে অমনি পড়িল।
ব্যথিত শরীর চক্ষে বহে নীর
দারুণ আঘাত বাজিল হৃদয়ে,
নীরবে সহিল নীরব রহিল
কিন্তু না ভুলিল সে চাঁদ নিদয়ে।
কেন যে কে জানে তবু তারি পানে
ধায়, ভাল বাসে প্রাণের সহিত,
জানে না কি তার হৃদয় অগার
দুরপনয়ন কলঙ্কে পূরিত?
জানে না কি তার সুধার ভাণ্ডার
রাহু চণ্ডালীয়া করয় হরণ?
লাজে অভিমানে তাই সুগোপনে
লুকায় কলঙ্কী ও কালা বদন!
সবে মাত্র ধন নয়ননন্দন
মৃগ শিশুটীকে রাখিয়া বুকেতে,
দিন অনুদিন ভেবে তনু ক্ষীণ
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ, দারুণ দুখেতে!
বিটপি-শ্যামল ভাবে ঢল ঢল
নেহারি নিশার নিছনি-নিচয়,

এক তান প্রাণে বিধু সুধাপানে
বিপুল পুলকে পূরিল হৃদয়!
সমীর মেদুর মধুর মধুর
বহে চারি ধার ঘেরিয়া তাহার,
নীহারের ছলে তৃণপত্র দলে
ঝর ঝর ঝরে আনন্দ আসার।
প্রণয়-বিহ্বলা প্রিয়-প্রেম-মেলা
মোহিনী বীণায় পূরিয়া তান,
সুসপ্তম স্বরে লহরে লহরে
কাঁপায়ে অম্বর গাহিছে গান।
মরি সে লহরি ধিরি ধিরি ধিরি
প্রতিধ্বনি তুলি ভরিল ভুবন,
জাগিল যামিনী বিধুবিমোহিনী
জাগিল সে রবে দিগঙ্গনাগণ।
গাঢ় নীলিমায় গগন-শয্যায়
জাগে তারাবধূ অমর বালিকা,
সে রস নেহারি চাহে ধিরি, মরি
লাজমাখা আঁখি কুসুম কলিকা!
বিতরিয়া মধু হাসে মৃদু মৃদু
ফুলের ঘোমটা ঘুচিল অমনি,
আ মরি কি শোভা মুনি মন-লোভা
ধন্য কানন-মোহিনী রমণী!
তারাপতি তার সুধার সে ধার
পিয়ে প্রিয়া সনে পরাণ ভরিয়া,
যতেক অমরে সে সুধার তরে
চলিলা ডাকিতে ত্বরায় করিয়া।
ধীরে ধীরে ধীরে ত্যজিয়া প্রাচীরে
ত্যজি মধ্য দেশ আনন্দ অন্তরে,
পশ্চিম আশায়, চলিলা ত্বরায়
দেবে দিতে বার্ত্তা বিরাম-ভূধরে।

বসুমতী সতী প্রশান্ত মূরতি
চির সুখময়ী শান্তির আধার,
পীযূষ পূরিত চিত বিমোহিত
মোহন নিনাদে মোহিতা তাহার।
তৃণ পত্রদলে রহি কুতূহলে
তান পূরে তান পূরিয়া গান্ধার,
প্রতিদানচ্ছলে প্রীতি-দান বলে
গাহিছে ঝিল্লির ঝিঁঝিঁট বাহার।
মানবনিচয় এবে শান্তিময়
সুষুপ্তির কমকোমল শয্যায়,
ঢালিয়া শরীর চিন্তায় অধীর
দুখতাপযুত পরাণ জুড়ায়।
কিন্তু যবে তার শ্রবণ মাঝার
পশিল সে তান সুধার সমান,
আঁখি নিমীলিয়ে হৃদয় ভরিয়ে
যেন রে করিছে সে সুধা পান।
কুসুমে কুসুমে চুমে চুমে চুমে
শিশির সিঞ্চিত শীতল সমীর,
জুড়ায়ে ভুবন কাঁপায়ে কানন
বহিছে মৃদুল ঝির ঝির ঝির।
সে রস পরশে মানস হরষে
পুলকে পূরিত কাননলতা,
যেন হাসি হাসি সখীরে সম্ভাষি
হাবে ভাবে কিবা কহিছে কথা।
কে জানে কি কথা কহে বনলতা
মাথা দুলাইয়া মুখানি তুলি,
সে মধুর ভাবে মিটি মিটি হাসে
ফুল কলি বালা ঘোমটা খুলি!
কে জানে কি কহে চাহি দুহুঁ দোহে
দুহু দোঁহে কহে মনের কথা,

কি যে সে অমিয়া, পড়ে উছলিয়া
কে বুঝে সে ভাব সে মধুরতা ?
কহিছে এ যেন দেখ সখি হেন
অপরূপ রূপ ভুবন-মোহন,
রূপের আধার এ ধরা মাঝার
হেরে নাই কভু এ মোর নয়ন !
ত্রিলোকে আ মরি রূপের মাধুরী
আছে কি আছে কি এ হেন আর ?
নারী হয়ে মরি ! নারী-মন হরি
মন-মনোহারী গাঁথয় হার !
যেন মধুমাখা শরদের রাকা
অচল আ মরি নীলিম গগনে,
কিবা সৌদামিনী বিশ্ববিমোহিনী
দৃঢ় প্রেমডোরে বাঁধা নব ঘনে।
সুধার লহরী পড়ে ঝরি ঝরি
সুগন্ধম জিনি সে সুধাস্বরে,
জুড়াইয়া প্রাণ করি যাহা পান
লভয় জীবন অমর নরে ! ”
হে বনতোষিণি সুখবিলাসিনি !
নয়নাভিরাম হে বনলতে !
কহ না জিজ্ঞাসি হেন রূপরাশি
পড়েছে কি কভু নয়নপথে ?
একাধারে তায় বল না কোথায় ?
রূপ গুণ দুই একত্র মিলন ?
অরুণে কৌমুদী কমলে কুমুদী
হেরেছ কি কভু রতনে রতন ?
সতিনী বলিয়া বৃথায় দুষিয়া
কে বলে বিবাদ ভারতী রমায় ?
বিভিন্ন আধার বসতি দোহাঁর
সদা অপ্রণয় কে বলে দোহাঁয় ?

যে বলে—তাহায় এ মোর বিনয়
বারেক আসিয়া করি দরশন,
করুক সে জন চির বিদূষণ
আঁখি শ্রবণের বিবাদ ভঞ্জন!
চাঁদের চন্দ্রিমা মধুমধুরিমা
কুসুমের হাসি, অরুণ কিরণ,
শ্যামল জলদ, মৃগ-মন-মদ
বাসবের চাপ, বিজলি বরণ।
মুকুতা কলাপ শুকের আলাপ
বাঁধুলী গৌরব, জবার রঞ্জন,
নব নবনীত পিকের সঙ্গীত
কটি করী-অরি-কেশরীগঞ্জন!
চম্পকের কলি শঙ্খের ত্রিবলী
কমল মৃণাল কদলী কটরা
মরাল গমন অপাঙ্গ দর্শন
লাজে লজ্জাবতী ধীরে বসুন্ধরা।
গুণে গুণাকর প্রকৃতি সুন্দর
আঁখি মন প্রাণ প্রিয় রুচি-কর,
বাছিয়া বাছিয়া যতনে লইয়া
যা কিছু জগতে চারু-মনোহর।
রূপের সাগর মথি নিরন্তর
তিল তিল রূপ করি আহরণ,
মিলনে তাহার করিলা প্রচার
নয়নাভিরাম বিবিধ বরণ
হৃদয়ে রাখিয়া স্নেহেতে মাখিয়া
প্রাণপণে তাই করিয়া যতন,
মনের মানসে কল্পনার বশে
গড়িলা অতুল রমণী-রতন।
ধন্য গুণাকর! ত্রিলোক ভিতর
যে হেন রতন করিলা সৃজন,

বিরলে বসিয়া বাছিয়া বাছিয়া
সুচারু বরণ করিয়া যোজন।
যেরূপ যেখানে, অতি সাবধানে
স্বরূপ সেরূপ করিলা বিধান,
ধন্য সেই জন, জগত-পূজন
চিত্রকরগুরু পুরুষ-প্রধান!
ধন্য সেই জন, জগতে যে জন
মানব দুর্লভ ধরেছে আঁখি,
হৃদয় ভরিয়া সাধ মিটাইয়া
হেরেছে ওরূপ হৃদয়ে রাখি।
আঁখির পিয়াসা, হৃদয়ের আশা
বার বার হেরি মিটেও মিটে না,
যতই নেহারে, ততই তাহারে
বাড়ে কুতূহল, কেন যে জানি না।
জানে না ও রূপে কত যে কিরূপে
অসুধা অমিয়া রয়েছে মাখা,
সুধার আধার রাকাশশধর
নখরে তাহার রয়েছে আঁকা।
কামিনী-কানন, শোভিছে কেমন
মানস-মোহন রূপের ছটায়,
সুধার সুবাস, বহি চারি পাশ
উন্মাদ অলির প্রমাদ ঘটায়!
রমণীর মণি কে ওই রমণী
সলাজ সরলা বালিকা প্রায়,
রূপের সাগরে, সোহাগ সমীরে
হাসিরাশি ঢালি ভাসিয়া যায়।
জগত-মোহিনী, চারু সৌদামিনী
মধুর মাধবী প্রেম নিকেতন,
রূপের প্রতিমা, গুণের গরিমা
এ জগতে ওটী রমণী রতন!

সাঃ—নেঃ—

মৃচ্ছকটিক।

চতুর্থ অঙ্ক।

ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব্বে চিত্রবিদ্যার যে সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়। মৃচ্ছকটিককারের সময়ে উজ্জয়িনীতেও চিত্রকার্য্য বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। নিম্ন লিখিত বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বসন্তসেনা অনন্যমনা হইয়া অতি সুস্নিগ্ধ ভাবে চারুদত্তের চিত্র দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ক্রীত দাসী মদনিকা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তিনি মদনিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেমন এই চিত্রাকৃতি আর্য্য চারুদত্তের সুসদৃশী (১) হইয়াছে কি না? চিত্রকার্য্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও সবিশেষ নৈপুণ্য না জন্মিলে কেহ কখন অপরের আকৃতির অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। বসন্তসেনার প্রশ্ন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মৃচ্ছকটিককারের সময়ে চিত্রকরদিগের সুসদৃশ চিত্র অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। সে ক্ষমতা না জন্মিলে উল্লিখিতপ্রকার প্রশ্নের অবতারণা হওয়া সম্ভাবিত হয় না।

এখন কাপড়ের পাখা টানাপাখা প্রভৃতি নানা প্রকার পাখা উঠিয়াছে কিন্তু আমরা এখন যে তালের পাখা দেখিতে পাই, এই পাখাই বহুকাল এদেশে প্রচলিত ছিল ও আছে। মৃচ্ছকটিককারের সময়ে উজ্জয়িনীতে এই তালবৃন্তেরই ব্যবহার ছিল। বসন্তসেনা মদনিকাকে কহিতেছেন, তুমি এই ফলক আমার শয্যার উপরে রাখিয়া তালবৃন্ত গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন কর। (২)। অমরকোষেও তালবৃন্ত (৩) ব্যজন শব্দের অপর পর্য্যায় বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

গৃহে বায়ুসঞ্চারার্থ এখন যেমন প্রশস্ত জানলা খড়খড়ি প্রভৃতি হইয়াছে, পূর্ব্বে এদেশে এরূপ ছিল না। মৃচ্ছকটিক পাঠে জানিতে পারা যায় উজ্জয়িনীতে গৃহে গবাক্ষ করিবারই রীতি ছিল।

শর্ব্বিলক মদনিকাকে জিজ্ঞাসা করিল বসন্তসেনা নিষ্ক্রয় লইয়া তোমাকে কি মুক্ত করিবেন? বসন্তসেনা এইকথা শুনিয়া কহিতেছেন, ইহারা মৎসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। অতএব আমি এই গবাক্ষ দ্বারা আবৃতশরীর হইয়া

---

(১) বসং। হঞ্জে মঅনিএ অবি সুসদিসী ইয়ং চিত্তাকিদী অজ্জ চারুদত্তস্য।

(২) বসং। হঞ্জে ইমন্দাব চিত্তফলঅং মম সঅণীএ ঠাবিঅ তালবেণ্টঅং গেহ্নিঅ লহুং আঅচ্ছ

(৩) ব্যজনং তালবৃন্তকং। অমরকোষঃ।

শ্রবণ করিব। (৪) গবাক্ষ শব্দের অর্থ এই গোরুর চক্ষুর ন্যায়। গোরুর চক্ষুর আকারে তক্তার মধ্যে মধ্যে কাটিয়া যে জানলা প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম গবাক্ষ। তাহাকে বাতায়ন বলে (৫)। এরূপে জানলা করিবার উদ্দেশ্য এই, গৃহমধ্যে বায়ুপ্রবেশ হওয়া চাই, অথচ অন্তঃপুরনারীগণ বাহিরের কোন ব্যক্তির নয়নগোচর না হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ গৃহমধ্যে বায়ুপ্রবেশের যে আবশ্যকতা আছে, পূর্ব্বকার লোকেরা যে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন, গবাক্ষ রাখিবার রীতি দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। বাতায়ন শব্দের অর্থ দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আজও বঙ্গদেশের দুই একটা পুরাতন বাটীতে ঐ গবাক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই (৬) বঙ্গদেশের অনেক প্রদেশের লোকে গৃহে বায়ু প্রবেশের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। আমরা দেখিতে পাই, অনেক স্থানের লোকে গৃহকে বায়ুসেবী করিয়া নির্ম্মাণ করেন না।

শর্ব্বিলক ও মদনিকার বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে ক্রীতদাস ও দাসী রাখিবার প্রথা ছিল। দাসস্বামীর ইচ্ছা হইলে তিনি সমুচিত অর্থ লইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন। শর্ব্বিলক মদনিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, বসন্তসেনা নিষ্ক্রয় লইয়া কি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিবেন?

মদনিকা উত্তর করিল, আমি আর্য্যাকে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন যদি আমার ইচ্ছা হয়, অর্থ ব্যতিরেকেও সকল পরিজনকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিব। শর্ব্বিলক তোমার এত বিভব কোথা হইতে হইল যে তুমি আমাকে আর্য্যার নিকট হইতে মুক্ত করিবে (৭)।

আমরা মৃচ্ছকটিক পাঠ করিয়া উজ্জয়িনীর একটী অদ্ভুত ব্যবহারের বিষয় অবগত হইতেছি। বঙ্গদেশের ভদ্রসমাজে এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার প্রচলিত দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শর্ব্বিলক একজন বেদজ্ঞ বিশুদ্ধ

(৪) বসং। কধং বৎসবন্ধিণী কধা। তা সুণিস্সং ইমিণা গবক্খেণ ওবারিদশরীরা।

(৫) বাতায়নং গবাক্ষঃ স্যাৎ। অমরকোষঃ।

(৬) শর্ব্বি। মদনিকে কিং বসন্তসেনা মোক্ষ্যতি ত্বাং নিষ্ক্রয়েণ।

(৭) মদ। সব্বিলঅ ভণিদা মএ অজ্জআ, তদো ভণাদি জই মম সচ্ছন্দো তদা বিণা অত্থং সব্বং পরিঅণং অভুজিস্সং করিস্সং অধ সব্বিলঅ কুদো দে এত্তিউ বিহবো জেণ মং অজ্জাসআসাদো মোআবিস্সদি।

শ্রোত্রিয়ের সন্তান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, শর্ব্বিলক এরূপ উচ্চকুলজাত হইয়াও বসন্তসেনার দাসী মদনিকার পাণিগ্রহণ করে। বসন্তসেনা যখন মদনিকাকে মুক্ত করিয়া দিলেন, তখন মদনিকা ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা বলিয়া তাঁহার পায়ে পতিত হইল যে আর্য্যা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন বসন্তসেনা মদনিকাকে বলিলেন, তুমিই এক্ষণে আমার পূজনীয় হইলে। অতএব যাও গাড়ীতে আরোহণ কর, আমাকে স্মরণ করিও। শর্ব্বিলক বিদায় কালে মদনিকাকে বলিল, তুমি বসন্তসেনাকে ভালরূপে দেখিয়া লও। মস্তক নত করিয়া ইহাঁকে প্রণাম কর, যাঁহা হইতে তুমি দুর্লভ বধূশব্দ প্রাপ্ত হইলে। বধূশব্দ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, শর্ব্বিলক মদনিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্যের প্রতি বধূশব্দ প্রযুক্ত হয় না। শর্ব্বিলক মদনিকাকে যে বিবাহ করে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই, শর্ব্বিলক যখন মদনিকাকে শকটে করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে রাজকিঙ্করেরা এই ঘোষণা করিয়া দেয়, গোপালপুত্র আর্য্যক রাজা হইবেন, সিদ্ধ ব্যক্তিরা এই আদেশ করিয়াছেন। রাজা পালক এই বাক্যে প্রত্যয় করিয়া ভীত হইয়াছেন। অতএব তিনি আভীরপল্লী হইতে আর্য্যককে আনাইয়া ঘোর কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছেন। অতএব রক্ষিপুরুষসকল তোমরা আপন আপন স্থানে সাবধান হইয়া রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিবে। শর্ব্বিলক এই কথা শুনিয়া বলিল, কি রাজা পালক আমার প্রিয় সুহৃৎ আর্য্যককে কারাগারে বন্ধন করিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীবিশিষ্ট হইয়াছি। কি কষ্টের বিষয়। অথবা জগতে মানুষের বন্ধু ও বনিতা এই দুটী প্রিয়। কিন্তু এক্ষণে সুন্দরীশতাপেক্ষাও সুহৃৎ শ্রেষ্ঠ, এই কথা কহিয়া সে শকট হইতে অবতীর্ণ হইল। মদনিকা সাশ্রুলোচনে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র আমাকে গুরুজনের নিকটে পাঠাইয়া দিন। আর্য্যপুত্রশব্দ পরিণেতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হয় না। মদনিকার বাক্যদ্বারা এ সিদ্ধান্ত করাও সঙ্গত হইতেছে না যে শর্ব্বিলক অসৎপথাবলম্বী হইয়াছিল, অতএব সে বেশ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করে। তাহার পিত্রাদি গুরুজন তাহার সহিত আচার ব্যবহার করে নাই। তাই বা কিরূপে বলি। মদনিকা গুরুজনের নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবার কথা কহিতেছে। যাহা হউক, শর্ব্বিলক উচ্চকুলসম্ভূত হইয়া যে বেশ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে লইয়া যে ঘরসংসার করে বঙ্গদেশের ভদ্রসমাজে এপ্রকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া

য়ায় না। ফলতঃ এটী মৃচ্ছকটিককারের সময়ের একটী অদ্ভুত ব্যবহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা বেশ্যা বিবাহ করিয়া ঘরসংসার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু এটী এদেশের সাধারণ ভদ্র ব্যবহার নয় (৮)।

যোগতত্ত্ব।

ভারতবর্ষের ঋষিগণ নৈসর্গিক তত্ত্বের যেরূপ গাঢ় অনুশীলন করিয়াছিলেন, অন্য দেশের কোন প্রাচীন জাতি তাহার ষোড়শ অংশের এক অংশও করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আর্য্যগণ ভূমণ্ডলে অনেক বিষয়েরই আদিম শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের অবিচ্ছিন্ন প্রসিদ্ধ পরিস্ফুন্ন পথের পথিক হইয়া অন্য জাতি আজ যশোভাজন হইতেছেন। ঋষিদিগের কিছুমাত্র ভোগ-লালসা ছিল না, যিনি যে বিষয়ে মনঃসন্নিবেশ করিয়াছিলেন তিনি তাহাতেই উন্নতির পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যোগতত্ত্ব অতি কঠিন শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করা সহজ নয়,—ইহা নিতান্ত কৃচ্ছ্র সাধন সাধ্য। অন্যান্য অনেক বিদ্যা আছে, যাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিলে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, কিন্তু এ বিদ্যা বাক্যদ্বারা হৃদ্গত হইবার নয় এবং কার্য্যে পরিণত না হইলে এ কেবল একটী কাল্পনিক বিষয় মাত্র

---

(৮) বসং। সংপদং তুমং জেব্ব বংদনীআ সংবুত্তা, তা গচ্ছ, আরুহ পবহণং সুমরেসি মং।

শর্ব্বি। স্বস্তি ভবত্যৈ; মদনিকে,

সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তামেষ শিরসা বন্দ্যতাং জনঃ
যত্র তে দুর্লভং প্রাপ্তং বধূশব্দাবগুণ্ঠনং।

ইতি মদনিকয়া সহ প্রবহণমারুহ্য গন্তুং প্রবৃত্তঃ। নেপথ্যে। কঃ কোঽত্র ভোঃ রাষ্ট্রিয়ঃ সমাজ্ঞাপয়তি। এষ খল্বার্য্যকো গোপালদারকো রাজা ভবিষ্যতীতি, সিদ্ধাদেশপ্রত্যয়পরিত্রস্তেন পালকেন রাজ্ঞা, ঘোষাদানীয় ঘোরে বন্ধনাগারে ক্ষিপ্তঃ। ততঃ স্বেষু স্বেষু স্থানেষু অপ্রমত্তৈর্ভবদ্ভির্ভবিতব্যং।

শর্ব্বি। আকর্ণ্য কথং রাজ্ঞা পালকেন প্রিয়সুহৃদার্য্যকোমে বদ্ধঃ। কলত্রবাংশ্চাস্মি সংবৃত্তঃ। কষ্টং। অথবা।

দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ং নরাণাং, সুহৃচ্চ, বনিতা চ,
সম্প্রতি তু সুন্দরীণাং শতাদপি সুহৃদ্বিশিষ্টতমঃ।

ভবত্ববতরামি। ইত্যবতরতি।

মদ। সাস্রং অঞ্জলিং বদ্ধা। এব্বং গেদং তা পবং গেহ্ন মং অজ্জউত্তো সমীবং গুরুআণাং।

হয়। যাহা হউক, যোগ কাহাকে বলে, এবং ইহা অভ্যাস করিলে মনুষ্য জাতির কোন উপকার হইতে পারে কি না, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

ঋষিগণপ্রযুক্ত যোগ শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম কি? ইহার ব্যাখ্যা বিষয়ে সকলের এক মত নয়। কেহ কেহ কহেন বিষয়-ব্যাপার-বিহীন নির্লিপ্ত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মেলন যোগশব্দবাচ্য; অপরের এই মত যে শারীরিক স্থৈর্য্য দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনই যথার্থ যোগ। নিম্নলিখিত যোগের বিবরণ পাঠ করিলে এই শেষ ব্যাখ্যা যে সকলেরই সুসঙ্গত বোধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যোগিগণের মতে যোগ পরম বিদ্যা। যিনি ইহার চরম সোপানে অধিরূঢ় হইতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য আর কিছুই থাকে না। তাঁহারা কহেন, সমাধিসিদ্ধ পরম যোগী অনায়াসে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতে পারেন; মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন। মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে, জলমধ্যে নিমগ্ন রাখিলে সহসা যোগীর প্রাণবিয়োগ হয় না। অধিক কি, ইচ্ছা করিলে একজন সিদ্ধপুরুষ অনায়াসে অভিনব অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত দেখাইতে পারেন। এই সকল অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করা কতদূর মনুষ্যের ক্ষমতাসাধ্য। তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মধ্যে যেগুলি যুক্তিসঙ্গত ও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহারই সবিশেষ সমালোচনা করা কর্ত্তব্য।

যোগাভ্যাসের ফল স্বরূপ যে কয়েকটী বিষয় উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আয়ুর্বৃদ্ধি, ইচ্ছামৃত্যু এবং শ্বাসরোধেও জীবন রক্ষা হয়, এইগুলি যুক্তি ও বিবেচনাসঙ্গত এবং প্রত্যক্ষ ঘটনা। নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারাও এগুলি বিশিষ্টরূপ সপ্রমাণ হয়। স্বভাবে যাহা নাই, তাহা আর কোথাও নাই। স্বভাব অতিক্রম করিয়া কিছুই হইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই, একটী বস্তুতে যে যে গুণ আছে আর একটী বস্তুতে সেই সকল গুণগুলি না থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল কারণসত্ত্বে এক বস্তুতে তৎসমুদায় গুণের আবির্ভাব হয়, যে আধারে ঐ সমস্ত কারণের অভাব আছে, কৌশলক্রমে যদি তাহাতে তত্তৎ কারণ ঘটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তদানুসঙ্গিক গুণও তাহাতে আসক্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। যোগ সাধনের ফলভূত যে কয়েকটী বিষয় প্রামাণিক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহা অবলীলা ক্রমে সিদ্ধ

হইতে পারে। উহার অনুকরণ ও অভ্যাস করিবার জন্য স্বভাবই একমাত্র আদর্শ। অতএব প্রকৃতিতত্ত্ব যোগবিদ্যার প্রবেশদ্বার।

সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, কোন বিশেষ গুণ, ব্যবহারিকতত্ত্ব এবং ক্রিয়াফল উত্তমরূপ জ্ঞাত না হইয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বিজ্ঞের কাজ নয়। কিন্তু প্রকৃতিতত্ত্ব এত জটিল যে সকল বিষয় বোধসুগম হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক স্থলেই ফল দেখিয়া ক্রিয়ার অনুসরণ করিতে আমাদের অভিরুচি জন্মে। পরন্তু, কিরূপে তদনুরূপ ফলোপলব্ধি হয় এ বিষয় বুঝিতে হইলে কেবল মানববুদ্ধির সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মেধাবান্ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ কার্য্যকারণ ফলের ব্যাখ্যা করিয়া চিত্তপ্রসন্নতা সম্পাদন করিতে পারেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই অসীম জগৎস্রষ্টার প্রশংসানুবাদ ভিন্ন নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশের আর উপায়ান্তর নাই।

কারণ ও ক্রিয়াপ্রণালী বোধগম্য হওয়া সুকঠিন, এজন্য অনেকে প্রত্যক্ষ ফলকে প্রামাণিক জ্ঞান করেন। যাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য ও স্বীকার্য্য; অনুমানসিদ্ধ বিষয় অপ্রমাণিক। কিন্তু এ কথাও অনেক স্থলে স্বীকার করা যায় না। কারণ, বিষয়ের অস্তিত্বসত্বে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না জন্মিতে পারে। বিষয়জ্ঞানবোধক ইন্দ্রিয়াদির কিরূপ দূরতাব্যবধানাদি সম্বন্ধসত্বে বিষয়ব্যাপারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে, তাহার স্থিরতা নাই। চক্ষু কজ্জলে অনুরঞ্জিত থাকিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না,—অতএব এখানে বিষয়ের অস্তিত্বসত্বে বিষয় বোধ হইল না। কাজেই সকল স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপলব্ধ হওয়া অসম্ভব। কারণ অনুসন্ধান না করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞান অভ্রান্তও নয়, সহস্রখানি দর্পণে একটী চন্দ্রের সহস্রটী বিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে, তাহাতে সহস্রটী চন্দ্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করা যায় না। অতএব কোথাও ফল দেখিয়া কারণের অনুসরণ করিতে হইবে, কোথাও কারণ দেখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতে হইবে। কোথাও আবার কারণ ও ক্রিয়া প্রণালী কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; সুতরাং প্রত্যক্ষ ফল না দেখিলে কিছু বিশ্বাস হয় না। যেমন দেহের স্পষ্ট ক্রিয়াগুলি আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু তাহাদের দূরবর্ত্তী নিগূঢ় কারণগুলি ভালরূপ বুঝিতে পারি না। যোগাভ্যাসেরও নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া ও তাহার ফলগুলি আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ সমস্ত ক্রিয়া দেহোপাদানে কিরূপ কার্য্য করিয়া তৎসমুদয় ফল উৎপাদন করে, তাহার সুস্পষ্টরূপে মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ভূকৈলাসের প্রসিদ্ধ ভূস্বামিগণ সমাহিতচিত্ত এক জন যোগিকে আনিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা সুন্দরবনে দৃষ্ট হন। কথিত আছে, তিনি অনাহারে স্বচ্ছন্দে প্রাণধারণ করিতে পারিতেন। রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে সমাধিসিদ্ধ একজন যোগী চল্লিশ দিন মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের প্রতি কোন ব্যাঘাত হয় নাই। টাউনসেণ্ড নামক একজন ইংরাজ সৈনিক স্বেচ্ছানুসারে আপনারে স্পন্দরহিত মৃতদেহের ন্যায় করিতে পারিতেন এবং মনে করিলে পুনর্জ্জীবিত হইতেন। আমরা স্বচক্ষেও এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি। ফলতঃ যোগসাধন দ্বারা যে আয়ুর বৃদ্ধি হয় এবং অল্পাহারে প্রাণরক্ষা হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অনেকে আপনাকে যোগসিদ্ধ বা পিচাশসিদ্ধ ভাণ করিয়া লোকসমাজে যে অলৌকিক কাজ দেখান, সেগুলি কেবল প্রতারণামাত্র। যোগসাধনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে দ্বারে দ্বারে হাড় দিয়া ফেলকি না দেখাইয়া এক স্থানে সভ্য ভব্য বেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চাতুরী করা,—এই মাত্র ইহার গৌরব। কলিকাতানিবাসী অনেকেই হোসেন খাঁর অদ্ভুত ক্রিয়া কাণ্ড দেখিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বসিয়া নানাবিধ দ্রব্য আনিয়া দিতেন। অনেক সুচতুর ব্যক্তির সম্মুখে তিনি কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাজ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কৌশলের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সেই কাজগুলি ভেলকি ভিন্ন আর কিছুই নয়। বোম্বাই নগরের অধুনাতন থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের এক মহিলা এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার কুহকে কর্ম্মদক্ষ সুপণ্ডিত রাজপুরুষদিগেরও মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। মায়াবিনী প্রতারণার কি যে মোহিনী শক্তি,—বিদ্যা বুদ্ধি সকলই তাহার নিকট পরাভব মানে।

যোগসাধন প্রধান আটটী অঙ্গে বিভক্ত। যথা ১ যম, ২ নিয়ম, ৩ আসন ৪ প্রাণায়াম, ৫ প্রত্যাহার, ৬ ধারণা, ৭ ধ্যান এবং ৮ সমাধি।

১ যম। পাঁচটী গুণ এই অঙ্গের অন্তর্ভূত। যথা—অহিংসা, সত্যবাক্যকথন, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ।

যমাঃ পঞ্চত্বহিংসাদ্যা অহিংসা প্রাণ্যহিংসনং।
সত্যং ভূতহিতং বাক্যমিত্যাদিঃ।

যোগপরায়ণ সংশীল সাধু ব্যক্তি প্রাণবধাদি কোন প্রকার হিংসা করিবেন না। সত্য যেন তাঁহার প্রাণ ও জীবন হয়। লোভপরতন্ত্র হইয়া কাহারও

দ্রব্য অপহরণ করিবেন না। ইন্দ্রিয় দমন করিয়া সর্ব্বদা নিষ্ঠভাবে থাকিবেন। বিষয়তৃষ্ণা-পরিশূন্য সর্ব্বত্যাগী যোগীর পক্ষে দানগ্রহণ প্রশস্ত নয়। প্রাণ-ধারণোপযোগী কেবল যৎসামান্য খাদ্যোপকরণ লইয়া দেহ রক্ষা করিবেন।

২ নিয়ম। এই অঙ্গটীরও পাঁচটী প্রত্যঙ্গ আছে। যথা—শৌচ, সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জপ এবং প্রণিধান।

নিয়মাঃ পঞ্চসত্যাদ্যা বাহ্যমাভ্যন্তরং দ্বিধা।
শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্বাধ্যায়ঃ স্যান্মন্ত্রজাপঃ প্রণিধানং হরের্ভক্তিঃ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ শুদ্ধ যোগী মৃত্তিকা ও জল দ্বারা দেহ নির্ম্মল করিবেন এবং জ্ঞান দ্বারা চিত্তকে পরিষ্কার রাখিবেন। সন্তোষ সকল সুখের মূল। যোগী সকল বিষয়ে সন্তোষারূঢ় হইয়া কালযাপন করিবেন। কোন ইন্দ্রিয়কে প্রবল হইতে দিবেন না এবং ঈশ্বরের নাম জপ ও তাঁহাকে ভক্তি করিবেন।

৩ আসন। এটী যোগ সাধনের তৃতীয় সোপান। উপরের লিখিত নিয়মগুলির দ্বারা প্রথমে যোগীকে একাগ্রচিত্ত করা হইল। সর্ব্বদা বিষয়ান্তরে মন ধাবমান হইলে যোগসাধন হয় না। ব্যাধ যেমন নিশ্চলাঙ্গ হইয়া লক্ষ্য স্থির করে, যোগী সেইরূপ অব্যাহতচিত্তে যোগসাধন করিবেন। মনকে সুস্থির করিয়া দেহকে অবিচলিত রাখিবার উপায় নিশ্চিত হইতেছে। প্রধানতঃ আসন দুই প্রকার। পদ্মাসন এবং সিদ্ধাসন। দক্ষিণ জানুর উপর বাম পদ এবং বাম জানুর উপর দক্ষিণ পদ রাখিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং বামহস্তে বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিবে। পরে উন্নমিত মুখে ভ্রূদ্বয়সন্ধিস্থলে চিবুক সংলগ্ন করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক নির্ম্মল চিত্তে বীজ মন্ত্র জপ করিবে। সিদ্ধাসন অন্যরূপ। বাম গুল্‌ফের উপর উপবেশন করিয়া দক্ষিণ গুল্‌ফ সম্মুখে রাখিবে। পরে ভ্রূযুগল সন্ধি স্থলে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বীজ মন্ত্র জপ করিবে। এরূপ আসন অভ্যাস করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বারম্বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে মন চঞ্চল হয়। অতএব দেহকে এক ভাবে অধিকক্ষণ সুস্থির রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

৪ প্রাণায়াম। ইহার অঙ্গ তিনটী, পূরক, কুম্ভক এবং রেচক। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রোধ করিয়া বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বাম নাসায় বায়ু গ্রহণ করিয়া শ্বাস বন্ধ করিবে। পরে আবার বাম

নাসা রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসায় সেই বায়ু ত্যাগ করিবে। ইহার কালনিয়ম আছে, পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

৫ প্রত্যাহার। প্রিয় হউক, কিম্বা অপ্রিয় হউক, কোন বাহ্য বিষয়ে মন বিচলিত না হওয়াই প্রত্যাহার।

৬ ধারণা। হৃদপদ্মে বীজমন্ত্রের স্মরণকে ধারণা কহে।

৭ ধ্যান। অন্তরের মধ্যে পরমাত্মার গাঢ় মননকে ধ্যান কহে।

৮ সমাধি। পরমাত্মচিন্তনে মন এরূপ নিবিড় ভাবে নিমগ্ন হয় যে আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তাহাকেই সমাধি বলে।

যোগের এই কয়েকটী স্থূল অঙ্গ উল্লিখিত হইল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাতে বর্ণিত হইবে। নিবিড় যোগ সমাহিত যোগী কিরূপে অনাহারে অতি সামান্য মাত্র বায়ু সেবন করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে স্বভাবই মনুষ্যের সকল উন্নতির আদর্শ। একটী প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া অন্য একটীকে নির্ম্মাণ করাই মনুষের কার্য্য, নচেৎ মনুষ্যের কিছু নূতন উদ্ভাবন করিবার শক্তি নাই। বাষ্পপোত, তাড়িত-যন্ত্র, দিগ্‌দর্শন প্রভৃতি সমস্ত মানব কৌশল সমুদ্ভূত সামগ্রী কেবল স্বভাবের অনুকরণ। এক্ষণে দেখা যাউক, পৃথিবীতে এমন কি প্রাণী আছে যাহার স্বভাব অনুকরণ করিয়া মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইতে পারে এবং কিছু আহার না করিলে সহসা প্রাণ বিয়োগ হয় না। যে সকল জীব শীত-ঋতুতে নির্জ্জন বিবর ও গহ্বরাদিতে অনাহারে জড়বৎ কাল যাপন করে, তাহারাই যোগীদিগের অনুকরণ স্থল। কচ্ছপ. সর্প, ভেক, ভল্লুক প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত। হেমন্তের সমাগমে ইহারা গর্ত্ত ও গহ্বরাদিতে প্রবেশ করে; কিছুই আহার করে না। যত দিন শীতের তিরোধান না হয়, তত দিন জড়বৎ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকে। যোগীর সমাধি আর কিছুই নয় কেবল এই সকল প্রাণীর শীত নিদ্রার প্রতিরূপ। অতএব তাহাদের স্বভাব অভ্যাস করিতে পারিলে অনাহারে অধিক কাল থাকিতে পারা যায়। তাহাতে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। যোগীর প্রাণায়াম তাহাদের প্রকৃতিশিক্ষার একটী সোপান। আমরা দেখিতে পাই যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে যে জীবের শ্বাসসংখ্যা অল্প, তাহাই দীর্ঘজীবী। নিম্নলিখিত তালিকায় এই সত্য প্রামাণিক বোধ হইবে।

প্রাণী	নিশ্বাসের সংখ্যা	গড় পরমায়ু।
শশ	প্রায় ৩৮	৮ বৎসর

কপোত	„	৩৬	৮	„
বানর	„	২৮	—	„
কুক্কুর	„	২৮	১৩	„
ছাগ	„	২৪	১২	„
বিড়াল	„	২৪	১২	„
ঘোটক	„	১৮	৬০	„
মনুষ্য	„	১২	১০০	„
সর্প	„	৮	১২০	„
কচ্ছপ	„	৪	১৫০	„

শ্বাপদ জন্তু স[illegible]র সর্ব্বদাই ধুঁকিতে থাকে, এ জন্য তাহাদের দৈহিক গঠন দৃঢ় হ[illegible] আয়ুষ্কাল অতি সংক্ষিপ্ত। ছাগ, গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশুর রোমন্থন সময়ে নিশ্বাস প্রশ্বাসের আধিক্য হয়; সুতরাং তাহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। যেখানে এই নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হইবে, সেখানে আয়ুঃক্ষয়কারী বা বৃদ্ধিকারী [illegible] কোন কারণ বর্ত্তমান আছে, ইহা নিশ্চিত।

প্রথমতঃ উক্ত জীব[illegible]শ্বাস প্রশ্বাস অনুকরণ করিবার জন্য যোগী প্রণায়াম অভ্যাস করেন। [illegible]গের এই অঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বিঘ্নপরিশূন্য নয়। প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তন্মধ্যে ফুসফুসের স্ফীতি কাশরোগ, মধুমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রই প্রধান। এতদ্ভিন্ন ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং কায়িকশ্রমবিমুখতা সর্ব্বত্রই ঘটে। যাহারা সম্পূর্ণভাবে প্রাণায়ামের উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিতে পারেন, দিনান্তে নির্জ্জল অর্দ্ধসের দুগ্ধ তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত হয়। ইহার অধিক ভোজ্য সামগ্রী তাঁহারা সেবন করিতে পারেন না এবং অরুচিপূর্ব্বক খাইলেও বিশুদ্ধভাবে পরিপাক হয় না। আহারের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইলে প্রথম প্রথম দেহ কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযম নিবন্ধন পরিশেষে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় [illegible] মনোহর কান্তি উজ্জ্বস্থিত হইয়া উঠে। শরীর রুগ্ন নয় অথচ অধিক [illegible] থাকে না, এক স্থানে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া মানসিক চিন্তা করিতেই অধিক পটু—দৈহিক শ্রমে উদ্যমশূন্য। শরীরের অধিক ক্ষয়ও নাই, অধিক বৃদ্ধিও নাই; সুতরাং আয়ুঃসত্তা স্থির ও নিশ্চল; যেমন একটী লৌহ অস্ত্র অধিক ব্যবহার [illegible] শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং না ব্যবহার করিলে তাহাতে মরিচা ধরে। [illegible]এব বিবেচনামত কিছু কিছু

ব্যবহার করিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যোগীর দেহও ঠিক সেইরূপ। শোক, তাপ, নানাবিধ সাংসারিক উদ্বেগ তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পায় না, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য রৌদ্র, জল, শীতে অযথা শ্রম করিতে হয় না, কাজেই ক্ষয়ের ভাগ অতি অল্প হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক কিরূপ প্রণায়াম সাধন করিলে যোগী বিঘ্নবিপত্তি নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন। এই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সমাধিপিপাসু যোগী নির্জ্জন ও নির্ম্মল স্থানে উপবেশন করিবেন। যেখানে কোন প্রকার অপ্রীতিকর কঠিন শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে, সেখানে কদাচ থাকিবেন না। যখন মন একাগ্রভাবে ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তখন কোনরূপ ভয়ঙ্কর নাদ শ্রুত হইলে অন্তরাত্মা চমকিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে কঠিন পীড়া ঘটিতে পারে। এই জন্য যোগিগণ নির্জ্জন গিরিগহ্বরে [illegible] করিয়া তপস্যা করেন। পক্ষান্তর, গিরিগুহা, ভেক এবং সর্পাদির গর্ত্তেরও অনুকরণ করা হয়। শীত ঋতুতে ঐ সকল প্রাণী যেমন গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া অনাহারে কালাতি-পাত করে, যোগিগণ সেইরূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া যোগে সমাহিত হন। মুসলমান ফকিরেরাও মৃত্তিকায় গভীর গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে যৎসামান্য আহার করিয়া মাসাবধি বাস করেন। নিভৃত বিবরমধ্যে বাস করিবার আর একটী তাৎপর্য্য আছে। বাহিরের বায়ু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। উহার গুরুত্ব ও উষ্ণতার ন্যূনাধিক্যে দেহেরও অবস্থান্তর হয়। অতএব শরীরকে স্থিরভাবে রাখিতে হইলে যেখানে বায়ুর রূপান্তর অপেক্ষাকৃত অল্প, জড় অবস্থায় বাস করিবার পক্ষে সেই স্থানই প্রশস্ত।

নির্ম্মল ও পরিচালিত বায়ু সেবন না করিলে পীড়া জন্মিতে পারে সত্য বটে; কিন্তু এ স্থলে সে নিয়ম খাটিবে না। কারণ, কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুর বেগ ধারণ সমাধির প্রধান সাধন। ব্রাহ্মণদিগের প্রণবোচ্চারণ কুম্ভকের বিশেষ সহায়। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। অধিকক্ষণ কুম্ভক করিতে পারিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; নিশ্বাসিত বায়ু পুনর্ব্বার সেবন করাও সংজ্ঞাহরণের প্রধান কারণ। বায়ু যত বার ফুস ফুস হইতে বহির্গত হইবে, ততই তাহাতে ক্ষারজানের পরিমাণ অধিক হইবে। এলেন এবং পেপিস কহেন যে প্রতিবারের প্রশ্বাসিত বায়ুতে শতকরা এক ভাগ করিয়া ক্ষারজান বৃদ্ধি হয়। কোটরুপ দেখিয়াছেন যে, যে সকল প্রাণীর দেহে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে কোন প্রকোষ্ঠমধ্যে আবদ্ধ

রাখিলে তৎস্থানের বায়ুতে শতকরা ১০। ১১ ভাগ ক্ষারজান হইলে উহাদের আর চৈতনা থাকে না। যোগিদিগের পক্ষে প্রশ্বাসিত বায়ু পুনঃ পুনঃ সেবন চৈতন্য হরণের একটী সহজ উপায়। ফুস ফুস হইতে যে পরিমাণে ক্ষারজান নির্গত হয়, সেই পরিমাণে দেহে অম্লজানের আবশ্যক হইয়া থাকে।

যে সকল প্রাণীর শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে নির্ব্বাহ হয়, তাহাদের দৈহিক সন্তাপ অল্প। কিন্তু যাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তাহাদের দৈহিক সন্তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। শিশুদিগের শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং তাহাদের দেহের স্বাভাবিক সন্তাপও অধিক, কিন্তু তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহজে সহ্য করিতে পারে না। যুবা ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা এবং শারীরিক সন্তাপ অনেক অল্প; কিন্তু তাহাদের ক্ষুৎপিপাসার সহিষ্ণুতা অধিক। পক্ষিজাতির দেহের সন্তাপ প্রায় ১০৬° হইতে ১০৯° পর্যান্ত। অনশনে রাখিলে তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে তাহাদের মৃত্যু হয়। সর্প জাতির দেহ পক্ষিদেহের ন্যায় উষ্ণ নয়, শরীর ধারণের জন্য অল্প পরিমিত অম্লজান তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। অনশনে তাহারা স্বচ্ছন্দে তিন চারি মাস থাকিতে পারে। যোগীও সর্পজাতির ন্যায় পান ভোজন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিয়া গুহাদিতে অনায়াসে ধ্যান-নিরত হইয়া জীবিত থাকেন।

যে সকল ব্যক্তির মানসিক উদ্বেগের জন্য রাত্রিতে শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হয় না, এক মনে দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট কোন শব্দ ৪৫০ বার স্মরণ করিলে তাঁহাদের তৃপ্তিজনক নিদ্রার আবির্ভাব হয়। হান্, লাম, বাম ইত্যাদি। এই সকল শব্দ উচ্চারণের সময় মন একটী বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবে, কদাচ চঞ্চল হইতে দিবে না। স্নায়বিক পীড়াতেও শরীর ও মন ম্লান ও উদ্বিগ্ন হইলে এইরূপ শব্দের অনুধ্যানে স্নায়বিক উগ্রতা প্রশমিত হয়। যোগী সমাধি সাধনের সময় অন্য কোন অনর্থক শব্দ মনন না করিয়া পরমার্থফলপ্রদ ঈশ্বরের কোন একটী নাম স্মরণ করিতে থাকেন কিন্তু ঐ শব্দ দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট এবং অল্পমাত্র অক্ষরে গ্রথিত হওয়া আবশ্যক। তিন কিম্বা ততোধিক বর্ণবিশিষ্ট হইলে সাধনাভ্যাসের প্রাক্কালে কুম্ভক ভগ্ন হয়। তদ্ভিন্ন সহজ ভাবে মননেরও সুবিধা হয় না। বিষয় বিশেষের প্রতি মন উদ্বেগ রহিত হইয়া অতি ঋজু ও কোমল ভাবে নিবদ্ধ থাকিবে অথ চ স্বাভাবিক অভ্যাসের ন্যায় সহজে শব্দটী রসনায় উচ্চারিত হইবে, কিন্তু উচ্চারণ স্থানগুলি তাহাতে নড়িবে না। সকল

সময়েই একটী বিন্দু যেন লক্ষ্য থাকে; সেই লক্ষ্যের প্রতি শ্রবণ, নয়ন, মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে আকৃষ্ট রাখিবে। একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদনের সময় যদি তার প্রতি সম্ভবতঃ সকল ইন্দ্রিয়কেই পৃথক পৃথক রূপে এককালে কার্য্য করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিছুতেই কোন ইন্দ্রিয়ের আর চাঞ্চল্য ঘটে না। যথা—এক ব্যক্তি একটী জানুর উপর অপর একটী জানু রাখিয়া তাহাতে একখানি পুস্তক সংস্থাপন করিলেন। পুস্তকের দুই পার্শ্ব তাঁহার দুই হস্তে, চক্ষু প্রতিশব্দে পরিচালিত হইতেছে, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, শ্রবণেন্দ্রিয় শুনিতেছে, মন বিষয়সমস্ত মনন করিতেছে, বুদ্ধি বিচার করিতেছে এবং মেধা স্মরণ করিতেছে। এরূপ স্থলে কোন ইন্দ্রিয় বিষয়ান্তরে ধাবিত হইবার অবসর পায় না। পরে অভ্যাসে এপ্রকার মনঃসংযোগরূপ গুণ লাভ হয় যে, পাঠের সময় নিকটে মর্ম্মভেদী দুরন্ত শব্দ করিলেও তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। ক্রমশঃ।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

সাংখ্য দর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

লিঙ্গশরীর মূর্ত্ত দ্রব্য। আকাশ যেমন মূর্ত্তদ্রব্য বায়ু প্রভৃতির আধার, আকাশ তেমনি লিঙ্গশরীরেরও আধার। অতএব অন্যত্র উহার আশ্রয়কল্পনা বিফল। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ॥ ১৩॥ সূ।

মূর্ত্তত্বেঽপি ন স্বাতন্ত্র্যাদসঙ্গতয়াবস্থানং প্রকাশরূপত্বেন সূর্য্যস্যেব সঙ্ঘাতসঙ্গানুমানাদিত্যর্থঃ। সূর্য্যাদীনি সর্ব্বাণি তেজাংসি পার্থিবদ্রব্যসঙ্গেনৈবাবস্থিতানি দৃশ্যন্তে। লিঙ্গঞ্চ সত্ত্বপ্রকাশময়মতোভূতসঙ্গতমিতি। ভা।

লিঙ্গশরীর মূর্ত্তদ্রব্য হইলেও স্বতন্ত্রভাবে অসঙ্গভাবে থাকিতে পারে না। কারণ, উহা প্রকাশরূপ; সূর্য্যের ন্যায়। সূর্য্যাদি তৈজসপদার্থসকল যেমন পার্থিবদ্রব্যসঙ্গত হইয়া অবস্থিত হয় অর্থাৎ পার্থিব দ্রব্য সঙ্গ ব্যতিরেকে উহা স্ফুরিত হয় না, সেইরূপ লিঙ্গশরীর সত্ত্বপ্রকাশময়। অতএব উহাও ভূতসঙ্গত হইবে অর্থাৎ ভূতাশ্রয় ব্যতিরেকে উহা থাকিতে পারে না।

এক্ষণে লিঙ্গশরীরের পরিমাণ অবধারণ করা হইতেছে।

অণুপরিমাণং তৎ কৃতিশ্রুতেঃ॥ ১৪॥ সূ।

তল্লিঙ্গমণুপরিমাণং পরিচ্ছিন্নং ন ত্বত্যন্তমেবাণু সাবয়বস্যোক্তত্বাৎ। কুতঃ কৃতিশ্রুতেঃ ক্রিয়াশ্রুতেঃ।

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপিচ।

ইত্যাদিশ্রুতের্বিজ্ঞানাখ্যবুদ্ধিপ্রধানতয়া বিজ্ঞানস্য লিঙ্গস্যাখিলকর্ম্মশ্রবণাদিত্যর্থঃ। বিভুত্বে সতি ক্রিয়া ন সম্ভবতি। তদ্গতিশ্রুতেরিতি পাঠস্তু সমীচীনঃ। লিঙ্গশরীরস্য চ গতিশ্রুতিস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সবিজ্ঞানোভবতি সবিজ্ঞানমেবান্বক্রামতীতি সবিজ্ঞানোবুদ্ধিসহিতএব জায়তে সবিজ্ঞানং যথা স্যাৎ তথা সংসরতি চেত্যর্থঃ। ভা।

লিঙ্গশরীর অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, কিন্তু সেই সূক্ষ্মতা পরিচ্ছিন্ন, পরমাণুর ন্যায় নিরবয়ব নয়। ইহার অবয়বের কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। ইহার যে অবয়ব আছে, তাহার প্রমাণ এই, ইহার ক্রিয়া হয় শ্রুতিবাক্যে ইহা শুনিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গশরীর যে পরিচ্ছিন্ন-অণুপরিমাণবিশিষ্ট, তাহার অপর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ ॥ ১৫ ॥ সূ ॥

তস্য লিঙ্গস্যৈকদেশতোঽন্নময়ত্বশ্রুতের্ন বিভুত্বং সম্ভবতীতি। বিভুত্বে সতি নিত্যতাপত্তেরিত্যর্থঃ। সা চ শ্রুতির্হ্যন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিত্যাদিঃ। যদ্যপি মন আদীনি ন ভৌতিকানি তথাপ্যন্নসংসৃষ্টসজাতীয়াংশপূরণাদন্নময়ত্বাদিব্যবহারো বোধ্যঃ। ভা।

শ্রুতিতে লিঙ্গ শরীরকে অন্নময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। যদি লিঙ্গ শরীর অপরিচ্ছিন্ন ও নিরবয়ব হইত, তাহা হইলে তাহার অন্নময়ত্ব সম্ভাবিত হইত না।

লিঙ্গ শরীর যে কারণে সংসারে সঞ্চরণ করে, সেই কারণ নির্দ্দেশিত হইতেছে।

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ ॥ ১৬ ॥ সূ ॥

যথা রাজ্ঞঃ সূপকারাণাং পাকশালাসু সঞ্চারোরাজার্থং তথা লিঙ্গশরীরাণাং সংসৃতিঃ পুরুষার্থমিত্যর্থঃ। ভা।

রাজার পাকাদি ক্রিয়া সম্পাদনার্থ সূপকার যেমন পাকশালাতে গমনাগমন করে, তেমনি পুরুষের নিমিত্তই লিঙ্গশরীর সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে।

অতঃপর সূত্রকার স্থূলদেহের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

পাঞ্চভৌতিকোদেহঃ ॥ ১৭ ॥ সূ ॥

পঞ্চানাং ভূতানাং মিলিতানাং পরিণামোদেহ ইত্যর্থঃ। ভা।

পঞ্চভূত মিলিত হইয়া তাহার যে পরিণাম হয়, তাহার নাম স্থূলদেহ। ইহাকে পাঞ্চভৌতিক দেহ বলে।

স্থূল দেহের বিষয়ে অন্য অন্য ব্যক্তির যে মত আছে, তাহাও বলা হইতেছে।

চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে ॥ ১৮ ॥ সূ ॥

আকাশস্যানারাম্ভকত্বমভিপ্রেত্যেদম্। ভা।

কেহ কেহ বলেন চতুর্ভূত মিলিত হইয়া স্থূলদেহ উৎপন্ন হয় ইহাঁরা আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাঁদের মতে স্থূলদেহ চাতুর্ভৌতিক।

একভৌতিকমিত্যপরে ॥ ১৯ ॥ সূ ॥

পার্থিবমেব শরীরমন্যানি চ ভূতান্যুপষ্টম্ভকমাত্রাণীতি ভাবঃ। অথবৈকভৌতিকমেকৈকভৌতিকমিত্যর্থঃ। মনুষ্যাদিশরীরে পার্থিবাংশাধিক্যেন পার্থিবতা সূর্য্যাদিলোকেষু চ তেজআদ্যাধিক্যেন তৈজসাদিতা শরীরাণাং সুবর্ণাদীনামিবেতীমমেব পক্ষং পঞ্চমাধ্যায়েঽপি সিদ্ধান্তয়িষ্যতি। ভা।

কেহ কেহ স্থূলদেহকে ঐকভৌতিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে শরীরে যে ভূতের অংশ অধিক আছে, সেই ভূতের নামে সেই শরীরের নাম নির্দ্দেশ করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। যথা মনুষ্যশরীরে পার্থিব অংশ অধিক আছে, এই নিমিত্ত ইহাকে পার্থিব বলেন। ঐরূপ সূর্য্যাদিকে তৈজস শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

চার্ব্বাকেরা দেহকে চৈতন্যশালী বলে, সূত্রকার সেই মত দূষিতেছেন।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥ ২০ ॥ সূ।

ভূতেষু পৃথক্ কৃতেষু চৈতন্যাদর্শনাদ্ভৌতিকস্য দেহস্য ন স্বাভাবিকং চৈতন্যং কিন্তৌপাধিকমিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ভৌতিক দেহের স্বাভাবিক চৈতন্য নাই। যদি দেহের স্বাভাবিক চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক করিলেও প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হইত। বাস্তবিক তাহা হয় না। তবেই প্রমাণ হইতেছে, চৈতন্য ভূতনিবিষ্ট নয়, চৈতন্যের অন্য কারণ আছে।

দেহ যে চৈতন্যশালী নয়, তাহার অপর বাধক প্রমাণ দেওয়া হইতেছে –

প্রপঞ্চমরণ'দ্যভাবশ্চ ॥ ২১ ॥ সূ ॥

প্রপঞ্চস্য সর্ব্বস্যৈব মরণসুষুপ্ত্যাদ্যভাবশ্চ দেহস্য স্বাভাবিকচৈতন্যে সতি স্যাদিত্যর্থঃ। মরণসুষুপ্ত্যাদিকং হি দেহস্যাচেতনতা সা চ স্বাভাবিক চৈতন্যে সতি নোপপদ্যতে স্বভাবস্য যাবদ্‌দ্রব্যভাবিত্বাদিতি। ভা ॥

দেহের যদি স্বাভাবিক চৈতন্য থাকিত, মরণ সুষুপ্তি প্রভৃতি ঘটনা হইত না। মরণ ও সুষুপ্তি প্রভৃতি দেহের অচেতন অবস্থা। যে দেহ স্বভাবসিদ্ধ নিত্য চৈতন্যশালী, মরণ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতেও তাহার চৈতন্য থাকা স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু মরণাদি অবস্থায় সে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। তবেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, দেহে স্বাভাবিক চৈতন্য নাই।

প্রত্যেক ভূতে চৈতন্যশক্তি নাই সত্য; কিন্তু পঞ্চভূত যখন একত্র মিলিত হয়, তখন চৈতন্যশক্তি উৎপন্ন হয়, যদি এ কথা বল, সূত্রকার এ আশঙ্কায় তাহার পরিহার করিতেছেন।

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ ॥ ২২ ॥ সূ।

নন্নু যথা মাদকতাশক্তিঃ প্রত্যেকদ্রব্যাবৃত্তিরপি মিলিতদ্রব্যে বর্ত্তত এবং চৈতন্যমপি স্যাদিতি চেন্ন প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সতি সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ সম্ভবেৎ। প্রকৃতে তু প্রত্যেকপরিদৃষ্টত্বং নাস্তি। অতো দৃষ্টান্তে প্রত্যেকং শাস্ত্রাদিভিঃ সূক্ষ্মতয়া মাদকত্বে সিদ্ধে সংহতভাবকালে মাদকত্বাবির্ভাবমাত্রং সিদ্ধ্যতি। দার্ষ্টান্তিকে তু প্রত্যেকভূতেষু সূক্ষ্মতয়া ন কেনাপি প্রমাণেন চৈতন্যং সিদ্ধ-মিত্যর্থঃ। নন্নু সমুচ্চিতে চৈতন্যদর্শনেন প্রত্যেকভূতে সূক্ষ্মচৈতন্যশক্তিরনু-মেয়েতি চেন্ন। অনেক ভূতেষ্বনেকচৈতন্যশক্তিকল্পনায়াং গৌরবেণ লাঘবা-দেকস্যৈব নিত্যচিৎস্বরূপস্য কল্পনৌচিত্যাৎ। নন্নু যথাবয়বে হ্যবর্ত্তমানমপি পরিমাণজলাহরণাদি কার্য্যং ঘটাদৌ দৃশ্যতএবমেব শরীরে চৈতন্যং স্যাদিতি মৈবং। ভূতগতবিশেষগুণানাং সজাতীয়কারণগুণজন্যতয়া কারণে চৈতন্যং বিনা দেহে চৈতন্যাসম্ভবাদিতি ॥ ভা ॥

যেমন কতকগুলি দ্রব্য একত্র করিলে মাদকতাশক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি পঞ্চভূত একত্র হইলে চৈতন্যশক্তি জন্মে, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, যে যে দ্রব্য মিলিত হইয়া মাদকতাশক্তি উৎপাদন করে, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার প্রত্যেকে মাদকতাশক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেকে মাদ-কতাশক্তি আছে বলিয়াই ঐ গুলি যখন একত্র করা হয়, তখনই সেই মাদ-

কর্তাশক্তির স্পষ্ট অনুমান হইয়া থাকে। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক দেহে তাহা হয় না। ইহার প্রত্যেক ভূতে চৈতন্যশক্তি কেহ কখন দেখেন নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লিঙ্গ শরীর পুরুষার্থ স্থূল দেহে সংসৃত হয়। কি উপায়ে সেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, এক্ষণে পশ্চাল্লিখিত দুটী সূত্র দ্বারা তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

জ্ঞানান্মুক্তিঃ ॥ ২৩ ॥ সূ ॥

লিঙ্গসংসৃতিতোজন্মদ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকারস্তস্মান্মুক্তিরূপঃ পুরুষার্থো-ভবতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাদিকং চ প্রত্যয়সর্গতয়া কারিকায়াং পরিভাষিতং।

এষ প্রত্যয়সর্গোবিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।

ইতি। বিপর্য্যয়াদয়োব্যাখ্যাস্যন্তেঽত্র চ স এব বুদ্ধিসর্গঃ প্রয়োজনযোগেন সূত্রৈরুচ্যতইতি বিশেষঃ। ভা ॥

লিঙ্গ শরীর স্থূল দেহ পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া বিবেক জ্ঞান জন্মে। বিবেক জন্মিলেই মুক্তি হয়। মুক্তি প্রধান পুরুষার্থ।

লিঙ্গ শরীরের স্থূল দেহ পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইবার অপর পুরুষার্থ বর্ণিত হইতেছে।

বন্ধোবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৪ ॥ সূ ॥

বিপর্য্যয়াৎ সুখদুঃখাত্মকোবন্ধরূপঃ পুরুষার্থো লিঙ্গসংসৃতিতোভবতী-ত্যর্থঃ। ভা ॥

জ্ঞানের যদি বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হয়, তাহা হইলে লিঙ্গ শরীরের সংসারিতানিবন্ধন সুখ দুঃখ রূপ বন্ধন হয়, উহা অপর পুরুষার্থ।

উপরে বলা হইয়াছে, জ্ঞান মুক্তির প্রতি এবং অজ্ঞান পুরুষের বন্ধের প্রতি কারণ হয়। এক্ষণে জ্ঞান হইতে যে মুক্তি হয়, তাহারই বিচার করা হইতেছে।

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ ॥ ২৫ ॥ সূ।

যদ্যপি বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহেত্যাদি শ্রূয়তে তথাপ্যবিবেক নিবৃত্তৌ লোকসিদ্ধতয়া জ্ঞানস্য নিয়তকারণত্বাদবিদ্যাখ্যকর্ম্মণা সহ জ্ঞানস্য মোক্ষজননে সমুচ্চয়োবিকল্পো বা নাস্তীত্যর্থঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমান-শুরিত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽপি কর্ম্মণোন সাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বং সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং শ্রুতি-ষঙ্গাঙ্গিভাবাদিভিরভ্যুপপদ্যত ইতি। ভা ॥

তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির প্রতি নিয়ত কারণ। অবিদ্যা ও কর্ম্মের উহার সহকারিতা ও অসহকারিতা নাই।

মুক্তির প্রতি তত্ত্ব জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের যে সহকারিতা নাই, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়োর্মুক্তিঃ পুরুষস্য। ২৬ সূ

যথা মায়িকামায়িকাভ্যাং স্বপ্নজাগরপদার্থাভ্যামন্যোন্যসহকারিভাবেনৈকঃ পুরুষার্থো ন সম্ভবতি। এবমুভয়োর্মায়িকামায়িকয়োরনুষ্ঠিতয়োঃ কর্ম্মজ্ঞানয়োঃ পুরুষস্য মুক্তিরপি ন যুক্তেত্যর্থঃ। মায়িকত্বং চাসত্যত্বং। অস্থিরত্বমিতি যাবৎ। তচ্চ স্বপ্নেঽর্থেঽস্তি জাগ্রৎপদার্থস্তু স্বপ্নাপেক্ষয়া সত্যএব কূটস্থপুরুষাপেক্ষয়ৈবাস্থিরত্বেনাসত্যত্বাদতঃ স্বপ্নবিলক্ষণস্নানাদিকার্য্যকরঃ। এবং কর্ম্মাপ্যস্থিরত্বাৎ প্রকৃতিকার্য্যত্বাচ্চ মায়িকং। আত্মা তু স্থিরত্বাদকার্য্যত্বাচ্চামায়িকঃ। অতস্তয়োরনুষ্ঠিতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমানফলদাতৃত্বমযৌক্তিকমিতি বিলক্ষণমেব কার্য্যং যুক্তং। ভা।

যেমন স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় এক পুরুষার্থ সম্ভাবিত হয় না; তেমনি সত্য ও অসত্যভূত জ্ঞান ও কর্ম্মের মুক্তির প্রতি কারণতা সম্ভবে না। অমায়িক শব্দের অর্থ সত্য এবং মায়িক শব্দের অর্থ অসত্য।

যদি বল উপাস্য জ্ঞানের সমুচ্চয় বিকল্প আছে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় উপাস্য জ্ঞানও অমায়িক অর্থাৎ সত্য। তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকং॥ ২৭॥ সূ॥

ইতরস্যাপ্যুপাস্যস্য নাত্যন্তিকমমায়িকত্বমুপাস্যাত্মন্যধ্যস্তপদার্থানামপি প্রবেশাদিত্যর্থঃ॥ ভা॥

উপাস্যজ্ঞানেরও আত্যন্তিক অমায়িকত্ব অর্থাৎ সত্যত্ব নাই। কারণ, আত্মার উপাসনামধ্যে অনেক অসত্য পদার্থের অধ্যাস আছে।

যে অংশে উপাসনার অসত্যতা আছে, তাহা বলা হইতেছে।

সঙ্কল্পিতেঽপ্যেবম্॥ ২৮॥ সূ।

মনঃ সঙ্কল্পিতে ধ্যেয়াংশ এবমপি মায়িকত্বমপীত্যর্থঃ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুত্যুক্তেষ্বপ্যুপাস্যে প্রপঞ্চাংশস্য মায়িকত্বমেবেতি॥ ভা॥

যাহার ধ্যান তুমি মনে সঙ্কল্প করিলে, তাহার মধ্যেও অসত্যত্ব আছে। যথা—তুমি এই জগৎকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিতেছ, কিন্তু ধ্যেয়াংশে এই প্রপঞ্চ জগতের মিথ্যাত্ব আছে।

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৭ সাল কার্ত্তিক মাস।

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা	১২৯
২।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন	১৪১
৩।	বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ	১৫৩
৪।	ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	১৬৫
৫।	মনুসংহিতা	১৭৩
৬।	যোগতত্ত্ব	১৭৭
৭।	হংসপ্রয়াণ	১৮৫
৮।	পদ্য	১৯১

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

কল্পদ্রুম।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি ?

(তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যার ৫৪ পৃষ্ঠার পর)

হিন্দুপরিণয়প্রথা।

(৫) " জ্ঞাতিভ্যোদ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরোধর্ম্ম উচ্যতে ॥

মনুসংহিতা। ৩। ৩১।

অর্থাৎ কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে শক্ত্যনুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ, তাদৃশ (গ্রহণ সম্পাদ্য) বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা যায়।

বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা হইতে এবম্বিধ বংশজ কন্যা-বিক্রয়-বিবাহ বঙ্গ-সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়া উহার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। যাঁরা আজ কালকার " কৃতবিদ্য " তাঁহারা প্রায়শই উল্লিখিত বিবাহের দোষোদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে ঐ বল্লালী-কৌলীন্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াও প্রকারান্তরে ইংরাজী-কৌলীন্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন। ঐ বিঘ্নটী " পাশ-করা ছেলে। ' যাহাঁর ছেলে এক আদটী পাশ করিতে পারিয়াছে, তাঁহার আর অহঙ্কারের সীমা নাই। তিনি পায়ের উপর পা দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁহার গুণধর পাত্র যেমন " পাশ " করিতেছে, তিনিও তেমনি টাকার থলে শিলাই করিতেছেন। বংশজের কন্যাপণের (শুল্কের) ন্যায় ইহাঁরাও পাকত পুত্র বিক্রয়পণে বড়মানুষী করিবার আশায় দিন দিন স্ফীত হইতে থাকেন। যে ভাবে এখন হিন্দুসমাজ দাঁড়াইয়াছে শীঘ্র ইহার সংস্কার না হইলে মাড়োয়ারী রাজপুত ও হিন্দুস্থানীদের কন্যাবিবাহের ন্যায় বঙ্গকন্যাদের সহজে বিবাহ দেওয়া ভার হইয়া উঠিবে। যাহাঁর অদৃষ্টে " পাশকরা ছেলে" আছে, তাঁহার কন্যার বিবাহ দেওয়া তেমন ভাবনার বিষয় নয়, কেন না;

তিনি " পাশকরা " পুত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিবেন, তদ্দ্বারা যেন নিজ অভাগিনী কন্যাদায় হইতে এক প্রকারে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ যাঁহার ২। ৩টী কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে হইবে, তাঁহার যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তাহা কেবল তিনি অনুভব করিতে পারেন। ভাবনা চিন্তায় তাঁহার আহার নিদ্রা হয় না। এ সব বিপদ, সকলের পক্ষে সমান সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার উদ্ধারার্থ কেহ মনোযোগী হইতেছেন না দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত আছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় যেরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, যদি অকৃতজ্ঞ হিন্দুসমাজ তাঁহার সহানুভূতি দান করিত, তাহা হইলে এত দিনে হিন্দুসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইতে পারিত সন্দেহ নাই। দিন দিন " গা-সাজান গহনা " ও " ঘর-সাজান দান-সামগ্রীর হাঙ্গামায় কন্যাকর্ত্তারা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন। এ দূষিত সমাজরীতির যদি আশু সংশোধন না হয়, তাহা হইলে সুবোধ ব্যক্তি মাত্রেই দরিদ্রতার পরিবর্ত্তে যে চির অবিবাহিত অবস্থাকে সাদরে আশ্রয় করিবেন, এখনি তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে হিন্দুপরিবারমণ্ডলীর মধ্যে এখনও যে কিছু পবিত্রতা আছে, তাহাও চলিয়া যাইবে। এখন যে ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদিগকে অবশ্য সতর্ক হইতে হইবে।

(৬) " ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ "

অর্থাৎ। কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ রত্যর্থ ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ বিবাহই আজ্‌কাল্‌ বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইতেছে। বঙ্গীয় যুবাদের নিকট ঐ " অনুরাগ " বৃদ্ধির সোপান Courtship আরম্ভ হইয়াছে। ইহাঁরা পিতা মাতা অথবা গুরুজন দ্বারা মনোনীত পাত্র পাত্রীর উপর " অনুরাগ " স্থাপন করিতে সহজে চান না। না চাহিবারও অনেক কারণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহারা যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া তখনকার চক্ষে যাহাকে প্রকৃত অনুরাগ দেখেন, তাহা কি কালসহকারে লোকবিশেষে ও পরিবার বিশেষে বিকৃত ভাব ধারণ করে নাই? এই সুখমরীচিকায় পড়িয়া অনেক যুবা ও যুবতী প্রাণ হারাইয়াছেন। প্রকৃত " অনুরাগ " কয়জন

চিনিয়া লইতে পারে? এখানে সহস্র সহস্র লোক পরাভব মানিয়া ফিরিয়া আইসে (১)।

এক কালে ইন্দ্রিয় প্রাবল্য মনকে এমনি মাতাইয়া রাখে যে হিতাহিত হেয়োপাদেয় সুন্দর কুৎসিত কিছুই ভালরূপ বিচার করিবার অবসর দেয় না। এই জন্য স্মৃতিকার উক্ত বিবাহকে "মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ" বলিয়া গিয়াছেন। এই উক্তিতে কেহ রাগ করিতে পারেন, কিন্তু যখন তাঁহাদের শোণিত একটু শীতল ভাব ধারণ করিবে, তখন যেন অভিনিবিষ্টচিত্তে একবার এ বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাদরপোষিত অনুরাগের প্রকৃত বেশ দেখিতে পাইবেন।

দুই চারি খানি প্রণয়সূচক পত্র লেখালিখিকে অনুরাগচিহ্ন বলা যায় না। দুই চারি মাস হাতধরাধরি করিয়া এখানে ওখানে বেড়াইলে বা হাসিখুসি করিলে, অথবা এ জিনিস ও জিনিস আদান প্রদান করিলে যদি হৃদয়ের যথার্থ অনুরাগ প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। বরং পিতামাতা দ্বারা নির্ব্বাচিত বরকন্যার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় এবং অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অনুরাগের ভাণ করিয়া ইদানীন্তন বঙ্গসমাজে কোর্টসিপ দ্বারা যে সব গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইতেছে, তাহার পরিণাম বিরস দেখিয়া আমাদিগের সাবধান হওয়া উচিত (২)।

যেখানে যথার্থ হৃদয়ের আদান প্রদান হইয়া বিবাহ হয়, সেখানে বাস্তবিকই পবিত্র আশ্রমসুখ বিরাজিত কে না স্বীকার করিবে, পরন্তু এই পবিত্র লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া ইংরাজী সভ্যতার দোহাই দিয়া হিন্দুসমাজে অভিনব গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রণালী প্রচলিত করা কখনই প্রাসঙ্গিক নহে। এতদ্দ্বারা বহুল অনিষ্টের বীজ বপন করা হইতেছে। আমরা নাকি অহরহঃ ইংরাজ চরিত্র ও ইংরাজ রীতিনীতির প্রশংসা করিয়া থাকি, এবং তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছি, তাই আমরা অলক্ষিত-

(১) How few sometimes may know, when thousands err?

(Milton)

(২) Both good and evil are beheld at a distance, through a perspective which decives.

The colors of objects when nigh, are entirely different from what they appeared when they were viewed in futurity. (Blair)

ভাবে উহাঁদের দোষসমূহ আমাদের দুর্ব্বল সমাজমধ্যে প্রচলিত করিয়া মহা-বিপ্লব আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি (৩) আমাদের জানা উচিত যে সুবিজ্ঞ সমাজনীতিজ্ঞ ইংরাজপণ্ডিতগণ তাঁহাদের সামাজিক উল্লিখিত কুপ্রথার বিসদৃশ ভাব দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, ধর্ম্মবন্ধন পরিশূন্য সাংসারিক জীবনকে তাঁহারা মহানিষ্টকর পাপদায়ক জ্ঞান করিতেছেন। ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপর ভর দিয়া যে জায়াপতী উত্তালতরঙ্গাহত সংসার সমুদ্রে পাড়ি দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা একটু স্থির হইয়া একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাঁহারা মস্তকোপরি নিবিড় মেঘমালা আচ্ছাদিত দেখিয়া একটু সতর্ক হউন। শুনুন পশ্চিম দিকের নিবিড় মেঘমধ্য হইতে বজ্রধ্বনিতে কি প্রকার বিভীষিকাপূর্ণ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে (৪)।

(৭) হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসোবিধিরুচ্যতে॥
মনুঃ। ৩। ৩৩॥

বলাৎকারে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করা রাক্ষসবিবাহ। ইহাতে কন্যা পক্ষীয়েরা বিপক্ষ হইলে তাহাদিগকে হত ও আহত এবং প্রাচীরাদি ভেদ করতঃ কন্যা হরণ প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে কন্যা রোদন করিতে থাকে, হরণকারীর উপর আক্রোশযুক্ত হয়।

এত পুরাতন আর্য্যকালে হিন্দুসমাজমধ্যে যে এরূপ পাপজনক বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহাদের সংস্কার এরূপ যে পুরাকালের

(৩) We read, we interpret, we combine, we reconcile, we penetrate, and consciously or unconsciously we are perpetually occupied with the distinct features and pecularities of that portion of the Human family that comes under our observation.

(Chamber's Essays on Social Subjects Page 133)

(৪) Beyond the love of material comfort there is at present no general desire after social happiness : beyond respect for law, [there is at present no general tone of social sentiment ; beyond charity to the poor, there is no tone of social kindness ; beyond self seeking, there is no social taste ; beyond keeping right with our neighbour for the sake of self, there is little social principles. (Westminister Review. Page 303.)

সকলই পুণ্যময় ছিল এবং এখনকার তাবতই পাপজনক হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা প্রাগুক্ত শ্লোক পাঠে অবশ্য প্রতীতি করিয়াছেন, যে এখনকার মত তখনও গুণ্ডা ও শণ্ডামার্ক কামমুগ্ধ পাপাশয় লোকে সমাজকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে তৎকালে নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বিবাহ হইত না। কন্যাগণ বয়স্থা হইলেও অবিবাহিতা থাকিত। তখন অষ্টমবর্ষে কন্যাদানজনিত "গৌরী" দানের মহাফল লাভ করিবার আশায় কন্যার জনক জননী তত ব্যস্তসমস্ত হইতেন না; কিন্তু আজ কাল মনুর দোহাই দিয়া হিন্দুসমাজে পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অনেকেই শৈশবে বিবাহ দিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। নিতান্ত কিশোর বয়সে কন্যা পাত্রস্থ করা যেমন দোষাবহ, তেমনি যৌবন সীমায় আরূঢ় কুলবালাদিগকে অবিবাহিত রাখা মন্দ, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

(৮) "সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহোযত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠোবিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥
মনুঃ। ৩। ৩৪॥

অর্থাৎ নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ। এই বিবাহ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পাপজনক, ইহা অতি অধম জানিবে।

আশ্চর্য্য যে মানবধর্ম্মে এই প্রকার জঘন্যাচারকে "বিবাহ" নাম দেওয়া হইয়াছে! এরূপ কদাচার যদি বিবাহমধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে "বিবাহ" শব্দের পবিত্রতা রক্ষা পায় না।

এই শেষ শ্লোকটী দ্বারা ইহাও প্রমাণীকৃত হইতেছে, যে সে কালে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা "মদ্যপানে বিহ্বলা" হইত! ইহাও এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে সত্যযুগে পূর্ণ চারি পোয়া পুণ্য হিন্দু সমাজে ঢল ঢল করিত না।

এই ত গেল তদানীন্তন কালের বিবাহবিধি, কিন্তু ইদানীন্তন কালে ইহার মধ্যে যে কোন্‌টী হিন্দু সমাজ মধ্যে আদৃত হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া উঠা যায় না। এখনকার হিন্দুধর্ম্ম যেমন খেচরান্ন (খিচুড়ি) হইয়াছে হিন্দু সামাজিক সমস্ত রীতি নীতি আচার ব্যবহার তেমনি মিশ্র ভাব ধারণ করিয়াছে। আমরা যেমন স্বভাববিচ্যুত লক্ষ্যহীন উদ্দেশ হীন হইয়া সমাজারণ্যে পশুবৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন গুণচতুষ্টয়ান্বিত হইয়া অমূল্য মানবজীবন ক্ষয় করিতেছি, তেমনি আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার আমাদের প্রকৃতির প্রতি-

বিম্ব মাত্র হইয়াছে (৫)। আচরণ মনুষ্যজীবন সংগঠন করে, একজন ভাললোকের জীবনগত সদাচার অপরের জীবনপথের আদর্শ হইতে পারে,এই জন্য আমাদের কি সামাজিক, কি পারিবারিক যে কোন রীতি নীতি দূষিত হইয়াছে, তাহার সংশোধন করা যার পর নাই এখনই কর্ত্তব্য। যাহা মন্দ যাহা নিন্দনীয়, যাহা পাপজনক, যাহা কুৎসিত মহাবিঘ্নউৎপাদক, যাহা লজ্জাকর, যাহা ঘৃণিত তাহা সমূলে উৎপাটন না করিলে আমাদের মঙ্গল নাই। এজন্য সকলকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। আমাদের যেমন ধর্ম্মবন্ধন নাই, যেমন জীবনের লক্ষ স্থির নাই, যেমন (৬) স্ব স্ব চরিত্রের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি নাই, তেমনি পারিবারিক সুখ শান্তির জন্য চেষ্টা ও যত্ন নাই, তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুশাসন করিবার ইচ্ছা বলবতী নাই, তেমনি ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সমাজনীতির, সমাজনীতির সহিত ব্যবহারনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার ইচ্ছা নাই। সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তি যেমন সকল সুরের সামঞ্জস্য না হইলে তৃপ্ত হন না, তেমনি যথার্থ মনস্বী মানব নিজ প্রকৃতি ও চরিত্রের মধ্যে দিব্য সম্মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপন না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না (৭)।

বিয়েবাটীর বাসর ঘর। আমরা যে চরিত্রের আদর করি না, তাহার বিশদ নিদর্শন শত সহস্রের মধ্যে "বিয়েবাটীর বাসর ঘর।" স্ত্রীস্বাধীনতা-প্রিয় মহাশয়েরা এখানে নিজ নিজ সহযোগিনীদিগকে যেমন অসঙ্কোচে ছাড়িয়া দেন, এমন অন্যত্র দেন কি না সন্দেহ। হিন্দুদের "বিয়েবাটীর বাসর ঘর" পারিবারিক অপবিত্রতার আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছে কি না বিজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। বিবাহের দিন স্থির হইল, যেই পাত্র কন্যা-পক্ষীয় কর্ত্তারা বিবাহের নানা বাহ্য আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন, পাত্র অমনি জীবন পথের সখী ও সুখ দুঃখের সহভোগিনীর পাণিপীড়ন করিতে ব্যাকুল

(৫) All manners take a tincture from our own. (Pope)

(৬) Man's nature runs either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one, and destroy the other, (Lord Bacon)

(৭) The want of fact—the saying and doing things at the wrong time and place produces the same discord in society as a false note in music. Hermoney of character is of more consequence than harmoney of sounds.

Cicero's Philosophy. (Translated by Pliny Page 179.)

হইয়া নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এবং বাসরঘরের উপযোগী অভিনব সুন্দর সুন্দর গান অভ্যাস করিতে তৎপর হইলেন, কিসে বাসরঘরের পুরন্ধ্রীগণ তাঁহার "সুভাব সঙ্গীতে" মোহিত হইয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিবে, কিসে তাঁহাকে চতুর চূড়ামণি উপাধি দিয়া তাঁহারা বরণ করিবে, কিসে ঈসদ্ধাস্যে তাঁহারা তাহাঁকে সতত সমাদর করিবে ও পরিহাস রসিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভাবিবে, তদুপায় অবলম্বন করিবার জন্য তিনি সঙ্গীদের সহিত অহরহঃ চিন্তা ও পরামর্শ আটিতে তৎপর হইলেন। এদিকে আমাদের পুরবালাগণও বিবাহের শুভদিন নিকট জানিয়া নূতন নূতন তামাসার জোগাড় করিতে লাগিলেন, তাঁরা কিসে নব জামাতার মনোরঞ্জন করিবেন, কিসে সেই পরপুরুষের নিকট রসিকা ও চটুলা বলিয়া সমাদৃতা হইবেন, কিসে সেই নববরের মুখে তাহাঁদের রূপ গুণের তারতম্য জানিয়া কৃতার্থ হইবেন, তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। বিবাহ-বাসরের প্রবেশ-পথে যে দেবীমূর্ত্তি দ্বারষষ্ঠী (৮) স্থাপিত হয়, তাহা উক্ত পুরন্ধ্রীদিগের মনোগত ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। এ স্ত্রীআচারটী বড় সহজ ব্যাপার নহে। বরের অদৃষ্টে পরে যাহা ফলিবে, তাহার নিদর্শন ঐখানে দেখাইয়া দেয়। বর তখন তাহা দেখিয়াও দেখে না, কিন্তু নববধূ যেই যুবতী হইয়া উঠেন, অমনি তাহাঁর হস্তে সেই সংমার্জ্জনী উঠিয়া থাকে!! বর কন্যার সম্প্রদান মণ্ডপে "শুভ দর্শনের" অব্যহিত পরেই খাঙরা দর্শন বড় অল্প আমোদের বিষয় নয়। অবিবাহিত পাঠকগণ এখন হইতে সাবধান হউন। বিবাহ পথে আজকাল ঝাটা কাঠি বিছান আছে। এখন যাহা সুখ-শয্যা ভাবিতেছ, তাহা পরে ভীষ্মের শরশয্যায় পরিণত হইবেই হইবে।

বাসর ঘরে কুলকামিনীগণ বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহা কাহার অবিদিত নাই। এই মাত্র ধান্য দূর্ব্বা দিয়া যে সব গুরুতর সম্পর্কীয়া রমণীগণ বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, তাহাঁরাই ক্ষণপরে অপর দ্বার দিয়া সম্পর্ক বদলাইয়া শাশুড়ীর পরিবর্ত্তে ঠাকুরাণ দিদী সাজিয়া যুবা বরের সহিত রসাভাসে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার "ফী" স্বরূপ "শয্যাতোলানি" লইয়া তবে বরকে বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন!! এ বড় সহজ জুলুম নয়। যেখানে বর অল্পবয়স্ক, সেখানে বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় পর্য্যন্ত টান পড়ে। এমন কি স্থান বিশেষে বরযাত্রীর সুরসিক পুরুষদের মধ্যে

(৮) মুড়া সংমার্জ্জনী বস্ত্রাবৃত করিয়া পূজার্থ যথাপূর্ব্বক দ্বার দেশে রক্ষা করা হয়।

কেহ কেহ গিয়া বাসর না জাগিলে রসিকা যুবতীদের মনোরঞ্জন হয় না। এ সব কদাচার আমরা জানিয়া শুনিয়া অন্তঃপুর মধ্যে "বত্রিশ বন্ধনের" মধ্যে এমন আল্লা গ্রন্থি দিয়াছি যে একটু ভাবিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বাসর ঘরে স্ত্রীস্বাধীনতা যেমন প্রবল, এমন অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। এ সম্বন্ধে একটু পবিত্রতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। হাস্য পরিহাসের স্থানে প্রবীণা পুরন্ধ্রীগণ যদি নবদম্পতীর উপলক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব জীবনের পরীক্ষালব্ধ সত্য সকল সহজে ব্যক্ত করিয়া সদুপদেশ দান করেন, এবং তাহাদের ভাবী জীবনের গুরুতর দায়িত্ব বুঝাইবার চেষ্টা পান ও অশ্রাব্য অশ্লীল আদিরসপূর্ণ কামোদ্দীপক টপ্পা ও সখীসম্বাদাদি গান বাসরঘরে হইতে না দিয়া, সুন্দর সুন্দর দেবগাথা গান করিয়া অন্তঃপুরের বায়ু মণ্ডলকে বিশুদ্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে বহুল উপকার লাভ হইতে পারে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় কোন কোন স্থানে বাসর জাগিবার জন্য কুলটা স্ত্রীলোকদিগকে ভাড়া করিয়া আনা হয়। পাছে সমস্ত রজনী জাগিলে বাবুদের বিবিরা পীড়িতা হন, এই ভয়ে এখনকার "শিক্ষিত" দের সহ-ধর্ম্মিণীগণের উপর বিশেষ স্নেহ দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যেমন নিজ নিজ রমণীরত্ন গুলিকে বাসর জাগিতে নিষেধ করেন, তেমনি যদি দুশ্চারিণী কুলটা স্ত্রীলোকদিগকে বাসরে প্রবেশাধিকার না দিয়া "বাসর জাগার" পরিবর্ত্তে বাসর যুবকে প্রশ্রয় দেন, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

আমাদিগকে এখন দূষিত প্রণয়ের দিকে বাঁধ দিয়া কর্ত্তব্য পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। স্ত্রীলোক আদরের পাত্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আদরের মধ্যে যে কর্ত্তব্য সূত্র গাছি আছে, তাহা ছিঁড়িলে আদরের মুক্তাহার গলায় দুলিবে না। প্রকৃত প্রণয় কাহাকে বলে, তাহা আমরা কয়জন ব্যক্তি অবগত আছি? প্রীতি ও প্রণয়ের মধ্যে দেবজ্যোতি প্রকাশ না পাইলে তাহা কখনই মনুষ্যের আদরণীয় হইতে পারে না। প্রণয়ের মূলে যদি সদভিপ্রায় না থাকে, যদি কেবল আদিরস সিঞ্চন না হয়, যদি তাহার সঙ্গে সদ্ভাব ও স্নেহ মমতা বিরাজ না করে, যদি তাহার মধ্যে সদভিপ্রায় ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভান্বিত না হয়, তবে তাহা কখন সরল ও পবিত্র ভাব ধারণ করিতে পারে না (৯)।

(৯) Many paths hath love, each with its own finger post. The first is right intention, whither good fortune leads; then reach we the longing

আমাদের নিজ নিজ জীবনের প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবার মণ্ডলীর প্রতি কর্ত্তব্য, সন্তান সন্ততির প্রতি কর্ত্তব্য, স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য এবং স্বধর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ যদি আমাদিগকে নিন্দিত কুপ্রথা সমূহের সংস্কার করিবার জন্য ব্যগ্র না করে, তবে আর কে করিবে? কর্ত্তব্যবোধ ক্রমশঃ উজ্জ্বল করা চাই। সেই কর্ত্তব্যবোধের বশম্বদ হইয়া আমাদের নারী-জাতির অবস্থোন্নতির চেষ্টা পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটী ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ সুদূরদর্শী পুরন্ধ্রী আমাদের বঙ্গীয় ইংরাজী সভ্যতাভিমানী যুবক যুবতীদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রৎ করিবার জন্য সমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে উচ্চৈঃ স্বরে কি বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদের পুরুষ জীবনকে ধিক্কার না দিয়া থাকা যায় না (১০)।

তৃতীয়তঃ হিন্দু পুরন্ধ্রীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার।

বৈদিক ও পৌরাণিক কালে হিন্দুললনাদিগের যেমন সমাদর ছিল, তান্ত্রিক ও তৎপরকালে তেমন ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—

"যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ।"

অর্থাৎ স্ত্রীকে অপমান করিলে প্রকৃতির পরাভব হয়। এজন্য—

"ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী।
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

অর্থাৎ বস্ত্র অলঙ্কার চন্দনাদি দ্বারা পতিপুত্রবতী সতী ও ব্রাহ্মণী

---

of affection, leading to the source of friendship; thence open desire and banevolence, guiding the heart aright to faith and sincerity, which lead straight to love. (Sacred Anthology) (Persian Mahomed Abu Amed.)

(১০) Duty is far more than love. It is the upholding law through which the weakest become strong, without which all strength is unstable as water. No character however harmoniously framed and gloriously gifted, can be complete without this abiding principle: it is the cement which binds the whole moral edifice together without which all power, greatness, intellect, truth, happiness, love itself, can have no permanence; but all the fabric of existence crumbles away from under us, and leaves us at last sitting in the midst of a ruin—astonished at our own desolation.

(Mrs. Jameson)

(ধার্ম্মিকা) স্ত্রীলোকদিগকে পূজা করিলে তদ্দ্বারা প্রকৃতিরই পূজা করা হয়। মাতৃকুলের এবম্বিধ সম্মান রক্ষা করাই তৎকালিক উদারচেতা ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল সন্দেহ নাই। এই রূপ পবিত্রচক্ষে স্ত্রীকুলকে দেখাতেই কুমারীপূজার বিধি অদ্যাপি হিন্দুসমাজমধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। এবম্বিধ সতীর মান রাখাতেই আজও হিন্দুপুরন্ধ্রীদিগের মধ্যে সতীত্ব ধর্ম্ম যেমন মহারত্নরূপে আদৃত হইয়া থাকে, এমন পৃথিবীর অপর কোন দেশে হয় কি না সন্দেহ। এইরূপ বিশুদ্ধ ভাব হইতেই অদ্যাপি হিন্দুকুলে এয়ো স্ত্রী অথবা সধবা পূজার রীতি প্রচলিত দেখা যায় এবং সতী সাধ্বী পতিব্রতা সরলাদিগকে মাতৃবৎ ও দেবীবৎ অর্চ্চনা করিবার অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সামান্য জাতীয় গৌরবের বিষয় নহে। এইরূপ সদাচরণ হইতে হিন্দুসমাজের ধর্ম্মনীতি এত সুদৃঢ় ছিল, সেই আচারই পরে স্মৃতিশাস্ত্রে সূত্ররূপে পরিণত হইয়াছে (১১)।

আচার অথবা অনুষ্ঠান দ্বারা যেমন মানবজীবন এবং মানবজাতির আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত হওয়া যায় এমন অন্য কোন উপায় দ্বারা হয় না। এই জন্যই ইংরাজেরা আচার ব্যবহারকে এত উচ্চাসন দিয়া সমাজের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে আচার দ্বারা মনুষ্যজীবন সংগঠিত হয় (১২)।

মনু বলেন।—

"এবমাচারতোদৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়োগতিং।
সর্ব্বস্য তপসোমূলমাচারং জগৃহুঃ পরং॥

মনুস্মৃতি ১১০। ১ অধ্যায়।

অর্থাৎ মুনিগণ আচার দ্বারা ধর্ম্মের প্রাপ্তি অবগত হইয়া আচারকেই সকল তপস্যার প্রধান কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

পাছে স্ত্রীলোকের প্রতি কখন অসদাচরণ করিয়া জীবন কলুষিত হয়, এই জন্য বিবাহ মন্ত্রমধ্যে জায়াপতীর কেবল পাণিগ্রহণ নয়, কেবল মাল্যবদল নয়, কেবল শুভদর্শন নয়, কেবল বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন নয়, কিন্তু সর্ব্বসম্মুখে ইষ্ট দেবতাকে সাক্ষী করিয়া উভয় উভয়কে পবিত্রভাবে এই মন্ত্রে সম্বোধন করিয়া অঙ্গীকারে চির-জীবনের মত আবদ্ধ হইলেন। যথা—

(১১) Manners are of more importance than laws, upon them, in a great measure the laws depend. (Burke)

(১২) Manners make man. (Dr Johnson)

" যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম,
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"

(সামবেদীয় বিবাহ মন্ত্র)

অর্থাৎ তোমার হৃদয় তাহা আমার হউক, এবং এই যে আমার হৃদয় তাহা তোমার হউক।

এখনকার শৈশব বিবাহের দোষে নব বর কন্যা পরস্পরের সঙ্গে হৃদয় আদান প্রদান করা দূরে থাক, হৃদয় কোথায় থাকে, হৃদয় কাহাকে বলে জানে না। যদি তাহারা একটু বয়স্থ হয়, তাহা হইলে চতুর বর হৃদয় নামে স্ত্রীর পীনোন্নত পয়োধর বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি তাহারই প্রতীক্ষায় সংসার আশ্রমে নিবিষ্ট থাকেন! যাহাদের মনে প্রণয় কি তাহা ধারণা হয় নাই, যাহারা প্রীতির পবিত্র জ্যোতি সহ্য করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহারা হৃদয় বলিলে যে কেবল বক্ষঃস্থল দেখিবে, তাহার বিচিত্রতা কি? তাহারা যে প্রেমের জন্য লালায়িত, তাহা কণ্টকপূর্ণ গোলাব পুষ্পবিশেষ। অনেক স্থলে তাহার ত কাঁটা ফুটাই সার হয়, ফুল যেখানের সেইখানেই ফুটিয়া থাকে (১৩)।

স্ত্রীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বলিলে যেন কেহ তাহাদিগকে মাথায় তুলা না বুঝেন। মস্তক অবিরত উর্দ্ধদিকে সমুত্থিত থাকিয়া যেন শ্রদ্ধেয় ও পূজ্যপাদ জনক জননী আত্মীয় স্বজন ও অনাথনাথ শেষগতির আসন বহন করিতে থাকে। স্ত্রীকে মস্তকে তুলিয়া পিতামাতাকে পদাঘাত করা আজ কালকার সভ্যতার চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁরা আবার ধর্ম্মসংস্কারক-সমাজ সংস্কারক, তাঁরা শুদ্ধ "বিবেকের" দোহাই দিয়া পিতামাতাকে ছাড়িতে পারেন, কিন্তু অমূল্য স্ত্রী মুকুটকে মস্তক হইতে ক্ষণকালও নামাইতে পারেন না! তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা এইখানে হইয়াছে। এরূপ পাপা-

(১৩) "The rose says, "I love"
The thorn says "Bewere"
The rose and the thorn
Are a natural pair.
And love, like the rose,
For all men was born;
Who holds it too close
Will soon find the thorn" (Gleanings)

চারকে সদাচার বলা যায় না। ইহা বিশুদ্ধ প্রেমপ্রণোদিত কখন হইতে পারে না। যে বিবেক ধর্ম্মের ভাণ করিয়া মা বাপকে ত্যাগ করিতে বলে, ভাই ভগিনীকে দূর করিতে উপদেশ দেয়, স্বদেশ ও স্বজাতির উপর বিষদৃষ্টি জন্মাইয়া স্ত্রীভূষণকে যেখানকার সেইখানে রাখিতে বলে না, এরূপ পশু-বিবেক যেন কাহার হৃদয়ে স্থান না পায়। একালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মাথার সমস্ত কেশ মুড়াইয়া যেমন একটী সূক্ষ্ম "চৈতন চুট্‌কি" রাখিয়া মহা কোলাহলপূর্ণ সংসার হাটে সচেতন ও চতুর চূড়ামণি মহাশয় বলিয়া পরিচিত হন, উল্লিখিত সমাজ-কণ্টকগণও তেমনি স্বজাতি, স্বজ্ঞাতি ও স্বসম্পর্কীয় সকলকে ছাড়িয়া ছায়াকে কায়া জ্ঞান করত ধর্ম্মের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শরীরের যে অবয়ব যেখানে সন্নিবেশিত থাকিলে দৈহিক কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা যেমন সেই মহা-জ্ঞানী ভূতেশ্বর পরম পিতামহ তথায় কলকৌশলে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, মনের ও হৃদয়ের যে বৃত্তি যে ভাবে যেখানে যেমন কার্য্যকারী হইলে মানবজীবনমানব সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পবিত্র বেশ ধারণ করিয়া ইহ-লৌকিক কর্ত্তব্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে, তাহাও তিনি সেইরূপ অব-স্থায় সুন্দর সংযোজন করিয়া আমাদের আভ্যন্তরিক উন্নতির বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন। আমরা যদি হঠযোগ শিখিবার ভাণ করিয়া মস্তককে পদের স্থানে, ও পদকে মস্তকোপরি ন্যস্ত করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা পাই, তাহা যেমন কায়িক ক্লেশ স্বীকার ভিন্ন কোন ফলোপধায়ী হয় না, তেমনি ধর্ম্ম-সংস্কারের দোহাই দিয়া, ঈশ্বরের নামে ও ধর্ম্মের নামে কলঙ্কা-রোপ করত নীচতাকে আশ্রয় দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না (১৪)।

তাঁহারা নিজে ভ্রমান্ধ হইয়া ভাবিতে পারেন যে কেহ কিছুই বোঝে না; তাঁহারাই "সবজান্তা" সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত উদ্ধারার্থ জীবন উদ্যাপন করিয়াছেন, কিন্তু এখন লোকের ক্রমশঃ চক্ষু ফুটিতেছে, তাহারা দিব্যচক্ষে সকল কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা লাভ করিতেছে, তাহারা আর সুললিত বক্তৃতায় ভিজিতে চায় না, এ সত্য যেন তাঁহারা স্মরণ রাখিয়া নিজ নিজ "ব্রত" পালনে তৎপর হন। তাঁহারা যাহা

(১৪) Rather than own themselves to be in error, some will have it, that all others are wrong they alone are right. They are thus but acting like Seneca's wife who, being blind herself persisted in asserting that th whole world was in darkness. (Fragments of thoughts)

বিবেকসম্মত বলিয়া কার্য্যে পরিণত করেন, তাহা যে বাস্তবিক অপরের বিবেকসম্মত হইবে, তাহার প্রমাণ কি? পরন্তু তাঁহাদের বিবেক যে দূষিত নয় এবং ভ্রান্ত নয় তাহার নিদর্শন কি? তাঁহারা আজ উহা বিবেক-সম্মত বলিয়া পূজা করিতেছেন, কাল যখন আবার তাহাই বিবেকের বিরুদ্ধ জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তখন বর্ত্তমান বিবেকের উপর সম্পূর্ণ ভর দিয়া সমাজকে বিপর্য্যস্ত করা অপেক্ষা সেই বিবেকের উৎকর্ষ সাধন করা কি শ্রেয়স্কর নহে? যাহা বাস্তবিক ঈশ্বর আদিষ্ট, তাহা আমার বিবেকে সায় দিবে আর একজনের বিবেকে প্রতিধ্বনিত হইবে না, ইহা কোথাকার কথা? আজকাল সভ্যতা কি, প্রকৃত ভদ্রতা কি, তাহা না জানিয়া যেমন সুন্দর সুন্দর জামা গায় দিয়া সভায় গিয়া সভা খাতায় নাম লিখান সহজ ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি বিবেক কি, জ্ঞান কি, ধর্ম্ম কি, ও ঈশ্বরাদেশ কি তাহা প্রকৃতরূপ বুঝিতে না পারিয়া এক একটী মনসাজান মতকে বিবেকের আবরণে আচ্ছাদন করত সমাজ মধ্যে আমরা অনেক সময়ে "বিবেকী" ও "বৈরাগী" সাজিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া নিজে অন্ধতমসে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছি (১৫)। ক্রমশঃ—

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

নারদ। নদ, তুমি কে? তোমার সর্ব্বশরীরে রক্ত কেন? (১)

শোণ। প্রভো! আমি দুঃখিত হলাম, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আজ আমার

(১৫) Surely garments of men are not made of a greater variety of materials than are their "conciences!" some tough & leathery, others tender & delicate; some elastic & stretching, others harsh and austere; some highly fitting others losely hanging, some fresh & firm and others worn thin and thread bare. All however, be it remembered are just what we ourselves have made them, and all perform their proper functions and duties just so far as our treatment of them will allow.

Fragments of thoughts)

(১) শোণের জল রক্তবর্ণ।

ভাগ্যে অন্ধ হইলেন! আমাকে কি আপনি জানেন না, না চিনেন না? এই পাপিষ্ঠের নামই শোণ। লোকে বলে—জগতে সুখ দুঃখ চিরদিন থাকে না, সুখ অন্তে দুঃখ এবং দুঃখ অন্তে সুখের উদয় হয়। কিন্তু আমি দেখ্‌চি দুর্ভাগা শোণের ভাগ্যে বিধাতা চিরদুঃখই লিখিয়াছেন। না হবে কেন? এ হতভাগ্যের জন্ম চিরদুঃখী বিন্ধ্যপর্ব্বতের নয়ন জলে। বাবা নিজ গুরু অগস্ত্যের আগমনে যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, অম্নি অগস্ত্য কহেন—বিন্ধ্য! আমার প্রত্যাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই থাক, আর মাথা তুলো না বলে সেই যে গেলেন আর এলেন না। বাবা আমার ঘাড় হেট করে থেকে শেষে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর সেই নয়ন জলেই এ অধমের জন্ম হল। পিতা চিরদুঃখী ছিলেন বটে কিন্তু তিনিও এক সময়ে মাথা তুলেছিলেন। তাঁহার মাথা তোলাতেই দেবগণ ভীত হয়ে এ দুর্দ্দশা ঘটান। কিন্তু দেব! আমার অপরাধ কি? আমি ত কখন মাথা তুলি নাই, আমি ত কখন তৃষ্ণাতুরকে জল দিতে কৃপণতা প্রকাশ করি নাই, তবে আমার এ দশা ঘটে কেন? আপনার চিরশত্রু জরাসন্ধ আমার তীরে রাজধানী করেছিল বলিয়াই কি এ দশা ঘটিয়াছে? সেই পাপেই কি ছত্রিশ জেতে ট্রেণে উঠে আমার বুকের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে? আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শরীরে রক্ত কেন?" শরীরের আর অপরাধ! অষ্টপ্রহর রেলের চাকায় শরীর ক্ষতবিক্ষত হইলে শরীরে আর কি রক্ত থাকে? আপনি স্ব ইচ্ছায় বলির দ্বারে রুদ্ধ হন, আমি অনিচ্ছায় ইংরাজ দ্বারে কি কারণে রুদ্ধ হই? বিধাতা ভারতভাগ্যে চিরদুঃখ লিখেচেন লিখুন, সে চিরদিন পরাধীন থাকে থাক, আমরা ভারতের নদী নালা, আমরা কেন কষ্ট পাই? আমরা কেন পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রাত দিন কেঁদে মরি? ভারতের নদটী পর্য্যন্ত কি স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত থাকিবে? দেব! ইংরাজেরা আমার কি দুর্দ্দশা করেচে দেখুন, তাহারা আমাকে বন্ধন করে, আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করেও ক্ষান্ত নহে, আবার কৌতুক-কারণ পোলটী পর্য্যন্ত রক্ত-বর্ণের করিয়াছে। আমার ভাগ্যে বিধাতা কতক দেব ও কতক মনুষ্যভাব সংগঠন করে বাদ সাধিয়াছেন। তিনি যদি আমাকে সমস্ত দেবভাব দিতেন এত কষ্ট সহ্য করিতাম না, আর যদি সমস্তই মনুষ্যভাব দিতেন এতদিন মৃত্যু হইত, সকল দুঃখ এড়াইতাম। আপনি তাঁহার দেখা পেলে বল্‌বেন সোণ তাঁর শ্রীচরণে এমন কি অপরাধ করেচে যে, তার অদৃষ্টে এত দুঃখ!!

বরুণ। শোণ! তুমি বিধাতাকে দোষী করো না। তুমি জেন বিধাতা তোমার দুঃখে সুখী নহেন। তাঁহার এক্ষণে কর্ত্তীর গর্ভধারণ হইয়াছে। এই মনুষ্য কর্ত্তৃক তাঁহার ধ্বংস না হইলে পৃথিবীরও ধ্বংস হইবে না এবং তোমাদিগেরও দুঃখ ঘুচিবে না। শোণ! ঐ চেয়ে দেখ সামান্য বেশে বৃদ্ধ বিধাতা তোমার কূলে দণ্ডায়মান। ঐ চেয়ে দেখ দীন বেশে স্বর্গের অধি-রাজ উপস্থিত। আর এই দেখ আমি তোমাদের অধিপতি স্বয়ং বর্ত্তমান। বৎস! আজ আমাদের এ অবস্থা কেন? যে ভারত দেবগণের বিলাসভবন, যে ভারতে দেবতারা ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া রঙ্গ দেখিতেন, যে ভারতে মহর্ষি নারদ ঢেকী আরোহণে অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বর্গে টেলিগ্রাফের সংবাদ যোগাইতেন, আজ সেই ভারতে আমরা কে তুমি বিবেচনা কর? আজ আমাদের এ বেশ এ চোরের ন্যায় বেশ দেখে কি দেবতা বলে বিশ্বাস হয়? শোণ! যে দেবতারা কটাক্ষে সকল করিতে পারেন আজ দেখ সেই দেবতারা থার্ডক্লাশের প্যাসেন্জার ট্রেণে কলিকাতা দেখিতে যাইতেছেন। কেন, ইহাঁদের কি অর্থাভাব? তাই এভাবে যাইতেছেন? তা নয়, ফার্ষ্ট ক্লাশে যাইলে পাছে ইংরাজের ঘুসি খেতে হয় এই আশঙ্কা।

ব্রহ্মা। দেখ শোণ! তোমাদের দুঃখে আমি পৃথিবী ধ্বংস করিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু পাছে দেব বাক্য লঙ্ঘন করা হয়, পাছে দেব নামে কলঙ্ক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কাতেই পেরে উঠিতেছি না। দেবতারা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এক একটী বর দিয়া এমন বিপদ ঘটান, যে তাহা শোধরাইতে অনেক কষ্ট এবং অনেক সময় লাগে। শোণ! তুমি শুনে থাক্‌বে ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী সীতার চেড়ী ছিল। ঐ ত্রিজটা অশোক বনে সীতার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করে। শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধার করিয়া আনিবার সময় ত্রিজটা সীতা বিরহে অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাহাকে অনেক প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সর্ব্বশেষে একটী বানর দিয়া কহেন ত্রিজটে! ইহার দ্বারা তোমার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহার বংশাবলীরা এক সময়ে সাগর পার হইয়া ভারতে আসিয়া রাজ্য বিস্তার পূর্ব্বক কাঁচা পাকা ধরে ধরে খাবে, আমি সেই ত্রিজটার বংশাবলীর রাজ্য বিস্তার না দেখে কি প্রকারে পৃথিবী ধ্বংস করি? শোণ! তাহা হলে যে দেববাক্য অমান্য করা হয়! তাহা হলে যে দেব নামে কলঙ্ক স্পর্শ করে।

শোণ। তবে আমরা কত কালে উদ্ধার হব?

ব্রহ্মা। ত্রিজটার ছেলেদের কাঁচা পাকা ধরে ধরে খাওয়া সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত। অর্থাৎ এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে, ইংরাজরাজ পাপী দমনে অসমর্থতা হেতু বিরক্ত হইয়া ভারত পরিত্যাগ করিয়া পলাইবেন। ঠিক সেই সময়ে ত্রিজটার ছেলেরা সাগর পার হয়ে এসে মানুষগুলোকে ধরে ধরে খেতে থাকবে।

এই সময় বংশীধ্বনি করিতে করিতে একখানি এঞ্জিন (কল) নক্ষত্র-বেগে ছুটে আসিতেছে দেখিয়া দেবগণ দ্রুত গিয়া ট্রেণে উঠিলেন। কলখানি উপস্থিত হইয়াই "গপাৎ" শব্দে ট্রেণ খানাকে গেঁথে নিয়ে "হুপাহুপ গুপাগুপ" শব্দে ছুটিতে লাগিল।

বরুণ কহিলেন "ঐ যা! ঠাকুরদাদার তামাক খাবার তোজদান বন্দুক শোণকে দিয়ে আসতে ভুলে এলাম। বাপ! সমস্ত পথটা কেবল তামাক রে, কল্কে রে, নল রে, করে জালাতন করে মেরেচেন।

ব্রহ্মা। কেন বরুণ! শোণকে আমার তামাক খাবার যন্ত্র তন্ত্রগুলি দিতে চচ্চ?

বরুণ। যাচ্চেন কোথায় জানেন না? এ সব সভ্য দেশ, এরা ঘন ঘন তামাক খেলে বড় চটে।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! সভ্যেরা আমার ঘন ঘন তামাক খাওয়া দেখে চটেন চটবেন। কি করবো ভাই হাত নাই, যখন আমি আহাম্মুকি করে ও ছাই ভস্ম সৃষ্টি করে ফেলেছি, তখন আমাকে এক ছিলিমের স্থানে বিশ ছিলিম পোড়াতে হবে। এতে নিন্দা হয় নাচার।

ক্রমে ট্রেণ দানাপুর অতিক্রম করিয়া বাঁকীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ নামিয়া ষ্টেষণের বাহিরে চলিলেন। গেটের বাহিরে গিয়া দেখেন অসংখ্য একা এবং বহুসংখ্যক গয়ালী ও চৌবে (২) পাণ্ডারা যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গয়ালীদিগের যেমন চেহারা তেমনি সাজ পোশাক। শীত প্রযুক্ত প্রত্যেকেরই গাত্রে কম্বল জড়ান, তাহা আবার দৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য এক একখানি মোটা ময়লা বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে। সকলেরই স্কন্ধে এক এক গাছি মোটা বাঁশের লাঠি। লাঠির অগ্রভাগে এক এক যোড়া দুই হাত আড়াই হাত আন্দাজ মহিষ চর্ম্মনির্ম্মিত

(২) গয়া করিয়া যাত্রিগণ মথুরা বৃন্দাবনে যাইবে, এই আশায় এখানেও চৌবে পাণ্ডারা উপস্থিত থাকে।

নাগরা জুতা ও তৎসহ এক একটী লোটা (ঘটী) লম্বমান রহিয়াছে। দেবতারা অগ্রে যমদূত বিবেচনায় ভয় পান কিন্তু বরুণ বুঝাইয়া দেন ইহাদেরই নাম গয়ালী।

গয়ালী। আমরা গয়ালী গুরুর গো-মাষ্টার।

ইন্দ্র। কি বলে?

বরুণ। বলচে "আমরা গয়ালী গুরুর গমস্তা। এঁরা সর্ব্বদা প্রায় বাঙ্গালায় যান তাই বাঙ্গালা কথা শিখে এসেছেন।

ব্রহ্মা। এখান হতে গয়া কতদূর?

বরুণ। সাড়ে আটাইশ ক্রোশ রাস্তা হবে।

ব্রহ্মা। ছিঃ! ছিঃ! যমের বড় অন্যায়। যখন প্রথমে এই রেলের রাস্তা প্রস্তুত হয় শমন আমার নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "পিতামহ! এত দিনের পর আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। গয়ায় রেল হইতেছে আমার জেলখানা (নরক) আর থাকে না। লোকে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিয়া আমার বহুকালের কয়েদিকেও খালাস করিয়া লইবে, নূতন পাপীর আর আমদানী হবে না। তাহা হইলেই নরক উঠে গেল। নরক গেলে আমার আর থাকলো কি? আমি কয়েদিদিগকে জেলে খাটাইয়া বস্ত্র বয়ন, কাঠ কাটরার কাজ এবং কপির চাস সমস্তই করাইয়া লই। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয়ে আমার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ থাকে। এমন কি জেলের খরচ বাদ সম্বৎসর আমার বাবুয়ানা, দোল, দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হয়। ঐ পদ আপনারা আমাকে দিয়াছিলেন এক্ষণে যাহাতে থাকে তাহার উপায় করুন নচেৎ ফেরার হই।

নারদ। আপনি কি করলেন?

ব্রহ্মা। তুমি ভাই তখন বৌমাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রে বাচ খেলাতে গিয়াছিলে। আমি যমের কান্না সত্য বিবেচনা করিয়া অনর্থক আর তোমাকে বিরক্ত করিতে গেলেম না। কহিলাম "দেখ শমন! কলিতে ধার্ম্মিক খুব কম আছে। অধার্ম্মিকেরা কিছু গয়াতে গিয়া পিণ্ড দেবে না। অতএব তুমি ম্যালেরিয়াকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া এই উপদেশ দেও সে যেন ধার্ম্মিকের বংশ নির্ব্বংশ করে। তাহা হইলে তোমার নরক যেমন গুলজার তেম্নি রহিল। তাহাতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে "ম্যালেরিয়াকে কি অছিলে করিয়া তথায় পাঠাইব?" আমি কহিলাম "যে রেল হওয়াতে

তোমার এত আশঙ্কা, সেই রেল রাস্তা প্রস্তুত করাতে অনেক পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হইয়াছে এই অছিলে অবলম্বন কর। আরো কহিলাম ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে দেশে যাইবে, ম্যালেরিয়া ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তথাকার লোককেও আক্রমণ করিতে পারিবে।

বরুণ। গিয়ে দেখ্‌বেন বাঙ্গালা ছারখার! পিতামহ! এ স্থানের নাম বাঁকীপুর। বাঁকীপুর পাটনার সিভিল ষ্টেষণ। আপনি অগ্রে গয়া করবেন না বাঁকীপুর দেখ্‌বেন?

ব্রহ্মা। ভাই গয়া অপেক্ষা তীর্থ নাই। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে সর্ব্বাপেক্ষা গয়াতীর্থ শ্রেষ্ঠ। কারণ অন্যান্য তীর্থে যে যে ব্যক্তি গমন কি বাস করে সে নিজে উদ্ধার হয়। কিন্তু গয়াতে যে ব্যক্তি গমন করে তাহার পরলোকগত ৫৬ কোটী পুরুষ মুক্ত হয়। অতএব অগ্রে আমি গয়া করবো। এখান হইতে কি উপায়ে যাওয়া যায়?

বরুণ। আজ্ঞে, এক্কাযোগে।

ব্রহ্মা। আর ভাই এক্কায় গিয়ে কাজ নাই, চল বরং হেটে যাই। শরীরে এম্নি বেদনা হয় যে, বোধ হয় এ যাত্রা বুঝি অক্কা পেলাম। ও লক্ষ্মীছাড়া রথের নাম এক্কা না দিয়া অক্কা দিলেই ভাল হইত।

বরুণ। পথে দস্যু-ভয় আছে।

চৌবে পাণ্ডা। বাবা, রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই, ভুলিও মৎ।

গয়ালী। সে দিন একজন যাত্রীর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে ডাকাতেরা এম্নি প্রহার করেচে যে রসপাতালে এনে চিকিৎসা হচ্চে।

ইন্দ্র। রসপাতাল কি?

বরুণ। ইংরাজী দাতব্য চিকিৎসালয়।

ব্রহ্মা। চল আমরা এক্কাতেই যাই।

বহুসংখ্যক এক্কা মজুত ছিল, বরুণ দুইখানি ভাড়া করিয়া চারি জনেতে আরোহণ করিলেন এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গয়াধামে চলিলেন। রাস্তার মধ্যে মধ্যে আড্ডা সকলে বিশ্রাম লইবার জন্য যেমন দেবগণের এক্কাগুলি থামে অম্নি পূর্ব্বোক্ত চৌবে পাণ্ডা ছুটিয়া গিয়া কহে "বাবা, রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই ভুলিও মৎ।"

ব্রহ্মা। বরুণ, ও কি বলে?

বরুণ। এ ব্যক্তি বৃন্দাবনের চৌবে পাণ্ডা। ইহারা চারি ভ্রাতা তন্মধ্যে

একজনের বিবাহ হয় নাই। যাহার বিবাহ হয় নাই তাহাকে উহারা অর্দ্ধ-গণনা করে এবং ঐ মত অংশ দেয়। উহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যাত্রিগণ গয়া প্রভৃতি তীর্থ করিয়া পরিশেষে বৃন্দাবনে যাইবে এজন্য চারি ভ্রাতার মধ্যে তিন জনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকিয়া এই প্রকার যাত্রীদিগকে কহিতেছে। আর একজন মথুরা ষ্টেষণে দাঁড়াইয়া "রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই" এই শব্দে বারম্বার চীৎকার করিতেছে। যাত্রীরা সেই শব্দ অনুসারে ইহাদের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাকেই পাণ্ডা নিযুক্ত করিয়া থাকে।

ক্রমে দেবগণের এক্কা ছুইখানি অপরাহ্নে গয়াধামে যাইয়া উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন "গয়াতে চৈত্রমাসে মধুগয়া ও ভাদ্রমাসে সিংহগয়া করিবার জন্য বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে। তাঁহারা গাড়োয়ানদিগকে বিদায় দিয়া গয়ালিদিগের একটী ভাড়াটে বাটীতে বাসা লইলেন এবং রজনীতে আহারাদি করিয়া সকলে শয়ন করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! গয়ার উৎপত্তির কারণ বল?

বরুণ। ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর এক সময়ে ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি নিজ পিতার মৃত্যুর প্রতিফল দিবার জন্য শঙ্করের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। সদাশিব পরাস্ত হইয়া কৌশলে গয়াসুরকে নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান। নারায়ণ ছুইবার তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহেন, ইহাতে গয়াসুর হাস্য করিয়া তাঁহাকেও বর দিবেন কহেন। সুচতুর নারায়ণ; গয়াসুর বর দিতে চাহিলে তাঁহাকে সত্যবদ্ধ করিয়া এই বর লন, তুমি অদ্যাবধি পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে থাক। গয়াসুর এই চাতুরীতে আবদ্ধ হইয়া নারায়ণকে কহেন "তুমিও আমাকে বর দিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছ অতএব এই বর দেও আমি পাতালে প্রবেশ করিলে তুমি আমার মস্তকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং লোকে তোমার সেই শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড দিলে তাহার পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। যেদিন দেখিব কেহ তোমার পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে না, সেই দিন পাতাল ভেদ করিয়া উঠিয়া আবার তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" এই গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের মস্তক, জাহাজপুরে নাভি এবং শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার চরণ আছে। এজন্য লোকে ঐ ঐ স্থানেও পিণ্ড দান করে।

ইন্দ্র। আচ্ছা বরুণ! গয়াক্ষেত্র যুড়ে যদি গয়াসুরের মস্তক থাকে, তবে

লোকে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দান করে কেন? রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানেত পিণ্ড দিলে হতে পারে?

বরুণ। গদাধরের মন্দিরে পিণ্ড দিতে না যাইলে পাণ্ডাদিগের ফাঁদে পা পড়ে কৈ?

ব্রহ্মা। দেখ ইন্দ্র! আমার মনুষ্যেরা যেমন কথায় কথায় পাপ করে তেম্নি তাহাদের উদ্ধারের কত সহজ উপায় রহিয়াছে।

বরুণ। উপায় রহেছে সত্য কিন্তু উদ্ধার করে কে? কুলাঙ্গার পুত্রেরা এসব মিথ্যা বলিয়া উড়ায়ে দেয়, কেবল কতকগুলি বিধবা মেয়ের দ্বারায় সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে।

এই সময়ে পাশের ঘর হইতে বামাকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি দেবগণের কর্ণে প্রবেশ করিল। পিতামহ তৎশ্রবণে কহিলেন "বরুণ! এখানেও আছে।"

বরুণ। কি আছে?

ব্রহ্মা। নাম করবোনা, খারাপ স্ত্রীলোক।

বরুণ। আপনি যে খারাপ স্ত্রীলোক বলে ভয়ে আড়ষ্ট হলেন? আজ কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খারাপ স্ত্রীলোক। উচ্চ রাজবংশ হইতে বৃক্ষতল-বাসিনী দরিদ্রা পর্য্যন্ত অসতী। অতএব বেশ্যা নিকট দিয়া যাইলে পাপ হয়, যে নগরে বেশ্যা থাকে তথায় বাস করিলে পাপ হয় এত বিচার করে চলিতে হইলে আর মর্ত্ত্যে আগমন হয় না।

ব্রহ্মা। মর্ত্ত্যের কি যেখানে সেখানে বেশ্যা?

বরুণ। আজ্ঞে, যেখানে সেখানে কেমন—আটে ঘাটে পাহারা, যেখানে মাচিটী পর্য্যন্তের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ, তাহার মধ্যেও ব্যভিচার স্রোত।

ব্রহ্মা। স্বর্গে গিয়া চান্দ্রায়ণ করবো।

বরুণ। সেই ভাল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেবগণ ফল্গুনদীতে স্নান করিতে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন বরুণ, ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা বহিতেছে কেন?

বরুণ। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন-কালে এই নদীর পরপারস্থিত বর্ত্তমান সীতা-কুণ্ড নামক স্থানে সীতাকে রাখিয়া লক্ষ্মণসহ ফল অন্বেষণে গমন করেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে রাজা দশরথ আসিয়া সীতার নিকটে পিণ্ড চান। সীতা গৃহে কোন দ্রব্যাদি না থাকায় কি দিয়া পিণ্ড দিবেন ভাবিয়া অস্থির

হইলে মৃত রাজা তাঁহাকে বালির পিণ্ড দিতে কহেন। যে স্থান হইতে সীতা বালি লইয়া পিণ্ড প্রদান করেন, সেই স্থানকে এক্ষণে সীতাকুণ্ড কহে। ঐ সীতাকুণ্ডে অদ্যাপি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ প্রত্যাগমন করিলে সীতা এই ঘটনা তাঁহাদিগকে কহেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে বিশ্বাস না হওয়ায়, ফল্গুনদীকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। ফল্গু মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে অদ্যাপি অন্তঃসলিলা বহিতেছেন (১)।

দেবগণ ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণের তদ্দৃষ্টে বালি খনন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘন ঘন ডুব দেবার ধূম দেখে কে;—

ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।
পিতৃর্ণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥

এখান হইতে সকলে প্রেতশিলায় পিণ্ড দিতে চলিলেন। তাঁহারা যাইবার সময় দেখেন একজন বেশ্যা দুইজন লম্পট সঙ্গে ফল্গুতীর্থে স্নান করিতে আসিতেছে। লম্পটদ্বয়ের মধ্যে একটী বেশী মাতাল হয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিতেছে। সে বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে "বাবা গোলাপ (বেশ্যার নাম) তুই আমাকে কেমন ভাল বাসিস। আমি তোকে শূকরের বিষ্ঠা ভাল বাসার ন্যায় ভাল বাসি।" বেশ্যা কহিল "ওরে গুয়োটা, থাম, তোদের জ্বালায় দেখচি তীর্থে এসেও সুখ নেই।"

ইন্দ্র। বরুণ! ওকি! মাগীকে মিন্সে ডাকচে বাবা বলে মাগী উত্তর দিচ্চে গুয়োটা সম্বোধন করে?

বরুণ। লম্পট মাতাল হয়ে মাগীকে বাবা বলচে।

নারা। মদের ঝোঁকে?

বরুণ। হ্যাঁ ভাই, মাতালেরা মদ্য পান করে যাকে তাকে বাবা বলে।

নারা। মার অপরাধ?

বরুণ। এমন ছেলে পেটে ধরেন কেন? মাগী সোহাগ করে মিন্সেকে ডাকচে গুয়োটা বলে। বেশ্যাদিগের স্নেহসূচক ডাক হচ্চে গুয়োটা ও আর কতকগুলি অশ্লীল কথা।

(১) কথিত আছে সীতাদেবী বটবৃক্ষ, ফল্গুনদী, ব্রাহ্মণ এবং তুলসী বৃক্ষকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বট গাছ ভিন্ন সকলেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে ব্রাহ্মণ কলির ব্রাহ্মণ হন, তুলসীগাছে কুকুর শৃগালে প্রস্রাব পরিত্যাগ করে, বটবৃক্ষ চারি যুগ যত্নের সহিত পূজা পাইতেছেন এবং ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ, অন্য পথ দিয়ে চল। ওদের হাওয়া গায়ে লাগলে পাপীরও পাপ হয়। দেবগণ ক্রমে যাইয়া প্রেতশিলার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন "এখানে পিণ্ড দিলে পূর্ব্বপুরুষগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হন।

এই সময় কতকগুলি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পরস্পরে গল্প করিতে করিতে প্রেতশিলার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে একজন কহিল "বোস দিদি, আমাদের শ্বশুরের মামাতোভায়ের পিশ্বশুরের ভাগ্নের নামটা কি তোর মনে আছে? আহা! বড় ছেলে বাপকে জুতা মারায় তিনি আফিং খেয়ে মরেন। শোনা যায় মরে ভূত হয়ে অত্যন্ত উপদ্রব কচ্চেন। যে সব ছেলে! মিন্সের উদ্ধার হবার আর উপায় নেই, একটা পিণ্ডি দিয়ে গতি করতাম।" আর একজন কহিল "মা গো! গাটা কাঁটা দিয়ে উঠে, কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখি—আমার মেজো ননোদ হাতে শাঁখা কপালে এক কপাল সিঁদুর আমার শিওরে এসে খোনা খোনা কথায় বল্লেন "বৌ, এঁসেঁচোঁ যঁদিঁ আঁমাঁরঁ সঁদ্গঁতিঁ কঁরেঁ যেঁওঁ, এঁকঁটাঁ পিঁণ্ডিঁ দিঁতেঁ ভুঁলোঁনাঁ। জাঁনঁতোঁ আঁমিঁ আঁতুঁড়ঁ ঘঁরেঁ মঁরেঁ তোঁমাঁদেঁরঁ বাঁশবাঁগাঁনেঁ পেঁত্নীঁ হঁয়েঁ আঁছিঁ।" আর এক রমণী কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন "দেখ মা মোক্ষদা, কাল স্বপ্নে দেখিচি—কর্ত্তা যেন শিওরে বসে বল্লেন "গিন্নি, শান্তিপুরে পূজোর বার্ষিক আদায় করতে যাবার সময় কামারডেঙ্গীর খালে ডাকাতেরা আমায় ঠেঙ্গায়ে মারে। সেই হতে আর আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। মৃত্যুর পর হতে আমি তথায় একটা সিমূল গাছে ভূত হয়ে আছি। যদি কপাল ক্রমে গয়ায় এসেছ আমার গতি করো, একটা পিণ্ডি দিতে ভুলো না।" (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) মোক্ষদা মা! আমি কার জন্য গয়ায় এলাম? তিনি যে এত করে বল্লেন এ লজ্জা আর কোথায় রাখবো? আমার কি বাছা! তিনিতো পিণ্ডি খেয়ে স্বর্গে গিয়ে সুখী হউন, আমার কপালে যা আছে হবে, আমি মল্লিক বাড়ীর হাড়ি ঠেলে ঠেলে দিন কাটাব। তাঁরতো আর দয়া মায়া নেই, থাকলে অসময়ে ফেলে পালাবেন কেন?

দেবগণ এই সব কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা নিজ নিজ পিতৃগণ উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া নিজের নিজের জন্য কিছু জমা রাখিলেন। নারায়ণকে পিণ্ডদান করিতে না দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন "নারায়ণ, ভাবচো কি? কিছু পিণ্ডার্পণ কর। তখন নারায়ণ প্রত্যেকের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক এই মত পিণ্ড দিতে লাগিলেনঃ—

আমার বংশে যে সকল গোয়ালা বা বৈষ্ণব অথবা রজপুত বা মৎস্য কিম্বা বরাহ কি কূর্ম্ম প্রভৃতির যে সকল মহাপুরুষগণের মৃত্যু গতি হয় নাই তাঁহাদের জন্য এই পিণ্ডার্পণ করিলাম। আমার কয়ে তারের বন্ধুগণের বংশে, আমার বংশে, মাতামহের বংশে, প্রতিবেশীর বংশে, এবং গ্রামের লোকের বংশে যাহারা মাতৃগর্ভে, অগ্নিদাহে, সর্পাঘাতে, চোর ডাকাতের হাতে, জলমগ্ন হয়ে, ঘর চাপা পড়ে, ব্যাঘ্র কর্ত্তক পশুগণের শৃঙ্গে, বৃক্ষ হতে পতিত হয়ে, কুকুর শৃগালের আফিং কিম্বা বিষ ভোজনে, ছুরি ও দড়ি গলায় দিয়ে, আকালে ন পেয়ে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণত্যাগ করে থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিলাম। আমার বংশে যদি কোন স্ত্রীলোক একাদশীর দিন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে, প্রসব বেদনার যন্ত্রণায় সূতিকাগৃহে অথবা স্বামি-বিয়োগে কাতর হইয়া চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, তঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলাম। আমার বংশে যদি কেহ নরকে থাকেন, পশু-পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অথবা ভূত প্রেত হইয়া পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিলাম। আমার শ্বশুরকুলে, গুরু ও পুরোহিতকুলে, পাড়ার লোকের কুলে, চাকরচাকরাণীকুলে এবং তাঁহাদেরও আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও গ্রামস্থ কুলে যদি কেহ নরকে থাকেন, সকলের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলাম। আমার যে সকল ভ্রাতা ভগ্নী কংসকর্ত্তৃক অসময়ে সূতিকাগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমার যে সকল গোরু বৃন্দা-বনের মাঠে, যে সকল বানর লঙ্কার সমরক্ষেত্রে, যে সকল বন্ধু কুরুক্ষেত্রের দুর্জ্জয় সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য পিণ্ডদান করিলাম।

মা! তোমরা আমাকে গর্ভে ধরে অনেক কষ্ট পেয়েছ। মাটীতে আসন পেতে শুয়ে দশ মাস পর্য্যন্ত উপাদেয় খাদ্য ফেলে কেবল পোড়া মাটী খেয়েছ। মা! প্রসব বেদনার সময় সূতিকাঘরে কত কষ্ট সহ্য করেচ। প্রস-বের পর তিন দিন উপবাস করে তীব্র অগ্নির দ্বারা নিজ শরীর শোষণ ও কটু দ্রব্য পান ভোজন করেছ। মা! তোমরা কোন দুর্লভ দ্রব্য হস্তে পেয়ে বদনে দেবার উদ্যোগ করচো এমন সময় ছুটে গিয়ে কেড়ে খেইচি দেখে অন্তরের ক্লেশ অন্তরে গোপন করে সন্তোষ দেখায়েছ। বাল্যাবস্থায় কোলে শয়ন করে কত মল মূত্র পরিত্যাগ করেছি, আর্দ্র ও বিষ্ঠালাগা বস্ত্রে কোন কষ্ট বোধ না করে, রজনীতে নিদ্রা গিয়াছ। আমার গা তপ্ত হলে নিজে উপবাস

ক্লেশ সহ্য করে মনের উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করেছ। আমার ক্ষুধা হলে ভোজন পাত্র ফেলে ছুটে এসে স্তন দিয়াছ। এ হতভাগ্যের জন্য নিজ ভ্রাতা কংসকর্ত্তৃক কারারুদ্ধা হয়ে বক্ষে বৃহৎ শিলা বহন করেছ। এ হতভাগ্য লক্ষ্মণ ও সীতা সহ বন গমন করিলে অনশন ব্রত সার করে দিন রাত্র কেঁদে কেঁদে চক্ষু হারায়েছ। মা! আমি গোকুলে মূর্চ্ছা গেলে আত্মবিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হয়েছিলে। তোমাদের গুণ অসীম, তোমাদের স্নেহের অন্ত নাই। তোমাদের ঋণ পুত্র হয়ে পরিশোধ করিবার উপায় নাই। আজ মাগো আমি গয়াধামে এসে তোমাদের উদ্দেশে পিণ্ড দিতেছি। দুর্ভাগার দত্ত গ্রহণ কর। তৎপরে তিনি প্রণয়িনীগণের পিণ্ডার্পণ করে হস্ত প্রক্ষালন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া বরুণ কহিলেন "ভাই! আর কিছু পিণ্ড তোমাকে বাজে খরচ করতে হবে।"

নারা। কাহাদের জন্য বল?

বরুণ। ব্রাহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান এবং বিলাত যাওয়ার দলের জন্য। ইহারা সকলেই হিঁদুর ছেলে। আমাদের মানুক বা না মানুক তুমি হিঁদুর দেবতা, এজন্য তোমার দয়া করা কর্ত্তব্য। আহা! ব্রাহ্মজ্ঞানীর দল যখন মন্দিরে বসে ঈশ্বরের রূপ ঠিক করতে না পারে কেঁদে মরে, দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। খ্রীষ্টানেরা আলোয় যাবেন ভেবে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে যখন অন্ধকারে পথ হাঁতড়াতে থাকে, দেখে আমার আন্তরিক কষ্ট হয়। বিলাত যাবার দল বিলাত যাইবার পথে কিম্বা প্রত্যাগমন করে চুনোগলিতে যখন অক্কা পায়, তাহাদের দুরবস্থা দেখে আমার চক্ষে জল আসে।

নারায়ণ এই কথা শ্রবণে উচ্ছিষ্ট পিণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া নয়টা মালসা পরিপূর্ণ করিলেন এবং প্রথমতঃ তিনটে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া ব্রাহ্মগণ উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সাকার, নিরা-কার যে আকারের ঈশ্বর ভাব, আমি তোমাদের গতির জন্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালের তিন মালসা পিণ্ড গচ্ছিত রাখিলাম, সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে ভাগযোগ করে খেও, দেখ যেন পিণ্ডি খেতেও দলাদলি মারামারি চেঁচাচেঁচি না হয়। হে খ্রীষ্টানগণ! তোমাদের জন্যও তিন মালসা জমা রাখি, এর যোরে আলোর মুখ দেখে প্রেতযোনি অর্থাৎ যে যোনিতে তোমরা ভ্রমণ করচো মুক্ত হবে। হে! বিলাত যাওয়া বাঙ্গালী সাহেবগণ! তোমরা বেস জেনো ইংরাজ স্বর্গে তোমাদের স্থান হইবে না। কালা বাঙ্গা-

লীর যেরূপ আদর, তোমরা ইংরাজ নরকেও স্থান পাও কি না সন্দেহ। আমি তোমাদের সদগতির জন্য তিন মালসা পিণ্ড রাখিলাম। তোমরা ভাগাড়েই মর, আর দাতব্যচিকিৎসালয়েই মর, এর জোরে বাঙ্গালী স্বর্গ পাবে।” বলিয়া হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক দক্ষিণমুখ হয়ে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্রোচ্চারণ করিলেনঃ—

এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
অন্তকালে গতে সহ্যং ত্বয়া দেয়ো গয়াশিরে॥

বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ।

মনুষ্যেরা রুচির দাস। কি ঈশ্বরোপাসনা, কি লেখাপড়া, কি ধনোপার্জ্জন, কি গমন, কি ভোজন ইত্যাদি সকল কার্য্যই তাঁহাদের আপন আপন রুচি অনুসারে হইয়া থাকে। এক রুচিই মনুষ্যের অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক ঈশ্বরকে শতভাগে বিভক্ত করিয়াছে। রুচিই যিশুর অন্তরে থাকিয়া খ্রীষ্টানদিগকে বলিল, তোমরা আর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর কিন্তু প্রাণান্তেও স্বজাতিকে হিংসা করিও না; ঐ রুচি মহম্মদের সঙ্গিনী হইয়া মুসলমানদিগকে বলিল, তোমরা প্রতিদিন গোহত্যা না করিয়া জল গ্রহণ করিও না এবং হিন্দুদিগকে বলিল, হিন্দুগণ! তোমরা আর নিরাকার ব্রহ্মের আরাধনা করিও না। অতঃপর যত শীঘ্র পার ব্রহ্মকে কাটিয়া শত খণ্ড ও আকার বিশিষ্ট কর, নতুবা তোমাদের কোন মতেই মঙ্গল হইবে না। রুচিই রাজা রামমোহন রায়কে বলিল, তুমি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর, কপিলকে বলিল, তুমি নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য চেষ্টিত হও, এবং শাক্যসিংহের অন্তরে বসিয়া কহিল, তুমি প্রাণান্তেও জীব হিংসা করিও না। অতএব এক বল্লাল সেনকে যে কেহ বৈদ্য, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা কায়স্থ ইত্যাদি যার যা ইচ্ছা বলিতেছেন, তাহাতে আমরা বিস্ময়ান্বিত হই না, কারণ এ সমস্তই তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির কার্য্য।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার রীতি এবং প্রকৃত ইতিহাস ছিল কি না তাহা লইয়া বিবাদ করা আমাদের এ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাস বলিয়া আমাদের কোন গ্রন্থ থাকুক বা না থাকুক, পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারাই যে আমাদের দেশের (অতি প্রাচীন সময় হইতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত) স্থূল স্থূল ঘটনা গুলি বিলক্ষণরূপ জানিতে

পারা যায়, তাহা বোধ করি বহুদর্শি মাত্রেরই স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ রাজতরঙ্গিণী, রাজাবলি, অম্বষ্ঠসম্পাদিকা ও লঘু ভারত (১) প্রভৃতি কয়েকখানি ইতিহাসে বহুসংখ্যক রাজাদের জীবন চরিতও সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এমত অবস্থায় যাঁহারা ইতিহাস ইতিহাস বলিয়া হায় হায় শব্দ করেন, তাঁহারা যে আমাদের কোথায় কি আছে ভ্রমেও কোন দিন সে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তাঁহাদের সে চেষ্টা থাকিলে ঐরূপ হায় হায় শব্দের যে অনেক নিবারণ হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। অনন্তর ইংরাজ ও বাঙ্গালিদিগের কৃত যতগুলি ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই, তাহার কোন ইতিহাসেরই উল্লিখিত পুরাণ কি ইতিহাসের সহিত (সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও) বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্পদ্রুমে বল্লালসেন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করা আমার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কল্পদ্রুম-প্রবন্ধ-লেখক বল্লালসেন শব্দের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা ব্যাকরণসঙ্গত হয় নাই, প্রথমে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

"নাম্ন্যস্ত্যর্থেঽচোর্দীঃ।" মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার এই সূত্রের অর্থ করিয়াছেনঃ—"অচোর্দীঃ স্যাৎ অস্ত্যর্থেষু প্রত্যয়েষু নাম্নি বাচ্যে"। শব্দের অন্তস্থিত অচের দীর্ঘ হয় অস্ত্যর্থ প্রত্যয় পরেতে নাম বুঝিতে। পাঠক আমরা যার পর নাই বিস্ময়ে পতিত হইয়াছি, বল্ল শব্দের উত্তর তদ্ধিতের ল প্রত্যয় করিয়া নাম বুঝাইতে বল্ল শব্দের আকারের দীর্ঘ হইয়া যে বল্লাল হইয়াছে, তাহা কল্পদ্রুম-প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ং আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, কিন্তু বল্লালই যে একটী নাম তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি মরাল, মৃণাল, রসাল, স্বামী ও গাণ্ডীব প্রভৃতি কি নাম নয়? মুগ্ধবোধের এই সূত্রের তাৎপর্য্যই এই যে নাম না বুঝাইলে উক্ত প্রত্যয় করিয়া অচের দীর্ঘ হইবে না; যেমন মাংসল হেমল ও বৎসল ইত্যাদি।

"বল্লও বৃতৌ"। বোপদেবকৃত ধাতু পাঠের এই সূত্র দ্বারা প্রবন্ধ লেখক বল্ল শব্দের বিস্তার অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু উহার কেবল বিস্তারার্থ নহে। বিস্তার, ভূমি, কর্ষ (দুই তোলা) বল ও সম্যক্ বল সচরাচর বল্ল শব্দের

(১) এই গ্রন্থখানি পুরাণাদি শাস্ত্র, রাজ তরঙ্গিণী ও রাজাবলি প্রভৃতি ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে বর্ত্তমান সময়াবধির ইতিবৃত্ত উত্তমরূপ জানিতে পারা যায়।

এই কয়েকটী অর্থই দেখিতে পাওয়া যায়। অমর কোষের টীকাকার বনৌ ষধি বর্গের টীকায় বল্ল শব্দের ভূমি (২) ও আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষাকার উহার কর্ষার্থ (৩) করিয়াছেন এবং ধাত্বর্থাবলি-প্রণেতা ও কলাপীয় গণাধ্যায়-কার বল্ল (৪) ধাতুর যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বল্ল শব্দের বল ও সম্যক বলার্থ হয়। অতএব বল্লাল এই সংজ্ঞা শব্দের বিস্তার বিশিষ্ট অর্থ না করিয়া এস্থলে উহার এইরূপ অর্থ করিলে সঙ্গত হয়, যথা—সম্যক্ বল আছে যার সেই বল্লাল। আমাদের এরূপ অর্থ করিবার তাৎপর্য্য এই যে বল্লাল একজন মনুষ্যের নাম হইলে তাহার বিস্তার বিশিষ্টার্থ হইতে পারে না।

অখণ্ড নাম কহাকে বলে? কেবল একটী সংজ্ঞা শব্দ যে নামের আত্মা ও যাহা অন্য কোন শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও একজনের নাম হইতে পারে তাহাই অখণ্ড নাম; যথা হরি, রাম, কৃষ্ণ ও ভীম ইত্যাদি। বল্লালই যখন একটী সংজ্ঞা শব্দ, অন্য কোন শব্দের সহিত মিলিত না হইয়াও যখন উহা একজনের নাম হইতে পারে, তখন বল্লালসেন একটী অখণ্ড নাম নহে, বল্লাল একটী অখণ্ড নাম। দুই তিন কি ততোধিক শব্দের সমাস করিয়া যে নাম হয় তাহা অখণ্ড নয়, তাহাকে যৌগিক সংজ্ঞা শব্দ কহে।

বল্লালই যখন একটী নাম হইল তখন সেন কি বহুব্রীহি সমাস করিয়া সৈন্য বাচী সেনা শব্দ হইতে হইয়াছে, না উহা বৈদ্য জাতির মধ্যে এক সম্প্রদায়ের উপাধি বাচক সেন শব্দ, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা উচিত। বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা কোন মতেই উহার নির্ণয় হইতে পারে না; কারণ সেন শব্দ যে নামের পরে থাকিবে তাহাকেই ঐরূপ বহুব্রীহি সমাস করা যাইতে পারে। অপর বল্লাল সেনের এই সেন সৈন্য বাচী সেনা শব্দ হইতে হইলেও উহা কেবল ক্ষত্রিয় বাচক হয় না, যে হেতুক পূর্ব্বকালে দেবতা গন্ধর্ব্ব (৫) রাক্ষস (৬) ও বানর (৭) প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ করিতেন সুতরাং তাঁহাদেরও সেন বিশিষ্ট নাম হইতে

(২) অত্র বল্ল শব্দে ভূমিরপি স্যাৎ ইত্যাদি।

(৩) বটকং ত্রংক্ষণকৈব কর্ষস্তদ্দ্বিগুণেন চ। বিড়ালপাদকং বল্লং ইত্যাদি ॥ ২।

(৪) বল্, বল্ল সামর্থ্যে। বল্, বল্ল চ। মল্ মল্ল ধারণে। টীকা সম্বলনং চার্থঃ—

(৫) চিত্ররথেন।

(৬) তরণী সেন।

(৭) সুষেণ।

পারে। বিশেষ বৈদ্য জাতির উপাধি সেন শব্দ ইহার এক প্রধান প্রতিবাদী। এমত অবস্থায় বল্লাল সেনের জাতি নির্ণয় করা কেবল যুক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব যে উপায়ের দ্বারা আমরা ভীমসেনকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, বল্লালসেনের জাতি নির্ণয় করিতে হইলেও আমাদের ঠিক সেই-রূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

পাঠক! যে বীরসেন ও বিজয়সেনকে প্রবন্ধ লেখক বল্লালসেনের ঊর্দ্ধতন পুরুষ বলিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই বৈদ্য (৮) কলির চারি সহস্র বৎসর গত হইলে কুমারিকা খণ্ডে প্রাচীন বৈদ্য বংশীয়দের পূর্ব্ব পুরুষ চন্দ্রচকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। সেই চন্দ্রকেতুর সন্তানদিগকে চন্দ্রবংশীয় বৈদ্য কহে। দাক্ষিণাত্য মহীপতি বীরসেন উক্ত চন্দ্র বংশের সন্তান এবং বিজয়সেন বীরসেনের বংশ।

অনন্তর তিনি যে আদিশূরের নাম করিয়াছেন, তিনিও বৈদ্য (৯)

(৮) কলের্গতেষু বর্ষাণাং সহস্রেষু চতুর্ষু চ।
ভূপঃ কুমারিকা খণ্ডে বিক্রমো যঃ স বর্ণ্যতে॥
আসীদশ্বপতের্বংশে চন্দ্রকেতুর্মহীপতি।
প্রাচীনবৈদ্যবংশানাং বিখ্যাতঃ পূর্ব্ব পুরুষঃ॥
তদ্বংশাশ্চন্দ্রবংশীয়াবৈদ্যা মহিষ্যজাতয়ঃ।
তদ্বংশো বীরসেনশ্চ দাক্ষিণাত্য মহীপতিঃ॥
তদ্বংশে জনিতশ্চৈকঃ সামন্ত সেন ভূপতিঃ।
তস্য পুত্রো মহাজ্ঞানো হেমন্তসেনভূপতিঃ॥
তস্য রাজ্ঞী যশোদেবী পতিধর্ম্ম পরায়ণা।
সুষাব বিজয়ং সেনং।—
সেন বংশোপাখ্যান, লঘুভারত।

(৯) মহীশূরাদি সম্রাজো বৈদ্যাশ্চ বহবো জনাঃ।
আদিশূরনৃপস্তেষাং শেষো গৌড়স্য ভূপতিঃ॥
শাল রাজোপাখ্যান, লঘু ভারত।
শূন্যাব্ধিবহ্নিবিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজঃশেখরবংশৈকআদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥ সেন বংশোপাখ্যান, ঐ।
রামপালাখ্যনগরীং ব্রহ্মপুত্র তটেঽকরোত্।
বহু কালাত্ পরে তত্রৈবাদিশূরোমহীপতিঃ॥
সেনবংশং রণে জিত্বা রাজধানীঞ্চকার হ। বল্লাল সেনোপাখ্যান, ঐ।

কলির ৪১৩০ বৎসর অতীত হইলে মহারাজ আদিশূর সেনবংশীয় রাজাকে জয় করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নগরে রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে সেনবংশীয় রাজাদের জামাতৃকুলোদ্ভব উক্ত রামপালনিবাসী বেদের (১০) সহিত বঙ্গ মহীপালের ভাগ্যবতী নামে এক কন্যার বিবাহ হয়। বল্লালসেন উক্ত ভাগ্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কলিযুগের ৪২২৫ বৎসর গত হইলে, মাতামহ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অতএব "বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রম" এই প্রবন্ধের সৃষ্টিকর্ত্তা ভ্রম ধরিতে গিয়া স্বয়ংই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ইতিহাস লেখকেরা সেন বংশ, গুপ্ত বংশ ও পাল বংশ বলিয়া যে তিনটী বংশের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের স্বকল্পিত নহে, যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য বংশ হইয়াছে, তেমনি উক্ত বংশীয়দের আদিপুরুষের নাম সেন, গুপ্ত ও পাল ছিল, এই জন্য তাঁহারাও সেন (১১) গুপ্ত (১২) ও

দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌড় মণ্ডল রাজধানীতে এক খণ্ড প্রস্তরে দেব-নাগর অক্ষরে লিখিত আছে;—

ধন্যঃ শ্রীমহীশ্বরচরণপরায়ণ আদিশূরঃ সুবৈদ্যরাজঃ।—

(১০) সময়ে সেন বংশানাং প্রজাপতিমুখা দিশঃ।
রাম পালে বসন্তশ্চ ক্রমশোধনিনোঽভবান্॥
তদ্বংশে জনিতো বেদঃ প্রজাপতিকুলোদ্ভবঃ।
সচ বঙ্গমহীপাল রাজকন্যামুদূঢবান্॥
সা চ ভাগ্যবতী ইত্যাদি। বল্লালসেন স্তদ্গর্ভে জাতবান্ ইত্যাদি।
বাণ্‌দ্বিদ্বিবেদমিতে বৎসরে বিগতে কলেঃ।
অভূৎ বল্লাল ভূপালো রামপালে মহীপতিঃ। বল্লালসেনোপাখ্যান, লঘু ভারত।

বেদ সেনের অপর নাম বিশ্বকসেন। ইহাঁদেরও সেনোপাধি প্রস্তাব বাহুল্য ও নিষ্প্রয়োজন বোধে তাহা পাঠকদিগকে জানাইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

(১১) শক্তি ধর মুনির্নাম শক্তিগোত্রসমুদ্ভবঃ। চতুর্ব্বেদবিচারজ্ঞঃ কান্যকুব্জনিকেতনঃ। স উবাহাস্য প্রথমাং গান্ধারীং নাম কন্যকাং। তস্যাং সুতশ্চ সংজাতঃ সেনো রাজাভিধ য়কঃ॥

(১২ কাশ্যপগোত্রে সমুদ্ভূতঃ কশ্যপো নাম মহামুনিঃ।
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ সুভৃগাং নাম সুন্দরীং।
তস্য জাতাঃ সপ্ত পুত্রা নানাগুণসমন্বিতাঃ।
গুপ্তদত্তদেবদাশচন্দ্রনন্দীরসোমকাঃ। বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণ, বিবরণ খণ্ড স্কন্দ পুরাণ।

পাল (১৩) বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অপর বিষ্ণু পুরাণে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্য বংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ জন্য তাঁহাকে গুপ্ত বংশ বলায় দোষ হয় নাই। কারণ গুপ্ত তাঁহার আদি পুরুষের নাম। যে কুলে যত বংশই কেন হউক না, তাঁহাদের আদি পুরুষের নাম কিছুতেই লোপ হয় না, বরং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরনীয়। সূর্য্যবংশ হইতে সগর প্রভৃতি বংশ হইয়াছে, এ জন্য কি কুশ সূর্য্য বংশ নহেন?

ভূপাল, মহীপালের পাল উপাধি নহে। ভূপাল, মহীপালই নাম। পাল ইহাঁদের উপাধি, এ জন্য যে ইহাঁদের নামে পাল শব্দ কোন মতেই বসিতে পারে না, তা নয়। মনে করুন গদাধর ধর, প্রভাকর কর ও গোপাল পাল এই কয়েকটী নাম লিখিতে যদি কেহ গদাধর, প্রভাকর ও গোপাল লিখিয়া পরিশেষে এই কথা বলেন যে ধর, কর ও পাল ইহাদের উপাধি তাহাতেই কি আমরা গদা নাম ধর উপাধি বলিতে পারি? কখনই না। যে হেতুক গদা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, ধর শব্দের সহিত যুক্ত না হইলে উহা পুরুষের নাম হয় না। অতএব স্ত্রীপুরুষের নাম যে কিরূপ করিয়া সাধিত হয় অর্থাৎ কোন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং কোন শব্দ পুংলিঙ্গ তাহাই বিবেচনা করিয়া নাম, উপাধি নির্ণয় করা উচিত। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও বলি যে ভূ, মহী, ঈশ্বরী ও দেবীও পুরুষের নাম হওয়া অসম্ভব নহে। মহাভারত (১৪) আদিপর্ব্ব হইতে আমরা কয়েকটী নাম উদ্ধৃত করিলাম পাঠক মহাশয়েরা উহার লিঙ্গ বিবেচনা করিবেন। আর অনু উপসর্গ যদি যযাতি রাজার পুত্রের নাম হইয়া থাকে, চন্দ্রই যদ্যপি পুরুষের নাম হইতে পারে তবে সু সমুদ্র কি পুরুষের নাম হইতে পারে না?

কায়স্থ জাতির সেনোপাধি ঋষি প্রণীত প্রাচীন কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেন, উদাস (অধুনা দাস) গুপ্ত ও দেব ইত্যাদি এয়ো-

(১৩) প্রদ্যোতনসুতঃ পালো মিশ্রকেশসুতঃ পুরা।
তস্য পালস্য বংশঃ সবিশ্বস্ফূর্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
অঙ্গ বংশান্ বহিষ্কৃত্য পদ্মাবত্যাং নৃপোঽভবৎ।
তেনৈব পালবংশাশ্চ বিখ্যাতাঃ পালনামতঃ।

পালবংশ সাম্রাজ্য, লঘুভারত।

(১৪) লোমহর্ষণ ঋষির সুমতি নামে একটী শিষ্য ছিল। পুরুরবা চন্দ্রবংশীয় রাজার নাম। বৃহন্নলা অর্জ্জুনের নাম। মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রীর নাম পুলোমা। রক্ষিতা ও সুবাহু স্বর্গীয় অপ্সরার এবং মুনি দক্ষের কন্যার নাম।

দশটী উপাধি বৈদ্য জাতির (১৫)। কায়স্থেরা যে কেমন করিয়া সেন, দেব প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়াছেন, উহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাবিত্রী পতিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতিরা (১৬) বহুসংখ্যক পরিমাণে কায়স্থ ইত্যাদি শূদ্র জাতিতে মিশিয়াছিলেন, তাহাতেই কায়স্থের ঐ সকল উপাধি হইয়াছে।

বল্লালসেনকে ক্ষত্রিয় করিতে গিয়া প্রবন্ধ-লেখক আর একটী সহজ যুক্তি বাহির করিয়াছেন যে, বল্লালসেন বৈদ্য হইলে তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থের ন্যায় স্বজাতিরও পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেন, অতএব তিনি বৈদ্য নহেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় বৈদ্যেরও যে কুল প্রথা আছে, তাহা বোধ করি বঙ্গদেশের অনেকেই অবগত আছেন, তথাপি আমরা তৎ নিম্নে দুই একটী কথা বলিতেছি, কিন্তু উল্লিখিত কারণে বল্লাল বৈদ্য না হইলে তিনি ক্ষত্রিয় হন কিপ্রকারে? ক্ষত্রিয়ের ত কুল প্রথা নাই।

বৈদ্য জাতির চব্বিশটী গোত্র (১৭) তন্মধ্যে শক্তি, ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য ও কাশ্যপ এই চারি প্রকার গোত্রীয় বৈদ্যেরাই কুলীন (১৮)। এবং শক্তি ও ধন্বন্তরি গোত্রের সেন মৌদ্গল্যের উদাস ও কাশ্যপ গোত্রের গুপ্ত উপাধি (১৯)। এতদ্ব্যতীত আর সমুদয় বৈদ্যেরাই সাধ্য। সাধ্য বৈদ্যের

(১৫) সেনোদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দেবো দত্তো ধরঃ করঃ।
কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ রাজঃ সোমস্তথৈব চ।
নন্দী চ ইত্যাদি। সেনোৎপত্তি প্রকরণ, বিবরণ খণ্ড—স্কন্ধ পুরাণ।

(১৬) ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বিড বৈদ্যা যে যে ব্রাত্যা দ্বিজাতয়ঃ।
ক্রমশোহাভবন শূদ্রাঃ শূদ্রধর্ম্মসমাধিনা।
তেনৈবাদ্যাপি দৃশ্যন্তে শূদ্রমধ্যে পৃথক্ পৃথক্।
সেনোপাধিঃ শূরোপাধিঃ সেনোপাধিরপি কচিৎ। পদ্মাবতী পুরী ধ্বংস, লঘুভারত।

১৭ শক্তি ধন্বন্তরিশ্চৈব মৌদ্গল্যঃ কাশ্যপস্তথা।
সাণ্ডিল্যোত্রিশ্চ সাবর্ণো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
ইত্যাদি ২। অম্বষ্ঠ কুলপঞ্জিকা।

১৮ শক্তি ধন্বন্তরিশ্চৈব মৌদ্গল্যঃ কাশ্যপস্তথা।
বৈদ্যাঃ কুলীনা বিজ্ঞেয়া স্তদন্যো পি কদাচন।
ঐ

শক্তিধন্বন্তরী সেনৌ মৌদ্গল্যো দাসসংজ্ঞকঃ।
কাশ্যপস্তু ভবেৎ গুপ্ত ইতি সিদ্ধনিরূপণং। ঐ

মধ্যে দেব, দত্ত উত্তম, ধর, কর মধ্যম ও চন্দ্র, কুণ্ড প্রভৃতি কষ্ট সাধ্য (২০)।

পরন্তু বল্লালসেনকে যিনি ক্ষত্রিয় করিয়াছেন শেষ কাণ্ডে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয়ই যদি বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, তবে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় নাই কি জন্য? যাঁহারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বঙ্গের অধিবাসী করিয়া আপনাদিগের অভাব পূরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক যত্নে কি স্বজাতিকে এ দেশে আনিয়া এ দেশের অধিবাসী করিতেন না? অবশ্য করিতেন। পূর্ব্বাপর বঙ্গদেশের রাজা যদি ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে অন্যান্য জাতির ন্যায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়কেও আমরা বঙ্গদেশের অধিবাসী দেখিতে পাইতাম, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমাদের স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে প্রাচীন সময়ে বৈদ্যজাতি একটী প্রচুর উন্নতিশীল, জাতি ছিলেন। কারণ, যে জাতির ক্ষমতা অল্প, সংখ্যা অল্প, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ও সাহস ইত্যাদি অল্প, তাঁহাদের করে যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আর্য্য ঋষিরা আমাদের সকল সুখের মূল [illegible] আয়ুর্ব্বেদ (২১) তাহা এবং সৈনাপত্য (২২) প্রভৃতি গুরুতর [illegible] ভারার্পণ করিয়াছিলেন, ইহা কদাচ সম্ভব যোগ্য নহে। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র দেখিয়াছেন, যাঁহারা মাধব কর, চক্রপাণি, শ্রীপতি দত্ত ও বিজয় রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্য পণ্ডিতের (২৩) প্রণীত গ্রন্থ সমুদয় দেখিয়াছেন, বোধ করি তাঁহারা কোন মতেই বলিবেন না, যে বৈদ্যের ক্ষমতা অল্প। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নীচেই বৈদ্যজাতি ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা প্রাণপণে ধনুর্ব্বেদের চর্চা করিতেন বটে কিন্তু তদ্ব্যতীত তাঁহারা

২০ উত্তমৌ দেবদত্তৌচ মধ্যমশ্চ ধরঃ করঃ।
অধমশ্চন্দ্রকুণ্ডাদ্যাঃ ইত্যাদি ঐ

(২১) সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিকপথং॥ মনু।

(২২) বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে। কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয় বৃত্তিকঃ। ধ্বজিনী জীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্র জীবকঃ॥ উশনা।

(২৩) ভট্টার, জেজ্জড়, গদাধর, ঈশান, কার্ত্তিক, সুধীর, সুবীর, বকুলেশ্বর প্রভৃতি বৈদ্য পণ্ডিতেরা প্রচুর পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী (হারীত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের ন্যায়) লোপ হইয়া গিয়াছে। অধুনা কেবল কোন কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ইহাঁদের নাম মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

যে অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, এমন প্রমাণ অতি অল্পই পাওয়া যায়।

এ কথা সত্য যে যুদ্ধব্যবসায়, যবন রাজাদের অত্যাচার এবং বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনীয় বৈদ্যের পরস্পর বহুদিন বিবাদ থাকা ইত্যাদি কারণে প্রাচীন সময় হইতে বৈদ্যজাতির ক্ষমতা ও সংখ্যার অল্পতা এবং সমাজ বন্ধনেরও শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা হইলেও এখনও ব্রাহ্মণের নীচেই যে বৈদ্যজাতি তাহার আর সন্দেহ নাই। বরং কোন কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ হইতেও বৈদ্যের সামাজিক ব্যবহার ভাল বলিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অনেক প্রকার নীচ ব্যবসা করিয়া থাকেন কিন্তু বৈদ্যজাতিকে বোধ করি আজি পর্য্যন্তও কেহ কোন নীচ কার্য্য করিতে দেখিতে পান নাই।

উল্লিখিত কারণে যে কেবল বৈদ্য জাতিরই এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে তা নয়। যাঁহারা যুদ্ধ ও বাণিজ্যবিভাগে ছিলেন, তাঁহাদেরই অপার দুর্গতি এবং তাঁহাদিগকেই অসীম ক্ষতিগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দেখুন, সর্ব্বদা যুদ্ধাদি নিবন্ধন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ... এক কালে লোপ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈশ্যজাতিও ... যায়। ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় অল্প এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যার পর নাই হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছেন। উল্লিখিত জাতিদের হীনাবস্থা ও সংখ্যার অল্পতা হওয়ার অন্য এক প্রধান কারণ এই যে, জাতি ও ব্যবসা ভেদ থাকাতে এক জাতি আর একজাতির সাহায্য না করায় বিপক্ষের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া এক এক সময় প্রাণের ভয়ে ধনের জন্য বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও বৈশ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন শূদ্রজাতিতে মিশিয়া আপনাদের ধন, প্রাণ ইত্যাদি রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং তাহাতেই শূদ্রদের এত উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, নচেৎ আর্য্যেরা শূদ্রদিগকে যে সমস্ত নিদারুণ নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহাদের কোন বিষয়েরই উন্নতির আশা ছিল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল বল্লালের রাজধানী ছিল। বিক্রমপুর হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রালোচনায় (নবদ্বীপের তুল্য) একটী প্রধান স্থান। তথায় বৈদ্য দূরে থাকুক, অতি নীচ জাতিকেও বিধিবদ্ধ নিয়মে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বোধ হয় প্রবন্ধ-লেখক চট্ট-

গ্রামের সঙ্গে সমস্ত পূর্ব্বদেশকেই পূর্ব্বাঞ্চল বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন; কারণ চট্টগ্রামেই কুলপ্রথা নাই এবং ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি জাতিরা এমন কি শুড়ির কন্যাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন। কেবল বৈদ্য যে কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করে তা নয়।

ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈদ্যেরও যে যুদ্ধধর্ম্ম, তাহা আমরা পাঠকদিগকে বলিয়াছি। তবে এ কথা আমরা স্বীকার করি যে, ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধবিভাগে নিযুক্ত ও রাজা হইয়াছিলেন এবং যতদিন তাঁহারা সংখ্যায় অধিক ছিলেন ও যত দিন একতা তাঁহাদের মধ্যে বিরাজ করিত, তত দিন তাঁহাদের উপর কেহই আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। তত দিন "স্বনাম্না পুরুষোধন্যঃ" এই বাক্যকে তাঁহারা সমধিক আদর করিতেন। অনন্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলপ্রায় হইলে তাঁহাদের সে বল, সে বীর্য্য, সে বীরত্ব, সে আত্মাভিমান ও একতা প্রভৃতির কিছুই ছিল না। তখন তাঁহারা স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিলেন। বিশেষ সেই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের একতার মূলে পর্য্যন্ত কুঠারাঘাত করিয়াছিল। যে ক্ষত্রিয় উপাধি ভাল বাসিতেন না, ঐ সময়ে সেই ক্ষত্রিয়ের সিংহ শূর ও পাল প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। বলিতে কি, সে সময় তাঁহারা এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, দাসীপুত্র নন্দ প্রভৃতিও রাজা হইয়া তাঁহাদিগকে যে কত প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমত অবস্থায় বৈদ্যের রাজা হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ, অতি প্রাচীন সময় হইতেই ইহাঁরা সৈনাপত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আদিশূরের সময়ে বীরসিংহ বর্দ্ধমানে ও বৈদ্যবংশীয় শ্রীচন্দ্রদেব (২৪) কান্যকুব্জে রাজা ছিলেন। কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহের আদিশূরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রবাদ মাত্র। আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি উক্ত শ্রীচন্দ্রদেবের কন্যা চন্দ্রমুখীকে (২৫) বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরামর্শানুসারেই আদিশূর (২৬) শ্বশুরের নিকট পত্র লিখিয়া পাঁচ জন বেদজ্ঞ

(২৪) আসীদ্বৈদ্যোমহীভানুর্দাক্ষিণাত্যমহীপতিঃ। তদ্বংশে জনিতশ্চৈকঃ শ্রীচন্দ্রদেবসংজ্ঞকঃ, ইত্যেবং সময়ে শূন্যং কুমারস্য নৃপাসনং। আক্রম্য শ্রীচন্দ্রদেবঃ কান্যকুব্জে নৃপোঽভবৎ। বর্দ্ধমানে তদা রাজা বীরসিংহো মহাবলঃ। গৌড়শাসনকর্ত্তাসীদাদিশূরোমহামতিঃ॥

কান্যকুব্জোপাখ্যান, লঘু ভারত।

(২৫) শ্রীচন্দ্রদেবভূপালঃ কন্যাং চন্দ্রমুখীং শুভাং। লীলাবতীং গুণবতীমিব ভূপ উদূঢবান্।

(২৬) চন্দ্রমুখ্যাঃ পরামর্শাদ্বেদাধ্যাপনহেতবে। আদিশূরনৃপঃ পশ্চাৎ যযাচে শ্বশুরং দ্বিজান্।

সেনবংশোপাখ্যান, লঘুভারত।

ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তৎকালে কান্যকুব্জে ক্ষত্রিয় রাজা থাকিলে কোন মতেই আদিশূরের অভীষ্ট সিদ্ধি হইত না।

বল্লালসেন কেবল আদিশূরের আনীত পাঁচ জন ব্রাহ্মণেরই কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহার সময়ে আদিশূরের আনীত এবং বঙ্গদেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণে আচ্ছন্ন হইয়াছিল (২৭) বল্লাল সেন ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্যই তাঁহাদের কুলপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে আদিশূরের আনীত পাঁচ জন ও সপ্তশতীর মধ্যে সপ্তগ্রামীব্রাহ্মণের সন্তানদিগকেই তিনি কুলীনত্ব প্রদান করেন (২৮) বিশেষতঃ আদিশূরের আনীত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সন্তানেরাও যে সংখ্যায় অধিক হইয়াছিলেন, তাহাও অসম্ভব নহে; কারণ, চন্দ্রমুখীর ব্রত সাঙ্গ করিয়া তাঁহারা কান্যকুব্জে উপনীত হইলে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে পতিত বলিয়া গ্রহণ না করায় উক্ত ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে পরিবার সহ পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন (২৯)। পাঠক! বিবেচনা করুন প্রত্যেকের পরিবারে তৎকালে তাঁহারা পঞ্চাশ জনও হইতে পারেন। অতএব পঞ্চাশ জন মনুষ্য হইতে একশত বৎসরে অধিক লোক হওয়া অসম্ভব কি? আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণেরা যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের কন্যাদিগকে (৩০) বিবাহ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন, বোধ করি ইহাই উক্ত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিবাদের কারণ।

(২৭) রাজ্যং শাসতি বল্লালে বহুসংখ্যবলাবৃতে।
ব্রাহ্মণানাং সমারোহৈরাচ্ছন্নং গৌড়মণ্ডলং।
বল্লাল সেনোপাখ্যান, লঘুভারত।

(২৮) যাসীৎ সপ্তশতী গোষ্ঠী ব্রাহ্মণানাং পুরাতনী।
তেষাং সপ্তগ্রামিবিপ্রাঃ কুলীনাশ্চভবংস্তদা।
বল্লাল সেনোপাখ্যান, লঘুভারত।

(২৯) ততঃ পঞ্চ বিপ্রাঃ পরিবারযুক্তাঃ
সমযাতবন্তঃ পুনর্গৌড়রাজ্যং। পঞ্চবিপ্র সমাচার, ঐ

(৩০) নিরীক্ষ্যৈবং গুণাংস্তেষাং সর্ব্বে সপ্তশতী দ্বিজাঃ।
প্রদাতুং পঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ কন্যাং ব্যগ্রহৃদোঽভবন্।
কালে তেষাং সুতা জাতাঃ স্থিতাশ্চ বঙ্গমণ্ডলে।
পশ্চাৎ সপ্তশতী গোষ্ঠী বিপ্রমধ্যে নিবেশিতা। পঞ্চবিপ্র সমাচার, লঘুভারত।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে যাঁহাদের কীর্ত্তিসকল আজিও ভারত যুড়িয়া রহিয়াছে; যে বৈদ্যজাতি অতুল পরাক্রমের সহিত প্রায় ভারতের অধিকাংশ স্থান ও চীনদেশ পর্য্যন্ত রাজত্ব পতাকায় (৩১) সুশোভিত করিয়াছিলেন; বঙ্গের বিক্রমপুর ও রামপাল (৩২) প্রভৃতি এখনও যাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছে; অধিক কি, বঙ্গদেশকে তাঁহাদের সৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রীয় ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ থাকিতেও একমাত্র আন্তরিক ঈর্ষ্যার বাধ্য হইয়া কেবল অসঙ্গত যুক্তির আশ্রয়ে, তাঁহারাই নীচ জাতি, তাঁহাদেরই ক্ষমতা অল্প ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করা কি উন্নতিশীল বঙ্গালির উচিত? বৈদ্য বল্লাল ক্ষত্রিয় হইলেও ভারতের বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, তবে এ অনর্থের সৃষ্টি কি জন্য

---

(৩১) পুলোমোরাজ্যসময়ে বীরসেনস্য বংশজাঃ।
ভূপাঃ শাসনকর্ত্তারোবভূবুর্দ্দেশরক্ষকাঃ।
উজ্জয়িন্যামযোধ্যায়াং কর্ণাটে মাগধেঽপি চ।
নিষধে নৈমিষে বঙ্গে বভূবুঃ কোশলাধিপঃ। — সেন বংশোপাখ্যান, লঘুভারত।
সচিবঃ পালবংশানাং পুলোমোদেবভূপতিঃ।
বৌদ্ধধর্ম্মবজ্ঞায় প্রভুবিদ্রোহকোঽভবৎ॥
আসন্ত্যোদীচ্যদেশাৎ সঘোরপ্রগাঢ়বন্ধনা।
সৈন্যেন জিতবান্ তূর্ণং পূর্ণং পদ্মাবতীপুরং।
অম্বষ্ঠবংশভূপানামগ্র্যোরাজা মহীশূরঃ।
পুলোমোনাম বুভুজে একচ্ছত্রাং বসুন্ধরাং।
হিন্দুস্থানে তথা চীনে একরাজ্যেশ্বরোঽভবৎ।
বসুবেদসপ্তবহ্নিপ্রমিতেঽব্দে কলের্গতে।
গঙ্গায়াং গর্ভমধ্যাস্য জহৌ গঙ্গাজলে বপুঃ। — বৈদ্য সাম্রাজ্য, ঐ।

(৩২) বীরসেনস্য বংশেকো বিক্রমো নাম ভূপতিঃ।
সএব বিক্রমপুরং কৃতবান্ নিজকামায়া।
সএব বঙ্গাধিরাজচক্রবর্ত্তী বভূব হ॥
সেনবংশোপাখ্যান, লঘুভারত।

পুলোমোদেবভূপালসাম্রাজ্যে মুষশঙ্করে।
রামদেবোঽভিষিক্তোঽভূৎ সম্মত্যৈব সভাসদাং॥
সজিত্বা বঙ্গভূপালং শালসন্তং মহাবলং।
রামপালাখ্যনগরীং ব্রহ্মপুত্রতটেঽকরোৎ॥
বল্লালসেনোপাখ্যান, লঘুভারত।

হইল? কি পরিতাপ! যে অকারণ জাতিভেদজনিত আন্তরিক ঈর্ষ্যায় ভারতের সর্ব্বস্ববিনাশ হইয়াছে, তাহাই যদি উন্নতিশীল বঙ্গসমাজে আজিও তেমনি রহিল, তবে আর বাঙ্গালির এত লেখা পড়া শিখিয়া ফল হইল কি? স্বদেশীয়দের ভূতোন্নতির কথা মনে করিয়া আজিও যাঁহারা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল মাত্র রিক্তহস্তে তাহার মূলোৎপাটনে অগ্রসর হন, এবং প্রত্যেক কার্য্যেই যাঁহাদের আত্মপর বিবেচনা; ভবিষ্যতে তাঁহারাই যে একজাতি ও একপরিবার হইয়া এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে ভারতের উন্নতি সাধন করিবেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব ভারতের উন্নতি উন্নতি বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করিতেছেন, আমাদের বিবেচনায় এ পর্য্যন্তও তাঁহারা সম্পূর্ণ ঊষর ভূমিতে বীজ রোপণ করিতেছেন সন্দেহ নাই।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজ=ব্রহ্মকোণা সিরাজগঞ্জ।

ইতিহাস এবং পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

ভারতবর্ষে প্রকৃত ইতিহাসের অভাব দেখিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন ইতিহাস কাহাকে বলে এবং তাহা যে দেশের একটী প্রধানতম মঙ্গলময় পদার্থ, তাহা প্রাচীন আর্য্যেরা জানিতেন না, তজ্জন্য তাঁহারা কেহই ইতিহাস বলিয়া স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া যান নাই। তাঁহাদের সময়ে ইতিহাস এই শব্দটী যদি থাকিত, এবং তাঁহারা যদ্যপি উহার মহোপকারিতা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষকেও আমরা ইতিহাসে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইতাম। কেহ বলেন, ইতিহাস ছিল কিন্তু যবন রাজাদের অত্যাচারে সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ বলেন, ভারতের সমুদায় ইতিহাস রাজাদের ধনাগারে রক্ষিত হইত, মুসলমানেরা রাজকোষ হইতে ধনাপহরণের সময় প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় গুলিকেই বিনাশ করিয়াছে। কেহ বা পুরাণাদি ধর্ম্ম পুস্তক দেখিয়া বলেন যে আমাদের আর্য্যেরা প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না। তজ্জন্যই ঐ সমস্ত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে জানিলে কখনই ধর্ম্ম পুস্তকে ইতিহাসকে স্থান দিতেন না। ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ নানা মুনির নানা মত, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাঁরা কেহই এ বিষয়ের প্রকৃত কারণ দর্শাইতে সক্ষম হন নাই।

পাঠক! বিবেচনা করুন, যে আর্য্যেরা পৃথিবীর অগ্রে ধর্ম্মের চর্চ্চা, বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করিয়া এই ভূমণ্ডলের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; যাঁহারা ধর্ম্মের মহিমা, বিজ্ঞানের মহোপকারিতা এবং দর্শন আদির শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; যে ভারতে কপিলাদি ষড়্‌দর্শনকার, চরক,শুশ্রুত বাল্মীকি ও বেদব্যাস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই ভারতবর্ষে ইতিহাস-লেখক ও ইতিহাস ছিল না, সেই ভারতীয়েরা ইতিহাস কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং ইতিহাসের মহোপকারিতা বুঝিতে পারেন নাই, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে? যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা ইতিহাসের উপকারিতা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। যে হেতুক একমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাই ইতিহাসের জীবন, সুতরাং ইতিহাসকেই দেশকে স্বাধীন রাখার প্রধান সহায় বলিতে হইবে; অতএব ভারতে প্রকৃত ইতিহাস কিম্বা ইতিহাস-লেখক না থাকিলে সৃষ্টি হইতে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ পর্য্যন্ত ভারত কখনই স্বাধীন থাকিতে পারিত না। আর, ইতিহাস এই শব্দ আর্য্যেরা জানিতেন না, ইংরাজিশিক্ষা ও সভ্যতার গুণে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, যদি এরূপ হয়, তবে অমরসিংহ "ইতিহাসঃ পুরাবৃত্ত" ইত্যাদি বচনটী অমরকোষে কেমন করিয়া লিখিলেন, তাঁহার সময়ে ত ইংরাজী ভারতবর্ষে আইসে নাই?

মুসলমানদের অত্যাচারে ইতিহাসের এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া কিছুতেই সম্ভাবিত হয় না। কারণ, তাহাদের কত শত নিদারুণ অত্যাচার সহিয়াও আমাদের বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি অক্ষত কলেবরে রহিয়াছে। তাহারা কি হিন্দুদের বেদ স্মৃতি ও পুরাণ ভাল বাসিত যে ঐ সকল গ্রন্থ স্পর্শ না করিয়া কেবল এক দিক হইতে ইতিহাসকেই বিনাশ করিয়াছে! কয় জন মুসলমান হিন্দু দেবতা ও হিন্দুদের প্রতি এমন সদয় ছিল? যিনি কহিয়াছেন, ভারতের ইতিহাস রাজাদের ধনাগারে রক্ষিত হইত,তাঁহার কথা আরও অসার। কারণ, যে ব্রাহ্মণ আমাদের সমুদায় শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইতিহাসপ্রণেতাও যে তাঁহারাই, তাহা বোধ করি সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে; এবং প্রাচীন সময়ে তাঁহারা যে রাজাদের উপরেও প্রভুত্ব করিতেন, এ কথাও বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। যাঁহারা সকল শাস্ত্রের সৃষ্টি ও রক্ষাকর্ত্তা এবং সকলের উপরে বহুকাল প্রভুত্ব করিয়াছেন, তাঁহারাই যে কেবল ইতিহাসকে রাজকোষে রক্ষিত হইতে দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের হস্তে এক

খানিও ছিল না, এও কি কোন কাজের কথা ? ভারতীয় বেদ স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কেবল ইতিহাস রাজকোষে আবদ্ধ থাকিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে, এ কথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে ; আর, যে দেশে লেখা পড়ার চর্চ্চা আছে, সে দেশের কোন পুস্তকই যে এক ব্যক্তির নিকট কিম্বা এক স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহাও বোধ করি কাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না ; অতএব কেবল যবনেরা ইতিহাসের বিনাশকর্ত্তা হইলে কখনই উহারা সমস্ত ইতিহাস বিনাশ করিতে পারিত না।

অন্যে বলিতে পারেন যে এক মাত্র মুসলমানদের অত্যাচারেই ভারতের সমুদায় ইতিহাস বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় (কেবল ইতিহাস নয়) ভারতের যে কিছু উন্নতি ও অবনতি, তাহা ভারতীয়েরাই করিয়াছেন। মুসলমানেরা উপলক্ষ মাত্র।

ভগবদ্গীতায় (১) যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবার কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কেবল উপলক্ষমাত্র, তেমনি ভারতীয়েরাই ভারতকে যত প্রকারে দুর্ব্বল করিতে হয় তাহা করিয়াছে, নামমাত্র যবনের। অন্যে যা বলেন বলুন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতের অধিক স্বার্থপরতাই যে ইতিহাসের বিনাশ করিয়াছে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই,এবং এই স্বার্থপরতাই যে ভারতের সর্ব্বস্ববিনাশের মূল, তাহাও বোধ হয় বুদ্ধিমানেরা অস্বীকার করিবেন না। আমরা এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি যে, যতদিন পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যের অবস্থা একরূপ না হইবে, ততদিন আইন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছু না কিছু পক্ষপাত থাকিবেই থাকিবে ; আর এরূপ স্বার্থকে একরূপ স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অবস্থা যে কখন একরূপ হইবে, এবং মনুষ্য যে কখন স্বার্থকে ত্যাগ করিতে পারিবে, তাহা একান্ত সন্দেহের স্থল। কিন্তু তাই বলিয়া অলৌকিক স্বার্থের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া ধর্ম্মকে কলুষিত ও মনুষ্যদিগকে বিপদগ্রস্ত করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে, বরং যতদূর স্বার্থ ত্যাগ করা যাইতে পারে, ক্রমশঃ তাহাই করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

(১) তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।
ময়ৈবৈতানিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

আমরা যদি ভারতের পূর্ব্বাপর ধর্ম্মশাস্ত্র গুলির পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যেরা তাঁহাদের ধর্ম্মকে স্বার্থশূন্য-প্রায় করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব হইতেও অধিক পরিমাণে স্বার্থ দোষে দূষিত করিয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে আমরা যুক্তিরূপ রত্ন আর অযুক্তিরূপ হলাহল একত্র মিশ্রিত দেখিতে পাই, তাহাই এ কথা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আর্য্যেরা যতদিন স্বার্থ ত্যাগের জন্য লালায়িত ছিলেন, তাবং কাল তাঁহা-দের উন্নতির কলেবরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর যেদিন আবার তাঁহাদের সেই লুপ্তপ্রায় অযথা স্বার্থপরতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, সেই দিন হইতে হতভাগ্য ভারতও পুনরায় হরিশ্চন্দ্র রাজার ন্যায় উন্নতি-স্বর্গ হইতে ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিল, এবং নামিতে নামিতে এক্ষণে পাতালপুরে উপনীত হইয়াছে।

যদিও রাজনীতি ইতিহাসের আত্মা, তথাপি কেবল রাজনীতিই যে ইতিহাসে জানা যায় কিম্বা ইতিহাস যে কেবল দেশকেই স্বাধীন রাখে এমন ও নহে, উহা ধর্ম্মনীতিকেও প্রচ্ছন্ন রাখিবার এক প্রধান সহায়। উহার অস্তিত্বে সহসা কার সাধ্য যে ধর্ম্মকে পাপকলঙ্কে কলঙ্কিত করে? যখন কোন দেশের ধর্ম্ম প্রভৃতির উত্তরোত্তর উন্নতি ও অবনতি হইতে থাকে, তখ-নই ইতিহাসও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষিস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। ইতিহাস স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মের ভীষণ প্রহরিস্বরূপ, উহার জীবিতে ও মরণে যে, দেশের কত প্রকার মঙ্গল এবং অমঙ্গল হইতে পারে, তাহা কোন মতেই বলিয়া শেষ করা যায় না। অতএব যখন পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যদের লুপ্তপ্রায় স্বার্থপরতা আবার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরবর্ত্তী আর্য্যদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তখন ইতিহাসও যে তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির এক প্রধান শত্রু হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্বার্থপরতায় দূষিত করিতে একান্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, পৃথিবী যেমন সকল পদার্থের আশ্রয়; ইতিহাস ও তেমনি সকল শাস্ত্রের আশ্রয়; উহা সকলকেই সকল শাস্ত্রের কথা বলিয়া দেয়, এমত অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে ইতি-হাসকে বিনাশ করিতে না পারিলে কখনই স্বার্থশূন্যপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে পুন-রায় স্বার্থপঙ্কে পঙ্কিল করিতে কেহ পারিবেন না, এই ভাবিয়া তাঁহারা ইতি-হাসকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; এবং তাহারই আরম্ভ করিয়া কেবল আপনাদের স্বার্থ যাহাতে চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়, তদ্রূপ

স্বার্থপরতা দ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে কলুষিত করিয়া এই বিশাল ভারত ভূমিকে চির দুঃখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পরবর্ত্তী আর্য্যদের স্বার্থপরতাই ভারতকে এত দুর্ব্বল করিয়াছে। তাঁহাদের জন্যই বীরশ্রেষ্ঠ ভারত এখন কীটশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। তাঁহাদের জন্যই ভারতের বালিকারা অসহ্য বৈধব্য যাতনা সহ্য করিতেছে। তাঁহাদের হইতেই ভারতসন্তানদিগের লোমে লোমে হিংসা ও ব্যভিচারদোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা স্বার্থলোভে এমনই অন্ধ হইয়াছিলেন যে, পাছে কেহ তাঁহাদের স্বার্থের অংশ কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে মন্বাদিশাস্ত্রোক্ত বৈদ্য প্রভৃতি যে পাঁচ প্রকার দ্বিজাতি আছেন চক্রান্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বিজত্বের পর্য্যন্ত প্রায় লোপ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী স্বার্থপর আর্য্যেরা যে আমাদের বেদ স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি সকল গুলিতেই পদ্ম হস্তের বাতাস দিয়াছেন, উল্লিখিত শাস্ত্রের সমালোচনা করিলে তাহা সহজেই প্রকাশ হইয়া উঠে। আর, তাঁহাদের নিরুক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বার্থপর না বলিবে এমন লোক বোধ করি শিক্ষিতদলে অতি অল্পই আছেন।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, পরবর্ত্তী স্বার্থপর আর্য্যেরা সহসা এত বড় ভারতবর্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এক মুহূর্ত্তেই ইতিহাসের বিনাশ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্বার্থ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, অবশ্যই তাঁহাদের এ কার্য্যে বহুকাল লাগিয়াছিল, এবং তাঁহারা স্বার্থলোভে অন্ধ হইয়া অনেক দিনের যত্ন ও পরিশ্রমে ইতিহাসকে বিনষ্টপ্রায় ও দেশকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিলেন। এমন সময়ে যে যবনেরা আসিয়া তাঁহাদের সেই কলঙ্কের ডালি মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যে কালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, তখনকার ভারতশ্রেষ্ঠেরা ভয়ানক স্বার্থপর হইয়াছিলেন। কেবল ইতিহাস কেন? ইতিহাসের ন্যায় বিজ্ঞান ও দর্শন গুলিও তাঁহাদের চক্ষের শূল হইয়াছিল। বেদ স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি তাঁহাদের যত্নের সামগ্রী হওয়াতে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চ্চা প্রায় এদেশে নাই বলিলেই চলে। কারণ, পরবর্ত্তী স্বার্থপরেরা বিজ্ঞান ও দর্শনাদিকে অনাদর করিয়া তাহার চর্চ্চা প্রায় উঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমাদের নিশ্চয় বোধ হয়, মুসলমানেরা যখন হিন্দুদিগের অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুরা সর্ব্বাগ্রেই বেদ স্মৃতি ও পুরাণ রক্ষা করিয়া তৎপরে বিজ্ঞান দর্শনাদির যাহা কিছু রক্ষা

করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছিলেন এবং তৎকালে নষ্টাবশিষ্ট ইতিহাস দুই একখানি থাকিলেও তাহার দিকে যে তাঁহারা ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন এমনও বিশ্বাস হয় না; যেমন এক ব্যক্তির গৃহে অগ্নি লাগিলে সে অগ্রেই তাহার যত্নের সামগ্রী রক্ষা করিয়া তাহার পর অন্যান্য দ্রব্যের যা কিছু পায় তাহাও রক্ষা করে, এবং যে দ্রব্য তাহার অযত্নের, তাহা যেমন নির্ব্বিবাদে ভস্মীভূত হইয়া যায়, ভারতেও ঠিক তাই হইয়াছিল; ভারতগৃহে যখন যবনাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তৎকালে ভারতসন্তানেরা তাঁহাদের যত্নের বেদ স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি রক্ষা করিয়া তৎপরে দর্শন বিজ্ঞানাদির কতক রক্ষা ও তাঁহাদের কর্তৃক নষ্টাবশিষ্ট ইতিহাসের প্রতি যে সম্পূর্ণ অকৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা বেদাদির কর্ম্ম কাণ্ড ও স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতির অক্ষত কলেবর এবং দর্শন বিজ্ঞানের ক্ষত শরীর আর ইতিহাসের এককালীন অভাব দেখিতে পাই।

অপর, পুরাণাদি শাস্ত্র দেখিয়া যাঁহারা বলেন, আর্য্যেরা প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না, তাঁহারা পুরাণের যে সমস্ত লক্ষণ তাহা না জানাতেই ঐরূপ বাগাড়ম্বর করিয়া থাকেন। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে, "আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।" আখ্যায়িকাকে উপকথা ও পাঁচ প্রকার লক্ষণ বিশিষ্টকে পুরাণ কহে। টীকাকার ঐ পঞ্চলক্ষণ কি কি তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
ভূম্যাদেশ্চ সংস্থানং পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥"

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তরাদি এবং ভূম্যাদির সংস্থান এই পাঁচ লক্ষণ বিশিষ্টকে পুরাণ কহে। পুরাণে এই পাঁচ বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত টীকাকার ব্যাসাদি প্রণীত পুরাণের দুটী লক্ষণ করিয়াছেন।

"দ্বে পূর্ব্ববৃত্তপ্রতিপাদকস্য ব্যাসাদিপ্রণীতগ্রন্থস্য।
একঃ কল্পনায়া দ্বিতীয়োদুর্ব্বোধিতস্য প্রশ্নস্য॥"

পূর্ব্ববৃত্ত প্রতিপাদক ব্যাসাদি প্রণীত পুরাণের দুটী লক্ষণ। এক কল্পনার, দ্বিতীয় কূট প্রশ্নের।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ইতিহাসের বিষয় ভিন্ন ও পুরাণের বিষয় ভিন্ন। প্রাচীন আর্য্যেরা পুরাণ লিখিয়াই ইতিহাস লেখার কার্য্য শেষ হইল এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ক্রমশঃ শ্রী গোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত—ব্রহ্মকোলা।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥ ১৫৫।

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে যে আচারের কথা বলা হইয়াছে, যে আচার ধর্ম্মের মূল, ও অধ্যয়নাদি স্ব স্ব কর্ম্মের অঙ্গ, সাধুদিগের সেই আচার অনলস হইয়া যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥ ১৫৬।

সদাচার হেতু লোকে বেদোদিত পরমায়ু, পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি, ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন এবং সদাচারপরায়ণ ব্যক্তির শরীরে অশুভফলসূচক অমঙ্গল চিহ্ন থাকিলেও অনিষ্ট হয় না।

দুরাচারোহি পুরুষোলোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোল্পায়ুরেব চ॥ ১৫৭।

দুরাচার ব্যক্তি লোকে নিন্দিত হয়। সে নানাবিধ দুঃখভোগ করে এবং অশেষ রোগে আক্রান্ত হয়, সুতরাং সে অল্পায়ু হইয়া থাকে।

সর্ব্বলক্ষণহীনোহপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোহনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥ ১৫৮।

যে ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, এবং পরনিন্দায় পরাঙ্মুখ হন, তিনি সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণহীন হইলেও শতবর্ষ জীবিত থাকেন।

যদ্যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তৎ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ॥ ১৫৯।

যে কার্য্য পরাধীন অর্থাৎ পরের নিকট প্রার্থনাদি করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। আর, যে যে কার্য্য স্বাধীন অর্থাৎ আপন চেষ্টায় সম্পন্ন করা যায়, যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥ ১৬০।

পরের অধীন যে কিছু,সে সমুদায়ই দুঃখের হেতু। আর যে কিছু আত্মবশ অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা ও চেষ্টা-সাধ্য, সে সমুদয়ই সুখের কারণ, সংক্ষেপে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে।

যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬১।

যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন, যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করিবে। ইহার বিপরীত যে কর্ম্ম অর্থাৎ যাহার অনুষ্ঠানে মনে গ্লানি উপস্থিত হয়, কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। টীকাকার বলেন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে এরূপ করিব বা ওরূপ করিব এরূপ সংশয় জন্মে, এ বিধিটী সেই স্থানে খাটিবে।

আচার্য্যঞ্চ প্রবক্তারং পিতরং মাতরং গুরুং।
ন হিংস্যাদ্ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ ॥ ১৬২।

উপনয়ন দিয়া যিনি বেদ অধ্যয়ন করান ও যিনি বেদার্থের ব্যাখ্যা করেন এবং যিনি অল্প বা অধিক বিষয়ের শিক্ষা দেন, ইহাদিগের এবং পিতা, মাতা ব্রাহ্মণ, গোরু ও সর্ব্বপ্রকার তপস্বী, ইহাদিগের হিংসা অর্থাৎ প্রতিকূল আচরণ করিবে না।

নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনং।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৩।

নাস্তিকতা, বেদ ও দেবতা নিন্দা, পরদ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ ও ক্রূরতা এ সমুদয় পরিত্যাগ করিবে।

পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধোনৈব নিপাতয়েৎ।
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাদ্বা শিষ্টার্থং তাড়য়েত্তু তৌ ॥ ১৬৪।

কুপিত হইয়া পুত্র ও শিষ্য ভিন্ন অপরের প্রহারার্থ দণ্ড উত্তোলিত ও পর শরীরে নিপাতিত করিবে না। কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের শিক্ষার্থ রজ্জু বা সূক্ষ্ম বেত্রদল দ্বারা যদি তাড়না কর তাহাতে দোষ হইবে না।

ব্রাহ্মণায়াবগুর্য্যৈব দ্বিজাতির্বধকাম্যয়া।
শতং বর্ষাণি তামিস্রে নরকে পরিবর্ত্ততে ॥ ১৬৫।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা ব্রাহ্মণ বধ-বাসনায় দণ্ডাদি পাতন দূরে থাকুক উত্তোলন করিলেও তামিস্র নামে ঘোর নরকে শত বৎসর পরিভ্রমণ করে।

তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি সংরম্ভান্মতিপূর্ব্বকং।
একবিংশতমাজাতীঃ পাপযোনিষু জায়তে ॥ ১৬৬।

যে ব্যক্তি ক্রোধপরবশ হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তৃণ দ্বারাও ব্রাহ্মণকে তাড়ন

করে, সে সেই পাপে একবিংশতিবার কুকুরাদি পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

অযুধ্যমানস্যোৎপাদ্য ব্রাহ্মণস্যাসৃগঙ্গতঃ।
দুঃখং সুমহদাপ্নোতি প্রেত্যাপ্রাজ্ঞতয়া নরঃ॥ ১৬৭।

শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাতে যে ব্যক্তি অযুধ্যমান ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে শোণিতপাত করে, সে সেই পাপে লিপ্ত হইয়া পরলোকে মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

শোণিতং যাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্লাতি মহীতলাৎ।
তাবতোঽব্দানমুত্রান্যৈঃ শোণিতোৎপাদকোঽদ্যতে॥ ১৬৮।

খড়্গাদি দ্বারা হত ব্রাহ্মণ শরীর হইতে নির্গত শোণিত যতগুলি ধূলি স্পর্শ করে, প্রহারকর্ত্তা তত বৎসর পরলোকে শৃগালকুকুরাদি কর্তৃক ভক্ষিত হয়।

এক্ষণে উপসংহার করা হইতেছে।

ন কদাচিৎ দ্বিজে তস্মাদ্বিদ্বানবগুরেদপি।
ন তাড়য়েত্তৃণেনাপি ন গাত্রাৎ স্রাবয়েদসৃক॥ ১৬৯।

ব্রাহ্মণের উপরে ক্রোধপূর্ব্বক দণ্ডাদি উত্তোলন করিলে যে দোষ হয় তাহা জানেন এমন ব্যক্তি আপদকালেও ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড উত্তোলন, তৃণ দ্বারা তাড়ন, অথবা শরীর হইতে রক্তপাতন করিবেন না।

অধার্ম্মিকো নরো যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনং।
হিংসারতশ্চ যোনিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥ ১৭০।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রনিষিদ্ধ অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যা গমন, অপেয় পান ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ধন উপার্জ্জন করে এবং সর্ব্বদা পরহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, সে ইহ-লোকে কোনরূপে সুখী হইতে পারে না। অতএব কখন ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং॥ ১৭১।

ধর্ম্মপথে থাকিয়াও যদি ধনাদির অভাবজনিত কষ্ট পায়, তথাপিও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। যেহেতু অধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আপাততঃ ধনসম্পদ সুখাদি লাভ হইলেও পরিণামে বিপদ ঘটে। ইহা দেখিয়া অধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে।

নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥ ১৭২

গোরু প্রতিপালন করিলে যেমন দুগ্ধ ও দ্রব্যবহনাদি দ্বারা সদ্যঃ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ইহ-লোকে তাহার ফল তৎক্ষণাৎ ফলিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজের ন্যায় ক্রমে ফলিত হয় অর্থাৎ তাহা ক্রমে ক্রমে অধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা অধর্ম্মকর্ত্তার দেহ ধনাদির মূলচ্ছেদ করে।

যদি নাত্মনি পুত্রেষু নচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
নত্বেব তু কৃতোঽধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ॥১৭৩।

অধর্ম্ম করিলে তাহার ফল যদি অধর্ম্মকর্ত্তায় না ফলে, তাহার পুত্রে ফলিবে, যদি পুত্রে না ফলে পৌত্রে ফলিবে। ফলতঃ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান কখন নিষ্ফল হয় না।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥ ১৭৪।

পরস্বলুণ্ঠনাদি দ্বারা অধার্ম্মিক ব্যক্তির আপাততঃ ধন ভূমি ও গ্রামাদি লাভ হয়, তাহার পর বহুভৃত্য গো অশ্ব প্রভৃতি নানা সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয়; তাহার পর শত্রুজয়ে ক্ষমতা জন্মে, পরিশেষে সে সমূলে অর্থাৎ পুত্রপৌত্র ভৃত্যাদি ও ধনাদি ঐশ্বর্য্য সহিত বিনষ্ট হয়।

সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচেচৈব রমেৎ-সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্ম্মেণ বাগ্বাহূদরসংযতঃ।১৭৫।

মানুষ সত্যধর্ম্ম, সদাচার ও শৌচ বিষয়ে অনুরক্ত হইবে। পত্নী পুত্র ছাত্র ও ভৃত্য ইহাদিগকে ধর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম বেণুদল ও দণ্ড দ্বারা শাসন করিবে। এবং বাকসংযম, বাহুসংযম ও উদর সংযম করিবে অর্থাৎ সদা সত্য কথা কহিবে, বাহুবল থাকিলেও কাহাকে পীড়ন করিবে না এবং যথালব্ধ অন্ন ভোজনে সন্তুষ্ট হইবে।

পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ।
ধর্ম্মঞ্চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ॥ ১৭৬।

যে অর্থোপার্জ্জন ও বিষয়-ভোগের ধর্ম্মের সহিত বিরোধ ঘটিবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। যেমন চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন, দীক্ষার দিনে যজমানের স্ত্রীগমন ইত্যাদি। যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণামে ক্লেশ পাইতে হয়, এরূপ

ধর্ম্মাচরণ করিবে না। যেমন পুত্র পৌত্রাদি বহুপোষ্যবর্গ পরিবৃত ব্যক্তির সর্ব্বস্ব দান করা। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোকে নিন্দা করে, তাহাও করা উচিত নহে। যেমন কলিতে অষ্টকাদি শ্রাদ্ধে গোবধ করা।

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাক্‌চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ॥ ১৭৭।

কর চরণ নয়ন ও বাক্যবিষয়ে চপল হইবে না। যে বস্তু গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে, তদ্বস্তু গ্রহণকে পাণিচাপল্য, নিরর্থক পরিভ্রমণকে পাদচাপল্য, পরস্ত্রী প্রভৃতি লোভনীয় বস্তু অযথাভাবে নিরীক্ষণ করাকে নেত্রচাপল্য এবং অনর্থক ঘৃণিত কথা কহাকে বাক্যচাপল্য কহে। এ সমুদয় পরিত্যাগ করিবে। আর কুটিল স্বভাব হইবে না এবং কাহারও অনিষ্টের চেষ্টা ও অনিষ্ট করিবার বুদ্ধি করিবে না।

যেনাস্য পিতরোযাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে॥ ১৭৮।

শাস্ত্রার্থ লইয়া যেখানে গোলযোগ আছে, সেখানে পিতা পিতামহাদি যে শাস্ত্রার্থ অনুসারে চলিয়াছেন, সেই পথে চলিবে। সেই পথে চলিলে ধর্ম্মহানি হয় না।

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥ ১৭৯॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥ ১৮০॥

ঋত্বিক (যিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মে হোতা হন) পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, পুত্র ও পত্নী ইহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না।

এতৈর্ব্বিবাদান্ সংত্যজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভির্জ্জিতৈশ্চ জয়তি সর্ব্বান লোকানিমান্ গৃহী॥ ১৮১॥

গৃহী ব্যক্তি ইহাঁদিগের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। পাপ মুক্ত হইলেই বক্ষ্যমাণ লোক সমুদয় প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আচার্য্যোব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ।
অতিথিস্ত্বিন্দ্রলোকেশোদেবলোকস্য চর্ত্বিজঃ॥ ১৮২॥

আচার্য্য ব্রহ্মলোকের, পিতা প্রাজাপত্য লোকের, অতিথি ইন্দ্রলোকের ও ঋত্বিক দেবলোকের প্রভু। যিনি যে লোকের প্রভু তাঁহার সহিত বিবাদ না করিলে সেই সেই লোক প্রাপ্তি হয়।

যাময়োঽপ্সরসাং লোকে বৈশ্যদেবস্য বান্ধবাঃ।
সম্বন্ধিনোহ্যপাং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ॥

ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতি অপ্সর লোকের, বন্ধু বান্ধব বৈশ্যদেব-লোকের, কুটুম্বেরা বরুণলোকের, মাতা ও মাতুল পৃথিবীর প্রভু। অতএব ইহাঁদের সহিত বিবাদ না করিলে ঐ সকল লোক প্রাপ্তি হয়।

আকাশেশাস্ত বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ। ১৮৪॥

বালক, বৃদ্ধ, আশ্রিত ও পীড়িত ইহারা আকাশের অধীশ্বর, অতএব ইহাদিগের সহিত বিবাদ না করিলে আকাশাদি লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান। পত্নী ও পুত্র আপনার শরীর। অতএব ইহাদিগের সহিত বিবাদ করা উচিত নয়।

ছায়া স্বোদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা॥ ১৮৫॥

ভৃত্যবর্গ সতত অনুগত বলিয়া শরীরের ছায়ার ন্যায়। কন্যা একান্ত স্নেহের পাত্রী, অতএব ইহারা তিরস্কার করিলেও অসন্তপ্তমনে তাহা সহ্য করিবে, কোন মতে বিবাদ করিবে না।

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি॥

বিদ্যা ও তপোবলসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিগ্রহের অধিকারী হইলেও বারম্বার তাহাতে প্রবৃত্তি বিধান করিবে না। সতত প্রতিগ্রহ করিলে বেদাধ্যয়নাদি জনিত তেজোহানি হয়।

ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্ম্যং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহং কুর্য্যাৎ অবসীদন্নপি ক্ষুধা॥ ১৮৭।

কোন দ্রব্যের প্রতিগ্রহ করিলে ধর্ম্ম হয়, ইহা না জানিয়া প্রতিগ্রহদোষজ্ঞ ব্যক্তি যদি ক্ষুধায় অবসন্ন হন, তথাপি প্রতিগ্রহ করিবেন না। আপদ কালের এই কথা গেল, অনাপদ কালের ত কথাই নাই।

হিরণ্যং ভূমিমশ্বং গামন্নং বাসস্তিলান্ ঘৃতং।
প্রতিগৃহ্নন্নবিদ্বাংস্তু ভস্মীভবতি দারুবৎ॥ ১৮৮॥

যাহার বেদাধ্যয়ন ও বেদজ্ঞান নাই এমন যে ব্যক্তি সুবর্ণ, ভূমি, অশ্ব, গো, অন্ন, বস্ত্র, তিল, ঘৃত, এই সমুদয় দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে, সে অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠের ন্যায় ভস্ম হইয়া যায়।

হিরণ্যমায়ুরন্নঞ্চ ভূর্গৌশ্চাপ্যোষতস্তনুং।
অশ্বশ্চক্ষুস্ত্বচং বাসোঘৃতং তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ॥ ১৮৯।

সুবর্ণ ও অন্ন প্রতিগ্রহ করিলে প্রতিগ্রহকর্ত্তার পরমায়ু, ভূমি ও গাভী গ্রহণ করিলে শরীর, অশ্ব লইলে চক্ষু, বস্ত্র গ্রহণ করিলে ত্বক্, ঘৃত লইলে সন্তান সন্ততি দগ্ধ হইয়া যায়।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥ ১৯০॥

যাহার তপস্যা ও অধ্যয়ন নাই এমন ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ বিষয়ে যদি লোলুপ হন, তাহা হইলে পাষাণময় ভেলা দ্বারা গভীর জলে সন্তরণকারী সেই ভেলার সহিত যেমন জলে নিমগ্ন হয়,সেইরূপ তিনি অপাত্রে দানকারী দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

তস্মাদবিদ্বান্ বিভিয়াৎ যস্মাৎ তস্মাৎ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥ ১৯১॥

অতএব বেদাভ্যাসহীন মূর্খের যে সে প্রতিগ্রহ হইতে ভীত হওয়া উচিত। যেহেতু মূর্খ ব্যক্তি অল্পমাত্র দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলেও গোরুর ন্যায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

যোগতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এখন যোগাভ্যাসের প্রধান অঙ্গভূত উৎকট উৎকট বিষয়গুলি বর্ণিত হইতেছে। কিন্তু সে সকল বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে আমরা মানুষের দেহ-প্রকৃতি-সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ আমরা কহিয়াছি যে,স্বভাবের অনুকরণ করিতে পারিলে আয়ুর বৃদ্ধি ও ইচ্ছা-মৃত্যু হয় এবং শ্বাসরোধে ও অনাহারে সহসা প্রাণবিনাশ হয় না, মনুষ্যের এরূপ ক্ষমতা জন্মিতে পারে। পাঠক এখানে আশঙ্কা করিতে পারেন যে, নৈসর্গিক নিয়মের প্রকৃতরূপে অনুকরণ করা মনুষ্যের সাধ্যাধীন নয়; সুতরাং ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতি অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যোগের সমস্ত সূত্র কাল্পনিক এবং ভৌতিক প্রলাপমাত্র। যাঁহারা এপ্রকার আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। যত প্রকার বিদ্যা আছে, যোগাভ্যাসের মত কিছুই কঠিন নয়। ইহার সমস্ত নিয়ম বড় উৎকট। মানুষের এ শরীরে সে সকল নিয়ম কখন যে সাধিত হইবে, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিদিগের ব্যবস্থা পাঠ করিলে কোন ক্রমে সেরূপ প্রতীতি জন্মে না। এই জন্য যোগিদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই যোগের অপ্রহত দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও যোগমার্গ নিতান্ত দুরারোহ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন—'যোগমার্গে বিবিধ বিঘ্ন আছে, তন্নিবন্ধন সমুদায় যোগী উহা অতিক্রম করিতে পারেন না। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করা যায়; কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য" ইত্যাদি। মহামুনি ব্যাসের সময় হোমযাগাদি, তপস্যা ও যোগসাধন প্রভৃতি দৈবানুষ্ঠানে সৎ ব্রাহ্মণদিগের দৈনন্দিন চর্চ্চা ছিল। তদানীন্তন লোকেও যখন যোগকে এত কঠিন জ্ঞান করিয়া গিয়াছেন, তখন আমাদের আর কথা কি।

যোগসাধন এত যে দুর্নির্বহ, তথাপি সংসার-সাগর-তিতীর্ষু সাধুগণ সে সকল দুর্ব্বিসহ ক্লেশে উপেক্ষা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পরমার্থ এদেশীয়দিগের প্রাণ ও জীবন। পরমার্থ-সাধন তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ঋষিদিগের প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ না থাকিলে তাঁহারা কখনই যোগসাধনের প্রতি এত তৎপর ও অগ্রসর হইতেন না। যোগশাস্ত্রে যে সকল কৃচ্ছ্রসাধন আছে, কেবল কতকগুলি অকপট যোগী ও পরমহংসকে দেখিয়া তাহা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু সেই কৃচ্ছ্রসাধনের বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শতকরা কত ব্যক্তি অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন, আমরা তাহার তালিকা দিতে পারিলাম না। কারণ, সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই।

সর্পাদির হৈমন্তিক জড়তা ও অনশন প্রভৃতি অনেক অসাধারণ কাজ মনুষ্যশরীরে কখন কখন স্বভাবতঃ ঘটে। তদ্ভিন্ন অজ্ঞ লোকে কিছুমাত্র প্রকৃতিতত্ত্ব না বুঝিয়াও এমন অনেক কাজ করে, যোগের কোন কোন অঙ্গের সঙ্গে তাহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অনুধাবনপূর্ব্বক সেই সকল কাজ দেখিলেও যোগের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অতএব তৎসম্পর্কে

এখানে দুই এক কথা বলিলে বোধ করি অনবসরোচিত হইবে না।

পাঠক! ভানুমতীর ভেল্‌কি দেখিয়া থাকিবেন। তাহা একটী কঠিন সাধন এবং সমাধির এক প্রকার অনুকরণ। উহা অভ্যাস করিবার জন্য প্রথমে কুম্ভক দ্বারা চৈতন্য হরণ করিতে হয়। শরীরের মধ্যে বায়ুপুঞ্জ আবদ্ধ থাকাতে দেহ নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে; তখন একটী সামান্যমাত্র যষ্টি অবলম্বন করিয়া আসনোপবিষ্টের ন্যায় অনায়াসে শূন্যে নিরাসনে উপবেশন করিয়া থাকা যায়। পরিশেষে আবার সেই যষ্টি গাছিও সরাইয়া লইলে নিরবলম্ব দেহ খানি তরণীর ন্যায় শূন্যদেশে বায়ুসাগরে ভাসিতে থাকে। যাহারা এই বিদ্যা শিক্ষা করে, অতি শৈশবাবস্থা হইতে তাহাদিগকে উহা অভ্যাস করিতে হয়। দুগ্ধ ঘৃত মাংসের যূষ এবং কোমল অন্নমণ্ড এই বিদ্যাভ্যাসের সমুচিত পথ্য। ভোজবিদ্যা-ব্যবসায়িগণ আপন আপন কন্যাদিগকে এই বিদ্যা শিখাইবার জন্য অতি শিশুকালে তাহাদিগকে জলে নিমগ্ন করিয়া রাখে। যখন ১৫। ১৬ মিনিট জলমগ্ন থাকিলে কিছুমাত্র ক্লেশানুভব না হয়, তখন স্থলে বালুকারাশির উপর পদ্মাসনের প্রণালী অনুসারে উপবেশন করাইয়া কুম্ভক অভ্যাস করাইতে থাকে। অভ্যাসের ন্যায় আর গুরু নাই! এ গুরুর উপদেশ-কৌশলও অদ্ভুত! অতি দুঃসাধ্য ব্যাপারও অভ্যাসে সুগম হইয়া পড়ে। মহাত্মা টড্ কহেন, প্রত্যহ এক একবার বাহুর উপরে বৎসতরী (১) বহন করিলে ক্রমে বৃহৎ বলীবর্দ্দ বহনও অনায়াসসাধ্য হয়। যখন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার্থিনী বালিকাগণ বালুকা রাশির উপর উপবেশন করিয়া অবলীলাক্রমে ১৫। ১৬ মিনিট নিশ্চলাঙ্গে বায়ু ধারণ করিতে পারে, তখন দুই কুক্ষিতে দুইগাছি যষ্টি দিয়া অল্পে অল্পে নিম্নের বালুকা সরাইয়া লয়। এ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিরবলম্ব হইয়া শূন্যে অবস্থান করিবার অভ্যাস জন্মে।

পাঠক দেখুন এখানে কুম্ভকের দ্বারা একটী অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। যোগিগণ এই কুম্ভকাভ্যাস সুগম এবং উহার স্থিতিকাল দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য জিহ্বার নিম্নস্থচর্ম্মখানি (fraenum linguae) ব্যবচ্ছেদ করেন। পরে ঐ স্থান দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা বারম্বার মর্দ্দন করিলে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় এবং জিহ্বা দীর্ঘাকার হইয়া পড়ে। জিহ্বা এ প্রকারে বড় করিবার তাৎপর্য্য এই—যোগিগণ সংসারের সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব মনোযোগ পূর্ব্বক

(১) Every young man ougt to remember that he who would carr the ox must every day shoulder the calf.

স্থির করিয়া থাকেন। কোন দুর্জ্ঞেয় নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহাদের অবিদিত নাই। সর্প জাতির জিহ্বা অতি দীর্ঘাকার। শীতনিদ্রার সময় তাহারা উহা আকর্ষণ করিয়া কণ্ঠমূলে প্রবেশ করিয়া দেয় এবং তদবস্থায় শ্বাসরোধ দ্বারা অনশনে সুখে নিদ্রা যায়। যাঁহাদের জিহ্বা স্বভাবতঃ দীর্ঘ পাতলা এবং অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিস্থাপক, উলটাইলে উহার অগ্রভাগ দ্বারা কণ্ঠপ্রদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারা যায়, তাঁহাদের জিহ্বার নিম্নস্থ চর্ম্ম প্রায় কাটিতে হয় না। কিছু দিন সাধিলে অবলীলাক্রমে উহা অন্ননালীর পথ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে পারে। কুম্ভকের সময় যোগী জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উপজিহ্বাকে (Epiglattis) চাপিয়া শ্বাসরন্ধ্রের অপ্রশস্ত প্রদেশকে (Rimaglattis) রোধ করেন। এই উপায় দ্বারা বায়ুর বেগ ধারণ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারা যায়। যোগীদিগের মতে এই খেচরী মুদ্রা কুম্ভকাভ্যাসের বিশেষ অনুকূল। তাঁহারা কহেন চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এইরূপ কুম্ভক সাধিতে পারিলে দেহের সমস্ত শোণিত রাশি পয়োবৎ শুভ্ররসে (Chyle) পরিণত হয়। তখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, সুখদুঃখ বোধ কিছুই থাকে না। তাঁহাদের মতে, পবিত্র হৃদয়পটে নিষ্কলঙ্ক পরমাত্মার স্বরূপ প্রতীতি করিবার এই একমাত্র উপায়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের শৈথিল্য ও প্রাখর্য্য শরীরের উপর যে কিরূপ কার্য্য করে, নিম্ন লিখিত তদ্বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠক চমৎকৃত হইবেন। ডাক্তার হিউসন্ অনেক স্থলে শস্ত্রচিকিৎসায় ক্লোরাফরমাদি চৈতন্যহারক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি রোগীকে ঘন ঘন নিশ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে কহেন, এমন কি প্রতি মিনিটে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা যেন ১০০ এক শতবার হয়। এইরূপে অচৈতন্য সম্পাদনের সময় রোগীকে দক্ষিণ পার্শ্বে সুস্থির ভাবে শয়ন করাইয়া মুখের উপর একখানি বস্ত্র ঢাকা দেন। ৫। ৬ মিনিটের পর সমস্ত স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত হইয়া পড়ে এবং সকল যন্ত্রণার উপশম হয়। চিকিৎসক যখন এই সকল কাজের অনুষ্ঠান করেন, তখন নিকটে কোন প্রকার শব্দ হইতে দেন না। বিষয়ান্তরে মন আকৃষ্ট হইলে অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। দিবাকাল অপেক্ষা রাত্রিই অধিক প্রশস্ত এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের এই প্রণালীতে চৈতন্য হরণ অনায়াসসাধ্য।

রোগী অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে মস্তকে কিঞ্চিৎভার বোধ হয়। সর্ব্ব শরীর উত্তেজিত এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে। অত্যল্পকাল পরেই মুখশ্রী

মলিন ও বিবর্ণ হয় এবং হৃৎস্পন্দন মৃদু ও বেগবান্ হইয়া পড়ে। ডাক্তার হিউসন্ কহেন যে, এই প্রক্রিয়ায় কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

কি প্রকারে এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা মনুষ্য অজ্ঞান হয়, তদ্বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু স্থূল স্থূল এই কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিলে বোধ করি পাঠকের কুতূহল কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইবে। প্রথমতঃ একটী কারণ এই—উপর্য্যুপরি ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করিলে রক্তে অম্লজানের স্বল্পতা হয় এবং তাহার ফলভূত ক্ষারজানের আধিক্য হইয়া ক্ষণিক স্নায়ু মণ্ডলকে বিষাক্ত করে। এই মতটী ডাক্তার হিউসনের অনুমোদিত। ডাক্তর বন্উইল্ কহেন যে, ক্ষারজানের আধিক্য এই চৈতন্যলোপের একটী অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ হওয়ায় মস্তিষ্কের কৈশিক নাড়ী সমূহ রুধির স্রোতে উপপ্লুত হইয়া উঠে। বোধ করি এই কারণ অধিক যুক্তিযুক্ত। আবার দেহের ঐচ্ছিক পেশীর প্রতি মন যেরূপ নিবিড় ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে, তাহাতে চিত্তসংযোগও যে ইহার আর একটী কারণ নয় এমন বলা যায় না।

উপরি লিখিত চৈতন্য হরণের অভিনব উপায়টী চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ ক্ষেত্রে একটী মহোপকারক উন্নতি সাধক হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস সংখ্যার ইতর বিশেষ ঘটিলে মনুষ্য-দেহের যে কিরূপ অবস্থান্তর হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের যত্ন। শ্বাস রোধের সহায়তায় বাজিকরেরা আর একটী অদ্ভুত কার্য্য দেখাইয়া দর্শকদিগের চিত্তরঞ্জন করে। একখানি দীর্ঘ বস্ত্রের চারি কোণ চারি জন লোকে ধরিয়া থাকে, পরিশেষে শ্বাসরোধ করিয়া দ্রুত লঘুপদে বাজিকরেরা তাহার উপর দিয়া দৌড়িয়া যায়। তাহাতে বস্ত্রের উপর কিছুমাত্র ভার বোধ হয় না। অনেক সাধক জলের উপর খড়ম পায় দিয়া গমনাগমন করিতে পারেন, কখন কখন এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবেচনা হইতেছে, ইহা নিতান্ত গল্প না হইবে। যে কৌশলে বস্ত্রের উপর দৌড়িতে পারা যায়, সেই কৌশলে যে জলের উপরও চলিতে পারা যাইবে না, তাহার অসম্ভাবনা কি?

উপরের লিখিত বিবরণ গুলি দ্বারা আমরা এই জানিতে পারিলাম যে, অভ্যাস করিলে স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিককাল পর্য্যন্ত শ্বাস বদ্ধ করিয়া থাকা যায়। অত্যধিক কাল শ্বাস বদ্ধ করিয়া থাকিলে আর চৈতন্য থাকে না।

তখন দেহ এত লঘু হয় যে নিরবলম্ব হইয়া শূন্যে বায়ুর উপর স্থির থাকিতে পারে। এগুলি দৈনিক ঘটনা, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব ইহাতে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু সমাহিত যোগী শ্বাসরোধ করিয়া অনশনে কিপ্রকারে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন, ইহা প্রধান জিজ্ঞাস্য। যে বায়ু জীবের জীবন স্বরূপ, তিলার্দ্ধকাল যাহার অভাবে জগৎ অন্ধকার দেখিতে হয়। বায়ু সংঘটিত অম্লজান শরীরের মার্জ্জনী,—শরীর ধারণের এই গুলি প্রধান উপায়। প্রধান সাধন ব্যতিরেকে কি কারণে দেহ বিনষ্ট হয় না,- ইহা নিরূপণ করা সুকঠিন। স্তূপাকার স্তূপাকার শরীর-তত্ত্বশাস্ত্র সংগ্রহ করিলেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির অত্যল্প প্রত্যাশা আছে। বোধ করি, মনের মত উত্তর কিছুতে পাওয়া যাইবে না। প্রকৃতির অন্যান্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে যখন আমাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে হয়, তখন এ স্থলেও যে আমরা অধিক বাগ্‌বিতণ্ডা করিব, তাহার সম্ভাবনা নহে। যাহা হউক, এককালে আমাদিগের মৌনী থাকাও উচিত নহে। আমরা শরীর-তত্ত্ব-সম্মত সমাধি-নিদানের বিষয় কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিতেছি। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণের তাহা মনঃপূত হইবে সন্দেহ নাই।

বহুদিন শ্বাসরোধ করিয়া অনশনে থাকিলে যে জন্য প্রাণবিয়োগ হয় না তাহার অনেক কারণ আছে। সে কয়েকটী কারণ পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য দীর্ঘ নিদ্রা, প্রগাঢ়চিন্তা এবং স্বল্পাহার সম্পর্কে দুই চারিটী কথা বলিতে হইতেছে। এই তিনের কর্ত্তৃত্বে সর্ব্বদা দেহের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। শরীরমধ্যে তাহাদের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিলে প্রকৃত প্রস্তাব অনেক সুগম ও পরিষ্কৃত হইবে।

দীর্ঘ নিদ্রা—সময়ে সময়ে অনেক ব্যক্তির দেহের আশ্চর্য্য ভাবান্তর হইয়া পড়ে। প্রকৃতি এত নিদ্রালু হয় যে, কেহ মাসাবধি কেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে, তাঁহারা কত শত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। টিম্বরি নামক স্থানে বিলটন্ নামা জনৈক শ্রমজীবীর এমন আশ্চর্য্য অভ্যাস ছিল যে, সে মাসাবধিকাল ক্রমাগত নিদ্রিত থাকিত। সেই সুষুপ্তির সময় এক কণা জলবিন্দুও তাহার উদরস্থ হইত না, তথাপি শরীরের স্থূলতা বা লাবণ্যের ব্যতিক্রম ঘটিত না। যতদিন সে নিদ্রিত থাকিত, কদাচিৎ একবার তাহার মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছিল। এই

প্রকার যতগুলি দীর্ঘ নিদ্রার বৃত্তান্ত পাঠ করা যায়, কোন স্থলে নিদ্রিত ব্যক্তি অনাহারে কৃশ হয় নাই। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মলমূত্রও যাহা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা ধর্ত্তব্য নয়।

শরীরের উপর গাঢ় নিদ্রা যে কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, ইহার দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। সুষুপ্তির সময়ে সমস্ত দৈহিকক্রিয়া নিস্তেজ ও শিথিল হইয়া পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু মৃদু বহিতে থাকে, রক্ত সঞ্চালন মন্দগামী হয়, সুতরাং প্রস্রবণ ও নিস্রবণও যে স্বল্প হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। আমরা দিবসে গুরুতর ভোজন করিলে অপরাহ্নে তাহা পরিপাক হয়, কিন্তু রাত্রিকালে গুরুতর ভোজন করিলে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হয় না। কারণ, নিদ্রিতাবস্থায় শারীরিক ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কোন বিষয়ের ক্রিয়াই ক্ষয় এবং বিরামই সঞ্চয়। বিরাম কাল যত অধিক হইবে, দৈহিক পোষণও তত অধিক হইবে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ অপরিপুষ্ট থাকে, এ জন্য দিবারাত্রিমধ্যে সে অধিকক্ষণ নিদ্রা ভোগ করে। সমাধি গভীর নিদ্রাভিন্ন আর কিছুই নয়। যোগী আপনার সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত ও বশীভূত করিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যানে মগ্ন হন। কিছুমাত্র বাহ্য জ্ঞান থাকে না। সুতরাং দীর্ঘ নিদ্রার ন্যায় সমাধির কালে শরীরের সমস্ত ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে নিষ্পন্ন হইতে থাকে, শ্বাসক্রিয়া একেবারে বন্ধ হয়। তখন ক্ষুধামান্দ্য কেন না হইবে? আবার যখন সেই চৈতন্যরাহিত্য প্রগাঢ় হইয়া পড়ে, তখন ক্ষুৎপিপাসা এককালে থাকে না। এই কারণে সমাহিত যোগী অনশনে থাকিতে পারেন।

প্রগাঢ় চিন্তা—এটী ক্ষুধামান্দ্যের ইষ্ট দেবতা। যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর মানসিক চিন্তায় নিরত থাকেন, তাঁহারা কোন দ্রব্য অধিক ভোজন করিতে পারেন না। অরুচিপূর্ব্বক ভোজন করিলে তাহা পরিপাক হয় না। দেহকে কৃশ ও নিস্তেজ করিতেও এমন আর নাই। সংসারে এই এক আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোথাও একাধারে দুই দ্রব্য এককালে থাকিতে পারে না। যে শরীর দুর্জ্জয় পরাক্রমের আধার, সে ভাণ্ডারে সূক্ষ্ম বুদ্ধি নাই; পক্ষান্তরে যাঁহারা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল, নিয়তই মানসিক শ্রমে কালাতিপাত করেন, তাঁহারা দুর্ব্বল ও চিররোগী। এইরূপ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিতে যত্ন করেন, কোন সূক্ষ্ম বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইলে তাঁহাদের শিরে বজ্রাঘাত

হয়। আবার চিন্তাশীল ব্যক্তি অবহিত-চিত্তে দুর্জ্ঞেয় বিষয় অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারেন; কিন্তু বীরোচিত কর্ম্ম করিতে তাঁহারা বড়ই পরাঙ্মুখ। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দীর্ঘজীবী নন। তাঁহাদের শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির। চিন্তার সমান আর রোগ নাই। নিয়ত ভাবিতে ভাবিতে বিচার-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু শরীর অসার হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে সুপণ্ডিত গোল্ডস্মিথ একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি অন্তরের যেন কোন নিগূঢ় প্রদেশ হইতে লোমহর্ষণ সেই জীবিত ভাবটী আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন (২)। বহুমূল্য মণিখণ্ড বিশুদ্ধ কাঞ্চনে জড়িত থাকিলে অলঙ্কারের চমৎকার শোভা সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু ম্রিয়মাণ কনক শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হয়। মেধাবী ব্যক্তির পক্ষেও ঠিক সেই নিয়ম। যে দেহ শাণিত-তীব্রধার বুদ্ধির আধার, অনতিকাল বিলম্বে তাহার বিনাশ হয়। বাস্তবিক তূলরাশির অভ্যন্তরস্থ জ্বলৎ দীপশিখার ন্যায় প্রগাঢ় চিন্তা শরীরকে একেবারে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে। কুমার দ্বিতীয় নেপোলিয়নের জীবনচরিত পাঠ করিলে এই সত্য নখদর্পণের ন্যায় প্রত্যক্ষবৎ উপলক্ষিত হয়। রাজপুত্রটীর যেমন রূপলাবণ্য তেমনি বুদ্ধির প্রাখর্য্য,—তিনি সকলের আদরের সামগ্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ মেধার উপমার স্থান ছিল না। কিন্তু কাল যক্ষ্মারোগ ভস্মনিহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কিছু দিন দেহমধ্যে প্রচ্ছন্ন-বেশে থাকিয়া এককালে আজ্যাহুত হুতাশনের ন্যায় অকাণ্ড বিষম কাণ্ড ঘটাইল। তেমন যে শ্রীছাঁদ,—তেমন যে শরৎকমল সদৃশ প্রীতিপূর্ণ মুখাকৃতি, সকলি মলিন হইয়া পড়িল। শরীরে আর কিছুই রহিল না, কেবল কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট হইল। এক দিন তিনি খেদ করিয়া স্বীয় চিকিৎসককে কহিলেন—মহাশয়! এ ছার ক্ষণভঙ্গুর দেহে আর আবশ্যকতা নাই। জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার জন্মিয়াছে। আর জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। চিকিৎসক উত্তর করিলেন—'প্রভু! আপনি অকিঞ্চিৎকর এই দেহরূপ ভঙ্গপ্রবণ কাচাধারে তীব্র বুদ্ধিরূপ তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্রের সমাবেশ করিতে ইচ্ছু হইয়া-

(২) A mind too rigorous and active serves only to consume the body to which it is joined as the richest jewels are soonest found to wear their settings.

ছেন (৩)। অর্থাৎ রাজকুমারের যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাহা এই মেদোমাংসময় মনুষ্য-দেহ কখন ধারণ করিতে সক্ষম নহে।

এখানে এই শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কি উপযুক্ত আধারে বুদ্ধির সন্নিবেশ করা হয় নাই? আমরা তাহা বলিতেছি না। যে কোন আধারে যেমন কেন গুণবিশিষ্ট আধেয় থাকুক না, পরিণতাবস্থায় উন্নত হইলে অবশ্য তাহার লয় হইবে। কোরক প্রস্ফুটিত হইলে পুষ্প শুষ্ক হয়, ফল পরিপক্ক হইলে গলিত হইয়া যায়। না উঠিলে পড়ে না,—বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে, উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইলে, কাজেই বুদ্ধিস্থান বিগলিত হইবে, কাজেই তাহার পতন ঘটিবে। কিন্তু অন্যান্য চিন্তা হইতে যোগচিন্তা বিভিন্ন। ইহা কি এক স্বর্গীয় রসে অভিষিক্ত, ইহাতে যেন এক অদ্ভুত মাধুর্য্য আছে। তাহা সাধকের হৃদয়কে আনন্দরসে প্লাবিত করে। এ চিন্তা নীরস নহে। এই জন্য যোগিগণ কহেন যে সিদ্ধকাম সাধকের জীবাত্মা সহস্রারে অজস্র সুধাধারা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। ক্রমশঃ

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

হংস-প্রয়াণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥

গ্রীষ্মকাল। ভবানীপতির আশ্রম কৈলাসগিরি অতি সুরম্য স্থান। নিকটে আবার মনোহর মানস সরোবর। লোকে বলে অদ্রিদেহ প্রেমে আর্দ্র হয় না,—পাষাণ হৃদয় কঠিন, তাহাতে রসের সঞ্চার নাই। কিন্তু এখানকার ভাব অন্যরূপ। এখানে পাষাণ কি বুঝিয়াছে, মহেশ-প্রেমের বাসন্ত-সৌরভে তাহার কি আমোদ জন্মিয়াছে, শিব যখন চৌষট্টি যোগিনী লইয়া বীণা যন্ত্রের তানলয়ে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, গিরিবরেরও মানসতন্ত্র কেমন সেই আনন্দে নাচিয়াছে,—আর সে পাষাণে পাষাণ নাই। ধূর্জ্জটির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে যেন তুষারময় বিভূতি মাখিয়া কি ভাবিতেছিলেন। ভাবনা অকূল সিন্ধু,—তার পার নাই। কেন যে তবে চিন্তার ধ্যান ভঙ্গ হইল বলা যায় না; কিন্তু

(৩) You have set, Monseigneur, replied the physician. a will of iron in a body of glass, and the indulgence of you will must be fatal.

যোগ ভাঙ্গিয়াছে বা কৈ? বাহিরে ত কেবল প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতেছে, অঙ্গের বিভূতি সব ধৌত হইয়া পড়িতেছে। সামান্য প্রেমিকের কেবল চক্ষু দর দর ধারায় ভাসিয়া যায়,—কিন্তু এ ত সামান্য প্রেমিক নয়, একা নয়ন কাঁদিয়া কি করিবে?—অম্বিকা ও উমাপতির প্রেমরসে গিরিবরের সর্ব্বাঙ্গ ওতপ্রোতরূপে উৎপ্লুত হইতেছে। তবু স্তম্ভিত,—তবু ধ্যানে নিমগ্ন, অন্তরে প্রেমের উৎস একেবারে তরঙ্গান্দোলিত হইয়া যাইতেছে, চিত্ত সে বেগ ধারণ করিতে পারিতেছে না, বাহিরেও উচ্ছলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। যেমন দ্রবময়ী গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূমণ্ডলে আগমন করিলে মহাদেব সানন্দে আপনার সুবিস্তীর্ণ পিঙ্গল জটাজালে তাঁহার বেগ ধারণ করিয়াছিলেন; আজি এখানে আবার মানস সরোবরের কৌতুক দেখ! কৈলাসের রসার্দ্র কলেবর হইতে কুল কুল রবে জলরাশি বিনিঃসৃত হইতেছে; স্ফুরিত অন্তরে মানস-হৃদয় খুলিয়া দিয়াছে, জলপ্রপাত ফুলিয়া উঠিয়া আছাড়িয়া আছাড়িয়া মানস সরোবরে মিশ্রিত হইতেছে।

আজ সরসীর কি বিচিত্র শোভা! তুষাররাশি গলিয়া গিয়াছে,—সংবীজ্যমান মধুর মারুত হিল্লোলে নির্ম্মল জল ঢল ঢল করিতেছে। হিমানীর আর প্রভাব নাই। কূলবর্ত্তী তরুরাজি নবীন পল্লবে সুন্দর শোভা ধারণ করিতেছে, বায়ুভরে কখন তর তর করিতেছে, কখন ঝর ঝর করিতেছে; কখন আবার হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া প্রসারিত করে আলিঙ্গন করিয়া আমোদে লুটিয়া পড়িয়া সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে মুখ দেখিতেছে। এটী অপূর্ব্ব নিশীথ সময়। স্থানটীও অপূর্ব্ব। তরুদের দেখিয়া দেবকন্যা তারাগুলি সারি সারি আসিয়া মুখ দেখিতেছে, কিন্তু স্পষ্টরূপে চাহিতেছে না,—পাছে প্রাণনাথের অঙ্গের কলঙ্ক দেখা যায়। জলচর পাখী সব কলরব করিয়া আনন্দে জলে কেলী করিতেছে,—জলে ঢেউ হইতেছে, জল টল টল করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; একখানি চাঁদ যেন সহস্রখানি হইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া এ তারাটীর ও তারাটীর পাছু পাছু ধাবিত হইতেছে। তারাগণও যেন লজ্জায় পলাইতেছে—প্রাণেশ্বরকে ধরা দিতেছে না। মানস ত সরোবর নয়,—এ আনন্দরসের রঙ্গভূমি,—এটী জগৎ ছবির মুখ দেখিবার আরসি।

মানসেই সুখসচ্ছন্দতা, মানসেই রূপলাবণ্য। শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়াদাক্ষিণ্য সকলই মানসে! কাজে যাহা না হয়, মানসে তাহা অনায়াসে হইয়া থাকে; মানসেই সব, মানসে যাহা নাই তাহা আর কোথাও নাই। মানস অভূতপূর্ব্ব

অত্যাশ্চর্য্য, অনির্ব্বচনীয় সুখের আলয়। নিশীথ সময়,—আজ নির্ম্মল মানস সরোবরে কি হইতেছে? আজ চন্দ্রকলায় দশ দিক পরিপূর্ণ। উপত্যকায়, অধিত্যকায়; কন্দরে কন্দরে; গহ্বরে গহ্বরে; শাখায় শাখায়; পত্রে পত্রে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চন্দ্রপ্রভা কেবল সুধা বর্ষণ করিতেছে। পরিপাটী মেঘপটলে শৃঙ্গদেশ বেষ্টিত; চারি পাশে পূর্ণিমার চাঁদ ঈষৎ মধুর মধুর হাসিতেছে,—সুধাময় জ্যোৎস্নায় ভুবন ভরপূর করিতেছে। মেঘ আসিয়া শশীকে ঢাকঢাক করিতেছে; কিন্তু একেবারে ঢাকিতেছে না। মেঘের ভিতর হইতেও চাঁদের রূপমাধুরী দেখা যাইতেছে,—সে কান্তির স্নিগ্ধ লাবণ্য আরও মনোহর হইতেছে।

সুরম্য স্থান,—চতুর্দ্দিকের ভাব অতি সুরম্য। ডমরুহস্তে নটরাজ মানস সরোবরের কূলে দাঁড়াইলেন,—মূর্ত্তি ভৈরব। ডিমিডিমি করিয়া ঢক্কায় নিনাদ হইতেছে, ভূতনাথ ভবানীপতি ভয়ঙ্কর তাণ্ডব আরম্ভ করিলেন! আর্দ্র-নাগকৃত্তি উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, নিবিড় জটাজাল বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, পদভরে মেদনী টলমল করিতেছে। অদূরে ভবানী ভয়ে স্তিমিতনয়না হইয়া আছেন,—মুখে বাক্য নাই। কার্ত্তিক গণেশ পার্ব্বতীর নিকট দাঁড়াইয়া আছে, কখন মহাদেবের প্রতি চাহিতেছে, কখন আবার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া জননীর অঞ্চলের ভিতর মুখ লুকাইতেছে। নৃত্যের অবসান হইল। উমা কমলকলিসদৃশ করযুগলে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া মহাদেবের সম্মুখে দাড়াইলেন। শঙ্কর হাস্য করিয়া বলিলেন—'প্রিয়ে! এ কি বেশ? স্থলে সনাল কমল-যুগল ফুটিবে,তাই কি অগ্রসর হইয়া তাহার কোমল কোরকদ্বয় দেখাইতেছ? অম্বিকা উত্তর করিলেন—'নাথ! চন্দ্রচূড় সমীপে কমল কবে না মুদ্রিত থাকে? বিনীতবেশে নিবেদন করিতে দাসী ত চিরদিন আপনার নিকট বন্ধকর হইয়া আছে। দেব! দেখুন নূতন মন্বন্তর, নূতন বর্ষ উপস্থিত। অধুনা কে রাজা, কে মন্ত্রী হইবে এবং লোকসমাজে কিরূপ বিধি প্রকরণ প্রকাশিত হইবে, তাহার বিধান করুন। মহাদেব ভবানীর প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—'প্রিয়ে! সেই জন্যই আজি এই নৃত্য,—আজি সেই জন্যই আনন্দে ভোর হইয়াছি।"

হরপার্ব্বতী রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভূতভাবন ভৈরবনাথ কি কহিবেন, ভবানী তাহা শুনিবার জন্য সতৃষ্ণচিত্তে মহাদেবের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। শিব নবীন-মেঘ সদৃশ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

'প্রিয়ে! পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল তমসাচ্ছন্ন ছিল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন। সেই সৃষ্টিকাল হইতে বিশ্বগতি একীভূত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, এই জন্য লোকে ইহাকে জগৎ কহে (১)। এই সুদৃশ্য সরোবরটী ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাকে সকলে মানস সরোবর কহে। পরিশেষে তিনি বিবিধপক্ষির সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে এই সরোবরে রাখিয়াছেন। পক্ষিগণ স্বেচ্ছানুসারে কেলী করিয়া বেড়াইতেছে। প্রজাপালনের নিমিত্ত তিনি বৎসর বৎসর একটী একটী পক্ষীকে এক একটী কাজে নিযুক্ত করেন। পক্ষিগণ বিধাতার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ব্রহ্মার আদেশক্রমে আমি এখানে সকলের অধ্যক্ষ হইয়া আছি, এবং প্রলয়কালে সকলের সংহার করি। এই নূতন মন্বন্তর এবং নূতন বৎসর উপস্থিত। এবার উর্দ্ধগ্রীব নামক সারস রাজা হইবেন। বক্রকণ্ঠ বক তাঁহার মন্ত্রী। মধুকর কোষাধ্যক্ষ, ময়ূর ছত্রধর, খঞ্জন নৃত্যকর, কোকিল গায়ক, পানকৌড়ী কঞ্চুকী, হংস বার্ত্তাবাহ এবং চক্রবাক হংসের সহচর থাকিবে। কৃত্তিবাস কাত্যায়নীকে এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ কহিয়া সকল পক্ষীকে স্ব স্ব কাজের ভারার্পণ করিলেন।

সরোবরে একটী বৃহৎ সভা হইল। মণিমঞ্চ, রত্নসিংহাসন, কনকবেদিতে আর কুত্রাপি তিল রাখিবার স্থান রহিল না। মধ্যস্থলে উচ্চতম আসনে মহারাজ সারস উপবেশন করিলেন। দক্ষিণে মন্ত্রী। অন্যান্য পক্ষিগণ আপন আপন পদমর্য্যাদা অনুসারে আসন গ্রহণ করিলেন। ওষ্ঠপুটে একটী একটী পক্ষ উলটাইয়া নখাগ্রে কণ্ঠ বক্ষঃ চুলকাইয়া ওষ্ঠ ব্যাদান করিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে সারস সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—দেখ, মাননীয় পক্ষিগণ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব গত রাজাদের শাসনকালে পৃথিবীতে বড় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রভঙ্গ, উপপ্লব, অত্যাচার, অনিয়ম, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, প্রভৃতি আপদরাশি সংসারকে ধ্বংসকল্প করিয়াছে। পৃথিবীতে যে সকল ভয়ানক

(১) অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পাণিনি। ৩। ২। ১৭৮

দ্যুতিগমিজুহোতীনাং দ্বে চ। ইতি কাত্যায়নবার্ত্তিক। গচ্ছতীতি জগৎ গমি ক্বিপ। ইংরাজি ইউনিভার্স (universe) শব্দের ব্যুৎপত্তির সঙ্গে ইহার চমৎকার সাদৃশ্য। ইউনস্ (unus one) এক, এবং ভার্স (versum to turn) চলিত হওয়া। সংসারের সমস্ত বিষয় একতান একলয় হইয়া যেন এক প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধাবিত হইতেছে। গম ধাতুর অর্থ যাওয়া, তাহা অভ্যস্ত করিয়া ক্বিপ করিলে জগৎশব্দ সিদ্ধ হয়।

অন্যায় কার্য্য ঘটিয়া গিয়াছে, এখানে তাহার কোন সংবাদ আইসে নাই। হয় সংবাদদাতা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিম্বা আপনার আবাসমন্দিরে নিশ্চিন্তরূপে আহার বিহারে কাল যাপন করিতেন, রাজ্যের কিছুই তত্ত্বাবধান করিতেন না। আমি শুনিয়াছি অনেক রাজ-কর্ম্মচারী আপন উপবনের বহির্ভূত হন না, গৃহে বসিয়া লোকমুখে যাহা শুনেন, তাহাই লিখিয়া প্রেরণ করেন, যদি কখন গৃহের বহির্গত হন,সে কেবল কোন স্থানে কৌতুক দেখিবার জন্য, কিম্বা মৃগয়া করিবার জন্য। ইহাতে রাজ্যের মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। সুরম্য নিকুঞ্জবন বিহারের জন্য কিম্বা মধুর বসন্তানিল সেবনের জন্য কেহ প্রেরিত হন না। দেখিতেছি তাঁহাদের অবিমৃষ্যকারিতা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, ভিক্ষুকবেশে গমন করিয়া ধনকুবের হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন। এত কথা তোমাদিগকে বলিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু দেখিতেছি এককালে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিলে আর কল্যাণ নাই। দুর্ব্বলকে রক্ষা করা রাজার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু সে নিয়মের এখন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পরের ব্যথায় আর কেহ বেদনা অনুভব করেন না। আপনার উদরপূর্ত্তি হইলে প্রচুর হইল। যিনি সকলকে আত্মবৎ না মানেন তাঁহার মহত্ব নাই। বিবেচনা কর আমি সারস—রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পদমর্য্যাদা সকলই আমার অধিক, তাই বলিয়া আমি ভূত, প্রেত, মনুষ্য, পিচাশ ও পশু প্রভৃতিকে ঘৃণা করিতে পারি না। দেখ, আমরা যেমন দ্বিপদ মনুষ্যদিগকেও একপ্রকার দ্বিপদ বলিলেও বলা যায়। কারণ, শৈশবাবস্থায় যদিও তাহারা চতুষ্পদ জন্তু, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে যখন তাহারা আমাদের উৎকৃষ্ট মার্জ্জিত অবস্থা অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে,তখন ত তাহারা দ্বিপদ। যাহাকে তাহারা হস্ত বলে,যদি তাহাতে কতকগুলি পক্ষ থাকিত এবং পশ্চাতে পুচ্ছ থাকিত, তাহা হইলে অল্পই বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাইতে। যাহা হউক, শারীরিক কতকগুলি বিভিন্নতা দেখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন হওয়া ভাল নয়, সংসারে সকলেই কৃপার পাত্র। দেখ দেখি মনুষ্য কতদূর দীন। তাহার অবস্থা দেখিলে কাহার না হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়! ললাটের ঘর্ম্মধারায় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইতেছে, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইতেছে; উদয়াস্ত কঠোর শ্রমে শরীর-তন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তবে একমুষ্টি উদরান্নের সংযোগ করিতেছে। কয় জন তোমরা ভূমি কর্ষণ করিয়া থাক? কয় জন শস্য ও বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া থাক? তোমাদের মধ্যে এমন দরিদ্র কে

আছে যে জঠর জ্বালায় তত্তসার হইয়া দ্বারে দ্বারে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়? কেবল এই নয়,—আবার রাজপীড়ন—প্রভুর ভৎর্সনা! তোমরা কয়-জন রাজদ্বারে রাজস্ব দিয়া থাক?—তোমাদিগকে কোন্ প্রভুর র্ভৎসনা সহ্য করিতে হয়? বোধ করি এখন বেস বুঝিতে পারিলে যে মনুষ্যের ন্যায় সহায়-শূন্য দুঃখী প্রাণী আর কোথাও নাই। অতএব তোমাদিগকে বারম্বার এই উপদেশ দিতেছি যে, কেহই চিত্তে মলিনতা রাখিবে না। স্বজাতীয় এবং স্বদেশীয়ের প্রতি যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিবে, ভিন্ন জাতীয় এবং ভিন্ন দেশীয়ের প্রতি সেইরূপ অনুরাগ দেখাইবে। হে হংসরাজ! তোমার প্রতি আমার সমধিক বিশ্বাস। এ বৎসর তুমিই সংবাদদাতা হইয়া পৃথি-বীতে গমন কর। চক্রবাক্ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। তোমার প্রতি আমার যেমন ঐকান্তিক অনুরাগ, ভবানীপতিও তোমার গুণের পরিচয় পাইয়া এই গুরুতর কার্য্যে তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া চক্রবাক সমভিব্যাহারে পৃথিবীতে যাত্রা কর। এই বলিয়া সারস নিস্তব্ধ হইয়া দক্ষিণ চরণ দ্বারা মস্তক ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজার বক্তৃতা শেষ হইলে হংস দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ স্বরে কহিলেন—

হে সভাসদ্‌গণ! আজি আমার হস্তে একটী গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পিত হইয়াছে। যদি নিজ মুখে স্বীয় গুণ কীর্ত্তন করিলে শ্লাঘা করা না হয়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উপযুক্ত সৎপাত্রেই এ কার্য্যের ভার সমর্পণ করা হইয়াছে। আমার পরিচয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন,—আমি "হংস"। কঠোর তপস্যা-পরায়ণ হইয়া এই প্রকৃষ্ট ধর্ম্মা-ক্রান্ত নামটী লাভ করিয়াছি। মৎস্যাদি জীব হনন করি বলিয়া যাঁহারা আমার এই (২) সংজ্ঞা দিতে চাহেন, তাঁহারা বিশ্বনিন্দক। আমি অন্যকে হিংসা করিব কি আমি অণ্ড ও মাংস দিয়া কত জনের প্রাণরক্ষা করি। আমার অঙ্গের কিছুই বিফল যায় না। আমার পক্ষ দ্বারা কত লেখকের পুস্তকরাশি সংকলিত হইতেছে। যাহাকে একবার অভয় দিব, পদোপান্তে যাহাকে স্থান দান করিব, সে কি আবার এ পাদপদ্ম হইতে কখন

(২) পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্। পাঃ। ৬।৩।১০৯

ভবেদ্বর্ণাগমাৎ হংসঃ সিংহোবর্ণবিপর্য্যয়াৎ।

গূঢ়াত্মা বর্ণবিকৃতের্বর্ণনাশাৎ পৃষোদরম্।

হন ধাতুর উত্তর সগাগম করিয়া পচাদ্যচ্ সূত্র দ্বারা যে হংস শব্দ সিদ্ধ হয়, হংস তাহার নিন্দা করিতেছেন।

স্খলিত হইবে? এই জন্যই আমার লিপ্ত পদ। আমার ওষ্ঠের গুণ-গ্রাহিণী শক্তি কোথায় অবিদিত আছে? আমি ছিদ্রের অন্বেষী নহি, যথার্থ গুণগ্রাহী। জল মিশ্রিত পয়ঃ হইতে চঞ্চুপুটে দুগ্ধই সংগ্রহ করিয়া থাকি। আমার দুটী পক্ষ। সমভাবে দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করি। আমার নিকট পক্ষপাত দোষ নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমার সমান গতি, কোন স্থান আমার অগম্য নাই। এমন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অসাধারণ সংপাত্র আর কোথায় আছে? স্বয়ং ব্রহ্মা আমার গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রিয় বাহন-পদে আমাকে বরণ করিয়াছেন। পুণ্যশ্লোক নলরাজার আমি পরম মিত্র। আমার সঙ্গে সখ্য সংবন্ধ করিয়া তিনি নারীরত্ন দময়ন্তীকে লাভ করিয়াছিলেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে আমার নাম জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আমি চিন্তাশীল, কার্য্যদক্ষ প্রতিভা সম্পন্ন এবং রাজনীতি-বিশারদ। পৃথিবীতে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে সমস্ত রাজার বিদিত করিব। আপনারা এখানে কোন বিষয় গোপন রাখিবেন না। পত্র পাইবা মাত্র রাজ সমীপে সমস্ত গোচর করিয়া তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিবেন। আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। চক্রবাককে সমভিব্যাহারে লইয়া তবে পৃথিবীতে যাত্রা করি।” এই বলিয়া হংস বিরত হইলেন। পক্ষিগণ ওষ্ঠে ওষ্ঠে খট খট করিয়া হংসের মত অনুমোদন করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

আঁধার আঁধার।

খাইয়া পরিয়া পৃথিবী মাঝারে,
হাসিয়া নাচিয়া করিয়া খেলা,
গাঁথিতে গাঁথিতে আশা-ফুল-হারে,
ফুরায়ে যেতেছে জীবন-বেলা।
সাগরের তীরে থাকি নিশি দিন,
গণিয়া অনন্ত বালুকা-কণা ;—
প্রতিদিন দেহ হইতেছে ক্ষীণ,
তথাপি বাঙ্গালি অনন্য-মনা!
নিশিতে বসিয়া অবনী উপরে,
গণিয়া গগনে অনন্ত তারা,
ভাসিতেছি আমি সুখের সাগরে,
হইয়া প্রকৃত হরষ-হারা!

হংস-পুচ্ছ সার করেছি এবার,
অভাগার পোড়া পেটের দায়ে,
ভাসি মহার্ণবে বিশ্বের আকার,
চড়িয়া নাবিক বিহীন-নায়ে!
দিনেতে থাকিয়া দিনেশ আলোকে,
আঁধার নিয়ত নয়নে হেরি,
আঁধার যেন বা নামিয়া ভূলোকে,
রয়েছে নিয়ত আমারে ঘেরি!
আঁধার মাখান রবি শশি তারা,
আঁধার মাখান দিনের আলো;
আঁধার মাখান বরষার ধারা,
নিরখি নিয়ত সকল কাল।
আঁধার মাখান লতা পাতা সবে,
আঁধারে অবনী ডুবিয়া রহে,
আঁধার মাখিয়া সমীর এ ভবে,
নিয়ত আঁধার প্রদেশে বহে!
আঁধার মাখান মানস আমার,
আবৃত আঁধারে হৃদয়-ভূমি,
স্বাধীনতা-বিনে সকলি আঁধার,
আঁধারে ডুবিয়া তিনি ও তুমি!
স্বাধীনতা বিনে অবনী মাঝারে,
বাঙ্গালির নাহি সুখের লেশ,
কবে বা পরিব স্বাধীনতা হারে,
আলোকে পূরিবে আঁধার দেশ!
বৃথা এই আশা করা মনে মনে,
বৃথা গাঁথা মালা আকাশ ফুলে,
বাঙ্গালি সেবিবে পরের চরণে,
ইহার অন্যথা ভেবনা ভুলে!
পর-পদাঘাত বড় বাসে ভাল,
পর পদ-সেবা মুক্তির পথ,
হইবে যখন মরণের কাল,
স্বর্গে যেতে পাবে ফুলের রথ।
যাইবে এ জীবন আঁধার দেখিয়া,
কখন স্বাধীন হব না ভবে,
অধীন থাকিয়া আঁধারে ডুবিয়া,
অসার জীবন ত্যজিতে হবে!

শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী।

কল্পদ্রুম।

শ্রীহর্ষ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

যে সময় গাজিপুরে বুধমণ্ডলি এক হাতে সুধাভাণ্ড, অন্য হাতে নলোপাখ্যান লইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিতেছিলেন, বোধ করি সেই সময় অবন্তি নগরের কাব্যকানন অমৃতধারায় প্লাবিত হইতেছিল। ঔৎসুক্য সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা একদিকে দেখিতে পাই বৈদর্ভ-দুহিতা দময়ন্তী রত্ন-বিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া রুনু রুনু রোলে অগ্রসর হইতেছেন,—অন্য দিকে আবার আমাদের ঋষিকন্যা শকুন্তলা; বনফুলদলে সুসজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। এ ত নূতন আলাপ বোধ হইতেছে না; দুইজনে যেন পরস্পরের সখী,—এ অনেক দিনের সদ্ভাব, দেখাইতেছে। এ অঘটনের ঘটন কে ঘটাইল?—ইহাঁদের পরস্পর কিরূপে সদ্ভাব হইল। বোধ হয় কালিদাস ও শ্রীহর্ষ ইহার ঘটক; তাঁহারাই তপোবনবাসিনী ঋষিকন্যার সঙ্গে দময়ন্তীর প্রণয়বর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন। তবে কি কুমুদিনী নায়ক নলিনী-নায়কের সঙ্গে মিলিত হইয়া যুগপৎ কিরণমালায় প্রকৃতি-ছবিকে প্রমোহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন? সত্য নাকি সুগন্ধ চন্দনদণ্ডে সুরভি ফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিল? কালিদাস আর শ্রীহর্ষ কি এক সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বসুন্ধরা জননীর ক্রোড় আলোকিত করিয়াছিলেন? সত্য সত্য আমাদের তাহাই বিশ্বাস হইতেছে,—কান্যকুব্জাধিপতির প্রিয় সভাসদ্ উজ্জয়িনী-নাথের প্রধান রত্নের সঙ্গে বিন্ধ্যাদ্রির উপত্যকায় বাহুতে বাহুতে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন ইহা আমরা যেন দিব্যচক্ষুতে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি।

কালিদাস এবং শ্রীহর্ষ কোন্ সময়ে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা স্থির করিতে পারিলে আমাদের সকল সংশয় দূরীকৃত হয়। শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাবকাল নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না। বঙ্গীয় প্রস্তর-ফলকে অবিনশ্বর অক্ষরে তাহা ক্ষোদিত আছে,—কুলাচার্য্যদিগের পুস্তকের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আমরা তাঁহার নামোল্লেখ দেখিতে

পাই। গৌড়দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার নাম ওত-প্রোতভাবে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পশ্চাৎ তদ্বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিত হইবে। কালিদাসকে লইয়াই আমাদের বিষম সঙ্কট। তাঁহার প্রাদুর্ভাব-কাল নিরূপণ করিতে হইলে এক বৃহৎ পর্ব্ব হইয়া উঠিবে। কালিদাস সকল দেশীয় সভ্যজাতির কাহারও অপরিচিত নন। কিন্তু তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন এ সকল বৃত্তান্ত বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন গভীর গুহায় নিহিত রহিয়াছে। উজ্জ্বল প্রদীপে অন্ধকারাবৃত স্থান প্রকাশিত হয়, বিলুপ্ত ইতিবৃত্তের আর কোন দীপ নাই,—কোন আলোকের ছটায় তাহা প্রকাশিত হয় না।

কাব্য-নিকুঞ্জের মধুকর সুকবি কালিদাস উজ্জয়িনী-পতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত ছিলেন, অভিজ্ঞানশকুন্তলনামাভিধেয় নাটকের প্রারম্ভে ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। যথা।—

আর্য্যে! ইয়ং হি রসভাববিশেষদীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপ ভূয়িষ্ঠা পরিষৎ অস্যাঞ্চ কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেনাভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ ইত্যাদি।

আর্য্যে! এটী রসভাবজ্ঞ রাজা বিক্রমাদিত্যের বহুপণ্ডিত-পরিবৃত সভা। এস আজি আমরা এখানে কালিদাস-গ্রথিত অভিজ্ঞান শকুন্তল-নাটকের অভিনয় করি।

এইটী গৌড়দেশ-ধৃত পাঠ। কাশী প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পাঠে রাজা বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ নাই। সে পাঠ এইরূপ—

আর্য্যে! অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ।

কবি বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, ইহা শকুন্তলা নাটক ভিন্ন আর কোথাও তিনি স্বয়ং স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঐ নাটকেও এত পাঠান্তর ঘটিয়াছে যে কোন্ পদটী প্রকৃত কবির লিখিত, তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই। যাহা হউক কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের পারিষদ্ ছিলেন, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রমাণের অসদ্ভাবেও আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি। যেমন "সূর্য্যোদয় হইয়াছে" বলিলে, আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না যে, কোথায় সূর্য্যোদয় হইয়াছে,—"গগনে"—ইহা আমরা বুঝিয়া লই। সেইরূপ—কালিদাস রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন,—এ কথা বলিলে আমরা বিক্রমাদিত্যের

রাজসভা বুঝিয়া লই। অতএব বিক্রমাদিত্যের অনুসন্ধান করিতে পারিলে আমাদের আশালতা ফলবতী হইবে;—কালিদাস কোথায় সুরভিকুসুমমঞ্চে বসিয়া তুলিকাহস্তে কবিতার অঙ্গরাগ করিতেছেন, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন। রাজা বিক্রমাদিত্যই আমাদের মনের ক্ষোভ দূর করিবেন।

পাঠক! আসুন, একবার তবে বিক্রমাদিত্য রাজার সন্ধান করি। তিনি আমাদের তৃষ্ণাতুর আশাচাতকিনীর জলপূর্ণ পর্জ্জন্যপটল। তিনি ভিন্ন আমাদের শুষ্ককণ্ঠ শীতল হইবে না। কিন্তু যেমন দময়ন্তীকে ছলিবার জন্য স্বয়ম্বরসভার চতুর্দ্দিকেই নলরাজা,—হারাঙ্গদ বলয়াদিভূষণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছিলেন, পিপাসু হইয়া আমরাও সেইরূপ মৃগতৃষ্ণার হস্তে প্রতারিত হইতেছি,—আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বিক্রমাদিত্য। তবে কোন্ রাজাকে আমাদের কালিদাসের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিব?

বিক্রমাদিত্যনামা অনেকগুলি রাজা উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজবংশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, প্রতি ষষ্ঠপুরুষ গত হইলে আবার পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠপুরুষ হইতে রাজাদিগের নাম ক্রমান্বয়ে নিম্ন পুরুষে চলিয়া আইসে। যথা ১ রণধীর সিংহ, ২ প্রতাপাদিত্য সিংহ, ৩ বিক্রমাদিত্য সিংহ, ৪ মহাতাপাদিত্য সিংহ, ৫ অনঙ্গভীমসিংহ, ৬ রণজিত সিংহ। এখানে ষষ্ঠ পুরুষ সমাপ্ত হইল। সপ্তম পুরুষ হইতে আবার রাজাদিগের নাম যথাক্রমে ১ রণধীর সিংহ, ২ প্রতাপাদিত্য সিংহ ইত্যাদি হইবে। এই প্রণালী অদ্যাবধি জয়পুর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালেও এই প্রথানুসারে রাজাদিগের নামকরণ হইত; সেই জন্য এক পরিবার-মধ্যে এক নামের অনেকগুলি রাজা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী-রাজবংশেও এই ব্যাপার ঘটিয়াছে,—সুতরাং বিক্রমাদিত্য রাজাও একজন নন।

একণে দেখা আবশ্যক কতগুলি বিক্রমাদিত্য রাজা অবধারিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন্ রাজার শাসনকালে কালিদাস উপস্থিত থাকিলে প্রমাণ ও যুক্তিসঙ্গত হয়। যে প্রতাপান্বিত নৃপতির নামে সংবৎ চলিয়া আসিতেছে তিনি একজন বিক্রমাদিত্য রাজা। একোনবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তিনি পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ, বর্ত্তমান সংবৎ ১৯৩৭ চলিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত পুস্তকে এই

রাজার বিবরণ দৃষ্ট হয় না। কহ্লণ পণ্ডিত অতি প্রাচীন রাজাদিগেরও বিবরণ লিখিয়াছেন কিন্তু তিনি সংবৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখও করেন নাই। ইহার কিছু কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক কালবিধান শাস্ত্রের মতে এই রাজার সভায় কবিবর কালিদাস উপস্থিত ছিলেন।—

শঙ্ক্বাদিপণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে
জ্যোতির্ব্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপূর্ব্বাঃ।
শ্রীবিক্রমস্য বুধসংসদি প্রাজ্যবুদ্ধে
স্তৈরপ্যহং নৃপসখঃ কিল কালিদাসঃ॥ ১৯॥

শঙ্কু আদি পণ্ডিতগণ, অনেক কবি, জ্যোতির্ব্বিদগণ, এবং বরাহ উপস্থিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বুধগণ পরিবৃত সভায়, আমি কালিদাস—আমাকে সকলে আদর করিতেন এবং রাজার সঙ্গে আমার বন্ধুতা হইয়াছিল।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণের প্রারম্ভকাল এইরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—

বর্ষৈঃসিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে কলৌসংমিতে
মাসে মাধব সংজ্ঞিতেঽত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥ ২১॥

আমি ৩০৬৮ কলিগতাব্দে চৈত্র মাসে এই গ্রন্থ রচনার উপক্রম করি।

সম্প্রতি কলির গতাব্দ ৪৯৮১, অতএব (৪৯৮১-৩০৬৮) = ১৯১৩ বৎসর গত হইল কালিদাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রামাণিক গ্রন্থ নয়। ইহা আধুনিক কোন কালিদাসের বিরচিত হইবে। স্বনামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, তিনি আপনাকে ভুবনবিখ্যাত মহাকবি কালিদাস বলিয়া পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়াছেন এবং সেই জন্য আপনাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল তদীয় সভাসদ্ বলিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধিত হয় নাই। বিংশতিতম শ্লোকে আবার ভালরূপে নিজ পরিচয় দিতেছেন—আমি প্রথমে রঘুবংশ প্রভৃতি তিনখান কাব্য রচনা করিয়াছি—(কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্ রঘুবংশ পূর্ব্বং ইত্যাদি)। এতাদৃশ স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা জ্যোতির্ব্বিদাভরণের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। স্বয়ং ঐ গ্রন্থই আপনাকে অপ্রামাণিক প্রতিপাদন করিতেছে। উহার সপ্তদশ শ্লোকে লিখিত আছে—তিনি মহাসমুদ্রে রুমাধিপতি শকরাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন ইত্যাদি। উনবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতে রুম দেশের নাম থাকিতে পারে না। আর

আর্সানাল্ নামা জনৈক তুর্কস্থ-নৃপতি ১০৬৩ খৃঃ অব্দে তুরস্কে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে তাঁহার উত্তরাধিকারী মালিক সার লোকান্তর গমনের পর ১০৯২ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক রাজ্য চারিটী অংশে বিভক্ত হয়। উহার প্রদেশ-বিশেষের নাম রুম। বিক্রমাদিত্য রাজা উহার বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি মহাসমুদ্রে রুম রাজাকে পরাজয় করিবেন, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। যদি কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন যে এ স্থলে "রুম" শব্দে ইটালীর প্রধান নগর বুঝিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলে তন্নগরীর অধিপতি শকরাজা হইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, এ পুস্তক ১০৯২ খৃষ্টাব্দের পরে লিখিত হইয়াছে।

সংবৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের শকবিমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে। ইহাঁর (১) বিরণ রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়। ইনি কলির ৩১৮৯ বৎসর গত হইলে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই রাজাই প্রসিদ্ধ শক প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য (২) তাঁহার অপর একটী নাম হর্ষ, মাতৃগুপ্ত নামক তাঁহার একজন প্রিয় সভাসদ্ ছিলেন (৩)। কিন্তু তাঁহার ও সভায় শ্রী নাই,—তন্মধ্যে আমরা এই কবিকুলরত্ন কালিদাসকে দেখিতেছি না। বিক্রমাদিত্যের গন্ধ পাইলে অমনি আমাদের কেমন আশা হয় যে, এইবার আমরা রঙ্গভূমিতে কালিদাসকে দেখিতে পাইব। কিন্তু,—এ কি? রাম শূন্য রামায়ণ?—কালিদাস শূন্য বিক্রমাদিত্য? যেমন অন্ধকার গৃহে কোন পদার্থ থাকিলে প্রদীপ সে পদার্থকে সৃষ্টি করে না, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ কালিদাসও বিক্রমাদিত্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, কিন্তু বাসন্তিককৌমুদির ন্যায় তাঁহার অতুল-কীর্ত্তি মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। বাল্মীকি বিথিকায় কবিতার কেবল অঙ্কপাত করিয়া গিয়াছেন, কালিদাসের সুনিপুণ তুলিতে সেই কবিতার অঙ্গরাগ,—ভাবভঙ্গী সাধিত হইয়াছে। আদিকবি কবিতাকে মৃদুমন্দ হাসাইয়াছিলেন, কিন্তু কালিদাস

(১) তত্রানেহস্যুজ্জয়িন্যাং শ্রীমান্ হর্ষাপরাভিধঃ
একচ্ছত্রশ্চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ইত্যভূৎ। ৩। ১। ২৪

(২) ম্লেচ্ছোচ্ছেদায় বসুধাং হরেরবতরিষ্যতঃ।
শকান্বিনাশ্য যেনাদৌ কার্য্যভারো লঘূকৃতঃ। ৩। ১৩০

(৩) নানাদিগন্তরাখ্যাতং গুণবৎসুলভং নৃপং।
তং কবির্মাতৃগুপ্তাখ্যঃ সভাস্থানমুপাসদৎ।

সেই ঈষৎ ঈষৎ মৃদু হাসিতে মদিরা দিয়াছেন,—তিনি কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারত ভূমির কি গৌরব! যে হেতু কালিদাস তাঁহার হৃদয়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার কি শ্লাঘা! কারণ কালিদাস অদৃষ্টপূর্ব্ব অলঙ্কারে সেই ভাষার শ্রীসাধন করিয়া গিয়াছেন। অবন্তিনগর ধন্য— ভাবুকোচিত নয়নে কালিদাস তাহার শোভা সকল দেখিয়াছেন। ধন্য রাজা বিক্রমাদিত্য—তাঁহার সভায় কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন। যে সময়ে কবি সুমেরু হইতে কুমারী পর্য্যন্ত কবিতারূপ অমৃত-ধারায় অভিসিক্ত করিয়াছিলেন সে সময়ের গরিমার পরিসীমা নাই। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী কি এত শুদ্ধান্তবাসিনী অসূর্য্যম্পস্য কুলবধূ ছিলেন যে, তিনি কালিদাসের মুখাবলোকন করেন নাই? তবু যবনিকার অন্তরাল হইতে একবার ত তিনি শুনিতে পারিতেন—শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তং সপত্নীজনে—তাহা হইলে তাঁহার ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃ মঙ্গল হইত। ইহাতে বোধ হইতেছে এ বিক্রমাদিত্যের সময় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন না।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ মাতৃগুপ্তই কবি কালিদাস। কিন্তু আমরা কোন গ্রন্থে কবির নামের এ পর্য্যায় দেখিতে পাই না। কাজেই এ মতের অনুমোদন করা কেবল যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ এমন নয়,—ইহা যুক্তি বিরুদ্ধও সন্দেহ নাই। যে নামে কবি জগৎসংসারে পরিচিত হইয়াছেন,—স্বকৃতপুস্তকে স্বয়ং যে নাম স্বীকার করিয়াছেন, যে নাম কালক্রমে সংজ্ঞাভাবে পরিণত হইয়াছে (৪)—সে নাম

(৪) কালিদাস শব্দটী সংজ্ঞা হওয়াতে, 'কালী, শব্দ হ্রস্ব ইকারান্ত হইয়াছে। পাণিনি ইহার এইরূপ সূত্র করিতেছেন—

ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলম্। ৬। ৩। ৬৩

অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গে যে সকল শব্দ ঙীপ্ এবং আপ্ প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, সংজ্ঞা বিষয়ে এবং ছন্দ বিষয়ে অনেক স্থলে ঐ স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত শব্দ হ্রস্ব হয়। আমাদের দেশের অনেক ভট্টাচার্য্য এস্থলে একটী বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা একটী সূত্র আবৃত্তি করিয়া কহেন যে, কালী ও দেবী শব্দের উত্তর 'দাস, এই শব্দের সমাস হইলে, দীর্ঘ ঈকার সমাসের হ্রস্ব হয়। কিন্তু বস্তুত কালী ও দেবী শব্দের সঙ্গে 'দাস, শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। পাণিনির এই সূত্রে বামন ও জয়াদিত্য কাশিকায় এইরূপ বৃত্তি করিয়া তাহার উদাহরণ দিতেছেন,—

ঙ্যন্তস্যাবন্তস্য চ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলং হ্রস্বো ভবতি।
ঙ্যন্তস্য সংজ্ঞায়াম্—রেবতি পুত্রঃ। রোহিণি পুত্রঃ। ভরণি পুত্রঃ। ইত্যাদি
ঙ্যন্তস্য ছন্দসি—কুমারি দারা। প্রবর্ষিদা। ইত্যাদি
পাঠক দেখুন, এখানে কালী, দেবী ও দাস প্রভৃতি শব্দের নাম প্রসঙ্গও নাই।

দুর্ল্ভ হওয়ায় একটী অভিনব কল্পিত নামে তুষ্ট হইয়া থাকা বিষয়ী লোকের কর্ম্ম নয়। সংসারে যাঁহাদের বীতরাগ জন্মিয়াছে, অল্পেই যাঁহারা পরিতোষ লাভ করেন,—সেই সন্তোষারূঢ় সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই মত পরম উপাদেয় হইতে পারে।

মাতৃগুপ্তকে কিজন্য কালিদাস বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইতে পারেন। অতএব তদীয় কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে লিখিত হইতেছে। বিক্রমাদিত্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী এক-ছত্র করিয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত নামক এক জন বিখ্যাত কবি অনেক রাজসভা ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট আশ্রয় লইলেন। ভূপতির সদ্বিচার, গুণিজনের প্রতি সমাদর প্রভৃতি গুণ দেখিয়া মনে ভাবিলেন যে, এই খানেই উপযুক্ত পুরস্কার লাভ হইবে। অভ্যাগত পণ্ডিতটী কিরূপ, তাঁহার আচার ব্যবহার কিপ্রকার এই সকল পরীক্ষা করিবার জন্য রাজার একান্ত কুতূহল জন্মিল। মাতৃগুপ্তও কিরূপে নৃপতিকে সন্তুষ্ট করিবেন কায়মনোবাক্যে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে রাজসেবায় নিরত রহিলেন। কোন কাজে অধিক আড়ম্বরও করিতেন না, কিম্বা ঔদাসীন্যও দেখাইতেন না। রাজপরিচারিকাদিগের প্রতি কখন দৃষ্টিপাত করেন নাই। রাজ অনুচর-দিগের হাস্য পরিহাসে তাঁহার মনোযোগ ছিল। হিংসা,পরনিন্দা, চাটুকারিতা প্রভৃতি রাজসভা-সুলভ-দোষ কখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এইরূপে সম্বৎসর অতিবাহিত হইল।

একদা নৃপতি নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন মাতৃগুপ্ত নিতান্ত কৃশাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন। কটিদেশ কেবল এক-খানি ধূসর জীর্ণ বস্ত্রে আবৃত। তাঁহার দৈন্য দশা দেখিয়া রাজা অনুতপ্তহৃদয়ে এই বিচার করিতে লাগিলেন—'হায়! এমন গুণবান্ ব্যক্তি,—বন্ধুহীন বিদেশে আসিয়া শীতাতপে কতই কষ্ট পাইতেছেন। ক্লান্ত হইলে কেবা শ্রম দূর করে, ক্ষুধাতুর হইলে কেবা ভোজন সামগ্রী দেয়, পীড়িত হইলে কোথায় বা ঔষধ মিলে, এ সকলের আমি কিছুই তত্ত্বাবধান করি নাই। কিন্তু মাতৃ-গুপ্তের এতাদৃশ হীনাবস্থা দেখিয়াও নৃপতি যে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে দুরন্ত নিহার-প্রাদুর্ভাবে দশদিক দারুণ কুজ্ঝ-টিকায় পরিপূর্ণ হইল। দুর্জ্জয় হেমন্ত-প্রকোপে ব্যথিত হইয়া সূর্য্যদেব বাড়বা-নলে যেন দেহকে তপ্ত করিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র অস্তগত হইতে লাগিলেন সুতরাং দিবাভাগ অল্প হইয়া পড়িল।

এক দিন অর্দ্ধরাত্রিতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল,—উঠিয়া দেখিলেন গৃহ মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, কিন্তু দীপাধারে বর্ত্তিকা নির্ব্বাণোন্মুখী হইয়াছে। নৃপতি ভৃত্যদিগকে ডাকিলেন; কিন্তু সকলেই নিদ্রা যাইতেছিল,একা মাতৃগুপ্ত জাগরিত ছিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে কবি বর্ত্তিকা উজ্জ্বল করিয়া দিলে, ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখনও কত রাত্রি আছে? মাতৃগুপ্ত বিনীতভাবে কহিলেন—'মহারাজ! এখনও একপ্রহর রাত্রি আছে। ভূপাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—'সে কি, রাত্রিতে তোমার নিদ্রা হয় না কেন? এক প্রহর রাত্রি আছে তুমি কিরূপে জানিলে? কবিবর দেখিলেন তাঁহার প্রাক্তনের শুভাশুভ স্থির নিশ্চিত করিবার এই উপযুক্ত অবসর, অতএব তৎক্ষণাৎ এই শ্লোক রচনা করিয়া কহিলেন।

শীতেনোদ্ধুষিতস্য মাসমশিবচিন্তার্ণবে মজ্জতঃ
শান্তাগ্নিং স্ফুটিতাধরস্য ধমতঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠস্য মে।
নিদ্রাক্কাপ্যবমানিতেব দয়িতা সন্ত্যজ্য দূরংগতা
(৫) সৎপাত্রপ্রতিপাদিতেব বসুধা ন ক্ষীয়তে শর্ব্বরী॥ ৩। ১৯১।

আমি সর্ব্বদা চিন্তসাগরে মগ্ন আছি। শীতে নিতান্ত কাতর; ক্ষুধায় বাক্যের স্ফূর্ত্তি হয় না; ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে, অবমানিতা স্ত্রীর ন্যায় নিদ্রা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে; এবং ধার্ম্মিক রাজা যেমন দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, যামিনীও আমার পক্ষে ঠিক সেইরূপ হইয়াছে,—শীঘ্র প্রভাত হইতেছে না।

মাতৃগুপ্তের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত নৃপতির অন্তঃকরণ করুণারসে দ্রবীভূত হইল। তিনি আপনাকে কত তিরস্কার করিয়া কিরূপে কবির গুণসদৃশ পুরস্কার দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তৎকালে কাশ্মীরের রাজ-সিংহাসন শূন্য। রাজ্যভার গ্রহণ করে এমন সৎপাত্র তথায় কেহই ছিলেন না; এজন্য প্রজাবর্গ রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট একজন দক্ষ শাসনকর্ত্তা চাহিয়া ছিল। মাতৃগুপ্তের বিদ্যাবুদ্ধি, সবিবেচনা দয়াদাক্ষিণ্যগুণে নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই সেই পদে মনোনীত করিলেন। কবি রাজার সনন্দপত্র লইয়া কিরূপে কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন এবং কিরূপ আদরের সহিত তথায় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিবার

(৫) কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়স্থিত রাজতরঙ্গিণীতে—ক্ষীয়তেরর্ব্বরী—এইরূপ মুদ্রাযন্ত্রদূষিত ভ্রমাত্মক পাঠ দৃষ্ট হয়।

আবশ্যক নাই। বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তাঁহার এই পর্য্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ।

কাশ্মীরে মাতৃগুপ্ত চারিবৎসর নয়মাস রাজত্ব করেন। পরে উজ্জয়িনীনাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্যভূমি বারাণসীতে গমন করিয়া দশবৎসর সাধুসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষাবস্থায় প্রবরসেন বিদ্রোহী হইয়া কিরূপে কাশ্মীর অধিকার করিতে আইসেন এবং মাতৃগুপ্ত তাঁহার নিকট কতদূর প্রশস্ত উদারচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন সে সকল লিখিলে কেবল প্রস্তাব বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে।

মেণ্ঠ অপর পর্য্যায় মাতৃমেণ্ঠ নামা জনৈক কবি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। তিনি হয়গ্রীববধ নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি লিখিতে লিখিতে কবি একদিন উহা মাতৃগুপ্তকে দেখাইলেন, কিন্তু কাশ্মীররাজ তৎকালে কিছুই মতামত প্রকাশ করিলেন না। অনন্তর কাব্যখানি পরিসমাপ্ত হইলে, তিনি লেখককে বহু সম্মানপূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেন এবং অভিনব পুস্তকের রস ও সৌন্দর্য্য রক্ষার নিমিত্ত যত্নপুরঃসর উহাকে একটী সুবর্ণ পাত্রে রাখিয়া দিলেন। প্রচলিত শকাব্দা ১৮০২। অতএব সেই সময়ে মাতৃগুপ্ত জীবিত ছিলেন।

পাঠক এখন বিচার করুন, মাতৃগুপ্তকে কিপ্রকারে কবি কালিদাস বলিয়া অনুমান করা যায়। বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে আর তিলার্দ্ধ-কালও তিনি অবন্তিনগরে ছিলেন না। আমরা এখানে প্রসিদ্ধ নবরত্নের কথা কিছু শুনিতে পাইলাম না। মাতৃগুপ্তের সভাসদ্ মেণ্ঠ একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন, তাহার উল্লেখ রহিয়াছে—কালিদাসের কাব্যসমুদ্রে যেটী পাদ্যার্ঘমাত্র,—আমরা তাহার নামগন্ধ পাইতেছি; কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! যে কবিতার মধুর তানে ভাবুকের চিত্তভন্ত্রী নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে নৃত্যের আর অবসান নাই;—যে কবিতার সৌরভ চতুর্দ্দিকে ভর্ ভর করিতেছে, সে গন্ধের আর বিরাম নাই,—কই? আমাদের সে অমৃত ভাণ্ডার কোথায়?—মৃণাল দেখিতেছি, কমল কোথায় লুকাইল? না এখনও তাহার কোরক হয় নাই;—কাব কাননের মধুকর এখনও সে ফুলের আস্বাদন পায় নাই।

রাজতরঙ্গিণীতে আর একজন বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ আছে, তিনি ৪৪১ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন! তাঁহার সভাতেও আমরা কবি কালিদাসকে দেখিতেছি না। যাহা হউক

তাহাতে আমাদের খেদ নাই,—কালিদাসের কাব্যরসের ভাব-ভাণ্ডার অক্ষয়, কবি আবার রাজসংসারে ছিলেন, অতএব রাজা বিক্রমাদিত্যেরই অপ্রতুল কি? এত ব্যয় করিলাম—এত বিক্রমাদিত্য দেখাইলাম তবু আমাদের অসঙ্গতি ঘটে নাই। রাজ-ভাণ্ডারের কথা স্বতন্ত্র, তাহা কিছুতেই নিঃশেষিত হইবার নয়। এখনও ভাণ্ডারে বিক্রমাদিত্য আছেন। স্কন্দপুরাণের ভবিষ্য-বৃত্তান্তে এইরূপ উল্লেখ আছে—

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভাধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥

কলি যুগের চারি সহস্র বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন। সম্প্রতি কলির গতাব্দ ৪৯৮১ অতএব (৮৯৮১—৪০০০)=৯৮১ বৎসর অতীত হইল বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে এই নৃপতি (১৮০২—৯৮১)=৮২১ শকাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই রাজ-সভায় আমাদের অনুসন্ধেয় কালিদাসের তত্ত্ব লইতে হইবে। আমরা কবির অনুসরণক্রমে অনেক দূরে আসিয়াছি, ধৈর্য্য ও যেন ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘ-প্রবাসীর ন্যায় বিশ্রাম করিতে চাহিতেছে; তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া প্রাণ কেমন হইতেছে; অতএব এই রাজসভাটীতে একবার ভাগ করিয়া সন্ধান করিতে হইবে। আশা হইতেছে এইখানে আমরা কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিব।

পাঠক দেখুন, কালিদাসের প্রাদুর্ভাব-কাল নির্ণয় কি প্রকাণ্ড ব্যাপার। যাহা হউক তিনি যে,এই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিষয়ের একটী স্থির মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমা-দের দুই একটী বিশেষ বক্তব্য আছে। সুতরাং অন্যান্য সন্দেহ নিরাকৃত করিয়া প্রকৃত বিষয়ের সমর্থন করাই শ্রেয়ঃকল্প। কালিদাসের রচিত প্রবন্ধ মধ্যে পাণিনি-বিরুদ্ধ অনেক পদ-প্রয়োগ আছে; তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ বিবে-চনা করেন যে, পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইবার অল্প কাল পরেই কালিদাস জন্ম-গ্রহণ করেন। কারণ, কালিদাসের সময়েও পাণিনি-গ্রথিত সকল সূত্র ভালরূপ প্রচলিত হয় নাই, তজ্জন্য কবি কোন কোন স্থলে অষ্টাধ্যায়ীর বিরুদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের ৪৩ শ্লোকে দৃষ্ট হয়,—

স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং
শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধানবত্যাং।

আসীনমাসন্নশরীরপাত
ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৩। ৪৪ ॥

এ স্থলে কবি ত্রিয়ম্বক শব্দে পাণিনিগ্রথিত সূত্র, ইকো যণচি। ৬। ১। ৭৭, ইহার অনুসরণ না করিয়া পূর্ব্বাচার্য্য শাকটায়নকৃত, "ইকো ঽচিযল" এই সূত্রের অনুসরণ করিয়াছেন। শাকটায়ণ "ইকঃ" এই পদ পঞ্চম্যন্ত স্বীকার করিয়া ক্রিয়মাণ 'য কার্য্য ইকারের অব্যবহিত পরে গ্রহণ করিয়াছেন (তস্মাদিত্যুত্তরস্য। ১। ১৬৭) সুতরাং ত্রিয়ম্বক হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকে "ত্রিলোচন" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তলিখিত পুস্তকে এত পাঠান্তর ঘটিয়াছে যে, কোন্‌টী কালিদাসের লিখিত প্রকৃত পাঠ তাহা এখন স্থির করা সহজ নয়। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ "ত্রিয়ম্বক" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় কালিদাস এ এ সরণীর অনুগামী হন নাই,—

প্রত্যব্রবীচ্চৈনমিষুপ্রয়োগে।
তৎপূর্ব্বভঙ্গে বিতথপ্রযত্নঃ।
জড়ীকৃতস্ত্র্যম্বক বীক্ষণেন।
বজ্রং মুমুক্ষন্নিব বজ্রপাণিঃ ॥ রঘুবংশম্। ২। ৪২।

এখানে ত্র্যম্বক পদ দৃষ্ট হইতেছে। বিবেচনা হয় ত্রিয়ম্বক পদ কালিদাসের লিখিত নহে, লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব মেঘে দেখা যায়।

নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাম্।
শান্তোদ্বেগস্তিমিত নয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৭।

এস্থলে 'দৃষ্টভক্তি' এইরূপ সিদ্ধি হইতে পারে না। ইহা পাণিনিকৃত সূত্রবিরুদ্ধ।

স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিত পুংস্কাদনূঙ্ সমানাধিকরণে
স্ত্রিয়া মপূরণীপ্রিয়াদিষু। ৬। ৩। ৩৪।

ভক্তিশব্দ প্রিয়াদিগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, অতএব 'দৃষ্টভক্তি, বহুব্রীহি সমাসে পুংবদ্ভাব হইতে পারে না। রঘুবংশেরও দ্বাদশ সর্গে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্যতৃষ্ণাপরাঙ্মুখঃ।
মাতুঃ পাপস্যভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ ॥ ১৯।

কালিদাসগ্রথিত প্রবন্ধ মধ্যে স্থানে স্থানে এই প্রকার পাণিনি-বিরুদ্ধ শব্দের রূপসিদ্ধি আছে। কিন্তু তাহাতে কখন এমন অনুমান করা যায় না, যে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইবার অব্যবহিত পরেই কালিদাস পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা উপরে যে সকল বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের কাহারও সভায় কবি বর্ত্তমান ছিলেন না। এবং কোন প্রাচীন পুস্তকে তাঁহার নামের বিন্দুবিসর্গও লিখিত নাই। রাজতরঙ্গিণীতে যে৫ বিক্রমাদিত্যের নাম আছে, তাঁহাদের সভায় কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তাঁহার কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারিতাম। কিন্তু যখন এত বড় মহাকবির নাম সে পুস্তকে দৃষ্ট হয় না, ইহাতে সহজেই আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, রাজতরঙ্গিণী সঙ্কলনের পরে কালিদাস জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব পাণিনীর প্রাদুর্ভাবের দুই সহস্র বৎসর পরে আমরা উজ্জয়িনী-পতির প্রিয় সভাসদ্‌কে ভূমণ্ডলে দেখিতেছি, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

রাহুতা।

জীব-রহস্য।

আমি কি ছিলাম, কি হইব?

অর্থাৎ

আমার ভূত ও ভবিষ্যৎ জন্মের ইতিহাস।

"What am I, whence produc'd, and for what end?
Whence drew I being, to what period tend?"

Arbuthnot.

আজ কাল অনেকে আপন আপন জীবনের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমার মনে সেই আশা বলবতী হইয়াছে। কিন্তু আশা বলবতী হইলে কি হয়? এ জীবনের ইতিহাসে লিখিবার পদার্থত কিছুই দৃষ্ট হয় না। এ জীবন নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় মরুভূমি। কেবল দিবা নিশি দারুণ সংসার-আতপে ধূ ধূ করিতেছে। ইহার কোন স্থানে না আছে একটী জলাশয়, না আছে নিবিড় লতা-বেষ্টিত বৃক্ষ-শ্রেণী যে, তাহার তলে ক্ষণকালের

জন্য ও জ্ঞান-পিপাসাতুর পাঠকগণকে ছায়া দানে সুশীতল করিতে পারিব। সেই জন্য ও অন্য কারণে এ জীবনের ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া গত ও ভবিষ্যৎ জন্মের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি; দেখি পরিণাম-চিত্রপটে কোনরূপ সুখের রেখা অঙ্কিত আছে কি না? মানুষ মরিলে আবার কি তাহার জন্ম হয়? আবার আমাকে এখানে আসিয়া পুনরায় কি গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে?

আমি কি আমার? কৈ আমি ত আমার নহি? তাহা হইলে আমার জীবন নলিনী-দল-গত জীবনের ন্যায় সদা সর্ব্বদা টল মল করিবে কেন? তাহা হইলে আমি কেন আমার বশীভূত হইতে পারি না? এ কথা যাউক। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল; নিয়তই ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ যাহাকে ভাল-বাসিয়া অন্তরের সহিত যত্ন করিতেছি, কল্য সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাই-তেছে। পাঠক! বলিতে পার, সে কি আবার কাল-স্রোতে ফিরিয়া আসিবে? তাহার সহিত কি আবার কখন দেখা সাক্ষাৎ হইবে?

আমি কি? কাহার সহিত আমার তুলনা হইতে পারে? "মুক্তি মিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ" যদি ক্ষণকালের জন্য বিষয়-বাসনা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক এই সাধুমুখ বিনিঃসৃত সারগর্ভ উপদেশ স্মরণ করিয়া আপ-নার দেহের কথা ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে জানিতে পারি, এই দেহ পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নির্ম্মিত একটী আশ্চর্য্য যন্ত্রস্বরূপ। মনুষ্যনির্ম্মিত ঘটিকার সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অনেক পণ্ডিতও ইহাকে ঘটিকার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। "Man! thou pendu-lum betwixt a smile and tear" এ কথার তাৎপর্য্য কি? ঘটিকার পেণ্ডুলম যেমন একটী পথে অনবরত দুলিতেছে মনুষ্য জীবনও তদ্রূপ সংসার পথে কালচক্রে অনবরত সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা হাস্য ক্রন্দনের মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছে। আজ ভাদ্র মাস কাল সর্ব্বনাশ। এই গতির ফল সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম বা হাস্য ক্রন্দন। ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটাদ্বয় যেন সেই সুখ দুঃখের পরিজ্ঞাপক চিহ্ন-স্বরূপ। আর স্প্রিং যেমন ঘটিকার মূল, সেইরূপ শরীরস্থ চৈতন্য, আত্মা, বা শক্তি আর যাহাই কেন বল না, সেইটী দেহের মূল। যত দিন স্প্রিং অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন ঘটিকাস্থ যন্ত্র সকলও উত্তমরূপে চলিতে থাকিবে, কিন্তু যেদিন স্প্রিং বিগড়াইয়া স্থানভ্রষ্ট হইবে, সেই দিন দেহঘটিকা জন্মের মত বন্ধ হইয়া যাইবে—মানুষ চির-নিদ্রায় শয়ন

করিবে। আর উঠিবে না, চক্ষু মেলিবে না ও ক্ষুধা শান্তির জন্য পাপ ক্ষুধাকে উদ্দেশ করিয়া এক্ষণকার মত ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিবে না—

" আবার উদরে কেন (পাপ) ক্ষুধার উদয় রে ;
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে
ক্ষুধারে! জঠরে আসি দেখা দেও তুমি রে,
পায়ে ধরি ক্ষুধা তুমি ছেড়েদেও আমারে,
অসহ্য পাদুকাঘাত সহিতে আর নারি রে ॥

ফল কথা, সেই দিন সংসার-লীলা ফুরাইয়া যাইবে।

মনুষ্যজীবন সুখ দুঃখের মধ্যবর্ত্তী, একথা কি মিথ্যা? অনেক বঙ্গীয় কবি যে বলিয়া থাকেন, "সুখ যাহা বল সে কথার কথা, দুঃখই জীবনে বিস্তৃত কেবল ইত্যাদি" এ কথার ত কোন সার দেখিতে পাই না। মনুষ্য-জীবনে অবশ্যই সুখ আছে। সে সুখ পারলৌকিক সুখের সহিত তুলনায় সামান্য ও ক্ষণিক হইলেও, আপাতত প্রত্যক্ষ ঐহিক সুখও মনুষ্যজীবনে প্রার্থনীয়। যদি এ সংসারে সুখ না থাকিত, তবে মনুষ্য-জীবন কখন স্থায়ী হইতে পারিত না। সুখ আছে বলিয়াই মনুষ্য দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ। কিন্তু বলিতে কি, সংসারে সুখের ভাগ অতি অল্প। অল্প বলিয়াই বোধ হয় জীবনে দুঃখই কেবল বিস্তৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকিবে। আমরা যদি ঘটিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখি, তাহা হইলেই আমাদের সুখের ভাগ অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। দেহ-ঘটিকার সুখ ঘণ্টার কাঁটা, দুঃখ তাহার মিনিটহ্যাণ্ড। ১ এর সহিত ১২ র যে অনুপাত, আমাদের সুখের সহিত দুঃখেরও প্রায় সেই অনুপাত। আমি সময়ে সময়ে যে বলিয়া থাকি, "এক্ষণে আমার জীবন কেবল দুঃখময়" একথা আমার প্রলাপ-বিজৃম্ভিত মাত্র। জীবন কখনই শুদ্ধ দুঃখময় হইতে পারে না। তাহা সুখ দুঃখ সংযুক্ত। ঘড়ির কাঁটার ন্যায় দুইটাই—তন্মধ্যে একটী মৃদু মন্দ গতিতে অন্যটী তারতর শব্দে প্রতিনিয়ত প্রধাবিত হইতেছে। আমি ঘড়ির গতি জানি না বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি না, যিনি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত আছেন, তিনি কখন কেবল দুঃখভোগ করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছি, বলিয়া আপনাকে আপনি তিরস্কার করেন না, বা দুর্লভ মনুষ্য-জীবনে ধিক্কার দেন না।

যাহা হউক দেহ-ঘটিকা প্রথমতঃ স্থিরতর, তাহাতে আবার ইহার সুখের

কাঁটাটির গতি অল্প। এই অল্প গতিকে অধিক করিয়া ও কুহকিনী আশায় প্রলোভিত হইয়া মদগর্ব্বে কত মনুষ্য যে আপনাকে সসাগরা ধরিত্রীর এক মাত্র অবিনশ্বর অধিশ্বর-বোধে কত নিরীহ দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন, কত ভাই বন্ধুকে যে নিয়ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করান তাহার সংখ্যা নাই। মানুষ বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না যে, চক্রনেমির ন্যায় তাহার অবস্থা একবার উর্দ্ধে ও একবার নিম্নে গমন করিতেছে। আজ যে ব্যক্তি সুধাধবলিত অট্টালিকায় দাস দাসী পরিবৃত হইয়া মনের সুখে আধিপত্য প্রদর্শন করিতেছেন; কাল তিনি পথের ভিখারী। আর আজ যে ব্যক্তি এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত, সময়ে সে আবার কত অনাথ দীন দরিদ্র লোককে পতিপালিত করিয়া মনুষ্য-জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। যে ব্যক্তি এ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য।

দুরাত্মা মিসরাধিপতি সিসষ্ট্রীস এ কথা বুঝিতে পারিয়া মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন। ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, এক সময়ে তিনি বিজিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া বহুতর ভূপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজ শকট বহন করাইয়া লইতেছিলেন। ইত্যবসরে এক জন ভূপতি শকটচক্র একবার উর্দ্ধে ও পরক্ষণে নিম্নে গমন করিতেছে দেখিয়া স্বীয় অদৃষ্টের সহিত তুলনা করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। দারুণ স্পর্দ্ধান্বিত সিসষ্ট্রীস তদ্দর্শনে অধীনস্থ ভূপতি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিল ভাবিয়া তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি বিষাদিত অন্তঃকরণে বলিলেন, প্রভো! আমি দেখিতেছি, এই শকট-চক্রের সহিত মনুষ্যের অদৃষ্টের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, ইহার ন্যায় অদৃষ্টও একবার উর্দ্ধে ও অন্যবার অধোদিকে গমন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই কথা শুনিবামাত্রই সিসষ্ট্রীসের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মহাত্মা হইলেন। তাই বলি আমাদের কৈ চৈতন্যোদয় হয়? সুখ অল্প জানিয়াও তবে কেন স্বার্থসাধনের জন্য আমরা অনর্থক পরের সুখ নষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না? কবে আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে?

আমরা এতক্ষণ দেহের সহিত ঘটিকার তুলনা করিলাম। কিন্তু যিনি জ্ঞানবান, তিনি নিঃসন্দেহই জানিতে পারিবেন, এ তুলনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। কেননা ঘড়ি জড়পদার্থে নির্ম্মিত, আর তাহা চালক-সাপেক্ষ, তাহাকে চালাইয়া দিলে তবে সে চলিতে থাকিবে, নতুবা একবারেই অচল হইয়া

যাইবে। কিন্তু এ ঘড়ি সেরূপ নহে। ইহা দেবদুর্লভ বুদ্ধি বিবেকাদি পদার্থে নির্ম্মিত। আর ইহার চালাইবার ভার তোমার আমারই হস্তে অর্পিত। তুমি আমি ইহাকে যেরূপে যে দিকে চালাইতে ইচ্ছা করিব ইহা সেইরূপে ও সেই দিকেই চলিবে। দুঃখের বিষয় এমন ঘড়ি পাইয়াও ইহা রীতিমত চালাইতে পারিতেছি না। ইহা সর্ব্বদাই মন্দভাবে চলিতেছে !! তাই বলি যে ঘড়ি নিজে চালাইতে অসমর্থ হইতেছি, সে ঘড়ির কথা পরকে জানাইয়া কি করিব? রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "মানব জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা" এ কথার মর্ম্ম বুঝিয়াও যখন বুঝিতে পারিতেছি না, যখন সে সুবর্ণ উৎপাদনের পরিবর্ত্তে কেবলই সেঁয়াকুলের কাঁটা উৎপন্ন করিতেছি, কমলাকান্ত শর্ম্মা যে বলিয়াছেন, "সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে তরঙ্গে তরঙ্গে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে আনিয়া ফেলিয়া যাইবে" যখন এই সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াও তাহাতে গাঢ়তররূপভাবে নির্লিপ্ত, তখন আমার জীবনের ইতিহাস লিখিয়া কি ফলোদয়?

মহাত্মা প্লেটো বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে তিনি আমাকে মনুষ্য করিয়া সুসভ্য গ্রীক জাতির মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন"। প্লেটো যখন গ্রীস দেশে জন্মিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারিয়াছিলেন, তখন আমরা গ্রীসের একরূপ দীক্ষাগুরু ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া দিনান্তে একবার ঈশ্বরের নাম কেন না করি? তাই আবার বলিতে বাধ্য হইলাম এ জীবনবৃত্ত পর্য্যালোচনার কোন আবশ্যকতা নাই। দেহ-ঘটিকা ভঙ্গ হইলে—মরিলে কি হইব, আবার মনুষ্য হইব, না বৃক্ষ লতা হইব, কি ধ্বংস হইয়া যাইব তাহাই জানিতে ইচ্ছা আছে। কে গুরু হইয়া আমাকে এ তত্ত্ব বলিয়া দিবেন?

মানুষ মরিলে—প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর হইতে চলিয়া যাইলে, পিঞ্জর পড়িয়া ধূলায় পরিণত হইবে; কিন্তু প্রাণ-পক্ষী কি আবার ফিরিয়া আসিবে? আস্তিক, বল ভাই! মানুষ মরিলে কি হয়? ভূত হয়, না ব্রহ্মদৈত্য হয়, না সাযুজ্য সালোক্য পায়, না রামপ্রসাদের নির্ণীত "যাহা ছিল তাহাই হইবে? কি হইবে (১) কে বলিতে সমর্থ?

---

(১) রামপ্রসাদ একটী গানে বলিয়াছেন—

"বল দেখি ভাই কি হয় মলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি;
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥

আত্মা অবিনশ্বর। রামপ্রসাদের এই কথায় বোধ হইতেছে, যেখানকার আত্মা মৃত্যুর পর সেই পরমাত্মায় গিয়া মিলিত হয়, আর আইসে না। কিন্তু বহুতর হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে আত্মার সঞ্চালন-শক্তির উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সাংখ্যযোগ নাম দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে আছেঃ—

" বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

অর্থাৎ পরিধান-বস্ত্র জীর্ণ হইলে লোকে যেমন সেইখানি পরিত্যাগ করিয়া নূতন আর একখানি গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা আবার নূতন দেহ গ্রহণ করেন।

পরজন্ম যে আছে, তাহা সেশ্বরবাদী প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বী স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিন্দুগণ পরজন্ম অতি বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে স্বীকার করেন। যোগাদি-প্রধান হিন্দু শাস্ত্রে ইহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। আমরাও পরজন্ম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; নাস্তিকদিগকেও করিতে হয়। তবে তাহার প্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন। আমরা পরজন্মে সুখ শান্তির অভিলাষ করি, তাঁহারা সেরূপ করেন না। এ কথা পরে বলিব। আপাততঃ দেখা যাইতেছে, যদি পরজন্ম না থাকিত, তবে জীবস্রোত কিরূপে চলিত? হয় বিশ্বে জীব ধ্বংস হইয়া যাইত, না হয় বিশ্ববিধাতাকে জীবগুলিকে অমর করিয়া দিতে হইত। ঈশ্বর দিন দিন ত আর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন না। তিনি একবার যাহা করিয়াছেন, অনন্তকাল তাহাই চলিবে।

আত্মা অবিনশ্বর এ কথা উপরেই বলা হইয়াছে ও আপনারা সকলেই তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন। এক্ষণে দেখা যাউক মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় গমন করেন? অবশ্য পরমাত্মার নিকট। কিন্তু পরমাত্মা কোথায়? হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মলোকে। পাঠক! দেখুন, ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মলোকের কেমন চমৎকার বর্ণনা আছে।

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণা, মান্য করে সব খোয়ালে
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চ জনে মিলে জুলে।
সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবিরে নিদেন কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ।

"নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতোনিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মাহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদবাএতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননন্ধোভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্নোপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভি-নিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ॥"

অর্থাৎ এই আত্মার সেতুর এ পারে দিন রাত্রি হইতেছে, ও পারে দিন ও রাত্রি নাই; সুকৃতিও নাই দুষ্কৃতিও নাই; ইহা পুণ্যালোকে সর্ব্বদা উজ্জ্বল ও পবিত্র আছে। জীব ইহার পর পারে গমন করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, এই পাপবিহীন লোকের নাম ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পর পারে যাইয়া যে অন্ধ, সে অনন্ধ হয়; যে সংসার দুঃখে-বিদ্ধ, সে মুক্ত হয়; যে পাপতাপে পরিতাপিত, সে পরিতাপবিহীন হয়। এই সেতু পারে রাত্রি দিনের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহাই ব্রহ্মলোক। ইহার দিবালোক কখন অস্ত, অপ্রকাশিত বা নির্ব্বাণ হয় না। সর্ব্বদা প্রকাশিত আছে।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, হিন্দুগণ দেহ ত্যাগের পর আত্মার কেমন সুন্দর অবস্থিতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা কল্পনাবলে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য দ্বারা পরিণামরূপ ঘোর অন্ধকারের চিত্র আর কি সুন্দররূপে চিত্রিত হইতে পারে? ইহাই যথেষ্ট। যাহা হউক, ব্রহ্মলোকের কথা শুনিয়া হয় ত পাঠক! আপনারা ভাবিবেন আমি পর জন্মে এই ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করি। কিন্তু তাহা নহে! আমার আশা বৈতরণী নদী স্বরূপ। ইহার পার নাই। আমি এ লোক চাহি না, আমার জন্য দ্বিতীয় আর একটী লোক আছে। তাহার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব না। অনুভবে বুঝিয়া লইবেন।

মৃত্যুর পর আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইলেন, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক দেহ-ক্ষিতি-অপ্‌-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ ভূতে (২) মিলিত হইলে তাহার দশা কি হইয়া থাকে? শাস্ত্রে আছে, প্রকৃতির দুইটী গুণ। একটীর নাম অপরা অন্যের নাম পরা। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইলে আবার তাহা কাল-বশে বিশ্বের নিয়মে প্রকৃতির অপরা গুণে জড়দেহরূপে উৎপন্ন হয়; পরে পরা-প্রকৃতি জীবরূপে দেহে অবস্থান করিয়া স্বকর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মফলভোগ

(২) এখন আর সে হিন্দুদিগের পঞ্চভূত নাই। বিলাতী ৬৪ ভূত আসিয়া সে পুরাতন ৫ জনকে বেদখল করিয়া দিয়াছে। ৫ টাতে রক্ষা নাই, ৬৯ ছাড়িয়াও এখন ৬৪ ভূতে জ্বালাতন করিয়া মারিতেছে।

করিয়া থাকেন। চৈতন্য বা আত্মা সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করেন, (৩)। আবার কালবশে পরমাত্মার সহিত যোগ প্রার্থনা করে।

" কস্ত্বং কল্যাণ জীবাত্মা কেন যোগং ত্বমিচ্ছসি ?
তেন পরাত্মনা কিং স বিদাতে বা ভবিষ্যতি।
চিরযোগোঽস্তি জীবস্তং স্বীকরোতি ন জাতুচিৎ
ন সাধয়তি গম্ভীরপ্রকৃতিস্ত্বত্ত সাধয়। ১০। ১১।
যোগোপনিষৎ।

অর্থাৎ তুমি কে জীবাত্মা ? কার সঙ্গে যোগ চাও ? পরমাত্মার সঙ্গে ? যোগ চির দিন আছে,জীব তাহা জানে না,সাধন করে না ইত্যাদি "ধর্ম্মতত্ত্ব"। এক্ষণে প্রশ্ন এই, যোগ যদি চির দিন আছে, তবে তাহার বিয়োগ হয় কেন ? সৃষ্টিরকার্য ? সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? জীবাত্মার মঙ্গল সাধন করা। জীবাত্মা যখন পরমাত্মায় নিলিত ছিল, তখন তাহার অস্তিত্ব ছিল না। সেই অভাব দূর করা ও তাহাকে অনন্ত উন্নতির পথে গমন করিবার ক্ষমতা দেওয়াই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তত্ত্বজ্ঞান (কতদূর প্রামাণিক) হইতে সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব বিদিত হওয়া বড় সহজ বিষয় নহে। কত মুনি ঋষি জীবনান্ত করিয়াও এ তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। তাই বলি এ কথা এখানেই থাকুক। মূল কথা, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে পরজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে এবং যে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরজন্মে সে সেইরূপই জন্ম লাভ করিয়া থাকে।

এক্ষণে পরজন্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কি মত দেখা কর্ত্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা যে বলিয়া থাকেন, অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম হইয়া থাকে ও মনুষ্যের পূর্ব্ব ও পরজন্ম আছে। বিজ্ঞানের মতে এ যুক্তি কি মিথ্যা ? ইহা মিথ্যা নহে। বিজ্ঞান ইহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও প্রকারান্তরে পর ও পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিতেছে। বিজ্ঞানের মতে পদার্থের ধ্বংস নাই। পদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে এইমাত্র। আজ যাহা অত্যুচ্চ পর্ব্বত বলিয়া বোধ হইতেছে,সময়ে সে স্থান গভীর জলে পরিপূর্ণ হইতে পারে, আবার জল মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থান্তর হইয়া থাকে। মানবের জড় পদার্থ (হিন্দুর অপরা প্রকৃতি) হইতে উৎপত্তি হয়। মনুষ্য জন্মিবার পূর্ব্বে পিতা মাতার শরীরে শুক্ররূপে অবস্থান করে। খাদ্যদ্রব্যের সারভাগে সেই শুক্র উৎপন্ন হয়। খাদ্য আবার জল ও মৃত্তিকাদিতে জন্মে। মনুষ্যদেহ

---

(৩) দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। ইত্যাদি মুণ্ডক উপনিষৎ

ধ্বংস হইলেও জল ও মৃত্তিকা হয়। এই রূপ একটীর লয় হইয়া তাহা হইতে আবার অন্যটি জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিছুরই ধ্বংস হইতেছে না। মানবদেহ ধ্বংস হইয়া মৃত্তিকাদিতে পরিণত হয় বিজ্ঞানবাদীরা যে বলিয়া থাকেন, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের বর্ণিত পঞ্চে পঞ্চ মিশান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে যে যে পদার্থের অবস্থান্তর হইয়া পরে মনুষ্য হইয়া থাকে, তাহাই বিজ্ঞানের মতে মনুষ্যের পূর্ব্বজন্ম ও সেই সময় মনুষ্যের পূর্ব্বকাল। আর মৃত্যুর পর যে পদার্থে পরিণত হইবে, তাহাই পরকাল বা পরজন্ম। মানুষ এ জীবনে যদি কোন সৎকার্য্য করিয়া যাইতে পারে, তবে আবার যদি কখন সে মনুষ্য হয় ও তাহার কার্য্যের ফল ভোগ করে, সেই তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলভোগ করা হয়। এতদ্ভিন্ন আর অধিক কিছু নাই।

মহোদয় পাঠক! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিজ্ঞানের মতে চলিলেও হিন্দুরা যে অশীতিলক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর দুর্লভ মনুষ্য জন্মের কথা বলিয়াছেন, ইহা কি প্রলাপবাক্য বলিয়া বোধ হয়? ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। হিন্দুরা স্বভাবের এই মহাসত্যরূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া যে অশীতিলক্ষ ক্ষুদ্র হইতে ক্রমে উচ্চ যোনির কথা বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? একটী পদার্থ কত লক্ষরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে, কে তাহা বলিতে সমর্থ? তাহা কত দীর্ঘকালসাপেক্ষ। এই দীর্ঘ সময় পরিভ্রমণই কি জীবের নরকযন্ত্রণাভোগ? যাহা হউক, হিন্দুগণ মহাভারতাদিগ্রন্থে বিশ্বাসঘাতকাদি পাপিগণের যে গর্দ্দভাদি জন্মের কথা বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের মতেও তাহা সত্য হইতে পারে। মনুষ্য আমিও শৃগাল কুকুর বা দেবদারু বৃক্ষ হইতে পারি।

এক্ষণে আমার কথা বলিতেছি। বলুন দেখি আমি মরিলে কি হইব, আর আমি কি ছিলাম? আহা! যে আমি মদোন্মত্ত হইয়া ত্রিভুবনের ধনসম্পত্তি পাইলেও সুখী হই না, সেই আমি চিরনিদ্রায় শয়ন করিয়া সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত ভূমি লইয়া নির্ব্বিবাদে সুখে নিদ্রা যাইলে, যে দেহকে আমি এক্ষণে সুগন্ধি দ্রব্যে বিলেপিত করিতে বড় ভাল বাসি, মৃত্যুর পর আমার সেই দেহ ধূলায় পতিত হইয়া শৃগাল কুকুরের পুরীষের সহিত মাটী হইয়া যাইলে আমার উপায় কি হইবে? তখন আমি কোথায় যাইব, কি করিব, কি হইব ঈশ্বর! তুমিই একমাত্র ইহার গূঢ়তত্ত্ব বলিতে পার।

বিজ্ঞানের মতে—(শুদ্ধ বিজ্ঞান কেন?) চলিলে পরকাল, পরজন্ম অতি-

ভয়ানক! পরিণামে আমি সকলই হইতে পারি। এখন যে আমি, প্রভুর রাম-চাঁদ, শ্যামচাঁদ, বা পাদুকা দেখিয়া পাছে সজোরে পৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয় ভাবিয়া ব্যাকুলিত, সেই আমি আবার রামচাঁদ শ্যামচাঁদ বা পাদুকা হইয়া কালে প্রভুর পৃষ্ঠে পতিত হইতে পারি। যে আমি এক্ষণে বলদকে লাঙ্গল পৃষ্ঠে দেখিয়া হাস্য করিতেছি, সেই লাঙ্গল সময়ে আমারও স্কন্ধে উঠিতে পারে। ফল, সকলই হইতে পারে। আমি দেবও হইতে পারি, দানবও হইতে পারি। আমি কি হইব + ?

আমি মরিয়া কি হইব, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত কি? তবে হিন্দুশাস্ত্র-কারেরা যে বলিয়া থাকেন (৪) মানুষ মরিবার পূর্ব্বে যাহা ভাবিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, পরজন্মে তাহাই হয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে পারি আমি যাহা ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিব, তাহাই হইব। কিন্তু কি ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এই খানেই আমার ভূত ও ভবিষ্যৎ জন্মের ইতিহাসই বলুন আর কথাই বলুন আর প্রশ্নই বলুন শেষ হইল।

শ্রীবিঃ—
ভাগলপুর।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

দেবগণ এখান হইতে রামশিলা, ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিয়া অবশেষে গদাধর দর্শনে যাত্রা করিলেন। গদাধরের বৃহদাকার মন্দির দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন বরুণ! এ মন্দির নির্ম্মাণ করে দেয় কে?

বরুণ। ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। অহল্যাবাই বর্ত্তমান টুকাজী হলকারের পিতামহী। বিষ্ণুমন্দিরের ওদিকে

(৪) মহাভারতে বর্ণিত আছে চন্দ্রবংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ভরত মোক্ষার্থী হইয়া সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে গিয়া নারায়ণের আরাধনা করেন। একদিন নদীতীরে স্নানার্থ গমন করিলে আসন্নপ্রসবা একটী হরিণীকে জলপান করিতে দেখেন। সেই সময়ে সিংহ নাদ হওয়ায় হরিণী ভয়ে ভীতা হইয়া একটী মৃগপোত প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ভরত সেই হরিণ শিশুকে স্বীয় কুটীরে আনয়ন করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। হরিণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন তাঁহাকে ফাকি দিয়া চলিয়া গেল। তিনি তাহার শোকে পীড়িত হইয়া তাহাকে ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরজন্মে হরিণ হইয়া জন্ম লইলেন। যদিও ইহার মধ্যে একটী গূঢ় উপদেশ আছে, তথাপি মানুষ যাহা ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করে, পরজন্মে সে তাহাই হয় ইহাও সপ্রমাণিত হইতেছে।

যে মন্দির দেখা যাচ্চে, ঐ মন্দিরে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অহল্যাবাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ সতীকেও লোকে দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানকেই বৌদ্ধগয়া কহে। সুবিখ্যাত শাক্যসিংহ এই স্থানেই সাধন করিয়া সিদ্ধ হন।

ইন্দ্র। বিষ্ণুমন্দিরে কি প্রতিমূর্ত্তি আছে?

বরুণ। বিষ্ণুমন্দিরে কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল প্রস্তরে অঙ্কিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে। লোকে ঐ পদ চিহ্নের উপরেই পিণ্ডার্পণ করে। মন্দিরের ওদিকে গদাধরের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

দেবগণ গদাধরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পাদপদ্মে পিণ্ডার্পণ করিলেন। সর্ব্বশেষে নারায়ণও পিণ্ডদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন প্রণাম করিতে লাগিলেন।

জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃমোক্ষদ।
পিতৃমাতৃস্বরূপায় নমস্তে পিতৃরূপিণে॥

এখান হইতে সকলে বাসায় গেলেন। পরে তিন দিন গয়াতে অবস্থিতি করিয়া সকলে মিলিয়া অক্ষয় বটের তলা হইতে সুফল আনিতে চলিলেন। তথায় যাইয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য। গয়ালী গুরুরা কেহ শিবিকা মধ্যে কেহ তাম্বু মধ্যে এবং কেহ কেহ বা বৈঠকখানা গৃহে বিরাজ করিতেছেন। যাত্রী স্ত্রীলোকেরা তাঁদের সন্নিকটে করযোড়ে দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে পাঁচ সিকা, নয় সিকা এবং কেহ কেহবা বারো আনা মূল্যের সুফল চাহিতেছে। "পাঁচ টাকার কম মূল্যের সুফল নাই" বলিয়া গয়ালী গুরুরা প্রত্যেক যাত্রীর হস্ত পুষ্পমালায় বান্ধিয়া ফেলিতে হুকুম দিতেছেন। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ দর কমাইবার জন্য নিজের অবস্থা সবিস্তারে ব্যক্ত করিতেছে। তাহাতে কিছু না হইলে কাঁদিতেছে, অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পায়ে ধরিতেছে। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

বরুণ। দেখুন পিতামহ! মহর্ষি গৌতম এই বটবৃক্ষের তলে বসিয়া ৬০ হাজার বৎসর শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! ঐ নির্দ্দয় জন্তু। যাহাদের পদ ধরিয়া স্ত্রীলোকেরা রোদন করিতেছে, অথচ দয়া করিতেছে না, উহারা কে?

বরুণ। উহারাই গয়ালী।

ইন্দ্র। গয়ালিদিগের উৎপত্তির কারণ বল?

বরুণ। এক সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা গয়াধামে আসিয়া নিজ পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করেন।' পরে তাঁহার প্রত্যাগমন সময়ে তৎকৃত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ সাতটী সজীব হইয়া কহে, প্রভো! আপনি ত আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন, এক্ষণে আমরা কি কাজ করিব, তদাজ্ঞা প্রচার করুন। প্রজাপতি তৎশ্রবণে কহিলেন, তোমরা অদ্য হইতে এই গয়া তীর্থের ব্রাহ্মণ হইলে। তীর্থ-যাত্রিগণ ফুল চন্দন দিয়া তোমাদিগের পাদপদ্ম পূজা না করিলে সফলকাম হইবে না এবং তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে গয়া তীর্থের কার্য্যও সুসম্পন্ন হইবে না। ঐ সাতজন ব্রাহ্মণ গয়ালী গুরু নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কুলাঙ্গারেরা সেই সপ্ত গয়ালী গুরুর বংশধর।

. এই সময়ে এক অল্পবয়স্কা বিধবা আসিয়া গয়ালী গুরুর পা পূজান্তে ১৪ আনার সুফল চাহিল। কিন্তু গয়ালী-গুরু কহিল, ১৪ শত টাকা ব্যতীত তোমার পিতা মাতাকে স্বর্গে পাঠাইতে পারি না। বালিকা কত কাঁদিল পায়ে ধরিল কিন্তু কিছুতেই তাহারা স্বীকার পাইল না।

ব্রহ্মা। বরুণ! বালিকা অত কাঁদিতেছে কেন? ও কেন সুফল না লইয়া চলিয়া যাইতেছে না।

বরুণ। আজ্ঞে, উহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—গয়ালী গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে গয়ায় আসা বৃথা হইল, পিতা মাতাকে স্বর্গে পাঠান হইল না।

নারা। আহা! পিতামহ কি অদ্ভুত জানোয়ারই সৃষ্টি করেচেন। আমার আশঙ্কা হচ্চে, পাছে আবার এবারকার কুশ গুলো চেগে উঠে, ঐ প্রকারের না হয়ে দাড়ায়।

ইন্দ্র। আচ্ছা, উহাদের এই প্রকার অত্যাচারের দরুণ রাজা কেন সাজা দেন না?

বরুণ। ইংরাজরাজের প্রতিজ্ঞা আছে, হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে হস্তার্পণ ন না!

ব্রহ্মা। আহা! ইহাঁদের রাজ্য অক্ষয় হউক। কিন্তু এ সব বিষয়ে হস্তার্পণ করায় আমি তত দোষ দেখিতেছি না।

এদিকে বালিকা পা ধরিয়াই কাঁদিতেছে। কিছুতেই পাষণ্ডদিগের দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। অবশেষে অপরাপর যাত্রিগণ বিশেষতঃ বালিকার স্বগ্রামবাসী যাত্রিগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার অবস্থা বিশেষ করিয়া বলায় ৫ টাকা মূল্যের সুফল পাইল।

এই সময়ে পূর্ব্ব পরিচিত মাতালত্রয় গোলাপী নামক বেশ্যার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলাপী চরণ পূজান্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইবামাত্র গয়ালিদিগের কর্ত্তৃক তাহার হস্ত পুষ্পমালায় বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইল। গয়ালীগুরু গোলাপীর গাত্রে স্বর্ণাভরণ দেখিয়া ঝোপ বুঝে কোপ একদমে ৫০০ শত টাকার সুফল কিনিতে কহিলেন। অত টাকা কোথায় পাইব বলিয়া গোলাপী চরণ ধরিয়া রোদন আরম্ভ করিল।

গোলাপীকে পায় ধরিতে দেখিয়া লম্পটেরা মহাদুঃখিত। একজন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপর একজন কহিল, বাবা গোলাপ পা ছাড়, লক্ষ্মী ধন পা ছাড়, তোমার কোন্ পুরুষে পায়ে ধরেচে ?

লম্পট মাতাল তিন জন পরামর্শ করিল, এস গোলাপকে তুলে আমরা গুরুজীর পায়ে ধরে সুফল আদায় করি। তাহাদের যে কথা সেই কাজ, বেশ্যাটাকে হিড় হিড় করিয়া তফাতে টানিয়া রাখিয়া এসে, গয়ালীগুরুর পদ দুইটী দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সুফল দে বাবা, এমন ফল দে যেন মদের মুখে ভাল লাগে, বলিয়া ঢিপ ঢিপ শব্দে মাথা কুটিতে লাগিল। গুরুজীর মদের গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিবার উপক্রম হইল,তিনি যে পলাইবেন সে সামর্থ্যও নাই। তিন জনে শক্ত করিয়া পা দুখানি ধরিয়া আছে। তিনি নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বেশ্যাকে কহিলেন, মা তোমার ভৃত্যদিগকে উঠাইয়া লও, এবং যা খুসি হয় দিয়া সুফল লইয়া প্রস্থান কর। বেশ্যা তৎশ্রবণে হাসিতে হাসিতে আসিয়া দুই টাকার সুফল লইল এবং লম্পটত্রয়কে কহিল, তোরা উঠ আমি সুফল পেইচি। তাহারা কই বলিয়া দেখিতে চাহিল এবং দেখিতে না পাইয়া আবার মাথা কুটিতে লাগিল। এইবার মাথা কুটিতে কুটিতে এক ব্যক্তি গুরুজীর শ্রীপাদপদ্মে বমী করিয়া ফেলিল। গুরুজী আবার পলাইবার চেষ্টা পাইলেন, তত্রাপি তাহারা ছাড়িল না। অবশেষে পুলিষ ডাকিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

দেবগণ চাহিয়া দেখেন পিতামহ নিকটে নাই। তিনি দ্রুত পদে এক দিকে ছুটিয়া পলাইতেছেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহারাও দ্রুত যাইয়া তাঁহার নাগাল ধরিলেন এবং কহিলেন, ঠাকুর দা কোথায় যাচ্চেন ?

ব্রহ্মা। ভাই, যেখানে বেশ্যার দান গ্রহণ করিয়া সুফল দেয়, সেখানে কি আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে আছে। আমি এই দণ্ডে গয়া পরিত্যাগ করিলাম, তোমাদের ইচ্ছা হয় থাক।

দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া দুই খানি একা ভাড়া করিয়া তল্পী তল্পা উঠাইয়া লইলেন এবং তদ্দণ্ডেই বাঁকীপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন, বরুণ! গয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বল?

বরুণ। গয়া একটী বহুকালের তীর্থস্থান। এখানে প্রায় দুই হাজার বৎসরের মন্দির আছে। গয়ার তুল্য তীর্থ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এখানে সমস্ত ভারতের যাত্রিগণ পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে আসিয়া থাকে। নগরের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলি আড্ডা আছে। সেইখানে আসিয়া তাহারা বাসা লয়। গয়ালীরাই গয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ, বিদ্যা-শিক্ষা ইহাদের কোষ্ঠীতে লেখা নাই, কিন্তু বিনা পরিশ্রমে যাত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। প্রত্যেক গয়ালীরই হাতী, পাল্কী, গাড়ী, ঘোড়া আছে। গয়াতে এত গাড়ি ঘোড়া দেখা যায় যে, কলিকাতার সহিত তুলনা করিলে গয়াই প্রধান হইবে। নগরবাসীদিগের সভ্যতার কিছু মাত্র উন্নতি নাই। এই নগরে কোন সভা কিম্বা বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে অপর কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হয় না। লোকের মনে বিশ্বাস আছে যে পূজা করিবে সে নির্ব্বংশ হইবে। গয়া দুই ভাগে বিভক্ত, সিটি গয়া ও সাহেবগঞ্জ। সাহেবগঞ্জে সাহেবেরাই বাস করেন। গয়াতে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা আছে; কিন্তু কোনটীরই শ্রীছাঁদ নাই। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে প্রায় দুই হাজার বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। গয়াতে বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্ত্তি আছে। উক্ত ধর্ম্ম-প্রচারক শাক্যসিংহের প্রতিমূর্ত্তি একটী মন্দির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গয়ার পাথরবাটী ও তামাক বড় বিখ্যাত।

দেবগণের একাগুলি বাঁকীপুর ষ্টেষণের সন্নিকটে আসিয়া উপ-

। দেবগণ গাড়োয়ানদিগকে বিদায় দিয়া একটী দোকানে বসিয়া পরস্পরে গল্প করিতে লাগিলেন।

পাটনা।

বরুণ কহিলেন, পিতামহ! এস্থানের নাম বাঁকীপুর। পাটনা, বাঁকীপুর, দানাপুর পরস্পর সংলগ্ন। এ জন্য এই তিন স্থানকে এক নগর বলা যাইতে পারে। বাঁকীপুরের পশ্চিম অংশকে দানাপুর এবং পূর্ব্বাংশকে পাটনা কহে। [illegible] বিভক্ত, নূতন পাটনা এবং পুরাতন পাটনা। নগরটী অত্যন্ত প্রশস্ত, দৈর্ঘে [illegible] মাইল হইবে, কিন্তু প্রস্থে এক মাইল হইবে কি

না সন্দেহ। পুরাণাদিতে এই পাটনার বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহার প্রাচীন নাম পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র হিন্দুরাজাদিগের রাজধানী ছিল। মগধের রাজারা এই স্থানেই রাজ্য করিতেন।

ইন্দ্র। কোন হিন্দু রাজা এখানে রাজ্য করিয়াছেন ?

বরুণ। নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের এই রাজধানী ছিল। এই স্থানেই সুবিখ্যাত নন্দ-বংশের অভিনয় হয়। এই স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার ও অধ্যবসায়শীলতার পরিচয় প্রদান করেন এবং এই স্থানেই নন্দ বংশের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসও এক সময়ে চাণক্যের বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

নারা। কোন্ চাণক্য ? দাতাকর্ণ নামক পুস্তকে যে চাণক্যের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি কি সেই মহাপুরুষ ?

বরুণ। হাঁ ভাই, অনেকে বলে ইনিই তিনি। দেখুন পিতামহ, এই পাটনা নগরেই মহাবীর ভীমসেন জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করেন। এই স্থানেই বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পাটনা বেহারের রাজধানী ছিল। তখন বেহার প্রদেশের সুবেদারগণ এই স্থানেই বাস করিতেন। সেই সময় হইতেই হিন্দু ও মুসলমান ভাষা এক হইয়া যায়। পাটনার অপর নাম আজিমাবাদ হইয়াছে।

দেবতারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন " পাটনার অনতিদূরে হাজিপুর নামক একটী স্থান আছে। গরুড় যে গজ কচ্ছপকে লইয়া নৈমিষারণ্যে যাইয়া ভক্ষণ করেন, ঐ হাজিপুরের সন্নিকটে সেই গজ কচ্ছপের যুদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ স্থানের নাম হরিহর ছত্র। তথায় হরিহর দেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রতি বৎসর হরিহর ছত্রে একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলায় বিস্তর হস্তী, অশ্ব, গাড়ি ঘোড়া বিক্রয় হয়।

এই সময়ে নারায়ণ অদূরে একটী বৃহদাকার পুষ্করিণী দেখিয়া কহিলেন বরুণ ! ঐ বৃহৎ পুষ্করিণীটী কাহার ?

বরুণ। লোকে উহাকে মাণিকচাঁদের পুষ্করিণী বলিয়া থাকে। উহা যে কতকালের এবং কাহার তাহা আমি স্থির করিতে পারি না। ক্রমে তাঁহারা সরসী তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে দেখিলেন পুষ্করিণীটির সমস্ত জলই শৈবাল, পানা এবং কল্মী লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। চতুঃপার্শে

বহুকালের বাঁধা-ঘাটের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। পুষ্করিণীতে যে অতি অল্প মাত্র জল শৈবালাদি হইতে পৃথক হইয়া দেখা দিতেছে, তাহাতে অসংখ্য ভেক শাবকগণ সহ সন্তরণ দিতেছে। কোন স্থানে শৈবালাদির উপরে বসিয়া দুই একটী ভেক নির্ভীক চিত্তে সূর্য্যের উত্তাপ সুখে ভোগ করিতেছে। লতা পাতার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ সর্প ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদিগের পদ ধরিয়া টানিয়া গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভেক অন্তিমকালে "ক্যাঁ" "কোঁ্যা" শব্দে ডাক ছাড়িয়া আত্মরক্ষার সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াও নিষ্ফল হইতেছে।

নারদ। পিতামহের কি অনাসৃষ্টি! ভেক এবং সর্পে যখন খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, তখন তাহাদের এরূপ এক স্থানে বাসের ব্যবস্থা করা কি উচিত হইয়াছে?

ব্রহ্মা। ভাই! আমার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটীর সহিত কোনটীর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ নয়। আমি ভেকদিগকে জল ও স্থল উভয় স্থানে বাসের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং সোণা ব্যাং নামক যে ভেক সম্প্রদায় সচরাচর জলে বাস করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট লম্ফ-শক্তিও প্রদান করিয়াছি; কিন্তু নিজের মৃত্যুর জন্য যদি সকল ভেকই জলে বাস করে, তাহাতে আমার দোষ কি? দেখ, আমি আমার প্রিয় মনুষ্যগণকেও নিরাপদ করিয়া সৃষ্ট করি নাই। আমি তাহাদের দেহমধ্যে আশীবিষ-সদৃশ অনেকগুলি বিষাক্ত রিপু প্রদান করিয়াছি। আমার মানুষেরা যদি নিজ দোষে সেই রিপু-দংশনে প্রাণে মরে, তাহাতে আমার দোষ কি?

এখান হইতে দেবগণ কক্করবাগ দেখিতে যান। এই উদ্যানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি কয়েকটা পশু এবং জলাশয়ে এক জাতীয় রক্তবর্ণের মৎস্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেবগণ বাগানটী দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন। এখান হইতে যাইতে যাইতে ব্রহ্মা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "বরুণ! সম্মুখে ওটা কি?"

বরুণ। জেলখানা। অর্থাৎ ইংরাজ রাজের নরক। পাপীরা যেরূপ পাপ

হয়। পাপের তারতম্য অনুসারে কেহ নরকে বসিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছে, কেহ বা চক্ষে ঠুলি দিয়া ঘানিকলে তৈল বাহির করিতেছে।

নারা। এখানে একবার, যমালয়ে একবার দুইবার করিয়া কি পাপীদিগের দণ্ড হয়?

বরুণ। না ভাই! এই খানেই পাপ পুণ্যের সাজা হয়। তবে যাহারা অর্থাদি ঘুস দিয়া পাপ হইতে এড়াইয়া যায়, তাহাদেরই দণ্ড যমালয়ে হইয়া থাকে। পিতামহ! ওদিকে দেখুন ডাক-বাঙ্গালা। আমাদের মত পথিক সাহেবেরা ঐ স্থানে আসিয়া বাস করে। পয়সা ব্যয় করিলে তাহারা উপযুক্ত শয্যা, আহার এবং গৃহাদি প্রাপ্ত হয়।

নারা। বরুণ! বাঙ্গালীদের ডাক-বাঙ্গালা আছে?

বরুণ। আছে বই কি। তাহাদের যেমন পোড়া কপাল, তেমনি ডাক বাঙ্গালার নাম হচ্চে হোটেল। খানা, পোড়া ভাত। শয্যা, ছেঁড়া চট। ওদিকে ব্যাঙ্কে টাকার বিনিময়ে কাগজ বিলি হয়। সম্মুখে কমিশনরের কাছারি ও ডাকঘর। আর ওদিকে ঐ অত্যুচ্চ গোলঘর দেখা যাইতেছে।

ব্রহ্মা। উঃ! গোলঘরটা ত কম উচু নয়! চল দেখে আসি।

দেবতারা গোলঘরের সন্নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই গোলঘরের অপর নাম গাষ্টিন্স ফলি। বেহার প্রদেশে বহুকাল ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য গাষ্টিন্স সাহেব বহু অর্থ ব্যয়ে ১৭৮৪ অব্দে এই গৃহটী নির্ম্মাণ করান। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করা হয় অথচ কোন কাজে আসে না, এই জন্য লোকে ইহাকে গাষ্টিন্স ফলি অর্থাৎ গাষ্টিন্সের নির্ব্বুদ্ধিতা কহিয়া থাকে। ইহা ১১০ ফুট উচ্চ। উপরে উঠিবার জন্য ১৪০ টী ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি আছে। নেপালের রাজমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর এক সময়ে অশ্বারোহণে ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন দেখিয়া লোকের চক্ষু স্থির হইয়াছিল। অনেকে ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া নগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া থাকে। গৃহ মধ্যে যথেষ্ট স্থান আছে। এত স্থান আছে যে লক্ষ লক্ষ মণ শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে।

ইন্দ্র। এক্ষণে ইহার মধ্যে কত মণ আন্দাজ শস্য আছে?

বরুণ। এক্ষণে আর ইহাতে শস্যাদি থাকে না, এক্ষণে ইহা একটী রহস্য দেখিবার গৃহ, অর্থাৎ ইহার মধ্যে একবার কোন কথা কিম্বা শব্দ করিলে দশ বার প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে।

হ্যাঁ বল কি!" বলিয়া, দেবগণ গৃহ মধ্যে [illegible] এবং নারায়ণ একবার এ কোণ একবার ও কোণে যাইয়া "হু" [illegible] চীৎকার আরম্ভ করিলেন।

দেবগণ ইহার পর কালেক্টরি, গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, পুলিষ ও বিলিয়ার্ড রুম দেখিয়া জজ আফিসের সন্নিকটস্থ বাবাজিদিগের একটী মঠে উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন “পিতামহ” দেখুন গৃহ মধ্যে কত দেব-মূর্ত্তি রহিয়াছে। বৎসর বৎসর এখান হইতে একখানি রথও চলিয়া থাকে। ওদিকে দেখুন আফিঙের এজেণ্ট আফিস।

ইন্দ্র। এজেণ্ট আফিসে কি কাজ হয়?

বরুণ। ঐ বিষ এদেশে কত প্রস্তুত হইল এবং চীন দেশের সর্ব্বনাশ জন্য কত প্রেরিত হইয়াছে এবং তহবিলেই বা কত মজুত আছে, আর এদেশীয়েরাই বা কি পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা হয়।

এই সময়ে একটী বাঙ্গালী বাবুকে বগী হাঁকাইয়া যাইতে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন “বরুণ! ও বাবুটী কে?”

বরুণ। উনি একজন সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য বাবু। পাটনার সকলেই উহাঁকে চেনেন। শাশুড়ে বাবু বলিলে না চিনে, এমন লোক এখানে খুব কম আছে।

ইন্দ্র। শাশুড়ে বাবু কি?

বরুণ। বাবুর ত্রিসংসারে কোন স্ত্রীলোক অভিভাবক ছিল না। এজন্য পরিবার কিরূপে বিদেশে একাকিনী থাকিবেন ভাবিয়া তাহার বিধবা মাতাকে আনিয়া সংসারভুক্ত করেন, এবং তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখান। কিছু দিন পরে বিধবা শাশুড়ী সন্তান প্রসব করিয়া বসিলেন?

ব্রহ্মা। ছি! ছি! পাটনা, তুমি বাঙ্গালীর জন্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছ! বরুণ! কুলাঙ্গারেরা বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসে কেন?

বরুণ। পেটের জ্বালায়।

ব্রহ্মা। ইন্দ্র! যমালয়ে কি এ সব পাপীর জন্য কোন নরক আছে?

“আজ্ঞে না” বলিয়া দেবরাজ নিজ নোট বুকেতে লিখিয়া লইলেন। এখান হইতে কিছু দূর যাইয়া বরুণ কহিলেন “পিতামহ! টেম্পল মেডিকেল স্কুল দেখুন।”

ব্রহ্মা। ওখানে কি হয়?

বরুণ। দেশোয়ালীদিগের সন্তানগণকে ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া ডাক্তার করা হয়।

ইন্দ্র। ইংরাজী চিকিৎসায় কি এদেশীয় লোকের কোন উপকার দর্শে ?

বরুণ। অস্ত্র চিকিৎসায় উপকার দর্শে বটে, কিন্তু অন্যান্য রোগে তাদৃশ উপকার দেখা যায় না। তবে ২। ৪ দিনের জন্য রোগটাকে দমন করিয়া রাখে মাত্র।

ব্রহ্মা। ইহা দেখিয়াও কি ভারতবাসীরা ইংরাজী চিকিৎসার আদর করে ?

বরুণ। যথেষ্ট। এত আদর করে যে, বোধ হয় সত্বরেই দেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যার লোপ হইবে।

ব্রহ্মা। ইংরাজী চিকিৎসার সমাদর করিয়া দেখিতেছি আমার মানুষেরা অকাল-মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবে।

নারা। বরুণ ! ওদিকে ও অত্যুচ্চ বাড়িটী কি ?

বরুণ। পাটনা কলেজ।

ক্রমে দেবগণ কলেজের সন্নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন প্রত্যেক গৃহে বালকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। ২। ৪ টী হিন্দুস্থানী বালকের মধ্যে এক একটী বাঙ্গালী বালক বসিয়া আছে। বালকগণের মধ্যস্থলে চেয়ারের উপর হিন্দুস্থানী শিক্ষক বিরাজমান। তাঁহার গাত্রের চাপকান গাত্রের সহিত এবং পাজামা পায়ের সহিত এরূপ ভাবে সংলগ্ন হইয়া আছে যে, দেখিলে বোধহয় দরজীতে কাপড় চুরী করিবে এই আশংকায় গাত্রের মাপ নিয়াই ঐ প্রকার সেলাই করান হইয়াছিল অথবা তিনি মহাবীর কর্ণের ন্যায় সূর্য্য প্রদত্ত বর্ম্ম সহিতই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী বালকগণ বেশী মাত্রায় রসুন খাইয়া আসিয়া সদগন্ধ বাহির করায় বাঙ্গালী বালকেরা নিজ ভাষায় তাহাদিকে গালি দিতেছে। তাহারা অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে।

নারা। বরুণ ! বেহারে এত বাঙ্গালী কেন ?

বরুণ। অনেকের পিতা এখানে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিতেছেন। আর অনেক ছেলে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পাইবার আশয়েও আসিয়াছে।

ইন্দ্র। বাঙ্গালায় কি ছাত্রবৃত্তি নাই ?

বরুণ। আছে। কিন্তু অসভ্য বেহারবাসিদিগকে [illegible] জন্য এ প্রদেশে কিছু বেশী পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে। [illegible] বৃত্তি

গুলির মধ্যে প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী বালকগণ জলপান করিয়া চলিয়া যায়।

দেবগণ এখান হইতে এমামবাড়ীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন " এইস্থানে মহরমের সময় বড় ধূম ধাম হইয়া থাকে, তখন মুসলমানেরা " হাসেন হোসেন " শব্দে এমন সজোরে বুক চাপড়ায় ও লাঠি তরবাল খেলে, যে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ওদিকে দেখুন কবরস্থান। ঐ স্থানে অনেকগুলি জলের ফোয়ারা আছে বলিয়া, সকলে গুলজারবাগে যাইয়া যেদিকে চাহেন দেখেন শত শত লোক কাষ্ঠের বাক্স প্রস্তুত করিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এই সমস্ত সামান্য কাষ্ঠের বাক্সে কি হইবে?

বরুণ। চীনদেশের সর্ব্বনাশের জন্য ইহার মধ্যে আফিং চালান হইবে। পিতামহ! আপনি বেচে বেচে এমন দ্রব্যও সৃষ্টি করেছিলেন।

ব্রহ্মা। ওদিকে ঐ বহুদূরবিস্তৃত একতালা কোটায় কি হয়? আর উহাতে অত শান্ত্রি পাহারাই বা কেন?

বরুণ। ঐ হচ্চে আফিংয়ের গুদাম। ঐখানেই মাল আমদানী হয়ে জমে। চলুন ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখাইয়া আনি।

দেবগণ গুদামঘরে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন কাটরায় তাল তাল আফিং সাজান রহিয়াছে। একটী গৃহে বাষ্পবেগে একখানি করাত-কল ঘুরিয়া থান্ থান্ শব্দে পুরু পুরু কাষ্ঠগুলি নিমেষ মধ্যে চিরিয়া তক্তা প্রস্তুত করিয়া দিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! কোন প্রজা মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিলে ইংরাজরাজ কি দণ্ড প্রদান করেন?

বরুণ। তাহার ফাঁসী হয়।

ব্রহ্মা। বিষ খাইয়ে মার্‌লে?

বরুণ। তাহাতেও ফাঁসী।

ব্রহ্মা। তবে নিজ হস্তে কি বলে প্রজার মুখে বিষ প্রদান কর্‌চেন?

বরুণ। এতে আয় বিস্তর!

ব্রহ্মা। ছিঃ! এ আয় কি অন্য উপায়ে হইতে পারে না? প্রজার উপকারার্থ না হয় এ আয় পরিত্যাগই কল্লেন! দেখ প্রজার হিত করাই রাজার প্রধান ধর্ম। ইংরাজরাজ বিবিধমত প্রকারে প্রজার হিত কচ্চেন সত্য, কিন্তু এ কার্য্যটী [illegible] হিতের কাজ নয়।

নারদ। আপনি সমস্ত পথ চলে এসেছেন " পাটনায় আফিং সস্তা

বেশী করে কিনিবেন " এই সময় কিছু লউন।

বরুণ। চারি ভরির বেশী ত বিনা লাইসেন্সে বিক্রয় করিবে না।

ইন্দ্র। হ্যাঁ! এদিকে ত ভাল!

ব্রহ্মা। ভাল কিসে? প্রত্যহ যদি এক ব্যক্তি চারি ভরি করে কিনে খায়, রাজার কি তাতে কোন বারণ আছে?

নারা। পিতামহ! এ ছাই আফিং কেন সৃষ্টি করেছিলেন?

ব্রহ্মা। আমি আফিং সৃষ্টি করি নাই, তবে অহিংয়ের বৃক্ষের সৃষ্টি করেছি বটে। তখন কি জানি আমার মনুষ্যেরা পরিশ্রম করিয়া কোন বৃক্ষের ফুলের আঠায় বিষাক্ত আফিং প্রস্তুত হয় আবিষ্কৃত করিয়া সেই বিষ বেশী মাত্রায় খাইয়া উৎসন্ন যাইবে। এরূপ জানিলে আমি কখনই অহিফেনের বৃক্ষের সৃষ্টি করিতাম না।

এখান হইতে দেবতারা পাটন দেবীর মন্দির দেখিতে চলিলেন। ইনি কালী মূর্ত্তি, সামান্য একটী মন্দিরমধ্যে আছেন। বরুণ কহিলেন " পিতামহ ইহাঁরই নাম হইতে পাটনা নাম হইয়াছে। নেপালের মহারাজ এই বাড়িটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিকে ওটা কি?

বরুণ। এমামবাড়ী।

নারা। কত এমাম বাড়ী?

বরুণ। মুসলমান সহর, বেশী এমামবাড়ী হইবে না?

এই সময়ে এক মুসলমানবৃদ্ধ যষ্টি হস্তে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিল " চাচা সেলাম গো।

ব্রহ্মা। কে তুমি?

মুসলমান। আজ্ঞে, তুমিও যে, আমিও সে। তুমি হিন্দুর দেবতা ব্রহ্মা, আমি মুসলমান দেবতা পীর পয়গম্বর।

নারা। তোমার এ দশা কেন?

পয়গম্বর। তোমাদেরও যে দশা আমারও সেই দশা। দেখ, তোমরা এক সময় এই পাটনায় কত সমাদরের সহিত পূজা পাইতে, আর এখন ফকির বেশে পাটনায় রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমিও এক দিন এখানে যথেষ্ট পূজা পেয়েছি আর আজ তোমাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবে তোমাদের অপেক্ষা আমি অনেকটা সুখী, কারণ তুমি

তোমাদের নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি যে কোথায় হল আর কোনস্থানেই বা মল তার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইতেছ না, আমি কবর হাতড়ে তবু জান্তে পাচ্চি, অমুক অমুক কবরে চির নিদ্রায় অভিভূত থেকে বিশ্রাম করছেন।

নারা। পয়গম্বর! সুখী কে?

পয়গ। চেয়ে দেখগে ইংরাজ চার্চ্চের মধ্যে কে সুখী?

ব্রহ্মা। দেখ.পয়গম্বর! অপরের সুখ দেখে তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। দেব দানব মনুষ্য প্রভৃতি কেহই চির সুখ ভোগ করিতে পায় না। আমাদের সুখের দিন অতীত হইয়া আজ খ্রীষ্টের সুখের দিন উপস্থিত। তাহার সুখ দেখে দুঃখ করা দেবোচিত কার্য্য নহে।

এখান হইতে দেবগণ একটী চকের মধ্যে যাইয়া দেখেন, প্রত্যেক দোকানেই কাষ্ঠের খেলেনা ও কৌটা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। তাঁহারা একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের সন্নিকটস্থ গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সকলে রামনারায়ণের কেল্লা দেখিতে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "দেখ দেবরাজ! ইহাকেই লোকে রামনারায়ণের কেল্লা কহে। ঐ কেল্লা মধ্যে এক সময় নবাব মিরকাসিমের আজ্ঞায় সমরু কর্ত্তৃক ১৫০ জন ইংরাজ হত [illegible] ছিল। এস্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে ইংরাজদিগের পুরাতন কবরস্থান। ঐ স্থানে শ্বেত ও কাল পাথরে নির্ম্মিত ১৩০ ফুট উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে।

এখান হইতে সকলে মারুগঞ্জের মধ্যে গিয়া দেখেন, নানাস্থান হইতে নানা প্রকার শস্য বোঝাই গো শকট সকল আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রত্যেক দোকান ঘরে লবণ, ছোলা, মসিনা এবং জনার পর্ব্বতাকারে সাজান রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এই স্থানের নাম মারুগঞ্জ। পাটনার মধ্যে মারুগঞ্জই প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান।"

ইন্দ্র। বরুণ! পাটনার যাবতীয় গৃহই প্রায় কাষ্ঠে নির্ম্মিত কেন? আর [illegible] কারণেই বা গৃহাদিতে গবাক্ষাদি দৃষ্ট হইতেছে না?

বরুণ। এখানে কাষ্ঠ খুব সস্তা, এজন্য প্রত্যেক বাড়ীই কাষ্ঠের নির্ম্মিত। [illegible] বাসীরা নিতান্ত অসভ্য বলিয়াই গৃহে জানালাদি রাখে না। যাহাতে [illegible] হয়, ইহারা সে পদ্ধতি জানে না। ইহারা এমন অসভ্য যে মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয়, অথচ সে ট্যাক্স কেন দেওয়া হয় তার অর্থ পর্য্যন্ত অবগত নহে। আমি আপনাদিগকে পাটনার কোন গলির মধ্যে লইয়া যাইতে

সাহস করিতেছি না, কি জানি পাছে পচাগন্ধে বমী করিয়া বসেন। পাটনার লোক এমন নির্ব্বোধ যে মিউনিসিপালিটীর নিকট নিজ দুঃখ জানাইয়া সে দুঃখ দূর করিয়া লইবারও চেষ্টা করে না।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ! সম্মুখে ও মন্দিরটী কি?"

বরুণ। উহার নাম হরমন্দির। এই মন্দিরটী রণজিৎ সিংহ নির্ম্মাণ করান। মন্দির মধ্যে গুরুগোবিন্দের পাদুকা ও গ্রন্থ আছে। তাঁহার ভক্তমাত্রেই সেই গ্রন্থ পাঠে পধিকারী।

ইন্দ্র। গুরুগোবিন্দ কে?

বরুণ। ইনি শিখদিগের একজন গুরু। শিখেরা তাঁহার নিকটে ধর্ম্মোপদেশ ও তৎসহ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে। গুরুগোবিন্দ এই পাটনা নগরেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, মুসলমান ধর্ম্মের উচ্ছেদ করেন।

এখান হইতে দেবগণ ষ্টেষণে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! দানাপুর দেখিবেন কি?"

ব্রহ্মা। সেখানে কি আছে?

বরুণ। দানাপুরেই ইংরাজদিগের সৈন্যশালা। তথাকার বারিক বড় বিখ্যাত। ঐস্থানে অনেক চামার বাস করে। তাহারা দানাপুরে জুতা নামে একপ্রকার জুতা প্রস্তুত করে।

ব্রহ্মা। না ভাই, কলিকাতায় নিয়ে চল।

নার। বরুণ! এবার আমরা কোথায় গিয়া বিশ্রাম লইব?

বরুণ। জামালপুরে। ঐ স্থানে রেলওয়ের অনেকগুলি আফিস ইত্যাদি আছে। বিস্তর বাঙ্গালী চাকরও খাটিতেছে। এই সময় টিকট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবতারা যাইয়া টিকিট লইয়া একখানি ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ "ক্যাঁকোঁ কেরাণী" "ক্যাঁকোঁ কেরাণী" শব্দে ছুটিতে লাগিল।

ইন্দ্র। বরুণ! পাটনার কোন দ্রব্য ভাল?

বরুণ। পাটনায়ে কুল ও দাড়িম্ব বড় বিখ্যাত।

এদিকে ট্রেণ "ক্যাঁকোঁ" শব্দে কয়েকটা ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া বাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ সুন্দর ষ্টেষণটীর নাম কি?

বরুণ। এস্থানের নাম বাড়। বাড় একটী বিখ্যাত বাণিজ্যের স্থান। এখানে অসংখ্য চামেলি ও বেল ফুলের বাগান আছে। এই খানেই বিখ্যাত ফুলেল তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্থানের সীমা হইতে ত্রিহুত রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ ত্রিহুত রাজ্যের প্রাচীন নাম মিথিলা। মিথিলায় জনক রাজের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি প্রতিবৎসর রামনবমীতে তথায় একটী করিয়া মেলা হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। মিথিলা এখান হইতে কতদূর হইবে?

বরুণ। বাড়ঘাট ষ্টেশন হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে মজফরপুর। মজফরপুর হইতে মিথিলা ৪। ৫ দিনের রাস্তা হইবে।

নারা। বরুণ! জামালপুর আর কতদূর? গাড়িখানাকে হাঁকায়ে নিয়ে যাচ্চে না কেন?

মনুসংহিতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়াল ব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ। ১৯২।

দানধর্ম্মজ্ঞ দাতা বৈড়ালব্রতী বকধার্ম্মিক ও অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে জলও দান করিবেন না। বৈড়ালব্রতী ও বকব্রতীর লক্ষণ পরে করা হইতেছে।

ত্রিষ্বপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জ্জিতং ধনং।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ॥ ১৯৩।

উক্ত বৈড়ালব্রতিকাদি তিন অধার্ম্মিককে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দান করিলেও দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নরক হয়।

যথা প্লবেনোপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ॥ ১৯৪

পাষাণময় ভেলা দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে সন্তরণকর্ত্তা যেমন জলে নিমগ্ন হইয়া যান, তদ্রূপ দান ও প্রতিগ্রহ ধর্ম্মের অনভিজ্ঞ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই নরকে নিমগ্ন হন।

ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্চাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকোজ্ঞেয়োহিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥ ১৯৫।

যে ব্যক্তি বহুজন সমক্ষে নিজ ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে এবং সর্ব্বদা

পরধন-লোলুপ, ছদ্মবেশধারী লোকবঞ্চক পরহিংসা-পরায়ণ ও পরগুণদ্বেষী হয়, তাহাকে বৈড়ালব্রতিক কহে। বিড়াল যেমন মূষিকাদিগ্রহণ-লোলুপ হইয়া ধ্যাননিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে থাকে, বৈড়ালব্রতীও সেইরূপ ব্যবহার করে।

অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরোদ্বিজঃ॥ ১৯৬।

যে ব্যক্তি আপনার শিষ্টতা জানাইবার নিমিত্ত সতত অধোদৃষ্টি হইয়া থাকে, অতি নিষ্ঠুর, পরের স্বার্থ নাশ করিয়া স্বকার্য্য-সাধন-তৎপর, শঠ, ও মিথ্যা বিনীত হয়, তাহাকে বকব্রতী কহে। বকেরা প্রায় মৎস্যাদি হনন কালে এইরূপ করে বলিয়া উহাদিগকে বকব্রতী বলা হইয়াছে।

যে বকব্রতিনোবিপ্রা যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা॥ ১৯৭।

যে সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত বকব্রতাবলম্বী ও যাহারা বিড়ালব্রতধারী, তাহারা সেই সেই পাপে অন্ধতামিস্র নামে নরকে পতিত হয়।

ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনং॥ ১৯৮।

পাপ কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য যে প্রাজাপত্যাদি ব্রত, তদ্দ্বারা সেই পাপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মের ছলে স্ত্রী, শূদ্র, এবং মূর্খ ব্যক্তিদিগের মন মোহিত করিয়া প্রাজাপত্যাদি ব্রত আচরণ করিবে না, অর্থাৎ এ কথা বলিবে না যে আমি পাপ করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি না, আমি ধর্ম্ম হইবে বলিয়া চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করিতেছি। ফলতঃ ধর্ম্মের ভাণ করিয়া প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান গোপন করিবে না।

প্রেত্যেহ চেদৃশাবিপ্রা গর্হ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনা চরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি॥ ১৯৯।

[illegible]ব্যবহার ব্রাহ্মণেরা পরলোকে এবং ইহলোকে নিন্দিত হন, [illegible] ছলে [illegible]পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রাজাপত্যাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়, সে ব্রত রাক্ষসগামী হয়, অর্থাৎ রাক্ষসেরা তাহা ভোজন করে।

অলিঙ্গী লিঙ্গবেশেন যোবৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্যোনৌ চ জায়তে॥ ২০০॥

যে ব্রাহ্মণ বাস্তবিক ব্রহ্মচারী নন, কিন্তু ব্রহ্মচারীর চিহ্ন অজিনমেখলা-দণ্ডাদি ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তিনি সেই পাপে ব্রহ্মচারীদিগের সমুদয় পাপ হরণ এবং কুক্কুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ কদাচন।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে ॥ ২০১।

পরকৃত পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়ে কখন স্নান করিবে না। ঐ সকল জলাশয়ে অবগাহন করিলে খাত-কর্ত্তার কৃত পাপের অংশভাগী হইতে হয়। নদীজলেই স্নানাদি করিবে। যেখানে নদী নাই, সে স্থানে পরকৃত খাতে স্নান করিতে হইলে ঐ খাত হইতে পাঁচটী পঙ্কের পিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া অবগাহন করিবে।

যানশয্যাসনান্যস্য কূপোদ্যানগৃহাণি চ।
অদত্তান্যুপভুঞ্জান এনসঃ স্যাত্তুরীয়ভাক্ ॥ ২০২।

অনুমতি না লইয়া পরের যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান ও গৃহ উপভোগ করিবে না। ভোগ করিলে কর্ত্তার পাপের চতুর্থাংশভাগী হইতে হয়। তবে সাধারণ ব্যবহারার্থ যে মঠকূপাদি উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহাতে স্নান করিলে দোষ হয় না।

নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচারেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ ॥ ২০৩।

নদী, দেবখাত, (হ্রদ) তড়াগ, সরোবর গর্ত্ত, ও প্রস্রবণ এই সকলের অন্যতর জলাশয়ে প্রতিদিন স্নান করিবে। টীকাকার গর্ত্ত শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন, যে জলাশয় আট হাজার ধনুর ন্যূন স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে গর্ত্ত বলা যায়।

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥ ২০৪॥

পণ্ডিত ব্যক্তি যম অর্থাৎ দয়া ক্ষমা সত্যাদির সতত সেবা করিবেন। নিত্য গুরুশুশ্রূষাদিরূপ নিয়ম পরবশ হইবেন না। যিনি কেবল নিয়মনিষ্ঠ হইয়া দয়াক্ষমাদিরূপ যমের অনুষ্ঠানে বিমুখ হন, তিনি পতিত হইয়া থাকেন। এ স্থলে যম ও নিয়ম শব্দ পারিভাষিক। ব্রহ্মচর্য্য দয়া ক্ষমা ধ্যান সত্য নিষ্পাপতা অহিংসা অচৌর্য্য মধুর-ব্যবহার এই দশটি যম শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। অক্রোধ গুরুশুশ্রূষা শুচি থাকা আহারের স্বল্পতা ও অনবধানতা এই পাঁচটীকে নিয়ম বলে।

নাশ্রোত্রিয়ততে যজ্ঞে গ্রামযাজিহুতে তথা।
স্ত্রিয়া ক্লীবেন চ হুতে ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ কচিৎ॥ ২০৫॥

যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে নাই এমন ব্যক্তি যদি কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞে ও যে ব্যক্তি বহু জনের যাজ্য ক্রিয়া সম্পাদন করে, সেই বহু যাজী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত যজ্ঞে এবং স্ত্রী ও নপুংসকের কৃত যজ্ঞে ব্রাহ্মণ কদাচ ভোজন করিবেন না।

অশ্লীকমেতৎ সাধুনাং যত্র জুহ্বত্যমী হবিঃ।
প্রতীপমেতদ্দেবানাং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২০৬॥

পূর্ব্বোক্ত বহুযাজকাদি যে হোম করে, তাহাতে সাধু ব্যক্তিদিগের শ্রী হয় না, তাহা দেবতাদিগেরও প্রতিকূল, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥ ২০৭॥

মত্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যাধিত ব্যক্তির অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না এবং যে অন্ন কেশ বা কীটপাত দ্বারা দূষিত হইয়াছে অথবা যে অন্ন ইচ্ছা পূর্ব্বক পদ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে, সে অন্নও ভোজন করিবে না।

ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতঞ্চৈব সংস্পৃষ্টঞ্চাপ্যুদক্যয়া।
পতত্রিণাবলীঢঞ্চ শুনা সংস্পৃষ্টমেব চ॥ ২০৮॥

ভ্রূণহত্যাকারী যে অন্ন দর্শন করে, রজস্বলা স্ত্রী যে অন্ন স্পর্শ করে, কাকাদি পক্ষিতে যে অন্ন ভক্ষণ করে, এবং কুকুরে যে অন্ন স্পর্শ করে, সে অন্ন ভোজন করিবে না।

গবা চান্নমুপাঘ্রাতং ঘুষ্টান্নঞ্চ বিশেষতঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ বিদুষা চ জুগুপ্সিতং॥ ২০৯॥

গরু যে অন্নের আঘ্রাণ করে, এবং কে অভুক্ত অতিথি আছ আসিয়া ভোজন কর এরূপ ঘোষণা করিয়া সত্রাদিতে যে অন্ন দান করা হয়, তাহা ভোজন করিবে না। মঠাদিস্থিত ব্রাহ্মণাদির অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ও পণ্ডিত ব্যক্তিতে যে অন্নের নিন্দা করেন, সে অন্ন ভোজন করিবে না। টীকাকার বলেন সত্রাদিতে ঘোষণা করিয়া যে অন্ন দেওয়া হয়, তদ্ভোজনে অধিক পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর।

স্তেনগায়নয়োশ্চান্নং তক্ষোবার্দ্ধুষিকস্য চ।
দীক্ষিতস্য কদর্য্যস্য বদ্ধস্য নিগড়স্য চ॥ ২১০॥

চোর গায়ক সূত্রধর* কুসীদজীবী (সুদখোর) যজ্ঞে দীক্ষিত কৃপণ ও নিগড়বদ্ধ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না।

অভিশস্তস্য ষণ্ডস্য পুংশ্চল্যাদাম্ভিকস্য চ।
শুক্তং পর্য্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ ॥ ২১১ ॥

মহাপাতকী বলিয়া লোকে যাহাকে আক্রোশ করে, তাহার অন্ন এবং নপুংসকের ব্যভিচারিণীর বৈড়ালব্রতিকাদি ভাক্ত ধার্ম্মিকের ও শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবে না। আর যে সুস্বাদু অন্ন দধ্যাদি যোগে অম্লভাব প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা যে অন্ন পর্য্যুষিত হইয়াছে, তাহাও ভোজন করিবে না, আর গুরু ভিন্ন কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না।

চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্য্যাচান্তমনির্দশং ॥ ২১২ ॥

চিকিৎসাজীবীর ব্যাধের ক্রূরের (অসরল স্বভাব ব্যক্তির) উচ্ছিষ্ট ভোজীর ও নিষ্ঠুর কর্ম্মা ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে না। আর দশ দিন অতীত হয় নাই এমন সূতিকার নিমিত্ত প্রস্তুত করা অন্ন এবং এক পংক্তিতে যাহারা ভোজন করিতে বসে তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি পংক্তিস্থ অপর ব্যক্তিদিগের ভোজন শেষ হইতে না হইতে তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আচমন করে, সে অন্ন ভোজন করিবে না।

অনর্চ্চিতং বৃথামাংসমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ।
দ্বিষদন্নং নগর্য্যান্নং পতিতান্নমবক্ষুতং ॥ ২১৩ ॥

অনিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিবে না। দেবতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া যে মাংস দেওয়া না হয়, সে বৃথা মাংস ভোজন করিবে না। যে স্ত্রীর পতি পুত্র নাই তাহার অন্ন, শত্রুর অন্ন, নগরের অন্ন এবং পতিত ব্যক্তির অন্ন এবং যে অন্নের উপরে হাঁচিয়া ফেলিয়াছে সে অন্ন ভোজন করিবে না।

পিশুনানৃতিনোশ্চান্নং ক্রতুবিক্রয়িণস্তথা।
শৈলূষতুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেব চ ॥ ২১৪ ॥

যে ব্যক্তি অসাক্ষাতে পরের নিন্দা করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা কয়, যে ব্যক্তি যজ্ঞ বিক্রয় করে অর্থাৎ আমি যে যজ্ঞ করিতেছি ইহার ফল তোমারই হইবে এই বলিয়া যে ব্যক্তি ধন গ্রহণ করে, তাহাদিগের অন্ন গ্রহণ করিবে না, আর নট সৌচিক ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে না।

কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ।
সুবর্ণকর্তুর্বেণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা ॥ ২১৫ ॥

কর্ম্মকার নিষাদ রঙ্গজীবী (রঙ্গভূমি অবলম্বন করিয়া যে জীবিকা অর্জ্জন করে) সুবর্ণকার, বরুড় (যে বাঁশের চেটাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে) এবং শস্ত্রবিক্রয়কারীর অন্ন ভোজন করিবে না। টীকাকার বলেন শস্ত্র শব্দের অর্থ লৌহ।

শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ।
রঞ্জকস্য নৃশংসস্য যস্যচোপপতির্গৃহে ॥ ২১৬ ॥

মৃগয়ার্থ কুক্কুরপোষক মদ্যবিক্রয়কারী রজক ও কুসুম্ভাদি দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনকারী ও নির্দ্দয় ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। আর যাহার অজ্ঞানতঃ স্ত্রীর উপপতি গৃহে থাকে তাহারও অন্ন ভোজন করিবে না।

মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ ॥ ২১৭ ॥

গৃহে স্ত্রীর উপপতি আছে জানিয়াও যাহারা তাহা সহ্য করে তাহাদের অন্ন ও যাহারা সকল কার্য্যেই স্ত্রীর অধীন হইয়া চলে তাহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। আর দশ দিন অতীত হয় নাই এমন মৃত ব্যক্তির অন্ন এবং যে অন্ন অপ্রীতিকর তাহা ভোজন করিবে না।

রাজান্নন্তেজআদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চসং।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ ॥ ২১৮ ॥

রাজার অন্ন ভোজন করিলে তেজ নাশ হয়, শূদ্রান্ন ভোজনে ব্রহ্মতেজ যায়, সুবর্ণকারের অন্নে আয়ুঃক্ষয় হয় এবং চামারের অন্ন ভোজনে যশোহানি হয়।

কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি ॥ ২১৯ ॥

সূপকারাদির অন্ন ভোজনে সন্তান হানি, রজকের অন্ন ভোজনে বলহানি এবং গণান্ন ও গণিকান্ন ভোজনে স্বর্গাদি লোকহানি হয়।

পূয়ঞ্চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ং।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণোমলং ॥ ২২০ ॥

চিকিৎসকের অন্ন পূয স্বরূপ ব্যভিচারিণীর অন্ন শুক্র স্বরূপ, কুসীদজীবীর অন্ন বিষ্ঠাস্বরূপ এবং শস্ত্রবিক্রয়কারীর অন্ন মলস্বরূপ।

যএতেঽন্যে ত্বভোজ্যান্নাঃ ক্রমশঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাস্ত্বগস্থিরোমাণি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ ॥ ২২১ ॥

ঐ সকল ব্যক্তি ভিন্ন আরও যে সকল অভোজ্যান্ন ব্যক্তির কথা এই প্রকরণে বলা হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগের অন্নকে চর্ম্ম অস্থি ও রোম স্বরূপ বলিয়া থাকেন।

ভুক্ত্বাঽতোঽন্যতমস্যান্নমমত্যা ক্ষপণং ত্র্যহং।
মত্যা ভুক্ত্বাচরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতোবিণ্মূত্রমেব চ॥ ২২২॥

অতএব এই সকলের অন্যতম কোন ব্যক্তির অন্ন অজ্ঞান বশতঃ ভোজন করিলে তিন দিন উপবাস করিতে হয় এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হয় এবং শুক্র বিষ্ঠা মূত্র ভোজনেও ঐ কৃচ্ছ্রব্রতরূপ ব্যবস্থা প্রায়শ্চিত্ত।

একাদশী তিথি, অপরাহ্ণ, বালবিধবা ও তাহার মাতা।

কেন মা! উদরে মোরে ধরেছিলি হায়!
আপনি জ্বলিলি আর জ্বালালি আমায়॥
দারুণ নিদাঘ কাল এই জ্যৈষ্ঠ মাস।
চৌদিকে জ্বলিছে যেন বিষম হুতাশ॥
ছাড়িছে হতাশ প্রাণ জীবনের আশ।
শরীরে আগুনমাখা লাগিছে বাতাস॥
অয়ি দেখ দিনমণি সহস্র কিরণ।
অগ্নিমাখা বাণ হেন করিছে বর্ষণ॥
সম্পদের সখা সবে বিপদের নয়।
তাই আজ মিলে সবে দহিছে নির্দ্দয়॥
নতুবা যে সমীরণ জগতের প্রাণ।
সে কেন অবলাবধে এত আগুয়ান॥
যাহার হিল্লোল লাগি জুড়ায় পরাণ।
সে কেন দহিবে বল অনলসমান॥
যিনি জগতের মিত্র মিত্র নাম যাঁর।
দহেন অমিত্র হেন কেন বার বার॥
এই যে শীতল সুখ কোমল শয়ন।
অবিরল করিতেছে অনল বমন॥

যে ভবনে অন্য দিনে করিলে প্রবেশ।
সুখের উদয়ে দুঃখ যেত দূরদেশ॥
মুখচোখনাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের গণ।
বোধ হতো, হতো যেন অমৃতে মগন॥
এমনি শীতল ভাব হতো কলেবরে।
হতো জ্ঞান পশিয়াছি হিমসরোবরে॥
আজ সে ঘরের নাই সে শীতল গুণ।
পরলে পরলে তার ছুটিছে আগুন॥
সেই মনোহর সেই গৃহ নিরুপম।
হয়েছে কপাল-দোষে অগ্নিকুণ্ডসম॥
একে একে আজ আমি জানিলাম সব।
বিপন্ন জনের বন্ধু পরম দুর্লভ॥
পোড়া কপালীরে বিধি হয়েছে বিমুখ।
তাই কারো হতে আর নাহি হয় সুখ॥
তাপিত দুঃখিত দীন দুরবল জনে।
কে বল কোথায় হেরে করুণ নয়নে॥
যে যাতনা পেতেছি মা! বর্ণিবারে নয়
ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে জীবন সংশয়॥
কি দিব উপমা তার দেখিতে না পাই।
স্বরূপ উপমা বুঝি পৃথিবীতে নাই॥
এককালে শত শত বৃশ্চিকে দংশিলে।
যে জ্বালা তাহাতে তবু উপমা না মিলে।
জ্বলিছে দেহের মাঝে প্রদীপের শীষ।
কে যেন ঢালিয়া দেছে আশীবিষ বিষ॥
সে বিষ শোণিতযোগে শিরায় শিরায়।
ধাইছে নক্ষত্রবেগে বুঝি প্রাণ যায়॥
ব্যাকুল অন্তর আত্মা স্থির নহে মন।
প্রাণের ভিতরে মাগো করিছে কেমন॥
শুকায়েছে ওষ্ঠ তালু ঘোর পিপাসায়।
বদনে না সরে বাণী বুক ফেটে যায়॥

নয়নে যা দেখি দেখি সব অন্ধকার।
শয্যা হতে উঠি হেন শক্তি নাই আর ॥
করেছি কি অপরাধ বল মা আমায়।
কি দোষে ঘটালে বল বন্দীর দশায় ॥
বন্দী হেন সব কাজে পরের অধীন।
কে বল ঘটালে হায়! এমন দুর্দ্দিন ॥
ইচ্ছামত নাহি পারি করিতে আহার।
ইচ্ছামত নাই মম শয়নে বিহার ॥
এরূপ বন্দীর ভাবে রব কত দিন।
যন্ত্রণা সহিব কত হয়ে পরাধীন ॥
কে বল সৃজিল এই কাল একাদশী।
কোন্ দেশে কোন্ গ্রামে কোন্ স্থানে বসি ॥
কে বল বিধবা মৃগী বধিবার তরে।
ধনুকে জুড়িল এই ঘোর মৃত্যুশরে ॥
শুনিয়াছি ঋষিগণ পরম দয়াল।
তা হতে হইল এই বিধান ভয়াল ॥
এ কি ভয়ঙ্কর কথা! মুমূর্ষু সময়।
যদি কভু বিধবার উপস্থিত হয় ॥
তথাপি তাহার মুখে নাহি দিবে জল।
হেন বিধি দিল কোন্ পাষণ্ডের দল ॥
এ যদি হইল ধর্ম্ম অধর্ম্ম কি তবে।
এমন নিষ্ঠুর ধর্ম্ম নাহি দেখি ভবে ॥
এই কি ধর্ম্মের মর্ম্ম এ কি ব্যবহার।
ইহা ত ধরম নয় রাক্ষস আচার।
যে দেশে বিরাজে এই নিষ্ঠুর ধরম।
সেথা যেন নাহি হয় নারীর জনম ॥
যেথা পুরুষের নাই দয়া মায়া লেশ।
কেবল আপন সুখে পরম আবেশ ॥
নারীদুখে দুখ বোধ নারী সুখে সুখ ॥
যেখানে পুরুষে তার বিচারে বিমুখ ॥

যেথা কাল একাদশী নিষ্ঠুর ধরম।
সেখানে না হয় যেন রমণী জনম॥
যেথা পুরুষের নাই উদারতা গুণ।
কেবল আপন স্বার্থ গণনা-নিপুণ॥
আপনি ইন্দ্রিয় সুখ সাধ মিটাইয়া।
ভুঞ্জিবে শতেক দ্বারে নারীরে বঞ্চিয়া॥
পতনী বিয়োগ হলে দুদিন না সয়।
পরম কৌতুকে হয় নিজ পরিণয়॥
নব প্রণয়িনী সনে নব রঙ্গরস।
পুনরায় ফিরে এসে নূতন বয়স॥
কিন্তু রমণীর যদি পতি মরে যায়।
চির দিন জ্বলিবে সে বৈধব্য দশায়॥
তার স্বাধীনতা ভাব দূরে যায় চলে।
কুক্কুর বিড়াল মত ঘৃণয়ে সকলে॥
চিরকাল পরদাস্য জীবন উপায়।
ভোজন শয়ন সুখ সব দূরে যায়।
বিধবা সবার হয় দুচখের বিষ।
না করে আশিষ কেহ না লয় আশিষ॥
যে থাকে সধবাকালে আদরের ধন।
সে হয় বিধবা হলে অতি অভাজন॥
মনের সহিত কেহ ভাল নাহি বাসে।
কেহ নাহি আর তারে সাদরে সম্ভাষে॥
সকলেই ভাবে তারে যেন পর পর।
না থাকে কাহার কাছে তাহার আদর॥
যে ভাই চখের পলে হারাইত যারে।
এখন সে আর তারে দেখিতে না পারে॥
যে থাকে সধবাকালে অতি সুলক্ষণা।
বিধবা হইলে তার বড়ই লাঞ্ছনা॥
সকলেই তারে ভাবে রাক্ষসী সমান।
সে হয় বাড়ীর হায়! মহা অকল্যাণ॥

যে দেশে লোকের হায়! এমত ব্যাভার।
সেথা যেন নারী জন্ম নাহি হয় আর॥
কে বলে পুরুষজাতি বড় বুদ্ধিমান।
এই ত হতেছে তার বুদ্ধির প্রমাণ॥
সত্য কি ইন্দ্রিয়বেগ ইন্দ্রিয়বিকার।
পতি সঙ্গে চলে যায় মুদে সব দ্বার॥
যেথাকার পুরুষের হেন বিবেচনা।
সেখানে জনমলাভ বড়ই লাঞ্ছনা॥
সেথা যেন নারীজাতি জনমে না আর।
যেখানে পুরুষ করে এমন বিচার॥
আর না বসিতে পারি মা আমায় ধর।
সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে দেখ করে থর থর॥
কপালে হতেছে দেখ বিন্দু বিন্দু ঘাম।
আজ বুঝি বিধাতার পূরে মনস্কাম॥
শরীরে হতেছে মাগো ক্রমে অবসাদ।
মনেতে রহিল ক্ষোভ বড়ই বিষাদ।
নয়নে নিরখি সব হরিদ্রাবরণ।
আর না করিতে পারি ধৈরয ধারণ।
লতা পাতা গাছ পালা ঘুরিছে সকল॥
হয়েছে ইন্দ্রিয়গণ একান্ত বিকল।
দেখিতে দেখিতে বালা হয়ে অচেতন॥
করিল মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে শয়ন।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাঁদ।

ঢল ঢল করি যথা সরসীর জলে,
একটী কমল ভাসে, সরসীর এক পাশে,
রজত-কমল তথা ভাসে নভস্তলে।
অই টী গগন শশী, তরল জলদে পশি,
হেসে হেসে ভেসে যায় আকাশ উপর,

যেন নীলাম্বর পরি, নানা হাব ভাব করি,
বঙ্গের অঙ্গনা পথে যেতেছে সুন্দর।
তরঙ্গিণী দেখি তায়, যেন সাজাইতে কায়,
গগন হইতে চাঁদ আনিয়া ভূতলে ;
চাঁদে খণ্ড খণ্ড করি, চাঁদ-অলঙ্কার পরি,
গাইতে গাইতে গান পতিপাশে চলে।
এক শশী নিশা ভালে, কে দেখেছে কোন্ কালে,
শত শশী শোভে দেখ তরঙ্গিণী জলে,
করে খেলা লয়ে শশী লহরীর দলে।
তরল মেঘের কোলে অই চাঁদ খানি,
ছিন্ন-বৃন্ত ফুল সম, স্রোত জলে অনুপম,
ভেসে যায় ধীরে ধীরে হেন অনুমানি।
কোন্ দেশে যাবে ফুল, কোথা গিয়ে পাবে কূল,
কে বলিতে পারে ? অই ফুলের মতন,—
কোথা যাবে চাঁদ খানি, কে ভাসালে তারে আনি,
গগনে কি চিরকাল ভাসিবে এমন !
বসিয়া প্রান্তর পরে, দেখি যে নয়ন ভরে,
তরল মেঘের সনে শশী ভেসে যায়,
সংসার যন্ত্রণা-জ্বালা, করেছিল ঝালা পালা,
সে সব ভুলেছে মন হেরি চন্দ্রমায়।
যেওনা যেওনা শশি ! ক্ষণকাল দেখি বসি,
বড় তোরে ভালবাসি এ পোড়া অন্তরে,
যেওনা মেঘের সঙ্গে, শশি ! তুমি মনোরঙ্গে,
রাহুর সোদর মেঘ শশী গ্রাস করে,
যেওনা উহার সঙ্গে প্রফুল্ল অন্তরে !
ক্রমশঃ তরলতর জলদ-নিকর,
নিবিড় নীলিমা মাখি, গভীর নিনাদে ডাকি,
আবরিল সুধাকর,—ছবিটি সুন্দর !
নয়ন হইতে হায় বিধু লুকাইল তায়,
আর না দেখিতে পাই কুমুদ-রঞ্জন,

ঘনতর ঘন রবে, ঢাকিয়াছে শশধরে,
কাজেই গগন-শশী অদৃশ্য এখন!
বিশ্ব-ব্যাপী অন্ধকার, শশধর নাহি আর,
কাল মেঘে নীলাকাশ পূর্ণ অন্ধকার!
এরূপ দর্শন করি, ভাবের লহরী মরি,
মানস-সরসে উঠিল রে কতবার।
ক্রমে মেঘ গেল চলে, থুয়ে শশী নভস্তলে,
আবার শোভিল শশী গগনের ভালে,
গেছে মেঘ আর নাই, আকাশে যে দিকে চাই,
নদী-হ্রদে নাচে চাঁদ তরঙ্গের তালে।
এই যে শশীটী (১) কাল আকাশের ভালে,
আশার তরল ঘন, সঙ্গে চলে অনুক্ষণ,
হাসিতে নাচিতে কত সুখে তালে তালে।
করিলেও নিবারণ, নাহি তাহে দেয় মন,
অনুক্ষণ যায় চলি মাতি মোহ-মদে,
কিন্তু কাল জলধরে, যবে এই শশধরে,
ধরিবে, লুকাবে শশী সে কাল জলদে!
ও চাঁদের মত আর, এ শশাঙ্ক পুনর্ব্বার,
নাহি দেখা দিবে কাল আকাশের ভালে!
তরল মেঘের সঙ্গে, যত দিন রবে রঙ্গে,
তত দিন দিবে দেখা নিত্য নিশাকালে!!

শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?

(কল্পদ্রুম তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যার ১৪১ পৃষ্ঠার পর।)

হিন্দু পুরন্ধ্রীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ সাধারণতঃ হিন্দু ভামিনী-গণের প্রতি যেরূপ সমাদর ও শ্রদ্ধা করা উচিত তাহা করেন না। এখন-

(১) এখানে লেখক আপনাকে "শশী" করিয়া প্রকারান্তরে মানবজাতির মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবনের আশাবিহীনতা দেখাইতেছেন।

কার সমাজ যোষিদ্‌বর্গকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও গলগ্রহ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহার বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই, তত অবসরও নাই। প্রস্তাব দীর্ঘ হইবে এই ভয়ে প্রধানতঃ তিনটী দোষ ও দুর্ব্যবহারের বিষয় বিবৃত হইতেছে।

১। বাল্যবিবাহ।

২। কৌলীন্যবিবাহ।

৩। বিধবাবিবাহ।

উল্লিখিত প্রথাত্রয় ইদানীন্তন প্রায় সকল বঙ্গীয় সভায় ও সাময়িক এবং সম্বাদ পত্রাদিতে আন্দোলিত ও সমালোচিত হইতে দেখিয়া দেশহিতৈষি-মাত্রেই শুভদিন সন্নিকট জানিয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। কোন বদ্ধমূল সামাজিক কুপ্রথা বা কুরীতির একেবারে উন্মূলন করা স্বল্পায়াস-সাধ্য নহে। বরং ব্যক্তিগত মত রুচি ও আচার ব্যবহার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা সহজ হয়; পরন্তু কোন প্রাচীন দৃঢ়মূল সামাজিক কুপ্রথা ও কদাচার অনতিবিলম্বে সংস্কৃত করিয়া তুলা নিতান্ত গুরুতর ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই সমস্ত প্রথাদ্বারা হিন্দুসমাজ কখন উপকৃত হইয়াছে কি না? তদ্বিচারে প্রয়োজন নাই। পরন্তু এখন হিন্দুসমাজ যেভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্র ঐ সমস্ত জলন্ত অঙ্গার নির্ব্বাপিত না হইলে মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যখন যাহা প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল, তখন তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন যাহা হইবার তাহা হইতেছে ও হইবে।

পৃথিবীর ভৌতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির সামাজিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অনিবার্য্য। উন্নতি জগতের প্রাণ, উন্নতিই মনুষ্য-সমাজের জীবন, যেখানে উন্নতি নাই সেখানে জীবনও নাই। অবনতি আর মৃত্যু একই কথা। ভূগর্ভস্থ উষ্ণ বাষ্পরাশি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া পৃথিবীস্তবক কাঁপাইয়া যেমন ভূপঞ্জরস্বরূপ পর্ব্বত-শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া মহাবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ মণ্ডলকে আরক্তিম ও বিভীষিকাময় করিয়া তুলে, তেমনি বহু পুরাতন হিন্দু কুসংস্কার ও কুপ্রথা-সমূহ হিন্দুসমাজ-বক্ষে এতাবৎকাল অলক্ষিত ভাবে অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়া এখন ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত শিক্ষাগুণে মহাবেগে বিতাড়িত ও তরঙ্গায়িত হইয়া হিন্দুসমাজস্থ সমগ্র নর নারীকে মহা-বিপ্লবময় করিয়া তুলিয়াছে। পুরাতন মন্দ রীতিনীতি আমাদের চক্ষে যত কেন ভাল দেখাক না, কিন্তু এই সাময়িক ও স্বাভাবিক উন্নতি-বেগ কেহ

কোনক্রমে অবরোধ করিতে পারিবে না (১)। যত কেন কুতর্ক ও কুযুক্তি কর না, যত কেন স্বদেশহিতৈষণার ভাণ করিয়া পুরাতন দুষ্ট মায়াকান্না কাঁদ না, কিন্তু কাল নিজ ক্রীড়ায় কখন নিশ্চিন্ত থাকিবে না। তোমার মিথ্যা আঁটা আঁটি দেখিয়া কাল তোমারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে থাকিবে। কালের দাস তুমি,কাল তোমার বশীভূত নহে,কাল তোমাকে কবলিত করিবে বই তুমি তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। কালের পদচিহ্ন দেখিয়া তোমাকে হে বন্ধু! এই শূন্য সংসার পথের পথিক হইতে হইবেই হইবে। কাল তোমার ইতিহাস, কাল তোমার বেদ বেদান্ত, কাল তোমার পুরাণ তন্ত্র, কাল তোমার শিক্ষা-সোপান, কাল তোমার বিশ্ববিদ্যালয়, কাল তোমার দীক্ষাগুরু। এই জন্য ভূয়োদর্শী পণ্ডিতগণ কালের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এই জন্যই তাঁহারা অবাধে "যখন যেমন তখন তেমন" ব্যবস্থা দিয়া সমাজের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র ও স্মৃতি-শাস্ত্র ইহার প্রমাণ। অদৃশ্য বায়ুসাগরে যেমন এই পরিদৃশ্যমান ধন ধান্য ভরা জীবজন্তু পূরা মেদিনী অহর্নিশ ঘুরিতেছে, দুলিতেছে, ভাসিতেছে, ছুটিতেছে, ও ঝুলিতেছে; অদৃশ্য কাল-সমুদ্রে তেমনি অদৃষ্টচর মানবজাতি, মানব-সমাজ সৃষ্টিকালাবধি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বিধাবিত, বিঘূর্ণিত ও বিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে আপনার ছায়ায় আপনি মলিন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘোর মূর্ত্তি ধারণ করে, হিন্দুসমাজও তেমনি সেই কাল কাল মহাকালকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিজ স্বভাবদোষে পাপমলিনতায় অবগুণ্ঠিত হইয়াছে। এই কাল-স্রোত হু হু শব্দে বহিয়া যাইতেছে। যে সমাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্রোতে গা ভাসান দিল, তাহারই মঙ্গল। কিন্তু যে সমাজ তাহার বেগ ধারণ করিতে গিয়াছে, সেই সমাজই হবুডুবু খাইয়া মরিয়াছে।

বাল্য বিবাহরূপ কুপ্রথা হিন্দু সমাজকে অত্যন্ত দুর্ব্বল, ভীরু, উৎসাহ হীন ও কাপুরুষ করিয়া ফেলিয়াছে। এইবেলা সাবধান হইতে হইবে। আর

---

(১) Old Customs breed many benifits, and antiquity compels the reverence of all, but he who would impede with them that necessary evolution which is a law of human existence, mistakes the the meaning of history and goes far to place both in abeyance.

The wandering fire of revolution rises from the stagnant marshes of mans History. (Robert Knight)

আকাশের তারা গণিলে চলিবে না। আর শৃগালের ন্যায় মুখ চাওয়া চাহি ভাল দেখায় না। ঐ কুপ্রথা এতদিন গোপনে পালিত হইয়া এখন ভীষণ রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবোধ হিন্দু পিতামাতার দূষিত অপত্য-স্নেহের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সুকুমারমতি অপরিণামদর্শী শত শত বালক বালিকা জায়াপতিকে আজীবনের মত কাঁদাইয়াছে। তাহাদের অসময়ের অঞ্চলের ধন কাড়িয়া তাহাদিগকে সংসার-তুফানে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বল হরণ করিয়া তাহাদিগকে চিররুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া সংসার-হাটে এক প্রকার সং সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দুঃখক্লেশে নিপাতিত করিয়াছে। যে সব কিশোরমতি বালক নিজ নিজ শরীর রক্ষা করিতেই অক্ষম, তাহাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে একটী বিপদপূর্ণ সংসারের ভার দিয়া একটী অপরিচিতা বালিকা পত্নীর শারীরিক মানসিক সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দায়ী করা যে কিরূপ পাপ, তাহা মোহান্ধ জনক জননীরা একবার দেখিয়াও দেখেন না, ভাবিয়াও ভাবেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না। এই সব প্রত্যক্ষ মারাত্মক কুপ্রথা কণ্টক-লতিকার ন্যায় অনেক অমূল্য জীবনকে দৃঢ় আচ্ছন্ন করিয়া জন্মের মত তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সুখ, পারিবারিক স্বচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিয়া এই নিবিড় সংসার গহনকে অধিকতর ভয়ানক দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। হায়! ঐ সব লতিকাজাত প্রসূনরাজি আপাততঃ রম্য হইলেও শেফালিকা পুষ্পের ন্যায় উষার সুখস্পর্শ সুমন্দ মারুত হিল্লোলে না দুলিয়া, না হাসিয়া, ম্লানভাবে বৃন্তভ্রষ্ট হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া থাকে!!

হে শোককাতর বঙ্গীয় যুবক যুবতীগণ! হে হিন্দুজনক জননীগণ! একবার নিজ নিজ দগ্ধ বক্ষে হস্ত দিয়া দেখ অনুতাপাগ্নি জ্বলিতেছে কি না? উহা কি নির্ব্বাণ হইবার নয়? উহা যে কেবল তোমাদিগকে বিষণ্ণ ও শ্রীহীন করিয়াছে এমন নহে, উহা দাবানলের ন্যায় এই শুষ্ক কণ্টকিত হিন্দুসমাজারণ্যকে এতাবৎকাল দগ্ধ করিয়া অঙ্গারবৎ করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দুসমাজের সোণার বর্ণ এমন মলিন হইল কেন? "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ" হিন্দুসমাজ অচিরকাল মধ্যে ভস্ম মাখিয়া গৃহশূন্য পথের ভিখারী হইল কেন? হায়! এই দাবদাহ হইতে যে সব ঘোর ধূমস্তম্ভ বিদগ্ধ সমাজবক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, উহা কি সেই মঙ্গল নিদান মহাদেবের বরে মেঘমালায় পরিণত হইয়া বজ্রধ্বনিতে অবোধ হিন্দুসমাজকে ভৎর্সনা করিতে করিতে উহার দীপ্ত

শিরে কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শীতল, শান্ত ও সুখী করিতে পারিবে না ? অবশ্য পারিবে।

সুপ্তোত্থিত হিন্দুসমাজকে একটু বসিতে দেও, একটু ভাবিতে দেও, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে অবকাশ দেও, ঐ দেখ আমাদের প্রিয় হিন্দুসমাজ আস্তে আস্তে রোগশয্যা ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু পারিতেছে না। টানাটানি করিও না, ঠেলা ঠেলি করিও না, মিত্রভাবে আত্মীয়বোধে হাত বাড়াইয়া ধর। এখন উহার দৌড়িবার সামর্থ্য হয় নাই। ঐ নিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্য অনেক চিকিৎসক অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া হারিয়া গিয়াছেন। নিদ্রা রোগের জনয়িত্রী নহে; কিন্তু নিদ্রা রোগের স্বাস্থ্যদায়িনী পরিচারিকা মাত্র। অতএব রোগ উপশমের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার আবল্য দূর হইবে। মহাকবি মিল্‌টন আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভবিষ্যবাণী করিয়া গিয়াছেন, আমরাও এখন সেই ধ্বনিতে সায় দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি যে:—

"Methinks I see in my mind a noble and pluisant nation, rousing herself like a strong man after sleep anb shaking her invincible locks."

দেখিতেছি ঐ অতি পুরাতন আর্য্যসমাজ মহাবীরের ন্যায় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত কুসংস্কাররূপ বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

অল্প বয়সে বালকদিগের বিবাহ না দিলে পাছে তাহারা বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল না হয়, এই ভয়ে অনেকে নিজ নিজ তনয়কে বাল্য বিবাহরূপ নিখাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের অভাগিনী চিরদুঃখিনী বালিকাগুলির প্রতি যে কেন তাদৃশ মমতা প্রকাশ করেন না, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। তাহাদিগকে যত শীঘ্র নিজ পরিবারমণ্ডলী হইতে বিদায় করিয়া দিতে পারেন, তত মঙ্গল ভাবিয়া চিরজীবনের মত তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। হায় কি নির্ব্বুদ্ধিতা!

কত বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগকে অবিবাহিতা অবস্থায় রাখা উচিত, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে এই মাত্র নিয়ম করিলে চলিতে পারে যে, বালকেরা যে পর্য্যন্ত না রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারের ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, তাবৎ তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেবল অর্থ থাকিলে সংসারের ভার বহন করা যায় না, ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে প্রস্তাবান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

বালিকারা যতদিন না নিজ নিজ দেহ ও মনকে সংসার ঝটিকা বহনে সক্ষম করিতে পারে,যত দিন তাহারা পতিসেবা ও পতিমর্য্যাদা না জানে,যত দিন তাহারা ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহাদের বিবাহ দিবেন না। এইরূপ নিয়ম সুদূরদর্শী ঋষিরা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

" অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহযেৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং ॥ "

এই অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া পর পর আর্য্যগণ প্রমদাগণকে কতদিন পর্য্যন্ত বালিকা, কতদিন পর্য্যন্ত যুবতী, কতদিন পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া ও কতদিন পরে বৃদ্ধা নাম দেওয়া যাইতে পারে, নিম্ন শ্লোক দ্বারা তাহার সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

আষোড়শং ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চপঞ্চাশতং যাবৎ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ততঃ পরং ॥ "

অর্থাৎ। ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত মহিলাদিগকে বালিকা,ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতী,পঞ্চান্নবৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া এবং তদূর্দ্ধে বৃদ্ধা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু আজকালকার শৈশব-বিবাহ, ও বাল্য-বিবাহ দোষে আমাদের হিন্দুসীমন্তিনীগণ ১০। ১২ বর্ষে পড়িতে না পড়িতে বালিকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পিচ্ছল যৌবন-পথে দাঁড়াইয়া যুবতী বিলাসিনী হইয়া হাসিতে থাকেন, এবং ২০। ২৫ বৎসরের মধ্যে ৪। ৫ ছেলের মা হইয়া প্রৌঢ়াগিন্নীরূপ ধারণ করিয়া স্বামী তাড়াইতে আরম্ভ করেন। (অর্থাৎ এই সময়ে কোন কোন দোষাশ্রিত স্বামী সেকালের পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মত একেলে উদ্ধত স্বভাবা প্রৌঢ়া গিন্নীদিগকে দেখিয়া প্রায়ই থতমত খাইয়া থাকেন) ক্রমশঃ ৩০। ৪০ বৎসর বয়স হইতে না হইতে আমাদের মহিলাগণ প্রায়শই শোকতাপে জরাজীর্ণ হইয়া গৃহস্থাশ্রম সুখে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন।

যাঁহারা " অষ্টমবর্ষে " অভাগিনী দুহিতাদিগকে গলা ধাক্কা দিয়া " গৌরী দানের " ফল পাইবার লোভে " পরগোত্রস্থ " করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার যেন প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন গুলির প্রতি কটাক্ষ-পাত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে, তাঁহাদের ছেলে মেয়ে দীর্ঘায়ু হইবে। তাঁহাদের বংশে দত্ত শাপ বিমোচিত হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের ঘরের অলক্ষ্মী নিশ্চয় দূর হইয়া হিন্দুসমাজকে বলীয়ান করিয়া তুলিবে।

২য় কৌলীন্য বিবাহ।

হিন্দু কুলনারীদিগের প্রতি সামাজিক অসদ্ভাবের আর এক নিদর্শন, কৌলীন্য বিবাহ। হিন্দুরাজা বল্লালসেন যে সদ্ভাব-প্রণোদিত হইয়া শ্রেষ্ঠ-বংশীয় ধর্ম্মপরায়ণ নবগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গৌরব বৃদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার পুরস্কার স্বরূপ কুলীন উপাধি প্রদান করিয়া নিজেই গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং রাজোচিত ঔদার্য্য ও গুণগ্রাহিতার উচ্চ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

"কুলশব্দাদীন প্রত্যয়েন কুলীনঃ" অর্থাৎ কুলশব্দের উত্তর ঈন প্রত্যয় করিয়া কুলীনশব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। রাজা বল্লালসেন যে সমস্ত হিন্দু কুলচূড়ামণিকে নবগুণান্বিত দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ইদানীন্তন ইংরাজ রাজের "রাজা বাহাদুর" ও "রায় বাহাদুর" ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ উপাধি দানের ন্যায় "কুলীন" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ঐ নব গুণ যথা—

"আচারোবিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।"

(কুলপ্রদীপিকা।)

অর্থাৎ যে সব মহাত্মা বিনয়ী, ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, যশস্বী, তীর্থদর্শনার্থী ভাগবতীনিষ্ঠাযুক্ত, তপস্বী ও দাতা ছিলেন, তাঁহারাই তৎকালে কুলীন পদবীর যোগ্য পাত্র হইয়াছিলেন। এতাদৃশ সদ্‌গুণগ্রামভূষিত মহাত্মাদিগকে কে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা উপহার না দিয়া থাকিতে পারে? কাজে কাজেই তখন তাঁহারা সকল সভাস্থলেই সর্ব্বাগ্রে মাল্য চন্দন দ্বারা পূজিত হইতেন। এখনকার নির্গুণ "কুলীন" দিগকে সমাজে মালা চন্দন দিয়া সাজাইলে মালা চন্দনের অমর্য্যাদা করা হয়। শ্রদ্ধা জোরের বস্তু নহে, উহা সহজেই উপযুক্ত পাত্রে ধাবিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, আজ কাল্‌কার অধিকাংশ অসৎ কুলীনকে নব গুণের পরিবর্ত্তে প্রধান নব দোষ আশ্রয় করিয়া নরবানর অবতার করিয়া তুলিয়াছে। এরাই বাস্তবিক কলির ব্রাহ্মণ! ঐ নব দোষ যথা—নীচাশয়তা, ভ্রূণহত্যাকারিতা, অধার্ম্মিকতা, নির্লজ্জতা, বিবাদপ্রিয়তা, স্ত্রী-ঘাতকতা, নির্দ্দয়তা, বিবাহবণিজ্যকারিতা এবং অর্থলোভিতা। এই সব দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে কদাপি কুলীন সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা উন্নতমনা, তাঁহারাই প্রকৃত কুলীন।

"উৎকর্ষ বিশেষাত্মক নবধাগুণবিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। (শব্দকল্পদ্রুম)

এই সূত্র অনুসারে পূর্ব্বকালে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ গ্রামানুসারে মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বাবিংশতি কুলীন হইয়াছিলেন। ইহাঁদের কুলুচি একটু সংক্ষেপে না দিলে ভাল দেখায় না।

(১) শাণ্ডিল্য গোত্রে—ভট্টনারায়ণ বংশে—আদিবরাহ বন্দ্য মুখ্য কুলীন।

(৫) ঐ ঐ { রামগড়গড়, নিপকেশর-কোণী গুঁয়ীকুলভী, বটুদিঘাটি, বৈকুণ্ঠ-পারিয়াল, পঞ্চগৌণ কুলীন।

(১) কশ্যপ গোত্রে—দক্ষ বংশে—সুলোচন মুখ্য কুলীন।

(৩) ঐ ঐ { জগহড়, ধীরগুড়, কাকপীতমন্ত্রী গৌণ কুলীন।

(১) ভরদ্বাজ গোত্রে—শ্রীহর্ষ বংশে—ধুরন্ধর মুখয়টী মুখ্য কুলীন।

(২) ঐ ঐ { বিনায়ক দিণ্ডীসাঁয়ী, গন্ধর্ব্বরায়ী, গৌণ কুলীন।

(২) সাবর্ণগোত্রে—বেদগর্ভ বংশে—বীরব্রতগাঙ্গুলী, ও সুধীরকুন্দ এই দুই মুখ্য কুলীন।

(৩) বাৎস্য গোত্রে-ছান্দড় বংশে { সুরভি ঘোষবাল, কবিকাঞ্জিলাল রবিপূতিতণ্ড, এই তিন মুখ্য কুলীন।

(৪) ঐ ঐ { ভানুচৌঢ়খণ্ডী, পনিকানু মহিন্থ বনমালী, পিপ্পলী, এই চারি গৌণ কুলীন।

এই কুলমর্য্যাদা যখন ব্যক্তিগত না থাকিয়া বংশগত হইয়া পুত্র পৌত্রাদিকে আশ্রয় করিল, তখন হইতে ইহার মাহাত্ম্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য লোপ পাইতে আরম্ভ হইল। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির ন্যায় ঐ কৌলীন্য মর্য্যাদা লইয়া অনেক বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া সমাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা দেখিয়া বুদ্ধিমান দেবীবর ঘটক ঐ সব ঝর'কুল কুড়াইয়া ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লবী, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি ৩৬ টী মেলরূপ দলে বাঁধিয়া যান।

বারেন্দ্র ভায়ারা পাছে কিছু মনে করেন, এই জন্য তাঁহাদেরও কুলুচিটা দিতেছি। ইহাঁদের মধ্যে মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সংজ্ঞামিনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ি, সাধুভাদড়া, পণ্ডক্তিপূরক ও চোল, চাক প্রভৃতি লইয়া অনেক কুলীন আছেন।

কুলাচার্য্যেরা ঐ সব কুলে পোকা ধরিতে দেখিয়া কুল রাখিতে গিয়া নিরাবিলা, রোহিলা, ভূষণা, আলথানী ভবানীপুর প্রভৃতি নানা পটীতে বিভক্ত করিয়া যান।

বৈদ্যবংশে	ধন্বন্তরি গোত্রে	বিনায়ক সেন	কুলীন।
	মৌদ্গল গোত্রে	চারুদাস	ঐ
	কশ্যপ গোত্রে	কায়ুগুপ্ত	ঐ

ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণসেন খান, হরিহর সেন খান, চণ্ডীবর দাস, গণপতি দাস, দুর্জ্জয় দাস পঞ্চ মহাকুলীন ছিলেন।

বল্লালসেন কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহ প্রভৃতি যে পাঁচ জন দাস আইসেন, তাঁহারাই মহাকুলীন হইলেন।

১	সৌকালীন	গোত্রে	মকরন্দ ঘোষ	কুলীন
২	গৌতম	ঐ	দশরথ বসু	ঐ
৩	বিশ্বামিত্র	ঐ	কালিদাস মিত্র	ঐ
৪	কাশ্যপ	ঐ	দশরথ গুহ	ঐ
৫	ভারদ্বাজ	ঐ	পুরুষোত্তমদত্ত	ঐ

এই খানে কুলকাহিনী শেষ করা হউক। ক্রমে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সবিশেষ জানিতে হইলে বঙ্গকুলাচার্য্য গ্রন্থ কুলদীপিকা দেখা কর্ত্তব্য।

যে মহান্ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া রাজা বল্লালসেন ঐ সমস্ত কুলনির্ঘণ্টন করিয়া গিয়াছিলেন, যদি হিন্দুসমাজ সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে কৌলীন্য প্রথা দ্বারা অশেষ মঙ্গল হইবে স্বীকার করি; নচেৎ যদি হিন্দু বালাদিগকে চির দুঃখিনী করিবার জন্য, তাহাদিগকে চির বৈধব্যানলে দগ্ধ করিবার জন্য, পাপস্রোত বঙ্গসমাজে অব্যাহত রাখিবার জন্য, পারিবারিক অশান্তি ও দরিদ্রতার প্রশ্রয় দিবার জন্য ভ্রূণহত্যা মহাপাতকে হিন্দুসমাজকে ডুবাইবার জন্য, হিন্দু পিতা মাতাকে যাবজ্জীবন বালবিধবা দুহিতাদিগের সঙ্গে রোদন করিবার জন্য, পিতৃহীন সংসার তরঙ্গে কুলীন অবগণ্ড সন্তান সন্ততি গুলিকে জন্মের মত ভাসাইবার জন্য হিন্দুসমাজের সমস্ত উন্নতিপথ অবরোধ করিবার জন্য, দুঃখ দারিদ্র্য হিন্দু পরিবার মণ্ডলী মধ্যে বদ্ধমূল করিবার জন্য, কুলীন কামিনীরূপ অভাগিনী পাতিকাদল বৃদ্ধি করিবার জন্য, ভারতবর্ষের মহামূল্য সতীত্ব রত্নকে হেলায়

হারাইবার জন্য এখনকার কদাচার-পূর্ণ কৌলীন্য-প্রথাকে রাখা হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র এই সংক্রামক রোগ বঙ্গদেশ হইতে দূর হইয়া যায়, ততই মঙ্গল, ততই স্বাস্থ্যপ্রদ কে না স্বীকার করিবে? সংক্রামক জ্বরের চিহ্ন স্বরূপ এক একটী প্লীহা ও যকৃৎ যেমন রোগীর পেট জুড়িয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গকে কদাকার ও মৃতপ্রায় করিয়া তুলে, কৌলীন্য মহাব্যাধি যে কুলে প্রবেশ করিয়াছে, যে সমাজে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার গর্ভে প্লীহার ন্যায় আজীবন দুঃখদায়িনী এক একটী বিধবা রমণী রাখিয়া গিয়াছে। এই দূষিত কৌলীন্য প্রথাই অশ্বতরীর ন্যায় হিন্দুসমাজে অসংখ্য বৈধব্যযন্ত্রণা-প্রপীড়িতা দুঃখিনী কাঙ্গালিনী অভাগিনী কৃপাপাত্রী কুলীন-কন্যাদিগকে প্রসব করিয়া জীব ন্মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। হে উন্নত-বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ভারত সন্তানগণ। তোমরা কি আজও এই নিদারুণ মর্ম্মপীড়াদায়ক উৎকণ্ঠার প্রতিবিধান করিবে না? তোমরা কি আজও সুখ-শয্যার স্বপ্ন দেখিয়া ভুলিয়া থাকিবে? এই জন্যই কি উন্নত শিক্ষা তোমাদিগকে ভূষিত করিয়াছিল? তোমরা কি এই ভয়ানক কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিবে না? তোমরা কি তোমাদের দুঃখিনী কুলীন ভগিনীদিগের মুখ পানে একবারও তাকাইবে না? যদি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সামাজিক পাপগুলির মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় এত দিন কি করিল? কেবল কি কতকগুলা কেরাণী দল বাড়াইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? (২)

ঐ কৌলীন্য-প্রথা হইতে বহুবিবাহ-স্রোত হিন্দু সমাজ বক্ষে প্রবাহিত হইয়া লবণাম্বুর ন্যায় উহার ভিত্তি পর্য্যন্ত অসার ও জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এক বিবাহিত স্ত্রীর ভরণ পোষণ যোগাইতে যে অশক্ত, সে কোন্ সাহসে ২০।২৫ টী নিরীহ বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে চির দিনের মত দুঃখ ও মনস্তাপে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহা বুঝা যায় না। এই মূর্খ কুলাঙ্গার কুলীনগণ মনে করে যে, তাহারা দুই চারিটী মন্ত্র পড়িয়া অভাগাদিগকে জন্মের মত মজাইয়া টাকার থলে বাঁধিয়া ঘরে গেলেই ফুরা-

(২) There can be no doubt that a people are not really advancing if, on the one hand, their increasing ability is accompanied by increasing vice, or on the other hand, while they are becoming more virtuous, they likewise become more ignorant. (Buckle's History of Civilization) Vol 1. page 175.

হল। না! না! ইহাদিগকে ঐ পাপের ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। ইহাদের যদি বিবাহ মন্ত্রের অর্থবোধ থাকিত, তাহা হইলে ইহারা ধান্য, দূর্ব্বা, তুলসীদল ও গঙ্গাজল হস্তে ধারণ করিয়া বেদমন্ত্রে শপথ করিয়া কতকগুলি সরলা রমণীর ঐহিক সুখের পথে কণ্টক রোপণ করিতে সাহসী হইত না। কোথায় ভর্ত্তা ভার্য্যাকে ভরণ পোষণ করিবে, ধর্ম্মপথের সহায় হইবে, না ঐ সব পাপিষ্ঠ কুলীন পতির ভরণপোষণের উপায় ভার্য্যাগণকে করিতে হয়। ভার্য্যারা দুঃখের জ্বালায় পরের বাড়ীতে খাটিয়া যে সামান্য পয়সা সঞ্চয় করে, ঐ বেহায়া কুলপুরুষেরা সে সমস্ত লুটিয়া চলিয়া যায়! কাটনা কাটিয়া পৈতা প্রস্তুত করিয়া দুঃখিনী কুলীন কন্যা দুই এক টাকা হয় ত মাসে উপার্জ্জন করিলেন, হয় ত তাহাই কুলীন পতির কুলমর্য্যাদা স্বরূপ না দিলে তিনি বাটী প্রবেশ করিলেন না! ডাক্তারের দর্শনীর ন্যায় এই গুণধামদের নিমন্ত্রণ করিয়া দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদের ভার্য্যার সঙ্গে আলাপ করাইতে হয়!! ইহাদের হইতে স্ত্রীদের লজ্জা রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, ইহাদের স্ত্রীরা ইহাদের লজ্জা রক্ষা না করিলে চলে না!! অনেক স্থলে ইহারা অনায়াসে চির-প্রবাসী থাকিয়াও "গূঢ়োৎপন্ন (৩)" পুত্র মুখাবলোকন করিয়া পুন্নাম নরক যন্ত্রণা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অনেক কুলীন পিতা জানিয়া শুনিয়া সগর্ভা কন্যা সম্প্রদান করিয়া কুলের ধ্বজা তুলিয়া যমালয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন। ঐ সব কাম-পীড়িতা কন্যাকে বিবাহ করিয়া অনেক কুলীনপতি বহুল "কানীন পুত্রের" (৪) পিতা হইয়া থাকেন। আবার মেল বাঁধুনির জ্বালায় অনেক কুলীন কন্যার অদৃষ্টে বর জুটিয়া উঠে না। কাজে কাজেই তাহাদিগকে ৪০। ৫০ বৎসর কাল অবিবাহিত অবস্থায় চিরদুঃখে কালাতিপাত করিতে হয়। হয় ত সৌভাগ্য প্রযুক্ত কোন মরণোন্মুখ অশীতিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ সমেল পাত্র পাইয়া কুলীন পিতা কুলকর্ম্ম করিবার জন্য ৭০ বৎসরের

(৩) উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়তে কস্য সঃ।"
সগৃহে গূঢ়উৎপন্নস্তস্য স্যাৎ যস্য তল্পজঃ॥ মনুস্মৃতি। ৯। ১৭০।
অর্থাৎ। নিজ ভার্য্যার অপর অজ্ঞাত পুরুষদ্বারা জাত পুত্রকে গূঢ় উৎপন্ন পুত্র বলা যায়।

(৪) "পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবং।" মনুস্মৃতি। ৯। ১৭২।
অর্থাৎ। পিতৃগৃহে থাকিয়া কন্যা অপ্রকাশে যে সন্তান উৎপাদন করে, ঐ কন্যাকে যে বিবাহ করে, ঐ সন্তান উহার কানীন পুত্র হয়।—

বৃদ্ধা কুমারী কন্যার আইবড় নাম ঘুচাইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন! আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যাহারা বৎসরে পঁচিশটী বিবাহ করিয়া বেড়ায়, তাহারা তাহাদের অভাগিনী সরলা দুহিতাদিগকে কি ভাবিয়া আজীবন অবিবাহিতাবস্থায় রাখিতে সাহসী হয়!! ধিক্ এই সব মূর্খ কাপুরুষদিগকে! ইহারা অনেক সাধ্বী সতীকে চক্ষের জলে ভাসাইয়াছে! ইহারা অনেক কুমারীকে জন্মের মত ভিখারিণী করিয়াছে। ইহারা অনেক সরলাকে কুটিল ও ব্যভিচারিণী করিয়া তুলিয়াছে। ধিক্ ইহাদের জীবনকে ধিক্!!!

এই কৌলীন্য প্রথা হইতে এক দল জানোয়ার জন্মিয়াছে, ইহাদিগকে সচরাচর লোকে "ঘরজামাই" বলে। এই আহ্লাদে পুতুল গুলো পোষিত বিড়ালের ন্যায় লাথি ঝাঁটা খাইয়াও আড়াই পা যাইলেই সব ভুলিয়া যায়। পত্নী-সেবা ইহাদের প্রধান ব্রত। পত্নীর পদসেবা না করিয়া ইহাদের শ্বশুরঘর করিবার যো নাই। গৃহস্থের বিড়াল কুকুরে আর কুলীন ঘরজামাইয়ে কোন প্রভেদ নাই।

কোথায় পত্নী পতি-ঘর করিয়া তাঁহার গৃহিণী হইবে, না এই সব পতিত পতি পত্নী ঘর করিয়া শ্বশুরবাটীতে চাকরবৎ পড়িয়া থাকে! ইহারা পত্নীর জনক জননীকেই পিতা মাতা বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। ধিক এই সব সন্তানকে ধিক্!

হিন্দুকুচি ও হিন্দু রীতি নীতি যে নিতান্ত দূষিত হইয়াছে, এই সব তাহার প্রমাণ। হিন্দু সমাজের বক্ষে আগ্নেয় পর্ব্বতের ন্যায় এ সকল মর্ম্মান্তিক অগ্নি জ্বলিতেছে। এমন সৎপুত্র কে যিনি তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারেন? এমন মহাত্মা কোথায়? এমন পুণ্যাত্মা কে? যিনি ভগীরথের সগরবংশ উদ্ধারের ন্যায় এই প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজকে উদ্ধার করিতে পারেন?

অনেকে এবম্বিধ গুরুতর বিষয়কে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা আপনা আপনি সংশোধিত হইয়া আসিবে। তাঁহারা ইহা অপেক্ষা কতিপয় কাল্পনিক সামাজিক দোষোদ্ঘাটন করিতে সদাই ব্যস্ততা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, সামান্য ক্ষুদ্র বীজ কালক্রমে বটক্রমে পরিণত হইয়া থাকে, সামান্য হইতেই মহতের উৎপত্তি হয়। ইহাঁদের জানা উচিত যে পণ্ডিতেরা অতি যৎসামান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াই মহত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগী হওয়াতেই মহৎ

বিষয় রাশি বিজ্ঞানালোক-প্রভাবে তাঁহাদের দিব্য চক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে (৫)।

কৌলীন্য-বিবাহ হইতেই হিন্দুসমাজে অসতীত্বের বীজ রোপিত হইয়াছে। হিন্দু ললনাগণের মহাধন সতীত্ব রত্ন কেবল কুলীন পতির অত্যাচারে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল! এই কৌলীন্য প্রথার জ্বালায় অনেক কুলকামিনী দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয় তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া, কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া কুপথের পথিক হইয়াছে। তাহাদের সে পাপের জন্য দায়ী কে? তাহাদের নিষ্ঠুর কুলান্ধ পিতা মাতা কি সে মহাপাপের অংশভাগী নহে? তাহাদের নির্লজ্জ মূঢ় পতিরা কি সে পাপের জন্য শাস্তি পাইবে না?

কৌলীন্য-বিবাহ হইতেই অসহায় হিন্দু বিধবার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। একজন জরাজীর্ণ ৭০। ৮০ টী সুন্দরীর জীবন যৌবন হস্তে লইয়া অল্পকালের মধ্যে যমালয়ে নিজ দুষ্কৃতির উপযুক্ত যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে চলিয়া গেল, আর এদিকে এক মুহূর্ত্তে এতগুলি কুলবালা চির বৈধব্য ব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। হা! হিন্দুসমাজ! তোমার কি বিবেচনা নাই? তোমার কি হৃদয় নাই? তোমার কি বিবেক নাই? তোমার ষড়দর্শনের যুক্তিপরম্পরা কি কোন কার্য্যকারক হইল না? তোমার সহস্র সহস্র শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রের কি এই শেষ মীমাংসা হইল? তোমার পূজা পদ্ধতি যাগ যজ্ঞের কি এই পূর্ণাহুতি হইল? তোমার অসংখ্য আশ্রম গ্রহণ ও তীর্থ ধারণের কি এই শেষ পুণ্য প্রকাশ পাইল? ধিক্ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজকে! তোমাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারি না। ধিক্ তোমার শিক্ষাকে! ধিক তোমার করণ কারণকে! ধিক্ তোমার আভ্যুদয়িক ও কুশণ্ডিকাদিকালীন বেদ মন্ত্র উচ্চারণকে। ধিক্ তোমার অগ্নিসম্মুখে লাজ হস্তে সপ্তপদী গমনকে!

তোমার উপর ঋষিদিগের অভিসম্পাত যেমন ফলিয়াছে, এমন কুত্রাপি দেখা যায় না। তাঁহারা তোমার বর্ত্তমান অবস্থাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বোধ হয় দৈব বলে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে " শোচন্তি যাময়োযত্র বিনশ্য-

---

(৫) There is nothing, sir, too little for so little a creature, as man. it is by studing little things that we attain the great art of having as little misery and as much happiness as possible.

(Dr Johnsons life, By Boswell. Page 107)

ত্যাশু তৎ কুলং” অর্থাৎ যে কুলে অবলাগণ সদাই শোক প্রকাশ করে, সে কুল নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহাই হইয়াছে।

কৌলীন্য বিবাহ হইতে কন্যাবিক্রয় প্রথা আজও হিন্দুসমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। আশ্চর্য্য, যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রশাসনে দূর দূরস্থ আফ্রিকার কাফ্রিরা পর্য্যন্ত দাস বিক্রয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, সেই ব্রিটিশ সিংহাসনের নিকট দাঁড়াইয়া অবাধে হিন্দুসমাজ কন্যা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে! রাজপুরুষেরা কিছুই বলিতেছেন না। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন যোগ নাই। কৌলীন্য প্রথা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। ইহা হিন্দুরাজা বল্লালসেনের কৃত। আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজরাজ ইহার অনায়াসে উন্মূলন করিতে পারেন। তাহা হইলে সমাজের বহুল উপকার দর্শিতে পারে। তাহা হইলে যে কেবল দুর্ভাগা বংশজেরা বাঁচিয়া যায় এমন নহে, সমগ্র হিন্দু ভামিনীগণ জন্মের মত কৃতার্থ হয় সন্দেহ নাই। কন্যা বিক্রয়কারী পিতামাতাদের জানা উচিত, তাঁহারা জ্ঞাতসারে যে মহাপাপ করিতেছেন, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাঁহারা মূল্যের পরিবর্ত্তে কন্যাপণ বলিয়া যে অর্থ লন, তাহা পরে তাঁহাদিগের অশেষ যন্ত্রণাদায়ক হইবেই হইবে। তাঁহারা কন্যা বিক্রয় করিয়া যতগুলি টাকা সংগ্রহ করেন, তাঁহাদের জন্য যমালয়ে ততগুলি কণ্টকশয্যা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জন্য অনুরোধ যে—

“ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্লন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী।”

(স্মৃতিঃ)

অর্থাৎ জ্ঞানবান পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কদাপি কিঞ্চিন্মাত্র পণ গ্রহণ করিবেন না। লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়—(ঝিলাম)

সাংখ্যদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যদি এরূপ হইল, তবে উপাসনার ফল কি? এই আভাসে সূত্রকার ঊনত্রিংশ সূত্রের আরম্ভ করিতেছেন।

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥ সূ।

ভাবনাখ্যোপাসনানিষ্পত্ত্যা শুদ্ধস্য নিষ্পাপস্য পুরুষস্য প্রকৃতেরিব সর্ব্ব-

মৈশ্বর্য্যং ভবতীত্যর্থঃ। প্রকৃতির্যথা সৃষ্টিস্থিতিসংহারং করোতি এবমুপাসকস্য বুদ্ধিসত্ত্বমপি প্রকৃতিপ্রেরণেন সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃ ভবতীতি। ভা॥

ভাবনারূপ উপাসনাবাহুল্যে পুরুষ নিষ্পাপ হয়। পুরুষ নিষ্পাপ হইলে প্রকৃতির ন্যায় তাহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্তৃত্ব জন্মে।

সাংখ্যমতে জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। যে যে উপায় দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়, এক্ষণে তাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

রাগোপহতির্ধ্যানং॥ ৩০॥ সূ॥

জ্ঞানপ্রতিবন্ধকোযোবিষয়োপরাগশ্চিত্তস্য তদুপঘাতহেতুর্ধ্যানমিত্যর্থঃ। উপচারেণ কার্য্যকারণয়োরভেদনির্দ্দেশোরাগক্ষয়স্য ধ্যানত্বাসম্ভবাৎ। অত্র-ধ্যানশব্দেন ধারণাধ্যানসমাধয়োযোগোক্তাস্ত্রয়এব গ্রাহ্যাঃ পাতঞ্জলে যোগাঙ্গানামষ্টানামেব বিবেকসাক্ষাৎকারহেতুত্বশ্রবণাদিতি। এতেষাং চাবান্তর-বিশেষাস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যাঃ। ইতরাণি চ পঞ্চাঙ্গানি স্বয়ং বক্ষ্যতি। ভা।

ধ্যান জ্ঞানের প্রধান সাধন। চিত্তের বিষয়বাসনার নাম রাগ। সেই রাগ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সেই প্রতিবন্ধকভূত বিষয়োপরাগের উচ্ছেদ কারণ ধ্যান। অর্থাৎ ধ্যান হইতে বিষয় বাসনার উচ্ছেদ হয়। তাহা হইলেই ধ্যান জ্ঞান লাভের কারণ হইল! এস্থলে টীকাকার বলেন ধ্যান শব্দে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলা হইয়াছে। ফলতঃ ধ্যান শব্দে সেই তিনটী বুঝাইবে।

উপরে ধ্যানকে জ্ঞানের কারণ বলা হইল। কিন্তু সেই ধ্যানের আরম্ভ মাত্রে জ্ঞানলাভ হয় না, ধ্যানের পূর্ণতা চাই। কিরূপ হইলে ধ্যানের পূর্ণতা হয়, এক্ষণে তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ॥ ৩১॥ সূ॥

ধ্যেয়াতিরিক্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ সম্প্রজ্ঞাতযোগেন তৎসিদ্ধির্ধ্যানস্য নিষ্পত্তির্জ্ঞানাখ্যফলোপধানরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অতস্তাবৎপর্য্যন্তমেব ধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ। ইতরবৃত্তিনিরোধে সত্যেব বিষয়ান্তরসঞ্চারাখ্যপ্রতিবন্ধাবগমাৎ-ধ্যেয়সাক্ষাৎকারোভবতীতি কৃত্বা যোগোঽপি জ্ঞানে কারণং যোগাঙ্গধ্যানাদিবদিত্যপি মন্তব্যং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতীত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যোস্তবদগমাদিতি। ভা।

ধ্যেয় ভিন্ন পদার্থে চিত্তবৃত্তির সঞ্চার নিরোধ হেতুক ধ্যান নিষ্পত্তি হয়।

অতএব যে পর্য্যন্ত বিষয়ান্তরে চিত্তবৃত্তির গতিরোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ধ্যান করিবে। বিষয়ান্তরে চিত্তবৃত্তির গতি-রোধ হইলেই ধ্যেয় সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

ধ্যানের আর কয়েকটী সাধন আছে। সূত্রকার তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥ সূ ॥

বক্ষ্যমাণেন ধারণাদিত্রয়েণ ধ্যানং ভবতীত্যর্থঃ। ভা ॥

ধারণা, আসন ও স্বকর্ম্ম দ্বারা ধ্যান সিদ্ধি হয়। ধারণাদির ক্রমে লক্ষণ করা হইতেছে।

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাং ॥ ৩৩ ॥ সূ ॥

প্রাণস্যেতি প্রসিদ্ধ্যা লভ্যতে। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্যেতি যোগসূত্রে ভাষ্যকারেণ প্রাণায়ামস্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ। ছর্দ্দিশ্চ বমনম্। বিধারণত্যাগ ইতি যাবৎ। তেন পূরণরেচনয়োর্লাভঃ। বিধারণঞ্চ কুম্ভকং। তথা চ প্রাণস্য পূরকরেচককুম্ভকৈর্যোনিরোধোবশীকরণং সা ধারণেত্যর্থঃ। আসনকর্ম্মণোঃ স্বশব্দেন পশ্চাল্লক্ষণীয়তয়া সূত্রে পরিশেষতএব ধারণায়াললক্ষ্যত্বলাভাৎ-ধারণাপদং নোপাত্তম্। চিত্তস্য ধারণা তু সমাধিবৎ ধ্যানশব্দেনৈব গৃহীতেতুক্তং। ভা।

পূরক রেচক কুম্ভক দ্বারা প্রাণ বায়ুর বশীকরণের নাম ধারণা।

স্থিরসুখমাসনং ॥ ৩৪ ॥ সূ ॥

যৎ স্থিরং সৎ সুখসাধনং ভবতি স্বস্তিকাদি তদাসনমিত্যর্থঃ। ভা।

যেটী স্থির থাকিয়া সুখের সাধন হয়, তাহার নাম আসন। যথা—স্বস্তিকাদি।

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং ॥ ৩৫ ॥ সূ।

সুগমং। তত্র কর্ম্মশব্দেন যমনিয়ময়োর্গ্রহণং জিতেন্দ্রিয়ত্বরূপঃ প্রত্যাহারোঽপি সর্ব্বাশ্রমসাধারণতয়া কর্ম্মমধ্যে প্রবেশনীয়ঃ। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রে জ্ঞানসাধনতয়া প্রোক্তানাষ্টৌ যোগাঙ্গান্যত্রাপি লব্ধানি। যথা তৎসূত্রং। যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানীতি। তেষাঞ্চ স্বরূপং তত্রৈব দ্রষ্টব্যং ॥ ভা ॥

যে ব্যক্তি যে আশ্রমে বাস করে, তাহার সেই আশ্রমবিহিত অনুষ্ঠানের নাম স্বকর্ম্ম। টীকাকার বলেন কর্ম্ম শব্দে যমনিয়মাদিও বুঝিতে হইবে।

উত্তম, অধম, মধ্যম, তিন প্রকার অধিকারী। উত্তম অধিকারীর যেরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলা হইতেছে।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ সূ ॥

কেবলাভ্যাসাৎ ধ্যানরূপাদেব বৈরাগ্যসহিতাৎ জ্ঞানং তৎসাধনযোগশ্চ ভবত্যুত্তমাধিকারিণামিত্যর্থঃ। তদুক্তং গারুড়েঽপি।

আসনস্থানবিধয়োন যোগস্য প্রসাধকাঃ।
বিলম্বজননাঃ সর্ব্বে বিস্তরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ ইতি।

অথবা বৈরাগ্যধ্যানাভ্যাসাবত্র ধ্যানস্যৈব হেতুত্বয়োক্তৌ চকারশ্চ ধারণাসমুচ্চয়ায়েতি। তদেবং জ্ঞানান্মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ। ভা।

বিষয়বৈরাগ্য ও ধ্যান হেতু উত্তম অধিকারীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

যে গুলি মোক্ষের সাধন,তাহার উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে সূত্রকার মোক্ষ প্রতিবন্ধকের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ ৩৭ ॥ সূ ॥

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ যোগোক্তাবন্ধহেতুবিপর্যায়স্যাবান্তরভেদাইত্যর্থঃ। তেন শুক্ত্যাদিজ্ঞানরূপাণাং বিপর্যায়াণামসংগ্রহেঽপি ন ক্ষতিঃ। তত্রাবিদ্যানিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যাশুচিসুখাত্মখ্যাতিরিতি যোগে প্রোক্তা। এবমস্মিতাপ্যাত্মানাত্মনোরেকতাপ্রত্যয়ঃ। শরীরাদ্যতিরিক্ত আত্মা নাস্তীত্যেবংরূপঃ ॥ অবিদ্যা তু নৈবংরূপা আত্মনঃ শরীরাশরীরোভয়রূপত্বেঽপি শরীরেঽহম্বুদ্ধ্যুপপত্তেঃ। রাগদ্বেষৌ তু প্রসিদ্ধাবেব। অভিনিবেশশ্চ মরণাদিত্রাস ইতি। রাগাদীনাং বিপর্য্যয়কার্য্যতয়া বিপর্য্যয়ত্বং ॥ ভা ॥

তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিপর্যায় পাঁচ প্রকার। যথা—অবিদ্যা,অস্মিতা,রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। অনাত্মায় আত্মজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। আত্মা ও অনাত্মা উভয়ের একতা জ্ঞানের নাম অস্মিতা। অভীষ্টের প্রতি অনুরাগের নাম রাগ। আর অনভীষ্টের প্রতি বিদ্বেষের নাম দ্বেষ। মরণাদি ত্রাসের নাম অভিনিবেশ।

তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অবিদ্যাদি বিপর্য্যয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে সেই অবিদ্যাদির কারণ যে অশক্তি তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু ॥ ৩৮ ॥ সূ ॥

সুগমং। এতদপি কারিকয়া ব্যাখ্যাতং।

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।

সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টিসিদ্ধীনাং।

বাধির্য্যং কুষ্ঠিতান্ধত্বং জড়তাজিঘ্রতা তথা।

মূকতা কৌণ্যপঙ্গুত্বে ক্লৈব্যোদাবর্ত্তমুগ্ধতাঃ॥

ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়াণামেকাদশাশক্তয়ঃ স্বতশ্চ বুদ্ধেঃ সপ্তদশাশক্তয়ঃ। যথা বক্ষ্যমাণানাং নবতুষ্টীনাং বিঘাতা নব তথা বক্ষ্যমাণানামষ্টসিদ্ধীনাং চ বিঘাতা অষ্টাবিতি মিলিত্বা চেমাঃ স্বতঃ পরতশ্চাষ্টাবিংশতির্বুদ্ধেরশক্তয় ইত্যর্থঃ। তু শব্দ এষাং বিশেষপ্রসিদ্ধিখ্যাপনার্থঃ॥ ভা॥

অশক্তি আটাইশ প্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের একাদশ, আর বুদ্ধির অশক্তি সতর প্রকার। ইহার পরে নয় প্রকার তুষ্টি ও আট প্রকার সিদ্ধির লক্ষণ করা হইবে। বুদ্ধির এই গুণগুলি না থাকিলেই তাহার তত্ত্ববোধে অশক্তি হয়। সুতরাং একাদশ ইন্দ্রিয়েরও তত্ত্বজ্ঞানে অশক্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যা অস্মিতা ও রাগদ্বেষাদি এই অশক্তি জন্মাইয়া দেয়। অবিদ্যাদি এইরূপে বিপর্য্যয় ঘটায় বলিয়া বিপর্য্যয় শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তুষ্টির্নবধা॥ ৩৯॥ সূ॥

স্বয়মেব নবধাত্বং বক্ষ্যতি। ভা॥

তুষ্টি নয় প্রকার। সূত্রকার স্বয়ং ইহার লক্ষণ করিবেন।

সিদ্ধিরষ্টধা॥ ৪০॥ সূ॥

অতদপি স্বয়ং বক্ষ্যতি॥ ভা॥

সিদ্ধি আট প্রকার। সূত্রকার ইহারও লক্ষণ করিবেন।

কল্পদ্রুম

যোগ-তত্ত্ব।

(গত প্রকাশিতের পর।)

স্বল্পাহার—যেমন অগ্নির সন্তাপে কলের গাড়ীর জল ধূমরূপে নির্গত হইয়া যায়, এবং যত ধূম উদ্গত হইতে থাকে, জলও তত স্বল্প হইয়া পড়ে; সেইরূপ এমন অনেকগুলি কারণ আছে, যদ্দ্বারা দেহের বিধান উপাদান ক্ষয় হয় এবং ঐ বিধান-উপাদান যত ক্ষয় হইতে থাকে, শরীরও তত কৃশ হইয়া পড়ে। জলে যেমন সন্তাপ না লাগাইলে উহা ধূমরূপে পরিণত হয় না; সুতরাং উহার ক্ষয়ও হয় না। শরীরের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ নিয়ম,—যে যে কারণে দেহের বিধান-উপাদানের ক্ষয় হয়, যদি সেই সকল কারণ বর্ত্তমান না থাকে, তবে দেহ কৃশ হয় না। যেমন বাষ্প নির্গত হইয়া কলের গাড়ীর জল স্বল্প হইয়া পড়িলে আবার জলাধার জলে পরিপূর্ণ করিতে হয়, নতুবা কল চলে না; সেইরূপ দেহের ক্ষয় হইলেও শারীরিক বিধান-উপাদানের ক্ষতিপূরণ করিতে হয়, নচেৎ শরীর রক্ষা পায় না। প্রাণিমাত্রেই ভোজনের দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণ করে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণে ক্ষয় হইবে, সেই পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক। সন্তাপ দ্বারা জলের ক্ষয়ের ন্যায় শ্রমাদির দ্বারা দেহোপাদানের ক্ষয় হয়। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী মনুষ্য যাহাদিগকে জীবিকা লাভের জন্য প্রত্যহ উৎকট পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারা অতিভোজী; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি শ্রমবিমুখ, চুপ করিয়া নিস্তব্ধভাবে এক স্থানে দিন যাপন করে, তাহাদের আহার নিতান্ত স্বল্প।

ক্ষয়ানুরূপ ভোজন সামগ্রী আবশ্যক করে, যদি এই বিধি যুক্তিসঙ্গত এবং শ্রমাদির দ্বারা দৈহিক ক্ষয় হয়, এ কথা বিবেচনা সিদ্ধ হইল; তবে ত যোগীর শারীরিক ক্ষয় নাই বলিলেই হয়। যোগী এক স্থানে নিশ্চলভাবে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় কেবল পরমাত্মার তত্ত্বানুধ্যানে আনন্দ লাভ করিতেছেন;—চিত্তে কেবল আনন্দের উৎস,—কেবল প্রীতির তরঙ্গ উচ্ছলিত

হইতেছে। সুতরাং ক্ষয় অধিক হইল না; অতএব ভোজ্য দ্রব্যও যৎসামান্য হইলে পর্য্যাপ্ত হয়। ক্রমে দেহ আবার এত ক্রিয়াবিহীন হইয়া আইসে যে, তখন কিছু কাল কোন দ্রব্য আহার না করিলেও কোন অপকার হয় না। এই জন্য যোগী অনাহারে কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারেন।

পাঠক! এখন সহজে বুঝিতে পারিবেন, শ্বাসরোধ করিলেও সহসা কেন প্রাণীর প্রাণ বিয়োগ হয় না। শ্বাসক্রিয়া দ্বারা দেহের কি উপকার সাধিত হয়?—শ্বাসক্রিয়া দেহের মার্জ্জনী, রক্তের যত মলিনতা, যত বিকৃত পদার্থ ইহার দ্বারা দূরীভূত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, শ্রমাদির দ্বারা দেহের বিধান-উপাদান ধ্বংস হইতে থাকে। সেই সকল ধ্বস্ত পদার্থ মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও শ্বাসক্রিয়া দ্বারা দেহ হইতে দূরীকৃত করা হয়। এখন দেখা যাইতেছে শ্রমের স্বল্পতা এবং আহারের স্বল্পতা হওয়ায় দৈহিক ক্ষয়েরও স্বল্পতা হইয়া পড়ে। কাজে কাজে দেহমধ্যে অধিক বিকৃত পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। সকল কাজেই এইরূপ বিধি আছে যে, প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। যেখানে কোন দ্রব্যের অধিক প্রয়োজন, সেখানে তাহার মূল্যও অধিক। যেখানে সে দ্রব্যের অল্প প্রয়োজন, সেখানে তাহার মূল্যও নিতান্ত অল্প; আবার যেখানে তাহার প্রয়োজন নাই, সেখানে তাহার কিছুই মূল্য নাই। নানাপ্রকার কৌশল দ্বারা যদি দেহমধ্যে অল্প বিকৃত পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে, তবে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য সামান্য মাত্র উপায় থাকিলেই যথেষ্ট হইল। অতএব সেখানে শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন অধিক নাই।

জননীর জরায়ু মধ্যে যখন শিশু বাস করে, তখন তাহার শ্বাসক্রিয়া থাকে না। ফুস্‌ফুস্ যকৃতের ন্যায় নিরেট,—ঘর্ম্ম নাই, মল মূত্রও নাই। শরীর পোষণ, শোণিত সংস্করণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রসূতিকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। যাহাকে আমরা ফুল বলি (Placenta) তৎকর্ত্তৃক গর্ভধারিণীর নির্ম্মল রক্ত শিশুশরীরে আনীত হয় এবং তাহাই জরায়ুস্থিত সুকুমার সন্তানকে পোষণ করে। ঐ ফুল এবং শিশুর যকৃৎ তাহার জীবন লাভের প্রধান সহায়। যকৃৎ মধ্যে পরিষ্কৃত শোণিত নীত হইয়া দেহে সঞ্চালিত হইতে থাকে। সন্তানের দেহে যে সকল বিকৃত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ ফুল দ্বারা গর্ভধারিণীর দেহে প্রবেশ করে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, প্রসবের পর কোন কোন শিশুর কিছুমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। সে স্থলে গালে চড় মারিয়া বক্ষস্থলে পর্য্যায়ক্রমে ঈষৎ উষ্ণ ও শীতল জল ঢালিয়া শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। নবপ্রসূত সন্তান সর্ব্বদাই ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতে থাকে। তাহা বিশেষ হিতকর। ঐরূপ চিৎকার দ্বারা ফুস্‌ফুস সছিদ্র হয়; সুতরাং তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ সুগম হইতে থাকে।

সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্রাম এবং স্বল্পাহার জন্য যোগীর শরীরমধ্যে অধিক দূষিত দ্রব্য উদ্ভূত হয় না। এজন্য যকৃতের দ্বারা রক্ত শোধনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রের দ্বারা যে পরিমাণে কার্য্য সাধিত হয়, বোধ করি যোগীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তবে দৈহিক বিকৃত পদার্থ যদি কিছু অতি-রিক্ত হইয়া পড়ে, তাহা দেহমধ্যেই থাকিয়া যায় এবং তন্মূলক যোগীর চৈতন্য থাকে না। দূষিত পদার্থ দেহ হইতে নির্গত না হইলে যে কিরূপ বিষক্রিয়া করে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ঐ সকল বিষময় দ্রব্য শরীর মধ্যে সঞ্চিত না হইলে স্পন্দবিহীন সমাহিত যোগী কখনই এত অজ্ঞান হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু ঐ দূষিত দ্রব্যের পরিমাণ বড় অধিক নয়। অধিক হইলে জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। সমাহিত সাধকের যে প্রকার অবস্থা হয়, তাহা মৃত্যুতুল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে যে সমাহিত সাধক চল্লিশ দিন সিন্দুকমধ্যে বদ্ধ ছিলেন, তাঁহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সমাধিকালে যোগী কিরূপ অব-স্থায় থাকেন, তদ্বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা উত্তমরূপ জানিতে পারিবেন।

কুমার নবনিহাল সিংহের বিবাহের সময় দাক্ষিণাত্য হইতে এক জন যোগী লাহোরে আইসেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি শিষ্যও ছিল। লাহোরে আসিয়া দিন কতক বিলক্ষণ ধূমধাম বাঁধাইলেন, অলৌকিক অদ্ভুত কাজ সকল দেখাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মভীরু অজ্ঞ লোক পালে পালে আসিয়া কেহ সন্তান কামনা করিত, কেহ অর্থ প্রার্থনা করিত, আজ এ পূজা, কাল সে যাগ; এই প্রকার আড়ম্বরের আর সীমা নাই। শিষ্যগণও যেখানে সেখানে গুরুর দৈবশক্তি ঘোষণা করিয়া বেড়াইত। কেহ বলিত,—'আমা-দের গুরুদেব অমর।" কেহ বলিত,—"ইচ্ছা করিলে গুরুদেব নিমিষ মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ভ্রমণ করিতে পারেন। কেহ বলিত,—গুরুকে মাটির

মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় না।" এইরূপে লাহোর নগরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সাধুর দৈবশক্তির কোন পরিচয় স্বচক্ষে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সাধু বলিলেন,—"মহারাজ! আমি সমাহিত হইয়া চল্লিশ দিন রুদ্ধ থাকিতেছি, আপনি দেখুন।" এই বলিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। শিষ্যগণ মোম ও তুলা দিয়া সাধুর মুখ, নাক, কাণ এবং চক্ষু বন্ধ করিল। পরে রক্তবর্ণ বস্ত্রের থলের ভিতর রাখিয়া তাঁহার মুখ সেলাই করিয়া দিল। রাজ-কর্ম্মচারিগণ তদবস্থায় যোগীকে একটী কাঠের সিন্দুক মধ্যে পূরিয়া তালা লাগাইল। কিন্তু তাহাতেও বিশ্বাস নাই; কি জানি কখন কি কৌশলে পাছে বাহির হয়, তজ্জন্য একটী উদ্যানের বারদ্বারি ঘরে রাখিয়া তাহার দ্বার পাকা করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইল। ছাদের উপর এবং ঘরের চতুঃ-পার্শ্বে পাহারা রহিল। চল্লিশ দিন পরে সাধুকে সিন্দুক হইতে বাহির করা হয়। তৎকালে পলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল ওয়েড, ডাক্তার মরে, ডাক্তার মাক্‌গ্রেগর এবং অন্যান্য অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী সেস্থলে উপস্থিত ছিলেন। যখন সাধুকে বাহির করা হইল, ডাক্তার সাহেব তাঁহার দেহ উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু জীবনসত্বের কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন,—স্পন্দ রহিত,—শ্বাস নাই; ফলতঃ স্পষ্ট মৃত দেহই বোধ হইল। শিষ্যগণ নাক, মুখ, কাণ এবং চক্ষু হইতে তুলা ও মোম বাহির করিয়া বাদাম তৈলে ব্রহ্মতালু মর্দ্দন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগী চক্ষু মেলিয়া সর্পের মত সতেজ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সচ্ছন্দ হইয়া স্বয়ং শীতল জলে স্নান করিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে দুই হাজার টাকা মূল্যের একটী খেলাত এবং অন্যান্য অনেক সামগ্রী পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেখানে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন যে, "যদি আপনারা আমাকে সমস্ত কলিকাতা নগর পুরস্কার দেন, তবে আমি সম্বৎসর এই ভাবে থাকিতে পারি।"

উপরে যে সাধকটীর বিষয় বর্ণিত হইল, তিনি সর্পাদির হৈমন্তিক নিদ্রার তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং সেই কৌশল সবিশেষ অভ্যাস করিয়া-ছিলেন। কিন্তু যোগের প্রকৃত ফল কই? এখনও যে ভোগস্পৃহা বিলক্ষণ বলবতী। সংসার-সুখ-বীতরাগ সিদ্ধপুরুষের আবার পুরস্কার কেন? যদি

যদি সমাধিসিদ্ধ হইলে এক দেহ হইতে অন্য দেহে, এক লোক হইতে অন্য লোকে অবলীলাক্রমে গমন করা যায়, অভিনব বিষয় সকলের উদ্ভাবন করা যায়; আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, অমৃত বর্ষণ, দেবজ্যোতির্নিঃসরণ প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপার সকল ইচ্ছামাত্র সম্পন্ন হইতে পারে; তবে এ খেলাত গ্রহণে ফল কি? রাজার নিকট পুরস্কার লইতে সাধকের কি নিমিত্ত অভিরুচি হয়? তিনি যে একবার মনন করিলে কত শত এমন খেলাত কল্পনা করিতে পারিতেন যাহা চর্ম্মচক্ষে কেহ কখন দেখে নাই। মনুষ্যে কারিগরি কি জানে?—মনুষ্যের কি আবার নিপুণতা আছে?—না, রচনা কৌশল আছে? সাধক মানস করিলে যে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মঠ হস্তের হুনুরি আসিয়া পড়িত,—যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই,—অনুমানেও ভাবিতে পারে না। কেবল ঐ খেলাত গ্রহণেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সমাহিত যোগী যে লোকাতীত ধর্ম্ম লাভ করিতে পারেন, সে কথা আর আমাদের বিশ্বাস হয় না।

কলিকাতার হোসেন খাঁও বলিতেন যে, তিনি মনে করিলে পৃথিবীর কোথায় কি আছে সকল কথা বলিতে পারেন। পুরাতন ভাঙ্গা অট্টালিকা ও অন্যান্য যে যে স্থানে টাকা, মোহর ইত্যাদি মহামূল্য ধন পোতা আছে, ইচ্ছা করিলে তাহা তিনি সকলি জানিতে পারেন এবং এক স্থানে বসিয়া তৎসমুদায় সংগ্রহ করিতে পারেন; কিন্তু ধনের স্পৃহা নাই; অতএব তৎসমুদায় সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই। মুখে ধর্ম্ম-কথা, গতি পাপ পথে। ধীরে ধীরে বেস সৎ কথাগুলি বলিতেন, কিন্তু জুয়াচোরের শিরোমণি ছিলেন। কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। মানুষের মন স্বভাবতঃ বড় ঋজু ও কপটতাশূন্য। অনেক দেখিয়া অনেক ঠেকিয়া তবে কুটিলতা শিক্ষা করিতে হয়। নতুবা মনের স্বাভাবিক অবস্থা বড় নির্ম্মল। কোন একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে বিশ্বাস জন্মে। প্রতারক লোক মানুষের মনের এই প্রকার ভাবগতি দেখিয়া নানারূপ প্ররোচন দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লয়। মধ্যে মধ্যে সভ্য ও সুশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে যে পিশাচতত্ত্বের ঢেউ উঠে, তাহাও এইরূপ। প্রতারণার এমন আশ্চর্য্য শক্তি যে তাহার ষড়যন্ত্রে চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মতি চ্ছন্ন হয়।

পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিদিগের প্রণীত যোগশাস্ত্রে, ষড়্‌চক্রভেদে এবং তন্ত্রের অন্যান্য অঙ্গে যে সকল যোগের কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার

ফলশ্রুতি যেরূপ লিখিত আছে, তাহার মর্ম্মভেদ করা দুর্ঘট। যোগ-পরায়ণ পরমহংসদিগের নিকটও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহারাও মনের মলিনতা দূর করিতে পারেন নাই,—তাঁহাদের নিকটেও সন্দেহ ভঞ্জন হয় নাই। ষড়্‌চক্রভেদ কি রূপকবর্ণনা?—তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কাশীস্থ রামব্রহ্মতীর্থ স্বামীর কাছে তদ্বিষয়ে যতদূর পরিষ্কার উপদেশ পাইয়াছি, পাঠকদিগকে তাহা জ্ঞাত করিব। ফলতঃ তাহাতেও মনের তৃপ্তি জন্মে না। যদি ঐ সকল শাস্ত্র মিথ্যা বলি, তবে তল্লেখকদিগকে অবমাননা করা হয়, যদি সত্য বলি তবে কার্য্যতঃ তাহার ফল কোথা? তবে, পাঠক! আমারও বলিয়া কাজ নাই; তোমারও বলিয়া কাজ নাই; হরিহর মধ্যস্থ হইয়া আমাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিউন—

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী।
করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমেব চ।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে।

মলমাসতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

এই লোকে শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের তামসী গতি। করালভৈরব, বাম, যামল এবং তদ্রূপ অন্যান্য যে সকল মোহশাস্ত্র আছে, সে সমুদয় ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

অতএব আমাদের আর মুখদোষী হইতে হইল না।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

(গতবারের পর।)

নারা। বরুণ! জামালপুর কৈ?

জামালপুরে অনেক বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা রেলের চাকরী করিয়া পতিত হইয়াছেন জানিয়াও, দেবগণ একস্থানে অনেকগুলি

বাঙ্গালীকে দেখিতে পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ট্রেন "ক্যাঁ কোঁ" শব্দে বাড় পরিত্যাগ করিয়া মোকামা ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ কর্ড লাইন পরিত্যাগ করিয়া লুপ লাইনে আসিবেন, এজন্যে ট্রেন পরিত্যাগ করিয়া অপর ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহারা যে কামরায় বসিয়াছিলেন, তাহাতে তখন সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন লোক ছিল। একটী বাঙ্গালী বাবুও ইঁহাদের সহিত ছিলেন। বাবুটী পাছে অপর লোক ঐ গাড়িতে উঠে এই আশঙ্কায় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া "স্থান নাই, স্থান নাই" বলিয়া অপর যাত্রীদিগকে বিমুখ করিতেছিলেন। ক্রমে এক ঝাঁক অসভ্য বেহারবাসী গাত্রের বোটকা গন্ধ বাহির করিয়া কোলাহল করিতে করিতে ঐ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের এক এক জনের স্কন্ধে এক একটী তিন চারি মণ আন্দাজ পোঁটলা। ট্রেনে উঠিবার সময় বেহারবাসিদিগের সহিত মেষের পালের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মেষের পাল যেমন নদী পার হইবার সময় তীরে আসিয়া চীৎকার করিতে থাকে, প্রাণান্তেও জলে নামে না, পরিশেষে একটার কাণ ধরিয়া পার করিয়া দিলে দল্‌কে দল আপনা হইতে পার হইয়া যায়। ইহাদেরও তদ্রূপ অনেকটা অবস্থা ঘটে। গাড়িতে স্থান থাক্ বা না থাক্, দলের মধ্যে একজন যে গাড়িতে উঠিবে পালে পালে সেই গাড়িতে উঠিয়া স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তথাপি অন্য গাড়িতে যাইবে না। কোন ব্যক্তি কোন স্থানে যাইবার সময় বোধ হয় যেন পাঁচখানি গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া জুটাইয়া আনিয়াছে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে সমস্ত ঝাঁকটা আমাদের দেবগণের কামরার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যে বাবু দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া লোক উঠিতে দিতেছিলেন না, তাঁহার খালি স্থানটী দেখিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিল; সুতরাং সমস্ত দলটা দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। গোলযোগ দেখিয়া গার্ড সাহেব নিকটে আসিয়া কহিলেন "এখানে কি?" তাহারা কহিল "ভিতরে স্থান আছে উঠিতে দিতেছে না।" তৎশ্রবণে সাহেব সজোরে গাড়ির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে উঠিতে কহিলেন। অর্দ্ধেক আন্দাজে উঠিয়া গায় গায় হইয়া যখন স্থানাভাবে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে লাগিল, তখন সাহেব অবশিষ্ট গুলোকে রুলপেটা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। যাই-

বার সময় বাঙ্গালী বাবু কাতর স্বরে কহিলেন "সাহেব কল্লে কি?" সাহেব তদুত্তরে কহিলেন, "হউ বুড়ি নিগার, গোল মৎ করিও।"

বরুণ চাহিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ পিতামহ লোকের ভীড়ে কোণ-ঠেশা হইয়া দম আটকাইয়া মারা পড়িবার মত হইয়াছেন,কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন দেবতারা নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্থান করিয়া দিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সৃষ্ট, যাঁহার আদেশে রবি শশী উদয় অস্তে যাইতেছে, যিনি কটাক্ষে সকল করিতে পারেন, আজ রেলগাড়ীতে তাঁহার কি দুর্দ্দশা! ট্রেণে দেখ্‌চি ভদ্র, শূদ্র, রাজা, প্রজা, নর,অমর সকলেরই এক দশা!!

ব্রহ্মা। বরুণ! ইহাদের গাত্রে এমন দুর্গন্ধ কেন?

বরুণ। উহারা যে বস্ত্র পরিধান করে তাহা না মলে পরিত্যাগ করে না। বস্ত্রখানি জলে ভিজিলে পাছে শীঘ্র ছিন্ন হয়, এই আশঙ্কায় সহজে জলাভিষিক্ত হতে দেয় না। অনেক যত্নেও যদি ছিন্ন হয়, তাহাতে পিরাণ সেলাই করে। তাহা ছিন্ন হইলে তালিরূপে কাঁথাতে উঠে। সুতরাং সেই কাঁথা ধুকড়ি সঙ্গে এনেছে, ও গন্ধ কি সহজে যায়?

ব্রহ্মা। জামালপুর আর কত দূর, শীঘ্র নাম্‌তে পারিলে বাঁচি, গন্ধে আমার প্রাণ যায়।

ঐ কথা কয়েকটী তিনি এমন স্বরে বলিয়াছিলেন যে, শুনিলে পাষাণ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয়। হায়! আজি আমি এই সমস্ত কথা প্রচার করিতে বসিয়াছি। এই অপরাধে না জানি লোকে আমাকে কত ব্যঙ্গ করিতেছেন। হয়তো আমি দেবগণের অবমাননা করিতেছি বলিয়া কত হিন্দু সন্তান আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন। কেহ কেহ আমাকে নাস্তিক মনে করিয়া আমার অগোচরে কত তিরস্কার ও ধিক্কার দিতেছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় অগ্রে শনিদেবকে তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া উচিত। আজি শনি যদি ভারতের এ অবস্থা না করিতেন, আজি শনি যদি আমার স্কন্ধে চাপিয়া না বসিতেন, কে দেবগণকে মর্ত্ত্যে আসিতে দেখিতে পাইত? আর এক কথা, বিধাতারও এ বিষয়ে কিছু দোষ আছে,—তিনি সকলের ভাগ্যে লিখিয়া থাকেন। সুতরাং নিজভাগ্যে ও ভারতভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন অদ্য তাহারই অভিনয় হইতেছে, আমাদের লেখা উপলক্ষ মাত্র। যদি তিনি ভারতকে পূর্ব্বের ন্যায় রাখিতেন, তাহা হইলে আজি তাঁহাদের এ দশা

ঘটিবে কেন? এ ভারত, এ রেলওয়ে ট্রেণ কাহার? এ সকল ত তাঁহার ভারত সন্তানগণের নহে। তবে আজি ভারতে আসিয়া ভারতের দেবগণ ট্রেণে উঠিয়া কাহার নিকট আদর পাইবেন? অনেকের ইচ্ছা দেবগণকে স্পেস্যাল ট্রেণে আনিয়া প্রিন্সেপ ঘাটে তুলিয়া তোপধ্বনি করিলে এবং কলিকাতা মহানগরী এই উপলক্ষে আলোক মালায় বিভূষিত করিলে তবে দেবগণের সম্মাননা করা হইত। কিন্তু আমাদের স্পেস্যাল কৈ? তোপ কৈ? দেবতাদিগের দৃষ্টিতে যে পাথুরে বন্দুক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবার যো নাই। গৃহে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া ধরে ধরে খাইলেও যে আত্মরক্ষার জন্য আমরা অস্ত্র ব্যবহারে অধিকারী নহি। যাক আমরা কিছুই চাই না। দেবগণ কেন আমাদিগকে আমাদের পূর্ব্বের অসভ্য অবস্থাতেই রাখিলেন না? তাহা হইলে আজি যে আমরা গো-শকটের ডাক বসাইয়া কত যত্নের সহিত কত পূজা করিয়া আনিতাম। তাঁহাদের সম্মানের জন্য পট্‌কা ও বোমে আগুন দিয়া কত আনন্দানুভব করিতাম। আমাদের স্ত্রীলোকেরা কত হুলুধ্বনি দিত। আমাদের চাকচক্যশালী কাঁচের ফুকো শিশি নাই সত্য, কিন্তু সামান্য মাটির প্রদীপের ত অভাব ছিল না। আমাদের রাজমার্গে আলোকস্তম্ভ নাই থাকুক, কদলী বৃক্ষর ত অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের কি আছে?

ব্রহ্মা। বরুণ! আমি পূর্ব্বে এই ট্রেণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি; কিন্তু এ কি! যদি আরোহীদিগকে এমন কষ্টভোগ করিতে হয়, তবে প্রত্যেক কামরায় হিন্দি, বাঙ্গলা, ইংরাজীতে লেখা ও কাগজগুলো লট্‌কাইয়া দিবার আবশ্যকতা কি?

বরুণ। আপনার কথা সত্য, কিন্তু আমি এ বিষয়ের জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কোন দোষ দেখিতেছি না। এ সমস্ত অবিচার ষ্টেসনের কর্ত্তাদিগেরই দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

অতি প্রত্যূষে ট্রেণ জামালপুর ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ দেখেন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আলো জলিতেছে। এবং "ঢং ঢং" শব্দে ঘণ্টা বাজিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা, তাঁহাদের শুভাগমন জন্য মঙ্গল আরতি হইতেছে ভাবিয়া আর আহ্লাদে বাঁচেন না।

দেবতারা টিকিট দিয়া গেটের বাহির হইতেছেন এমন সময় একটী গৌরবর্ণের ছিপ ছিপে যুবা দ্রুত গিয়া ব্রহ্মার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "কর্ত্তা জেঠা আমিও এসেছি।"

ব্রহ্মা। কেরে উপশনি! তুই এখানে কেন? তোর বাবা শনি এখন কোথায়?

উপ। জেঠামহাশয়! আমি এখানে চাকরী কর্‌বো। বাবা গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম কর্‌চেন।

তুই বলিস্ কি? এই পাহাড়ে দেশে এসেছিস চাকরী কর্‌তে! কেন স্বর্গে কি তোর একটু কাজ কর্ম্ম যুঠে না? এর চেয়ে যে দেশে পাঁচ টাকা মাইনের পিয়নগিরি ভাল।

উপ। বাবা বল্লেন "বাঙ্গালীরা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে চাকরী চাকরী বলে উন্মত্ত হয়েচে। চল্ আমরা বাপ বেটায় চাকরীর বাজারে শুভদৃষ্টি দিয়ে আসিগে। আমি বুড়ো মানুষ গবর্ণমেণ্ট আফিসগুলি ব্যতীত পেরে উঠিব না, তুই বাবা একবার রেলওয়েতে কটাক্ষপাত করে আয়, শুনেছি জামালপুরে অনেক রেলওয়ে কেরানী আছে, তাহাদের বড় সুখ। বৎসরে দুইবার মাইনে বাড়ে এবং যাতায়াতের পাশ পায়। তুই সেখানে গিয়ে একবার বাজারটা গরম করে দিয়ে আয়। তাহাদের সুখের পথে কণ্টক ফেল্।

ব্রহ্মা। বরুণ! উপ বলে কি?

বরুণ। শনি বা কোন চালাক। এখানকার বড় বাবুরা তাঁকে ট্যাকে গুঁজে নস্য কর্‌তে পারেন। বাবা! রেলওয়ে বড় বাবুদের কাছে এসেছ ফু ফুটাতে?

জামালপুর।

দেবগণ গেট দিয়া বাহির হইয়া ষ্টেসনের গুদামঘরে কিছু সময়ের জন্য উপবেশন করিলেন এবং বরুণ ও নারায়ণ বাসার অনুসন্ধানে চলিলেন। তাঁহারা যাইবার সময় ব্রহ্মা কহিলেন "দেখ বরুণ! যেন কেরানী পাড়া হইতে তফাতে বাসা করা হয়।

নারায়ণ ও বরুণকে বিদায় দিয়া দেবগণ বসিয়া গল্প করিতেছেন এমন সময়ে রেলওয়ে ওয়ার্কসপের (কারখানার) ভোমা বিকটাকার শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শ্রবণে আমাদের পিতামহ গুদামঘরে লাফাইয়া উঠিলেন এবং দেবরাজকে কহিলেন "সার্‌লে, ইন্দ্র দেখ্‌চো কি দফা সার্‌লে! এতদিনে হাতে দড়ি পড়লো। জানি ও ছোঁড়া খুনে, ওর কি দিক বিদিক জ্ঞান আছে!!

ইন্দ্র। ও কিশের শব্দ ঠাকুর দা?

ব্রহ্মা। বুঝতে পারচো না, কেষ্টা পাঞ্চজন্য শাঁখে ফু লাগাচ্চে। এখুনি পুলিশের লোক ছুটে এসে সকলকে বেঁধে নিয়ে যাবে!

এই সময় বরুণ ও নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ হাস্তে হাস্তে কহিলেন "ঠাকুর দা, উত্তম বাসা হয়েছে, সা-ফ্রেণ্ডদের দোতালা।"

"ষ্টুপিট তুমি সব করতে পার" বলিয়া ব্রহ্মা, নারায়ণকে ঘুসী মারিবার উদ্যোগ করিলে বরুণ হস্ত ধরিয়া কহিলেন "পিতামহ! করেন কি! বলি হয়েছে কি?" (১)।

ব্রহ্মা। ও সব কর্‌তে পারে। একি ওর কুরুক্ষেত্র?

বরুণ। হয়েছে কি? ভেঙ্গে না বল্লে বুঝবো কেমন করে?

ব্রহ্মা। ও কি বলে ইংরাজ রাজ্যে এসে পাঞ্চজন্য শাঁখ বাজালে? চেয়ে দেখ দেখি রাস্তা দিয়া কত লোক ছুটচে। এখুনি পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে গেলে কে আমাদের রক্ষা কর্‌বে?

এই সময় দ্বিতীয়বার ভোমা বাজিয়া উঠিল। তখন পদ্মযোনি হাস্তে হাস্তে কহিলেন "নারে, আমি যা ভেবেচি এ তা নয়।"

বরুণ। ঠাকুর দা! আমি দেখ্‌চি আপনারে প্রকৃতই বাহাত্তরে ধরেচে। ভাল, স্বর্গীয় বালকগণ সচরাচর করতালি দিয়া যে হেঁয়ালি বলে তাহাও কি আপনি কখন শোনেন নাই?

ব্রহ্মা। কোন হেঁয়ালি?

বরুণ। ঐ যে:—

শব্দ হইলে পরে ধরে রাখা দায়,
দেশী বিলাতীর পাল ঝাঁকে ঝাঁকে যায়।
কহেন কবি কালিদাস ওরে ভাই কেশে,
বল্‌ দেখি এমন জন্তু আছে কোন্‌ দেশে?

ব্রহ্মা। অর্থ হ'ল কি?

বরুণ। অর্থাৎ ওয়ার্কসপের ভোমা। ঐ ওয়ার্কসপে দেশী ও বিলাতী উভয় প্রকার লোক কর্ম্ম করে।

ব্রহ্মা। ঠিক, সে জন্তু এই জামালপুরে আছে বটে! ভাল, যখন লোক-

---

(১) ইহার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেসন মাষ্টার একজন খালাসিকে "ষ্টুপিট" বলায় পিতামহ শিখিয়া লয়েন।

গুলো ছুটে যায় কতকগুলো বাঙ্গালী দেখলাম পান চিবাইতে চিবাইতে ছুটে গেল ওরা কে?

বরুণ। ওরা ওয়ার্কসপের কেরানী।

নরায়ণ। এত প্রত্যুষে পান চিবাচ্চে কেন?

বরুণ। আহার হয়েছে পান চিবাবে না?

নারা। এত শীতে এবং এত প্রাতে পেটে ভাত যায়?

বরুণ। না গেলে চলে কৈ? ওদের দুর্দ্দশার কথা ভাই বলো না। রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া চাপাও চাপাও শব্দে পরিবারের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। তাহার পর ২।১ ঘটী কূপজল মাথায় দিয়া "ভাত আনো, শীঘ্র ভাত আনো বেলা হ'ল" বলে চীৎকার আরম্ভ করিতে থাকেন। পরিবার গরম ভাত, গরম তরকারি এবং গরম ডেলের বাটী কোলে দিয়া যান। বাবুদের বেলা হইবার ভয়ে ঠাণ্ডা করিয়া খাইবার অবসর হয় না, গরম গরম মুখে দিতে থাকেন। হয় তো দিবামাত্র ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দে জিহ্বা দগ্ধ হইতে থাকে, অম্নি ছাপ্পান্ন রকম মুখভঙ্গী করিয়া সেই গুলোকে কোঁৎ কোঁৎ শব্দে গিলিতে থাকেন। এদিকে গৃহিণী গরম দুদের বাটী নিকটে আনিয়া অঞ্চলের বাতাস দিয়া তাহা শীতল করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু এমন হইতে পারে বাবুর অর্দ্ধেক আন্দাজ ভোজন না হইতে ওয়ার্কসপের ভোমা দেয়। অম্নি কর্ত্তা ভাতের থালা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠে কহেন "প্রিয়ে থাক্‌লো তোমার দুদ আমার ভাগ্যে খাওয়া হলো না।" বলে চকে মুকে একটু জল দিয়া ও একটা কুলকুচো করিয়া, পান একটা গালে ফেলে দে ছুট।

ইন্দ্র। আহা! দুদ খেয়ে না যাওয়ায় গৃহিণীর ত বড় দুঃখ হয়!

বরুণ। দুঃখ বলে দুঃখ। মাগী সমস্ত দিন্‌টে পথে পথে দাপাদাপি করে বেড়ায় আর যাকে দেখে বলে "আহা! দুদ খেয়ে গেল না। "আহা! দুদ খেয়ে গেল না।"

ব্রহ্মা। এত কষ্টেও যদি বেলা হয় কি হয়?

বরুণ। দ্বারের কাছে সময় লিখিবার জন্য চারিজন আছেন। তাঁহারা একটু চিরকুট কাগজে বড় বাবুদের লিখে পাঠান। বড় বাবুরা এসে মুখ খিচাইতে আরম্ভ করেন।

ব্রহ্মা। বল, তার পর কি প্রকারে দিন যায়?

বরুণ। কাজ কর্ম্ম কর্‌তে যদি ভুল চুক হয়, সাহেব এসে চড় চাপড় দেন। আর যদি সে দিন কপাল পোড়ে ২। ১ রোজের বেতন কাটা যায়। নিতান্তই যদি কপাল ফাটে, কর্ম্মটীতে জল দিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় আসেন।

ইন্দ্র। দিনটে যদি নির্ব্বিঘ্নে কেটে যায় এসে দুদ খেতে পান তো?

বরুণ। তাহারও স্থিরতা নাই। হয়তো বাসায় এসে দেখেন পরিবার কাঁচা কাঠে ফুপেড়ে পেড়ে চক্ষু লাল করে বসে আছেন। বাবু বাটী এসে জুতা খুলে যেমন পা ধোবার উযোগ কচ্চেন অমি সুমধুর স্বরে মিঠে গলায় বলে উঠ্‌লেন "পোড়া কপালে পা ধোবে কি আগে বাজার হতে শুক্নো কাঠ কিনে আন, নচেৎ ভাতের তলো তোমার মাথায় ভাংবো।" বাবু আবার জুতা পায় দিয়ে ঢিমাতে ঢিমাতে কাঠ কিন্তে চল্লেন।

নারা। আমি দেখ্‌ছি রাতটে ঘুমায়ে যা সুখ পায়।

বরুণ। তাহাতেই বা সুখ কৈ? ঐ ভোমা বাজ্‌লো, ঐ ভোমা বাজ্‌লো ভেবে রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে চম্‌কে চম্‌কে উঠে।

ব্রহ্মা। উপ! তুই কি এত সকালে খেয়ে, এত কষ্ট সহ্য ক'রে, ভোমার চাকরী কর্‌তে পার্‌বি?

এখান হইতে দেবগণ ব্যাগ হস্তে করিয়া বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে সকলে দেখেন প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ একটী স্থান লৌহ রেল-দ্বারা পরিবেষ্টন করা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক গুলি অট্টালিকা শ্রেণী। অট্টালিকার শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে গগনস্পর্শী এক একটী ইষ্টক নির্ম্মিত চিমনী দিয়া অনর্গল ধূম নির্গত হইয়া স্থানটীকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। উপ এক দৃষ্টে হা করিয়া যেমন সেই দিকে চাহিতেছিল, অমি পাথুরে কয়-লার কুচো আসিয়া তাহার চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দ্রুতগতি ব্যাগ ফেলিয়া দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইতে লাগিল।

নারা। বরুণ! এস্থানটী কি?

বরুণ। রেলওয়ে ওয়ার্কসপ। এই ওয়ার্কসপে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন প্রতিপালন হইতেছে। ওয়ার্কসপের মধ্যে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কল চলিতেছে।

নারা। ওয়ার্কসপ দেখিতে পাওয়া যায় না?

বরুণ। যায়। আমি এক দিন সকলকে লইয়া গিয়া দেখাইয়া আনিব।

ক্রমে সকলে যাইয়া সাফ্রেও কোম্পানীর দোকানের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণ দেখেন দোকানঘরে বসিয়া কতকগুলি সাহেব "ফটাস" "ফটাস" শব্দে বোতলের কাক খুলিয়া লেমোনেড পান করিতেছেন। পথে রামচন্দ্র বিদ্যাগীশ বিস্কুটের বাক্স হাতে করিয়া উমেশ কেরাণীর সহিত গল্প করিতেছেন এবং কহিতেছেন তাঁহার মুখে কোন দ্রব্যাদি ভাল না লাগায় রেলওয়ে ডাক্তারেরা বিলাতী বিস্কুট ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

উপবীতধারী বিদ্যাবাগীশ হিন্দুসমাজে থাকিয়া অখাদ্য ভোজনেও সমাজ মধ্যে স্থান পাইতেছেন দেখিয়া দেবগণ অবাক হইলেন! এবং ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ কি! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাত্মাদিগের এই কাজ, তখন না জানি আমার অশিক্ষিত হিন্দু সন্তানেরা কি না করিতেছে। আমি দেখিতেছি আমার সৃষ্টি রাখিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। চল স্বর্গে গিয়া এ বিষয়ের প্রতিফল লইবার চেষ্টা করি।

ইন্দ্র। এ দোকানটী কাহার?

বরুণ। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গৌরমোহন সা নামক এক ব্যক্তির। দুর্গামোহন সার নিজ কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি দোকান আছে। জামালপুরে এই দোকানটী ভিন্ন তাঁহার কতকগুলি ভাড়াটে বাটী আছে। তন্মধ্যে একটী বাটীর দোতালা আমরা বাসের জন্য ভাড়া করিয়াছি।

নারা। দোকানঘরের পশ্চিম দিকের ও ঘরটী কি? আর উহার ভিতরে ও প্রকার শব্দ হইতেছে কেন?

বরুণ। ঐ গৃহে পবিত্র সীতাকুণ্ড জলে শ্বেত-শ্মশ্রু-বিরাজিত চাচাদের কর্তৃক কলে লেমোনেড ও সোডাওয়াটার প্রস্তুত হইতেছে।

ব্রহ্মা। খায় কারা?

বরুণ। ইংরাজ বাঙ্গালী যে পায় খায়।

উপ। বরুণ কাকা! আমি খাব।

ব্রহ্মা। চুপ, নচ্ছার, পাজি। বরুণ! লেমোনেডের গুণ কি এবং মূল্য কত?

বরুণ। গুণ—শরীর শীতল করে। মূল্য বোতলসহ দুই আনা।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! আমার বাঙ্গালীদিগের সত্বরেই পতন হইবে। ইহারা

যেরূপ বিলাসপ্রিয় হইয়াছে তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতেছি সত্বরেই ইহাদের পতন হইবে। নচেৎ এক পয়সার ডাব পাঁকে পুতে রেখে খাইয়া ঠাণ্ডা হইবার যে পদ্ধতি আছে তৎপরিবর্ত্তে দুই আনা ব্যয়ে যাবনিক জল পানে অগ্রসর হইবে কেন? আমি দেখিতেছি আমার বাঙ্গালীদিগের সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহারা নাগরা জুতা পরিত্যাগ করিয়া বুট, দেশীধুতি পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী এবং বালাপোসের পরিবর্ত্তে শাল জামিয়ার গাত্রে দিতে শিখিয়াছে। যে জাতি অল্প আয়ে এত বাবু হয় তাহাদের যে শীঘ্র পতন হইবে ইহা কি তুমি স্বীকার কর না? অতীত কালের পরিচ্ছদাদি অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের পরিচ্ছদ গুলিতে স্বল্প ব্যয়ে বাবু সাজাইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ভাই কদিন যায়? অতএব ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তৎসমুদয় যদি সাজ পোষাকে পর্য্যবসিত হয় ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় থাকে কি?

বরুণ। উহারা বলে ঘরে খাই না খাই তাহা কেহ দেখ্‌তে যাচ্চে না। কিন্তু সাজ পোষাকটা সকলেই দেখে থাকে।

নারা। উৎসন্ন যাক।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! হিসাবী ইংরাজেরা। যাহাদের রাজশ্রী থাকে ঐরূপই হয়। বলবো কি, কি রাজা কি ভিক্ষুক সকলেরই পোষাক একরূপ। পোষাক দৃষ্টে কে রাজা কে চামার কাহার সাধ্য চিনে লয়। আবার মাগী গুলোও তেম্নি, কতকগুলো কাকের পালক বকের পালক মাথায় গুঁজে দিব্য হেসে খেলে বেড়াচ্চে। আর আমাদের এঁদের দেখ্‌বেন একটু পরেই ১৫৲ টাকা বেতনের ভাড়ানীর বেটা দিব্য চোন ঝুলিয়ে কেরাণীগিরি কর্‌তে যাবে।

এই সময় আট্টার আফিসের কেরাণী বাবুরা পঙ্গপালের মত রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবতারা এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং নারায়ণ কহিলেন " উঃ বাবা! এ যে পাল্‌কে পাল রে!!

ব্রহ্মা। বরুণ! এই পর্ব্বতের মধ্যে জামালপুর। এখানে সন্ধান পেয়ে এত বাঙ্গালী কোথা হ'তে যুটিল?

বরুণ। আজ্ঞে, আজ কাল সকলেরই লক্ষ্য এক চাকরীর দিকে। ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ ছেড়ে, বৈদ্য চিকিৎসা ব্যবসা ছেড়ে, কুম্ভকার ও স্বর্ণকার হাঁড়িপেটা ও গহনা গড়ান ছেড়ে, নাপিত ও মৎস্যজীবী খুরবুলান ও

ক্ষ্যাপলা ফেলা ছেড়ে সকলেরই লক্ষ্য এক দিকে। অতএব রেলওয়ে কোম্পানী জামালপুরে যে এত বাঙ্গালী ক্ষেপাচ্চেন তার কি ওরা খোঁজ রাখে না ?

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! আমার বাঙ্গালীদিগের এই আর একটী অবনতির কারণ। সকলে নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করায় দেশে স্বাধীন ব্যবসায়ের লোপ হইতেছে। অপর দিকে রাজাও সকলকে যে সন্তোষকররূপে চাকরী দিতে পারিতেছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু তুমি দেখিবে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে লোকে সামান্য চাকরীর জন্য হায়! হায়! করিয়া বেড়াইবে এবং হাঁড়ি, কল্‌সী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। রাজার মনোযোগ ভিন্ন এ বিষয়ের উপায়ান্তর নাই। যাহা হউক, আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে, আমার বাঙ্গালীরা পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াও নিজের এবং দেশের কিসে হিত হয় বুঝিতেছে না।

নারা। আমার বোধ হয় বড় বাবুরা মনে কর্‌লে এ বিষয়ের অনেক সুবিধা করিতে পারেন। বরুণ! আট্টার বাবুদের বড় বাবু আছে ?

বরুণ। আছে।

নারা। তাঁরা কেমন ?

বরুণ। এক ভস্ম আর ছার। দোষগুণ কব কার ॥

নারা। বলো না কেন, তাঁরা কেমন ?

বরুণ। পরে হবে। দাঁড়াও ভাই আগে জামালপুর থেকে পালাই। জানি কি, বলে কি শেষে গোহাড় পাঠ্‌খেল খেয়ে মর্‌বো।

এখান হইতে দেবগণ সিড়ি ভাঙ্গিয়া দোতালায় গিয়া উঠিলেন এবং ছাদ হইতে জামালপুরের পর্ব্বত শ্রেণী দেখিয়া আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। উপ কাণ পাতিয়া ওয়ার্কসপের "ঝমাঝম" "গমাগম" লোহা পিটান শব্দ শুনিতে লাগিল।

তাঁহারা সে দিন আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লওয়ার পর জামালপুর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সাহেব পাড়ার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন স্থানটী যেন ইন্দ্রভবন। প্রত্যেক সাহেব রেলওয়ে প্রদত্ত এক একটী বাড়ীতে বাসা পাইয়াছেন। এবং মনের সাধে গৃহগুলি সুসজ্জীভূত করিয়া মেম সাহেবসহ যুগলবেশে উপ-

বেশন করিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন। মেম সাহেব কহিতে-ছেন "দেখ ডিয়ার টম, তোমার হাতে পড়ে যে টানাপাখার বাতাস খাব, টমটম হাঁকাব, এ আশা আমি এক দিনও করি নাই। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আয়াগিরি করেই জীবন যাবে।" সাহেব বলিতেছেন "মাই-ডিয়ার মেরি, পেরিক্লিডের হাতে পড়্লে তোমার দশা কি হইত? সে ত তোমাকে প্রায় হাত করেছিল, তোমাদের উভয়ে যথেষ্ট "লভ" ও হইয়া-ছিল। কিন্তু তোমার ভাগ্য ভাল যে আমার হাতে পড়িয়াছ। পেরিক্লিড এক্ষণে সেলরের ব্যবসা করিতেছে। কোন গৃহে দেবগণ দেখেন সাহেব বিবিতে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। সাহেব একখানি সংবাদপত্র সুমুখে ফেলে বল্‌চেন "এই লাইনটে সোজা হয় নাই।" "মেম কহিতেছেন "ঠিক সোজা হইয়াছে, বল ত আমি রুল ধরে দেখায়ে দিতে পারি।" কোন গৃহে কোন সাহেব মেমকে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন "এখানে ভাই তোমাদেরই সুখ, আমাদের দুঃখের কথা কি বল্‌বো—সমস্ত দিন ওয়ার্কসপের হাতুড়ি পিটে গাত্রে এম্নি বেদনা হয় যে, রাত্রে পাশ ফিরে শুতে পারিনে।" মেম বলিতেছেন "আহা! মরে যাই, আগে এ কথা বল নাই কেন, আমি তেল জল দিয়া মালিস করে দিতাম।" কোন গৃহে মেম, সাহেবকে কৌতুকচ্ছলে বলিতেছেন "দেখ নাথ! আজ যখন তুমি কারখানা থেকে কালি ঝুলি মেখে বাসায় এলে, আমি দেখে বড় ভয় পেয়েছিলাম। আমার লিটিল উড তোমাকে ঘোষ্ট (Ghost) ভেবে মূর্চ্ছা যাবার মত হইছিল। তোমার দুটী পায়ে পড়ি এখন হতে তুমি রেলওয়ে ট্যাঙ্কে মুখ ধুয়ে তবে ঘরে এসো।"

ইন্দ্র। বরুণ! এরা কারা?

বরুণ। এরা ফিরিঙ্গী।

ইন্দ্র। ইংরাজপটীতে ফিরিঙ্গীর বাস?

বরুণ। রাজপুরুষেরা ফিরিঙ্গিদিগকে বড় ভাল বাসেন।

নারা। সাহেব পাড়ায় চল না?

বরুণ। ওদিকে বড় কুকুরের ভয়, আর একদিন নিয়ে যাব।

উপ। ঠাকুর কাকা! আমি একটা বিলাতী কুকুরের বাচ্ছা নেব।

নারা। তাই হবে।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন একটী বাবু নিজ পুত্রকে ধমকাইয়া কহিতেছেন "বানা, ভাত খেগে না, কে আবার তোর জন্যে

প্রদীপ জেলে বসে থাকবে।" বালক বলিতেছে "আজ আমায় একটু পড়-বার তেল দিতে হবে। সন্ধ্যার সময় শুলে, পড়া হয় না মাষ্টার বকে।" পিতা কহিতেছেন "পড়া হয় না তোর দোষে। তোকে আমি প্রত্যহ বলি—ভাত খেয়ে কেতাব হাতে করে পড়া বলে নেবার ছলে কাহারো প্রদীপের আলোয় কি ষ্টেষণের আলোয় পড়ে আসিস, তা তুই শুন্‌বিনে আমি কি কর্‌বো। দেখ, ডুবাল রাস্তার আলোয় পড়ে বড় লোক হয়েছিল।"

ব্রহ্মা। বরুণ! ও বল্‌চে কি?

বরুণ। লোকটা অত্যন্ত কৃপণ, তাই কি উপায়ে এক ছটাক তেল বাঁচাবে তাহারই উপায় দেখ্‌চে।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় গিয়া পদ প্রক্ষালন করিয়া উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় একটী বাঙ্গালী বাবু যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন এবং কহিলেন "আপনার কি এখানে থাকা হয়? মহাশয়ের নাম?

বাঙ্গালী। আমি এখানে অনেক দিন আছি, ট্রাফিক আফিসে কর্ম্ম করি। আমার বাসা ঐ সাফ্রেওদের দোকানের দক্ষিণ দিকের গলির মধ্যে। নাম শ্রীকাশীনাথ ঘোষাল। মহাশয়েরা নূতন এসেছেন শুনে আলাপ করতে এলাম, আপনাদের নিবাস কোথায়?

বরুণ। আমাদের নিবাস শূন্যে।

কাশী। কত নূতন স্থানেরই নাম শুন্‌লাম। শূন্য কোথায় মহাশয়?

বরুণ। হরিদ্বারের অনতিদূরে।

কাশী। সেখানকার ভাষা কি মহাশয়? বোধ হয় বাঙ্গালা; কারণ, আপনারা বড় সুন্দর বাঙ্গালা বলিতেছেন।

বরুণ। সে স্থানের ভাষা সংস্কৃত। তথাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই ভাষাতে কথা কহে।

কাশী। হবে বৈ কি। কেবল বাঙ্গালাতেই সংস্কৃত ভাষার লোপ হইয়াছে। দিকে দিকে অদ্যাপি ঐ ভাষার বেস সমাদর আছে। শুনা যায় আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আজ কাল সংস্কৃত ভাষার বড় আদর। শূন্য স্থান কেমন মহাশয়?

বরুণ। শূন্য অতি সুন্দর স্থান।

কাশী। তবু কি রকম। সেখানে কি গবর্ণমেণ্ট এমন আলো দেয়?

বরুণ। সেখানে গবর্ণমেণ্ট যে কি, তাহা কেহ জানে না এবং গবর্ণমেণ্টের আলো দিবারও আবশ্যকতা হয় না। কারণ, চন্দ্র সূর্য্য সে দিক হইতে উদয় হন; সুতরাং রাত্রি দিন সমান আলো থাকে। আমরা কখন দিন রাত্রি স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিতে পারি না এবং স্থানটীর এমনি জলের গুণ ক্ষুধা তৃষ্ণারও উদ্রেক হয় না।

কাশী। আহা! চমৎকার স্থান ত! ভাল মহাশয়, সেখানে রোগ শোক কেমন?

বরুণ। তথায় রোগ যে কি তাহা কেহ জানে না এবং অকালমৃত্যু না থাকায় লোকে শোকও তাদৃশ অনুভব করিতে পারে না। তথায় নিরানন্দ নাই, সকলেই আনন্দে ভাসিতেছে। তথায় বৈধব্যযন্ত্রণা নাই, স্ত্রীলোকেরা আজীবন পতি সহ সুখ ভোগ করিতেছে। তথাকার লোকের পুত্র কলত্রের বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং ক্রন্দন শব্দের যে কি অর্থ তাহাও কেহ জানে না।

কাশী। আহা, বড় চমৎকার স্থান! বাঃ! বড় চমৎকার স্থান!! যাইবার রাস্তা ঘাট কেমন?

বরুণ। ঐ একটু অসুবিধা। রাস্তা বড় সহজ কিম্বা সুগম নহে, পথে অনেক ভয় আছে। ঐ পথে যাইতে হইলে পথিকের পদে, পদে পদে কণ্টক বিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন পথে অনেক প্রলোভনের দ্রব্য থাকায় লোভী ব্যক্তিরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

কাশী। সেখানকার লোকগুলি কেমন মহাশয়? সেখানে কি দলাদলি মারামারি আছে?

বরুণ। তথাকার লোকের গুণ বর্ণনাতীত। তথায় হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতর ব্যক্তির স্থান হয় না। যাহারা আছে, সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বাস করে এবং এক জনের কোন বিপদ ঘটিলে দেশস্থ সমস্ত লোকে প্রাণ দিয়াও তাহার প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। সেখানে দলাদলি কি মারামারির প্রয়োজন হয় না।

কাশী। সেখানে দেখচি একতা খুব আছে। ভাল, সেখানকার লোকে কি জাতি বিচার করে মহাশয়?

বরুণ। সেখানে বিজাতীয়ের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং সকলেই এক জাতি। একতাই সে স্থানের সুখের মূলীভূত কারণ।

কাশী। সেখানে চাকরীর অবস্থা কিরূপ ?

বরুণ। সেখানকার অভিধানে চাকর শব্দের অর্থ নাই। লোকের আবশ্যকমত সমস্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়া লোকের চাকরী করিবারও প্রয়োজন হয় না।

কাশী। সেখানে কি মহাশয়! হিংস্রক পশুর কোন উপদ্রব আছে ?

বরুণ। সেখানে যাইবার রাস্তায় আছে, স্থানটীতে নাই। শূন্যে ব্যাঘ্র এবং হরিণ, সর্প ও মূষিক, সকলেই সখ্যভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

কাশী। চমৎকার স্থান। আপনারা জাতিতে কি মহাশয় ?

বরুণ। কেন ?

কাশী। রাঘব মল্লিক উপ বাবুকে দেখে মেয়ে দিবার জন্য পাগল হয়েছেন।

নারা। রাঘব বাবু কি সেই দূরে মেয়ে পাঠাবেন ?

কাশী। তিনি বলেন দূর অদূর বুঝি না কোনরূপে মেয়েটীকে পাত্রস্থ করে জাতি রক্ষা করতে পারলেই বাঁচি। হয়েছে কি জানেন মহাশয়! রাঘব বাবু অতি সজ্জন, জাতিতে বৈদ্য, ২৫ টাকা বেতন পান, মেয়ে পাঁচটী। আজ কাল আপনারা শুনে থাকবেন, বৈদ্যেরা সোণারবেণের উপর টেক্কা দিয়াছে। তারা এত দামে মেয়ে বেচে যে, রাঘব বাবুর মত সামান্য লোকের কিনিবার সঙ্গতি নাই। কিন্তু তাঁহার কন্যার বয়স হয়েছে, বিবাহ না দিয়াই বা কি করে নিশ্চিন্ত থাকেন। সুতরাং প্রতিজ্ঞা করেচেন একটী পাত্র পেলেই কন্যা দান করবেন, দূর অদূর মানিবেন না।

বরুণ। এখানে এত বৈদ্য আছেন, রাঘব বাবু একটী পাত্র জোটাতে পারলেন না ?

কাশী। বিবাহের বাজার আজ কাল ভয়ানক গরম। শুনবেন তবে— রাঘব বাবুর জেঠা এখানে বেশ কাজ কর্ম্ম করিতেন। তিনি রামগোপাল গুপ্ত নামে একটা বাংলাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে হাত ধরে "ক" "খ" লিখ্‌তে শিখ্‌য়ে চাকরী করে দেন। এক্ষণে রামগোপাল বেশ দশ টাকা সংস্থান করেচে এবং একটা অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেও জন্ম দিয়েছে। রাঘব বাবু কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে মনে মনে স্থির করলেন, এই সময় রামগোপালকে ধরলে সে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ কুষ্মাণ্ডটী আমাকে প্রদান করতে পারে এবং জাতি মানও বজায় থাকে। এই ভেবে রাঘব বাবু রামগোপালের নিকট

গিয়া তাহার পা দুখানি ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন " রাম গোপাল! ভাই রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার জাতি যায়।" রামগোপালের তাহাতে দুঃখ হওয়া দূরে থাক্ বরং হাসতে হাসতে বল্লে " রাঘব! তুই কি পাগল হইচিস, তাই আমার কাছে ছেলে চাচ্ছিস, জানিস ঐ ছেলে আমি পাঁচ হাজার টাকায় বেচবো।

ব্রহ্মা। উঃ! কি সর্ব্বনাশ! ছেলে বিক্রি!! তাহাও আরম্ভ হয়েছে। বরুণ! চল শূন্যে পলাই চল!!

কাশী। মহাশয়! সন্তান বিক্রয় করা কি মহাপাপ?

ব্রহ্মা। আমাদের শূন্যের একখানি ধর্ম্মপুস্তকে বলে—যে সন্তান বিক্রয় করে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অষ্টাদশ পুরুষ নরকস্থ হয় এবং যে দেশে এই ঘটনা ঘটে, তথাকার লোকের দ্বাদশ পুরুষ এবং যে ঐ কথা বলে ও যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার ছয় পুরুষ নরকস্থ হয়।

কাশী। আমি মহাশয়! না জানাতে মহাপাপে লিপ্ত হলাম, এক্ষণে যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে আজ্ঞা করুন।

নারা। প্রায়শ্চিত্ত আছে। শনি কি মঙ্গলবার প্রাতে উঠেই বাশী মুখে ছেলেবেচা দোকানদারের নিকট যাইতে হইবে এবং তাহার অজ্ঞাত-সারে দ্রুতগতি পা থেকে খুলে পৃষ্ঠে বিংশতি বার সজোরে স্পর্শ করাইয়া একদমে বাটীতে ছুটে আসতে হইবে।

কাশী। যে আজ্ঞে, এ ত সহজ। আমি খুব ভোর থাকতেই মুখে চাদর বেঁধে যাব, কি জানি যদি চিন্তে পারে।

এই সময় নীচের বাসার লোকেরা "ব্যোম" "ব্যোম" শব্দ করিয়া করতালি দিতে আরম্ভ করিল।

নারা। ও কি?

কাশী। নীচের বাবুরা তাস খেলা করচেন, তাই হার জিত হওয়ার কৌতুক হচ্চে।

"তাসখেলা কিরূপ দেখতে হবে" বলিয়া নারায়ণ ছুটে নীচে গেলেন। "ঠাকুর কাকা দাঁড়াও আমিও দেখবো" বলিয়া উপ তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল।

মনুষ্যের পরমায়ুঃ।

জর্ম্মণির সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রফেসর হুফলাণ্ড সাহেব মানবের সম্ভাবিত জীবনকাল ২০০ দুই শত বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জীবের পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইতে যে সময়ের আবশ্যকতা, জীবনকাল তাহার অষ্টগুণ অধিক। তাঁহার মতে যত শীঘ্র বিকাশ, তত শীঘ্র বিনাশ। শরীরের বিকাশ শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইলে শরীর অবিলম্বেই বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। স্ত্রীজাতির অধিকাংশই পুরুষাপেক্ষা অল্পকালমধ্যে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় এবং পুরুষ জাতির অধিকাংশই স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিকতর কাল জীবিত থাকে।

পশুগণের মধ্যে অনেক পশু দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। শৃঙ্গ-বিহীন জন্তুর অপেক্ষা শৃঙ্গবিশিষ্ট জন্তুগণ অধিক কাল বাঁচে; উগ্র প্রকৃতির জন্তুগণ নিরীহ জন্তুর অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচে; স্থলচর পক্ষিগণ অপেক্ষা উভচর পক্ষিগণের জীবনকাল অধিক। সূক্ষ্ম চঞ্চুবিশিষ্ট একজাতীয় মৎস্য (Voracious Pike) ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে। কূর্ম্মকমঠাদির একজাতি (Turtle) শত বৎসর বা তদধিক কাল বাঁচিয়া থাকে। বিহঙ্গমজাতির মধ্যে এক জাতীয় উৎক্রোশ পক্ষী (Golden Eagle) ২০০ দুই শত বৎসর এবং ধূর্ত্ত কাক এক শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে অনেকের দীর্ঘ জীবনের কথা শুনা যায়। প্লিনি বলেন, রোমসম্রাট ভেস্পাসিয়নের রাজত্বকালে এপেনাইন পর্ব্বত এবং পো নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী অত্যল্প সীমাবিশিষ্ট স্থানে ১২৪ ব্যক্তি শত বৎসরের অধিক বাঁচিয়াছিল। তন্মধ্যে ৩ ব্যক্তি ১৪০ এবং ৪ ব্যক্তি ১৩৫ বৎসর বাঁচে; বিখ্যাতনামা শিশিরোর পত্নী ১০৩ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। রোমান অভিনেত্রী লুসিজা ১১২ বৎসর বয়সেও রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়রবাসী হেনরী জেঙ্কিন্স ১৬৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি জালজীবীর ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার যখন এক শত বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি অবলীলাক্রমে ভীষণ বেগবতী নদীর স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করিয়া যাইতেন। ইতিহাসে দেখা যায়, স্রপসায়রের টমাস পাড় নামক একজন শ্রমজীবী ১৫২ বৎসর বাঁচিয়াছিল। এই ব্যক্তি ১২০ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়

বার পরিণয় করে। যখন তাহার ১৩০ বৎসর বয়ঃক্রম, সে তাহার পার্শ্বচর শ্রমজীবিগণের অপেক্ষা অধিকতর নিপুণতার সহিত কর্ত্তরিকা চালাইতে পারিত। তাহার ১৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাৎকালিক ইংলণ্ডের রাজা তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার সাক্ষাৎকারই পরিশেষে তাহার প্রাণান্তকর হয়। টমাস পাড় রাজসংসারের অতি প্রলোভনীয় দ্রব্যজাত অপরিমিতরূপে ভক্ষণ করিয়া তাহার দেড় শত বৎসরের মিতাচারিতার ব্যভিচার সম্পাদন করে। সেই রাজকীয় দ্রব্যাদির অতি ভোজনই তাহার নিধন সাধন করিল। রক্তাতিশয্য (Plethora) রোগে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। মৃত্যুর পর শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহার মৃত শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই ব্যক্তির আরো দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল; কেবল রাজাতিথ্যই ইহার অকালমৃত্যুর একমাত্র হেতু হইল। প্রোফেসর হুফলাণ্ডের "শতজীবীর" সংখ্যাতে (Roll of Centenarians) দীর্ঘজীবীর আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই শতজীবীদের মধ্যে মিটলষ্টেড নামক একজন প্রসীয় সৈনিক পুরুষ ৬৭ বৎসর কাল ব্যাপিয়া ফেড্রারিকের অধীনে বিস্তর যুদ্ধ করেন ও নানাপ্রকার শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেন। শত বর্ষ অতিক্রম করিয়াও তিনি ক্রমান্বয়ে তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন; শেষ পরিণয় মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে হয়। (১)।

শ্রীচন্দ্রকিশোর রায়—সংস্কৃত কলেজ।

বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ কি?

ইদানীন্তন ইউরোপখণ্ডেই আজ কাল দেব দেবীগণের প্রতিষ্ঠা লোপ পাই-

(১) "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই ভারতবর্ষীয় শ্রুতির সহিত হুফলাণ্ডের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধ ঘটিতেছে। শ্রুতি কহিতেছে, মনুষ্যের সম্ভাবিত জীবনকাল এক শত বৎসর। পক্ষান্তরে হুফলাণ্ড কহিতেছেন, দুই শতবৎসর। বোধ হয়; হুফলাণ্ড শীতপ্রধান দেশবাসী কয়েকজন দীর্ঘজীবীকে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে সিদ্ধান্ত সর্ব্বসাধারণ্যে সঙ্গত হইতে পারে না। বরং ভারতবর্ষীয় শ্রুতিকর্ত্তারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে সঙ্গত হয়। অন্য দেশে যেরূপ হউক, ভারতবাসী কেহ দুই শত বৎসর বাঁচিয়াছিল, বা আছে ইহা কেহ কখন স্বচক্ষে দেখেন নাই। সচরাচর ইহাদিগের এক শত বৎসরই ঊর্দ্ধ জীবনকাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই ভারতে "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতির সৃষ্টি হইয়াছে। এ শ্রুতি অনুসারে হুফলাণ্ডের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। স।

য়াছে; কিন্তু অতুল ভুজবীর্য্যশালী প্রাচীন গ্রীস ও রোম প্রভৃতির ইতিহাসের যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তত্তৎ দেশে তাঁহাদিগের যে কি প্রকার প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা সুন্দররূপে লক্ষিত হয়। যেথানে যত প্রাদুর্ভাব থাকুক, বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহাদিগের যেরূপ অনুগ্রহ, এ প্রকার অনুগ্রহ আর কুত্রাপি হয় নাই। এখানে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগেরই আরাধ্য দেবতার সবিশেষ অনুকম্পা আছে। বৈদিক সময়ের অনল অনিল সলিলাধিদেব ও সূর্য্য চন্দ্রাদি এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সময়ের হরি হর বিরিঞ্চি জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিই যে কেবল বঙ্গদেশে পূজা লাভ করিয়াছেন, এরূপ নয়, ইতরজাতীয়েরা ও রমণীগণও ষষ্ঠী মাকাল দক্ষিণরায় কালুরায় প্রভৃতি অসংখ্য দেব দেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, বঙ্গদেশে এত দেব দেবীর পূজা পদ্ধতি প্রচলিত হইবার কারণ কি? বঙ্গবাসীর প্রতি জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপাই তাহার কারণ। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে কেমন কৃপা হয়, পুরাতন বাইবলের এগ্‌জোডস নামক গ্রন্থভাগ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তদ্বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ কৃপা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। বাইবলের উদ্ধৃত অংশ এই—

"একণে মোজেজ তাঁহার শ্বশুর মিডিয়ার পুরোহিত জেথ্‌রোর পশুপাল পালন করিতেছিলেন। তিনি ঐ পালকে বনের পার্শ্বভাগে লইয়া গেলেন এবং ক্রমে ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

২। ঈশ্বরের দূত রূপী জঙ্গলের মধ্য হইতে অগ্নিময়রূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, জঙ্গল অগ্নিতে জ্বলিতেছে; কিন্তু জঙ্গল ভস্মীভূত হইল না।

৩। মোজেজ বলিলেন, আমি ফিরিয়া দেখি, জঙ্গল কেন পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল না।

৪। যখন ঈশ্বর দেখিলেন যে মোজেজ ফিরিয়া দেখিতেছেন, তখন তিনি জঙ্গলের মধ্য হইতে মোজেজ্‌ মোজেজ বলিয়া ডাকিলেন। মোজেজ বলিলেন এই আমি।

৫। ঈশ্বর বলিলেন তুমি নিকটে আসিও না, তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ; যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ উহা পবিত্র ভূমি।

৬। তিনি আরও বলিলেন যে আমি তোমার পিতার দেবতা, এব্রাহা-

মের দেবতা, আইজ্যাকের দেবতা এবং জেকবের দেবতা। মোজেজ্ ঈশ্বরকে দেখিয়া মুখ লুকাইলেন। কারণ, তিনি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখিতে ভয় পাইয়াছিলেন।

৭। ঈশ্বর বলিলেন মিশর দেশে আমার যে সকল প্রজা আছে, আমি তাহাদের দুঃখ নিশ্চিতরূপে দর্শন করিয়াছি এবং যাহারা তাহাদিগকে খাটায়, তাহাদের হইতে তাহাদের যে কষ্ট হয়, তজ্জন্য আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি।

৮। আমি তাহাদিগকে মিশরদেশীয়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি এবং তাহাদিগকে ঐ দেশ হইতে একটী উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত দেশে আনয়ন করিব, যে দেশে দুগ্ধ ও মধু প্রবাহিত হয় + + + + + +

৯। দেখ ইজরেলের সন্তানদিগের আর্ত্তনাদ আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, মিশরদেশীয়েরা তাহাদিগের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে, সে অত্যাচার আমি দেখিয়াছি।

১০। আমি তোমাকে পেরোহার নিকটে পাঠাইয়া দিব, আমার প্রজা ইজরেলের পুত্রদিগকে তুমি মিশর দেশ হইতে আনয়ন করিবে।

১১। মোজেজ্ ঈশ্বরকে বলিলেন আমি কে যে আমি পেরোহার নিকটে যাইব এবং মিশর দেশ হইতে ইজরেলের সন্তানগণকে আনয়ন করিব।

১২। তিনি বলিলেন, চল আমি তোমার সহিত থাকিব। আমি যে তোমাকে পাঠাইয়াছি, ইহাই তাহার চিহ্নস্বরূপ হইবে। যখন তুমি আমার প্রজাদিগকে মিশর দেশ হইতে আনয়ন করিবে, সেই সময়ে এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে।

১৩। মোজেজ ঈশ্বরকে বলিলেন, আমি যখন ইজরেলের সন্তানদিগের নিকটে যাইব এবং এই কথা তাহাদিগকে বলিব তোমাদিগের পিতৃপিতা-মহের দেবতা তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু তাহারা বলিবে তাঁহার নাম কি ? তখন আমি তাহাদিগকে কি বলিব ?

১৪। ঈশ্বর মোজেজকে বলিলেন "আমি আমি" তিনি বলিলেন যে তুমি ইজরেলের সন্তানদিগকে বলিবে যে আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি।

১৫। ঈশ্বর মোজেজকে আরও বলিলেন, তুমি ইজরেলের সন্তানদিগকে বলিবে যে তোমাদিগের পিতৃপিতামহের দেবতা এব্রাহামের দেবতা আই-জকের দেবতা এবং জেকবের দেবতা আমাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া-ছেন এবং ইহাই সমুদায় জাতির প্রতি স্মরণচিহ্নস্বরূপ হইবে।

১৬। যাও এবং ইস্রেল প্রধানদিগকে একত্রিত কর এবং তাহাদিগকে বল, তোমাদিগের পিতৃপিতামহের দেবতা এব্রাহাম, আইজ্যাক ও জেকবের দেবতা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং এই কথা বলিয়াছেন মিশর দেশে তোমাদিগের প্রতি যে অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা তিনি দেখিয়াছেন।

১৭। আমি বলিতেছি যে আমি তাহাদিগকে মিশর দেশের দুঃখ হইতে ক্যানানাইট প্রভৃতির দেশে আনয়ন করিব। + + + + + + +

১৮। তাহারা তোমার কথা শুনিবে, তুমি এবং ইস্রেল প্রধানেরা মিশরের রাজার নিকটে যাইবে এবং তাঁহাকে এই কথা বলিবে যে হিব্রুদিগের ঈশ্বর আমাদিগের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, আমরা আপনাকে বিনয় করিয়া কহিতেছি আপনি আমাদিগকে এখান হইতে তিন দিনের পথ অন্তর বনে যাইতে দিন যে, আমরা আমাদিগের ঈশ্বর প্রভুকে বলি-উপহার দিতে পারি।

১৯। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে মিশরের রাজা তোমাদিগকে যাইতে দিবেন না, বলপূর্ব্বক আটক করিয়া রাখিবেন।

২০। আমি আমার হস্ত বিস্তারিত করিব এবং নানাপ্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা তাহাকে বিমোহিত করিয়া তুলিব। তাহার পর তিনি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন।

২১। আমার এই প্রজাদিগকে মিশর-দেশীয়েরা অনুকূল দৃষ্টিতে দর্শন করিবে। যখন তোমরা যাইবে রিক্ত হস্তে যাইবে না।

২২। প্রতি স্ত্রীলোক তাহার প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে রৌপ্য স্বর্ণ ও পরিচ্ছদ ধার করিয়া লইবে। তোমরা ঐ সকল দ্রব্য তোমাদিগের পুত্র ও কন্যাদিগকে পরাইয়া দিবে। এইরূপে মিশরবাসিদিগের দ্রব্য লুণ্ঠন করিবে।”

পাঠক! দেখুন, ইস্রেল সন্তানগণের প্রতি ঈশ্বরের কেমন কৃপা। তিনি উহাদিগকে অপরের দ্রব্য হরণ করিয়াও সুখিত ও সুসজ্জিত হইতে উপদেশ দিলেন। এরূপ কৃপা কি যেথা সেথা সম্ভবে? কিন্তু বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহার কৃপা ইহার অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক। তিনি ইস্রেল সন্তানগণের ন্যায় বঙ্গবাসির প্রতি বাক্য দ্বারা অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই, কার্য্য দ্বারা করিয়াছেন। যেখানে মধু ও দুগ্ধ প্রবাহিত হইতেছে, তিনি এমন দেশে ইস্রেল সন্তানগণকে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গবাসিদিগকে এমন দেশে বাস করাইয়াছেন যে এখানে দধি দুগ্ধ সুরা সর্পি ইক্ষু ও মধু-

ধারা নিত্য প্রবাহিত হইতেছে। যে দেশের শ্রাদ্ধকালের মধুদানের মন্ত্র এই:—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমানস্তু সূর্য্যোমাধ্বীর্গাবোভবন্তু নঃ।"

যে দেশে বায়ু জল ওষধি বৃক্ষ রাত্রি প্রভাত সূর্য্য গাভি প্রভৃতি সকলই মধুময়, সে দেশের তুল্য ঈশ্বরানুগৃহীত দেশ কি আর আছে? এই বসন্তকালে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, বনস্পতি সকল মধুমান্ হইয়াছে।

ফলতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় বঙ্গবাসিরা সকল বিষয়েই সুখী হইয়াছেন। যে বিষয়ের আলোচনা করা যায়, সেই বিষয়েই তাঁহার অসীম করুণা লক্ষিত হয়। এদেশে যেমন ষড়ঋতুর ভোগ হয়, অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় না। পাঠক! ঈশ্বরের কেমন কৃপা দেখুন, শীতকালে বঙ্গবাসির শীতে দারুণ কষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি কাতর হইয়াই যেন সুখময় বসন্তকাল প্রেরণ করিয়াছেন। বসন্তের সুখ এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। মৃদু মন্দ দক্ষিণ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃক্ষসকলও শীতে ক্লিষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে দক্ষিণ সরস বায়ু লাগিয়া সকলেই যেন পল্লবিত মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া বঙ্গবাসির যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। হরিতময় নবপল্লবশোভা ও মন্দ-মারুতহিল্লোলে শাখা প্রশাখা ও লতাসকলের নৃত্য দর্শন করিয়া নয়নযুগল; সমীরণযোগে পুষ্প ও মুকুলের মধু গন্ধের আঘ্রাণ করিয়া ঘ্রাণদ্বয়; সুরভি সুশীতল বায়ু স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয় এবং নবজাত ফলের উপাদেয় রসাস্বাদ করিয়া রসনা যে কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করিতেছে, বঙ্গবাসিরাই তাহা বুঝিতে পারেন, অন্যের তাহা অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। পাঠক! জগদীশের আর একটী কৃপাপ্রকাশ অনুভব করিয়া দেখুন, সংবৎসরের মধ্যে একটী কোকিলের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই বসন্তকালে তিনি যেন বঙ্গবাসির শ্রবণযুগলের প্রমোদসুখসাধনার্থ শত শত কোকিল কোথা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রতি মুকুলিত আম্রবৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ, কোকিল-মিথুন মধুময় কুহুরবে যেন বঙ্গবাসির মন মোহিত করিতেছে। জগদীশ বঙ্গবাসির প্রতি প্রসন্ন হইয়াই কি পুংস্কোকিলের কণ্ঠনালীতে মধুভাণ্ড বসাইয়া রাখিয়াছেন? অন্যথা পক্ষির কণ্ঠ হইতে এরূপ মধুমাখা স্বর বাহির হইবে কেন? পাঠক! কোকিলের পঞ্চম স্বর গানে যে একটী অদ্ভুত কাণ্ড

আছে, তাহা কি কখন অনুভব করিয়া দেখিয়াছেন? পুংস্কোকিল যখন সম্পূর্ণ পঞ্চম স্বরে গান আরম্ভ করে, কোকিলপ্রিয়া যে তান দেয়, তাহা কি পাঠক অনুধাবন করিয়া শুনিয়াছেন? যদি না শুনিয়া থাকেন, আমরা সন্ধান বলিলাম, মনোযোগ দিয়া শুনিবেন।

সুখের অবস্থা হউক, আর দুঃখের অবস্থা হউক, একবিধ অবস্থা মানুষের ভাল লাগে না। পাছে বঙ্গবাসির মন নিত্য বসন্তসুখ ভোগ করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে, এই ভাবিয়া সেই কৃপানিধান অচিরকাল মধ্যে আবার গ্রীষ্মের বিধান করিয়া দিবেন। যখন আবার নিদাঘতাপ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে, বর্ষা আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিবেন। অনবরত ধারাপাত যখন ভাল লাগিবে না, শরৎ আসিয়া উপস্থিত হইবে। বঙ্গবাসির প্রতি ইহার পর কৃপাচিহ্ন পাঠক আর কি দেখিতে চান? এদিকে ত এই গেল, ওদিকে ভগবান্ বঙ্গবাসির জীবকা কেমন সুলভ করিয়া দিয়াছেন। একটী ধান্যে শত ধান্য ও একটী বীজে শত সহস্র ফল জন্মে। ধান্যক্ষেত্রে অধিক কষ্ট করিতে হয় না, বৃক্ষ অর্জ্জন করিয়াও অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না।

ইদানীন্তন আর্য্য সন্তানেরা যে জীবিকা অর্জ্জনার্থ এরূপ কষ্ট পাইবেন, প্রাচীন আর্য্যেরা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বঙ্গভূমি তাঁহাদিগের প্রতি কামদুঘা হইয়াছিল। তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দের পরিসীমা ছিল না। তাঁহাদের যথেষ্ট অবসর ছিল। তাঁহারা সেই অবসর কাল ঈশ্বরের আরাধনায় ও আমোদে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গবাসির মন অকৃতজ্ঞ নয়। বিদেশীয়েরাও যদি ইহঁাদের এক গুণ উপকার করেন, ইহঁারা তাঁহাদের প্রতি দশ গুণ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ষ্টেটস্‌মান সম্পাদক রবর্ট নাইট বঙ্গদেশের হিতার্থ দুই চারি কথা বলিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহঁারা স্থানে স্থানে সভা করিয়া তাঁহার প্রতি কত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেন। আর যে ঈশ্বর বঙ্গবাসির প্রতি উল্লিখিত প্রকার অসীম করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, বঙ্গবাসী আর্য্যেরা যে তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তাঁহাদের কৃতজ্ঞতারসার্দ্র চিত্তে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। তাঁহারা গাছ পাথর সকলেই ঈশ্বর দেখিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বর বোধে সকলেরই পূজা পদ্ধতি প্রচার করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের আদৃত " সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহার্থ শ্রুতিবাক্য তাঁহাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। ইহাও তাঁহাদের স্মৃতি

পথে আরূঢ় হইল, পূজ্য ঋষিগণ অহরহঃ যে সাবিত্রী দেবীর উপাসনা করিতেন, তাহা আর কিছু নয় ব্রহ্মের আরাধনামাত্র। এই সকল বিষয় তাঁহাদের বুদ্ধিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহারা সমুদায় ব্রহ্মময় দেখিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মের আরাধনা যাহাতে জগন্ময় প্রচারিত হয়, তাঁহাদের কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই ইচ্ছার উদয় হইল ও সেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাঁহারা এই বিবেচনা করিলেন, নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের আরাধনা করে, সাধারণের এ সামর্থ্য নাই। এই বিবেচনা করিয়া নানাপ্রকার আকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। আকারগুলি যে তাঁহাদের কল্পনাকল্পিত, তাহা "উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" এই বাক্য দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। বঙ্গবাসী আর্য্যেরা আবার সেই সাকার পূজার সহিত নানাপ্রকার উৎসবের যোগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা মানুষের মনের ভাব ও গতি-বোধে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। মানুষ যে একান্ত সুখাভিলাষী ও আমোদপ্রিয়, তাহা তাঁহারা সুন্দররূপে জানিয়াছিলেন। সাকার পূজার সহিত উৎসবের যোগ করিয়া দেওয়াতে সত্বর তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল। তাহাতেই বঙ্গদেশে এত দেব দেবী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে দেব দেবী পূজাপ্রক্রিয়ার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইবার অপর কারণ এই, যাঁহাদের উপরে ধর্ম্মরক্ষার ভার ছিল, তাঁহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনার্থ ভাবনা ও কষ্ট ছিল না। সামাজিক বন্দোবস্তের গুণে অপরের শীর্ষ দিয়াই তাঁহাদের ওদনক্রিয়া নির্ব্বাহ হইত। এই সুবিধা থাকাতে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে পুরাণ-তন্ত্রাদির সৃষ্টি করিয়া নানাপ্রকার দেব দেবীর পূজা পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের মনের যে প্রকার ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা গাছ পাথরকেও যে ঈশ্বর বোধ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক ভাব এই ;—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

হে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ দেব! আমি ধর্ম্ম জানি, তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্ম জানি, তাহা হইতে নিবৃত্তি নাই। তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করিতেছ, সেইরূপ করিতেছি।

যাঁহাদের মনের এ প্রকার ভাব, তাঁহারা যে শিলাবৃক্ষাদিকেও দেব দেবী বোধে পূজা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক আর্য্যেরা ছত্রিশ কোটী দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা বটেন; কিন্তু ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতির লোকদিগের বঙ্গদেশের ন্যায় সুবিধা নাই, আমোদ করিবারও অবসর নাই। এই নিমিত্ত তত্তৎ দেশীয়েরা বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় নানা দেব দেবী মূর্ত্তি পূজা করেন না। ঈশ্বর বঙ্গদেশের ন্যায় তত্তৎ দেশের প্রতি তত প্রসন্ন নন। তত্তৎ দেশবাসিদিগকে জীবিকা অর্জ্জনার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং তাঁহারা নানাবিধ দেব দেবী পূজার অবসর পান না। অতএব এই ছত্রিশ কোটী দেব দেবী পূজার ভার বঙ্গবাসির স্কন্ধেই পতিত হইয়াছে।

মনুসংহিতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে সামান্যতঃ শূদ্রান্ন গ্রহণ নিষেধ করা হইয়াছে, এক্ষণে কিছু বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে।

নাদ্যাৎ শূদ্রস্য পক্কান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনোদ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকং ॥ ২২৩ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞহীন শূদ্রের পক্কান্ন ভোজন করিবেন না। যদি অন্নান্তর না পান, ঐ শূদ্র হইতে এক রাত্রের নির্ব্বাহোচিত অপক্কান্ন গ্রহণ করিবেন; কিন্তু পক্কান্ন গ্রহণ করিবেন না।

শ্রোত্রিয়স্য কদর্য্যস্য বদান্যস্য চ বার্দ্ধুষেঃ।
মীমাংসিত্বোভয়ন্দেবাঃ সমমন্নমকল্পয়ন্ ॥ ২২৪ ॥

একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কৃপণ, আর একজন দাতা কিন্তু কুসীদজীবী; এই উভয়ের অন্নের দোষ গুণ বিচার করিয়া দেবতারা স্থির করিয়াছেন, উভয়ের অন্ন তুল্য, অর্থাৎ এ উভয় ব্যক্তিরই অন্ন ভোজনে পাপ জন্মে। অতএব এ উভয়ের অন্ন গ্রহণ করিবে না।

তান্ প্রজাপতিরাহেত্য মাকৃদ্ধং বিষমং সমং।
শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মা সেই দেবগণের নিকটে আসিয়া কহিলেন, তোমরা বিষম অন্নকে

সমান করিও না, অর্থাৎ উক্ত উভয় ব্যক্তির অন্ন তুল্য দোষে দূষিত নয়। কারণ,উভয়ের অন্নগত বিশেষ আছে। সে বিশেষ এই,দানশীল ব্যক্তি কুসীদ-জীবী (সুদখোর) হইলেও সে যে অন্ন দেয় তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিয়া থাকে ; আর কৃপণ ব্যক্তি যে অন্ন দেয় তাহা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিয়া থাকে। অতএব সে অন্ন অপবিত্র। উভয় অন্নের এই প্রভেদ।

শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥ ২২৬ ॥

ইষ্ট শব্দে যজ্ঞাদি কর্ম্ম এবং পূর্ত্ত শব্দে পুষ্করিণীদানাদি কার্য্য বুঝায়। স্বর্গাদি ফলের কামনা না করিয়া অনলস হইয়া নিত্য ঐ দুটী কার্য্য করিবে। যে হেতু ন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ দুটি কার্য্য করিলে অক্ষয় হয় অর্থাৎ মোক্ষ ফল লাভ হইয়া থাকে।

দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌর্ত্তিকং।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ॥ ২২৭ ॥

ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট মানসে যাগাদি ও খাতাদি সংক্রান্ত দান ধর্ম্মের যথাশক্তি নিত্য অনুষ্ঠান করিবে।

যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতেনানসূয়য়া।
উৎপৎস্যতে হি তৎ পাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ॥ ২২৮ ॥

প্রার্থিত হইয়া যে কিছু দান করিবে, মৎসরহীন হইয়া দান করা কর্ত্তব্য। যে হেতু এমন পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, যাঁহার যাবতীয় নরক প্রাপ্তির হেতু দুষ্কৃত হইতে মোচন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু মৎসরী হইয়া দানে প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ পাত্র লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্॥ ২২৯ ॥

যিনি পুষ্করিণ্যাদি জল দান করেন, তাঁহার ক্ষুৎপিপাসাদি শান্তি হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ হয়। অন্নদাতার অক্ষয় সুখ লাভ, তিলদাতার অভীষ্ট সন্তান এবং দীপদাতার উত্তম চক্ষু লাভ হইয়া থাকে।

ভূমিদোভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদোরূপমুত্তমম্॥ ২৩০ ॥

ভূমিদানকর্ত্তা ভূমির আধিপত্য প্রাপ্ত হন, সুবর্ণদাতা চিরজীবী হন, গৃহদাতা উত্তম গৃহ এবং রৌপ্যদাতা উত্তম রূপ লাভ করেন।

বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদোব্রধ্নস্য পিষ্টপং ॥ ২৩১ ॥

বস্ত্রদাতার চন্দ্র সমান লোক, অশ্বদাতার অশ্বিলোক, বলীবর্দ্দদাতার প্রচুর শ্রী এবং গাভিদাতার সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়।

যানশয্যাপ্রদোভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদোব্রহ্মসাষ্টিতাম্ ॥ ২৩২ ॥

রথাদি যান ও শয্যাদাতার ভার্য্যা, অভয়দাতার ঐশ্বর্য্য, ধান্যদাতার নিত্য সুখ এবং বেদব্যাখ্যাতার ব্রহ্মসমান গতি লাভ হয়।

সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাং ॥ ২৩৩ ॥

জল, অন্ন, ধেনু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, সুবর্ণ, ঘৃতাদি সমুদায় দানের অপেক্ষা বেদদানই শ্রেষ্ঠ।

যেন যেন তু ভাবেন যৎ যৎ দানং প্রযচ্ছতি।
তত্তত্তেনৈব ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতঃ ॥ ২৩৪ ॥

যে ব্যক্তি যে অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ স্বর্গমোক্ষাদি কামনা করিয়া যে দান করেন, জন্মান্তরে তিনি পূজিত হইয়া সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন।

যোঽর্চ্চিতম্প্রতিগৃহ্লাতি দদাত্যর্চ্চিতমেব চ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গন্নরকন্তু বিপর্য্যয়ে ॥ ২৩৫ ॥

যে ব্যক্তি পূজা করিয়া ধন দান করে আর যে ব্যক্তি পূজা করিয়া সেই ধন গ্রহণ করে, উভয়েই স্বর্গগামী হয়। ইহার বিপর্য্যয় হইলে অর্থাৎ পূজা পূর্ব্বক ধন দান ও ধন গ্রহণ না করিলে উভয়েই নরকগামী হইয়া থাকে!

ন বিস্ময়েত তপসা বদেদিষ্ট্বা চ নানৃতং।
নার্ত্তোপ্যপবদেদ্বিপ্রান্ন দত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥

চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করিয়া আমি কি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, এই ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিবে না; আর যজ্ঞ করিয়া মিথ্যা কথা কহিবে না; ব্রাহ্মণ কষ্ট দিলেও ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না এবং দান করিয়া অপরের নিকট সে দানের কথা কহিবে না।

যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ২৩৭ ॥

মিথ্যা কথা কহিলে যজ্ঞ ধ্বংস, বিস্ময় প্রকাশে চান্দ্রায়ণাদিব্রত নাশ,

ব্রাহ্মণ নিন্দায় আয়ুক্ষয় এবং দানের কথা অপরের নিকটে বলিলে দান ফল নাশ হইয়া যায়।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥ ২৩৮॥

পুত্তিকা (উইপোকা) যেমন অল্পে অল্পে বল্মীক সঞ্চয় করে, সেইরূপে কোন প্রাণিহিংসা না করিয়া পরলোক সহায়ের নিমিত্ত অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥ ২৩৯॥

যে হেতু পরলোকে পিতা, মাতা, পুত্র, পত্নী ও জ্ঞাতি, ইহাঁদের কেহই সহায় হন না, কেবল এক ধর্ম্মই সহায় হইয়া থাকেন।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব চ দুষ্কৃতম্॥ ২৪০॥

মানুষ একাই জন্মগ্রহণ করে, একাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, একাই সুকৃত ও একাই দুষ্কৃত ফল ভোগ করিয়া থাকে। মাত্রাদি কেহই এ সকল কার্য্যের সহচর হন না। অতএব তাঁহাদের অনুরোধে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখাবান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥ ২৪১॥

মৃত্যু হইলে পর পিতা মাত্রাদি বান্ধবগণ ভূতলপতিত কাষ্ঠলোষ্টতুল্য অচেতন মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গৃহে গমন করে, কেহই সঙ্গে যায় না, এক ধর্ম্মই কেবল সঙ্গে গিয়া থাকেন।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥ ২৪২॥

অতএব ধর্ম্মকে সহায় করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। যেহেতু ধর্ম্ম সহায় হইলে মানুষ নরকাদি দুস্তরদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষস্তপসা হতকিল্বিষং।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণং॥ ২৪৩॥

ধর্ম্মপ্রধান পুরুষ যদি দৈবাৎ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পাপী হন, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইলে পর এক ধর্ম্মই তাঁহাকে দীপ্তিমান ব্রহ্মস্বরূপে পরলোকে লইয়া থাকেন।

উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ ॥ ২৪৪ ॥

যে ব্যক্তির নিজ কুলকে উন্নত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য, যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা সদাচার ও উত্তম কুলে জন্মাদি দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের সহিত সম্বন্ধ করিবে এবং অধম ব্যক্তিদিগের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে। অধম পরিত্যাগের বিধি দ্বারা স্বতুল্য ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ আচরণের বিধি সুতরাং বুঝাইয়া যাইতেছে।

উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্ ॥ ২৪৫ ॥

ব্রাহ্মণ যদ্যপি উত্তম ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ করে এবং হীন ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে; আর যদি ইহার বিপরীত আচরণ করে অর্থাৎ হীন ব্যক্তির সহিত পরিণয়াদি সূত্রে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতির হীনতা হইয়া সে শূদ্রতুল্য অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রোদমদানাভ্যাঞ্জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ ॥ ২৪৬ ॥

দৃঢ়কারী, অনিষ্ঠুর, শীতাতপাদিদ্বন্দসহিষ্ণু, ক্রূরাচার পুরুষের সংসর্গ পরিত্যাগী, পরহিংসানিবৃত্ত ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়তা ও দান দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া তাহা সম্পন্ন না করিয়া বিরত না হয়, তাহাকে দৃঢ়কারী বলে।

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্ ॥ ২৪৭ ॥

অযাচিতোপনীত কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন, মধু আর অভয়দান দক্ষিণা সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়। টীকাকার বলেন, যাজ্ঞবল্ক্য বচনে আছে কুলটা, ক্লীব, পতিত আর শত্রু ইহাদের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, ইহাদের ভিন্ন আর সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। বচনে যে অন্নের কথা বলা হইয়াছে শূদ্রের নিকট হইতে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে হইলে আম অন্নই গ্রহণ করিবে, পকান্ন গ্রহণ করিবে না।

আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাং।
মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥ ২৪৮ ॥

যে দ্রব্য অযাচিত হইয়া প্রতিগ্রহীতার নিকটে আনীত ও তাঁহার সম্মুখে

স্থাপিত হয়, তাহা অতি দুষ্কৃতকারী ব্যক্তির দত্ত হইলেও গ্রহণ করিতে পারা যায়, ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। টীকাকার এস্থলেও বলেন পতিতাদির হস্ত হইতে গ্রহণ করা যায় না এবং পূর্ব্বে যে কাষ্ঠ জলাদির কথা বলা হইয়াছে এস্থলে তদ্ভিন্ন সুবর্ণাদি দ্রব্য বুঝিতে হইবে।

নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে॥ ২৪৯॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অযাচিতোপস্থিত দ্রব্য গ্রহণ না করেন, তাঁহার পিতৃলোক তৎকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্য পনর বৎসর ভোজন করেন না; আর অগ্নিও হব্য বহন করেন না অর্থাৎ দেবতাদিগের উদ্দেশে অগ্নিতে যে হোম করা হয়, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্দধি।
ধানামৎস্যান্ পয়োমাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ম্নুদেৎ॥ ২৫০॥

শয্যা, গৃহ, কুশ, কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য, জল, ফুল, মণি, দধি, ভাজা চাউল ও যব প্রভৃতি, মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস, শাক, এ সকল দ্রব্য অযাচিতোপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করিবে না।

গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষন্নর্চিষ্যন্দেবতাতিথীন্।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্নতু তৃপ্যেৎ স্বযন্ততঃ॥ ২৫১॥

মাতাপিত্রাদি গুরুজন ও ভৃত্যগণ যদি ক্ষুধায় অবসন্ন হন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত এবং দেবতা ও অতিথি পূজার্থ সকলের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিতে পারা যায়; কিন্তু সে ধনে অর্জ্জয়িতা স্বয়ং জীবন ধারণ করিবে না। টীকাকারের মতে ক্ষুধাবসন্ন মাতাপিত্রাদির নিমিত্তও পতিতাদির নিকট হইতে দান গ্রহণ বিধেয় নহে।

গুরুষু ত্বভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্।
আত্মনোবৃত্তিমন্বিচ্ছন্ গৃহ্লীয়াৎ সাধুতঃ সদা॥ ২৫২॥

মাতাপিত্রাদির মৃত্যু হইলে অথবা তাঁহারা যোগ আশ্রয় করিলে তাঁহাদিগের সহিত বিভিন্ন ভাবে গৃহান্তরে বাস করিয়া আপনার জীবিকার্থ সাধুদিগের নিকট হইতেই সর্ব্বদা প্রতিগ্রহ করিবে।

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালোদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নায়শ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২৫৩॥

কৃষক, নিজ কুলের মিত্র, গোপাল, দাস আর নাপিত এবং

যে শূদ্র স্বয়ং সেবায় প্রবৃত্ত হয়, শূদ্রের মধ্যে ইহারা ভোজ্যান্ন।

উপরে শূদ্রের আত্মনিবেদনের কথা বলা হইল, এক্ষণে তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

যাদৃশোঽস্য ভবেদাত্মা যাদৃশঞ্চ চিকীর্ষিতং।
যথা চোপচরেদেনন্তথাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২৫৪॥

তাহার স্বরূপ যেরূপ, অর্থাৎ তাহার যে কুলে জন্ম ও তাহার চরিত্র যেরূপ, সে যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, এবং যেরূপে সেবা করিতে চায়, সেইরূপে আত্ম নিবেদন করিবে।

যোন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
সপাপকৃত্তমোলোকে স্তেনআত্মাপহারকঃ॥ ২৫৫॥

যে ব্যক্তির স্বরূপ যেরূপ, সে যদি অন্য প্রকারে সাধুগণের নিকটে আত্ম-পরিচয় দেয়, সে অতিশয় পাপকারী আত্মাপহারক চোর। অন্য চোরে দ্রব্যান্তর চুরি করে, কিন্তু এ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান আত্মার চৌর্য্য সম্পাদন করে।

বাচ্যর্থানিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃসৃতাঃ।
তাস্তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং সসর্ব্বস্তেয়কৃন্নরঃ॥ ২৫৬॥

সকল অর্থই বাক্যে নিয়ত, বাক্যই সকল অর্থের মূল, বাক্য হইতে বিনিঃসৃত না হইলে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না। অতএব যে ব্যক্তি সেই বাক্য চুরি করে, সে সর্ব্বপ্রকার চৌর্য্যকারী।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করা যায়, তাহার কথা বলা হইতেছে।

মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥ ২৫৭॥

যথাবিধি বেদপাঠ দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞদ্বারা দেবতাঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যোগ্য পুত্রের উপরে কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের ভার অর্পণ করিয়া পুত্রদারধনাদিতে মমতাশূন্য ও সমদর্শী হইয়া গৃহে বাস করিবে।

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যংবিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥ ২৫৮॥

পুত্র-সম্পাদিত-জীবনোপায় হইয়া একাকী নির্জন প্রদেশে আপনার হিত অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রোক্ত জীবের ব্রহ্মভাব সর্ব্বদা চিন্তা

করিবে। যেহেতু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষরূপে পরম লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে যে যে বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উপসংহার করা হইতেছে।

এষোদিতা গৃহস্থস্য বৃত্তির্বিপ্রস্য শাশ্বতী।
স্নাতকব্রতকল্পশ্চ সত্ত্ববৃদ্ধিকরঃ শুভঃ॥ ২৫৯॥

গৃহস্থ ব্রাহ্মণের এই নিত্যবৃত্তি অর্থাৎ ঋতোঞ্ছাদি জীবনোপায় এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকারক প্রশস্ত স্নাতকব্রতের কথা বলা হইল।

অনেন বিপ্রোবৃত্তেন বর্ত্তয়ন্ বেদশাস্ত্রবিৎ।
ব্যপেতকল্মষোনিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২৬০॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিত্য এই শাস্ত্রোক্ত আচার করিয়া নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্ম লোকে লীন হইয়া থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

দুঃশাসনের শোণিত পানোদ্যত ভীম।

অরে রে পামর! তোরে ধিক্ কুলাঙ্গার।
কোথা গেল আজ তোর সেই অহঙ্কার॥
পলায়ে বাঁচিবি কিরে ভেবেছিস্ আর।
এখনি করিব তোর প্রাণের সংহার॥
কোথা দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্ণ যার প্রাণধন
কোথা সেই কর্ণ বীরবর।
আজ এ সঙ্কট ঘোরে কে রাখিতে পারে তোরে
দেখিব রে দেখিব পামর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি যদি হয় প্রতিবাদী
তবু তোর নাহি রে নিস্তার॥
যে করেছ অপমান আজ তার প্রতিদান
প্রতিশোধ হইবে তাহার॥
বারেক স্মরিয়া দেখ অরে নরাধম।
তোর মত আছে কি রে নিষ্ঠুর নির্ম্মম॥
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর সমান।
সংসারে দ্বিতীয় নাই তোর উপমান॥

স্ত্রীজাতির একমাত্র লজ্জা আভরণ।
কেমনে নির্লজ্জ হয়ে করিলি হরণ।
এখনো হৃদয় জ্বলে করিলে স্মরণ ॥
অরে পশু সভা মাঝে যে কাজ পশুরে সাজে
করেছিস হইয়া মানুষ।
তোর মত দুরাচার সংসারে কি আছে আর
তোর মত কেবা কাপুরুষ ॥
দ্রৌপদীর অপমান অগ্নি যেন দীপ্যমান
জ্বেলে দিল হৃদয়ে আমার।
সমুখে দেখিয়া তোরে বাড়িছে দ্বিগুণ জোরে
শিখা তার পর্ব্বত আকার ॥
এই দেখ কলেবর কাঁপিতেছে থর থর
স্বেদজলে ভাসিছে শরীর।
পড়িছে নিশ্বাস ঘন করে তোরে দরশন
সর্ব্ব অঙ্গ হতেছে অধীর ॥
করিয়া শোণিতপান এ জ্বালার নির্ব্বাণ
করিব রে করেছি মনন।
কোথায় পলায়ে যাবি এখনি দেখিতে পাবি
তোর ভাগ্যে কি হয় ঘটন ॥
অরে দুষ্ট দুরাচার পাষণ্ড নচ্ছার।
তোরে কি দিব রে আর অধিক ধিক্‌কার ॥
যদ্যপি থাকিত তোর কর্ত্তব্যবিচার।
উপদেশ দিলে ফল ফলিত তাহার ॥
তোতে আর জড়পিণ্ডে না দেখি বিশেষ।
ভস্মে ঘৃতাহুতি হবে দিলে উপদেশ ॥
চলিতে দম্ভের ভরে সকলেরে তুচ্ছ করে
পদভরে কাঁপিত ভুবন।
কোথা গেল সে প্রভাব আজ কেন এই ভাব
ব্যাঘ্র ভয়ে শৃগাল যেমন।
শুকায়েছে ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে থর থর
হস্ত পদ হয়েছে অবশ।

ললাটে স্বেদের রাজি কেন রে এ ভাব আজি
হইয়াছে রসনা নীরস ॥
মুখেতে না সরে বাণী এই আমি অনুমানি
মৃত্যু ভয়ে করেছে বিকল।
চলিতে যদ্যপি ভেবে যাতনা পেতে না এবে
সর্ব্ব দিকে হইত মঙ্গল ॥
জানিও নিশ্চিত বিধি করেছে বিধান।
যে করিবে স্ত্রীজাতির কভু অপমান।
হবে তার প্রতিফল না হবে খণ্ডন।
তুই আজ হলি তার এক নিদর্শন ॥
ছিলি রাজপদে মেতে মোহমদে
কৌতুকতরঙ্গে ভাসি।
সহচর সনে প্রেম আলাপনে
দুখেরে করি প্রবাসী ॥
ভোগসুখে রত ছিলি অবিরত
হইয়া চেতনাহীন।
ভাব নাই কভু জগতের প্রভু!
ঘটিবে এ হেন দিন ॥
কত অত্যাচার কত অবিচার
করেছ মনের সাধে।
তুমি রাজ্যেশ্বর বিভব বিস্তর
কার সাধ্য বাদ সাধে।
হেরে পর রাজ্য হইয়া অধৈর্য্য
করেছ সমর শত।
স্ত্রীবালক কত হয়েছে নিহত
বিধবা হয়েছে কত ॥
সে পাপ কোথায় যাবে বল হায়!
সে ফল ফলিল আজ।
হলে ঘোরতর মেঘ আড়ম্বর
পড়য়ে মাথায় বাজ ॥

অরে পশু ধিক্ তোরে ধিক্ শতবার।
ভেবেছিলি পাণ্ডবেরে দিবি ছারখার॥
সদাই পাণ্ডবনিন্দা পাণ্ডবের দ্বেষ।
পাণ্ডব অনিষ্ট চেষ্টা অশেষ বিশেষ॥
কোথা সে শকুনি মামা ডাক একবার।
তোমারে বিপদে আসি করুন উদ্ধার॥
যাহার মন্ত্রণাবল বড়ই প্রবল।
যাহাতে ঘটেছে এই অনর্থ সকল॥
যে মন্ত্রণাবলে হলো কুরুকুলক্ষয়।
নিধন ক্ষত্রিয়বংশে দূরবর্ত্তী নয়॥
তোমার এ দশা আজ যে মন্ত্রণার ফল।
বসুন্ধরা বুঝি যেন যায় রসাতল॥
মনে ছিল বড় আশ পাণ্ডবেরে বনবাস
দিয়ে লবে রাজসিংহাসন।
ভুঞ্জিবে অতুল সুখ পাণ্ডবেরা পাবে দুখ
না আসিবে ফিরিয়া ভবন।
সে হলো কথার কথা পাইলে মরমে ব্যথা
তবু নাহি ছাড়িলে কৌশল।
করি যুদ্ধ আয়োজন অশ্ব হস্তী অগণন
রথ রথী ব্যাপিল ভূতল॥
আছে শত সহোদর কত শত ধনুর্দ্ধর
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মহাবীর।
হয়ে সেই গর্ব্বে মত্ত না বুঝিলে সারতত্ত্ব
জয়ী হবে মনে ছিল স্থির॥
সে বাসনা গেল ঘুরে জয় আশা গেল দূরে
যুদ্ধযজ্ঞে পেলে পশুভাব।
কোথা কর্ণ বীরবর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর
এসে তব দেখুক প্রভাব॥
দেখ কাণ্ড বিধাতার কি বা চিত্র বিধি তাঁর
পরহেতু পাতিলে যে ফাঁদ।

আপনারা পড়ে তায় মারা গেলে হায় হায়!
ঘটিল বিষম পরমাদ ॥
অহে নব যুবরাজ! কোথা এবে কুরুরাজ
ডাক তারে হেথা একবার।
লয়ে হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিক্ তব প্রাণদান
যদি থাকে শকতি তাহার ॥
এতেক বচন বলি বৃকোদর বীর।
হইল মত্তের প্রায় ক্রোধেতে অধীর ॥
ভীমনাদে মুহুর্ম্মুহুঃ করিল গর্জ্জন।
দেখিতে দেখিতে হলো লোহিতবরণ ॥
জিনিল শরীর কান্তি প্রভাত ভাস্করে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইল ঘন হুহুঙ্কারে ॥
অগ্নিকুণ্ডসম দুই নয়ন হইল।
কুম্ভকারচক্র হেন ঘুরিতে লাগিল ॥
স্বেদজলে পরিপ্লুত হলো কলেবর।
বরষার ধারাবর্ষী যেন গিরিবর ॥
মুহুর্ম্মুহুঃ আস্ফালিয়া কেশ আকর্ষিয়া।
দুঃশাসনে ভূমিতলে দিল ফেলাইয়া ॥
চড়িয়া বসিল তার বক্ষের উপর।
বসাইয়া দিল বক্ষে প্রখর নখর ॥
বেগেতে শোণিত ধারা ছুটিয়া উঠিল।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে ভীম কহিতে লাগিল ॥
সাক্ষী হও গ্রহগণ দেব দিবাকর।
যে লাঞ্ছনা পাণ্ডবের করেছে পামর ॥
যে লাঞ্ছনা দ্রৌপদীরে বিবসন করে।
করেছে পামর পশু সভার ভিতরে ॥
যে যাতনা পাণ্ডবেরে বনবাস দিয়া।
দিয়াছে, স্মরিলে হয় বিদারিত হিয়া ॥
সে সবার আজ আমি লব প্রতিশোধ।
সাক্ষী থাক দেবগণ এই উপরোধ ॥

করিব শোণিত পান ছাড়িব না আজ।
প্রতিজ্ঞাভঙ্গেতে হয় কাপুরুষ কাজ ॥
ইথে যদি হয় মম নরকগমন।
তাও আমি শ্রেয়ঃ বলে করিব সেবন ॥
রাক্ষস পিশাচ কিম্বা শার্দ্দূল শ্বাপদ।
যে কেহ বলুক সব সবো অপবাদ ॥
তবু দুরাত্মারে আমি ছাড়িব না আজ।
পামর বুঝুক এবে করেছে কি কাজ ॥

ভালবাসা।

O Love ! thou art the very god of evil
For, after all we cannot call thee devil

Byron.

মৃদুল বাতাসে বসে চৌদিকে বেড়ায়
কি তুমি রে ভালবাসা ? কি তুমি প্রণয় ?
কভু নাবে না ভূতলে
তেজে আপনি উজলে,
হেরে তারে মুগ্ধ রে মানব
ভেবে তাই বিচেতন সব—
মিছে মনে মনোরম আশা ;
কোথা সুখ এ দুখ সংসারে
বৃথা হায় চেতনারে হরে,
অশ্রুনীরে ভাসে ভালবাসা ;
কত যে কিরূপ ধরে ভুলায়ে মানবে
চলে যায় আঁধারিয়ে আলোকের ভরে।
উভয় উভয়ে হেরে
প্রাণ টলে প্রেম ভরে,
হেরে ভাল বাসিয়াছে মন ;
বসিয়ে তটিনীতীরে
রজত সিকতা পরে

ভালবেসে হয়েছে মগন ;
উষার বাতাস বয়,
উপরে তারকাচয়
তারা ছাড়া কিছু নয়
হাসে নীল অনন্ত অম্বরে,
হৃদয়ের বিশাল গগনে
ভরে আছে ভালবাসা তায়
তাহাদের উজলি পরাণে !
গলা ধরে মালা দিয়ে পরিণয় হতো
চুমিয়ে সহাস মুখ স্বর্গ সুখ পেতো।
যে দুয়ের মিলনেতে সাক্ষী হতো বিধু,
যে দুয়ে বিরলে বসে খেতো মুখমধু,
বিজন যাদের যবে ছিল প্রিয় সখা,
এ ভব-নয়নে পেতো ত্রিদিবের দেখা,
একটী হৃদয় স্বচ্ছ যে দুয়ে ধরিত,
মাঝে মাঝে যেটী সুধু টলিয়া উঠিত,
যে দুয়ে না হেরে হতো বিমনা অধীর
ধীরে ধীরে পশে মনে বিষাদের নীর,
তার পর দেখা পেলে উথলিত সুখ
প্রবল প্রমোদ-নীরে ভেসে যেতো বুক।
সে দুয়ে কি পরস্পর ভুলেছে এখন ?—
না পারি বুঝিতে হলো কেমনে এমন ;
হতে পারে, জানি না বা, সুধু এই জানি
নূতন সৌন্দর্য্য হেরে সজোরে অমনি
টলে উঠে মানুষের মন আর প্রাণ—
হতভাগা জীবনের, স্বভাব এমন।
বড় ঘৃণা করি আমি চপল পিরীতি,
নিতান্ত ঘৃণিত আর মানবের জাতি,
চঞ্চল মাটিতে এরা নির্ম্মিত এমন
বহুকাল এতে কিছু থাকে না কখন ;

চিরস্থায়ী মনে কিছু কদাচ না রয়
সতত বিষম ভাব হতেছে উদয়।
প্রণয়ের যবে প্রথম উদয়,
    নূতন ভাবের, বিমল মনে,
ভালবাসা সেই, সেই সুধাময়,
    পেলব, মধুর, সরল, জনে,
সেই ভালবাসা, সরলতা যাতে,
    পরিমলভরা, প্রাণের আশা,
মেতে যায় মন, মেতে যায় প্রাণ,
    লেগে যায় যাতে প্রাণের নেশা!
অয়ি! সেই ভালবাসা, সরলতাময়
আহা! পবিত্র, মধুর, সেই সুধাময়!
কিছু দিন গেলে এমন প্রমদে
হৃদয় তেমন মাতে না প্রমোদে,
    সহজে মানুষে বিরাম চায়;
কিছু দিন যায় মনের বিরাগে
কিছু দিন আরও প্রণয় জাগে,
    অবশেষে ভাঁটা পড়িয়ে যায়;
পরে যবে রূপরাশি নয়নেতে পশে
সহজে তাদের ছবি হৃদয়েতে বসে।
নয়নে রূপের যবে নবীনতা যায়
ভাল বেসে আর নাহি বিমোহিত হয়;
হয়ে যায় ধরাতল ধরণী যেমন
স্বর্গ বলে মনে আর ভাবে না তখন;
চলে যায় ভালবাসা এক ভাবে র(ই)লে,
থাকে নাক ভালবাসা বহুদিন গেলে
    ইহা নিশ্চিত সংসারে,
    ভাল বাসিবার পরে
দেখান উচিত আরো, দিবস অন্তর
যদিও অন্তরে ভাল বাসে পরস্পর।

কি তুমিরে ভালবাসা ?—ভুলেছে যখন
    ভালবেসে এক জন, অপর জনেরে,
কোথা তুমি থাক তবে ?—তুমি কি তখন
    আছ সেই কপটের হৃদয় ভিতরে ?—
তবু দাও অন্যে ভাল বাসিতে তখন ?
    সে কি নয় মহাপাপী চতুরতা করে ?—
অথবা তোমার হয় প্রকৃতি এমন,
    কিছু চিরস্থায়ী নয় যেমন সংসারে ?—
অথবা অমর তুমি থাক সুর-লোকে
স্বর্গ হতে ভূমে কভু নাবনি নরকে ?
ভালবাসা ছিল যেই দুখের সময়ে,
ছিল যে সজোরে ওরে তুফান ছাড়ায়ে,
সে কি যাবে লোপ পেয়ে এমন সময়ে,
বহিছে মৃদুল বায়ু অরুণ উদয়ে ?
প্রবল প্রবাতে যারে পারেনি নাড়িতে,
হেদে দেখ চলে যায় নিশ্বাস বায়ুতে—
একটী কথায়, কটু, অথবা নীরস,
না বুঝে যথার্থ অর্থে, ভাবেরে বিরস,
পলকে সহজে উঠে প্রণয়ে প্রমাদ,
একেবারে বেধে যায় মনের বিবাদ ;
সে নয়নে বিতরে না বিমল কিরণ,
সে ভাবিত নহে আর মধুর তেমন,
ক্রমে ক্রমে একে একে পরম পীরিতি,
উবে যায় প্রণয়ের মোহন শকতি।
সংসারের বস্তু সনে মানুষের প্রাণ
মেলে নাক, নহে বস্তু স্বভাব সমান ;
মানব জীবিত হায় ! নির্ম্মিত এমন
কভু আছে কভু নাই শিয়রে শমন।
পীড়ায় কাতর লোক, পিপাসা, মরণ,
দাসত্ব, বিরোধে, হয় সদা জ্বালাতন ;

এ সবার চেয়ে লোকে জ্বালাতন হবে,
থাকে তাহা নিজ হৃদে—ভাল বেসে পাবে।
অভিশাপ মানুষের কপালের লেখা,
এক কণা শুদ্ধ সুখ পাবেনাক দেখা ;
অতিশয় ভালবাসা হলে
শান্তিসুখ পাই না সংসারে,
শীত যায় যে অল্প পাবকে
পুড়ে মরে অধিক হইলে ;—
অল্প ভাল বেসে কোথা কে থাকিতে পারে ?
অল্প ভালবাসা হায় ! হয় না সংসারে।
ভালবাসা আযৌবন জ্বালা,
হৃদয়ের বিষম যাতনা ;
ভাল নাহি বাসা, আরো তাহাতে যাতনা ;
এ সবার চেয়ে,
ওরে পোড়াইয়া মারে
ভাল বেসে, ভালবাসা পেলে নাহি ফিরে ?
ভালবাসা নিরদয় তুমি !
যে তোমারে পূজা করে দিবস রজনী
যে তোমার তরে
বিচেতন ফেরে
ভাবনায় ভরামুখ পাগল যেমনি ;
সেই জন অতিশয় ভালবাসে প্রাণে
বিষাদে নিশ্বাসি সেই ফেরে বনে বনে ;
আদরে বাসিয়ে ভাল, ভাসে প্রেমভরে,
রেখে হায় হৃদি মাঝে মরিবার তরে।
শুনিলাম নিশি শেষে জীবন যৌবনে
গেয়ে যায় কেঁদে কেঁদে করুণ নিস্বনে।

সংসারী ভারতের প্রতি।

আমরা ভারতসংসারের যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি, সংসারে

ভারত সম্পূর্ণ উদাসী। সংসার যেন ভারতের ছদ্মবেশ। মায়া করিয়া মায়াবী যেমন তাহার অন্তরের কার্য্য সাধন করে,সংসারিরূপ মায়াবী সাজিয়া ভারতও যেন ঠিক তাই করিতেছে। পিঞ্জরে যেমন পাখী, কারাগারে যেমন রাজা, সংসারেও ভারত সেইরূপ একটী পদার্থ। যেমন রাজার মন কারাগারে নয়, রাজত্বে; যেমন পাখির মন পিঞ্জরে নয়,কাননে; তেমনি ভারতের মনও সংসারে নয়, ঔদাস্যে। সংসার যদি তাহার মনের হইত, সে যদি সংসার শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিত, তাহলে কি সংসারী ভারতের এইরূপ দুর্দ্দশা আমরা দেখিতে পাইতাম? তাহলে কি ভারত সংসারী হইয়া ঔদাস্যকে তাহার অন্তঃকরণে স্থান দিত? কখনই না। সম্যক্ সার এই অর্থ দিয়া আর্য্যেরা যে সংসার শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভারত তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা সম্যক্ সার, যে সংসার, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনের একমাত্র উপায়, তাহাকেই ভারত সম্পূর্ণ অসার ও অনর্থের মূল বলিয়া স্থির করিয়াছে। কি ভোজনে, কি গৃহনির্ম্মাণে, কি শয়নে, কি বিষয়ে, কি বিবাহে, সংসারের কিছুতেই আর ভারতের মন নাই। মন দিয়া ভারত এ সকলের কিছুই করে না। আমরা যদি পৃথিবীর অন্যান্য বিভাগের সহিত ভারতের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহাকে পৃথিবীর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সমস্ত পৃথিবীই সংসারের সুখ ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া রাত্রি দিন তাহারই উন্নতিসাধনে নিয়ত কত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা কিছু সুখ, যাহা কিছু ধর্ম্ম, যাহা কিছু কাম ও অর্থ, যাহা কিছু মোক্ষ, তাহা যে এই সংসারেই নিহিত, তাহা ভারত ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীই বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। ঈশ্বরের কি চমৎকার মহিমা! সময়ের কি আশ্চর্য্য গতি! উহার আবর্ত্তনে নিমিষ মধ্যে ঘাট অঘাট এবং অঘাটও ঘাট হইয়া থাকে। যে ভারত পৃথিবীর সর্ব্বাগ্রে সংসারের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়া ঘোর সংসারী হইয়াছিল, যাহার নিকটে পৃথিবী সংসার ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না; সেই ভারত আজ সংসারের একটী কার্য্যও মন দিয়া সুন্দর করিয়া করে না। যে সংসারে মনুষ্যের জন্ম, সেই আজ তাহাকেই মিথ্যা জ্ঞানে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে চায়।

প্রাচীন ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শুকদেব প্রভৃতি কত শত মহাত্মা এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসার পরি-

ত্যাগের মানসে কত শত কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই সংসারকে কেহই জয় করিতে পারেন নাই, কেহই সংসারকে ত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই সংসারের কোন না কোন একটী বিষয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব এ সংসার যে সকলেরই অজেয় ও অত্যাজ্য, কোন মতেই তাহা অস্বীকার করা যায় না। কি পরিতাপের বিষয়! পূর্ব্বকালে যে ভারত ন্যায় ও বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য করিত, সংসারে মত্ত হইয়া যাহার মস্তিষ্ক এই সংসারের সমস্ত বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ে সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিত, সেই আজ তাহার বাসগৃহ সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ ও তাহা প্রতিদিন পরিষ্কার করে না! বিবাহ করে তাহার কালাকাল কি যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিয়া করে না, এবং তাহার যে গূঢ় অভিপ্রায় কি তৎপ্রতিও দৃষ্টিপাত করে না। ভারতের আহারের উদ্দেশ্য নাই, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরোপাসনার যুক্তি নাই, তাহার হিতপ্রদ ও সার পরিপূর্ণ সকল শাস্ত্রই আছে, কিন্তু তদনুসারে সে একটী কার্য্য করিতেও ভাল বাসে না। হায়! এমন অজ্ঞানতা, এমন অস্বাভাবিক ঔদাস্যকে ভারতবর্ষে কে আনিল? কোন নিদারুণ বিধাতা প্রাপ্তস্বর্গ ভারতকে আবার পাতালে নিক্ষেপ করিয়াছে?

হে ভারত আর কাজ নাই; তোমার আর সংসার গারদে কয়েদী সাজিয়া কাজ নাই; তোমার আর সংসার সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইয়া কাজ নাই। যদি একান্ত সংসার তোমার মনের না হয়, যদি ঔদাস্যই মনুষ্যের সকল সুখের কারণ হয়, তবে তুমি এই দণ্ডেই সম্পূর্ণ উদাসী হও। তুমি উদাসী হইলে ঈশ্বরের সৃষ্ট সংসার না থাকে, না থাকিবে, তথাপি সংসারকে অসার করিও না; তথাপি সংসারী হইয়া ঔদাস্যকে মনে স্থান দিয়া সংসারকে বিকৃত করিয়া আত্মসহোদর, সন্তান, পিতা, মাতা ও বন্ধুদিগকে চির দিনের জন্য দুঃখ সাগরে বিসর্জ্জন দিও না। এ সংসার ঈশ্বরের অতিশয় যত্নের সামগ্রী, এবং মনুষ্যও দুই এক দিনের যত্নে ইহাকে প্রাপ্ত কিম্বা দুই এক দিনের পরিশ্রমে উহার সুখানুভব করিতে সক্ষম হয় নাই। এ সংসার ঈশ্বরের যেমন যত্নের, মনুষ্যেরও তেমনি কষ্টের সামগ্রী। ভ্রমান্ধকারে পতিত হইয়া ইহাকে বিকৃত করিয়া সেই দয়াময় ঈশ্বর এবং তাঁহার পুত্রদিগের হৃদয়ে যন্ত্রণা দেওয়া কোন মতেই মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে।

এ কথা নিশ্চয় জানিও, ঈশ্বরের সৃষ্ট হইয়া মনুষ্য কোন মতেই ঈশ্বরের

সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, ঈশ্বর মনুষ্যকে ততদূর ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, তবে মনুষ্য সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া সংসারকে বিকৃত করিয়া আপনি আপনার দুঃখের সৃষ্টি করিতে পারে। মনুষ্য যতই সংসারকে ত্যাগ করিতে যত্ন করিবে, ততই তাহার দুঃখ বাড়িতে থাকিবে। এই জন্য বলি, বৃথা অসাধ্য সাধনের ও বৃথা আত্মদুঃখের চেষ্টা না করিয়া শরীর দিয়া, প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, ধন দিয়া সংসারের সমস্ত বিষয়গুলিকে পরিচ্ছন্ন কর; সকলেরই দোষ গুণের বিচার করিয়া দোষকে ত্যাগ এবং গুণের অনুসরণ কর। তোমাদের দর্শন, তোমাদের বিজ্ঞান, তোমাদের জ্ঞানকাণ্ড তোমাদিগকে কি কি করিতে বলিয়াছে? তোমাদের বেদ স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কোন সার কথা আছে কি না? তোমরা যাহাদিগকে বিধর্ম্মী মনে কর, সেই যীশু, সেই মহম্মদ প্রভৃতির বাইবল, কোরাণ প্রভৃতিতে কোন সার কথা আছে কি না? দিবানিশি তাহারই অনুসন্ধান কর। বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিও না। কারণ, নীতি শাস্ত্রের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। দেখ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ আর্য্য চাণক্য কহিয়াছেন।

" বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ "

বিষ হইতে অমৃত, অপবিত্র স্থান হইতে সুবর্ণ এবং নীচ হইতে উৎকৃষ্ট বিদ্যা ও ঘৃণিত কুল হইতেও স্ত্রীরত্নকে গ্রহণ করিবে। আমাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা মনুও কহিয়াছেন,—

" বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং ॥ "

বিষ হইতে অমৃত যত্নপূর্ব্বক বাছিয়া লইবে। বালক হইতে উত্তম বাক্য ও শত্রু হইতে সদাচার এবং অপবিত্র স্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবে।

ফলতঃ সকলেরই সকল শাস্ত্র হইতে যুক্তিযুক্ত কথা গ্রহণ করা যাইতে পারে। সকল স্থান হইতেই যাহারা সত্যকে যত্ন পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহারাই মনুষ্য। ন্যায় ও যুক্তি আশ্রয় করিয়া যাহারা পৃথিবীর সমুদায় কার্য্য করে, তাহারাই মনুষ্য, এবং যাহা সার তাহাই মনুষ্যের উপাস্য। আমাদের জ্ঞানকাণ্ডে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা কহিয়াছেন।

" অনন্তশাস্ত্রং বহুধা চ বিদ্যা।
স্বল্পশ্চ কালোবহবশ্চ বিঘ্নাঃ ॥

যৎ সারভূতং তদুপাসনীয়ং।
হংসোযথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥"

শাস্ত্র ও বিদ্যার অন্ত নাই। মনুষ্যের আয়ু অল্প এবং তাহাতে বিঘ্নও অনেক। অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জলভাগ ত্যাগ করিয়া সারভূত দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ অনন্ত শাস্ত্র ও বিদ্যার মধ্যে যাহা সারভূত, তাহারই উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। মহামুনি বশিষ্ঠ কহিয়াছেন,

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

বালকেরও যুক্তিযুক্ত বাক্য উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তাহা তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করা মনুষ্যের উচিত।

অতএব যে শাস্ত্র, যে বিদ্যা, যে বাক্য সার তাহারই সর্ব্বদা আলোচনা কর, বুঝিতে পারিবে যে সংসারধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্ম। যত্নপূর্ব্বক ন্যায় ও যুক্তিকে অন্তঃকরণে স্থান দান কর দেখিতে পাইবে যে, মনুষ্য কোন মতেই সংসার পরিত্যাগ করিতে পারে না। অন্তরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্নি প্রজ্বালিত কর, দেখিতে পাইবে, ঔদাস্য ঈশ্বরের ও মনুষ্য স্বভাবের একান্ত বিরোধী। আরও দেখ, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই এ সংসার রহিয়াছে। মনুষ্য যখন জীবিত থাকিতে পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারে না, তখন সংসার কি প্রকারে সে পরিত্যাগ করিবে? মনুষ্য সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইল; কিন্তু সংসার তাহাকে ত্যাগ করিল না, সে যেখানে চলিল সংসার তাহার সঙ্গেই চলিল। লোকালয়ে সংসার, কাননে সংসার, পর্ব্বতে সংসার, সাগরে সংসার, মাঠে সংসার, পথে সংসার, জীবের দেহে জীবের অন্তঃকরণে সংসার গাঁথা রহিয়াছে। এ জগৎ সংসারময়। সংসারধর্ম্ম কোথায় না আছে? কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কোথায় না আছে? উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার কোথায় না হইতেছে? এ জগতে সংসারহীন স্থান কোথায়? ঐ যে সন্ন্যাসী পিতা মাতা প্রভৃতি স্বগণকে ত্যাগ করিয়া বিবস্ত্র হইয়া কাননে তপস্যা করিতেছে, উহারও মনে সংসার, উহারও মনে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি জাগ্রৎ রহিয়াছে। যে জীবের দেহ সংসার এবং আত্মা সংসারী, সে যেখানে যাহাই করুক, যে অবস্থায় থাকুক—সংসার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেই থাকিবে; ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আজ হউক, কাল হউক,

কিম্বা শত বৎসর পরেই হউক তাহাকে সংসারী সাজিতেই হইবে; এটী ঈশ্বরের নিয়ম। যিনি মনুষ্যের (জীবের) জন্মদাতা, তাঁরই নিয়ম। এ নিয়ম লঙ্ঘন করিবার শক্তি মনুষ্যের নাই। যদি তাহাই না থাকিল, যদ্যপি সংসারী সাজিতেই হইবে, তবে আর তাহাতে ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া ফল কি? তবে আর সংসারে নৃত্য করিতে লজ্জা কি? ভিক্ষা করিয়া, পরের মুখ চাহিয়া কেবল কাননে বসিয়া জীবন যাপন করা অপেক্ষা ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করা কি মনুষ্যের একান্ত উচিত নয়? তাহাতে কি ধর্ম্ম হয় না? তাহাতে কি মন সুখী হয় না? তাহাতে কি ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন করা হয় না? মনুষ্য যদি তাহার নিজ ক্ষমতা প্রকাশ না করে, তবে ঈশ্বরের মহিমা কিরূপে প্রকাশিত হইবে? মনুষ্য যদি সংসার ধর্ম্ম না করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি কি প্রকারে রক্ষা হইবে? ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মানুষ যদি তাহার নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের মহত্ত্বের বিস্তার করে, তাহা হইলে তিনি কেন না সন্তুষ্ট হইবেন? সংসার মিথ্যা নহে, ঔদাস্যই মিথ্যা, সংসার বস্তু, ঔদাস্য কিছুই নয়। সংসার হইতে উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, ঔদাস্য হইতে কিছুই হয় না। যাহা অবস্তু তাহা হইতে কি হইবে? অতএব মনুষ্য সংসার ধর্ম্ম করিবে, মনুষ্য হইতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সে অভিপ্রেত না হইলে ঈশ্বর এরূপ করিয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিতেন না। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম, তাহাই মানুষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহাই প্রকৃত সুখ; কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সেই সংসারকে অসার করিয়া স্বগণের, স্বদেশের, পৃথিবীর ও ঈশ্বরের অপ্রিয় হওয়া কি মনুষ্যের উচিত?

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ
ব্রহ্মকোলা, সিরাজগঞ্জ।

বামদেব

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তুলাদণ্ডে মানুষের সুখ দুঃখ পরিমাণ করা বিধাতার যেন একটী নিত্য-কর্ম্ম। তিনি কেন যে অখিন্নচিত্তে এই গুরুতর ভার বহন করেন, তাহার

নির্ণয় করা কঠিন। ইহাতে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ আছে, অথবা পরার্থ তিনি এই কাজ করিয়া থাকেন? তিনি যে ক্রূরহৃদয় খল লোকের ন্যায় অপরের স্কন্ধে দুঃখ ভার নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন, সহৃদয় ব্যক্তির এরূপ অনুমান করা সুসঙ্গত হয় না। মানুষের হিতার্থই তাঁহার এই প্রবৃত্তি। তিনি যদি মানুষকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া কেবল সুখসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে মানুষের সুখকে সুখ বলিয়া জ্ঞান হইত না। অথবা মানুষের মন ক্রোধ, লোভ, মদ,মাৎসর্য্যাদি দোষে যেরূপ দূষিত, বিধাতা যদি তাহার দমনের উপায় স্বরূপ রোগশোকাদি দুঃখে তাহাকে অভিভূত করিয়া না রাখিতেন,তাহার গর্ব্বাদি প্রভাবে দিগ্দাহ হইয়া যাইত। তিনি যে কারণেই মানুষকে দুঃখ ভারে অবসন্ন করিয়া খিন্ন করিয়া রাখুন, তাঁহার বিচিত্র বিধান বলে মানুষের কোন ক্রমেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ নাই। মানুষ যত সাবধান হউক, রোগ শোকাদির হস্ত হইতে কোন ক্রমেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না।

বামদেব যে এমন সাবধান, তাঁহার শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে যে এমন অনুকূল, তিনিও প্রায় এক মাস হইল রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার শরীর একান্ত শীর্ণ, মুখ মলিন ও বিবর্ণ, চক্ষুর আর সে প্রফুল্লতা নাই, ললাটের প্রাশস্ত্য যেন সংকীর্ণ ও বক্ষস্থলের দ্রাঘিমা যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে, হস্তের আর পূর্ব্ববৎ স্বকার্য্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা নাই, চরণদ্বয়েরও পূর্ব্ববৎ দেহবহনের শক্তি নাই। তাঁহার চিত্ত যে এমন দুর্জ্জয়, কিছুতে অবসন্ন হইবার নয়, সদা উৎসাহপূর্ণ, সে চিত্তও আজ একান্ত উদাস হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আর সে বীরজনোচিত উৎসাহ নাই, তাঁহার যে সেই প্রিয় সংকল্পিত বিষয়—পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাধারণতন্ত্র স্থাপন,তাহাও আর হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। তিনি আজ চারি দিন মাত্র পথ্য করিয়াছেন, শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছে। শয্যা আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। উহা কণ্টক হইয়া যেন তাঁহার সর্ব্বশরীরকে বিদ্ধ করিতেছে। আজ বসন্ত পঞ্চমী, অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তিনি গৃহমধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। দক্ষিণ পবন সাগর জলে অবগাহন ও স্নান এবং পুষ্পবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পুষ্পমধু গাত্রে মর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিতে লাগিল। শরীর পুলকিত ও ইন্দ্রিয়গণ কিঞ্চিৎ উল্লাসিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কোকিলের মধুর কাকলীরবে শ্রবণযুগল আনন্দিত হইল। সম্মুখে

নানাজাতীয় পুষ্প দর্শন করিয়া নয়ন আনন্দে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। মন বহির্গমনার্থ একান্ত উৎসুক হইল। তিনি আর আসনে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উত্থিত হইলেন এবং অনাদিনাথের মন্দিরের দিকে চলিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার সহচর হইলেন।

বাসনিকেতন হইতে বহির্গত হইবামাত্র সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন তাঁহার কর্ণযুগলে প্রবিষ্ট হইয়া নয়নযুগল আকর্ষণ করিল। তিনি তরঙ্গরঙ্গ দর্শনে একান্ত মোহিত হইলেন। সমুদ্রের উদাত্ত ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার মন উদার ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশাল বিশ্বকাণ্ড একে একে তাঁহার চিন্তা-পথে উদিত হইতে লাগিল। তিনি যত চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় সেই অদ্বিতীয়ের প্রতি ভক্তিস্রোতে প্লাবিত ও কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কয়েক দিনের পর তিনি নূতন বাটীর বাহির হইয়াছেন, পূর্ব্ব পরিচিত পদার্থগুলিও যেন আজ তাঁহার নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গগন মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, নীল-জলরাশি-সাগর-বক্ষে দীর্ঘশৃঙ্গ পর্ব্বতের সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এ দিকে সাগরশোভা, ওদিকে দ্বীপশোভা, সেদিকে দ্বীপবর্ত্তী পর্ব্বত, অরণ্য ও নিকুঞ্জ শোভা, বামদেবের নয়ন এখন কোন্ শোভা দর্শন করে, তাঁহার মনই বা কোন্ শোভা গ্রহণ করে। তাঁহার নয়ন ও মন এককালে স্তব্ধ হইয়া গেল। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, জগদীশ্বরের কি মহিমা! কি বিচিত্র করুণা! কি অদ্ভুত কৌশল! এস্থলেও তাঁহার বিচিত্র কৌশলের অদ্ভুত পরিচয় হইতেছে। শোভা পদার্থ কি? কিছুই নয়। পদার্থের কেবল গঠন প্রকার। গঠনভেদে ও দর্শনকর্ত্তার রুচিভেদে পদার্থের শোভা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি যে পদার্থের শোভা সন্দর্শন করিয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, অপর ব্যক্তির তদ্দর্শনে হয় ত ঘৃণা জন্মে। জগতে আবার এরূপ পদার্থও শত শত আছে, তদ্দর্শনে অবিসম্বাদিতরূপে সকলেই বিমোহিত হয়। জগদীশ্বরের কি বিচিত্র মহিমা? তিনি নীল ও হরিত বর্ণের সহিত মানুষের নয়ন ও মনের দৃঢ়তর প্রীতিকর সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়া জলে জঙ্গলে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্রই সেই বর্ণের অবতারণা করিয়া দিয়াছেন। বিধাতা মানুষের প্রীত্যর্থই কি এই বর্ণের বিধান করিয়াছেন? এ অনেক কথার কথা। মানুষের স্বার্থপরতা কিন্তু বলে মানুষের প্রীত্যর্থই বিধাতা ঐ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হউক, মানুষ কিন্তু ঐ দুটী বর্ণ ইতস্ততঃ দেখিতে না পাইলে প্রীত থাকিতে পারে না। আমি আমার নিজের কথাই কহিতেছি, আমি যদি এই নীল ও হরিতময়ী শোভা এইখানে দেখিতে না পাইতাম, কখনই আমি এতদিন এখানে থাকিতে পারিতাম না।

বামদেব এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, মহারাজ যাহাকে জামাই করিবেন বলিয়া আনিয়াছেন, সেই ধূর্ত্ত সম্মুখে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বামদেবের অপর এক চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতার এই এক বিচিত্র কৌশলের উদাহরণ। বিধাতা কেমন অদ্ভুত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন! বাহিরে কেমন শরীরলাবণ্য! কেমন রূপমাধুর্য্য! কেমন বদনসৌন্দর্য্য! দেখিলে বোধ হয় অভ্যন্তরে যেন কত দেব-ভাব আছে। দেখিলে পূজা করিতে,মৈত্রী করিতে,ঘনিষ্ঠতা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু বিষাদের বিষয় এই, আমার সম্মুখে উপস্থিত প্রতিমাটি কেবল মৃজ্জলে নির্ম্মিত নয়, ইহার অভ্যন্তরে নরক! ঘোর অন্ধকার! এবং ঘোর হলাহল বিরাজ করিতেছে। আহা! মহারাজ কি সদাশয় লোক! তিনি পরের দোষ দেখিতে জানেন না, পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, সকলকেই আপনার মত উদার অমায়িক ও সাধু সদাশয় ভাবিয়া থাকেন। মহারাজ পরের অনিষ্ট করিতে শিক্ষা করেন নাই। এই দুরাত্মা, এই ধূর্ত্ত তাঁহার কত অনিষ্ট করিল। অন্য কথা কি, তাঁহার প্রাণপ্রতিমা রাজকুমারীকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিল! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই দুরাচারের মায়া কান্নায় মহারাজ সকলি ভুলিয়া গেলেন। এমন দেবদুর্লভ গুণ মানুষের ত দেখি নাই। তিনি যত শীঘ্র এ দুরাত্মার অপরাধ বিস্মৃত হইলেন, এ পামর তাঁহার কৃত উপকার তদপেক্ষা সহস্র গুণ শীঘ্র ভুলিয়া যাইবে। আবার কবে কি অনিষ্ট করে, মহারাজ একবারও সে চিন্তা করিলেন না। কিন্তু এ পামর যে স্থির হইয়া থাকিবে, অপকার চেষ্টায় বিরত থাকিবে, সে সম্ভাবনা নয়। বিধাতা এ দুরাচারকে মনুষ্যচর্ম্মে আবৃত করিয়া ক্রূর সর্প ব্যাঘ্র বা পিশাচ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। স্বর্গ নরকে যত অন্তর, মহারাজে আর এই অধমে তত অন্তর। বিধাতা এইরূপ সহস্র সহস্র বিরুদ্ধ প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। বিধাতার এ বিচিত্র কৌশল বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। অনেকে ইহা বুঝিতে না পারিয়া ইহার

সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়। এমন কি অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠে।

সরলপ্রকৃতি মহারাজ এ ধূর্ত্তকে কিরূপে চিনিবেন? এইরূপ রূপবান সুবেশধারী ধূর্ত্তদিগকে বড় বড় বিচক্ষণ বিচারপতিরাও চিনিতে পারেন না। তাঁহারা অনেক সময়ে ইহাদিগের সুবেশ ও সুপরিচ্ছদ দর্শন করিয়া ভ্রান্ত হন। তাঁহারা কিরূপেই বা চিনিবেন? চুণকাম করা ইটের দেয়ালে ঘরের মধ্যে যদি কোন দ্রব্য থাকে, অপরে বাহির হইতে কি তাহা দেখিতে পায়? এই ধূর্ত্তদিগের সুরূপ-দেহ সেই সুধাসিক্ত সৌধের তুল্য হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে অমৃত বা গরল আছে, অন্যে তাহা কিরূপে জানিতে পারিবে? এই মনোহর সৌধের মধ্যে মনোহর পদার্থই আছে, সচরাচর বরং এই ভ্রমই জন্মিয়া থাকে। এই ধূর্ত্তেরা সামুদ্রিক শাস্ত্র ব্যবসায়িদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছে। যেখানে উত্তম আকৃতি, সেইখানেই গুণ, ইহাদিগকে দেখিয়া সে সিদ্ধান্ত করিবার যো নাই। হা বিধাতঃ! হা জগদীশ! তুমি এমন দুরাত্মাদিগকে কেন সৃষ্টি করিলে? ইহাদের হইতে তোমার নাম কলঙ্কিত হইতেছে ও জগৎ অপবিত্র হইতেছে।

বামদেব মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন, বিষণ্ণভাবে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সংকল্পিত রাজজামাতা ক্রমে বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, ঠাকুরদাদা! একটা কথা আছে। এই কথা কহিয়া বৃদ্ধকে কিঞ্চিৎ অন্তরে লইয়া গেল। রাজ-জামাতা যার পর নাই ধৃষ্ট ও প্রগল্‌ভ বটে, কিন্তু বামদেবকে দেখিয়া তাহার হৃদয় বিকম্পিত ও বিচলিত হইল। তাঁহার সম্মুখে সে সাহস করিয়া কোন কথা কয়, তাহার এ সাধ্য ছিল না। বামদেব রুক্ষ লোক নন, কটুভাষী নন, কখন কাহাকে নিগ্রহ করেন না। ব্যাঘ্রের ন্যায় বা দস্যুর ন্যায় তাঁহার ভীষণ আকার নয়। তাঁহার মূর্ত্তি অতি মনোহর। কিন্তু প্রকৃতি যে তাঁহাকে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব দিয়াছেন, যত বড় দুরন্ত লোক হউক না কেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেই তাহাকে সঙ্কুচিত হইতে হইবে।

বৃদ্ধ জামাই বাবুকে (১) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হে ভায়া! ব্যাপারটা কি? মনটা যে বড় খুসী খুসী দেখছি।

জামাই বাবু ঐ কথা শুনিয়া একবারে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন এবং

(১) মহারাজ জামাই করিবেন বলিয়া তাহাকে আনিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাহাকে জামাই বাবু বলিয়া ডাকে।

হাস্যপূর্ণ অর্দ্ধগদগদ বাক্যে কহিলেন, ঠাকুর দাদা! আজ বড়—আজ বড় বলিয়াই জিভ কাটিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠাকুরদাদার কাছে কি বেফাঁস কথাটাই কহিতেছিলাম, বড় সামলিয়া গিয়াছি।

বৃদ্ধ। ভায়া! তুমি ত সামলিয়াই আছ। এখন কি ঘটেছে ভাঙ্গিয়া বল দেখি শুনি।

জামাই। যা ঘটেছে, অনাদিনাথের মন্দিরে গেলেই দেখিতে পাইবে। আজ মহাদেবের প্রদক্ষিণ প্রণামের ফল হাতে হাতে লাভ হইবে।

বৃদ্ধ। আমি তোমার ছেঁদো কথা বুঝ্‌তে পারি না, স্পষ্ট করিয়াই বল।

জামাই। সে বলবার নয়, দেখবার। সে রূপের বর্ণন করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতে পারি, আমার কি এরূপ ক্ষমতা আছে?

বৃদ্ধ। কার রূপ?

জামাই। দাদা! বড় দুই জবর ভৈরবী এসেছে, দাদা তুমি যে এত বুড়ো হয়েছ, দেখলে তোমারও মন টলে যাবে।

রূপবতীর নাম শুনিয়া বৃদ্ধের মন চঞ্চল ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বৃদ্ধ হয় নাই। তিনি দ্রুতপদে যাইবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু বামদেব সঙ্গে আছেন বলিয়া তাঁহার চরণদ্বয় যেন নিগড়-নিবদ্ধ হইল। তাহার মন বিপরীতগামী উভয় স্রোতের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া যেন মগ্নোন্মগ্ন হইতে লাগিল। কি করেন, দর্শনোৎসুক চিত্তের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা বিধানার্থ ভৈরবীদিগের কথাপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ। কেমন ভায়া! ভৈরবীদিগকে দেখিয়া তোমার কেমন ভক্তি হইল?

জামাই। ভক্তি হইল বটে; কিন্তু—

বৃদ্ধ। ভায়া! কিন্তু বলেই যে অজ্ঞান হলে, কিন্তুটা কি?

জামাই। কিন্তুটা আমার মাথা আর মুণ্ড। দেখে মুণ্ড ঘুরে গেল, ভক্তি হবে আর কি?

বৃদ্ধ। ভায়া ত বড় ধার্ম্মিক দেখছি।

জামাই। দাদা! তুমি কি বৈষ্ণব মত জান না? ভক্তিভাবের সহিত প্রেম ভাবের যোগ না হইলে ভক্তিভাবটা উজ্জ্বল হয় না।

বৃদ্ধ। তুমি কি ভৈরবীদিগের ভাবটা পরীক্ষা করে দেখেছ? ইহাঁরা

কোথা হতে এলেন? এখানে কেনই বা এলেন? কোথায় যাবেন?

জামাই। আমি বাজায়ে পরক করিয়া দেখছি,এখনও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হোচ্চে যেন কিছু কাল্পনিক ভাব আছে। সঙ্গেও এক দাসী দেখ্‌তে পেলেম।

বৃদ্ধ। সে কি ভৈরবী নয়?

জামাই। ভৈরবী বেশধারিণী বটে; কিন্তু পরিচারিকার কাজ করে।

বৃদ্ধ। ভৈরবীর সঙ্গে পরিচারিকা! এ কেমন হলো?

জামাই। ভৈরবীদিগের আকার প্রকার দেখে বোধ হয়, তারা কোন বড় মানুষের মেয়ে, কোন গুপ্ত অভিপ্রায় সাধবার নিমিত্ত ভৈরবীবেশে ভ্রমণ করছে।

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা ক্রমে মন্দির সম্মুখে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধের ও জামাই বাবুর অনাদিনাথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করা যেমন তেমন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্রার্পিতপ্রায় হইয়া নিশ্চল ভাবে ভৈরবী দর্শন করিতে লাগিলেন। ও দিকে বামদেব ধীরে ধীরে মন্দির সন্নিহিত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদিনাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন! উত্থিত হইয়া দেখেন, অনাদিনাথের উভয় পার্শ্বে দুটী রূপ যেন জ্বলিতেছে। প্রথম দর্শনক্ষণে মনে হইল, অনাদিনাথ কি বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণ হইয়াছেন? তিনি কি যুগপৎ দুই দেবীর নূতন পাণিগ্রহণ করিয়া দুই পার্শ্বে বসাইয়াছেন? অথবা ভগবতী ও গঙ্গা ভৈরবীবেশে তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন? বামদেব যে এমন ধৈর্য্যশালী, তিনিও ভৈরবীদিগের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন। ভৈরবীদ্বয় পদ্মাসনে উপবিষ্ট, নয়নযুগল নিমীলিত, পদ্ম যেমন মুদিত হইয়া আছে। অংসদ্বয় শিথিল, করযুগল উরস্থলে নিহিত, বোধ হইতেছে যেন রক্তোৎপল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মুখমণ্ডলের সৌম্যভাব দর্শন করিয়া তিনি অধিকতর চমৎকৃত হইলেন। ভৈরবীদ্বয় ধ্যানমগ্ন ও চিন্তাস্তিমিত হইয়া আছেন; কিন্তু তাঁহাদের ললাটফলকে ত্রিবলির উদয়, ভ্রূর কুঞ্চিত ভাব, নাসিকার বক্রভাব ও কপোলতলের সঙ্কীর্ণ ভাব নাই। অন্তরে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছে। মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও অনির্ব্বচনীয় প্রসন্ন শ্রী ধারণ করিয়াছে। তিনি এই অপূর্ব্ব রূপ অনিমিষ নয়নে দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মনে হইল, ভৈরবীদ্বয় তাঁহার যেন পূর্ব্ব

পরিচিত। তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত বিকল হইয়া উঠিল। নানাবিধ বিপরীত চিন্তাতরঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অসুস্থ হইয়া উঠিল! তিনি কিছু স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না; তাঁহার হৃদয় দ্বিগুণতর উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। তিনি ধৈর্য্যশালী হইয়া চিত্তকে স্থির করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন, এই চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দীর্ঘশৃঙ্গ পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গের একদেশ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমনি ঘোর শব্দ হইল, বোধ হইল যেন, বজ্রের খনি উন্মূলিত হইয়া দীর্ঘশৃঙ্গ দ্বীপমধ্যে নিপতিত হইল। দ্বীপটী এককালে কম্পিত হইয়া উঠিল। অনাদিনাথের মন্দিরটীও দোদুল্যমান হইয়া উঠিল। ভৈরবীদ্বয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, বৃদ্ধ ও বামদেবেরও যেন চৈতন্য হইল। সকলেই চঞ্চল, এমন সময়ে অদূরে এই ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, রাজকুমারী প্রদক্ষিণ প্রণাম করিবার নিমিত্ত অনাদিনাথের মন্দিরে যাইতেছিলেন, তিনি দীর্ঘশৃঙ্গের ভগ্ন শৃঙ্গের নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন। সেই করুণস্বর শ্রবণ করিয়া সকলেই সেই দিকে ধাবমান হইলেন।

সাংখ্যদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উপরে সামান্যতঃ যে বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সিদ্ধি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, পশ্চাদ্বর্ত্তী সূত্রচতুষ্টয় দ্বারা তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করা হইতেছে।

অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪১ ॥ সূ ॥

বিপর্য্যয়স্যাবান্তরভেদা যে সামান্যতঃ পঞ্চোক্তাস্তে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্যথোক্তাস্তথৈব বিশিষ্যাবধার্য্যাঃ। বিস্তরভয়ান্নেহোচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তে চাবিদ্যাদয়োময়াপি সামান্যত এব ব্যাখ্যাতাঃ পঞ্চেতি। বিশেষতস্তু দ্বাষষ্টিভেদাস্তদুক্তং কারিকায়াং—

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধোমোহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥

ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অষ্টস্বব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষু প্রকৃতিধিয়না-অস্যাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা তমোঽষ্টধা ভবতি। কার্য্যকারণাভেদেন কেবলবিকৃতি-

ষাস্মবুদ্ধেরপাত্রান্তর্ভাবঃ। এবমবিদ্যায়াবিষয়ভেদেনাষ্টবিধত্বাৎ তৎসমান-বিষয়কস্যাস্মিতাখ্যমোহস্যাষ্টবিধত্বং। দিব্যাদিব্যভেদেন শব্দাদীনাং বিষয়াণাং দশত্বাৎ তদ্বিষয়কোরাগাখ্যোমহামোহোদশবিধঃ। অবিদ্যাস্মিতয়োরষ্টৌ যে বিষয়া যে রাগস্য দশ বিষয়াস্তদ্বিঘাতকেম্বষ্টাদশস্বষ্টাদশধা তামিস্রাখ্যো দ্বেষঃ। এবং তেষামষ্টাদশানাং বিনাশাদিদর্শনাদষ্টাদশধান্ধতামিস্রাখ্যো-ঽভিনিবেশোভয়মিতি। এতেষাং চ তমআদিসংজ্ঞা তদ্ধেতুত্বা-দিতি ॥ ভা ॥

অবিদ্যা অস্মিতাদি পাঁচটী বিপর্য্যয়শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তাহার আবার অনেকগুলি অবান্তর ভেদ আছে। সূত্রকার তাহার প্রত্যে-কের কথা না বলিয়া সামান্যতঃ এই কথা বলিতেছেন, পূর্ব্বাচার্য্যেরা ইহার বিষয়ে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই জানিবে। বিস্তার ভয়ে সূত্রকার আর সে সকলের কথা কহিলেন না। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকায় মোহ ও মহামোহাদিভেদে বাষট্টি প্রকার ভেদের কথা উল্লিখিত আছে। সূত্রকার ঐ সকল সূক্ষ্মভেদের উল্লেখ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াই তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। অতএব আমাদের তত্তৎ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া অনুবাদ বাহুল্য করা বিধেয় হইতেছে না।

এবমতিরস্যাঃ ॥ ৪২ ॥ সূ ॥

এবং পূর্ব্ববদেবেতরস্যা,অশক্তেরপ্যবান্তরভেদাঅষ্টাবিংশতির্ব্বিশেষতোঽব-গন্তব্যাইত্যর্থঃ। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধেত্যেতস্মিন্নেব সূত্রেঽষ্টাবিংশতিধাত্বং ময়া ব্যাখ্যাতং ॥ ভা ॥

অশক্তিরও অবান্তর ভেদ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রণীত শাস্ত্র দর্শন করিয়া অবগত হইবে। গ্রন্থকার গ্রন্থবিস্তার ভয়ে অনাবশ্যক বোধে উহার উল্লেখ করিলেন না।

আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ ॥ ৪৩ ॥ সূ ॥

ইদং সূত্রং কারিকয়া ব্যাখ্যাতং।

আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যাবিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিহিতাঃ ॥

ইতি। অস্যায়মর্থঃ। আত্মানং তুষ্টিমতঃ সঙ্ঘাতমধিকৃত্য বর্ত্তন্ত ইত্যাধ্যাত্মিকাস্তুষ্টয়শ্চতস্রঃ। তত্র প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টির্যথা। সাক্ষাৎকার পর্য্যন্তঃ পরিণামঃ সর্ব্বোঽপি প্রকৃতেরেব তং চ প্রকৃতিরেব করোত্যহং তু

কূটস্থঃ পূর্ণ ইত্যাত্মভাবনাৎ পরিতোষঃ। ইয়ং তুষ্টিরম্ভ ইত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রব্রজ্যোপাদানেন যা তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা সলিলমিত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রব্রজ্যায়াং বহুকালং সমাধ্যনুষ্ঠানেন যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা তুষ্টিরোঘ ইত্যুচ্যতে। ততশ্চ প্রজ্ঞানপরমকাষ্ঠারূপে ধর্ম্মমেঘসমাধৌ সতি যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যা বৃষ্টিরিত্যুচ্যতে ইতি চতস্রআধ্যাত্মিকাঃ। বাহ্যাঃ পঞ্চ তুষ্টয়ো বাহ্যবিষয়েষু পঞ্চসু শব্দাদিষর্জ্জনরক্ষণক্ষয়ভোগহিংসাদিদোষ নিমিত্তকোপরমাজ্জায়ন্তে। তাশ্চ তুষ্টয়োযথাক্রমং পারং সুপারং পারাপারমনুত্তমাম্ভ উত্তমাম্ভ ইতি পরিভাষিতাইতি। কশ্চিৎ ত্বিমাং কারিকামন্যথা ব্যাখ্যাতবান্। তদ্যথা বিবেকসাক্ষাৎকারোঽপি প্রকৃতিপরিণামএবেত্যলং ধ্যানাভ্যাসেনেত্যেবং দৃষ্ট্যা যা ধ্যানাদিনিবৃত্তৌ তুষ্টিঃ সা প্রকৃত্যাখ্যা। প্রব্রজ্যোপাদানেনৈব মোক্ষোভবিষ্যতি কিং ধ্যানাদিনেতি যা তুষ্টিঃ সোপাদানাখ্যা কৃতসংন্যাসস্যাপি কালেনৈব মোক্ষোভবিষ্যত্যলমুদ্বেগেনেতি যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা। ভাগ্যাদেব মোক্ষোভবিষ্যতি ন মোক্ষশাস্ত্রোক্তসাধনৈরেবং কুতর্কে যা তুষ্টিঃ সাভাগ্যাখ্যেত্যাদিরর্থ ইতি তন্ন। তদ্ব্যাখ্যাততুষ্টীনামভাবস্য জ্ঞানাদ্যনুকূলত্বেনাশক্তিপরিভাষানৌচিত্যাদিতি॥ ৪৩॥ ভা॥

আধ্যাত্মিকাদিভেদে তুষ্টি নয় প্রকার। আধ্যাত্মিকা তুষ্টি আবার প্রকৃতি উপাদান,কাল ও ভাগ্য নামে চারি প্রকার। সূত্রকার বিস্তার ভয়ে এ গুলিরও বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন নাই।

উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ॥ ৪৪॥ সূ॥

উহাদিভেদৈঃ সিদ্ধিরষ্টধা ভবতীত্যর্থ, ইদমপি সূত্রং কারিকয়া ব্যাখ্যাতং।

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানং চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥

ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকাদিদুঃখত্রয়প্রতিযোগিকত্বাৎ ত্রয়ো দুঃখবিঘাতা মুখ্যসিদ্ধয়ঃ। ইতরাস্ত তৎসাধনত্বাদ্গৌণ্যঃ সিদ্ধয়ঃ। তত্রোহো যথা। উপদেশাদিকং বিনৈব প্রাগ্ভবীয়াভ্যাসবশাৎ তত্ত্বস্য স্বয়মূহনমিতি। শব্দস্ত যথা। অন্যদীয় পাঠমাকর্ণ্য স্বয়ং বা শাস্ত্রমাকলয্য যৎ জ্ঞানং জায়তে তদিতি। অধ্যয়নং চ যথা। শিষ্যাচার্য্যভাবেন শাস্ত্রাধ্যয়নজ্ঞানমিতি। সুহৃৎপ্রাপ্তির্যথা স্বয়মুপদেশার্থং গৃহাগতাৎ পরমকারুণিকাৎ জ্ঞানলাভ ইতি। দানং চ যথা। ধনাদিদানেন পরিতোষিতাৎ জ্ঞানলাভ ইতি।

এষু চ পূর্ব্বস্ত্রিবিধউহশব্দাধ্যয়নরূপোমুখ্যসিদ্ধেরঙ্কুশ আকর্ষকঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তি দানয়োরূহাদিত্রয়াপেক্ষয়া মন্দসাধনত্বপ্রতিপাদনায়েদমুক্তং। কশ্চিৎ ত্বেতাসামষ্টসিদ্ধীনামঙ্কুশোনিবারকঃ পূর্ব্বস্ত্রিবিধোবিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিরূপো ভবতি বন্ধকত্বাদিতি ব্যাচষ্টে তন্ন। তুষ্ট্যভাবস্যাশক্তিতয়া বাধির্য্যাদিবৎ সিদ্ধিবিরোধিতালাভেন তুষ্ট্যতুষ্টোঃ সিদ্ধিবিরোধিত্বাসম্ভবাৎ ॥ ভা ॥

সিদ্ধি উহাদি ভেদে আট প্রকার। টীকাকার উহ শব্দের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উপদেশাদি ব্যতিরেকে পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসবশতঃ স্বয়ং যে তত্বজ্ঞান হয়, তাহার নাম উহ। সূত্রকার এই সকল বিশেষ নামের উল্লেখ করেন নাই।

সমুদায় শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে, মন্ত্র ও তপঃসমাধিপ্রভৃতি দ্বারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অতএব তুমি যে উহ প্রভৃতি দ্বারা সেই সিদ্ধির কথা কহিতেছ, তাহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥ ৪৫ ॥ সূ ॥

ইতরাদূহনাদিপঞ্চকভিন্নাৎ তপআদেস্তাত্ত্বিকী ন সিদ্ধিঃ কুত ইতরহানেন বিনা যতঃ সা সিদ্ধিরিতরস্য বিপর্য্যয়স্য হানং বিনৈব ভবত্যতঃসংসারাপরিপন্থিত্বাৎ সা সিদ্ধ্যাভাস এব ন তু তাত্ত্বিকী সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং যোগসূত্রেণ। তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয় ইতি। তদেবং জ্ঞানান্ মুক্তিরিত্যারভ্য বিস্তরতো বুদ্ধিগুণরূপঃ প্রত্যয়সর্গঃ সকার্য্যবন্ধো মোক্ষরূপপুরুষার্থেন সহোক্তঃ। এতৌ চ বুদ্ধিতদ্গুণরূপৌ সর্গৌ প্রবাহরূপেণান্যোহন্যং হেতূ বীজাঙ্কুরবৎ। তথা চ কারিকা।

> ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
> লিঙ্গাখ্যোভাবাখ্যস্তস্মাৎ বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ ॥

ইতি। ভাবোবাসনারূপা বুদ্ধির্জ্ঞানাদিগুণা লিঙ্গং মহত্তত্বং বুদ্ধিরিতি। সমষ্টিসর্গঃ প্রত্যয়সর্গশ্চ সমাপ্তঃ ॥ ভা ॥

উপরে যে উহ প্রভৃতির কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ হয়, সে সিদ্ধি বাস্তবিক নয়। কারণ, সে সিদ্ধি অবিদ্যা অস্মিতা প্রভৃতি বিপর্য্যয় জ্ঞানের নাশ ব্যতিরেকেই হয়। অতএব ঐ সিদ্ধির সংসার নাশ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং উহাকে সিদ্ধ্যাভাস বলিয়া থাকে।

স্থষ্টি সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দুই প্রকার। কর্ম্ম ভেদে ব্যষ্টিরূপ স্থষ্টি ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সংক্ষেপে ইহার কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিস্তারিতরূপে বলা হইতেছে।

দৈবাদিপ্রভেদা ॥ ৪৬ ॥ স্থ ॥

দৈবাদিঃ প্রভেদোঽবান্তরভেদো যস্যাঃ সা তথা স্থষ্টিরিতি শেষঃ। তদেতৎ কারিকয়া ব্যাখ্যাতং।

অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতোভৌতিকঃ সর্গঃ॥

ইতি। ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যৈন্দ্রপৈত্রগান্ধর্ব্বযাক্ষরাক্ষসপৈশাচা ইত্যষ্টবিধো দৈবঃ সর্গঃ। পশুমৃগপক্ষিসরীস্থপস্থাবরা ইতি তৈর্যগ্‌যোনঃ পঞ্চবিধঃ। মানুষ্যসর্গশ্চৈকপ্রকার ইতি। ভৌতিকোভূতানাং ব্যষ্টিপ্রাণিনাং বিরাজঃ সকাশাৎ সর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

দৈবাদিভেদে এই ব্যষ্টিস্থষ্টি নানাপ্রকার। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস, পৈশাচ এই আট প্রকার দৈব স্থষ্টি। পশু মৃগ পক্ষী সরীস্থপ স্থাবর এই পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌যোনিভূত স্থষ্টি। মনুষ্যস্থষ্টি এক প্রকার।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ অবান্তর স্থষ্টিরও প্রয়োজন। স্থত্রকার সেই কথা কহিতেছেন।

আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং তৎকৃতে স্থষ্টিরাবিবেকাৎ ॥ ৪৭ ॥ স্থ।

চতুর্মুখমারভ্য স্থাবরান্তা ব্যষ্টিস্থষ্টিরপি বিরাট্‌স্থষ্টিবদেব পুরুষার্থা ভবতি তত্তৎপুরুষাণাং বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। ভা ॥

ব্রহ্ম অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত যে ব্যষ্টি স্থষ্টির কথা বলা হইতেছে। পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত এই স্থষ্টি থাকে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে স্থষ্টির লোপ হইয়া যায়।

তিনটী স্থত্র দ্বারা ব্যষ্টি স্থষ্টির বিভাগ করা হইতেছে।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা ॥ ৪৮ ॥ স্থ ॥

ঊর্দ্ধং ভূর্লোকাদুপরি স্থষ্টিঃ সত্ত্বাধিকা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ভূর্লোকের উপরে যে স্থষ্টি আছে, তাহা সত্ত্বগুণপ্রধান।

তমোবিশালা মূলতঃ ॥ ৪৯ ॥ স্থ ॥

মূলতোভূর্লোকাদধ ইত্যর্থঃ।

ভূলোকের নিম্নে যে স্থষ্টি আছে, তাহা তমোগুণ প্রধান।

মধ্যে রজোবিশালা ॥ ৫০ ॥ সূ ॥

মধ্যে ভূর্লোক ইত্যর্থঃ।

ভূলোকে যে সৃষ্টি, তাহা রজোগুণপ্রধান।

প্রকৃতি ত এক,সত্ত্বগুণাদিভেদে তাহার সৃষ্টির বিচিত্রতা হয় কারণ কি? এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥ ৫১ ॥ সূ ॥

বিচিত্রকর্ম্মনিমিত্তাদেব যথোক্তা প্রধানস্য চেষ্টা কার্য্যবৈচিত্র্যরূপা ভবতি বৈচিত্র্যে দৃষ্টান্তো গর্ভদাসবদিতি। যথা গর্ভাবস্থামারভ্য যোদাসস্তস্য ভৃত্য-বাসনাপাটবেন নানাপ্রকারা চেষ্টা পরিচর্য্যা স্বাম্যর্থে ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। ভা

যে ব্যক্তি গর্ভদাস, সে যেমন স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ নানাপ্রকার পরিচর্য্যা করে, সেইরূপ কর্ম্মের বিচিত্রতা নিবন্ধন প্রকৃতির কার্য্যেরও বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে।

যদি ভূলোকের উপরে সত্ত্বগুণপ্রধান সৃষ্টি রহিল, তাহাতেই পুরুষের কৃতার্থতা লাভ হইতে পারে, তবে আর পুরুষের মোক্ষলাভচেষ্টায় প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রান্তরের আরম্ভ করা হইতেছে।

আবৃত্তিস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ ॥ ৫২ ॥ সূ ॥

তত্রাপ্যূর্দ্ধগতাবপি সত্যামাবৃত্তিরস্ত্যতউত্তরোত্তরযোনিযোগাদধোহধো-যোনিজন্মনঃ সোহপি লোকো হেয় ইত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ঊর্দ্ধ লোক থাকিলেও পুরুষের সেই লোক হইতে অধোলোকে আবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই অধস্থ লোক হেয়।

কারণান্তরের নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখং ॥ ৫৩ ॥ সূ ॥

ঊর্দ্ধাধোগতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষামেব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণমতোহপি হেয় ইত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ঊর্দ্ধ ও অধোগত ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত যত সৃষ্টি আছে,তাহার সমুদায়েই জরামরণাদি দুঃখ জন্মিয়া থাকে। অতএব সে লোকগুলি হেয়। এই নিমিত্তই মোক্ষ লাভ চেষ্টার প্রয়োজন। মোক্ষ ব্যতিরেকে পুরুষের দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

অধিক কথা কি,প্রকৃতি লয় হইলেও পুরুষের কৃতার্থতা লাভ হয় না।

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ ॥ ৫৪ ॥ সূ ॥

বিবেকজ্ঞানাভাবে যদা মহদাদিষু বৈরাগ্যং প্রকৃত্যুপাসনয়া ভবতি তদা প্রকৃতৌ লয়ো ভবতি বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয় ইতি বচনাৎ। তস্মাৎ কারণ-লয়াদপি ন কৃতকৃত্যতাস্তি মগ্নবদুত্থানাৎ। যথা জলে মগ্নঃ পুরুষঃ পুনরুত্তি-ষ্ঠতি এবমেব প্রকৃতিলীনাঃ পুরুষাঃ ঈশ্বরভাবেন পুনরাবির্ভবন্তি। সংস্কারাদে-রুক্ষয়েণ পুনারাগাভিব্যক্তের্বিবেকখ্যাতিং বিনা দোষদাহানুপপত্তি-রিত্যর্থঃ॥ ভা॥

যেমন পুরুষ জলে মগ্ন হইলে পুনরায় উত্থিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিলীন পুরুষ ঈশ্বর ভাবে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। বিবেক জ্ঞান ব্যতিরেকে দোষের উন্মূলন হয় না; সুতরাং পুনরায় উৎপত্তি হইয়া থাকে।(

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদিত।

চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে
শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১২৮৭ সাল মাঘ মাস।

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	শ্রীহর্ষ	৩২১
২।	হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি ?	৩২৮
৩।	রামায়ণ ও মহাভারত	৩৩৭
৪।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন	৩৫০
৫।	হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য	৩৬৪
৬।	মনুসংহিতা	৩৬৮
৭।	বামদেব	৩৭৪
৮।	সাংখ্যদর্শন	৩৭৯

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা।

কল্পদ্রুম।

শ্রীহর্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কালিদাসের প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয়োপলক্ষে আমরা অনেক কথা বলিলাম, তবু এখনও তাহার কিছুই সমাধান হইল না। সন্দিগ্ধস্থলে কেবল সন্দেহই উপস্থিত হয়, আর বিবাদাক্রান্ত ক্ষেত্রে পদে পদে কেবল বিবাদ ঘটে। কোন একটী কথার সূত্রপাত করিতে না করিতে তাহার চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্কা আসিয়া পড়ে। অতএব এ প্রকার জটিল বিষয়ের নিরবদ্যরূপে মীমাংসা করা বহুপ্রয়াসসাধ্য।

ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, আমরা যতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছি, তাহার মধ্যে আমাদের অনুসন্ধেয় কালিদাস নাই। তিনি অন্তরালে পড়িয়া থাকিবার সামগ্রী নন। যে সকল রাজসভায় আমরা অনুসন্ধান করিলাম, সেখানে তিনি ছিলেন না। আমরা সর্ব্বশেষে যে বিক্রমাদিত্য রাজার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার সভাতেই কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠককে পশ্চাৎ জ্ঞাত করিতেছি। সম্প্রতি ভাষার রচনা লইয়া আমরা দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভাষাপ্রকৃতি কাল নির্ণয়ের একটী দিদ্দর্শন শলাকাস্বরূপ। পাঠক! তবে আসুন, ভাষার রচনা, অঙ্গ-পরিচ্ছদ এবং ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমরা কালিদাসের কালনির্ণয় বিষয়ে কতদূর সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করি।

সূক্ষ্ম বিবেচনায় নিরূপণ করিতে হইলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভাষায় এক একটী মহা যুগ-প্লব ঘটিয়া গিয়াছে। শব্দবিন্যাসের ছটা; সাধু প্রয়োগ; অর্থ-গাম্ভীর্য্য; ভাব, রস ও অলঙ্কারের চাতুর্য্য প্রভৃতি সাহিত্য সৌন্দর্য্যের গুণানুসারে বিচার করিলে সংস্কৃত ভাষাকে প্রধানতঃ চারিটী বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—প্রথমতঃ বৈদিক ভাষা, দ্বিতীয়তঃ বৈদান্তিক ও দার্শনিক ভাষা, তৃতীয়তঃ পৌরাণিক ভাষা, এবং চতুর্থতঃ আলঙ্কারিক ভাষা।

আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে গৌড়সাহিত্য ক্ষেত্রের আদিকবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনার তুলনা করিলে যেমন বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কালিদাস

প্রভৃতি তদানীন্তন কবিদিগের ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার তুলনা করিলে ততোধিক বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মুকুন্দরাম-প্রণীত চণ্ডীকাব্য পাঠ করুন, তাহাতে এক প্রকার শব্দবিন্যাস ও একপ্রকার ছন্দ,আবার অন্নদামঙ্গলের ভাষা দেখুন, কত বিভিন্ন বোধ হইবে। সংস্কৃত ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়। ঋগ্বেদের ভাষা ও ব্যাকরণ সকলই স্বতন্ত্র। তাহার অর্থবোধ হওয়া অতি কঠিন। সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও ভাষ্য কিম্বা টীকা না দেখিলে তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারা যায় না। বৈদিক গ্রন্থে কিছুমাত্র ভাবলালিত্য, শব্দমাধুর্য্য,কিম্বা অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য নাই। ফলতঃ তৎকালে বাগ্‌দেবীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদন করিতে কিছুমাত্র যত্ন করা হয় নাই। তপোবনে গাছের বাকলে আর কুসুমহারে কতদূর শ্রীসাধন হইতে পারে?—কেবল ভাষার স্বাভাবিক সুকুমার প্রকৃতিতে যা কিছু হইয়াছে!—তাতে বেশভূষা নাই। সংস্কৃতভাষা স্বভাবতঃ মধুর,—তাই বৈদিক গান শ্রবণ কুহরে মধু বর্ষণ করে।

এখন আমরা অরণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। এ আর এক যুগের আর এক প্রদেশ। সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ যোগাসনে সমাসীন হইয়া কেহ বা ব্রহ্মনিরূপণ করিতেছেন, কেহ বা বাগ্বিতণ্ডায় অস্তিত্বের নাস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এখন ভাষার অনেক টুকু মুখ ফুটিয়াছে,—তাহার কথা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু অঙ্গের ভাবন হয় নাই,—এখনও তিনি স্পৃহাবিহীন বল্কলধারিণী। ঋষিদিগের এ সময়ের ভাষা রচনা অনেক সরল ও বোধসুগম হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে অলঙ্কার সংযোগ কিম্বা রসভাবের আবেশ দৃষ্ট হয় না।

এইবার এখানে নৈমিষারণ্য—আবার ও দিকে দেখ বাল্মীকির তপোবন, ব্যাসের চন্দ্রবংশীয় গুণানুকীর্ত্তন—শারদীয় কৌমুদী-আভায় অঙ্গরাগ ঢল ঢল করিয়া প্রতিফলিত হইতেছে। এখানে পুরাতন মহর্ষি পল্লবিত তরুতলে কুশাসনে উপবেশন করিয়া হার গাঁথিবার জন্য মণিভেদক বজ্রাস্ত্রে রত্নমধ্যে ছিদ্র করিতেছেন,—কাব্য মন্দিরের দুর্গম পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন। নিকটে আবার কে বসিয়া আছেন? দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না—এখনও ফুলের হার, বাকল পরা, মাঝে মাঝে এক একটি মণির প্রতিবিম্ব—যেন প্রভাতে নীহারসিক্ত শতদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পাঠক!

মহাভারত ও রামায়ণের ভাষা পরীক্ষা করুন, পূর্ব্বতন ভাষা হইতে কত বিভিন্ন দেখিবেন।

এইবার রত্নকারের চারু কারুকার্য্য,—মাল্যকারের অপূর্ব্ব মাল্যরচনা। মণি মাণিক্যে পৃথিবীতলও তারকাবৃত গগনের শোভা ধারণ করিয়াছে; নন্দনের-মন্দার সৌরভ মর্ত্ত্যেও ভর ভর করিতেছে। অমিয় কণ্ঠস্বরে যা হউক, নতুবা এখন চিনিতে পারিবে না,—আর সে অরণ্য-সুলভ তপো-বেশ নাই, এখন যেন হিরণ্য-ভবন হইতে কাঞ্চন প্রতিমাখানি বাহির হইয়া আসিলেন। বাগ্‌দেবী মৃদু মধুর হাসিতেছেন; অঙ্গে আর ধরে না, তবু বাছিয়া বাছিয়া বিচিত্র বসন ভূষণ পরিতেছেন। এখন তাঁর শ্রীছাঁদ, কথার ছটাই বা কি! পাঠক! দেখুন, সেই ঋগ্বেদ আর এই শকুন্তলা,—উভয়ের ভাষার তুলনা করুন, কত বিভিন্ন বোধ হইবে।

কালিদাসের প্রণীত কাব্যগুলির ভাব অতি মনোহর এবং শব্দবিন্যাস নিতান্ত মধুর ও সুললিত। রচনা ও কাব্যাংশে তাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত কাব্য কখন এককালে হয় নাই। কবির পূর্ব্বে আরও অন্যান্য লেখক কবিতার দ্বার মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের দোষভাগ ও গুণভাগের উত্তমরূপে বিচার করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে কালিদাস কাব্য রচনায় এত পটুতা দেখাইয়াছেন, তাই তাঁর কবিত্ব-শক্তি উন্নতিশিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাঁহার যত কেন দৈবশক্তি থাকুক না, প্রথমোদ্যমে কেহই কোন বিষয় সুসম্পন্ন করিতে পারেন না—প্রথম প্রথম তাহাতে কোন না কোন দোষ থাকিয়া যায়। পরে উত্তরোত্তর তাহার যত অভিনব অনুশীলন হইতে থাকে, ততই তাহার দোষভাগ অপনীত হয়। কালিদাসের পূর্ব্বে আদর্শস্বরূপ অবশ্যই কোন কোন কাব্য ও নাটক বর্ত্তমান ছিল, তাহা না থাকিলে অভিজ্ঞানশকুন্তলে এতাদৃশ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য কখন উপলব্ধ হইত না। ভাষা ও কাব্যাংশের গুণাগুণ দেখিয়া বিচার করিলে আমরা কাব্য ও নাটকের প্রণয়নকাল সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, সর্ব্বাগ্রে শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বিতীয়তঃ মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস, তৃতীয়তঃ উত্তরচরিত, বীরচরিত, মাঘ, নৈষধ; চতুর্থতঃ রঘুবংশ, শকুন্তলা, বেণীসংহার, কাদম্বরী, রত্নাবলী লিখিত হইয়াছে এবং ইহাও বলা অসঙ্গত নয় যে ভবভূতি, মাঘ, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, বাণভট্ট প্রভৃতি কবি এক শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন।

সংবৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের সভায় কোন পণ্ডিত ছিলেন কি না তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় তরঙ্গে আমরা আর এক জন বিক্রমাদিত্যের নাম পাইতেছি। তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহোদর এবং কলির ২৯৩৪ বৎসর গত হইলে জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে উজ্জয়িনীর নৃপতি নন, ইহা কহ্লণ পণ্ডিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি রাজতরঙ্গিণী মধ্যে কালিদাসের নাম দৃষ্ট হয় না। কবি সরস্বতীর বর-পুত্র বলিয়া লোকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং যে সভায় তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, সে সভার বর্ণনায় কালিদাসের নাম অগ্রগণ্য হওয়া আবশ্যক। কহ্লণ কশ্মীর-দেশীয় রাজাদের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, এবং অবসরক্রমে উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেরও কিছু কিছু বিবরণ সংকলন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অনেক রাজসভার কবি ও সুপণ্ডিতদিগের নামও তাঁহার পুস্তকে দেখা যায়; কিন্তু কোথাও কবিকুল ধুরন্ধর কালিদাসের নাম গন্ধও নাই। সে কারণে অবশ্যই এমন বিশ্বাস হইতে পারে যে, কালিদাসের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী নামে কশ্মীরেতিহাস রচনা করিয়াছেন।

আমরা স্বীকার করিয়াছি, কলির ৪০০০ বৎসর গত হইলে, যে বিক্রমাদিত্য রাজা উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহারই রাজত্বকালে কবি কালিদাস ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হন। সম্প্রতি কলির ৪৯৮১ বৎসর গত হইল, অতএব কালিদাস ৮২১ শকাব্দের পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। এ দিকে বঙ্গীয় কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৯৯৪ শকে, কার্ত্তিক মাসে, নবমী তিথিতে ও বৃহস্পতিবারে কান্যকুব্জাগত শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ঐ পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ৯৯৯ শকে (১) আদিশূরের রাজধানীতে উপস্থিত হন। আমাদের প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, কবি কালিদাস উক্ত শ্রীহর্ষের সমসাময়িক লোক। অতএব যদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে কালিদাস শকাব্দা ৮২১ হইতে শকাব্দা ৯৯৪ মধ্যে জীবিত ছিলেন। কহ্লণ পণ্ডিত স্বয়ং রাজতরঙ্গিণীর প্রারম্ভে

(১) ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান্ প্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্টনারায়ণদক্ষশ্রীহর্ষছান্দড়বেদগর্ভসংজ্ঞকান্ পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞোপকরণ সামগ্রীসংভৃতানানীয় নবনবত্যধিকনবতিশকাব্দে প্রাগুপকল্পিতবাসে নিবেশয়ামাস। (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্)

লিখিয়াছেন যে, তিনি ১০৭০ শকে ঐ পুস্তক প্রণয়ন করেন। যথা,—

লৌকিকেঽব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাংপ্রতং।
সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥

লৌকিক অব্দের চতুর্বিংশতি বৎসর এবং শকাব্দা ১০৭০ বৎসর অতীত হইলে (এই পুস্তক লিখিত হয়।)

কহ্লণ যে সময়ে রাজতরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ভ করেন, তৎকাল হইতে একটী অব্দ পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। উহাই লৌকিক অব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, কালিদাস যদ্যপি ৯৯৪ শকের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তবে ত রঘুবংশ প্রণেতার অনেক পরে রাজতরঙ্গিণী সংকলিত হইয়াছে। কি জন্য তবে কবির নাম কশ্মীর দেশীয় পুরাবৃত্তে দৃষ্ট হয় না? যুধিষ্ঠির হইতে রাজপরম্পরার যে সকল রাজত্বকাল উক্ত ইতিহাসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আমরা তৎসমুদয়ের একত্র মেলন করিয়া দেখিলাম, অবশেষে কিছুতেই ১০৭০ শকাব্দ হয় না। তন্নিমিত্ত বিবেচনা হইতেছে, অব্দনিরূপণে কোথায় ভ্রম রহিয়া গিয়াছে, অথবা লিপিকর প্রমাদবশতঃ কোথাও ভ্রমপদ লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন এ বিবাদ ভঞ্জনের সহজ উপায় নাই। আবার কাশ্মীরিদিগের সঙ্গে কালিদাসের যে বিবাদ হইয়াছিল, সে কারণেও রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহার নাম না গৃহীত হইতে পারে। আবার ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ মাঘ প্রভৃতি কবির কথা রাজতরঙ্গিণীতে কিছুই লিখিত হয় নাই এবং ভবিষ্যপুরাণে যে বিক্রমাদিত্য নাম দেখা যায়, রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহারও কোন কথা নাই। জৈন পুস্তকে যদি চ শ্রীহর্ষের নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহার ইতিবৃত্ত যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা আস্থা প্রদর্শন করিতে পারি না।

রাজশেখর নামা বিখ্যাত জৈন পুস্তকে লিখিত আছে যে, শ্রীহর্ষ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তথাকার নরপতি জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে তিনি নৈষধচরিত রচনা করিয়াছিলেন। জয়ন্তচন্দ্র ১০৮৯ শকাব্দে জীবিত ছিলেন। নৈষধ কাব্য প্রণেতা শ্রীহর্ষ ৯৯৪ শকে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। তজ্জন্য ১০৮৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব রাজশেখরের মত কিছুতেই সমূলক নহে। কালিদাস এবং শ্রীহর্ষ এক সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা পূর্ব্বতন

কোন কোন পণ্ডিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তাচার্য্য কহেন যে,

মাঘশ্চৌরো ময়ূরোমুররিপুরপরোভারবিঃ সারবিদ্যাঃ।
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ।

আবার ভোজপ্রবন্ধে দৃষ্ট হয়—

ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলঙ্কুর্ব্বাণে শ্রীভোজে কালিদাস-ভবভূতি-দণ্ডি-বাণ ময়ূর-বররুচিপ্রভৃতি কবি-তিলককুলালঙ্কৃতায়াং সভায়াং দ্বারপাল ইত্যাহ।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই সকল কবি এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ভোজপ্রবন্ধে এক কালে অনেকগুলি কবির নাম থাকায়, বিশেষতঃ উহাতে কবি মল্লিনাথের নামোল্লেখ করায়, অনেকেই উক্ত পুস্তকের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। উহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কতদূর সত্য ও সমূলক তাহা এখন নিশ্চিত করা সুকঠিন, কিন্তু উহার ইতিহাস এককালে উপেক্ষণীয়ও নহে। কবি মল্লিনাথ ও বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ভোজপ্রবন্ধ পুস্তক মহারাজ বল্লাল সেনের রচিত। কেহ কেহ বলেন যে বল্লাল মিশ্র নাম জনৈক ব্রাহ্মণ ঐ পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সে কথা প্রামাণিক নয়। (২) বল্লাল সেন ১০৯১ শকে জীবিত ছিলেন। অতএব ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, তিনি ভোজপ্রবন্ধ সংকলন করেন। অতএব সাত শত বৎসরের অধিক হইল বল্লালসেন জীবিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ তাঁহার পরবর্ত্তী লোক। কারণ, প্রায় পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল, ভট্টোজি-দীক্ষিত সিদ্ধান্তকৌমুদী সংকলন করিয়া গিয়াছেন। লঘু শব্দেন্দুশেখর প্রণেতা শিবভট্ট পুত্র নাগেশ ভট্ট শৃঙ্গবের-পুরাধিপতি রামসিংহের একজন সভাসদ্ ছিলেন।—

শিবভট্টসুতোধীমান্‌সতীদেব্যাস্তু গর্ভজঃ।
যাচকানাং কল্পতরোররিকক্ষহুতাশনাৎ॥

নিখিল-নৃপচক্র-তিলক শ্রীবল্লালসেন দেবেন।
পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধনির্ণয়ে এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত জয়দেবচরিতে, এতদ্দ্বারা ১০১৯ শকাব্দা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অর্থ গ্রহণ ভ্রমাত্মক হইয়াছে। এখানে—"শশিনবদশমিতে"—এই সমস্ত পদেই সমাস হইয়াছে, অতএব কেবল "শশিনব" অংশটুকু লইয়া ১৯ সংখ্যা গৃহীত হয় না। অঙ্কস্য বামা গতিঃ (১০ দশ ৯ নব ১ শশী) এইরূপ অঙ্কপাত হইবে। (শশিনবদশমিতে শকাব্দে পূর্ণে)

শৃঙ্গবেরপুরাধীশাৎ রামতোলব্ধজীবিকঃ। লঘুশব্দেন্দুশেখরঃ।

সতীদেবীগর্ভসম্ভূত এবং শিবভট্টপুত্র ধীমান্ (নাগেশভট্ট) যাচকদিগের কল্পতরুস্বরূপ এবং শত্রুর পক্ষে হুতাশনস্বরূপ শৃঙ্গবের পুরাধিপতি রাম (সিংহের) নিকট জীবিকা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রায় তিন শত বৎসর গত হইল নাগেশভট্ট রাজা রামসিংহের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ভট্টোজিদীক্ষিতের প্রপৌত্রের সমসাময়িক লোক; অতএব সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভট্টোজিদীক্ষিত জীবিত ছিলেন. এইরূপ অনুমান হয়।

মল্লিনাথ তাঁহার টীকার অনেক স্থানে সিদ্ধান্ত কৌমুদী হইতে বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি যে ভট্টোজিদীক্ষিতের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন, সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বল্লালসেন ভোজ প্রবন্ধে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে পারেন না। অতএব কবি মল্লিনাথ এবং টীকাকার মল্লিনাথ দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। টীকাকার মল্লিনাথ আপনাকে কবি মল্লিনাথ হইতে পৃথকরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত সর্ব্বত্রই " কোলাচল " এই বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। (শ্রীমহামহোপাধ্যায়-কোলাচল-মল্লিনাথ সূরিবিরচিতায়াং ইত্যাদি।)

মল্লিনাথের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলিলাম, তাহাতে পাঠক একটী আশঙ্কা করিতে পারেন। শব্দকৌস্তভ মনোরমায় আছে—

বোপদেবমহাগ্রহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ।

বামন এবং জয়াদিত্য কাশিকা বৃত্তি রচনা করেন। ঐ বৃত্তিপুস্তকে রচয়িতার নাম " বামনজয়াদিত্য " এইরূপ মিলিত পদে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ভট্টোজিদীক্ষিত প্রণীত প্রৌঢ়মনোরমায় তদ্ধিত প্রকরণে বামনজয়াদিত্য নামের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি " বহ্বল্পার্থাদিতি " সূত্রে লিখিতেছেন যে,—" এতৎ সর্ব্বং জয়াদিত্যমতেনোক্তং বামনস্তু মন্যতে "। পণ্ডিতবর বামন যদি পৃথক ব্যক্তি হইলেন, তবে আমরা উক্ত শ্লোকে বামনের নাম পাইতেছি। মহারাষ্ট্র ভাষায় বিবিধ মনোহর কাব্যেক দেশ সংগ্রহে বামন কবির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ১৫৯৫ শকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ যদি বলেন, এই বামন কবিই কাশিকা বৃত্তি

নির্ম্মাতা, তাহা হইলে ভট্টোজিদীক্ষিতের কাল আরও আধুনিক হইয়া পড়ে; সুতরাং মল্লিনাথ যখন সিদ্ধান্ত কৌমুদী হইতে অনুশাসন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন তিনি আবার ভট্টোজিদীক্ষিত অপেক্ষা আরও আধুনিক হইয়া পড়েন। যাহা হউক, মল্লিনাথ আধুনিক হইলে আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবের কিছুই ক্ষতি নাই; কিন্তু বাস্তবিক উল্লিখিত বামন পণ্ডিত কাশিকা প্রণেতা নহেন।

এখন একরূপ সপ্রমাণ হইল যে, ভোজ-প্রবন্ধে মল্লিনাথের নাম দৃষ্ট হওয়ায় আমরা ঐ পুস্তকের প্রতি একেবারে অনাদর প্রকাশ করিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

"হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?"

(কল্পদ্রুম তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যার ২৫৯ পৃষ্ঠার পর।)

হিন্দু পুরন্ধ্রীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার।

বিধবা বিবাহ।

হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত থাকায় দুঃখিনী হিন্দু বিধবাদিগের প্রতি যে আমরা কি পর্য্যন্ত নির্দ্দয়তা, অমানুষতা ও জঘন্যতা প্রকাশ করিতেছি, তাহা লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। মানুষের চক্ষের জলের যদি কোন অব্যক্ত অর্থ থাকে, তাহা কেবল বালবিধবা কামিনীদেরই আছে। যে হিন্দুসমাজ দানধর্ম্মের এত উৎসাহ প্রদান করিয়া জগতে অক্ষয় মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই হিন্দুসমাজ যে কেন নিজ অবলা কন্যাদিগের প্রতি এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যে হিন্দুপরিবারগুলী অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির উপর শ্রদ্ধা সমাদর ও স্নেহ মমতা প্রদর্শন জন্য চির প্রসিদ্ধ, সেই হিন্দুসমাজ নিজ গৃহলক্ষ্মীদের উপর এত অবজ্ঞা, এত অশ্রদ্ধা, এত নির্ম্মমতা কেন প্রদর্শন করেন, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। বিধবাবিবাহের পুনঃ প্রচলনবিষয়ক কোন প্রস্তাব উঠিলেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের ভাঙ্গা টোলের ঠাকুরেরা "চৈতন্" নাড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা তখন হবিষ্যান্নের তেজ দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রের মহিমা কলঙ্কিত করিবার জন্য, নিমজ্জমান দুঃখী হিন্দুসমাজকে অগাধ পাপহ্রদে নিমগ্ন করিবার জন্য, নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের

পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্য, পোড়াকপালী হিন্দুরমণীদিগকে যাবজ্জীবন শোকতাপে দগ্ধ করিবার জন্য, তাহাদের দীর্ঘনিশ্বাসজনিত অভিসম্পাতে সমগ্র হিন্দু আশ্রমকে বিভীষিকাময় করিবার জন্য, মহাপাপের উৎসমুখ প্রমুক্ত রাখিবার জন্য, অভাগিনী ভারতমাতাকে অধিকতর মর্ম্মপীড়িতা করিবার জন্য, ধর্ম্ম-বীরপ্রসূ আর্য্যাবর্ত্তকে দুর্ব্বল ও অসহায় রাখিবার জন্য, ছেলেদের ফাগ খেলার ন্যায় অসার শাস্ত্রীয় ধূলীমুষ্টি মারিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে তাঁহারা এতকাল যাহাদের চক্ষে ফাগ দিয়াছিলেন, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষুর জলে সে সমস্তই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাঁহাদের গা ঢাকা দেওয়া ভাল দেখায় না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা হিন্দুসমাজের যথার্থ "চূড়ামণি" হইয়া প্রকৃত "বিদ্যারত্ন" ধারণ করিয়া, সমগ্র ভ্রম-প্রমাদ খণ্ডবিখণ্ড করত কুলপাবন সৎপুত্রের ন্যায় জরা-জীর্ণ হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ বর্দ্ধন করুন। নস্যের মাত্রা একটু কম করিয়া তাঁহারা দেখুন, হিন্দু আশ্রমগুলি কি বিভাব ধারণ করিয়াছে। হে পুরোহিত মহাশয়গণ! আপনাদের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছি, আর পুঁথি পাঁজি উল্টাইয়া কাজ নাই। আর ভ্রম-নিদ্রায় সকলকে অচেতন রাখিবার প্রয়োজন নাই, আপনারা অগ্রণী হউন, আমরা আপনাদিগকে শিরোদেশে রাখিয়া আপনাদেরই প্রিয় সমাজকে আপনাদেরই দ্বারা আরোগ্য করাইতে চাই। আপনারা মনোযোগী না হইলে সময় আপনাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপনাদের ভার আপনাদেরই হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবেই লইবে। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত রাখিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি, আজ কাল হিন্দুসমাজে কোন্ কাজটী হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হইতেছে? মনু কিম্বা পরাশরের ন্যায় যদি কোন কালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী, সমাজনীতিজ্ঞ মহাত্মা জীবিত থাকিতেন, তিনি অবশ্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন সন্দেহ নাই।

যে রঘুনন্দনের "স্মৃতিসংগ্রহ" অধ্যয়ন করিয়া এখন লোকে স্মার্ত্ত নাম লইতে যান, সেই মহাত্মা রঘুনন্দনই যে কতদূর সময়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতি "সংগ্রহই" বিশদরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদের এখন শাস্ত্রীয় গোলোকধাঁদায় ঘুরিবার ইচ্ছা নাই, আবশ্যক হইলে সময়া-

স্তরে দেখা যাইবে, কিন্তু যাঁহারা যুক্তি ও শাস্ত্রীয় পথ ধরিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলন কর্ত্তব্য স্থির করিতে চান, তাঁহারা অল্পায়াস স্বীকার পূর্ব্বক আমাদের হিন্দুসমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পণ্ডিত প্রবরের প্রণীত এতৎসংক্রান্ত অখণ্ডনীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে অনেক বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রকারেরা বৈধব্যব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা ইহার যে সকল মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার পক্ষে? তাহা সংযতেন্দ্রিয়া সাধ্বী সতী পতিব্রতাদের জন্য। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়া, তাঁহাদের পক্ষে যতি-ধর্ম্মাবলম্বন শোভা পায়। পরন্তু, যাহারা বাস্তবিক ইন্দ্রিয়তাড়নায় জ্বালাতন, যাহাদের ভোগস্পৃহা সর্ব্বদাই বলবতী, যাহাদের হৃদয়ে সংসার-সুখেচ্ছা জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় সদাই দগ্ধ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে ওসব বিধান খাটে না। যাহাদের স্বভাব ও প্রকৃতি পতিসহবাসলিপ্সু, তাহাদিগকে সে ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখাতেই হিন্দুসমাজে এত পাপপ্রবাহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তুমি যতই কেন ধর্ম্মোপদেশ দেও না, যতই কেন কৃচ্ছ্র সাধনের ভবিষ্যৎ সুখময় ফল দেখাও না, মানবপ্রকৃতি এক নিগূঢ় প্রাকৃতিক নিয়মের বশম্বদ হইয়া সংগঠিত হইতেছে, তাহা কেহ দেখিতে না পাক, কিন্তু তাহা অন্যান্য ভৌতিক নিয়মের ন্যায়, অলক্ষিতভাবে অখণ্ডনীয়রূপে মানবসমাজ সংগঠন করিয়া আসিতেছে। সে "নিয়তি" এড়াইবার নয়, সেইটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে না পারিলে সমাজ-নীতির কোন অর্থ-বোধই হয় না। তাই বলি যে, স্বাভাবিক নিয়ম ধরিয়া চরিত্র সংযত করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইবার যিনি ইচ্ছা করেন করুন, তিনি সমগ্র মানব সমাজে পূজিতা হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহার ভাব অন্যবিধ তাহাকে জোর করিয়া জিতেন্দ্রিয় উপাধি দেওয়া কেন? (১)

সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ! একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে প্রথমতঃ হিন্দু বিধবাদের উপর শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি পাঠ করুন, তৎপরে বলুন দেখি উহা

---

(১) It appears to me, that one reason, why vice & misery, in the world do not deminish in proportion to preaching, is, because the natural laws are too much overlooked, and very rarely considered as having any relation to practical conduct.

(Combes constitution of man, Page 39.)

বালবিধবা বা যুবতীবিধবা রমণীর পক্ষে পালন করা কতদূর সাধ্য। এবম্বিধ কঠোর শাসনাধীনে রাখিয়া অবলা অশিক্ষিত যুবতীর কথা ছাড়িয়া দিয়া বলুন দেখি, কয় জন কৃতবিদ্য সুসংস্কৃত যুবা নিজ নিজ দুঃখভারাবনত জীবন-তরীকে এই উত্তাল তরঙ্গায়িত সংসার-সমুদ্রে নির্ব্বিঘ্নে ভাসাইয়া রাখিতে সক্ষম আছেন।

(১) "তাম্বুলাভ্যঞ্জনং চৈব কাংস্যপাত্রে চ ভোজনং।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"
(আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষাস্মৃতি)

অর্থাৎ যতি ব্রহ্মচারী ও বিধবা স্ত্রীলোক তাম্বূল ভক্ষণ ও কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে না।

জিজ্ঞাসা করি, কোন্ হিন্দু গৃহস্থের পরিবার মধ্যে আজকাল বাল বিধবা রমণীরা এরূপ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন?

(২) "একাহারঃ সদা কার্য্যোঃ ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ॥"
(ইতি মদন পারিজাত)

বিধবা ভামিনীগণ একাহার করিবেন, কখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিবেন না। করিলে মৃত পতি নরকস্থ হইবেন! তাঁহারা সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ লইবেন না, পরন্তু মৃত পতির উদ্দেশে নিত্য কুশ তিলাদি হস্তে লইয়া তর্পণ করিবেন!!

কি জুলুম! এই কঠোর নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করা কি সহজ ব্যাপার? ইহা কি সুখস্পর্শ সুকুমারমতি কামিনী পুষ্পবৎ কোমলকান্তি সরলা হিন্দুবালাদিগের শোভা পায়? কোথায় তাহারা আদরিণী হইয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজমান থাকিবে, না, একেবারে উদাসিনী হইয়া ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৈরিক বস্ত্রাবৃত হইয়া মৃত পতিকে নিত্য স্মরণ করিয়া তর্পণ করিতে বসিবে! উঃ! কি নিদারুণ শাস্তি! কোথায় শোকের কারণ ভুলিবার জন্য লোক সাধ্যমত চেষ্টা পায়, শোকাঘাত পাইবামাত্র শোক স্থান ছাড়িয়া দূরদেশে গিয়া অবস্থান করত পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইবার উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু হিন্দু বিধবাদিগকে এখানে মরার উপর খাড়ার ঘা নিত্য খাইতে হইবে। নিত্য অভাগিনী বিধবা

কন্যা তাহার মৃত পতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে বসিবে! আর তাহার সুবোধ পিতামাতা তাহা দেখিবে ও তিলজল যোগাইয়া দিবে!! ওহো! কি নিষ্ঠুর বিধান!! যাঁহারা পুত্রের পত্নীবিয়োগ হইতে না হইতে, অশৌচ যাইতে না যাইতে, ক্রন্দন-রোল থামিতে না থামিতে শোকার্ত্ত পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাকে "গৃহস্থ" করিবার জন্য চেষ্টা পান, তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে যে নিজ নিজ তনয়াদিগের প্রতি ওরূপ বিসদৃশ অস্বাভাবিক কঠোর ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যাহারা সরল স্বভাব প্রযুক্ত কখন কষ্টসহিষ্ণু নয়, শমদমান্বিত নয়, তিতিক্ষু নয়; যাহারা কখন সংসারের কুলালচক্রে নিষ্পিষ্ট হয় নাই, যাহারা বাস্তবিকই সংসারের সব পথই সোজা মনে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, ছুটিতেছিল, অলঙ্কার পরিতেছিল, কত সোহাগের কথা স্মরণ করিতেছিল, হায়! দৈবদুর্ঘটনা প্রযুক্ত, যেই তাহারা পতিধনে বঞ্চিত হইল, অমনি উচ্চ আশা-পর্ব্বত হইতে নিরুৎসাহের অগাধ নিখাত মধ্যে পতিত হইল! আর উঠিবার উপায় নাই, আর তাহারা হাসিবে না! জন্মের মত কি তাহাদের হাসি মুখ কাঁদিতে থাকিবে! প্রফুল্লভাব ম্লান হইয়া থাকিবে! পৃথিবীর ভৌতিক নিয়মে যাহার পতন আছে তাহার উত্থান আছে, যাহার দুঃখ আছে তাহার সুখও আছে, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু বিধবাদের পক্ষে সবই প্রতিকূল!! হায় বঙ্গদেশ! এই খানেই কি কেবল তোমার হিন্দুয়ানির আঁটা আঁটি? মেয়ের কাছে পুরুষত্ব! ছি! ছি!!

(৩) "বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মঞ্চরেৎ।
স্নানং দানং তীর্থযাত্রাং বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ॥"
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

বৈশাখ মাসের প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপ অসহ্য হইলে আমরা দিব্য টানা পাখার বাতাস খাইব, সুবাসিত বরফ দেওয়া জল পান করিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিব, শীতাগমে কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত নানা পূজা পার্ব্বণে ছুটি পাইয়া বাগানে বাগানে বাড়ি বাড়ি পাড়ায় পাড়ায় নাচ তামাসা দেখিয়া সন্দেশ মণ্ডা খাইয়া হাসি খুসি করিয়া দিন কাটাইব; পরন্তু আমাদের দুঃখিনী বঙ্গবিধবাগণ মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে থাকিবে; এবং তাহাদিগকে আমরা বলিব, দেখ, ভগিনীগণ তোমরা ক্রন্দন করিও না, তোমরা

কিছু মনে করিও না, তোমরা বেশ নিয়ম করিয়া স্নান দান তীর্থযাত্রা কর, ও সর্ব্বদা হরিমটর খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ কর!! হায় শাস্ত্র! এই কি তোমার উদারতা? এই কি তোমার বিচক্ষণতা? এই কি তোমার ধর্ম্মপ্রবণতা?

(৪) "মিষ্টান্নং ন চ ভুঙ্‌ক্তে সা ন কুর্য্যাদ্বিভবং নিজং।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টমীদিনে॥
যানমারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ।
ন কুর্য্যাৎ কেশসংস্কারং গাত্রসংস্কারমেব চ॥
তৈলাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত ন হি পশ্যন্তি দর্পণং।
মুখঞ্চ পরপুংসাঞ্চ যাত্রাং নৃত্যং মহোৎসবং॥
নর্ত্তকং গায়নঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং শুভং।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড) ৮৩ অধ্যায়।

অর্থাৎ। কুলপালন সৎপুত্র স্বীয় স্নেহভাজন পরাধীনা ভীরুস্বভাবা দুর্ভাগিনী পতিহীনা সহোদরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে প্রিয় ভগিনি! তুমি যে মাতৃগর্ভে দশ মাস দশ দিন যোগনিদ্রায় অচেতন ছিলে, আমিও তথায় তদবস্থায় ছিলাম; তুমি যে বায়ুশূন্য অন্ধকারময় জলপূর্ণ জরায়ু-কোষে ডুবিয়াছিলে, আমিও সেইখানে ছিলাম; তুমি যে ভাবে সহস্র নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়াছ, আমিও সেই ভাবে আসিয়াছি; তুমি যে মাতৃ-ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছ, আমিও সেই মাতৃ ক্রোড়ে পরিপোষিত হইয়াছি; যে মাতৃস্তনদুগ্ধ তোমার শরীরে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, আমাকেও সেই দুগ্ধ ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল হইয়া জীবিত রাখিয়াছিল; তোমাতে আমাতে উভয়ে মিলিয়া এক খেলাঘরে বসিয়া খেলিয়াছি একই উদ্দেশে জীবন-পথের পথিক হইয়াছি, কিন্তু, তুমি হিন্দু বিধবারমণী আর আমি হিন্দু-সস্ত্রীক পুরুষ! সেই জন্য এই অনুশাসন যে, কদাপি "মিষ্টান্ন ভোজন করিও না" যত পার নিম্বপাতা ভাজা, ও নিম্বফলের ডাল্লা খাইয়া পৈত্তিক নাশ করিয়া ভাইয়ের ঘর করিতে থাক। বাটীতে যে কিছু মিষ্ট জলখাবার আনিব, তাহা আমার ছেলে পুলেকে দিও, আমার ও আমার প্রণয়িনীর মুখে তুলিয়া স্নেহের পরা কাষ্ঠা দেখাইও। "কখন বিভবাদির প্রত্যাশা রাখিও না" স্ত্রীধনে তোমার কাজ কি? সব আমার হাতে

দিয়া যাবজ্জীবন পেটভাতায় আমার স্ত্রীর কন্না করিতে থাক। একাদশীর দিনের ত কথাই নাই, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যোগ পাইলে সব ভোগাশা ছাড়িয়া সংযমী যোগীর ন্যায় সমস্ত দিন আমার সংসারে আমার ছেলে মেয়ে কোলে করিয়া যোগাভ্যাস করিও। তীর্থধর্ম্ম করিতে পার, কিন্তু গাড়ি পাল্কি চড়িয়া যাইও না, কেন না " যানারোহণ করিলে হিন্দু-বিধবারা নরকে যায় শাস্ত্রে এই কথা বলে !! এতদ্দ্বারা যেমন তুমি এক দিকে নরকযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবে আমিও তেমনি বাঁচিয়া যাইব, পয়সা খরচ হইবে না। কখন " কেশ সংস্কার বা গাত্রমার্জ্জনা করিও না, " " তৈল ব্যবহার করিও না " " দর্পণে মুখ দেখিবে না " পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবে না, " মহোৎসবাদিতে নৃত্যগীতাদি দেখিবে না ও শুনিবে না " আমার বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইবে বটে, কিন্তু ভাগিনি! তুমি অনবরত কাঁদিবে না, তাহা হইলে আমার আমোদ প্রমোদ, যাত্রা তামাসার ব্যাঘাত হইবে, একটু সাহসী হইবে; গ্রামস্থ সধবা রমণীগণ সুন্দর বসন ভূষণে বিভূষিতা হইয়া আমার বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবে, তুমি কোমর বাঁধিয়া রান্না-বান্না কর, পরিবেশন কর, চক্ষের জলে নাকের জলে ভেজ, উপবাস করিয়া যত পার হোচট্‌ খাও, বিষম খাও, লাথি ঝেঁটা খাইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তপস্বিনী ব্রহ্মচারিণী হইয়া দিব্য বৈধব্যব্রত পালন করিতে থাক। হায় কি অবিচার! কি নিদারুণ শিষ্টাচার! কি ভ্রষ্টাচার! কি শাস্ত্রান্ধতা! কি ভয়ানক স্বার্থপরতা!

আমি জিজ্ঞাসা করি, এবম্বিধ অন্যান্য শত শত কঠোর নিয়ম আছে, সে সমস্ত পালন করিয়া কয়জন হিন্দু-বিধবা বৈধব্যব্রত পালন করিতে সক্ষম? যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধন করিবার যো নাই, অবসর নাই, শিক্ষা নাই, তবে কেবলমাত্র সামান্য একাদশীর উপবাস করিয়া বৈধব্যানলে নিরীহ অবলাকুলকে দগ্ধ করা কেন? তাহাদের দুঃখের উপর দুঃখ বৃদ্ধি করা কেন? তাহাদের দ্বারা কি সমাজ কোন উপকার লাভ করে নাই? যদি করিয়া থাকে, তাহার কি এই প্রত্যুপকার হইল?

কেহ কেহ বলেন যে মৃত-পতিকা স্ত্রীর পুনঃ পরিণয় হইলে অসতীত্ব দোষ স্পর্শ হয়। তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায় না। ভাল! পত্নীবিয়োগে পতি যদি অপর স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে তাহা হইলে পুরুষের পক্ষে কি ঐরূপ ব্যভিচার দোষ ঘটিতে পারে না? ব্যভিচার কাহাকে বলে?—

" অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥ (স্মৃতি)

অর্থাৎ। স্ত্রীপুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবে না, সংক্ষেপেতে তাহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

(ব্যাখ্যান) "পতি ও পত্নী কি ধর্ম্মে, কি সাংসারিক কার্য্যে, কি ভোগে পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না, পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী হইবেন ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্ম্মকার্য্যে পরস্পর পৃথক হওয়াকে ধর্ম্মবিষয়ক ব্যভিচার কহে; ইহা স্ত্রীপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাংসারিক কার্য্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থবিষয়ক ব্যভিচার কহে; তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যদি পতি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভোগবিষয়ে ব্যভিচারী হইলেন; ভোগবিষয়ক ব্যভিচারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ; কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে। যদি পুরুষ অন্য স্ত্রীকে ও স্ত্রী অন্য পুরুষকে "আসক্তচিত্তে" দর্শন বা ধ্যান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মানসিক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলেন। অতএব স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে, ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে তাঁহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না; কায়মনোবাক্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিপালন করিবেন।"

পক্ষান্তরে।

" তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্॥ "

ঐ ঐ

ব্যাখ্যান। স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন; এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন।

" পতি ও পত্নী উভয়েই ব্যভিচার হইতে আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর কি শুভ অভিপ্রায়ে পরস্পরকে কিরূপ গুরুতর সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিবেন। স্ত্রীপুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বরের প্রিয় ও সমুদায় জগতের প্রিয়, এবং দম্পতীর কল্যাণকর, বংশের কল্যাণকর, ও সমুদায় সংসারের কল্যাণকর; পরস্পর যত্নবান হইয়া তাহা পরিবর্দ্ধিত করিবেন, মনে মনেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন

না। উভয়ের হৃদয় এক হইবে, উভয়ের লক্ষ্য এক হইবে, উভয়ের সুখ দুঃখ এক হইবে, এবং উভয়েই আপনাদিগকে সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের সম্মিলিত দাস দাসী বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আজ্ঞা পালনে চিরব্রতী থাকিবেন। ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষুদ্র বোধ করিবেন, সামান্য আলাপ পরিত্যাগ করিবেন, যাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহার আলোচনা করিবেন। কার্য্যবশতঃ কখন পরস্পরবিযুক্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক এই পবিত্র দাম্পত্যব্রত প্রতিপালন করিবেন" কি উদার শাস্ত্র! কি চমৎকার ন্যায়পরতা? কি সুন্দর হৃদয়মন বিশুদ্ধকর অনুশাসন! কি গম্ভীর ঋষি-উপদেশ! বাস্তবিক এইরূপ দাম্পত্যব্রত পালন করিয়া যাঁহারা সংসারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য! ইহঁাদের পক্ষে সংযম শোভনীয়, ইহঁাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়প্রাবল্য কিছুই নয়, এই সব সংসার সমর-নিপুণ বীর-বর জিতেন্দ্রিয় স্ত্রী পুরুষই যথার্থ আদর্শ জীবন লাভ করিয়া সুখী হইয়াছেন, ইহঁাদিগকে নমস্কার করি। কিন্তু, যাহারা এসব পবিত্রতার কোন ধার ধারে না, যাহারা "বিয়েপাগলা হইয়া যত পারে তত বিবাহ করিয়া পাপস্রোত তরঙ্গ উত্থিত করিয়া থাকে, যাহাদের কর্ণে পরস্ত্রীর কণ্ঠধ্বনি, যাই-লেই শরীর চমকিয়া উঠে, মন সচকিত হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়গণ বারণের ন্যায় চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহারা যে কাল্পনিক ব্যভিচার দোষের দোহাই দিয়া মনে প্রবোধ দিয়া, মনে প্রবোধ মানিয়া দুঃখিনী বিধবা রমণীগণকে জন্মের মত অনাথিনী করিয়া রাখে, ইহা সামান্য পাপ নহে, সামান্য অপরাধ নহে। দাম্পত্যধর্ম্ম স্ত্রীপুরুষের উভয়ের পক্ষেই সমান পালনীয়। ঐ ধর্ম্মের বাধা কেবল দুর্ব্বলা বঙ্গবালাগণ বহন করিবে, আর সবল বাবুরা পায়ের উপর পা দিয়া তাস পাশা খেলিয়া বাই খেমটা নাচাইয়া গৃহস্থের কুলবালাদের ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না, কেহ কোন শাসন করিতে পারিবে না, এ বড় সামান্য তামাসা নহে, সামান্য অবিচার নহে সামান্য পাপ নহে।

যাহারা মনুর দোহাই দিয়া বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত রাখিতে চান, তাঁহারা যদি উল্লিখিত মনুর মতে বিশুদ্ধ দাম্পত্যব্রত পালনে সক্ষম না হন, তাঁহাদের কোন কথাই শুনিতে চাই না, তাহারা তফাতে থাকুন। যদি পত্নী বিয়োগে পতি পুনরায় বিবাহ না করিয়া হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, অগ্রসর হউন, তাহা হইলে তাঁহাদের সদৃষ্টান্ত

অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ভগিনীগণ জিতেন্দ্রিয় হইতে শিক্ষা করিবেন, সংযমী হইতে অভ্যাস করিবেন, ব্রতপরায়ণ হইতে ইচ্ছা করিবেন, শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া কালাতিবাহন করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। যদি পুরুষেরা "বৌ না হলে ঘর চলে না" বলিয়া আবার খোলা হাতে সূতা বাঁধিয়া চিত্তের আমোদে চক্ষুর লজ্জার মাথা খাইয়া জাঁতি হাতে সুপারি কাটিতে বসেন, এবং সমাজ তাহারই পোষকতা করেন, তাহা হইলে স্ত্রী-লোকদের পক্ষে ঐ যুক্তি অবলম্বন করিয়া "বর না হলে ঘর চলে না" বলিয়া তাহাদের শোকদগ্ধ হৃদয় মন ও প্রাণকে প্রফুল্ল করা কি উচিত নয়? তাহাদিগের ভরণ পোষণের ভার নব বরের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কি কর্ত্তব্য নয়? তাহাদের ঐহিক সুখ সম্পদের পথ প্রমুক্ত রাখা কি ন্যায়সঙ্গত নহে? যে দেশে ন্যায়শাস্ত্রের এত গৌরব, সে দেশে এত অন্যায় এত অত্যাচার ও এত অবিচার হইতে দেখিয়া "ন্যায়রত্ন" মহাশয়েরা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন কেন? তাঁহারা প্রকৃতভাবে "পুরোহিত" হইয়া যদি সবে মিলিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠেন, এখনি হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা দূর হইয়া যাইবে, এখনি ভারতমাতা পূর্ব্ববৎ আবার হাসিবেন, আবার নিজ যশোগৌরব চৌদিকে বিস্তার করিয়া মহিমান্বিত হইবেন, ইহা কি বাঞ্ছনীয় নহে? এইরূপ করিয়া তাঁহারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলুন, তাঁহাদের বার্ষিক বন্ধ হইবে না, বিদায় বন্ধ হইবে না, তাঁহারাও বাঁচি-বেন আমরাও উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে থাকিব॥ ক্রমশঃ—

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত।

আমরা পুরাণ বিশ্বাস করি কি না, তাহা বলিতে পারি না। বানরে সাগর বাঁধিয়াছিল, বশিষ্ঠ ধেনুর পুচ্ছ হইতে শক, যবন প্রভৃতি অনেক সমর-কুশল বীরজাতি বহির্গত হইয়াছিল—এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি তাহা গ্রন্থকার বলিতে পারেন,—আমরা জানি না, বুঝি না। খৃষ্টীয় পুস্তকে বলে পৃথিবী একবার জলপ্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছিল। সপরিবারে নোয়া এবং এক এক জোড়া সর্ব্বজাতীয় পশু পক্ষী ভিন্ন সে বিশ্ব-বন্যায় আর কাহারও জীবন রক্ষা পায় নাই। জলে মৎস্যের মৃত্যু নাই। অতএব অন্য জীব জন্তুই বা কেন ঈশ্বরের অভিসম্পাতগ্রস্ত হইল, মৎস্যই বা কি পুণ্যবলে সে বিপদ

হইতে অব্যাহতি পাইল,—তাহা ত আমরা স্থির করিতে পারি না,—এ কচ্‌-কচির মীমাংসাও হয় না। বিখ্যাত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী বানরদিগের রাজধানী ছিল। বৃক্ষের শাখা কি সুগ্রীবের রাজপাট ?—না, তিনি মণিবেদিতে বসিয়া রাজকার্য্য দেখিতেন ? প্রজারা বানরপতিকে কি রাজকর দিত ? বানরের মণিমুক্তা নাই, টাকাকড়ি নাই, বসন ভূষণ নাই—তবে কি বনের ফল ?—এ কথার ত আমরা উত্তর দিতে পারিব না। তাই বলিতেছি, পুরাণে আমাদের বিশ্বাস আছে কি না, তাহা জানি না।

আমরা পুরাণ বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। কপিল কোপকষায়িত চক্ষে সগরসন্তানদিগের প্রতি কটাক্ষ করিলেন, অমনি তাহারা ভস্মীভূত হইয়া গেল, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না; কিন্তু ঋষিগণ ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। যুধিষ্ঠির সত্য সত্য ধর্ম্মের অংশ ছিলেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে ? কিন্তু বল্লালের সময়েও যে বিলক্ষণ জাতি-বিরোধ ঘটিত,তাহা সকলেই বলিতে পারে। ইক্ষাকুবংশে পূর্ণব্রহ্ম রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না,তাহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞ হইয়াছিল কি না তাহার স্থিরতা কি ? সে সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা এইমাত্র প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করি যে, ব্যাসের অনেক পরে বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ, রামায়ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পৌরাণিক ইতিবৃত্তের ক্রমানুসারে বিচার করিলে রামায়ণের উপাখ্যান মহাভারতের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। কারণ, ত্রেতাযুগে বিষ্ণু রাম অবতার হইয়া রক্ষোবংশ বিনষ্ট করেন, দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণ অবতার হইয়া অর্জ্জু-নের সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার রাজসূয় যজ্ঞকালে সহদেব দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিষ্কিন্ধ্যাধিপতির নিকট ও পুলস্তনন্দন বিভীষণের নিকট মহা-মূল্য সামগ্রী উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। এই রাজসূয় যজ্ঞে বিদেহাধিপতি জনক রাজাও কর দিয়াছিলেন। পুরাণে বিভীষণের অমরত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, অতএব যুধিষ্ঠিরের সময়ে তিনি যে জীবিত থাকিবেন, তাহা বিচিত্র নহে; কিন্তু জনক নৃপতিও যে তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহাই আশ্চ-র্য্যের বিষয়। যাহা হউক, সে কথা লইয়া আমাদের তর্ক করিবার আবশ্য-কতা নাই। রামায়ণের উল্লিখিত অনেকগুলি ব্যক্তির নাম মহাভারতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির নাম মহাভারতের কোথাও নাই। এক একটী ক্রিয়া-

মুষ্ঠানে কত সিদ্ধ, মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বাল্মীকিকে কোথাও দেখিতে পাই না,—এই পুরাণ-ঋষি কোন সভায় আইসেন নাই। রামায়ণের উপাখ্যান মধ্যে যদি কিছু প্রকৃত ঘটনা থাকে, তাহা মহাভারতের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ব্যাস স্বীয় কাব্যে চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার কিছুকাল পরে, বাল্মীকি রামের ইতিহাস দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিলেন এবং তাহা ভাব রস ও ছন্দে সুশোভিত করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত করিলেন। যেমন ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গলে পদে পদে মুকুন্দরাম প্রণীত চণ্ডীকাব্যের অনুকরণ করিয়াছেন, তবে ভারতচন্দ্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া তাঁহার রচনা ও ছন্দোবন্ধ অধিকতর পরিষ্কৃত ও সুললিত হইয়াছে। বাল্মীকিও ঠিক সেইরূপ পদে পদে ব্যাসের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণকার মহাভারত রচয়িতার অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া তদীয় কবিতা বিলক্ষণ সরল, সুরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ব্যাসের প্রবন্ধে যে পরিমাণে আর্ষপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, বাল্মীকির রচনায় তত নাই। ইহাও রামায়ণের নবীনত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও মুকুন্দরামের কাব্য দেখ, তৎসমুদায়ে হিন্দি ও যাবনিক শব্দ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে, কিন্তু রায় গুণাকর তাঁহাদের অপেক্ষা আধুনিক কবি, সেই জন্য তাঁহার কাব্যে হিন্দি ও যাবনিক শব্দ অনেক অল্প।

মহাভারতে মহর্ষি বাল্মীকির নাম নাই, এবং রামায়ণে আর্ষপদ অপেক্ষাকৃত অল্প, কেবল এই দুই কারণে যে আমরা বাল্মীকিকে মহাভারত-প্রণেতা ব্যাসের পরবর্ত্তী কবি বলিতেছি তা নয়। আমাদের আরও কয়েকটী বলবৎ প্রমাণ আছে। কিন্তু, এই যে অভিনব সত্য বিষয়ের উন্নয়ন করিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি, পাঠক যদি পূর্ব্ব সংস্কারের বশানুবর্ত্তী হইয়া অন্ধ চক্ষে দৃষ্টি করেন, তবে আমাদের এ যত্ন বিফল। এই অভিনব মতে বিশ্বাস করিলে ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবে, এমন আশঙ্কা যাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাঁহাদের নিকটে আমাদের এ বিচার কেবল অরণ্যে রোদন—সহস্র সহস্র প্রমাণ দেখাইলেও তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে না। তবে যাঁহারা সত্যের অনুসরণ করেন, সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হইলে যাঁহাদের আন্তরিক তৃপ্তি জন্মে, তাঁহাদের নিকট এ প্রযত্ন অনাদৃত হইবে না,—সত্যতত্ত্ব-বুভুৎসু ব্যক্তির নিমিত্তই আমাদের এ প্রয়াস। কাব্য হউক, ইতিহাস হউক, উপন্যাস হউক, যে কোন প্রকার পুস্তক হউক না কেন, তাহার ভাষা ও নায়ক

নায়িকার চরিত্র দেখিলে, রচয়িতার পরিচয়ের অনেক আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থকার যে দেশে বাস করেন এবং যে সময়ে জীবিত থাকেন, তদ্দেশের ও তৎকালের অনেক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে উপলব্ধ হয়। যুগে যুগে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। আহার বিহার, লোকলৌকতা, বসন ভূষণ, কথাবার্ত্তা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, মত ও বিশ্বাস কিছুই চিরদিন একভাবে চলিতেছে না। কাল অপরিদৃশ্য অনমুভাব্য মসৃণ-সঞ্চরণে পুরাতন ব্যবহার বুকে করিয়া বহিয়া দূরে ফেলিতেছে—প্রতি-নিয়তই আবার বুকে করিয়া নূতন ব্যবহার আনিয়া দিতেছে। সত্যযুগের আচার ব্যবহার ত্রেতাযুগে সম্যকরূপে আদরণীয় ছিল না, আবার ত্রেতা-যুগের আচার ব্যবহার দ্বাপরে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; এখন আবার কলিযুগে দ্বাপরের রীতি নীতির যে কত অবস্থান্তর হইয়াছে, তাহা বলিবার নয়।

আলোচ্য পুরাণ দুইখানিতে মনুষ্য জাতির যেরূপ সামাজিক নিয়ম, মনের রুচি ও প্রবৃত্তি, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি দর্শিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের বিচারের প্রধান অবলম্বন। তৎপরে উভয় পুস্তকধৃত ব্যক্তি বিশেষের নাম আমাদের মতের দ্বিতীয় সমর্থনকারী। যে পুরাণখানিতে গ্রাম্য ব্যবহার, অভদ্রোচিত প্রাকৃত আচরণ, কুৎসিত রীতি, অমার্জ্জিত রুচি, অনার্য্য মত অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, সেই খানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুস্তক তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর যে পুরাণখানিতে সামাজিক গঠন মার্জ্জিত ও রীতি নীতি সভাজন সম্মত হইয়া আসিয়াছে, সেইখানি অপেক্ষা-কৃত নবীন গ্রন্থ তাহাতে সংশয় নাই। মহাভারত ও রামায়ণের উপাখ্যানগত যে যে স্থলগুলির পরস্পর ঐক্য আছে, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া উভয় পুস্তকের রুচি ও আচার ব্যবহারের বিশুদ্ধতার তুলনা করিতেছি—পাঠক! পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করুন।

মহাভারতে দেখুন, পাণ্ডুরাজার সন্তান হয় নাই, তিনি কুন্তীকে অনেক বুঝাইয়া, অনেক উদাহরণ (১) দিয়া ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিতে উপদেশ

(১) প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোহয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে। মহাভারত॥

ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম. এবং ঋষিগণ ইহার সম্মান করেন। হে রম্ভোরু! উত্তর কুরুরাজ্যে ইহা অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছে।

দিলেন। রাজমহিষী পতির নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। এখানে রা[illegible] আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দশরথ রাজা সন্তানহীন; কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিতে তাঁহার এক-বারও প্রবৃত্তি জন্মে নাই,—সে কথা তিনি একবারও মুখে আনেন নাই। সন্তান-কামনায় তিনি দৈবানুষ্ঠান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সভ্য ও বুদ্ধি-মান রাজার যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহাই করিলেন,—মন্ত্রভবনে অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি গুরু পুরোহিতকে আনাইলেন। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সর্ব্বগুণসমন্বিত রামরত্ন লাভ করিলেন।

ব্যাস ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মহিলাগণ অনবরুদ্ধা ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিলেন। তাঁহারা স্বীয় পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে তদীয় সতীত্ব গুণে কলঙ্ক স্পর্শ হইত না (২)। পরিশেষে দীর্ঘতমা ও শ্বেতকেতু স্ত্রীজাতির একমাত্র পতিপরায়ণতা ধর্ম্মের নিয়োগ করিলে রমণীগণের পূর্ব্ব-স্বাধীনতা রহিত হইয়া আসিল। তথাপি ঐ কুৎসিত ব্যবহার ব্যাসের সময় যে এককালে অপ্রচলিত হইয়াছিল এমন দেখা যায় না। স্বয়ং ব্যাস ও পাণ্ডু প্রভৃতির জন্ম তাহার প্রমাণ স্থল। প্রাচীন-কালের এই এক আশ্চর্য্য রীতি দেখা যায়, সন্তান না জন্মিলে ক্ষেত্রজপুত্র উৎপাদন করিতে প্রায় সকলেরই প্রবৃত্তি হইত। দীর্ঘতমা এখানে স্বীয় পত্নীর উপর বিরক্ত হইয়া স্ত্রীজাতির স্বেচ্ছা-চারিত্ব নিষেধ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং আবার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বলি-রাজার মহিষীকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ দেখা যায়। ফলতঃ এখন আমরা যাহাকে ব্যভিচার বলি, পূর্ব্বকালে তাহা মহাত্মাদিগের পূজিত ছিল। বাল্মীকির সময়ে সমাজের অবস্থা আর সেরূপ ছিল না। সৎকুলোদ্ভবা ভদ্রকন্যা নিজ পতিকে অতিক্রম করিয়া পরপুরুষের সহবাস-সুখ ঘৃণাকর বোধ করিতেন, তজ্জন্য রামায়ণে সেরূপ নির্ঘৃণ ব্যবহার

---

(২) দীর্ঘতমা জন্মান্ধ ছিলেন। প্রদ্বেষী নাম্নী তাঁহার স্ত্রী পতির ভরণ পোষণ করিতে অস-মর্থা হইলে মহর্ষি কোপাবিষ্ট হইয়া এই নিয়ম স্থাপন করিলেন যে,—

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণং ॥ মহাভারত ॥

আজ হইতে লোকে আমি এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে, স্ত্রীলোকেরা যাবজ্জীবন কেবল একমাত্র পতিপরায়ণ হইয়া থাকিবেন।

অতি বিরল। মহাভারতের সময় ও তৎপূর্ব্বে যে আচার সাধারণের অনুমোদনীয় ছিল, রামায়ণে সে প্রথা কেহ অবলম্বন করেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বাল্মীকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যক্তি; তাঁহার সময়ে মনুষ্যের রুচি ও প্রবৃত্তি অনেক সভ্য হইয়া আসিয়াছিল।

এখানে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বিবরণ, ওখানে রামের হরধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার দেখ। অর্জ্জুন চক্র বিঁধিয়া যাজ্ঞসেনীকে লাভ করিলেন; কিন্তু লাভ করিয়া একাকী উপভোগ করিলেন না,—পাঁচটী ভাই অংশ করিয়া লইলেন। একটী ভার্য্যার পাঁচটী পতি,—পাঁচটী ভাই একটী ধনের অধিকারী,—নারী যেন বসন ভূষণ গৃহাদির ন্যায় একটী সম্পত্তি বিশেষ! ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরের ধন্য মনের প্রবৃত্তি!—ধন্য তাঁর অভিরুচি!

যুধিষ্ঠিরের সময় এই কুপ্রথা যে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহা নয়। ক্বচিৎ কখন কোন নারীর এক কালে বহুপতি দেখা যায়। যুধিষ্ঠির দ্রুপদ রাজাকে কহিলেন,—

সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি।
আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্লাতু জ্বলনে করান্॥

কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদের সকলের মহিষী হইলেন। অগ্নিসমীপে তিনি যথাপূর্ব্ব আমাদের পাণিগ্রহণ করুন।

দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। "সে কি!—এও কখন হয়? তুমি জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, তোমার মুখে এমন কথা!!"—

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন!
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ।

হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের এককালে অনেক ভার্য্যা হয়, কিন্তু এক নারীর এককালে অনেক পতি হয়, এমন কখন শুনিতে পাওয়া যায় না।

সকলি প্রবৃত্তির কাজ,—যুধিষ্ঠিরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন। পরে তাঁহার মনের গতি কে রোধ করে? তিনি প্রমাণ দেখাইয়া বলিলেন,—

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ।
বর্ত্ততে হি মনোমেঽত্র নৈষোঽধর্ম্মঃ কথঞ্চন॥

শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষিমধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সংগতাভূদ্দশ ভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥

আমি কথন মিথ্যা বলি না, এবং অধর্ম্মেও আমার মতি নাই। এ বিষয়ে আমার মন হইতেছে, অতএব ইহাতে কথন অধর্ম্ম নাই। পুরাণে শুনিয়াছি—গৌতমী জটিলা ধর্ম্মপরায়ণ সপ্তর্ষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং মুনি কন্যা বার্ক্ষী প্রচেতা নামা ধর্ম্মনিষ্ঠ দশ ভাইকে বরণ করেন।

সভ্য সমাজের মধ্যে কোন ব্যক্তির এরূপ অভিরুচি হওয়াই অভাবনীয়। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া কাঞ্চনপ্রতিমা সীতা সতীকে লাভ করিলেন। ভদ্রজনোচিত কৌলিক প্রথানুসারে গুরুজন সমীপে মহা সমারোহে বিবাহ হইল। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন পৃথক পৃথক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারা সীতাকে অংশ করিয়া লন নাই। বাল্মীকি মহাভারতের অনেক স্থল অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাসের কুৎসিত দোষগুলির অনুকরণ করেন নাই। যে পুস্তকে দোষ ভাগ ত্যাগ করিয়া গুণ ভাগ পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই খানি শেষের গ্রন্থ; বোধ করি এই অনুমান যুক্তি ও বিচার সঙ্গত!

আমরা দেখিতে পাই, ব্যাসের সময় কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয় জাতির এক আশ্চর্য্য কুপ্রবৃত্তি ছিল,—পুরুষ সুন্দরী কামিনী দেখিলে এককালে অস্থির হইয়া পড়িত, তাহার কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না। আবার কুল-বালাগণও রূপবান্ পুরুষের মুখাবলোকন করিলে স্থির থাকিতে পারিত না। ভীম নিশাচরী পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেন, অর্জ্জুন ব্রহ্মচারি-বেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নাগকন্যা ও গন্ধর্ব্ব কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু সৌম্যমূর্ত্তি রাঘব, অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন; রাবণের ভগিনী শূর্পনখা তাঁহাদের অভিসরণ করিয়া কত সাধিয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা নিশাচরীর অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। রাম লক্ষ্মণ যদি ব্যাসের হাতে পড়িতেন, তবে অভিসারিকা শূর্পনখার মনোরথ পূর্ণ হইত। ব্যাস মুগ্ধপ্রকৃতি অবলা জাতিকে ক্ষুণ্ন দেখিতে পারিতেন না। উপগতা কামিনীকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করিতে হইত,—যিনি তাহাতে বিমুখ হইতেন, তাঁর রক্ষা থাকিত না! পাঠক! ক্লীব বৃহন্নলাকে কি স্মরণ আছে?

বাল্মীকির সময়ে গুণবান্ ব্যক্তিদিগের স্বভাব ও চরিত্র বড় নির্ম্মল হই-

য়াছিল। সূর্পনখা রাম লক্ষ্মণকে অনেক কথা বলিলেন, তাঁহারা রাক্ষসীকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের সহিত কথা প্রসঙ্গে নিশাচরী যে আত্মপরিচয় দিয়াছিল, তাহা হইতে আমরা তদানীন্তন সমাজের একটী বিশুদ্ধ ভাব দেখিতেছি। সূর্পনখা বলিল—" আমি মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিক বলশালিনী, তাই তাঁহাদের শঙ্কা ত্যাগ করিয়া তোমার অনুগামিনী হইতেছি।" তবে স্ত্রীলোকেরা তখন স্বেচ্ছাচারিণী ছিল না। রাবণের ভগিনী ভাইদের অপেক্ষা অধিক প্রবলা ছিল, সে কারণে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে দুটা কথা কহিতে পারিয়াছিল, তাই তাঁহাদের অভিসরণ করিতে তাহার সাহস হইয়াছিল। সংশীলা কামিনী হইলে অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতে হইত। পাঠক দেখুন, ব্যাসের সময় অপেক্ষা বাল্মীকির সময়ে সমাজের আঁটাআঁটি হইতেছে কি না ?

আমরা মহাভারতের আর একটী কথা পাঠ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। শুক্রদুহিতা দেবযানি আগ্রহান্বিতা হইয়া যযাতি রাজাকে বরণ করিলেন। এই প্রতিলোম বিবাহ নিতান্ত বেদবিধি-বিরুদ্ধ ; কিন্তু শুক্রাচার্য্য তাহা আদর পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন। ব্যাস নিজ সংহিতায় বলিতেছেন, যে,—

অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।

নিকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণা নারীর গর্ভজাত সন্তান শূদ্র অপেক্ষাও অধম।

এই অনার্য্য কর্ম্ম ঋষিদিগের অনুমোদনীয় নহে। সমাজ সুগঠিত হইলে এমন ঘটনা কখনই ঘটিত না। ঋষিগণ যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজনীতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তখনও ভালরূপ প্রচলিত হয় নাই, তজ্জন্য যযাতি দুই একটী আপত্তি করিয়া শুক্রাচার্য্যের আদেশমত দেবযানির পাণিপীড়ন করিলেন। রামায়ণে এ প্রকার ঘটনার নাম গন্ধও নাই। বাল্মীকির পুস্তকে যেখানে আচার ব্যবহার ও লৌকিক নিয়ম দৃষ্ট হয়, সেইখানেই সমাজসংস্করণের লক্ষণ উপলক্ষিত হয়।

এখন রামের নির্ব্বাসন ও যুধিষ্ঠিরাদির বনগমন বৃত্তান্ত দেখুন। ব্যাস যে যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অপরিণত ভাবুকের ন্যায় বোধ হয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য হানি হইবে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই, প্রতিদিন গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্ত অলস ব্যক্তির যাহা দেখিলেন, পত্রময় গ ছের তলে কুশাসন-

খানি পাতিলেন, গাছের ছাল আর কাঠের কলম দ্বারা সরল প্রাণে তাহাই লিখিলেন। কবিতার ভাব গাম্ভীর্য্য ও স্বভাব চিত্রের নিপুণতা চাই, তাহার বিচার করিলেন না।

যুধিষ্ঠির রাজার পুত্র; ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান। লক্ষ্মীছাড়া গুলিখোর যেমন প্রকাশিত হাটে, বাজারে, বহু জনসমাকীর্ণ মেলাতে রাজনিষিদ্ধ জুয়া খেলিয়া টাকা, কড়ী, অবশেষে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত হারিয়া বিরস মুখে প্রস্থান করে, যুধিষ্ঠির রাজা সেইরূপ,—ঘটে এক তিল বুদ্ধির উদয় হইল না,—পাশা খেলিয়া সর্ব্বস্ব হারাইলেন, শেষ কুলের কামিনী দ্রৌপদী লইয়া টানাটানি,—তাও থাকা দায়। এই কি রাজবুদ্ধি, রাজবিবেচনা? নিকটে কালান্তক যমের স্বরূপ ভীমার্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরের মুখে কথা নাই! বিষ খাওয়াইয়া গঙ্গাজলে ফেলিল, তাহাতে কিছু হইল না; জতুগৃহে রাখিয়া অগ্নি দিল, তাহাতেও কিছু হইল না; আজ পাশার কুপড়তায় বীরেন্দ্র-কেশরী ভীমার্জ্জুন শৃগাল শাবকের ন্যায় নিস্তব্ধ রহিলেন।

পাঠক! এখন রাম-নির্ব্বাসনের কারণ কেমন স্বাভাবিক দেখুন। বাল্মীকি কতদূর চিন্তাশীল কবি, তাহার বিচার করুন। রাজা দশরথ গুণের ছেলে রামকে বড় ভাল বাসেন। রামগত তাঁর প্রাণ, রামগত তাঁর জীবন; কিন্তু কৈকেয়ী তাঁর প্রিয় মহিষী; বিশেষতঃ তাঁর কাছে পূর্ব্ব হইতে সত্যবদ্ধ ছিলেন। রাম রাজা হইবেন। রাজপথে সুগন্ধ সিঞ্চন; দ্বারে দ্বারে পূর্ণঘট, পুষ্পমাল্য; নৃত্যগীত,—অযোধ্যা নগরী মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। কৈকেয়ীর কি প্রাণে সয়?—বিমাতা! হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। মন্থরা রাণীর প্রিয় দাসী—মনের মত কথা বলিতে পারিলেই প্রিয় হওয়া যায়। কৈকেয়ীকে বলিল,—"পূর্ব্বে রাজা তোমাকে দুইটী বর দিবেন, সত্য করিয়াছিলেন। আজ সেই দুটী বর চাও,—রাম বনে যাক, ভরত রাজা হউক।" দুষ্টমতী কৈকেয়ী তাই করিল।

এক পক্ষে প্রিয় মহিষীর মন রক্ষা, অন্য পক্ষে সত্য পালন,—আবার যে কথার পর আর কিছুই নাই—জীবন-ধন রামনিধির নির্ব্বাসন; মনে হইলে হৃদয় শুষ্ক হয়। "রাম বনে যাও"—এমন নিদারুণ কথা কি দশরথ বলিতে পারেন? তিনি দীন-নয়নে, বিরস বদনে কেবল অন্তরের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন। রাম নিকটে আসিলেন, কিন্তু পুত্র-বৎসল রাজার মুখে আজ কথা নাই। রাম মনে মনে বিচার করিতেছেন।—

অন্যদা মাং পিতা দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি।

অন্য দিন রাজা কুপিত থাকিলেও আমাকে দেখিলে প্রসন্ন হইতেন।

রাম পিতৃভবনে আসিয়া তাঁহাকে খিদ্যমান দেখিলেন; রাজা কোন কথাই কহিলেন না। ঋজুপ্রকৃতি রাঘব কৈকেয়ীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লজ্জাবিহীনা কৈকেয়ী বলিল—রাম! রাজা তোমার প্রতি কোপ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আজ সেই বর আমাকে দিয়াছেন; কিন্তু তাহা তোমার পক্ষে অপ্রিয়, এই জন্য স্বয়ং কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। রাণীর কথা শুনিয়া পিতৃবৎসল রাম করুণ বাক্যে কহিলেন।—

অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে।
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।
তদ্ব্রূহি সত্বরং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামোদ্বির্নাভিভাষতে।

রাজার আজ্ঞা হইলে আমি অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ পান করিতে পারি, সাগরে ডুবিতে পারি। অতএব আমাকে সত্বর বল, রাজার অভিলাষ কি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা আমি অবশ্য পালন করিব। রাম যা বলে তার অন্যথা হয় না।

বিমাতার হৃদয়, আর কঠিন পাষাণ একই পদার্থ! রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন, কৈকেয়ীর আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাণী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে রামকে দুইটী বরের কথা বলিলেন।

ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
ভরতশ্চাভিষিচ্যেত যদেতদভিষেচনম্।
ত্বদর্থে বিহিতং রাজ্ঞা তেন সর্ব্বেণ রাঘব।

হে রাঘব! তুমি চৌদ্দ বৎসরের নিমিত্ত অরণ্যে যাও। তোমার জন্য যে সকল অভিষেকের আয়োজন করা হইয়াছিল, রাজা তৎসমুদায়ে ভরতকে অভিষিক্ত করুন।

রাম এই অশুভ সংবাদে কিছুই ক্ষুণ্ণ হইলেন না। পিতৃসত্য পালন করিবার নিমিত্ত অকাতরে বনগমন করিলেন। প্রাণতুল্য সন্তানের শোকে দশরথের মৃত্যু হইল। পাঠক! দেখুন, কতদূর স্বাভাবিক বর্ণনা। ব্যাস

কবিতার পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, বাল্মীকি তাহার সংস্করণ করিয়া কবিতার অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। এইরূপে পুরাণ দুইখানি হইতে যত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইবে, তন্মধ্যে মহাভারতের গুলি অপেক্ষাকৃত অবিশুদ্ধ ও অপরিমার্জ্জিত প্রতিপন্ন হইবে, আর রামায়ণের উদাহরণগুলি অনেকাংশে সদ্‌যুক্তিসম্মত ও পরিশুদ্ধ বিবেচিত হইবে। মহাভারতে উপাখ্যান ভাগই অধিক, সর্ব্বত্র গল্পেরই বাহুল্য দেখা যায়। কাব্যের প্রধান গুণ এই, ক্ষুদ্র বিষয়কে বিচিত্রভাব ও সৌন্দর্য্যে পুষ্ট করিয়া তুলিতে হয়। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণে সে গুণ যথেষ্ট আছে। অতএব কাব্যাংশে হউক, লৌকিক আচার ব্যবহারের বিশুদ্ধতা পক্ষেই হউক, শব্দলালিত্য ও অর্থ গাম্ভীর্য্য বিষয়েই হউক, রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট গ্রন্থ হইলেই যে তাহা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তক হইবে, আমরা সে কথা বলিতেছি না। আজ যদি কেহ একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহা যে পূর্ব্বলিখিত একখানি পুস্তক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবেই হইবে, আমাদের কথার সে তাৎপর্য্য নয়। যখন সামাজিক নিয়ম সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই, ভাষার গঠন হয় নাই, তখনকার পুস্তক অপেক্ষা আধুনিক পুস্তকের আচার ও ভাষা অবশ্যই বিশুদ্ধ হইবে, ইহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি। সেই নিমিত্ত রামায়ণের আচার ব্যবহার ও ভাষার প্রাঞ্জল্য দেখিয়া ব্যাস অপেক্ষা বাল্মীকিকে নবীন কবি বোধ হইতেছে।

লৌকিক আচার ব্যবহার ভিন্ন, আমাদের মত সমর্থন করিবার আর একটী উপায় আছে। মহাভারতে যে সকল নাম প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি আমরা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে দেখিতে পাই; কিন্তু এমন নাম যাহা রামায়ণ ভিন্ন তৎপূর্ব্বের অন্য কোন পুস্তকে নাই, তাহা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও নাই। পাঠক! এই রহস্যের কারণ কি, বিচার করুন। আমাদের নিশ্চিত বোধ হইতেছে, ব্যাসের পর পাণিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মহাভারতে ধৃত যুধিষ্ঠিরাদি অনেকের নাম অষ্টাধ্যায়ীতে দৃষ্ট হয়। পাণিনির কিছুকাল পরে, মহর্ষি বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কারণে যে নাম রামায়ণ ভিন্ন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য পুস্তকে দেখা যায় না, তাহা পাণিনিতে নাই। এখন মহাভারতোক্ত কতক গুলি নাম পাণিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠককে উপহার দিতেছি।

গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ। ৮। ৩। ৯

গবি এবং যুধি শব্দের উত্তর স্থির শব্দের সকার মূর্দ্ধন্য হয়। গবিষ্ঠির, যুধিষ্ঠির। পাঠক! আমরা যুধিষ্ঠিরের নাম পাইলাম। নিম্নলিখিত সূত্রে ভীমের নাম দৃষ্ট হইতেছে—

ভীমাদয়োঽপাদানে। ৩। ৪। ৭৪

কদ্রুশব্দ—কদ্রুকমণ্ডল্বোশ্ছন্দসি। ৪। ১। ৭১

কদ্রু ও কমণ্ডলু শব্দের পর বেদবিষয়ে স্ত্রীলিঙ্গে উঙ্ প্রত্যয় হয়। যথা কদ্রূ, কমণ্ডলূ। লৌকিকে দীর্ঘ উকার হইবে না। যথা, কদ্রু, কমণ্ডলু।

শৌনক শব্দ—শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। ৪। ৩। ১০৬

তৎকর্তৃক উক্ত বা অধীত এই অর্থে শৌনকাদি কতকগুলি শব্দের উত্তর বেদবিষয়ে ণিনি প্রত্যয় হয়। শৌনকেন প্রোক্তমধীয়তে শৌনকিনঃ।

কুরুশব্দ—ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ। ৪। ১। ১১৪।

বশিষ্ঠাদি ঋষি, অন্ধক, বৃষ্ণি এবং কুরু এই সকল প্রাতিপদিকের উত্তর অপত্যার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। যথা বাসিষ্ঠঃ, রন্ধসঃ, বাসুদেব, নাকুল ইত্যাদি।

বিকর্ণ, বৎস, ভরদ্বাজ, অত্রি—বিকর্ণশুঙ্গছগলাদ্বৎসভরদ্বাজাদিষু। ৪। ১। ১১৭

বিকর্ণ শুঙ্গ, ছগল, বৎস, ভরদ্বাজ এবং অত্রি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

বিশ্বামিত্র—মিত্রে চর্ষৌ। ৬। ৩। ১৩০।

ঋষি বুঝাইলে উত্তর পদে যদি মিত্র থাকে তবে বিশ্ব শব্দ দীর্ঘ হয়।

প্রস্কণ্ব, হরিশ্চন্দ্র—প্রস্কণ্বহরিশ্চন্দ্রাবৃষী। ৬। ১। ১৫৩

ঋষি বুঝাইলে, প্রস্কণ্ব এবং হরি শব্দে নিপাতনে সুট্ আগম হয়।

রেবতী—রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। ৪। ১। ১৪৬

রেবতী প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়।

এইরূপ মহাভারতোক্ত অনেক নাম পাণিনিতে দৃষ্ট হয়। রামায়ণে ধৃত কেকয়, কোশল প্রভৃতি অনেক শব্দ অষ্টাধ্যায়ীতে দেখা যায় বটে; কিন্তু ঐ সকল নাম মহাভারত ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য পুস্তকেও আছে। রাজতরঙ্গিণীর মতে, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা—

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

কলি যুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে তাহার কিছু কাল পরে ব্যাস মহাভারত রচনা করেন। এখন কলির গতাব্দ ৪৯৮১; অতএব (৪৯৮১-৬৫৩) ৪৩২৮ বৎসর অতীত হইল কুরুপাণ্ডবেরা জীবিত ছিলেন। মহাভারতের উপাখ্যান ভাগ যদি কিছু পরিমাণেও সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় চারি হাজার বৎসর গত হইল, ব্যাস ঐ পুরাণ সংকলন করিয়াছেন।

এইরূপ প্রথিত আছে, নন্দরাজার রাজত্ব কালে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণের ভবিষ্য বৃত্তান্তে উল্লিখিত আছে যে,

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যৎ নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যোযান্ হনিষ্যতি॥

কলিযুগের ৩৩১০ বৎসর গত হইলে নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন, চাণক্য যাঁহাদিগকে বধ করিবেন। অতএব এই মতে (৪৯৮১-৩৩১০) ১৬৭১ বৎসর অতীত হইল, নন্দবংশীয়েরা রাজা হইয়াছিলেন এবং তৎকালে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হন।

ভাগবতের ১২ স্কন্দে ২ অধ্যায়ে আছে—

আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রঞ্চ শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন যে, আপনার জন্মের ১৫১০ বৎসর পরে নন্দ রাজা হইবেন। সপ্তর্ষিগণ একশত বৎসর প্রতি নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন (তেনৈব ঋষয়োযুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্) অধুনা সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। যদি নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতিকাল ধরিয়া আমরা সময় নিরূপণ করি, তাহা হইলে অনেক গোলযোগ ঘটে। অতএব যদি পূর্ব্বাগণনার অনুসরণ করা যায়, তবে কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অনুমান কর উহার ৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ কলির ৭২৩ বৎসর গত হইলে পরীক্ষিৎ রাজা হইলেন। তদনন্তর ১৫১০ বৎসর পরে অর্থাৎ (৭২৩+১৫১০) ২২৩৩ বৎসর কলি গত হইলে নন্দবংশীয়েরা রাজা হইয়াছিলেন।

উপরে স্কন্দ পুরাণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার আর একটী পাঠান্তর আছে। সে পাঠটী এই—

ততোহপি দ্বিসহস্রেষু দশাধিক শতত্রয়ে।
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি॥

কলির ২৩১০ বৎসর অতীত হইলে নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। চাণক্য যাঁহাদিগকে বধ করিবেন। ইহাও পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সময়ের নিকট হইতেছে। অতএব দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল পাণিনি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কিছু কাল পরে মহর্ষি বাল্মীকি সুশ্রাব্য রামগুণ কীর্ত্তন করিয়া তপোবনবাসী মুনিদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রংহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইন্দ্র। নীচের ওরা কারা ?

কাশী। ও একটা মেষের বাসা।

ইন্দ্র। কি বল্লেন মেষের বাসা ?

কাশী। আজ্ঞে, মেসের বাসা। অর্থাৎ এখানকার অধিকাংশ কেরাণীই অল্প বেতন পান। পরিবার কাছে থাক্‌লে খরচ কুলায় না ; সুতরাং ১০। ১৫ জন একত্র হয়ে একটা হাপ হোটেল গোচ খুলে আছেন।

ইন্দ্র। মেচের বাসায় আহারাদি কিরূপ হয় ?

কাশী। খাওয়া,ঐ কথায় বলে বাসাড়ে খাওয়া। কচু ঘেঁচু দিয়ে একটা ধোঁকার তরকারী, কুচো কাচা মাচ দিয়ে একটা অমৃত-রস, একটা ডাল ও একটা অম্ল সচরাচর হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বাবুদের নিতান্ত অরুচি হবার উপক্রম হইলে কোন কোন মাসে হলো পাঁটাটা আশটাও জবাই করে খান।

ইন্দ্র। হিঁদুর ছেলে হয়ে জবাই করে খায় ?

কাশী। প্রকৃত জবাই নয়, তবে একরূপ জবাই বটে। হয়েচে কি জানেন—দেবতাকে উদ্দেশ করে বলি দিতে হইলে পুরোহিতের দক্ষিণা, নৈবেদ্য ইত্যাদির খরচ আছে ; তদ্ভিন্ন কামারে মুড়িটে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে, সুতরাং এই সকল কারণে উত্ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পাঁটাটাকে অন্ধকারে ছাই গাদায় ফেলে ত্রিশ কোপ বত্রিশ কোপে হত্যা করে আহার করা হয়।

ব্রহ্মা। উঃ! কি পাষণ্ড!! একটি জীবকে এই প্রকারে হত্যা করতে কি মায়াও হয় না? এ অখাদ্য ভোজন অপেক্ষা ত অন্য উপায়ে

রসনাকে পরিতৃপ্ত করা যাইতে পারে? এ অপেক্ষা ত কসাইখানা হইতে মাংস খরিদ করিয়া খেলেও অল্প পাপ হয়।

ইন্দ্র। এখানে কতগুলি মেচ আছে? প্রত্যেক মেচেই কি এইপ্রকার আমোদ চলিতেছে?

কাশী। সকল মেসে একপ্রকার আমোদ চলিতেছে না। কোন বাসায় বাবুরা অনবরত দাবা বোড়ে চেলে মাত করে মাত হচ্চেন। কোন বাসায় অষ্টপ্রহরই দুই, চারি, ছক্কা শব্দে পাশা চল্‌ছে এবং বিস্তি, ফেরাই শব্দে তাসের পটাপট শব্দ হচ্চে। কোন কোন বাসার বাবুরা বসে এক মনে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করিতেছেন। কোন বাসায় গুলি, গাঁজা, চরস, চণ্ডু চারি রঙ্গের নেশা চল্‌ছে। কোন বাসার বাবুরা আহারান্তে পাচক ব্রাহ্মণ সহ বারবিলাসিনী ভবনে মদ্য পানে মাতোয়ালা হইয়া আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত আছেন। এ দিকে ভৃত্য বাসা হইতে চাল ডাল অপহরণ করিতেছে, কুকুর শৃগালে হাঁড়ি হইতে ভাজা মাচ খাইয়া যাইতেছে। কোন বাসার কোন বাবু নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ স্থির করিয়া খাটিয়ার উপর চিত হয়ে শুয়ে গান ধরেছেন—"মরিরে, ভারতী দুঃখিনী।" কোন বাসার কোন বাবু এয়ারদের কাছে গল্প করিতেছেন "এবার থিয়েটরে হনুমান সেজে লঙ্কা ডিঙ্গান দেখাইয়া বাবুদের সন্তুষ্ট করে বেতন বৃদ্ধি করিয়া লইবেন।" কোন বাসায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপের আলোতে বসে বাবুরা মাচ কাথুর শব্দ করিতেছেন। আমি মহাশয় এক্ষণে প্রস্থান করি।

ইন্দ্র। আমরা যে ২। ১ দিন জামালপুরে থাকি অনুগ্রহ করিয়া এক একবার আসিবেন।

কাশী বাবুর প্রস্থান করার অব্যবহিত পরেই নারায়ণ ও উপো নীচে হইতে প্রত্যাগমন করিলেন! তখন দেবগণ শয়ন করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীদিগের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই গল্পেতে তাঁহাদের অধিক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর সকলেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নারায়ণ ব্যতীত সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিল, কিন্তু অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত কেহ আর লেপের বাহির হইলেন না। শয়ন করিয়াই গল্প করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন "পিতামহ! আমরা দেবতা, আমাদের কি এত সামান্যবেশে কলিকাতা দর্শনে যাওয়া ভাল হচ্চে? আমার বিবেচনায় কিছু জাঁকজমকের সহিত যাইলেই ভাল হইত।"

ব্রহ্মা। আবশ্যক কি? আমরা গোপনে কলিকাতা দর্শনে যাত্রা করিতেছি, জাঁক জমকের সহিত যাইবার কোন আবশ্যক করে না।

এই সময় ওয়ার্কসপের ভোঁমা বাজিয়া উঠায় নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি রাগভরে কত কি বকিলেন এবং বকিতে বকিতে আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। তখন দ্বিতীয়বার আবার ভোমা বাজিয়া উঠিল। পুনরায় নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত চটিয়া গাত্রের লেপ দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন আমি অদ্যই জামালপুর পরিত্যাগ করিব। বাপ! এমন স্থানেও ভদ্র লোক থাকে, ঘুমোবার যো নাই। আমি কপালক্রমে নিজ চক্ষে দেখেই তোমার সন্নিকটে বাসা স্থির করিয়া অন্যায় করেছি। বরুণ! উপর্য্যুপরি দুবার বাজায় কেন?

বরুণ। একটায় জানায় সময় হয়েচে এস। দ্বিতীয়টায় বলে আর বিলম্ব হলে ঘরে নেব না।

নারা। বেতন দিয়ে যেন কিনে রেখেছে!

মুখ হাত ধৌত করিয়া দেবগণ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং কিছু দূরে যাইয়া রেলওয়ে হাসপাতালের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "দেবরাজ সম্মুখে দেখ রেলওয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়। পূর্ব্বে এখান হইতে কেরাণীদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করা হইত। কিন্তু উহারা প্রতি ক্ষেপে দেশে গিয়া নূতন নূতন রোগ নিয়ে আসায় কোম্পানি বিরক্ত হইয়া ঔষধ বিতরণ এককালে রহিত করিয়াছেন।

ইন্দ্র। হাঁসপাতালের ভিতরটা কি প্রকার?

বরুণ। ভিতরে প্রবেশ করিতে ভয় করে। বাঘেখেগো, সাপেখেগো মৃত দেহ সকল সচরাচর আমদানী হওয়ায় প্রবেশ মাত্র বোধ হয় যেন ৫। ৬ টা ভূত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

উপো। বরুণ কাকা! দেশী না বিলাতী?

বরুণ। দেখ দেখি, এমন ছেলে মানুষকেও চাকরী করতে পাঠায়। ভূত আবার দেশী না বিলাতী।

উপো। দোহাই বরুণ কাকা! বল না?

বরুণ। ভাল বালাই, ওরে দেশী বিলাতী সকল প্রকারই আছে। হয়েছে ত?

উপো। আমি দেখবো?

বরুণ। কি দেখবি ?

উপো। "দেশী ভূত!

ব্রহ্মা। বল্‌তে নাই চলে আয়।

কিছু দূরে গিয়া বরুণ কহিলেন "দেখুন পিতামহ! সম্মুখের ঐ বাড়ীটী হোচ্চে মেকানিক ইনষ্টিটিউট। ঐ গৃহে রেলওয়ে সাহেবদিগের নৃত্য গীত হয়। এইটী হোচ্চে রেলওয়ে সাধারণ পুস্তকালয়।

ইন্দ্র। এ একটা ত রেলওয়ে কেরাণীদিগের মহৎ সুখ। তাহারা নানারূপ পুস্তকাদি পাঠ করিতে পায়।

বরুণ। বাঙ্গালী কেরাণীদিগকে পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়া হয় না। তাহারা ময়লা হাতে পুস্তকগুলিকে ময়লা করিয়া ফেলে বলিয়া পুস্তক দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

ক্রমে দেবতারা সাহেবপাড়া দেখিতে দেখিতে একেবারে হরিসভা গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এই হোচ্চে জামালপুর হরিসভা! এই গৃহে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার হরির উপাসনা, ভাগবত পাঠ, স্তোত্র এবং হরিসংকীর্ত্তন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। কলির যেটা প্রধান অঙ্গ, তাহা দেখিতেছি হইতেছে অর্থাৎ কলিকালে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে হরিমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা হইবে এবং লোকে দিনান্তে একবার মাত্র "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম" এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিলেই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পূর্ব্বকার মুনি ঋষিরা শত বৎসর তপস্যা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত না হইতেন, কলির মনুষ্যেরা একবার মাত্র হরিনাম ও হরিসংকীর্ত্তন করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হইবেন।

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্নাম চৈকং কলৌ যুগে॥"

এখান হইতে দেবগণ ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়া উপস্থিত হন এবং বরুণ কহেন "এই ময়দানে প্রতি বৎসর নববর্ষ উপলক্ষে সাহেবদিগের অনেক আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। সেই সময়ে ঘোড় দৌড় হয় বলিয়া ঐ দেখুন কাষ্ঠের রেলিং অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ যে সম্মুখে পাহাড় দেখিতেছেন, উহার উপর তেঁতুল তলায় পাহাড়ে কালী আছেন। তিনিই জামালপুরের একমাত্র গ্রাম্য দেবী। পাহাড়ে কালীর সন্নিকটে পর্ব্বতপাত্রে একটী ক্ষুদ্র গুহা খনন করা আছে। তাহাকে লোকে মুনিকোটর কহে।

অনেকের মনে সংস্কার আছে, ঐ কোটরে বসিয়া কোন সময়ে কোন মুনি তপস্যা করিতেন।”

এখান হইতে দেবতারা বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন “বরুণ! সম্মুখে দেখা যাচ্চে ওটা কি?”

বরুণ। ইংরাজদিগের ভজনালয়। উহার নাম চর্চ্চ।

ইন্দ্র। ওদিকে দেখা যাচ্চে ওটা কি?

বরুণ। উহাও একটী চর্চ্চ।

নারা। কতগুলো চর্চ্চ?

বরুণ। দুইটা। একটা রোমান-ক্যাথলিক অপরটা প্রোটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ আমাদের যেমন শাক্ত ও বৈষ্ণব, উহাদেরও তেমনি দুইটা দল আছে।

ইন্দ্র। সকল জাতিরই ধর্ম্ম নিয়ে দলাদলি!

ইহার পর সকলে বাসায় গিয়া আহারাদি করেন। যখন তাঁহারা আহারান্তে খড়কে খাইতেছেন, তখন শ্রমজীবীদিগের স্ত্রীলোকেরা স্বামী ও পুত্রকে আহার করাইবার জন্য গামচায় ভাত বাঁধিয়া জলের ঘটী হস্তে রাস্তা দিয়া ছুটোছুটি করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মস্তকের অর্দ্ধেক আন্দাজ সিঁদূর লেপা, সর্ব্বাঙ্গে উল্কি, সমস্ত হাতে চুড়ী এবং হস্তে, পদযুগলে ও কর্ণে কাঁসার গহনা। সকলে রেলওয়ে ওয়ার্কসপের সন্নিকটে আসিয়াই কেহ কেহ গাছ তলায়,কেহ বা পথের পার্শ্বে ভাতের থালা নামাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে এগারটার ভোমা বাজিল। কুলিরা ছুটিয়া আসিয়া আহারে বসিল। উপো ছুটিয়া ছুটিয়া খাওয়া দেখিতে যায় এবং কেহ শুদ্ধ লঙ্কা দিয়া ছাতু খাইতেছে, কেহ লবণ দিয়া ভাত খাইতেছে, দেখিয়া হাস্য করে এবং মনে মনে কহে “বাবা বলেছেন “যে দিন বাঙ্গালীরা চাকরীর অভাবে এই শ্রমজীবীদিগের স্থান সকল দখল করিয়া রাস্তায় বসে ছাতু খাবে, সেই দিন আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু হায়! সে দিনের আর কত বাকী!!

এই সময় ভোমা আবার সকলকে ডাকিল। দেবগণ গেটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন, কতকগুলি লোক গল্প করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিতেছে। এক জন কহিতেছে “ভাই ধোনা কলুই আমাদের মাথা খেলে! কোম্পানির দোষ কি? তাঁহারা ত অনুগ্রহ করিয়া পাশে লিখিয়া দিতেন—পরিবারস্থ এত লোক। আমরা সেই পাশে

গ্রামকে গ্রাম উজোড় করিয়া আনিয়াছি, অথ চ কোন গোল হয় নাই। কিন্তু কলু করলে কি? য়্যাঁ! বেশ্যাকে পরিবার এবং বেশ্যার মাকে মা বলে এনে ধরা পড়লো। সাহেবেরা একেবারেই পাশ বন্ধ করে দিতেছিলেন শেষে অনেক কাঁদা কাটার পর নিয়ম হয়েছে শুদ্ধ পরিবার ও পুত্র কন্যাগণ ব্যতীত পাশ দেবে না। পাশ বৎসর বৎসর পূজার সময় একবার মাত্র দেওয়া হইবে; তবে যাহার ভাগ্য ভাল আর বড় বাবুদের সুপারিশের জোর থাক্‌বে সে দুইবার পেলেও পেতে পারে। তবে শেষোক্ত পাশ ইচ্ছাধীন। ভাই! চল আমরা ধোনাকে মেরে জামালপুর ছাড়া করিগে। অপর ব্যক্তি কহিলেন "ওহে ভাই, এখানে অনেক কলু আছেন, কেহ স্ত্রীকে কন্যার পাশ দিয়া এবং শাশুড়ীকে পরিবারের পাশ দিয়াও আনিয়া থাকেন।

কেরাণীরা চলিয়া গেলে দেবতারা হাস্য করিতে করিতে উপরে উঠিলেন এবং পরস্পরে বলিতে লাগিলেন পাশের বাজারে আগুন ধোনার দোষেও লাগে নাই, তোমাদের দোষেও লাগে নাই, লেগেছে আমাদের উপোর শুভাগমন দোষে। তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলে উপো ছুটে গিয়া রাঁধুনী বামুনের নিকট হইতে কাশীদাসী মহাভারতখানি চাহিয়া আনিয়া ব্রহ্মাকে পড়িয়া শোনাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা কহিলেন " বরুণ! বৈখানি লিখ্‌চে ভাল। এ লোকটা কে হে?"

বরুণ। কাশীরাম দাসকে কি আপনি চেনেন না? আজ কাল তিনি স্বর্গের কবিপাড়ায় বাস কর্‌চেন। মধ্যে মধ্যে আপনার বাগানে ফুল তুল্‌তেও এসে থাকেন। কেন, সে দিনও যে আপনাকে একটা পাকা আভা দিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মা। ওঃ! সেই ছিপ ছিপে সুন্দর মানুষটী বটে? তাঁহার বাড়ী কি এইখানে ছিল?

বরুণ। আজ্ঞে না, তাঁহার বাটী কাটোয়া নামক স্থানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সিঙ্গিগ্রাম নামক স্থানে ছিল। ইহাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কাশীরামদাসই প্রথমে বঙ্গভাষায় মহাভারত লেখেন।

এই সময়ে কাশীনাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপো তাঁহাকে দেখিয়া পুস্তক পড়া বন্ধ করিল। ব্রহ্মা কহিলেন " মহাশয়! এ ছোকরা ছাবার কেতাব বেস পড়্‌তে পারে। আপনারা এখানে আছেন জোগাড় যন্ত্রে এর একটা কর্ম্ম কাজ করে দিতে পারেন?

কাশী। আপনারা গত রাত্রে বলেছেন "শূন্যে চাকরী শব্দের অর্থ কি তাহা কেহ জানে না।" তবে আবার ইহাঁর চাকরী করার আবশ্যক কি? আজ কাল চাকরী করার বিশেষতঃ কেরাণীগিরি করার যে সুখ, যদি কাহারও এক সন্ধ্যা খাইবারও সংস্থান থাকে, সে যেন আমার পরামর্শে এ কাজে প্রবৃত্ত না হয়।

বরুণ। হয়েছে কি জানেন, এদের সাত পুরুষ এদেশে বাস করচে। এ বালকের জন্মও এ প্রদেশে; সুতরাং শূন্যের জল হাওয়া উহাদের সহ্য হয় না।

কাশী। ঐ রোগেই ত মাথা খেয়েছে। আমার নিবাস মহাশয় বঙ্গদেশের উলা নামক স্থানে। যে বৎসর সেখানে অত্যন্ত মহামারী হয়, আমি সপরিবারে পশ্চিমে পালিয়ে আসি। শেষে এখানে একটী কর্ম্মও জুটিয়া যায়। অনেকদিন পশ্চিমের জল বায়ু সেবন করে এক্ষণে শরীরটে এমনি হয়েছে যে দেশে গিয়ে যদি তেরাত্রি বাস করি, নানাপ্রকার রোগ এসে ধরে। যাহা হউক, উপো বাবু নিতান্ত বালক। এক্ষণে উহাকে কর্ম্ম করতে দিলে আখেরের মাথা খাওয়া হবে। আমার বিবেচনায় আর কিছু দিন পড়ান উচিত।

ব্রহ্মা। বালক বলে বালক। এখনও কুকুর বিড়াল নেবার জন্য আবদার করে। হিন্দুস্থানীরা কি প্রকারে লঙ্কা দিয়ে ছাতু খায় ছুটে গিয়ে দেখে আসে। উপো! তুই কিছু দিন জামালপুর স্কুলে পড়্?

উপো। বাবা বলেন "দেখ উপো! তোকে যে স্থানে কর্ম্মের জন্য পাঠাচ্চি, সেখানে কচি বয়েসেই যাওয়া উচিত। কারণ, ঐ সরকারে বেতন বৃদ্ধির কোন নিয়ম নাই, কেহ কখন মলে কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করলে ২।১ টাকা ভাগযোগ করে দেয়। অতএব বাবা! তোকে আর দশ বৎসর পরে পাঠালে অলাভ ব্যতীত লাভ নাই। এক্ষণে পাঠালে ঐ দশ বৎসরের মধ্যে তবু তোর দশ পাঁচ টাকা বেতন বাড়তে পারে। বিশেষতঃ তোর কোষ্ঠীতে লেখা আছে, চুল পাকলেই কর্ম্ম যাবে; সুতরাং অল্প বয়সেই কাজে লাগা উচিত হোচ্চে। তুই যে কয়েক বৎসর চাকরী করবি, তন্মধ্যে দুটী ফাঁড়া আছে। একটী তোর পিতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে যখন ছুটী চাবি, অপরটী যখন চুল পাকবে। প্রথমটীর জন্য যদি দরখাস্ত না করিস, সে ফাঁড়াটা কেটে যাবে।"

কাশী। খুব চালাক ছেলে বটে! ও রেলওয়েতে শাইন করতে পারবে। চলুন আপনাদিগকে একবার বাবুর " দ " তে নিয়ে যাই।

নারা। " দ " কি মহাশয়?

কাশী। " দ " অর্থাৎ অনেক। আমি আপনাদিগকে এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবো যে, একপাল বাবু দেখতে পাবেন। ঐ বাবুদের মধ্যে যে কেহ মনে করবেন তৎক্ষণাৎ উপো বাবুর ১০। ১৫ টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি করে দিতে পারবেন।

এই কথায় সম্মত হইয়া দেবতারা উপোকে সঙ্গে লইয়া কাশী বাবু সহ বাবুর " দ " অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মা আর যাইলেন না, বাসায় রহিলেন। দেবতারা বাসা হইতে বহির্গত হইয়াই প্রথমে সাহেবপাড়ায় উপস্থিত হন। তাঁহারা দেখেন, সাহেবেরা বেতের জালতী হাতে লইয়া শিশ দিতে দিতে খেলা করিতে যাইতেছেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারের কুকুরগুলি ছুটিতেছে। কোন সাহেব-বাড়ীতে দেখেন, একখানি জাল টাঙ্গান রহিয়াছে। ১৫। ১৬ টী মেম ও তৎসহ ২। ৪ জন সাহেব ক্রীড়া করিতেছেন। দেবতারা দেখিতে দেখিতে রেলওয়ে ট্যাঙ্কের পারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী গৃহের মধ্য হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং গৃহাভ্যন্তর হইতে " ঝম, ঝম, ঝমাঝম " শব্দ বাহির হইতেছে।

উপো। ও ঘরে কি হোচ্চে কাশী বাবু?

কাশী। পম্পিং এঞ্জিনের ঘর। ঐ কলে পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপে যোগাইতেছে। ঐ গৃহের এক পার্শ্বে বরফ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে শীত কাল বলিয়া বরফের কল বন্ধ আছে।

সন্ধ্যার কিছু প্রাক্কালে কাশীনাথ বাবু দেবগণকে লইয়া বাবুর "দ"তে হাজির করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখেন, গৃহমধ্যে যেন চাঁদের হাট বসিয়াছে। পরস্পরে গল্পের শ্রাদ্ধ করিতেছেন এবং ঘন ঘন তামাক চলিতেছে। তখন বাজারে কোম্পানীর কাগজ কি দরে বিক্রয় হইতেছে এই বিষয়ের কথোপকথন হইতেছিল। প্রত্যেক বাবুর গাত্র শাল ও জামিয়ারে আবৃত থাকায় দেবতারা চেহারাগুলো ভাল করে দেখতে পেলেন না।

দেবগণকে দেখিয়া তাঁহারা বসিতে বলিলেন এবং " আপনারা কি ব্রাহ্মণ প্রণাম হই " বলিয়া ভৃত্যকে তামাক দিতে আজ্ঞা করিলেন। দেবগণের সহিত তাঁহাদের অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আলাপ হইল। শূন্য স্থান কেমন,

তথায় চাকরীর সুখ কি প্রকার, তৎসমুদয়ও জানিয়া লইলেন। পরে নানা কথার পর কাশী বাবু কহিলেন "আপনারা জামালপুরের ভূষণস্বরূপ, আপনারা এখানকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আপনারাই এখানকার রবি, শশী তারা। আপনারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ না হইলেও শ্রেষ্ঠ। কুলীন না হইলেও কুলীন। আপনারা কুরূপ হইলেও অধীনস্থ কেরাণীর চক্ষে সুরূপ এবং নির্গুণ হইলেও তাহাদের নিকট আপনাদের গুণে খ্যাতির শেষ নাই না। লোকের পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার বলেই আপনাদিগের সহিত আলাপ হয়। লোকের গত জন্মের পুণ্য সঞ্চয় থাক্‌লে তবে আপনারা তাহাকে কেমন আছ বলে জিজ্ঞাসা করেন। আপনারা জাতিচ্যুতকে জাতি দিতে পারেন। নির্গুণকে গুণ দিতে পারেন এবং গোমূর্খকেও চাকরী দিতে পারেন। আপনাদের এক কথায় চাকরী হয়, এক কথায় চাকরী যায়, এক কথায় মাইনে বাড়ে। আপনারা এখানকার যজ্ঞেশ্বর শিব, আপনারা যে যজ্ঞে উপস্থিত না হন, সে যজ্ঞ নষ্ট হয়। আপনারা এখানকার হুতাশন, যেহেতু যথেষ্ট গ্রাস কচ্চেন। আপনাদের গুণ অব্যক্ত, অসীম এবং অনন্ত। ইহাঁরা সকলে এই সমস্ত গুণ শ্রবণেই অদ্য আলাপ করতে এসেছেন।

বাবুরা "হো হো" শব্দে হাসিতে লাগিলেন এবং এক জন কহিলেন "মহাশয়! আমরা কোন গুণেই গুণী নহি। এখানে কি আপনাদের কোন প্রয়োজন আছে?"

কাশী। ইহাঁদের একান্ত ইচ্ছা, এই বালকটীর এখানে একটু কর্ম্ম কাজ হয়।

এই কথা শ্রবণে বাবুর "দ" হইতে অবশ্য অবশ্য শব্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ঝিনে গলায়, মোটা গলায়, ভাঙ্গা গলায় এবং তোতলা গলায় যেন অবশ্য অবশ্য শব্দের ঢেউ উঠিতে লাগিল। এক জন কহিলেন "কেন না চাকরী হবে, সকলেরই যখন হোচ্চে উহারও হবে। ২। ৪ বৎসর বাসা করে থেকে কোন আফিসে কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করলে আলবৎ চাকরী হবে।

দেবগণ দেখিলেন এখানে কোন ফল হইবে না, অতএব কাশী বাবুর সহিত সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা ডাকঘরের নিকট দিয়া যাইয়া যেমন রেলওয়ে লাইনের গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন, অমনি গেটম্যান গেট বন্ধ করিল। কারণ,এই সময় একখানি গুড্‌স্ ট্রেণ রওনা হইবে বলিয়া বংশীর দ্বারা সঙ্কেত করিতেছিল। গেট বন্ধ হওয়ায় অগত্যা সকলে গেটের

বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাশী বাবু কহিলেন "দেখ্‌লেন মহাশয়! চাকরীর বাজার কিরূপ। মুরুব্বি না থাক্‌লে আজ কাল কিছু হবার যো নাই। বাবুরা যে উপায়ে চাকরী হবে বলে দিলেন ও উপায় আমিও বলে দিতে পারি। স্পষ্ট এখানে কিছু হবে না, না বলিয়া কেমন কৌশলে নিরাশা[illegible]রা হলো দেখুন। মনের ভাব, কেহ ২। ৪ বৎসর বাসা করেও থাক্‌তে পারবে না, উহাঁদিগকেও কর্ম্ম কাজ করে দিতে হবে না। [illegible]যাহা হউক, ট্রাফিক আফিসের এক সেজো বাবু এবং অডিট আফিসের এক নবাবুর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, দেখি যদি তাঁহাদের দ্বারা কোন উপায় হয়। এই সময় "ঝাঁৎ ঝমা, ঝাঁৎ ঝমা" শব্দে গুড্‌স্ ট্রেণখানি বাহির হইয়া গেল। গেটম্যান অমনি "ক্যাঁ কোঁচ" শব্দে গেট মুক্ত করিয়া দিল। দেবতারা গল্প করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কাশী বাবু কহিলেন "সম্মুখে দেখুন জামালপুরের ব্রাহ্মদিগের মঠ।

উপো। ঠাকুর কাকা, চল না মঠের মধ্যে কি ঠাকুর আছে দেখে আসি।

নারা। কাশী বাবু! সন্ধ্যা হয়েছে একটু অপেক্ষা করুন, আরতি দেখে যাই।

কাশী। আজ্ঞে, ব্রাহ্মেরা জ্যোতির্ম্ময়, কিরণময়, আলোর স্বরূপ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন, সুতরাং মঠে কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। ঈশ্বরকে আরতী করার পদ্ধতির ব্রাহ্মশাস্ত্রে উল্লেখ নাই, তবে যদি ভবিষ্যতে হয় বলিতে পারি না। সন্ধ্যা দিবার নিমিত্ত শনিবার ভিন্ন আজ যে দ্বার উদ্ঘাটন হইবে এমনও বোধ হয় না।

ইন্দ্র। শনিবারে দ্বার খুলিয়া রাখার কারণ কি?

কাশী। সকলেই ইংরাজ সরকারে কাজ কর্ম্ম করেন, অন্য বারে সুবিধা হয় না। রবিবারে বন্ধ থাকে এজন্য শনিবারে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করার সুবিধা হয়। হয়েচে কি জানেন আজ কাল কাহার অবস্থা ভাল নহে; সুতরাং বৈঠকখানা গৃহে পাঁচ এয়ার সঙ্গে করিয়া বসাটা প্রায় যার তার ভাগ্যে ঘটে না। ব্রাহ্ম হলে সে সাধটা মেটে। কতকগুলো এয়ারও পাওয়া যায় এবং বাতির আলোয় ভাল বিছানায় বসে দুটো সরস গল্প, একটা ভক্তিরসের গান এবং দুই একটা কীর্ত্তনও শোনা হয়। ব্রাহ্মসমাজটা হয়েচে কি জানেন যৌবন কালের একটা রিপু বিশেষ। যৌবনের যেমন অন্যান্য রিপুগণ চেগে না উঠিলে শোভা হয় না, তেম্নি সেই সঙ্গে সঙ্গে

ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখয়ে পৈতা গাছটা না ফেলে দিতে পারলেও যৌবনটা যেন খাপছাড়া খাপছাড়া বোধ হয়।

নারা। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন হিন্দুধর্ম্ম, তখন বৃহস্পতিবারেই সমাজ খুলিবার নিয়ম করাই উচিত।

কাশী। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঁচটী পৃথক পৃথক ধর্ম্ম হইতে কিছু কিছু দোহন করিয়ে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুমতে বেদীতে বসা, সম্মুখে পুস্তক রাখা এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিবার অংশটী আছে। নাস্তিক মতে পৈতা ফেলা এবং মুসলমান মতে দাড়ি রাখার ও বিধবা বিবাহ করার অংশটী আছে। খ্রীষ্টান মতে যন্ত্রাদি বাজাইয়া সংগীত করা, উপদেশ দেওয়া এবং রবিবারে উপাসনা করার অংশটী লওয়া হইয়াছে। সুতরাং বৃহস্পতিবারে সমাজ খুলিলে চলে কৈ?

এই সময়ে কাশীনাথ বাবু একটী যুবাকে দেখিয়া কহিলেন "হ্যাঁ, হে মেজো বাবু কেমন আছেন?"

"সমস্ত দিনটে ফোমেণ্ট করে এক্ষণে একটু ভাল বোধ হচ্চে। ডাক্তারেরা তারপিন তেল দিয়া ভুঁড়িটে মালিস করে দিতে বলায় তেল কিন্তে যাচ্চি।" বলিয়া যুবা প্রস্থান করিল।

ইন্দ্র। কাশী বাবু মেজো বাবুর কি হয়েচে?

কাশী। মেজো বাবুর রাত বেড়ান রোগটা বিলক্ষণ আছে। তিনি দুই ভার্য্যা সত্ত্বেও এক উপপত্নীকে বেতন দিয়া একচেটে করিয়া রাখিরাছেন। উপপত্নীকে বেতন দিয়া একচেটে করিবার চেষ্টা করা যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ, মেজো বাবু তাহা একদিনও মনে ভাবেন নাই। তাহারা যদি সৎ অবস্থায় থাকিবে, স্বামী পুত্র সত্ত্বে কুলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিবে কেন? এখন হয়েচে কি জানেন ঐ বেশ্যার কাছে আমাদের মেজো বাবুর অধীনস্থ দুইজন কেরাণীও গোপনে যাতায়াত করিত। গত কল্য মেজো বাবু হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তিরস্কারপূর্ব্বক যেমন প্রহার করিবার উদ্যোগ কর্ব্বেন, অম্নি একটী ছোট খাট যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে যুবকদ্বয় জয় লাভ করিয়া মেজো মহাশয়কে চিত করে ফেলে ভুঁড়িতে এম্নি ইংরাজী ধরণের ঘুশী মেরেছে যে বেদনায় বাবুর উত্থান শক্তি রহিত। অদ্য হইতে অফিস কামাই হইতেছে।

নারা। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

ইন্দ্র। ছিঃ! ছিঃ! একে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। তাহার উপর দুইটী বিবাহ! তাহার উপর আবার বেশ্যাসক্তি! উঃ! এ সব পাপীর যে কোন্ নরকে স্থান হবে বলা যায় না।

"আপনারা অগ্রসর হউন। এই স্থানে আমার ট্রাফিক ও অডিট অফিসের বন্ধু দুইটী আছেন, তাঁহাদের নিকট উপো বাবুর কর্ম্মের জন্য উপরোধ করে আসি।" বলিয়া কাশী বাবু এক দিকে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ এখান হইতে জামালপুর বাজারে গিয়া একযোড়া তাস কিনিয়া লইলেন এবং বাসায় যাইয়া হস্ত পদ প্রক্ষালনান্তে কয়জনে তাস খেলিতে বসিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে তাস খেলিতে দেখিয়া চটিয়া আগুন হইলেন এবং যৎপরোনাস্তি র্ভৎসনা করিয়া কহিলেন "তোমরা তাস ফেল, শেষে কি স্বর্গে পেরমারা খেলা ঢুকয়ে সর্ব্বনাশ করবে?"

এই সময়ে কাশীনাথ বাবু প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "মহাশয়! উপো বাবুর কর্ম্মের একপ্রকার স্থির করে এলাম। কিন্তু না হলে বিশ্বাস নাই। ট্রাফিক অফিসে আজ একটী কাজ খালি হয়েছে, বেতন ১৫ টাকা। ঐ কাজে উনি বাহাল হবেন। কাজটী সেজো বাবুর অধীনে। সেজো বাবুকে বলিবামাত্র কাল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বল্লেন।"

ইন্দ্র। মহাশয়কে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্চি। যাহা হউক ওর একটা বিলি ব্যবস্থা হইলে আমরাও এখান হইতে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্থান করতে পারি।

নারা। কাশী বাবু! রাত্রেও কি ওয়ার্কসপে কাজ হয়?

কাশী। উহাতে কামাই নাই, অনবরত রাবণের চিতা জ্বলচেই।

নারা। ওটা দেখবার কি?

"উহার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে একখানি পাশের আবশ্যক। বিনা পাশে প্রবেশ করতে দেয় না। শনিবার দিবস পাশ নিয়ে দেখিবার হুকুম আছে। আমি ঐদিন আপনাদিগকে একখানি পাশ আনিয়া দিব।" বলিয়া কাশী বাবু প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ সে রাত্রেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন "দেখ্ উপো! তোর চাকরী হলে খুব সাবধানে থাকিস্, কুসংসর্গে ভ্রমণ কি অসৎ বিষয়ের আলোচনা ভ্রম ক্রমেও করিস্ নে। বেতনের টাকা পাইলে ন্যায্য খরচ খরচা বাদ যাহাতে কিছু বাঁচাতে পারিস্ তাহার বিশেষ চেষ্টা

কর্‌বি। শরীরের বিষয়ে খুব যত্ন রাখবি। লোকের আচার ব্যবহার দৃষ্টে বৃথা মাংস ভক্ষণ কিম্বা অখাদ্য ভোজন কোনক্রমেই করিস নে।

অতি প্রত্যূষে কাশী বাবু আসিয়া ডাকিলেন, মহাশয়েরা কি জেগে আছেন ?

ইন্দ্র। কে ও, কাশীবাবু ? কাশীবাবু এত প্রত্যূষে যে ?

কাশী। উপো বাবুর কি ঘশা মাজা জানা আছে ?

ইন্দ্র। কেন বলুন দেখি ?

কাশী। সেজো বাবুর সম্বন্ধী এসেছেন, তিনিও এখানে চাকরী কর্‌বেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সেজো বাবু বলে পাঠিয়েছেন অনেকগুলি প্রার্থী জুঠায় অগত্যা পরীক্ষা কর্‌তে হবে। তোমার লোকটীর যদি গণিত জানা থাকে তবে যেন আসে নচেৎ কষ্ট করে আসিবার কোন আবশ্যক করে না।

উপো। আমি কিছু কিছু কসা মাজা জানি।

"আচ্ছা যাবার সময়ে ডেকে নিয়ে যাব" বলিয়া কাশীবাবু প্রস্থান করিলেন। ক্রমে একটা ভোমা দুটো ভোমা বাজিয়া গেল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকমটিভের বাবুরা চলিয়া গেলেন। তৎপরে কাশীনাথ বাবু অফিসের সাজ পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ দিকে দেবগণ প্রস্তুত ছিলেন, কাশীবাবুর উপস্থিত হইলেই উপোকে সঙ্গে লইয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন।

কিছু দূরে যাইয়া কাশীবাবু কহিলেন "সম্মুখে দেখা যাচ্ছে লোকোমটিভ আফিস। ঐ স্থানের উপরে ও নীচে দুই তিনটী আফিস আছে। ঐ যে গেট দেখিতেছেন উহারই ভিতর দিয়া ওয়ার্কসপে যাইতে হয়।" এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া তাঁহারা দেখেন কতকগুলি লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে। একজন বলিতেছে "পুত্রের অন্নপ্রাশনের সমস্ত প্রস্তুত কিন্তু ছুটী পেলাম না। বল্লে বলে "ছেলের মুখে আবার শুভক্ষণে অন্ন দিবে কি ? খেতে শিগ্‌লে আপ্নিই হাতে করে খাবে" আর এক ব্যক্তি কহিল আগামী পরশ্বঃ মাতার শ্রাদ্ধ। মৃত্যুকালে মার চরণ দর্শন অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই। এক্ষণে ছোট ভাই সমস্ত আয়োজন করে আমাকে যেতে লিখ্‌চেন। কিন্তু ছুটি চাইলে বলে কি জান—তোমার ভাই আছে যখন সেই সব কর্‌বে, তুমি আবার কি কর্‌তে যাবে ? যদি যাও একেবারে যাইতে পার"

আর এক ব্যক্তি উচ্চ রবে কাঁদিয়া কহিল "ওমা, মাগো! প্রাণ যায় যে! আহা! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রমান্বয়ে পত্র লিখ্‌চে—"দাদা! মাকে গঙ্গা-যাত্রা করান হয়েচে। তিনি ২।৪ দিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা অন্তিমকালে একবার আপনাকে দেখেন। অতএব পত্রপাঠ সত্বর আসিবেন, কোন মতে বিলম্ব কর্‌বেন না" কিন্তু ছুটি দিচ্চে না। বল্লে বলে এ বৎসর পীড়ায় তোমার সাত দিন কামাই থাকায় ছুটি পেতে পার না। তবে যদি একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে চলে যেতে পার চলে যাও। উঃ! কি করি?—আমার দেখ্‌চি ত্রিশঙ্কু রাজার স্বর্গারোহণ হলো। না গেলে মাকে দেখ্‌তে পাব না। গেলে চাক্‌রী যাবে;একটা বৃহৎ সংসার অনাহারে মারা যাবে।" এই সময় একটী যুবাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "দাদা! তোমার ছুটির কি হল?"যুবা কহিল "বল্লে পূজার বন্ধে বাটী গিয়ে বিয়ে করে এসো। তোমরা আমাদের বিনানুমতিতে বিবাহের দিন স্থির ও সমস্ত আয়োজন কর কেন?"

দেবতারা এখান হইতে অডিট অফিসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন একটী গৃহ মধ্যে ঘট্‌ঘট্‌ ঘটাঘট্‌ শব্দে টিকিট প্রস্তুত হইতেছে। বরুণ কহিলেন "দেবরাজ আমরা যে টিকিট খরিদ করিয়া ট্রেণে উঠি চেয়ে দেখ সেই টিকিট প্রস্তুত হইতেছে। আর গাড়ী হইতে নামিয়া যে টিকিট প্রত্যর্পণ করি ওদিকে দেখ সেই সমস্ত টিকিট অগ্নিতে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে।

এই সময় অফিসের ভিতরে ক্রন্দনের শব্দ উঠিল। দেবতারা শুনিলেন যেন সকলে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ওরে বাপরে! পুঁটুলে ক্ষেপলা পড়্‌লোরে! পড়্‌লো।

এই শব্দ শ্রবণে দেবগণ ও কাশীবাবু সবিস্ময়ে চাহিতেছেন এমন সময়ে দেখেন ৪০।৫০ জন জন কেরাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাহির হইতেছেন।

কাশী। মহাশয়েরা কঁদ্‌চেন কেন?

কেরাণীগণ কহিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে মহাশয়! মস্ত একটা রিডক্সনের হুকুম এলো। আহা! অনেক কষ্টে চাকরী হলে ভেবেছিলাম দুদিন থাক্‌বে, কিন্তু এম্নি কপাল ১৫ দিনও ভোগ কর্‌তে পেলেম না! রেলওয়ে চাকরী যেন পদ্ম পত্রের জল, যেন কলেরা রোগের রোগী,প্রাতে কিছু জানি না,স্নান

আহ্নিক সেরে হাস্‌তে হস্‌তে অফিসে এসে যেমন কাজে বসেছি, অম্নি এই মৃত্যু খবর এসে উপস্থিত হলো।

ইন্দ্র। মহাশয়েরা বল্‌তে পারেন "পুঁটুলে ক্ষেপলা পড়্‌লোরে পড়লো।" ও শব্দটার অর্থ কি ?

কেরাণীরা আজ্ঞে, রিডক্‌সনের নিয়ম হচ্চে অল্প বেতনের চুনো পুঁটি-রই প্রাণ যায়। রুই, মিরগেলের একখানি আঁইস পর্য্যন্ত খসে না।

নারায়ণ ইন্দ্রের কাণে কাণে কহিলেন " উপো বেটা মস্ত পয়মন্ত, বা! চারি ধারে বেস্‌ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য।

(৩য় প্রস্তাব।)

অতি পূর্ব্বকালে হিন্দু বণিকগণ নির্ভয়-হৃদয়ে বিশাল বারিধি-বক্ষ-উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহুতর দ্বীপে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন, আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহার স্থূল পরিচয় পাঠকগণকে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে এসিয়ার কোন্‌ কোন্‌ দেশে তাঁহারা বাণিজ্য করিতেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

১ম। চীনদেশ।

চীন অতি প্রাচীন দেশ। প্রাচীন গ্রন্থে চীন দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। যথাঃ—

" পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ "

মনু। ১০ অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে গ্রীক্‌দিগকে যবন ও তুর্কিস্থানের পূর্ব্বাংশ স্থিত দেশবাসি-গণকে শক্‌ বলিত। গ্রীকেরা শক্‌দিগকে শকি বলিত। কথিত আছে, ইহারাই ভারত আক্রমণ করিলে পর উজ্জয়িনীর অধিপতি খ্যাতনামা বিক্র-মাদিত্য তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন বলিয়া তিনি " শকারি " নামে অভিহিত হন। পারদ ও পহ্লব সম্ভবতঃ পারস্য দেশ। আর চীন, বর্ত্তমান চীন দেশই। এই চীন, পূর্ব্বে চীন ও মহাচীন দুই অংশে বিভক্ত ছিল। এখানকার চা ও চেলকাদি বস্ত্র বহুকাল হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত

কিন্তু অধিবাসিগণ তাদৃশ অধ্যবসায়শীল নহে। পৃথিবীর কত দেশ পতন দশায় পতিত হইয়াও আবার অধ্যবসায়াদিগুণে পুনঃ সৌভাগ্যশালী হইয়া সুসভ্যজনপদ মণ্ডলীতে আদৃত হইয়াছে; কিন্তু চীন চিরকালই প্রায় সমভাবে আছে। ইহার মস্তক কখন সম্পূর্ণরূপে উত্তোলিত হইয়াছে কি না সন্দেহ স্থল। তবে ঈশ্বর কৃপায় এক্ষণে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহারা নাকি কিয়ৎপরিমাণে উন্নত হইতেছে। সংবাদ শুভ বটে, কিন্তু কাল অহিফেন যে এখনও ইহাদের অদৃষ্ট-চক্রের অষ্টমস্থানে শনি হইয়া আছে! মস্তক তুলিবে কিরূপে?

যাহা হউক, অধ্যবসায়শীল না হইলেও ইহারা এককালে বাণিজ্যে বিরত নহে। বাণিজ্যই যে সৌভাগ্যোদয়ের মূল কারণ, ইহা তাহারা কিয়ৎপরিমাণে অবগত থাকিয়া বহুকাল হইতে বাণিজ্যের অনুশীলন করিয়া আসিতেছে। ২৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে চীনেরাই প্রথম দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিল। এই আবিষ্করণের দ্বারা সমুদ্র যাত্রিগণের মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। অকূল সমুদ্রে দিঙ্‌নিরূপণ করা বড় সহজ বিষয় নহে। দিগ্‌ভ্রান্ত হইলেই মহা বিপদ। কত লোক এই মহা বিপদে পতিত হইয়া যে অনন্ত বারিধিজলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু দিগ্‌দর্শনের আবিষ্ক্রিয়া হইলে সে ভয়ানক বিপদপাতের সম্ভাবনা বহুপরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। কেন না দিগ্‌দর্শনের একটী শলাকা সর্ব্বদা উত্তর মুখে থাকে। তাহাকে যে দিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেও, তাহা তৎক্ষণাৎ উত্তর মুখে আইসে। এ অবস্থায় উত্তর দিক নিরূপিত হইলে যে অন্যান্য দিকও সহজে নিরূপিত হইয়া অর্ণবপোতকে বিশাল অর্ণব-বক্ষের মধ্য দিয়া নির্ভাবনায় গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহাতে সন্দেহ কি। বস্তুতঃ চীনেরা দিগ্‌দর্শনের আবিষ্কার করিয়া জলপথগামী বণিক ও অন্যান্য লোকের যে কি মহান্‌ উপকার সংসাধিত করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে সপ্রমাণ করিয়াছি, অতি পূর্ব্বকালে এমন কি চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দু-বণিকগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্র-পথে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। যদি ২৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে দিগ্‌দর্শন চীনদিগের দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহার বহুদিবস পূর্ব্বেও হিন্দুবণিকগণ কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সমুদ্র মধ্যে দিক নিরূপণ করিয়া দূরতর

দেশে গমনাগমন করিতেন, তাঁহাদের কি কোনরূপ যন্ত্র ছিল না? অবশ্য থাকিতে পারে। যাঁহারা বাণিজ্যকে বীজ-মন্ত্র বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা যে দিগভ্রান্ত সমুদ্রগ বণিকদিগকে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কোনরূপ উপায় অবলম্বন করেন নাই, এ কথা সহজে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যাহা হউক, তাঁহাদের সে উপায় কিরূপ ছিল, এ প্রস্তাবে যদিও তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যখন আমরা তাহার কিছুই অবগত নহি, তখন অধিক বাক্যব্যয় করা বৃথা। তবে এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাউক।

এক বিংশতি শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, চীনদেশে থসিন উপাধি-ধারী জনৈক রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে চীনেরা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র লইয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া প্রথমতঃ ভারতবর্ষ পরে আরব ও আফ্রিকার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দুই এক স্থানে গমন করেন (১)। এই সময় হইতে চীনেরা বাণিজ্যার্থ আরও নানা স্থানে গমনাগমন করিতেন। এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দুরা চীন দেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিতেন কি না? কবিকুলগুরু কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে বোধ হয় সকলেই এই শ্লোক পাঠ করিয়া থাকিবেনঃ—

'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

ইহা দ্বারা কি স্পষ্টই বোধ হইতেছে না যে পূর্ব্বকালে চীনাংশুক এখানে আনীত ও ব্যবহৃত হইত? কিন্তু তাহা চীনেরা আনয়ন করিত, কি হিন্দুরা সেখানে গিয়া আনয়ন করিতেন, ইহার বিচার করা কর্ত্তব্য। যখন হিন্দুরা অত্যন্ত বাণিজ্য-প্রিয় ছিলেন, তখন তাঁহারা চীনদিগের আনীত বাণিজ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়াই যে আপনারা তাহা আনয়ন করিতে বিরত ছিলেন, ইহা বোধ হয় না। কেন না যে জাতি বাণিজ্য-প্রিয়, সে কখনই পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকে না। যে দেশের যে উৎপন্ন বা বাণিজ্য দ্রব্য, সেই দেশ হইতে যদি তাহা ক্রয় করিয়া আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাতে নিঃসন্দেহই অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কখনই পরের আনীত দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। অতএব হিন্দু বণিকগণও কেন চীনদিগের আনীত দ্রব্যে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিয়া

(1) Humbolde s Cosmos Vol II. Page 256–257.

বাণিজ্য করিবেন? তাঁহারাও চীনে গমন করিতেন। অতি প্রাচীন রামায়ণ গ্রন্থের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৪০ সর্গের ২৩ শ্লোকে হিন্দুদিগের চীনদেশে চীনাংশুক বা চীন-চেলক বস্ত্রাদি আনিতে যাইবার উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং" ইত্যাদি।

টীকাকার এখানে কোষকারের ভূমি চীনকেই উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে, অতি প্রাচীন সময়েও হিন্দুরা চীনে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। হিন্দুদিগের গ্রন্থ ব্যতীত শুনিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধদিগেরও দুই এক খানি প্রাচীন গ্রন্থে নাকি হিন্দুদিগের চীনে বাণিজ্য করিতে যাইবার বিষয় লিখিত আছে।

২য়, আফগানি স্থান।

আফগানি স্থান পার্ব্বত্য দেশ। এখানকার ফল অতি উৎকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন বুরাক নামক এক জাতীয় মার্জ্জার অতি প্রসিদ্ধ। তাহাদের লোম অতি দীর্ঘ ও সেই লোমে শাল প্রস্তুত হয়। প্রাচীন গান্ধার রাজ্য———যেখানকার রাজকন্যা গান্ধারীর দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রকে ও একাদশ অক্ষৌহিণী (২) সেনাকে পতঙ্গের ন্যায় অকালে আহুতি দিবার জন্য কাল কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল—এখানেই ছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান কান্দাহারই প্রাচীন গান্ধার নগর। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মতে গান্ধার রাজ্য সিন্ধু ও কাশ্মীরের সন্নিকট ছিল। এ মতেও প্রাচীন গান্ধার বর্ত্তমান কান্দাহার হওয়া বড় অসম্ভব নহে। কারণ, গান্ধার যখন একটী রাজ্য ছিল, তখন তাহা যে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল এমন নহে। তাহা সিন্ধু ও কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে পারে। গান্ধারের অশ্ব অতি উৎকৃষ্ট ছিল। হিন্দুরা এখান হইতে অশ্বাদি আনয়ন করিতেন। হরিবংশে এই উৎকৃষ্ট অশ্বের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"খ্যায়তে তস্য নাম্না তু গান্ধারবিষয়ো মহান্।
গান্ধারদেশজাশ্চাপি তুরগা বাজিনাং বরাঃ॥"

---

(২) ১ রথ, ১ গজ ৫ পদাতি ৩ অশ্ব ইহাতে এক পংক্তি হয়। ইহার ৩ পংক্তিতে ১ সেনামুখ; ৩ সেনামুখে ১ গুল্ম; ৩ গুল্মে ১ গণ; ৩ গণে ১ বাহিনী; ৩ বাহিনীতে ১ পৃতনা;

প্রাচীন হিন্দুগণ স্থলপথে বর্ত্তমান ক্যারাভান্‌দিগের মত প্রাচীন গান্ধার দেশ দিয়া পারস্য ও তুরস্কে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। সময়ান্তরে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য,অদ্যাপিও অনেক হিন্দু বাণিজ্যার্থ কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বাস করিয়া থাকেন। অনেকে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া সেখানকার অধিবাসিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। যাঁহারা সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন, গত ১৮৮০ সালের কাবুল সমরে আয়ুব খাঁ অর্থাভাবে তাঁহাদের উপর অত্যাচার করায় তাঁহারা অনেকে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এখন পর্য্যন্তও পীড়ন চলিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।
কুরুম্বেলিয়া।

মনুসংহিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রুত্বৈতানৃষয়োধর্ম্মান্ স্নাতকস্য যথোদিতান্।
ইদমূচুর্ম্মহাত্মানমনলপ্রভবং ভৃগুং ॥ ১ ॥

ঋষিগণ উল্লিখিত স্নাতক ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া অনলোৎপন্ন মহাত্মা ভৃগুকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন।

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাং।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো ॥ ২ ॥

হে প্রভু! এইরূপে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মৃত্যু কেন হয়? এ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই, অধর্ম্ম করিলেই আয়ু ক্ষয় হয়। ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের কোন অধর্ম্ম নাই, তবে অকাল মৃত্যু হয় কেন? ভৃগুর সর্ব্ব প্রকার সংশয়ের উচ্ছেদ করিবার সামর্থ্য আছে, এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

---

৩ পৃতনাতে ১ চমূ; ৩ চমূতে ১ অনিকিনী; ১০ অনিকিনীতে ১ অক্ষৌহিণী; ইহারই ১১ অক্ষৌহিণী সেনা।।

সতানুবাচ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবোভৃগুঃ।
শ্রূয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ ৩॥

মনুর পুত্র সেই ধর্ম্মাত্মা ভৃগু সেই মহর্ষিদিগকে এই কথা বলিলেন, যে দোষে মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এ বচনে ভৃগুকে মনুর পুত্র বলা হইল, পূর্ব্ব বচনে তাঁহাকে অগ্নির সন্তান বলা হইয়াছে। টীকাকার এই বলিয়া এ বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন যে, ভৃগু কল্পভেদে অনল হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ ৪॥

নিম্নলিখিত চারিটী কারণে মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন। প্রথম, বেদের অনভ্যাস। দ্বিতীয়, আচারপরিত্যাগ। তৃতীয়, আলস্য, অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্য থাকিতেও তাহাতে উপেক্ষা। চতুর্থ, অন্ন-দোষ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যাদির বিচার না করা। এই চারিটী কারণে অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায়।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ॥ ৫॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রসুন, গাজর, পেয়াজ, ও কোড়ক এ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। আর যে সকল দ্রব্য অপবিত্র পদার্থে অর্থাৎ বিষ্ঠাদিতে জন্মে, তাহাও ভক্ষণ করিবে না। টীকাকার বলেন দ্বিজাতি-শব্দ প্রয়োগ হেতু শূদ্রের ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণে দোষ হইবে না।

লোহিতান্ বৃক্ষনির্য্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা।
শেলুং গব্যঞ্চ পেয়ূষং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬॥

লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্যাস অর্থাৎ যে নির্যাস স্বয়ং বৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া কঠিন হইয়া যায় এবং বৃক্ষের গাত্র ছেদন করিলে যে লোহিত বর্ণ আঠা নির্গত হইয়া কঠিন হয়, তাহা ভক্ষণ করিবে না। আর বহুবারক ফল এবং নবপ্রসূতা গরুর ক্ষীর, যাহা অগ্নিসংযোগে কঠিন হইয়া যায়, তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। টীকাকার বলেন যে গরুর বৎস দশ দিনের অধিক হয় নাই, তাহার দুগ্ধ পান করিবে না, পর বচনে বলা হইয়াছে; এখানে

যে আবার নবপ্রসূতা গরুর পয়ঃপানের পৃথক নিষেধ করা হইতেছে, অধিক দোষ হয় এই প্রদর্শন করাই তাহার উদ্দেশ্য।

বৃথাকৃসরসংযাবম্পায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ॥ ৭॥

তিলমিশ্রিত অন্ন, ঘৃত, ক্ষীর, গুড় মিশ্রিত গোধূম চূর্ণ, পায়স, পিষ্টক, দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া যদি এ সকল পাক করা না হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে। আর অনিবেদিত পশু মাংস নৈবেদ্য এবং ঘৃতাদিও পরিত্যাগ করিবে।

অনির্দ্দশায়াগোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমৈকশফন্তথা।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ॥ ৮॥

যে গরুর বৎস হইয়া দশ দিন অতীত হয় নাই এমন গরুর দুগ্ধ, উষ্ট্রের অশ্বের, ও মেষের দুগ্ধ পান করিবে না। আর যে গরু ঋতুমতী হইয়াছে আর যে গরুর বৎস নাই তাহারও দুগ্ধ পান করিবে না।

আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্যানি সর্ব্বশুক্তানি চৈব হি॥ ৯॥

মহিষ ভিন্ন আর সমুদায় হস্ত্যাদি বন্য পশুর দুগ্ধ পান করিবে না। আর যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ মধুরাদি রস-সম্পন্ন অধিকক্ষণ থাকাতে অম্ল হইয়া যায়,সেই পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

দধি ভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্ব্বঞ্চ দধিসম্ভবং।
যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ॥ ১০॥

পর্য্যুষিত দ্রব্যের মধ্যে দধি এবং দধিজাত দ্রব্য তক্রাদি ভক্ষণ করিবে। আর পর্য্যুষিতের মধ্যে যে সকল দ্রব্য উত্তম পুষ্প মূল ফলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবিকৃত ভাবে থাকে তাহা ভক্ষণ করিবে।

ক্রব্যাদান্‌ শকুনীন্সর্ব্বাংস্তথা গ্রামনিবাসিনঃ।
অনির্দ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥ ১১॥

যে সকল পক্ষী কাঁচা মাংস খায় তাহাদিগের এবং গ্রামবাসী পারাবতাদির মাংস ভক্ষণ করিবে না। আর যে সকল পশু যজ্ঞেতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাদৃশ গর্দ্দভাদির মাংস এবং টিট্টিভ পক্ষীর মাংস পরিত্যাগ করিবে।

কলবিঙ্কং প্লবং হংসঞ্চক্রাঙ্গং গ্রামকুক্কুটং।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকশারিকে॥ ১২॥

চটক, প্লব নামে পক্ষী, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল নামক পক্ষী, দাঁড়কাক, শুক ও শারিকা ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিবে না। গ্রাম্য কুক্কুটের নিষেধ-হেতু বন্য কুক্কুট ভক্ষণ করিতে পারে।

প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোয়ষ্টিনখবিষ্কিরান্।
নিমজ্জতশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লূরমেব চ ॥ ১৩ ॥

যাহারা চঞ্চু দ্বারা ঠুকরিয়া ভক্ষণ করে, আর জালের ন্যায় যাহাদিগের পা, আর যারা নখ দ্বারা বিক্ষেপ করিয়া ভক্ষণ করে, আর যাহারা জলে নিমগ্ন হইয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, তাদৃশ পক্ষীদিগের মাংস ভক্ষণ করিবে না, আর কোয়ষ্টি নামে পক্ষীর মাংস খাইবে না। আর মারণস্থানস্থিত মাংস ও শুষ্ক মাংস পরিত্যাগ করিবে।

বকঞ্চৈব বলাকাঞ্চ কাকোলঞ্জরীটকং।
মৎস্যাদান্ বিট্‌বরাহাংশ্চ মৎস্যানেব চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৪ ॥

বক, বলাকা, দ্রোণ কাক, খঞ্জন আর কুম্ভীরাদি, গ্রাম্য শূকর, আর সর্ব্ব প্রকার মৎস্য পরিত্যাগ করিবে। টীকাকার বলেন বচনে বিট্ বরাহ শব্দ প্রয়োগ আছে, অতএব গ্রাম্য শূকরের মাংস ভক্ষণ করিবে না, কিন্তু বন্য শূকর মাংস ভক্ষণ করিতে পারে।

মৎস্য ভক্ষণের বিশেষরূপে নিন্দা করা হইতেছে।

যোযস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদউচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

যে যাহার মাংস ভোজন করে তাহাকে তন্মাংসভোজী বলা যায়; যেমন বিড়াল মূষিক-ভোজী, যে ব্যক্তি মৎস্য ভোজী হয় তাহাকে সর্ব্ব মাংস ভক্ষক বলা উচিত; অতএব মৎস্য পরিত্যাগ করিবে।

সামান্যতঃ মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ করিয়া কতকগুলি মৎস্য বিশেষের বিধি দেওয়া হইতেছে।

পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥ ১৬ ॥

পাঠীন (বোয়াল) ও রোহিত মৎস্য এ উভয় মৎস্য দৈব ও পিতৃকার্য্যে প্রদত্ত হয়, অতএব ঐ উভয়জাতীয় মৎস্য ভক্ষণ করিবে। তদ্ভিন্ন যে সকল মৎস্যের শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে, তাহা এবং রাজীব ও সিংহতুণ্ড নামে আর দুই প্রকার মৎস্য ভক্ষণ করা যাইতে পারে।

ন ভক্ষয়েদেকচরানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
ভক্ষ্যেষ্বপি সমুদ্দিষ্টান্সর্ব্বান্ পঞ্চনখাংস্তথা ॥ ১৭ ॥

যাহারা একাকী চরে অর্থাৎ সর্পাদি এবং যে সকল মৃগ পক্ষীকে বিশেষ-রূপে জানা নাই তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে না। আর যাহাদের পাঁচটী নখ অর্থাৎ বানরাদির মাংস ভক্ষণ করিবে না।

সামান্যতঃ পঞ্চনখ ভক্ষণ নিষেধ করিয়া তাহার প্রতিপ্রসব করা হইতেছে।

শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গাকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ ॥ ১৮ ॥

পঞ্চনখের মধ্যে সজারু, শল্যক (সজারুজাতীয় এক প্রকার জন্তু) গোধা, গণ্ডক, কচ্ছপ, শশ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিবে। আর যাহাদিগের একপাটী দন্ত আছে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে; কিন্তু উষ্ট্রমাংস ভক্ষণ করিবে না।

ছত্রাকং বিট্‌বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটং।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কোঁড়ক, গ্রাম্য শূকর, রসুন গ্রাম্য কুক্কুট, পেঁয়াজ গাঁজর ভক্ষণ করে, তাহা হইলে পতিত হয়।

অমত্যৈতানি ষড় জগ্ধ্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ।
যতিচান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষূপবসেদহঃ ॥ ২০ ॥

উল্লিখিত কোঁড়ক প্রভৃতি ছয়টী বুদ্ধি পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্র-সাধ্য, সান্তপন ব্রত, (সান্তপন সপ্তাহ সাধ্য) বা যতি চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন লোহিত বৃক্ষনির্য্যাসাদি ভক্ষণ করিলে এক দিবস উপবাস করিতে হয়। একাদশ অধ্যায়ে সান্তপন, ও যতিচান্দ্রায়ণ ব্রতের লক্ষণ করা হইবে।

সংবৎসরস্যৈকমপি চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ।
অজ্ঞাতভুক্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞাতস্য তু বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা অজ্ঞাতসারে যদি কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত সম্বৎসর মধ্যে অন্ততঃ একবার প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। আর জ্ঞাতসারে যদি কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার যে স্থানে যে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে, তাহা করিবে।

এক্ষণে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার প্রসঙ্গে যাগাদি নিমিত্ত হিংসার কথা বলা হইতেছে।

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগপক্ষিণঃ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যোহ্যাচরৎ পুরা॥ ২২॥

ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞের নিমিত্ত এবং অবশ্য পালনীয় বৃদ্ধ মাতাপিত্রাদির সম্বর্দ্ধন নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত প্রশস্ত মৃগপক্ষী বধ করিবে, পূর্ব্বে অগস্ত্য মুনি ঐরূপ করিয়াছিলেন।

বভূবুর্হি পুরোডাশাভক্ষ্যাণাং মৃগপক্ষিণাং।
পুরাণেষ্বপি যজ্ঞেষু ব্রহ্মক্ষত্রসবেষু চ॥ ২৩॥

যে হেতুক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পুরাতন যজ্ঞে ও ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়কৃত যজ্ঞে শাস্ত্রবিহিত ভক্ষণীয় মৃগ পক্ষীর মাংস দ্বারা যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে যে পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণের নিষেধ করা হইয়াছে এক্ষণে তাহার প্রতিপ্রসব করা হইতেছে।

যৎ কিঞ্চিৎ স্নেহসংযুক্তম্ভক্ষ্যম্ভোজ্যমগর্হিতং।
তৎপর্য্যুষিতমপ্যাদ্যং হবিঃশেষঞ্চ যদ্ভবেৎ॥ ২৪॥

যে কিছু ঘৃতাক্ত লড্ডুকাদি ভক্ষণীয় দ্রব্য এবং অগর্হিত ভোজ্য পায়সাদি তাহা পর্য্যুষিত হইলেও ভক্ষণ করিবে। টীকাকার বলেন, মোদকাদি ও পায়সাদি ভক্ষণীয় দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলেও ঘৃত ও তৈল দ্রব্যাদি সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে।

চিরস্থিতমপি ত্বাদ্যমস্নেহাক্তং দ্বিজাতিভিঃ।
যবগোধূমজং সর্ব্বম্পয়সশ্চৈব বিক্রিয়া॥ ২৫॥

যব গোধূম ও দুগ্ধের বিকার স্নেহসংযোগ রহিত হইলেও বহুদিনের পর্য্যুষিত ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে।

এতদুক্তং দ্বিজাতীনাম্ভক্ষ্যাভক্ষ্যমশেষতঃ।
মাংসস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিম্ভক্ষণবর্জ্জনে॥ ২৬॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্যের এই ব্যবস্থা বলা হইল, অতঃ পর মাংসের ভক্ষণ ও তাহার পরিত্যাগ বিষয়ে বিধি সম্পূর্ণরূপে বলিব।

বামদেব

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেব দিবাকরের রথখানি একচক্র; তাহাতে সাতটী ঘোড়া যুতিতে হয়; যিনি সারথি, তাঁহার উরু নাই; সুতরাং আপনাকে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সকল সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। তাহাতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। সেই বিলম্বই হিম শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এই ষড়্ঋতু ভেদের কারণ। সকলে সন্ধান জানেন না। সুতরাং শীতকালে অতি প্রত্যূষে যাহার শয়নতল পরিত্যাগ করা অভ্যাস, বসন্তকালে ভোরে উঠিবার তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও বেলা হইয়া পড়ে। এই কারণে আমাদের জামাই বাবু ঠকিয়া গেলেন। অতি ভোরে বৃদ্ধের সহিত তাঁহার দেখা করিবার মানস ছিল; কিন্তু সে মনোরথ উল্লিখিত কারণে পূর্ণ হইল না! ওদিকে নলিনী-নায়ক সকল আয়োজন করিয়া একচক্র রথে অধিরূঢ় হইলেন, অরুণ অমনি পশ্চিমাভিমুখ হইয়া অশ্বগণকে কশাঘাত করিলেন। হংস-গণ যেমন বেগে জলে সন্তরণ করে, অশ্বগণ তেমনি গগনপ্রাঙ্গণে ধাবমান হইল। জামাই বাবুর বেলা হইবার আরো একটী বিশেষ কারণ ছিল। দীর্ঘশৃঙ্গ পর্ব্বতের হঠাৎ একটী শৃঙ্গপাত, রাজকুমারীর প্রাণ-সংশয়, ভৈরবীদর্শন, ইত্যাদি কারণে দীর্ঘশৃঙ্গ পর্ব্বতে তুমুল আন্দো-লন ও নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক হয়। সেই কারণে জামাই বাবুর শয়ন করিতেও অনেক রাত্রি হইয়াছিল। ইহাও তাঁহার শয্যা হইতে বেলায় উঠিবার একটী কারণ। বৃদ্ধের সহিত তাঁহার একটী নিগূঢ় পরামর্শ আছে। মনে সেই উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠা থাকিলে সুনিদ্রা হয় না। নিদ্রার ব্যাঘাত হইলেও স্ফুভ ভোরে উঠা যায় না। জামাই বাবুর সে রাত্রিতে সুষুপ্তি হয় নাই, স্বপ্নের অবস্থাতেই সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। পাঠকগণ জানেন স্বপ্নের অবস্থা, না ঘুম না জাগরণ। তিনি হঠাৎ নয়নযুগল উন্মীলন করিয়া দেখেন, সূর্য্যসারথি পূর্ব্বদিকে দর্শন দিয়াছেন। তাঁহার মন অতি ব্যাকুল হইল। তিনি শয্যাতল পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইবার চেষ্টা

পাইলেন, কিন্তু সন্তরণাভিজ্ঞ জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় এক বার উত্থিত ও এক বার শয্যাতলে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। ঘোর নিদ্রার আবল্য। মুখে হাই উঠিতেছে; চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া জল ঝরিতেছে; গা ভাঙ্গিতেছে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ ক্ষেপণ ও মুহুর্ম্মুহুঃ জৃম্ভণ করিয়া অতি কষ্টে শয্যাতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং মুখে ও চক্ষে জল প্রক্ষেপ করিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া নিম্নলিখিত চিন্তা আরম্ভ করিলেন।

কি আশ্চর্য্য! পাপীয়সীর কি কিছুতেই মৃত্যু নাই। আমি সকলের মুখে শুনিয়া থাকি, বিধাতা অনল জল মৃত্তিকা পবন ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতে মনুষ্য দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পঞ্চ ভূতে মনুষ্য দেহকে রক্ষা করিতেছে, আবার অন্তে এই পঞ্চ ভূতেই মনুষ্য দেহের লয় হইয়া থাকে। কিন্তু আমি চমৎকার দেখিতেছি, পাপীয়সীর দেহ জলে ও স্থলে কোথায়ও লয় পাইল না। বিধাতা কি অন্য কোন নূতন ভূত লইয়া ইহার দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? আর একটী আশ্চর্য্য এই, প্রহ্লাদের ন্যায় দেবতা কি ইহার সহায়! সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, সেখানে যেন বিধি দুরাত্মা বাম-দেবকে ইহার সহায় করিয়া দিলেন। সে আত্মপ্রাণনিরপেক্ষ হইয়াও পাপীয়সীর উদ্ধার সাধন করিল! দীর্ঘ শৃঙ্গের শৃঙ্গ যেরূপে পতিত হইয়া-ছিল, রাজকুমারী তাহার মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া যেরূপে নিপতিত হইয়া-ছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। বিধাতা দুরাচারিণীর প্রাণরক্ষার্থই যেন পতিত শৃঙ্গটীর উত্তর অংশ কাটিয়া রাখিয়াছিলেন! আর ইহাও সামান্য অদ্ভুত ঘটনা নয়, পাপীয়সী যেমন সেই স্থানে গিয়াছে, শৃঙ্গটী অমনি সেইক্ষণে পতিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সকলেরই হৃদয় বিস্ময়ে ও আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। কেবল আমার হৃদয়ে কে যেন বাড়বাগ্নি জ্বালিয়া দিল। আমি যে অকারণ রাজকুমারীকে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, বিধাতা কি সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আমাকে এই শাস্তি দিতেছেন? আমারই মন কেবল এইরূপ হইতেছে? না, স্ত্রীনিমিত্ত যে যে ব্যক্তির আমার মত ঘটনা হয়, তাহারই মন ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইয়া থাকে? দুরাত্মা আমাকে বঞ্চিত করিয়া তেমন রূপ ও যৌবন ভোগ করিবে, ইহা ত আমার কখন সহ্য হইবে না। আহা মরি মরি কি চমৎকার রূপ। কালিদাস যথার্থ

কথাই কহিয়াছেন "যেন অনাঘ্রাত পুষ্প।" দুরাত্মা আমার সমক্ষে সেই সুরভি পুষ্প ভোগ করিবে, আমি ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া থাকিব, ইহা কি মানুষে পারে? হায়! আমি কি পাগল! যে আমাকে চায় না, আমাকে দেখিলে জ্বলিয়া উঠে, আমার নামে অন্ন জল পরিত্যাগ করে, আমি তাহাকে চাই! আমি কি নির্ব্বোধ! তাহার নিমিত্ত আমার মন ব্যাকুল হয়, আমি কি অসার! তাহাকে দর্শন করিলে নয়নযুগল যেন অমৃত সাগরে সন্তরণ করিতে থাকে, তাহার কথা শুনিলে কর্ণে যেন মধু ঢালিয়া দেয়! কেন আমার এমন হয়, আমার মত অপদার্থ ত আর নাই। তাহার গমনভঙ্গী দেখিলে মন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, বোধ হয়, কোমল পদে কত বাজিতেছে, আমার হৃদয়ে কত আঘাত লাগিতেছে।

হায়! কেন আমার এমন হয়, সে হাই তুলিলে হাত পাতিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। তাহার কথা লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে বাঞ্ছা হয়। আমি বুঝিতে পারি, সে আমাকে ঘৃণা করে; তথাপি এক ক্ষণের নিমিত্ত তাহার প্রতি আমার ঘৃণা হয় না। মরি মরি, রূপের কি মাধুরী! কোন চিত্র-নিপুণ চিত্রকর মনের মত একটী ছবি আঁকিয়া তাহাতে প্রাণদান করিয়া যেন দীর্ঘশৃঙ্গ পর্ব্বতে রাখিয়া গিয়াছেন। নলিনী মলিন হয়; কুমুদিনী ম্লান হয়; শশাঙ্কলেখা ধূসরবর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু রাজকুমারীর রূপের ত কোন বিকার নাই। রে দুরাত্মা! তুই মনে করিয়াছিস্, আমাকে বঞ্চনা করিয়া এই অনুপম রূপ ভোগ করিবি। আমি জীবিত থাকিতে তাহা হবে না।

এই কথা বলিতে বলিতে জামাই বাবুর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ঝর ঝর করিয়া স্বেদজল নির্গত হইল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, রে পাষণ্ড! তুই আর চারি দিন অপেক্ষা কর, আমি তোর দর্প চূর্ণ করিতেছি। এবার আর তোকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করিতে হইবে না, রাজভোগ উপভোগ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধনের অবসর পাইতে হইবে না, পাপীয়সী রাজকুমারীও আর দৃষ্টিপাতরূপ নীলনলিনমালায় আর তোমাকে ভূষিত করিতে পারিবে না।

তিনি এই কথা কহিতে কহিতে ক্ষিপ্তের ন্যায় ভূতল হইতে উত্থিত হইলেন; চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন; যেন কি বিস্মৃত হইয়াছেন, মুহূর্ত্ত-নিস্তব্দভাবে তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সূর্য্যদেবের প্রতি

দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেব! নিজ সারথিকে কিয়ৎক্ষণ রথবেগ সংবরণ করিতে বল, আমি একবার আমার বৃদ্ধ বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া আসি। তুমি যে খরতর কিরণজাল বিস্তার করিয়া বামদেবের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিবে, সে কথা আমি শুনিতে চাই না। যদি কথা না শুন, এই ধূলি-মুষ্টি মন্ত্রপূত করিয়া তোমার গাত্রে নিক্ষেপ করিব, তুমি এখনই ভস্ম হইয়া যাইবে। রে দুরাত্মা আমার কথা শুনিলি না? এখনও অশ্বগতি রোধ করিলি না? (ঈষৎ হাসিয়া) সূর্য্যকে ত বড় একগুঁয়ে দেখিতে পাই। অবাধ্যতা কেবল অসুখের নয়, অনিষ্টেরও কারণ। অবাধ্যতা হইতে অনেক সময়ে কার্য্যধ্বংস হইয়া যায়। (পুনরায় হাস্য করিয়া) যাক,এ আপনার কাজ করুক, আমিও আপনার কাজ করি। "সর্ব্বঃ স্বার্থং সমীহতে।" এই কথা কহিতে কহিতে জামাই বাবু বৃদ্ধের অন্বেষণে চলিলেন।

জামাই বাবু পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, আমার মনের কথা বৃদ্ধকে বলা হইবে না। আমি অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বামদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ টান আছে। তিনি যদি ঘুণাক্ষরে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, বামদেবকে সাবধান করিয়া দিবেন। তাহা হইলে আমার এত যত্ন এত পরিশ্রম এত চিন্তা সমুদায় বিফল হইবে। কি! আমি যদি বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলি, তিনি তাহা অপরকে বলিয়া দিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন? তাহা হইলে ত তিনি অতি নীচ! (পুনরায় মৃদু হাস্য করিয়া) আমি যে ফাঁদ পাতিয়াছি, তাহাতে কেবল যে পাপীয়সী রাজকুমারী পতিত হইবে,তাহা নয়, দুরাত্মা বামদেবও তাহা এড়াইতে পারিবে না। ভাল,আমি যখন বামদেবের প্রতি রাজকুমারীর অনুরাগের কথা ভৈরবীদিগের নিকটে বলিলাম, তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন কারণ কি? প্রথম ভৈরবীর মুখমণ্ডলে বিকার লক্ষণ দর্শন করিয়া আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। তৎকালে আমি ভৈরবীর কি অপরূপ রূপই দর্শন করিয়াছিলাম। দেখিতে দেখিতে শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রে যেন লাল মেঘের আভা পড়িল, নয়নযুগল চঞ্চল হইল, কপোলযুগল ও ললাট ফলকে স্বেদরাজি মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিল, শরীরের সমুদায় অবয়ব অশ্বত্থ শাখার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। জুয়ারের সময়ে সমুদ্রজল যেমন আলোড়িত হয়, ভাবে বোধ হইল, তাহার হৃদয়মধ্য তেমনি আলোড়িত হইয়া উঠিল। ইহার

কারণটী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত বৃদ্ধকে সঙ্গে লওয়া আবশ্যক।

ওদিকে বৃদ্ধও ভৈরবীদর্শনোৎসুক হইয়া জামাই বাবুর নিকটে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইল।

বৃদ্ধ। কি জামাই বাবু! আজ এরূপ ভাব কেন? শীকার কি ছাড়িয়া গিয়াছে?

জামাই। না শীকার হাতছাড়া হয় নাই, কিন্তু সঙ্কটপূর্ণ।

বৃদ্ধ। যেখানে বিপদের এত আশঙ্কা, সে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিলেই ত ভাল হয়।

জামাই। ভাল হয় বটে; কিন্তু বল দেখি এ কবিতাটীর মর্ম্ম কি?

"কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতসা
হংসাবলীবলয়িনোজলসন্নিবেশাঃ।
কিং চাতকঃ ফলমবেক্ষ্য সবজ্রপাতাং
পৌরন্দরীং কলয়তে নব বারিধারাং॥"

পৃথিবীতে হংসশোভিত ও পদ্মবিরাজিত কত সরোবর না আছে? কিন্তু চাতক সে সকলে জল পান না করিয়া দেবরাজকৃত বৃষ্টিধারা পান করিতে উৎসুক হয় কেন? ঐ বৃষ্টির সঙ্গে আবার বজ্রপাত ভয় আছে!

বৃদ্ধ। চাতক পক্ষিজাতি নির্ব্বোধ।

জামাই। ভাল আমি তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এক জন নাবিক অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ঝড় উঠিল, পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, যান এক বার গগনতলে আর এক বার পাতালতলে বিলীন হইতে লাগিল। নাবিক প্রতিক্ষণে মনে করিতে লাগিল; এই আমার শেষ সমুদ্র দর্শন। এই প্রকার ঘোর সঙ্কটের পর ঝড় থামিয়া গেল, সমুদ্র ঋষির ন্যায় শান্তভাব ধারণ করিল, নাবিক কূলে উপনীত হইল। এখন বল দেখি, নাবিকের কেমন আনন্দ ও স্বচ্ছন্দ লাভ হইল?

বৃদ্ধ। আজ ভায়ার তর্ক শক্তি বাড়িয়াছে দেখিতে পাই, আমি তোমার নিকটে পরাস্ত হইলাম, চল যাই, বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

সাংখ্যদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, সে প্রকৃতিতে লীন হইলেও তাহার পুনরায় আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে এই আপত্তি হইতেছে, প্রকৃতি কার্য্য নয়, সুতরাং সে স্বতন্ত্র। সে যদি কাহার আজ্ঞাপরাধীন না হইল, তবে কেন সে আপনাতে লীন পুরুষের পুনরুত্থান করিয়া দেয়? এ বিষয়ে তাহার প্রেরণকর্ত্তা ত কেহ নাই? এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

অকার্য্যত্বেঽপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাৎ॥ ৫৫॥ সূ॥

প্রকৃতেরকার্য্যত্বেঽপ্যপ্রের্য্যত্বেঽপ্যন্যেচ্ছানধীনত্বেঽপি তদ্যোগঃ পুনরুত্থানৌচিত্যং তল্লীনস্য কুতঃ পারবশ্যাৎ পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ। বিবেকখ্যাতিরূপ-পুরুষার্থবশেন প্রকৃত্যা পুনরুত্থাপ্যতে স্বলীন ইত্যর্থঃ। পুরুষার্থাদয়শ্চ প্রকৃতের্ন প্রেরকাঃ কিন্তু প্রবৃত্তিস্বভাবায়াঃ প্রবৃত্তৌ নিমিত্তানীতি ন স্বাতন্ত্র্যক্ষতিঃ। তথা চ যোগসূত্রং। নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবদিতি। বরণভেদঃ প্রতিবন্ধনিবৃত্তিঃ॥ ভা॥

প্রকৃতি কার্য্য না হইলেও অর্থাৎ অন্যের আজ্ঞাপরাধীন না হইলেও আপনাতে লীন পুরুষের যে পুনরুত্থান করিয়া দেয়, তাহার কারণ এই, প্রকৃতি পুরুষার্থপরাধীন, অর্থাৎ স্বলীন পুরুষের বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থ ভোগ হইবে বলিয়া তাহাকে পুনরায় উত্থাপিত করে।

প্রকৃতিলীন পুরুষের যে পুনরুত্থান হয়, তাহার প্রমাণও দেওয়া হইতেছে।

সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা॥ ৫৬॥ সূ॥

সহি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদপ্রাপ্ত্যৌচিত্যাৎ। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণেতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্যেত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ॥ ভা॥

সেই পুরুষ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কারণলীন হইলেও অপর সৃষ্টিতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা আদি পুরুষ হন। এতৎপ্রতিপাদক শ্রুতি আছে।

যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ত ঈশ্বর সিদ্ধি হইতেছে। এই আপত্তিতে সূত্রকার কহিতেছেন।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥ ৫৭ ॥ সূ ॥

প্রকৃতিলীনস্য জন্যেশ্বরস্য সিদ্ধির্যাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ সর্ব্বসম্মতৈব। নিত্যেশ্বরস্যৈব বিবাদাস্পদত্বাদিত্যর্থঃ। সূত্রদ্বয়মিদং ব্যাখ্যায় পারবশ্যমপি প্রতিপাদয়তি সহীতি সূত্রেণ। সহি পরঃ পুরুষসামান্যং সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎ সর্ব্বকর্ত্তৃতাশক্তিমচ্চ। অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রেরকত্বাদিত্যর্থঃ। তদা চাসমপ্তার্থপুরুষসান্নিধ্যাৎ তদর্থমন্যেচ্ছানধীনায়া অপি প্রকৃতেঃ প্রবৃত্তিরাবশ্যকীতি। নম্বেবমীশ্বরপ্রতিষেধবিরোধস্তত্রাহ। ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা। সান্নিধ্যমাত্রেণেশ্বরস্য সিদ্ধিস্তু শ্রুতিস্মৃতিষু সর্ব্বসম্মতেত্যর্থঃ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততোবিভুরশ্নুতে॥
সৃজতে চ গুণান্ সর্ব্বান্ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বনুপশ্যতি।
গুণান্ বিক্রিয়তে সর্ব্বানুদাসীনবদীশ্বরঃ॥

ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতয়শ্চৈতাদৃশেশ্বরে প্রমাণমিতি ॥ ভা ॥

এতদ্দ্বারা জন্যেশ্বরের সিদ্ধি হইতেছে, নিত্যেশ্বরের সিদ্ধি হইতেছে না। অতএব পূর্ব্বে ঈশ্বরাসিদ্ধি বলিয়া যে নিত্য ঈশ্বরের অসিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ পড়িতেছে না।

পূর্ব্বে প্রকৃতি সৃষ্টির বিষয় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিস্তারিতরূপে বলা হইতেছে।

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥ ৫৮ ॥ সূ ॥

প্রধানস্য স্বতএব সৃষ্টির্যদ্যপি তথাপি পরার্থমন্যস্য ভোগাপবর্গার্থং। যথোষ্ট্রস্য কুঙ্কুমবহনং স্বাম্যর্থং কুতোঽভোক্তৃত্বাদচেতনত্বেন ভোগাপবর্গাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। নমু বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বেত্যনেনে স্বার্থাপি সৃষ্টিরুক্তেতি চেৎ সত্যং। তথাপি পুরুষার্থতাং বিনা স্বার্থতাপি ন সিদ্ধ্যতি। স্বার্থো হি প্রধানস্য কৃতভোগাপবর্গাৎ পুরুষাদাত্মবিমোক্ষণমিতি। নমুভৃত্যতুল্যা চেৎ প্রকৃতিস্তর্হি কথং স্বামিনো দুঃখার্থমপি প্রবর্ত্তত ইতি চেন্ন। সুখার্থপ্রবৃত্ত্যৈব নান্তরীয়কদুঃখসম্ভবাদ্দুষ্টভৃত্যতুল্যত্বাদ্বেতি ॥ ভা ॥

প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি আপনা হইতেই হয় বটে, কিন্তু ইহার

সৃষ্টি পুরুষের ভোগাপবর্গের নিমিত্ত। যেমন উষ্ট্র স্বামির নিমিত্ত কুঙ্কুম বহন করে, সে নিজের ভোগার্থে বহন করে না, তেমনি প্রকৃতির নিজ সৃষ্টি পরের ভোগার্থ, নিজ ভোগার্থ নয়।

প্রকৃতি অচেতন, তাহার স্বতঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কিরূপে হইতে পারে? দেখিতে পাওয়া যায়, রথাদি অচেতন পদার্থের পর প্রযত্ন ব্যতিরেকে গতি হয় না। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥ ৫৯ ॥ সূ ॥

যথা ক্ষীরং পুরুষপ্রযত্ননৈরপেক্ষ্যেণ স্বয়মেব দধিরূপেণ পরিণমতে। এবমচেতনত্বেঽপি পরপ্রযত্নং বিনাপি মহদাদিরূপপরিণামঃ প্রধানস্য ভবতীত্যর্থঃ ধেনুবদ্বৎসায়েত্যনেন সূত্রেণাস্য ন পৌনরুক্ত্যং। তত্র করণপ্রবৃত্তেরেব বিচারিতত্বাৎ। ধেনূনাং চেতনত্বাচ্চেতি ॥ ভা ॥

দুগ্ধ যেমন পর প্রযত্ন ব্যতিরেকে দধিরূপে পরিণত হয়, প্রকৃতি তেমনি অচেতন হইলেও মহদাদিরূপে স্বয়ং পরিণত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তান্তর প্রদর্শন দ্বারা উক্ত বিষয়ের সমর্থন করা হইতেছে।

কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ ॥ ৬০ ॥ সূ ॥

কালাদেঃ কর্ম্মবদ্বা স্বতঃ প্রধানস্য চেষ্টিতং সিধ্যতি দৃষ্টত্বাৎ। যথৈকো গচ্ছতি ঋতুরিতরশ্চ প্রবর্ত্তত ইত্যাদিরূপঃ কালাদিকর্ম্ম স্বতএব ভবত্যেবং প্রধানস্যাপি চেষ্টা স্যাৎ কল্পনায়া দৃষ্টানুসারিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যেমন এক ঋতু আপনা হইতে যাইতেছে, অপর ঋতু আপনা হইতে আসিতেছে, প্রকৃতির চেষ্টাও সেইরূপ আপনা হইতে হইয়া থাকে।

প্রকৃতি অচেতন, তাহার ভোগাভিসন্ধান নাই; কিন্তু ভোগাভিসন্ধান ব্যতিরেকে চেষ্টা হয় না, এই আশঙ্কায় সূত্রান্তর কল্পনা করা হইতেছে।

স্বাভাবাচ্চেষ্টিতসনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ ॥ ৬১ ॥ সূ ॥

যথা প্রকৃষ্টভৃত্যস্য স্বভাবাৎ সংস্কারাদেব প্রতিনিয়তাবশ্যকী চ স্বামিসেবা প্রবর্ত্ততে ন তু স্বভোগাভিপ্রায়েণ তথৈব প্রকৃতেশ্চেষ্টিতং সংস্কারাদেবেত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যেমন উৎকৃষ্ট ভৃত্য স্বভাবতঃ প্রতিনিয়ত স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিজের ভোগাভিসন্ধান থাকে না, তেমনি প্রকৃতিরও স্বভাবতঃ চেষ্টা জন্মিয়া থাকে।

কর্ম্মাকৃষ্টের্ব্বানাদিতঃ ॥ ৬২ ॥ সূ ॥

বাশব্দোঽত্র সমুচ্চয়ে। যতঃ কর্ম্মাকৃষ্টেঃ কর্ম্মভিরাকর্ষণাদপি প্রধানস্যাবশ্যকী ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

কর্ম্মবশেও প্রকৃতির আবশ্যক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

উপরে বলা হইয়াছে, পুরুষের ভোগাবর্গার্থ প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি, অতএব পুরুষের বৈরাগ্য লাভ হইয়া পুরুষার্থ পরিসমাপ্তি হইলে পর প্রকৃতির আপনা হইতে নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং পুরুষের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, এই কথা এক্ষণে বলা হইতেছে।

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে ॥ ৬৩ ॥ সূ ॥

বিবিক্তপুরুষজ্ঞানাৎ পরবৈরাগ্যেণ পুরুষার্থসমাপ্তৌ প্রধানস্য সৃষ্টিনির্বর্ত্ততে। যথা পাকে নিষ্পন্নে পাচকস্য ব্যাপারোনিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অয়মেবাত্যন্তিকপ্রলয়ইত্যুচ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ। তস্যাভিধ্যানাদ্যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিরিতি ॥ ভা ॥

যেমন পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পাচকের কার্য্য শেষ হয়, তেমনি পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে প্রকৃতির সৃষ্টিনিবৃত্তি হইয়া যায়।

এক পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে যাবতীয় পুরুষের সৃষ্টিনিবৃত্তি হইয়া মোক্ষ হয় না। এক্ষণে সূত্রকার এই কথা কহিতেছেন।

ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ ॥ ৬৪ ॥ সূ ॥

ইতরস্তু বিবিক্তবোধরহিত ইতরবদ্বদ্ধবদেব প্রকৃত্যা তিষ্ঠতি। কুতস্তদ্দোষাৎ। তস্য প্রধানস্যৈব তৎপুরুষার্থাসমাপনাখ্যদোষাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগসূত্রে। কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাদিতি। তথা চ পূর্ব্বসূত্রে সা প্রধাননিবৃত্তিরুক্তা সা বিবিক্তবোধপুরুষং প্রত্যেবেতিভাবঃ। বিশ্বমায়াশ্রুতিরপি জ্ঞানিনং প্রত্যেব মন্তব্যা। অজামিতি শ্রুত্যৈকবাক্যত্বাদিতি ॥ ভা ॥

তত্ত্বজ্ঞান রহিত পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার সৃষ্টিনিবৃত্তি হইয়া মোক্ষ লাভ হয় না।

সৃষ্টি নিবৃত্তি হইলে কি ফল লাভ হয়, অতঃপর তদ্বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ ॥ ৬৫ ॥ সূ ॥

দ্বয়োঃ প্রধানপুরুষয়োরেবৌদাসীন্যমেকাকিতা। পরস্পরবিয়োগ ইতি

যাবৎ। সোঽপবর্গঃ। অথবা পুরুষস্যৈব কৈবল্যমহং মুক্তঃ স্যামিত্যেব পুরুষার্থতাদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর বিয়োগের নাম মুক্তি।

এক পুরুষের তত্ত্বজ্ঞাননিবন্ধন যাবতীয় পুরুষের যে সৃষ্টিনিবৃত্তি হয় না, ইহা বিশদ করিয়া বলা হইতেছে।

অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যেবোরগঃ ॥ ৬৬ ॥ সূ ॥

একস্মিন্ পুরুষে বিবিক্তবোধাদ্বিরক্তমপি প্রধানং নান্যস্মিন্ পুরুষে সৃষ্ট্যুপরাগায় বিরক্তং ভবতি কিন্তু তং প্রতি সৃজত্যেব। যথা প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যেবোরগোভয়াদিকং ন জনয়তি মূঢ়ং প্রতি তু জনয়ত্যেবেত্যর্থঃ। উরগতুল্যত্বং চ প্রধানস্য রজ্জুতুল্যে পুরুষে সমারোপণাদিতি। এবংবিধং রজ্জুসর্পাদিদৃষ্টান্তানামাশয়মবুদ্ধ্বৈব বুধাঃ কেচিদ্বেদান্তিব্রুবাঃ প্রকৃতেরত্যন্ততুচ্ছত্বং মনোমাত্রত্বং বা তুলয়ন্তি। এতেন প্রকৃতিসত্যতাবাদিসাঙ্খ্যোক্তদৃষ্টান্তেন শ্রুতিস্মৃত্যর্থা বোধনীয়া ন কেবলং দৃষ্টান্তবন্ধেনায়মর্থঃ সিধ্যতি ॥ ভা ॥

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মিলে যে ব্যক্তির রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান হয়, তাহার সর্পভয় দূরগত হয়; আর যে ব্যক্তির রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান না হয়, তাহার সর্প ভয় যায় না, তেমনি এক পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন সৃষ্টিনিবৃত্তি হইলে অপর পুরুষের সৃষ্টি নিবৃত্তি হয় না।

কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ ॥ ৬৭ ॥ সূ

সৃষ্টৌ নিমিত্তং যৎ কর্ম্ম তস্য সম্বন্ধাদপ্যন্যপুরুষার্থং সৃজতীত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

এক পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান হইয়া সৃষ্টি নিবৃত্তি হইলে অপর পুরুষের যে সৃষ্টি নিবৃত্তি হয় না, কর্ম্মযোগও তাহার কারণ। কর্ম্মবন্ধন সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ।

প্রকৃতির নিকটে সকল পুরুষ নমান; কিন্তু প্রকৃতি কোন পুরুষের সম্বন্ধে সৃষ্টি বা কোন পুরুষের সম্বন্ধে সৃষ্টির লয় করেন, ইহার কারণ কি? যদি বল পুরুষের কর্ম্মযোগই তাহার কারণ। তাহাও কারণ হইতে পারে না। কারণ, সকল পুরুষেরই কর্ম্মযোগ আছে, এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকোনিমিত্তং ॥ ৬৮ ॥ সূ ॥

পুরুষাণাং নৈরপেক্ষ্যেঽপ্যয়ং মে স্বাম্যয়মেবাহমিত্যবিবেকাদেব প্রকৃতিঃ সৃষ্ট্যাদিভিঃ পুরুষানুপকরোতীত্যর্থঃ। তথা চ যস্মৈ পুরুষায়াত্মানমবিবিচ্য

দর্শয়িতুং বাসনা বর্ত্ততে তং প্রত্যেব প্রধানং প্রবর্ত্তত ইত্যেব নিয়ামকমিতি ভাবঃ ॥ ভা ॥

প্রকৃতি নিরপেক্ষ হইলেও তাঁহার অবিবেক পুরুষের সৃষ্টির প্রতি কারণ, অর্থাৎ তিনি ইতর বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যে পুরুষের প্রতি আত্মপ্রদর্শনের বাসনা করেন, তাহারই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হয়।

প্রকৃতি প্রবৃত্তিস্বভাব, অতএব পুরুষের বিবেকের অবস্থায় ইহার নিবৃত্তি হয়, তাহার কারণ কি?

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ ৬৯ ॥ সূ ॥

পুরুষার্থমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিস্বভাবোনতু সামান্যেন। অতঃ প্রবৃত্তস্যাপি প্রধানস্য পুরুষার্থসমাপ্তিরূপচরিতার্থত্বে সতি তথা নিবৃত্তির্যুক্তা। যথা পরিষদ্ভ্যো নৃত্যদর্শনার্থং প্রবৃত্তায়ানর্ত্তক্যাস্তৎসিদ্ধৌ নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

নৃত্যে প্রবৃত্ত নর্ত্তকী সভ্যগণের তৃপ্তি সাধন হইলে যেমন নৃত্য হইতে বিরত হয়, তেমনি পুরুষার্থ প্রবৃত্ত প্রকৃতি পুরুষার্থের পরিসমাপ্তিরূপ চরিতার্থতা হইলে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি যে পুরুষের সম্বন্ধে সৃষ্টিকার্য্যে নিবৃত্ত হয়, তাহার কারণান্তর নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥ ৭০ ॥ সূ ॥

পুরুষেণ পরিণামিত্বদুঃখাত্মকত্বাদিদোষদর্শনাদপি লজ্জিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পুনর্নপুরুষং প্রত্যুপসর্পণং কুলবধূবৎ। যথা স্বামিনা মে দোষোদৃষ্ট ইত্যবধারণেন লজ্জিতা কুলবধূর্ন স্বামিনমুপসর্পতি তদ্বদিত্যর্থঃ। তদুক্তং নারদীয়ে।

সবিকারাপি মৌঢ্যেন চিরং ভুক্ত্বা গুণাত্মনা ॥

প্রকৃতির্জ্ঞাতদোষেয়ং লজ্জয়েব নিবর্ত্ততে। ইতি

এতদেবোক্তং কারিকয়াপি।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি, মে মতির্ভবতি।

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্নদর্শনমুপৈতি পুরুষস্য। ইতি।

যেমন স্বামী কুলবধূর দোষ দর্শন করিলে কুলবধূ লজ্জিত হইয়া তাহার নিকটে যায় না, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির পরিণামিত্বাদি দোষ দর্শন করিলে প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া পুরুষের নিকটে গমন করে না; সুতরাং তাহার নিবৃত্তি হয়।

কল্পদ্রুম

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

(সমেষণা ও সমালোচনা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোন কাজের প্রয়োজন জানিতে পারিলে প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে স্বতঃ অভিলাষ জন্মে। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত একখানি গদ্য সংস্কৃত ইতিহাস। ইহাতে আদিশূরের সভায় আগত পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত অনেক বৃত্তান্ত লিখিত আছে। নবদ্বীপের রাজবংশ অতি প্রাচীন, এবং বদান্যতাগুণে কোন রাজ-পরিবার এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশে তদধিকারভুক্ত এমন পরগণা নাই যেখানে নবদ্বীপ রাজবংশের দত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নবদ্বীপ দ্বিতীয় অবন্তিনগর হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যার আদর, পণ্ডিতদিগের সম্মান রাজ-লক্ষ্মীর যেন অঙ্গাভরণ হইয়া পড়িল। নারায়ণ যেন এত দিনে সংসারী হইতে পারিলেন, গৃহের কলহ মিটিয়া গেল,—লক্ষ্মী-সরস্বতী এক সঙ্গে মনের অনুরাগে সংসার ধর্ম্ম করিতে লাগিলেন—রাজ-পরিবারে লক্ষ্মীশ্রী আর বিদ্যার গৌরব কিছুরই অভাব রহিল না।

এমন প্রসিদ্ধ রাজ-বংশের ইতিবৃত্ত লিখিত নাই ইহা দেখিয়া লর্ড হেষ্টিংস কোন পণ্ডিত দ্বারা নবদ্বীপ রাজ-বংশের বিবরণ লেখাইবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। লাট সাহেবের নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া দুইখানি পুস্তক লিখিত হয়—একখানি সংস্কৃত ভাষায়, তাহার নাম ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত। আর একখানি বাঙ্গালা ভাষায়, তাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্রচরিত (১)।

ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত পুস্তকখানি বিলক্ষণ সরল সংস্কৃত শব্দে গ্রথিত

(১) লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রচরিত নামধেয় আর একখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কিন্তু, ইহার রচনাপ্রণালী মার্জ্জিত নহে। লেখার ধরণ দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হয়, গ্রন্থকার সংস্কৃত বিদ্যায় ভালরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। আমরা অনেক যত্ন করিলাম; কিন্তু রচয়িতার নাম পাইলাম না। কেহ কেহ বলেন, ঐ পুস্তক বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত; কিন্তু সে কথায় আমাদের বিশ্বাস হয় না। বিদ্যালঙ্কারপ্রণীত অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমরা পাঠ করিয়াছি, সে সমুদায়ে তাঁহার বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত গ্রন্থ এ দেশের ইতিহাস, এ দেশে তাহার জন্ম; কিন্তু, এ দেশে থাকিবার যোগ্য এক প্রাদেশপ্রমাণও স্থান পায় নাই। উদ্ভট শ্লোক হইলে চতুষ্পাঠীর বিদ্যারত্ন মহাশয়দিগের কণ্ঠাভরণ হইত; কিন্তু এ একে ইতিহাস, তাতে আবার গদ্য, কাজেই এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। কিছু কাল হইল, জার্ম্মণ রাজ্যে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। সরস্বতীর কৃপায় তথাকার লোকেরা এই দেবমাতৃক শাস্ত্রের স্বাদবান্ গুণ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত গিয়া সেই রাজ্যে আশ্রয় লইল। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে পার্শ সাহেব ইংরাজি অনুবাদ সমেত মূল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আমাদের দেশে এখন ঐ ইতিহাস দুই চারিটী প্রধান স্থানে বিদ্যমান আছে। সাধারণ পাঠকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে পাইবার যো নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, কৃষ্ণনগর রাজ-পরিবারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় বাঙ্গালা ভাষায় ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত নামে এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহাতে সংস্কৃত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু, সংস্কৃত পুস্তকখানিতে কি কি বিষয় কি প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য যাঁহারা উৎসুক হইবেন, বাঙ্গালা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাঁহাদের সে আশা পরিতৃপ্ত হইবে না। অতএব অদ্যকার প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, বোধ করি পাঠক এখন বুঝিতে পারিয়াছেন—আমরা মূল সংস্কৃত পুস্তক খানির রক্ষায় যত্নবান্ হইব। রাজতরঙ্গিণী অপেক্ষাও এখানি শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহা যথার্থ ইতিহাসের প্রণালীতে সংকলিত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী একখানি প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না, তাহার অনেক স্থানে অসদৃশ বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানির সে দোষ নাই। অপিচ আমরা যে কেবল মূল গ্রন্থ লিখিয়া কল্পদ্রুমের উদর পূর্ণ করিব, তাহা নয়। আমরা উহার

সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদিগকে এমন সকল মহামূল্য অভিনব রত্ন উপহার দিব যে, তৎসমুদায় তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন। অনেক স্থলে তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়া আছেন; ভরসা করি, তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিতে পারিবে। অতএব পাঠক! অনুমতি করুন, বাঙ্গালার একটী মহৎ বংশের কীর্ত্তি অবিনশ্বর হউক।

পুস্তকখানির আরম্ভেই লেখা আছে—"শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ!" বাঙ্গালা দেশে গ্রন্থকারেরা গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বাগ্রে প্রায় সরস্বতীর বন্দনা করেন। অনেকে দুর্গা, কালী, গণেশ এই সকল দেবতারও নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে রামচন্দ্রের নাম দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ পুস্তক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলনিবাসী কোন হিন্দুস্থানীর রচিত। তাঁহারা স্বীয় মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত আর একটী কারণ দেখাইয়া থাকেন। পার্শ সাহেব প্রচারিত পুস্তকখানিতে 'ন' সংযুক্ত যাবতীয় যুক্ত বর্ণ অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া লিখিত হইয়াছে, যথা—"কবীংদ্রো," "নংদঃ" ইত্যাদি। পশ্চিমে প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। জার্ম্মণ পণ্ডিতগণও হিন্দুস্থানিদিগের অনুকরণ করেন। মূলে যে ভাবে লিখিত থাকুক না, তাঁহারা "ন" সংযুক্ত বর্ণ অনুস্বার দ্বারা লিখিয়া থাকেন। আমরা মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখি নাই; অতএব জার্ম্মণ দেশে মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা বিবেচনাসঙ্গত নহে। সুতরাং আমরা উক্ত মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের বাক্যে অনুমোদন করিতে পারি না।

ইতিহাস মধ্যে কবিতা দেখিলেই আমাদের প্রাণ উড়িয়া যায়। এখনি হয় ত লেখক বলিয়া বসিবেন "ষোড়শ হলকা হাতী, অযুততুরঙ্গ সাতি যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।" তাহা হইলে কাব্য পাঠ করি না কেন? ইতিহাসে কবিতা প্রবেশ করিলেই আড়ম্বর হইয়া উঠে, সত্য নাসামুক্তার ন্যায় অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়িয়া যায়। আহ্লাদের বিষয়, প্রশংসার বিষয় এই, আমাদের গ্রন্থকার কেবল মঙ্গলাচরণটী পদ্যে দুই চারি কথায় সারিয়া গদ্যে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। (২) তাহাতে প্রায় অলৌকিক ও অভাবনীয় বর্ণনা নাই।

---

(২) শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

বাল্মীকিঃ সুপ্রসিদ্ধঃ কবিকুল-তিলকো বর্ণয়ন্ সূর্য্যবংশং
পারাশর্য্যঃ কবীন্দ্রোঽভবদপি রচয়ন্ ভারতং বংশমগ্রাম্।

গ্রন্থকার, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি তদানীন্তন কবিদিগের অবলম্বিত প্রথানুসারে কবিতাটীতে কোন দেবতাবিশেষের বন্দনা করেন নাই। কেবল এই মাত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন যে,—"বাল্মীকি সূর্য্যবংশ বর্ণনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ-কবিকুল তিলক হইয়াছেন এবং পরাশর পুত্র ব্যাস শ্রেষ্ঠ ভারতবংশের আখ্যান রচনা করিয়া কবীন্দ্র উপাধি লাভ করিয়াছেন। মহৎ ব্যক্তিদিগের কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করিয়া ত্রিজগতে কে না উৎকর্ষ লাভ করে? আমি কলি-কলুষ-নাশক ভট্টনারায়ণ বংশ বর্ণনা করিব।"

এই বলিয়া গ্রন্থসূচনা করিতেছেন—

(৩) "পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিশূর নামা একজন নৃপতি ছিলেন। তিনি শাস্ত্র-সংগত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন।"

উৎকর্ষ্যং কে লভন্তে ত্রিজগতি মহতাং কীর্ত্তয়ন্তোন কীর্ত্তিং
* তদ্বংশং বর্ণয়ামঃ কলিমলমথনং ভট্টনারায়ণস্য ॥

* যাঁহারা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত পুস্তক খানি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত বলেন তাঁহারা বিদ্যালঙ্কারের নিম্নলিখিত কবিতাটী এই কবিতার ভাষার সঙ্গে তুলনা করুন। কত পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

শিবস্য নিন্দয়া তু যা ত্যজদ্ বপুঃ স্বকীয়কম্।
তদঙ্ঘ্রিপঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্ ॥

---

(৩) পুরা বঙ্গে বিষয়ে আদিশূরনামা নরপতিরাসীৎ। স শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রজাঃ পুত্রবৎ প্রতিপালয়ামাস। অথৈকদা তস্য নৃপতেঃ প্রাসাদোপরি কশ্চিদ্ গৃধ্রঃ পপাত। রাজা চ তং দৃষ্ট্বা ভাবিনং বিঘ্নং মন্যমানো মহতীং পণ্ডিতসভাং চকার পপ্রচ্ছ চ। ভো ভোঃ পণ্ডিতা মম গৃহোপরি গৃধ্রোঽপতৎ। ততশ্চানিষ্টমাশঙ্ক্যতে। তস্য শান্তিঃ কেতি? ততঃ পণ্ডিতা যুগপদূচুঃ। ভো দেব, তমেব গৃধ্রং নিহত্য তন্মাংসেন হোমঃ ক্রিয়তাং, ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি। রাজা পুনরাহ। স গৃধ্রঃ কথং ধর্ত্তব্যঃ? তন্মাংসেন হোমবিধানং বা কীদৃক্ বিশেষেণ বদত। ততঃ সর্ব্বে তূষ্ণীং স্থিতাঃ। অথ তৎ সভোপবিষ্টঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণোঽচিরমেব কান্যকুব্জদেশাদাগতো জগাদ। রাজন্! ময়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কান্যকুব্জদেশং গতং। তত্র ভবতো গৃহে যথা গৃধ্রঃ পপাত তত্রাপি রাজগৃহে তথৈব গৃধ্রঃ পপাত। ততঃ কান্যকুব্জাধিপতিভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণানানীয়, তৈর্ব্রাহ্মণৈস্তং গৃধ্রং মন্ত্রেণ সমাহৃত্য তন্মাংসেন হাবিতবানিতি ময়া প্রত্যক্ষীকৃতং। অতো ভবানপি ভট্টাদীনানীয় তথা করোতু। ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান্ প্রেষ্য বহুমান-পুরঃসরং ভট্টনারায়ণ-দক্ষ শ্রীহর্ষ-ছান্দড় বেদগর্ভ-সঙ্গকান্ পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞোপকরণ-সামগ্রীসংভৃতানানীয় নব নবত্যধিকনবশতিশকাব্দে প্রাগুপকল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস। অথ প্রভাতে ব্রাহ্মণাঃ কৃতসন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াকলাপাঃ পত্ন্যাদীন্ স্ব স্ব গৃহে স্থাপয়িত্বা দূর্ব্বাঙ্কতহস্তা রাজানং দ্রষ্টুং গন্তুমুদ্যতাঃ। রাজা চ প্রাসাদোপরি স্থিতঃ পাদদ্বয় নিবদ্ধ-চর্ম্মপাদুকান্ শুচি-

আদিশূরের প্রকৃত রাজধানী কোথায় ছিল এখানে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন ঘটক বলেন যে, বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী রামপাল নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বপ্রণীত লঘুভারতে ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু, আমরা মুরসিদাবাদ, বাঁকুড়া, ও রাজসাহি প্রভৃতি স্থানের ঘটকদের পুস্তকে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও ঐ নাম দৃষ্ট হয় নাই।

লক্ষ্মণ সেনের সময় তদীয় রাজ্য চারিটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। যথা বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, এবং মিথিলা। কালসহকারে ইন্দ্রপ্রস্থ অঞ্চল এবং উৎকল দেশও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। বঙ্গীয় লেখকেরা বঙ্গাদি নামের পার্থক্য সর্ব্বত্র রক্ষা করেন নাই। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত পুস্তকে আদিশূরকে বঙ্গের রাজা বলা হইয়াছে। ধনঞ্জয় কুল প্রদীপে লিখিত আছে যে, তিনি গৌড়ের রাজা ছিলেন—

শ্রীশ্রীমানাদিশূরোভবদবনিপতির্ধর্ম্মরাজোবশাস্তা
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃ স্বর্বথাসীত্তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতির্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান।

ভারতচন্দ্র রায় বিদ্যাসুন্দরে বঙ্গ এবং রাঢ় দুই পৃথক প্রদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—

লস্কর আসিত সঙ্গে, শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে (বিদ্যাসুন্দর)

কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর আছে। তাহাতে প্রসিদ্ধ বাচস্পতি কবি, বাল-বল্লভ ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের জীবন প্রশস্তি লিখিয়াছেন। তাহাতে রাঢ়াদি প্রদেশ পৃথক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে —

আর্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্ত সর্ব্বাগ্রিমো
গ্রামঃ সিদ্দল এব কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ। (৩)।
আর্য্যাবর্ত্ত ভূখণ্ডের বিভূষণ, বিখ্যাত, সকল গ্রামের শ্রেষ্ঠ,
একমাত্র সিদ্দল এবং রাঢ় শ্রীসৌন্দর্য্যের অলঙ্কার।

বিদ্ধ-বস্ত্রাবৃত-দেহান্ পথি চর্ব্বিত-তাম্বুল-কষায়-রঞ্জিতাধরৌষ্ঠপুটান্ দূরত এব বিলোক্য তৈরনুপলক্ষিতঃ সাবজ্ঞং তত্রৈব তস্থৌ।

যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ। ১০

যিনি বঙ্গরাজের অচলা রাজশ্রীর সময়ে সচিব ছিলেন।

(Journal of the Asiatic Society Vol VI. Part I)

বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের অব্যবহিত পরেই এই প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল। উহার অন্তে সংবৎ ৩২ এইমাত্র দৃষ্ট হয়, অবশিষ্ট সংখ্যার কিছুই পড়িতে পারা যায় না। অতএব কত সংবতে ঐ প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইল না। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বাবু মিথিলাপঞ্জী হইতে যে লক্ষ্মণাব্দ বাহির করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, বৈদ্যবংশসম্ভূত লক্ষ্মণ সেন ১০৩০ শকাব্দে বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ প্রশস্তির সংবৎ ১২৩২ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা বোধ হইতেছে। লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালাকে কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত করিলেও সাধারণ লোকে উহাকে গৌড় কিম্বা বঙ্গদেশ বলিয়া ডাকিত।

মহারাজ আদিশূরের সময়ে তন্মুদ্রাঙ্কিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ঐ সকল মুদ্রা (ব) বর্ণের ন্যায় ত্রিকোণময়। উহাতে অবিস্ফুট প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে এই কয়েটী শব্দ লিখিত থাকিত—(নিখিল নৃপঃ শ্রীমদাদিশূরোদেবঃ) উহার ওজন সতর আনারও অধিক। ঐ মুদ্রা অদ্যাপি কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর থানার অধীনে কোটাশূর নামে একটী স্থান আছে। পূর্ব্বকালে তথায় কোন রাজার রাজধানী ছিল, তাহার অনেক লক্ষণ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া জিগীষু নৃপতিকে যেন উপদেশ দিতেছে। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিবার সময় উচ্চ প্রাচীর, ও কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকগুলি বৃহদাকার এবং প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। তথাকার লোকেরা বলে যে ঐ স্থানে কিরীটেশ্বর নামে একজন রাজা ছিলেন। ঐ কোটাশূরে কাহারও কাহারও কাছে ত্রিকোণ মুদ্রা আছে। কোন সময়ে একটী রৌপ্য মুদ্রা আমার হস্তগত হয়। তাহার লেখা এত কদর্য্য ও অবিস্পষ্ট যে চারি পাঁচ দিনে অনেক কষ্টে সমুদায় অক্ষরের উদ্ধার করিতে পারা যায়। ঐ মুদ্রার উপরে লিখিত আদিশূর রাজার নাম দেখিয়াছিলাম। অজ্ঞ লোকেরা ঐ সকল মুদ্রা প্রতিদিন সিন্দূর-চন্দনে পূজা করিয়া থাকে।

আদিশূর কেন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত গ্রন্থকার লিখিতেছেন যে, তাঁহার অট্টালিকার ছাদে একটী গৃধ্র বসিয়াছিল। এটী ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্বলক্ষণ বিবেচনা করিয়া রাজা দোষশান্তির কামনায় যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন। এ বিষয়ে কুলাচার্য্যদিগেরও একমত নয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। আবার অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, অনাবৃষ্টি নিবারণ জন্য তদযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গামঙ্গল নামক কাব্যে উল্লিখিত আছে যে, আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

গৌড় নগরেতে রাজা নাম আদিশূর।
বাজপেয় যজ্ঞ হবে তাঁর নিজ পুর॥

উক্ত পুস্তকখানি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরীর রচিত। কবি বলেন যে, প্রজার কষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যেই ঐ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল—

প্রজার সতত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ।
দুর্ভিক্ষ হইল দেশে ভূমি শস্যহীন॥
বন্যায় বুড়িয়া যায় কত কত দেশ।
দ্রব্যের মাহার্ঘ্য দেখি প্রজাদের ক্লেশ॥

যে কারণেই হউক, আদিশূর, কয়েকবার যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শশ্বদ্ বৌদ্ধ-বিপ্লবে তৎকালে বঙ্গদেশে বৈদিক-ক্রিয়া-কলাপ-পারগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না; সুতরাং কান্যকুব্জ হইতে দেবপারগ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। সে সময়ে কনোজে হর্ষদেবের পুত্র চন্দ্রদেব রাজা ছিলেন। তিনি গৌড়াধিপতি আদিশূরের শ্বশুর। চন্দ্রদেব জামাতার প্রার্থনানুসারে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ এই পঞ্চ যাগকুশল ব্রাহ্মণকে গৌড়দেশে পাঠাইয়া দেন। দুর্গামঙ্গল পুস্তকে আউত এইটী দক্ষের নামান্তর দেখা যায়। যথা—

আউত সহিত চলে মিত্র কালিদাস।

ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য পাঞ্চাল নগরে দূত পাঠাইবার দুইটী কারণ ছিল। উপরে একটী কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকায় আদিশূর ভাবিলেন যে, কনোজে লোক পাঠাইলে অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। দ্বিতীয় কারণ এই, গৌড়রাজের একজন সভাসদ ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কান্যকুব্জে গিয়াছিলেন। সেখানেও তৎকালে রাজ-প্রাসাদে

একটী গৃধ্র পতিত হয়। ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রবলে সেই গৃধ্র ধরিয়া তন্মাংসে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে রাজা বিশেষ আগ্রহ সহযোগে কনোজেই দূত পাঠাইলেন।

দূত প্রস্থান করিলে এখানে উৎকৃষ্ট বাসস্থান প্রস্তুত রহিল। ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক সভৃত্য ৯৯৯ শকে বিক্রমপুরে উপনীত হইলেন। যজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। দ্বিজগণ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব কল্পিত বাসস্থানে অবস্থিতি করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

এখান হইতে কাশী বাবু দেবগণকে লইয়া নিজের আফিসে উপস্থিত হইবামাত্র সেজো বাবু ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন "কৈ হে তোমার বালকটী কৈ ? আমার ভাই, তাকেই কর্ম্ম দিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল; অনেকগুলি প্রার্থী উপস্থিত হওয়ায় কাজেই আমাকে একটা মোটামুটি পরীক্ষা করতে হচ্চে! জানি কি পরের চাকর, কে আবার কোন্ দিক দিয়া উড়ো চিঠি হাঁকরাবে!

কাশী। তোমাদের যে ধর্ম্মভয় আছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। ঐ দেখ আমার সেই বালকটী।

সেজো বাবু তৎশ্রবণে নিজের সম্বন্ধীকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমে উপোকে কহিলেন "বাপু! বল দেখি—দশ টাকা করে মোণ হলে এক সেরের দাম কত ?

উপ। চারি আনা।

সেজো বাবু। (নিজ সম্বন্ধীর প্রতি) তুমি কি বল ?

সম্বন্ধী। আজ্ঞে, বোনাই যদি দোকানদার হয়, এক সেরের উপর প্রায় এক ছটাক আন্দাজ ফাও দিয়া থাকে।

সেজো বাবু বেস্ বেস্। দেখ হে কাশী বাবু, এর বুদ্ধিটে কতদূর তীক্ষ্ণ। একেই ভাই চাকরী দিতে হলো। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি পুনরায় খালি হইলে তোমার ঐ বালকটীকে দিব।

কাশী। এ কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না, জানি কি যদি তোমার, আরও ২। ১ টী সম্বন্ধী থাকেন। এইতো সুপারিশের জোরে তোমার এ সম্বন্ধীটীর আগমন মাত্রেই চাকরী হলো। বিশেষ দুঃখিত হইলাম আরও কর্ম্ম দেওয়া ও বেতন বৃদ্ধির সময়ে তোমাদের ধর্ম্ম-ভয় থাকে না।

সেজ বা। কাশী বাবু, তুমি কি ভাবচো, এ বালক আমার সম্বন্ধী। তুমি বেশ জেনো এ আমার সহোদর সম্বন্ধী নয়। তবে পরিবারকে দিদি সম্বোধন করিয়া ডাকে মাত্র।

"আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করলাম, এর উপর আর হাত নাই! এক্ষণে বাসায় গিয়া আপনারাই ইহার বিচার করিবেন।" বলিয়া, কাশীবাবু দেবগণকে বিদায় দিয়া নিজ কামরায় প্রবেশ পূর্ব্বক কাজে বসিলেন।

দেবতারা এখান হইতে বাসায় গিয়া পরস্পরে বলিতে লাগিলেন উপোর এখানে কর্ম্ম কাজের সুবিধা দেখিতেছি না; অতএব অনর্থক আর থাকিবার প্রয়োজন কি? চল আমরা প্রস্থান করি। চারিটার পর কাশীনাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণের হাতে একখানি পাশ দিয়া কহিলেন "আগামী কল্য শনিবার অতএব কল্য প্রাতে যাইয়া আপনারা রেলওয়ে কারখানা দেখিয়া আসিবেন। এই পাশে আপনাদের প্রত্যেকেরই নাম লেখা আছে। এক্ষণে চলুন একবার নগর ভ্রমণ করিয়া আসি।" দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলে একটী বাটীতে লোকে লোকারণ্য।

নারা। কাশী বাবু এবাটীতে কি?

কাশী। বাটীর কর্ত্তার পুত্রের অন্নপ্রাসন।

ক্রমে সকলে যাইয়া ষ্টেষণে উপস্থিত হইলেন। কাশী বাবু দেখাইতে লাগিলেন "সম্মুখে ঐ মুঙ্গের ষ্টেষণের প্লাট ফরম। এই স্থানে মুঙ্গেরের গাড়ী আসিয়া যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে। ওদিকে দেখুন মেল লাইন।"

ইন্দ্র। মেল লাইন কি?

কাশী। অর্থাৎ স্রোতস্বতী নদী। ঐ লাইন দিয়া অনবরত গুড্স, প্যাসেঞ্জার, মেল প্রভৃতি নানা নামের নানা ট্রেণ অহোরাত্র গমনাগমন করিতেছে। ব্রাঞ্চ লাইন অর্থাৎ শাখা নদী। এই নদী দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্রেণ একখানি যায় একখানি আসিয়া থাকে মাত্র।

এখান হইতে সকলে ষ্টেষণের প্লাট ফরমে যাইয়া দেখেন কোন গৃহে

সাহেবদের খানা খাবর দোকান সাজান রহিয়াছে, কোন গৃহে স্তূপাকার কাগজ পত্র ছড়ান রহিয়াছে, দুই এক জন কেরাণী বসিয়া লিখিতেছেন। পরিশেষে তাঁহারা একটী গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন— ৫। ৭ টী টেলিগ্রাফের কল রহিয়াছে, পাঁচ সাত জন বাবু কলের কাঁটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে কলের হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ঘট ঘট শব্দ করিতে করিতে ডাইনে বামে হ্যাঁচকা টান মারিতেছেন। কাশীবাবু কহিলেন "এই হচ্চে টেলিগ্রাফের ঘর।" আর ঐ বাবুরা তারঘরের বাবু। এই টেলিগ্রাফ যন্ত্র দ্বারায় আমরা এক মুহূর্ত্তে একশত মাইল দূরের ঘটনা জানিতে পারি। এমন আশ্চর্য্য কল আর নাই। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে রেলওয়ে গাড়ি একপা চলিতে পারে না। গাড়ি প্রত্যেক ষ্টেষণে আসি-বার রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না ইহার নিকট জানিয়া লইয়া তবে রহনা হয়।

ব্রহ্মা। আহা! তারঘরের বাবুদের মত দুঃখী বোধ হয় জগতে আর নাই। সমস্ত রাত দিন বকের মত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা কি কম কষ্ট! বরুণ, কি পাপে ইঁহারা এ অবস্থা ভোগ করিতেছেন?

বরুণ। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে এক সময়ে ভগবান অনন্তদেব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জলে বাস করিতে থাকেন। ঐ সময়ে কতক-গুলি লোক সমুদ্র-তীরে বসিয়া মৎস্য ধরিতেছিল। দৈবযোগে নারায়ণ যখন তাহাদের চারের নিকট দিয়া পাখনা নাড়িতে নাড়িতে ভাসিয়া যান, তাঁহার পাখনা স্পর্শে এক ব্যক্তির ছিপের ফাতনা ডুবিবার উপক্রম হইলে সে এমন সজোরে খ্যাঁচকা টান মারে যে ভগবানের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভস্ম করিতে উদ্যত হইলে তাহারা করযোড়ে দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ইহাতে করুণাময়ের মনে করুণার সঞ্চার হওয়াতে কহিলেন—রাজপ্রতিনিধি আরল অব ডেলহাউসির সময়ে ভারতে তারের খবরের আদান প্রদান আরম্ভ হইবে। তোমরা সেই সময়ে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসহ তারঘরের বাবুরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে এবং ফাতনা ডোবার ন্যায় টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কাঁটাকে নড়িতে দেখিলে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ডাইন বামে খ্যাঁচ্‌কা টান মারিতে থাকিবে। তৎশ্রবণে তাহারা কহে "প্রভো, কত কাল আমাদিগকে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" নারায়ণ তদুত্তরে কহেন "যে সময়ে

টেলি-ফোণ নামক যন্ত্রের দ্বারায় খবরাখবর চলন আরম্ভ হইবে সেই সময়ে তোমরা মুক্তি পাইবে।

দেবগণ এখান হইতে বাসায় যাইবার সময় পূর্ব্বোক্ত নিমন্ত্রণ বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলেন এক ব্যক্তি অপরকে কহিতেছে "হাঁহে, এ যজ্ঞে ডাক ডোক কিরূপ করা হইয়াছে ?" তৎশ্রবণে অপর কহিতেছে আজ্ঞে আইন মত ২০ টাকা বেতনের কেরাণীদিগকেই ডাকা নিষেধ, কিন্তু আমরা ত্রিশ টাকার নীচে হইতেই ডাকা বন্ধ করিয়াছি। প্রশ্নকারী কহিল "সাধু সাধু, আহারাদি কিরূপ করান হইবে ?" আর এক ব্যক্তি উত্তর দিলেন "ঠিক নিয়ম মতই আমরা চলিব। আপাততঃ উচ্চ বেতনের বড় বাবুদের এখানে বসান হইবে না। স্বতন্ত্র গৃহে বসাইয়া তাঁহাদিগকে আমরা উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া ইহকাল পরকালের কাজ করিব। এক্ষণে ভোজনে বসাইলে তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের উপর যদি অল্প বেতনের কেরাণীরা লোভ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরিপাকের ব্যাঘাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা। আপাততঃ বাবুরা আহারে আসিলে আমরা তন্মধ্য হইতে বাচাই করিয়া উত্তম,মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ফেলিব। উত্তম অর্থাৎ বড় বাবুদের সমস্ত দ্রব্য এমন কি লেডিক্যানিড, খাস্তার কচুরি এবং মাচ ভাজা পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে। মেজো বাবুদেরও মান রক্ষার্থ যৎসামান্য মাত্র পাঁপোর ভাজা ইত্যাদি প্রদত্ত হইবে। অধম অর্থাৎ ছোট বাবুর দলের জন্য বেশী মাত্রায় বিলাতী কুষ্মাণ্ডের তরকারী প্রস্তুত করা হইয়াছে তাই এবং ২। ৪ টা সন্দেশ প্রদান করা যাইবে।" প্রশ্নকর্ত্তা এই সমস্ত শ্রবণে সাধু সাধু শব্দে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "খুব সতর্ক যেন ৬০ টাকার নীচের মাচের তরকারী না পড়ে।

দেবগণ দেখেন এই সময়ে কাশীনাথ বাবু পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া ঘন ঘন তাহাকে চুম্বন করিতেছেন এবং কখন মস্তকে কখন কপালে কখন বক্ষে ধারণ করিয়া কহিতেছেন—"হে! টাকা, হে! চাকী হে! মুদ্রা, হে! মহারাজ্ঞী-মুখমণ্ডল-শোভিত শ্বেতবর্ণ টাকা, রূপচাঁদ মা! তোমাকে আমি শত শত প্রণাম করি। পূর্ব্বে তুমি বাবা ছিলে এক্ষণে রাজ্ঞীর মুখমণ্ডল গাত্রে ধারণ করিয়া মা হইয়াছ। তোমার আর একটী বিশেষ গুণ যাহার গৃহে বিরাজ কর সুদে আসলে তাহাকে অনেক প্রসব করিয়া দেও। তুমি চারিযুগ সমভাবে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতেছ। তুমিই মর্ত্ত্যের

জাজ্বল্যমান দেবতা! তোমার দয়ায় লোকে স্বর্গ-সুখভোগ এবং তোমার করুণা বিহনে লোকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ ও মুখ দেখাদেখি বন্ধ করিয়া দিতে পার। তোমার কুহকে পড়ে একজন প্রবঞ্চনা করিয়া অপরের বিষয় লইতেও ছাড়ে না। তোমার গুণে ভাশুর ভাদ্রবধূকে বিষ দানে প্রাণে মারিতেছে। তোমার মহিমায় অনেকে খুড়ি জেটীকেও বেশ্যাপবাদ দিতে ছাড়িতেছে না। তোমার গুণে পুত্র পিতৃবধ পাপে নিমগ্ন হইয়া সিংহাসন লইতেও পেচ পাও নহে। তোমার গুণে আপন পর ও পর আপন, সাধু অসাধু, এবং অসাধু সাধু হয়। তোমার কৃপায় দোষী নির্দ্দোষ এবং নির্দ্দোষও দোষী হইয়া সাজা পাইয়া থাকে। তোমাকে পাইবারজন্য লোকে জলে অনলে সমরক্ষেত্রে এবং ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখে যাইতেও ভীত নহে। তোমাকে পাবার আশে অনেকে জাত্যন্তর ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পিতা মাতাকেও কাঁদাইয়া থাকেন। তোমাকে পাইবার জন্য পিতামাতা পুত্র কন্যাকেও বিক্রয় করিতেছেন। তুমি বৃক্ষ লতা ফল মূল সকলেরই মধ্যে আছ, যেহেতু সেই সমস্ত বিনিময়ে তোমাকে পাওয়া যায়। তুমি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা ও আদর পাইয়া থাক। তোমাকে না চিনে এমন লোক জগতে নাই। তোমার কৃপায় নীচ উচ্চ এবং কৃপাবিহনে উচ্চকেও নীচ হইতে দেখা যায়। তোমার গুণ অসীম, যেহেতু তোমাকে লাভ করিবার জন্য পুরুষ স্ত্রী-হত্যা এবং স্ত্রী পুরুষ-হত্যা পাপেও ভীত নহে। তোমাকে লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণেও ম্লেচ্ছ পাদুকাঘাৎ পৃষ্ঠ-দেশে নিরবে সহ্য করিতেছে। হে! রজতময়, কাঞ্চনময়, কাগজময়, টাকা, মোহর, নোট, আমি তোমাদিগকে শত শত প্রণাম করি, একবার কৃপা দৃষ্টিতে চাও। মাগো! এ দীনহীন সন্তান তোমার করুণা বিহনে বড় মন-কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। আমার প্রতি একবার প্রসন্না হও। দেবী! আমার আসা উচ্চ নহে। আমি এই মাত্র ভিক্ষা করি, যে কোন আকারে ৬০ সংখ্যা মাত্র মাস মাস আমার হস্তে পদ ধূলি দিতে আসিও। তাহা হইলেই আমি যজ্ঞবাড়ীতে গিয়া পাতে মাছের তরকারী খাইয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করিয়া আসিব। টঙ্কেণ! তুমি শ্বেতাঙ্গ, এজন্য শ্বেতাঙ্গের ঘরে বেশী যাতায়াত কর তাহাতে আমার দুঃখ নাই। এ দুর্ভাগা বাঙ্গালী ৬০ সংখ্যা মাত্র আকাঙ্খা করে। কারণ ইহার যজ্ঞ বাড়ীতে মাছের তরকারী খাইতে বড় সাধ হইয়াছে।

ইন্দ্র। আমি দেখ্‌ছি পৃথিবীতে অর্থেরই গৌরব বেশী।

বরুণ। গৌরব বলে গৌরব। ইহা ভিন্ন——

মাতা নিন্দতি নাভি নন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাপি নালিঙ্গতে।
অর্থ প্রার্থন শঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃত
তস্মাদর্থ মুপার্জ্জয় প্রিয়সখ হ্যর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।

নারা। বরুণ, প্রজাহিতৈষী ইংরাজ রাজ কেন এই সর্ব্ব অনর্থের মূল টাকাগুলিকে এদেশ হইতে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা না কর্‌ছেন? আমি আজ মনখুলে আশীর্ব্বাদ করি তাঁহাদের যেন এ প্রদেশে এক কপর্দ্দকও রাখিতে মতি গতি না হয়।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় যাইয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং তৎপরদিন সাতটার ভোমা বাজিবামাত্র সকলে ওয়ার্কসপ দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ টাইনকিপার আপিসে উপস্থিত হইয়া দেখেন গৃহটীর দুইদিকের জনালার উপর লৌহের পয়সার আকৃতি অসংখ্য নম্বর সাজান রহিয়াছে। কতকগুলি বাবু সেই গুলির নিকট দাঁড়াইয়া কাণ খাড়া করিয়া আছেন। বহির্ভাগ হইতে শ্রমজীবীরা "হাজার, তিনকুড়ি ছয়" বলিবামাত্র বাবুরা তৎক্ষণাৎ সেই খানি লইয়া টুক করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ, এগুলো দেবার তৎপর্য্য কি? এবং "হাজার তিন কুড়ি ছয়" শব্দের অর্থ কি আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। এই যে নম্বর গুলি সাজান রহিয়াছে দেখিতেছেন এত লোক এই কারখানায় খাটিতেছে। ইহা দ্বারায় কত লোক উপস্থিত অনুপস্থিত হইল সহজে জানা যায়। বেহারিরা নিতান্ত অসভ্য, এজন্য একহাজার ছেষট্টি স্মরণ রাখিতে না পারায় "হাজার, তিন কুড়ি ছয়" এইরূপ বলিয়াই নিজ নিজ নম্বর চাহিয়া লয়।

টিকিট লইয়া যেমন কুলিরা কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিল অম্নি চারিদিক হইতে সজোরে এমন "ঝমা ঝম, গমাগম" শব্দ আরম্ভ হইল যে কাণ পাতা দায়। দেবতারা কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন এক খানি গ্রামকে গ্রাম অট্টালিকা শ্রেণী বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কোন দিক দিয়া দুই চারি টী রেল রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। কোন স্থানে এক খানি

ভাঙ্গা কল লইয়া ১০। ১২ জন কুলি টানিয়া আনিতেছে। কোন স্থানে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া একখণ্ড বৃহদাকার লৌহ মস্তকে তুলিবার চেষ্টা পাইতেছে। কোন দিক দিয়া একজন সাহেব হন্ হন্ বন্ বন্ শব্দে দ্রুত-পদে চলিয়া যাইতেছেন। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই চারি জন হিন্দুস্থানী সেপাই কাগজ কলমের বাক্স হাতে ও খাতা বগলে ছুটিতেছে। কোন দিক হইতে একজন কেরাণী কাণে পেন্‌সিল, হাতে এক খানি চিঠি লইয়া এক মনে পাঠ করিতে করিতে আসিতেছেন।

দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন বাষ্পের দ্বারায় অনেকগুলি কল ঘুরিতেছে। এবং রেলওয়ে শকটের জন্য যে যে দ্রব্যের আবশ্যক তৎসমুদয় স্থানান্তর হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া এই সমস্ত কলে পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "এই সপের নাম নিউ টর্নিং সপ। এই সমস্ত কলের মধ্যে গাড়ির চাকা পরিষ্কারের কলই বড় আশ্চর্য্য।"

ব্রহ্মা। বরুণ, সপ শব্দের অর্থ কি আমাকে বাঙ্গালা করে বুঝাইয়া দেও ?

বরুণ। সপ শব্দে বাঙ্গালায় দোকান।

উপো। বরুণ কাকা, ঐ যে গৃহের মধ্যে কয়েকটী বাবু বসিয়া আছেন উহাঁরা কি এই দোকানের দোকানী ?

বরুণ। এক প্রকার তাই বটে। ইহাঁরা দোকানের হিসাব পত্র রাখেন এবং কোম্পানীর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হয় রোকা পাইলেই প্রদান করেন। দেবরাজ! সম্মুখে ঐ যে কতকগুলি এঞ্জিন মেরামত হইতেছে দেখিতেছ, উহার নাম ইরেক্টিং সপ অর্থাৎ কল মেরামতের দোকান। ঐ দোকানের মধ্যে আরো কয়েকটী দোকান আছে। যথা:—পেইন্টিং অর্থাৎ চিত্রকরের দোকান, কার্‌পেন্টিং অর্থাৎ সূত্রধরের দোকান এবং টেণ্ডার অর্থাৎ গাড়িতে জল ও কয়লা রাখিবার স্থান নির্ম্মাণের দোকান।

এখান হইতে সকলে ওল্ড টর্নিং সপে যাইয়া দেখেন নানা প্রকার কল বেগে ঘুরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানারূপ লৌহ ও পিতলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। কল কারখানা দেখিয়া দেবগণের বাক্য হরিয়া গেল। তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এটা কি ওটা কি প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া গেলেন। এবং কোন কল কি উপায়ে এই সমস্ত কার্য্য স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাহ করিয়া দিতেছে অনেক্ষণ দেখিয়া তাহা স্থির করিতে না পারিয়া

কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বরুণ কহিলেন " এই দোকানের নাম " পুরাতন টর্ণিং সপ। " এই দোকানে গাড়ির কল সম্বন্ধে যে সমস্ত কুচো কাচা দ্রব্যের আবশ্যক তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কল গুলির মধ্যে স্ক্রুপিং মেসিন অর্থাৎ স্ক্রুপের প্যাঁচ প্রস্তুতের কল এবং সাইনিং মেসিন অর্থাৎ অস্ত্রাদিতে শাণ দিবার কল বড় আশ্চর্য্য।

ব্রহ্মা। দেখ ইন্দ্র, ইংরাজেরা সব পারে! আমার বোধ হইতেছে এক সময়ে এই জাতি মৃত মনুষ্যকেও জীবন দান করিতে পারিবে। যে স্ক্রুপ এক জনে এক দিনে ৫।৭টী প্রস্তুত করিতে পারে কি না সন্দেহ, সেই স্ক্রুপ কলের দ্বারা যাহারা এক মিনিটে হাজার হাজার প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে তাহারা যে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান দিবে ইহা কি তুমি আশ্চর্য্য বোধ কর?

এখান হইতে বরুণ দেবগণকে লইয়া ব্রাস্ ফিনিসিং সপে উপস্থিত হইলেন। এবং কহিলেন এই দোকানের নাম ব্রাস্ ফিনিসিং সপ অর্থাৎ পিতলের দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া দিবার দোকান। ওদিকে দেখা যাচ্চে ফিটিং সপ অর্থাৎ কাঁটা, ছুরি, তালা প্রভৃতি মেরামতের দোকান। এই কারখানার মধ্যে প্রত্যেক সপে এক এক জন করিয়া কর্ত্তা সাহেব আছেন। তাঁহাকে ফোরম্যান কহে। তাঁহার অধীনে আবার ২।৪ জন করিয়া বাবু আছেন। ঐ দোতালার উপর ফিটিং সপের বাবুদের আফিস।

এখান হইতে দেবগণ ব্লাকস্মিথ সপে যাইয়া দেখেন কলে বৃহৎ বৃহৎ লৌহ গুলিকে যেন কচু কাটার ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিতেছে। এক স্থানে সকলে উপস্থিত হইয়া দেখেন অনেকগুলি হাপরে অগ্নি জ্বলিতেছে। কারিগরেরা হাপরে লৌহকে উত্তমরূপ দগ্ধ করিয়া যেমন ষ্টিম্ হ্যামার নামক বাষ্পীয় মুদ্গরের নীচেয় ধরিতেছে মুদ্গর অমনি কলের দ্বারায় ছুটিয়া আসিয়া দমাদম গমাগম শব্দে লৌহ খণ্ডকে পিটিয়া দোরস্ত করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন " এই সপের নাম ব্লাক স্মিথ সপ অর্থাৎ কর্ম্মকারের দোকান। ওদিকের ঐ গৃহ মধ্যে কর্ম্মকারের বাবু নিজ ফোরম্যানের সহিত বসিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছেন।

দেবতারা ইহার পর স্প্রিং সপে যাইয়া দেখেন একটী কল যেন খাবার খাইবে বলিয়া হা করিয়া রহিয়াছে। লৌহাদি উত্তপ্ত করিয়া যেমন তাহার মুখের মধ্যে দিতেছে অমনি কলে এক দিক দিয়া সেটাকে পিটাইতেছে,

এক দিক দিয়া তাহাকে তেলা করিয়া দিতেছে এবং এক দিক হইতে সেই লৌহ খণ্ডের মস্তকে টুপীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। এইরূপে সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে কলটী সে লৌহখণ্ডকে ফেলিয়া দিয়া আবার যেন হাঁ করিয়া খাদ্য দ্রব্যের আশা করিতেছে। নারায়ণ একদৃষ্টে কলটীর প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বরুণকে কহিলেন "বরুণ, এ কলটীর নাম কি?

বরুণ। বোল্ট মেকিং মেসিন অর্থাৎ গাড়ীর বোল্ট প্রস্তুত করিবার কল। এই সপটীর নাম স্প্রিং সপ অর্থাৎ ইস্পাতের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার দোকান। আর ওদিকে দেখ হুইল সপ অর্থাৎ গাড়ীর চাকা ঠিক হইল কি না তাহা পরীক্ষা করার দোকান।

এখান হইতে সকলে কপার স্মিথ সপ দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়া বরুণ কহেন "এই সপের নাম কপার স্মিথ সপ অর্থাৎ তামা কর্ম্মকারের দোকান।" এই দোকানে তামার দ্বারায় ইঞ্জিনের পাইপ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওদিকে দেখা যাচ্চে টিন স্মিথ সপ অর্থাৎ টিন কামারের দোকান। ঐ দোকানে টিন দ্বারায় লণ্ঠনাদি প্রস্তুত হইতেছে। ঐ যে একটী বাবু কলম হাতে করিয়া বেড়াইতেছেন উনি টিন কামারের বাবু।

এখান হইতে সকলে প্যাটারেণ সপ অর্থাৎ ফরমা প্রস্তুতের দোকান দেখিয়া ব্রাস ফিনিসিং সপ অভিমুখে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন পিতল গলাইয়া জলবৎ তরল করিতেছে এবং কুলিরা সেই সমস্ত তরল পিতল বহন করিয়া লইয়া গিয়া ফরমায় ঢালিয়া আসিতেছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানের নাম পিতলের ঢালাই ঘর।" ওদিকে দেখুন লৌহ গলাইয়া ছাঁচে ঢালিতেছে। ঐ সপের নাম আইরণ ফাউণ্ড্রি অর্থাৎ লৌহের ঢালাই ঘর।" ইহার পর সকলে বয়লার সপ ও ড্রয়িং আফিস দেখিয়া ষ্টোর অর্থাৎ গুদাম ঘরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বরুণ কহিলেন "দেখুন পিতামহ, কারখানায় যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এই গুদামে আসিয়া জমিতেছে। এখানে পাট, চামড়া, তুলা, তৈল যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ যে বাবু বসিয়া গল্প করিতেছেন উনি তেল গুদামের বাবু।"

এখান হইতে দেবগণ প্রত্যাগমন করিবার সময় এক স্থানে উপস্থিত

হইলে বরুণ কহিলেন “পিতামহ! সম্মুখে দেখুন এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিস অর্থাৎ সমস্ত কারখানার কর্ত্তা সাহেবের আফিস। ঐ আফিসটীতে কতকগুলি বাঙ্গালী বাবু আছেন। এই সমস্ত কারখানার ও লোকোমটিভ ডিপার্টমেণ্টের আর এক জন বড় কর্ত্তা এবং তাঁহার সাহায্যকারী এক জন ছোট কর্ত্তা সাহেব আছেন। তাঁহারা ওদিকের ঐ দোতালায় থাকেন। ঐ বড় কর্ত্তাদের অধীনে কতকগুলি আফিস আছে। যথাঃ—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, লোকো পে-বিল, একাউণ্টেণ্টেণ্ট ইত্যাদি। ঐ বড় কর্ত্তাকে ইংরাজিতে লোকো-মটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কহে। তাঁহার অধীনস্থ আফিসগুলিতে কতকগুলি সাহেব এবং বিস্তর বাঙ্গালী কাজ কর্ম্ম করিতেছে।

উপো। কর্ত্তা জেঠা, হঠাৎ আমার গুহ্যদেশে একটা ফোঁড়া হয়ে এম্নি টন্‌টন কর্‌চে যে দাঁড়াতে পাচ্চিনে। শীঘ্র বাসায় চলুন।

এই কথায় দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন “শুনিয়াছি এ দেশে ধ্বসা পশ্চিমে নামে এক প্রকার রোগ হইয়া থাকে। ঐ রোগ প্রথমে ফোঁড়ার আকারে দেখা দেয় এবং সমস্ত অঙ্গে চলে চলে বেড়ায়। যে স্থান হইতে যে স্থানে চলিয়া যায়, সেই সমস্ত স্থানের মাংস পচিয়া ঢসিয়া পড়ে। অতএব আমাদের উপোর যদি সেই রোগ হয়ে থাকে ইহাকে ফেরত পাওয়া সুকঠিন হইবে।

নারায়ণের কথা শুনিয়া দেবতারা অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং আফিস দেখা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিয়া কাশীনাথ বাবুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ বাবু আসিয়া পীড়ার কথা শুনিবামাত্র কহিলেন “মহাশয়েরা মুঙ্গেরে যান।”

ইন্দ্র। কেন বলুন দেখি?

কাশী। অস্থানেতে ফোঁড়া, সহজেই ভাবনা হয়।

ব্রহ্মা। মুঙ্গেরের ট্রেণ কখন পাওয়া যায়?

কাশী। একটার সময় আফিস ট্রেণ আছে। চলুন আপনাদিগকে তুলে দিয়া আসি।

দেবগণ এই কথায় তলপী তালপা উঠাইয়া ষ্টেষণ অভিমুখে চলিলেন, কাশীনাথ বাবুও তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সকলে মুঙ্গের প্লাট ফরমে বসিয়া আছেন এমন সময়ে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল। কাশীনাথ বাবু যাইয়া ছয় পয়সা মূল্যের পাঁচখানি টিকিট খরিদ

করিয়া আনিলেন। ক্রমে মুঙ্গের ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ ট্রেণে উঠিয়া কাশীনাথ বাবুকে কহিলেন "আপনি অতি সৎ ও ভদ্র লোক। আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে আমাদিগের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে না। খুব সাবধানে থাকিবেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে দৃঢ় আস্থা রাখিবেন। আপনি ধনাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, কি করিবেন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যখন যে অবস্থায় থাকেন তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিবেন, কদাচ মনে দুঃখ করিবেন না। আমাদের আশীর্ব্বাদে আপনি এক সময়ে যথেষ্ট সুখী হইবেন। প্রত্যহ জামালপুর পাহাড়ের সন্নিকটে ভ্রমণ করিতে যাইয়া অনুসন্ধান করিবেন, কারণ প্রস্তর মধ্যেও বহুমূল্য হীরকাদি থাকিবার সম্ভাবনা।

দেবগণ দেখিলেন, এই সময় একটী বাবুর খাট পালঙ্গ এবং সংসারীয় অনেক দ্রব্যাদি মুটিয়ারা বহন করিয়া আনিতেছে। সর্ব্বশেষে বাবু এক অবগুণ্ঠনাবৃত স্ত্রীর হাত ধরিয়া আসিতেছেন এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী ৮।৯ বৎসরের বালক আসিতেছে। তাঁহারা আরো দেখিলেন অনেকগুলি কেরাণী কাহারও হাতে হাঁড়ি কলসী, কাহারও হাতে দড়ি, কাহারও হাতে পান, কাহারও বা হাতে জল খাবারের ঠোঙ্গা ষ্টেষণ অভিমুখে আসিতেছে। সকলে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সস্ত্রীক বাবুকে কহিল "আপনার কি মুঙ্গেরেই বাসা করা স্থির হইল?" বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "অগত্যা!"

ইন্দ্র। কাশী বাবু, ঐ যে বাবুটী স্ত্রী পুত্র সহিত ষ্টেষণে এলেন উহাকে "মুঙ্গেরেই কি বাসা করা স্থির হইল।" এই কথা জিজ্ঞাসা করায় দুঃখ প্রকাশ কর্‌লেন কেন?

কাশী। হয়েছে কি জানেন ঐ বাবুটী একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম। যে স্ত্রীর হাত ধরিয়া আসিলেন উহাকে উনি ব্রাহ্মমতে বিধবা বিবাহ করিয়াছেন পুত্রটী স্ত্রীর সাবেক স্বামীর জনিত। এই দম্পতীযুগল জামালপুরে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, হঠাৎ একটা ব্যাঘাত ঘটিল। ঐ পল্লীর যত স্ত্রীলোক ঐ স্ত্রীর কাছে প্রত্যহ দলে দলে আসিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিত "তোমার সাবেক স্বামী বেশী ভাল বাসিতেন, না, বর্ত্তমান স্বামী বেশী ভাল বাসেন?" "তোমার কোন স্বামী দেখ্‌তে সুন্দর?" কেহ কহেন "তোমার ছেলে ত ওঁকে বাবা বলে ডাকে? উনি একে স্নেহ মমতা করেন কেমন?" অপরা কহেন "ওলো তুই থাম, সৎবাবার আর কত স্নেহ

হবে? ভাল ব্রাহ্মবৌ, তুমি যে কয়েকদিন বিধবা ছিলে মাচ খেতে পাওনি? আহা! মাচ না হলে কি ভাত খাওয়া যায়! বলি এখন কাঁটা চড়চড়ি বেশী করে খাচ্চোতো? একটু ভাই বেশী করে মাথায় সিঁদুর দিও। আশীর্ব্বাদ করি জন্মায়তি হও, আবার যেন তোমাকে ব্রাহ্মমতে বিধবা পুরুষ বিয়ে কর্‌তে না হয়।" কোন রমণী কহিতেন "বলি, ব্রাহ্মবৌ, তোমাদেরও কি বিয়ের সময়ে মন্ত্র পড়্‌য়ে দান উৎসুগ্য করে? সত্যি করে বল না ভাই কলা তলায় কজনে তোমাকে পিঁড়িতে বসায়ে উচু করে ধরে বলেছিল "বর বড় না কনে বড়?" কোন রমণী হয়তো জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন বলি ব্রাহ্মদিদি, তোমাদেরও কি বাসর ঘর আছে? চারি চক্ষে শুভ দৃষ্টি কর্‌তে হয়তো? সত্যি করে বল—তুমি ভাই, ফুল শয্যার দিন কি কথা কয়েছিলে? তোমার ছেলেটী কোথায় ছিল?" আর এক রমণী হয়তো বলিয়া বসিলেন—"বলি, হ্যাঁগা, ওগো তোমার কি ধূলা পায়ে লগ্ন হইয়াছিল? জামাই বিয়ে কর্‌তে এসেইতো ছেলে কোলে করে আদর করেছিলেন?" এইরূপ প্রত্যহ বিরক্ত করায় ইহাঁরা জামালপুর পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে যাইতেছেন। অনেক দিন বাস করিয়া স্থানটীতে মায়া বসায় দুঃখিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! মুঙ্গেরী কেরাণীরা কেমন ধার্ম্মিক। ইহাঁরা জামালপুর হইতে টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যান। এমন কি হাঁড়ি, কলসী, পান, তামাক, কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জামালপুর হইতে লইয়া যান, অথচ মুঙ্গেরে বাসা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি, তুমি কিছু বুঝো?—অর্থাৎ তথায় থাকিলে পতিত পাবনী ভাগীরথীতে স্নান করিতে পাইবে।

কাশীনাথ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন "আজ্ঞে, তা নয়, সেখানে ঢেবুয়া চলে।

ব্রহ্মা। ঢেবুয়া কি?

কাশী। লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত একপ্রকার পয়সা। ঐগুলো টাকায় ১৮ গণ্ডা ১৯ গণ্ডা করিয়া বিক্রয় হয়। এবং উহার এক একটায় মুঙ্গেরের বাজারে তরকারী প্রভৃতি খরিদ করিতে পাওয়া যায়, জামালপুরে তা হবার যো নাই। এক্ষণে আমি বিদায় হই, কারণ ট্রেণ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই।

এই সময় সমস্ত কের.ণী আসিয়া ট্রেণে উঠিল। টেণ "হুয় হুয়, পাইয়া,

ছ্-ছ্- পাইয়া" শব্দে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ, জামালপুরে আর যা কিছু আছে সংক্ষেপে বল ?"

বরুণ। জামালপুর পূর্ব্বে অরণ্যপূর্ণ ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ভূমি ছিল। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা এই স্থানে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী দেখিয়া হাবড়া হইতে ওয়ার্কসপ এবং অনেকগুলি আফিস উঠাইয়া আনিয়া স্থানটীকে জঙ্গল কাটিয়া নগর করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে ইহাতে দিন দিন বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে একটী ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য সভা, যুবকগণের সভা, নেটিব ইনিষ্টিটিউট প্রভৃতি সাধারণের হিতকর অনেক সভা ইত্যাদি আছে।"

ক্রমে ট্রেণ মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবতারা ষ্টেষণের বাহিরে আসিয়া দেখেন, মুঙ্গেরের প্রকাণ্ড দুর্গ তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে।

মুঙ্গের।—

উপো। বরুণ কাকা, গাঙ্গুলিদের খামার বাড়ীর দেয়ালের মত দেখা যাচ্চে ওটা কি ? বল না বরুণ কাকা ?

বরুণ। দেবরাজ চেয়ে দেখ সম্মুখে মুঙ্গের কেল্লা।

ইন্দ্র। এ কেল্লা নির্ম্মাণ করে কে ?

বরুণ। লোকের মনে সংস্কার আছে এই কেল্লা জারাসন্ধ রাজার ছিল। তৎপরে মুসলমানদিগের সময়ে নবাব হোসেনের হস্তগত হইয়া সা সুজার হস্তে যায়। পরে মীর কাসিমের সময় ইহার পুনরায় সুন্দররূপে মেরামত হয়। এক্ষণে ইহা ইংরাজরাজের অধীনে আছে এবং ইহার প্রশস্ত ক্রোড়ে কতকগুলি ইংরাজ সদাগর বাস করিতেছেন। তদ্ভিন্ন মুঙ্গের জেল আফিস আদালত চর্চ্চ ইত্যাদি এই ফোর্টের মধ্যেই আছে।

ক্রমে সকলে কেল্লার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "ওদিকে দেখ ইংরাজদিগের গোরস্থান।

নারা। কবর স্থানটী বড় সুন্দর স্থানে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বলিতে কি একেবারে গঙ্গাগর্ভে। এই সমস্ত কবরে যে কোন পাপী থাকুন, নিঃসন্দেহ তিনি গঙ্গালাভ করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন।

দেবতারা ফোর্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন প্রাচীরে অনেকগুলি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। নারায়ণ কহিলেন, "দেখ বরুণ

দুর্গটী হিন্দুরাজাদিগেরই ছিল। মুসলমানদিগের হইলে প্রাচীরে এসব মূর্ত্তি থাকিবে কেন?

বরুণ। এমন হইতে পারে দেবদ্বেষী মুসলমানেরা হিন্দু দেব-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া আনিয়া সেই প্রচীরে এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই দুর্গটী দীর্ঘে চারি হাজার ফিট এবং প্রস্থে তিন হাজার পাঁচ শত ফিট আন্দাজ হইবে। ইহার প্রচীর ১৩। ১৪ হাত উচ্চ। কেল্লাটীর তিন দিকে গড় এবং এক দিকে ভাগীরথী স্বয়ং প্রবাহিতা। এক্ষণে ইহার চারিদিগের প্রচীর এবং চারিটী গেট মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ গেটগুলিকে লালদরজা কহে। আহা! এই কেল্লায় দুরন্ত নবাব মীর কাসিম রাজা রাজবল্লভকে যেরূপে হত্যা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি স্মরণ হইলে কান্না আইসে।

ইন্দ্র। নবাব, রাজা রাজবল্লভকে কি কারণে হত্যা করেন?

বরুণ। যখন নবাব দেখিলেন তিনি নামে মাত্র নবাব, তাঁহার হাতে কোন ক্ষমতাই নাই, ইংরাজেরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা তখন তাঁহার স্বাধীন হইবার ইচ্ছা হইল এবং মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন রাজা রাজবল্লভ, মুরশিদাবাদের শেঠেরা এবং আর কতকগুলি লোক ইংরাজদিগের নিতান্ত অনুগত এবং বোধ হয় তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন নবাব পদচ্যুত হইতেছে। অতএব ঐ কয়েকটী কণ্টককে অগ্রে বধ করিয়া নিষ্কণ্টক হওয়া উচিত। তিনি এইরূপ স্থির করিয়া রাজা রাজবল্লভকে এখানে বন্দী করিয়া আনেন এবং কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পরিশেষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া কহেন "বল দেখি তোমার কিরূপ মরণে ইচ্ছা হয়?" রাজা তৎশ্রবণে কহেন "আমাকে যেন জাহ্নবী-জলে নিমগ্ন করিয়া মারা হয়।" মীর কাসিম এ কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার বক্ষে প্রচণ্ড শিলা বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে হুকুম দেন। নিক্ষেপ সময়ে রাজা "হা! রাম" শব্দে যে চীৎকার করিয়াছিলেন— সেই শব্দ যেন এক্ষণেও আমার কর্ণে ঘুরে বেড়াচ্চে।

ব্রহ্মা। বরুণ, এস্থলের নাম মুঙ্গের হইল কেন?

বরুণ। কিম্বদন্তী, এই স্থানের নাম পূর্ব্বে মুদ্গলপুর ছিল। মুদ্গল নামক কোন ঋষি এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে।

দেবতারা কেল্লার মধ্যস্থ একটী কবরের সন্নিকটে বাসা ভাড়া করিলেন।

এবং সন্ধ্যার পর উপরে হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে হাঁসপাতালে উপস্থিত হই-লেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন " এ সামান্য ফোঁড়া, এর জন্যে কোন ভাবনা নাই, একটু একটু ঘি গরম করিয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।

নারা। হাঁসপাতালে এত খাট কেন ?

বরুণ। মুরশিদাবাদের একটী জমীদার এক দিন হাঁসপাতাল ভ্রমণে আসিয়া দেখেন রোগীদিগের শয়নের বড় কষ্ট। এজন্য তিনি নিজ ব্যয়ে এই সমস্ত খাট খরিদ করিয়া হাঁসপাতালে দান করিয়াছেন।

ব্রহ্মা। এইরূপ দানই প্রকৃত দান। এবং এই সকল লোকই প্রকৃত দাতা।

যখন তাঁহারা হাঁসপাতাল হইতে বাহির হয়েন, একটী বাঙ্গালী বাবুও তাঁহাদের সহিত বাহির হইলেন। সকলে একটী অশ্বত্থগাছের তলে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী যুবা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইল। বাঙ্গালী বাবুটী দ্রুত গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন " কেও, হরি! তুমি এখানে লুকিয়ে আছ যে ?"

যুবা। আজ্ঞে, না। আমার কিছু প্রয়োজন আছে!

বাঙ্গালী। গাছের তলায় তোমার কি প্রয়োজন ?

যুবা। আছে, কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গালী। বুঝেছি, তোমাদের জামালপুরের কৃষ্ণঘোষের পরিবারকে তুলসীতলায় নামায়েছে মলে ঘাড়ে করে মুঙ্গেরে আন্‌তে হবে বলে তুমি পলাতক হয়েছ।

যুবা। আমাকে সে বদনাম দেবার যো নাই, ডাকবামাত্র গিয়া মড়া ঘাড়ে করি।

বাঙ্গালী। আজ পালিয়ে এলে কেন ?

যুবা। আমাকে আপনি অনর্থক মিথ্যাপবাদ দিচ্চেন, আমার ছোঁবার যো নাই।

বাঙ্গালী। কেন তোমার ত বিবাহ হয় নাই, ছোঁবার যো নাই কেন ?

যুবা। বল্‌বো—

বাঙ্গা। বল না ?

যুবা। দাদার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা।

" তুমি অধঃপাতে যাও " বলিয়া বাঙ্গালী বাবুটী হাসতে হাসতে চলিয়া

গেলেন। দেবগণও অপর দিক দিয়া বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ শব বহন অপেক্ষা পুণ্য আর নাই। কলিতে এই কার্য্যের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এ কি! পাছে শব বহন করিতে হয় এই আশঙ্কায় ঐ ব্যক্তি লুক্কায়িত হয়ে আছে! আহা সকলেই যদি এই ভাবে থাকে মৃত স্ত্রীর স্বামীর আজ কি কষ্ট! ভাবিতে যে শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত শুষ্ক হইতেছে? তিনি এক্ষণে শোক তাপে বিহ্বল তাহার উপর আবার মড়া কিরূপে বাহির হইবে এই দুর্ভাবনা! বরুণ, চল আমরা জামালপুরে গিয়া শব বহনরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখি।

বরুণ। ২।১ জন লুক্কায়িত আছে বলিয়া সত্য সত্যই কি শব গৃহে পচিবে? অবশ্যই কেহ না কেহ বহন করিয়া আনিয়া সৎকার করিয়া যাইবেন। তজ্জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

দেবগণ বাসায় আসিয়া তৎপর দিন কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিলেন। যাইবার সময় দেখেন কতকগুলি কেরাণী স্নান করিয়া আসিতেছেন এবং পরস্পরে বলাবলি করিতেছেন "শীঘ্র চল, ঘোর ঘোর থাকৃতে না খেয়ে নিলে ষ্টেষণে গিয়ে ট্রেণ পাওয়া যাবে না, আফিস কামাই হইবে।"

নারা। বরুণ ইহারা কারা?

বরুণ। রেলওয়ে আফিসের কেরাণী। ইঁহারা রজনী যোগেই দুই বার করিয়া আহার করিয়া থাকেন। কারণ, জামালপুর হইতে আসিতেও রাত্রি হয় এবং রাত্রি থাকিতে যাইতে হয়; সুতরাং সূর্য্যালোকে আর আহারাদি করা ঘটে না। ইঁহাদিগকে দিবসে না দেখায় ছেলেরাও বাপ চিনে না; রবিবারে দেখিয়া মনে করে বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছে।

ইন্দ্র। এত কষ্টে এখানে থাকার প্রয়োজন? জামালপুরেই ত বাসা করিলে হয়।

বরুণ। সেখানকার অপেক্ষা এখানে অনেকগুলি বিষয়ের সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বাড়ী ঘর সস্তা, দ্রব্যাদি সস্তা তদ্ভিন্ন টেবুয়া চলে। পিতামহ! চেয়ে দেখুন এই ক্ষুদ্র পোলের নীচে প্রায় শতাধিক সোপান বিশিষ্ট গঙ্গাপুলিনপ্রসারিণী বেগমদিগের এক অতি আশ্চর্য্য "বৌলী" অর্থাৎ স্নানের ঘাট বর্ত্তমান রহিয়াছে। সোপানের অন্ধকার-রাশি নষ্ট করিবার

জন্য দেখুন অদ্যাপি ছুইটী আলোক স্তম্ভও বিদ্যমান রহিয়াছে। লোকে বলে যে স্থান হইতে এই সোপান শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে সেই স্থানে নবাব মীর কাসিমের অন্দর ছিল। বেগমেরা এই স্থানে স্নান করিতেন এবং কোন পৎপাতের আশঙ্কা হইলে এই গুপ্ত দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পলায়ন করিতেন।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও ভারতের আয় ব্যয়।

যেখানে হিমগিরি উচ্চ সুবিস্তীর্ণ অঙ্গ ঢালিয়া অলঙ্ঘ্য প্রাচীররূপে ভারতভূমি রক্ষা করিতেছেন, তথায় প্রাচীন বর, অবর, মীরি, মিসমী, নাগা প্রভৃতি সভ্য ও অসভ্য জাতি বাস করিত। এইখানে পবিত্র আর্য্যাবর্ত্ত, পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত ও এইখানে—এই ভারতের অঙ্কে বসিয়া ঋষিগণ বেদধ্বনি করিতেন। গগনস্পর্শ স্বরে পশুপক্ষীরও শরীর পুলকিত হইত। এই সকল শান্তপদ অরণ্য, আজ্যধুমে মলিন হইয়া অবনত শাখায় থাকিত। ঋষিগণ ছায়াচ্ছাদিত বেদিতে বসিয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। এই সকল গিরিগুহা, উপত্যকা, অধিত্যকা অসভ্যজাতিদিগের বাসস্থান। তাহাদের বেদ পাঠ ছিল না—এখনও নাই; আত্মতত্ব নিরূপণ ছিল না—এখনও নাই। তাহাদের অবস্থা যথা পূর্ব্ব তথা পর—এখনও যেমন মৃগয়া করিয়া, মৎস্যাদি ধরিয়া, ফলমূল সংগ্রহ করিয়া অপরিচ্ছন্ন কুটীরে কষ্টে দিন যাপন করে, তখনও সেইরূপ করিত। সত্য ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইল, তাহাদের পশুভাব গেল না, আজও তাহাদের মৃগচর্ম্ম ঘুচিল না;—সেই কুটীর, সেই ধনুর্ব্বাণ, সেই মৃগয়াজাত দুর্ল্ভ খাদ্য! কস্মিনকালে এ সকলের পরিবর্ত্তন হইল না। অবস্থা যেন নিশ্চল ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় স্থির ভাবে থাকিয়া আদিম মনুষ্যের দশার নিদর্শন দিতেছে।

যে আর্য্যজাতির যশঃসৌরভ আজ দশদিক আমোদিত করিতেছে তাঁহাদেরও আদিম অবস্থা সেইরূপ ছিল। বনে বনে ফল মূল আহরণ করিয়া বেড়াইতেন, মৃগয়া করিতেন; গুহায়, গহ্বরে কুটীর বাঁধিয়া থাকিতেন। কালে তাঁহাদের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ হইল, তাঁহারা নিরীহ শান্তভাব ধারণ করিলেন; কিন্তু, তাঁহাদের প্রতিবেশী অবরদিগের অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিল। যুগ-যুগান্তরেও তাহাদের কোন একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা কালের অঙ্কে অঙ্কপাত করিতে পারিল না।

আজও তুমি নাগা পর্ব্বতে যাও, সিকিমের অবস্থা দেখ—বৈদিক ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা কর—তাঁহারা কি কিছু নূতন দেখিতেছেন? ইহারাই কি সেই দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বরজাতি নয়? ইহারাই না তাঁহাদের তপস্যার ও যাগযজ্ঞের সর্ব্বদা বিঘ্ন ঘটাইত?—ঐ সকল পর্ব্বতবাসিরাই কি তাঁহাদের প্রেত, পিশাচ ও রাক্ষস নয়?

পৃথিবীর প্রায় সকল অসভ্য জাতি দিন দিন উন্নতির অভিমুখে ধাবমান্ হইতেছে। কোন কোন অসভ্য জাতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পশুবিশেষ ছিল, আজ তাহাদের বুদ্ধি-কৌশল যেন বিধাতাকেও ভাবিত করিয়াছে। কিন্তু, কি কারণে এই সকল পার্ব্বতীয় জাতির কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না? এই রহস্যের মর্ম্মভেদ করা কঠিন নয়।

সময় পরিবর্ত্তনের অধিনায়ক। এক দিনে বৃক্ষ হয় না, এক দিনে বৃক্ষ ফলে না। সময় পাইলেই বৃক্ষ ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। কিন্তু সময় আইসে, আর যায়, কাহারও প্রতীক্ষা করে না,—সময়েরই সকলে প্রতীক্ষা করে। কত সময় আসিল, কত সময় অতীত হইল, কই নাগা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিদের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না কেন? নাগারা সময়ের প্রতীক্ষা করে নাই, তাহারা সময়ের ব্যবহার বুঝে না। তাহাদের আবাসস্থান, তাহাদের অবস্থা তাহাদিগকে সময়ের ব্যবহার বুঝিতে দেয় নাই।

সংসারের সকল কাজ অন্যোন্য আশ্রয়গত। তোমাকে যদি বলি—"মাটীর একটী পুতুল নির্ম্মাণ কর।" দেখ, যতক্ষণ তুমি নির্ম্মাণ না করিতেছ, ততক্ষণ পুতুল কোথায়? তোমার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত না হইলে তুমি পুতুল দেখাইতে পার না,—নির্ম্মাণের পূর্ব্বে পুতুল নাই। এখানে দ্রব্যের অসদ্ভাবে নামের সদ্ভাব সম্ভব হইতেছে। নাম ভাবী দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাই অন্যোন্য আশ্রয়। এই অন্যোন্য আশ্রয়কে উপেক্ষা করিয়া কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না, কোন কাজ করিতেও পারা যায় না। তুমি যত দৃষ্টান্ত বলিবে, সকল স্থানেই দেখিবে, অদ্যতন ব্যাপার ভবিষ্যৎ অনদ্যতনকে আশ্রয় করিয়া ভাব ব্যক্ত করিতেছে। "এই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত কর।" এখানে দুগ্ধ ঘন না করিলে ক্ষীর হয় না, আবার ক্ষীর শব্দ না বলিলেও আমি তোমাকে কি অনুমতি করিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। অতএব সকল কাজেই অন্যোন্যবিধি আবশ্যক।

নাগাদের অবস্থাগত উন্নতির পক্ষে এই অন্যোন্য আশ্রয়গত কারণ

অদ্যাপি ঘটে নাই, সেইজন্য আজও তাহাদের অবস্থার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কত কাল গত হইল তাহারা যে অসভ্য, সেই অসভ্যই আছে। তাহারা চিরকাল যে পশুবৎ নিষ্ঠুরাচার, এখনও সেইরূপ আছে। যদি উন্নতির অনুকূল অন্যোন্য আশ্রয়গত কারণ ঘটিত, তবে ঐ সকল দৃঢ়কায় পার্ব্বতীয় মহাশূরদিগকে ভুজবীর্য্যে কে আঁটিতে পারিত? আজ তাহাদের প্রতাপে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিত—আজ তাহারা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জয়স্তম্ভ নিখাত করিত।

তুমি জিজ্ঞাসা করিবে—অবস্থার-উন্নতির অন্যোন্য-আশ্রয়গত কারণ কি?—অবসর ও প্রচুরতা। ইহাদের একটী আর একটীকে আশ্রয় না করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না, পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। কারণ দেখ, কোন ব্যক্তি যদি উদয়াস্ত কেবল উদরের চিন্তাই করিতে থাকে, আজ খাইয়া কাল কি খাইবে তার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তেমন মানুষের অবসর কোথায়? সে যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে ততক্ষণই তার অবসর। অতএব দ্রব্য-সামগ্রীর প্রচুরতা বা সঞ্চয় অবসরের একটী প্রধান কারণ। আবার এপক্ষে দেখ, অবসর না থাকিলে মানুষ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত সুস্থির চিত্তে চিন্তা করিতে পায় না; নূতন নূতন কৌশলের আবিষ্কার হয় না, চিরকাল অবস্থা একভাবে থাকিয়া যায়।

আজ মহাসমুদ্র তোমার কাছে গোষ্পদ হইয়াছে—তুমি জাহাজে করিয়া হেলায় তাহা উত্তীর্ণ হইতেছ। এ দেশের সামগ্রী তুমি আর এক দেশে লইয়া ফেলিতেছ—এক টাকায় দশ টাকা লাভ করিতেছ। স্বয়ং লক্ষ্মী যেন তোমার ভাণ্ডার আলো করিয়া আছেন। বল দেখি যদি এই জাহাজ না থাকিত, সাগর পারে কি এই পর্ব্বত প্রমাণ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইতে পারিতে? তখন বিলাতে এক মুষ্টি চাউল পাঠাইতে হইলে সীতার উদ্ধারের ন্যায় বৃহৎ ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কত গাছ পাথরে সিন্ধু বন্ধন করিতে হইত।

এখন বিচার করিয়া দেখ যে কারিকর বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমার জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে কেমন ব্যক্তি? তাহাকে কি উদয়াস্ত আহার-অন্বেষণে ফিরিতে হইত? না, কখনই নয়। তাহার অবসর ছিল, তাহাকে ভরণপোষণের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত না। তুমি যাহা উপার্জ্জন করিলে তাহাতে তোমার নিজের অভাব দুরীকৃত হইল; পরে

যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা অন্যকে দাও—সে তোমার জন্য ভাবিবে, তোমার উন্নতির উপায় দেখাইয়া দিবে।

নাগা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিগণ মৃগয়াদির দ্বারা অতি কষ্টে যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, সে অতি সামান্য। তাহা নিজ নিজ অভাব মোচন করিতেই নিঃশেষিত হয়, কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। বিনিময়প্রথা এবং সঞ্চয় না থাকিলে কোন দ্রব্য হস্তান্তরিত হয় না। সম্বৎসরে তুমি যদি চাসে এক শত মণ ধান্য পাও, আর যদি তাহার পঞ্চাশ মণে তোমার সম্বৎসরের খাবার চলে, তবে তুমি বাকি পঞ্চাশ মণ সঞ্চয় করিতে পার। কিন্তু, ঐ পঞ্চাশ মণ সঞ্চিত রাখিলেই তোমার অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না, উহার সঙ্গে বিনিময় চাই। তুমি বিশ বিঘা ভূমিতে বিনা লাঙ্গলে চাস দিয়া এক শত মণ ধান্য পাইয়া থাক। আমি ভাবিয়া ভাবিয়া লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া দিলাম, তখন তুমি লাঙ্গল দ্বারা চাস দিয়া দুই শত মন ধান্য পাইলে। আমার লাঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যদি আমাকে পঞ্চাশ মণ ধান্য দাও, তবু তোমার পঞ্চাশ মণ লাভ রহিল। তুমি আমাকে আহার যোগাইলে, আমি তোমার চাসের উন্নতি করিয়া দিলাম। এইরূপ বিনিময় কাজ যত বাড়িবে সমাজের ততই উন্নতি হইবে। আবার বিনিময় কাজ প্রবল হইয়া উঠিলে পরস্পরের সাহয্য গ্রহণও আবশ্যক হয়; সুতরাং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠে।

অসভ্য অবস্থায় মানুষের অভাব অতি স্বল্প। সামান্য খাদ্য-সামগ্রী, সামান্য পরিচ্ছদ, ও সামান্য বাসস্থান হইলেই যথেষ্ট। এই সকলের নিমিত্ত কাহারও আনুকূল্যের অপেক্ষা করিতে হয় না। গিরিগুহা, বৃক্ষের কোটর কিম্বা পর্ণশালা হইলেই আবাস গৃহ হইল। এ সকল নির্ম্মাণের জন্য কাহারও সহায়তার প্রয়োজন নাই। মৃগয়ালব্ধ পশুর মাংসে আহার চলে, চর্ম্মে পরিচ্ছদ হয়। অতএব জিগীষু শত্রুর বৈরনির্যাতন ভিন্ন অন্য সময়ে অসভ্য জাতিরা কদাচ একত্র মিলিত হইয়া থাকে।

অভাব নূতন উদ্ভাবনের জনয়িতা। কোন কাজের অসুবিধা হইলে কিসে সেই অসুবিধা নিরাকৃত হইবে তাহার উপায় চিন্তা করিতে হয়। উপায় দেখিতে দেখিতে দিন দিন এক একটী নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয়। দেখ মৃগয়ার সময় বধ্য পশু অনেক দূরে আছে, নিকটে যাইলে সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিবে, কিম্বা তাহার হন্তাকে আক্রমণ করিবে, অতএব দূর হইতে তাহাকে নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু এমন কোন উপায় নাই যাহাতে দূর

হইতে পশুর প্রাণবধ করা যায়। সে জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া জাল, দড়ী ও ফাঁদের সৃষ্টি করা হইল। কিন্তু পূর্ব্বে আয়োজন করিয়া না রাখিলে এ উপায় কার্য্যকারী হয় না। বিশেষতঃ সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীকে জাল দড়ীতে বদ্ধ করিয়া রাখা দুর্ঘট ব্যাপার। আবার যেখানে সেখানে, পর্ব্বতে কন্দরে, মাঠে ঘাটে অরণ্যে হিংস্রক পশু আক্রমণ করিলে উপায় কি? পর্ব্বতে কাননে যাহাদের বাস, বন্য-পশু যাহাদের সহচর, সেখানে ত পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। একটী বাঘ আসিয়া সম্মুখে পড়িলে কে রক্ষা করিবে? অভাবেই ভাবনা, ভাবনাতেই কল্পনা, কল্পনাতেই নূতন সৃষ্টি।—তুমি দেখিলে বনে বন্য-পশুর কাছে নিস্তার নাই, কেবল উপায় ভাবিতে লাগিলে। মনে মনে কত কৌশলের কল্পনা করিলে, শেষ প্রতিকারের পথ আপনি আসিয়া পড়িল। এইরূপে ধনুর্ব্বাণের সৃষ্টি হইয়াছিল।

হিমালয়ের অসভ্য জাতিদের একবার যাহা কিছু উন্নতি হইয়া গিয়াছে, যাবৎকাল তাহাই আছে। আর কিছু নূতন উন্নতি দেখা যায় না। তাহার কারণ এই,—সেখানকার লোকসংখ্যা অল্প, বনজাত ফলমূল ও মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষীতে গ্রাসাচ্ছদন চলে এবং গিরিগুহায় বাস করা যায়। এই সকল সুবিধা না থাকিলে তাহারা কখনই স্থিরভাবে এক স্থানে বাস করিতে পারিত না। যেখানে খাদ্য সামগ্রী সুলভ, সেই সকল দেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। হয় ত কোথাও তুমুল সংগ্রাম করিয়া জনপদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত; লুঠ করিয়া দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া কাহাকেও সুস্থির থাকিতে দিত না। দেখিতে পাওয়া যায়, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা মধ্যে মধ্যে ইংরাজ রাজ্যে মহা উপদ্রব করে। কিন্তু তাহাদের সে উপদ্রব, লাভের প্রত্যাশায় নয়। ঈর্ষ্যাবশতঃ ইংরাজদের প্রতি বৈর সাধনই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উদরের জ্বালা সর্ব্বনাশের সামগ্রী। উদরের জ্বালায় ব্রহ্মারও কিছুতে অরুচি নাই—সকলই খাইয়া থাকেন। নাগা প্রভৃতি অসভ্যেরা যদি পার্ব্বতীয় প্রদেশে খাদ্য দ্রব্য না পাইত, তবে দেশ দেশান্তরে গিয়া দুর্ব্বলের উপর বল প্রকাশ করিত, এবং প্রবলের হাতে পড়িলে বশ্যতা স্বীকার করিত। কিন্তু তাহাদের অভাবও নাই প্রচুরতাও নাই, তজ্জন্য চিরকাল প্রায় এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

অসভ্য অবস্থা হইতে মনুষ্য যত উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয়, ততই

বিনিময় কার্য্য ব'ড়িতে থাকে, এবং সকল কাজ পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখ, একা তুমি কত কোটি লোকের শ্রমের ফল ভোগ কর। প্রথমতঃ তোমার বাসের নিমিত্ত একটী পাকা বাড়ী চাই। সেই বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইট, চুণ, কাঠ, লোহা, জল, জলাধার, সিঁড়ী, ভার, প্রভৃতি অনেক দ্রব্যের আয়োজন চাই। তোমার জন্য কেহ ইট গড়িতেছে, কেহ মাটী কাটিতেছে, কেহ লোহা তুলিতেছে, কত জনে কত কাজ করিতেছে, তুমি কিছুরই অসুবিধা জানিতে পার না। যদি তোমাকে স্বহস্তে সকল কাজ করিতে হইত, তবে সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে এ পর্য্যন্ত একটী ঘরও সাঙ্গ করিতে পারিতে কি না সন্দেহ। বিবেচনা কর, ইট করিবার জন্য মাটী চাই, মাটী কাটিবার জন্য অস্ত্র চাই, আবার অস্ত্রের জন্য লোহা চাই। তুমি যেদেশে বাস কর, হয় ত সে দেশে লোহার আকর নাই। যেখানে লৌহ জন্মে সন্ধান করিতে করিতে তোমাকে সেই দেশে যাইতে হইবে। দেখ, কত আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল। গৃহে বসিয়া অনায়াসে যে দ্রব্য এক টাকায় পাইতে পার, তাহা স্বহস্তে সংগ্রহ করিতে হইলে কত ব্যয় বাহুল্য হয়। বোধ করি হাজার টাকাতেও তাহা পাইবে না। এইরূপে তোমার খাদ্য সামগ্রী বেশ ভূষা, আহ্লাদ আমোদ প্রভৃতি সকল কাজেই কোটি কোটি লোক নিয়ত শ্রম করিতেছে, এবং তুমিও একা এক স্থানে বসিয়া কোটি কোটি লোকের নিমিত্ত শ্রম করিতেছ। ইহাতে সকলেরই কাজের সুবিধা, ব্যয়ের স্বল্পতা ও অবস্থার উন্নতি হইতেছে।

দেশে যত বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, সেই সকল দ্রব্যের যত হাত ফের হইবে, ততই লোকের লক্ষ্মীশ্রী বাড়িবে। ইংলণ্ডে শিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দেশ বিদেশে ঐ সকল দ্রব্য প্রেরিত হয়, সেই কারণে সহস্র সহস্র মোহানায় সাগরের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ইংলণ্ডে অর্থাগম হইতেছে। পৃথিবীর কোন স্থান ইংলণ্ডের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এই চির প্রথিত বাক্য যেন ইংলণ্ডের কারখানায় কারখানায় সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে। ইংলণ্ডীয়গণ বিখ্যাত শিল্পী, অমিতশ্রমী এবং বিলক্ষণ অধ্যবসায়শালী। সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতির আদর্শস্থল হইয়াছন।

কিন্তু এককালে এই ধনাঢ্য ইংরাজদিগের অবস্থা বর্ত্তমান নাগা প্রভৃতি

অসভ্য জাতিদের মত নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ভাল গৃহ, উপাদেয় আহার সামগ্রী, বহুমূল্য বেশভূষা কিছুই ছিল না। যে কামানের নিনাদ শুনিয়া এখন জীমূতবাহন ইন্দ্রদেবেরও মহাপ্রাণী কাঁপিতে থাকে, তখন সে ব্রহ্মাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই; তখন এ কলের গাড়ীর কথা কাহারও কল্পনাতে আইসে নাই। যেমন অসভ্য মিরী, মিসরী, নাগাদের দেখিতেছ, ইংরাজেরাও ঠিক সেইরূপ ছিল। পর্ব্বতে অরণ্যে থাকিয়া অরণ্যজাত দ্রব্যে প্রাণ ধারণ করিত। রুশ রোমক গ্রীক জর্ম্মাণ পারসী ফরাসী সকল সভ্য জাতিরই আদিম অবস্থা একরূপ। ভূমিষ্ঠ হইয়াই কোন জাতি সভ্যতা পদবীতে উন্নীত হয় নাই।

মানুষ কিছুকাল পশুবৎ অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে ক্রমে সভ্যতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথমে সে আপনার ধনুর্ব্বাণ আপনি নির্ম্মাণ করিত—তাহার কর্ম্মকার ছিল না। সে স্বয়ং আপনার সূত্রধর, স্বয়ং আপনার তন্তুবায়। নিজে গোষ্ঠে পশু চরাইত, নিজে ভূমিতে চাস দিত, গৃহ প্রস্তুত করিতে সে কাহারও সাহায্য লইত না। এক জনে অনেক কাজ করিলে কিছুতেই নিপুণতা জন্মে না, কোন কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, অথচ ব্যয় বাহুল্য ঘটে।

কাজের কেবল সূত্র জানিলেই তাহাতে পটুতা জন্মে না, অভ্যাস চাই। চতুরঙ্গ বলের চালনা তুমি দুই দণ্ডে শিখিতে পারিবে; কিন্তু দুই বৎসর অভ্যাস না করিলে তুমি খেলায় চতুরতা লাভ করিতে পারিবে না। পঞ্চাশটী বর্ণ শিখিতে কতক্ষণ যায়? কিন্তু দেখ দেখি মুক্তার ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লিখিতে কত দিন লাগে। কোন ব্যক্তি অনেক দিন একটী কর্ম্ম অভ্যাস না করিলে তাহাতে পটু হয় না। কিন্তু, সেই ব্যক্তি এককালে যদি অনেক কাজ করিতে থাকে, তবে কোন কাজ সে ভাল করিয়া শিখিতে পারে না। সকল কাজের কেবল পল্লবগ্রাহী হয়।

আসাম অঞ্চলে আজও মানুষ স্বতন্ত্র হইয়া সকল কাজ করে। গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আসামীরা কখন কাহার সাহায্য গ্রহণ করে না। নিজে ঘরামী হইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে, তন্তুবায় হইয়া কাপড় বুনে, চাসী হইয়া চাস দেয়; ফলতঃ গৃহস্থের যাবতীয় কর্ম্ম নিজে সম্পন্ন করে। এই প্রথা উন্নতির দ্বারের কণ্টক। সেই কারণে আসামীরা মেধাবী হইয়া আজও অবস্থা মার্জ্জিত করিতে পারে নাই। যত দিন এক একটী লোক স্বতন্ত্র

ব্যবসায়ে ব্রতী না হইবে, ততদিন কোন কাজে তাহাদের নৈপুণ্য জন্মিবে না, দেশের বাণিজ্য বাড়িবে না, সুতরাং অবস্থা সমভাব থাকিয়া যাইবে।

মানুষ অসভ্য অবস্থায় কিছু কিছু উন্নতি করিতে করিতে যখন ব্যবসায় বিভাগের উপকারিতা বুঝিতে পারিল, তখন এক একটী লোক এক একটী স্বতন্ত্র কাজে ব্রতী হইল। কেহ কেবল বস্ত্র বুনিতে লাগিল, অন্য কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিল না। বস্ত্র বুনিতে বুনিতে দিন দিন তাহাতে বিলক্ষণ পরিপক্ক হইয়া উঠিল। এইরূপে কেহ তৈজস পত্র, কেহ স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, কেহ লোহার কাজ, কেহ মৃত্তিকার পাত্র গড়িতে লাগিল। ক্রমে আবার বিদ্যার অনুশীলন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কর্ম্মেরও উৎকর্ষ সাধন হইল।

কোন ব্যক্তি কেবল একটী স্বতন্ত্র কাজে নিযুক্ত থাকিলে দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময় চাই। কারণ, যে কেবল বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, তাহার চাস করিবার অবকাশ নাই—তাহার উদর পূর্ত্তির জন্য অন্ন চাই। আবার যে ব্যক্তি কেবল কৃষিকর্ম্ম করে, তাহার পরিধেয় বস্ত্র চাই, অতএব বস্ত্রের নিমিত্ত তাহাকে তন্তুবায়ের নিকট যাইতে হইবে। এইরূপে তন্তুবায়ের ধান্যের আবশ্যক হইলে সে কৃষককে বস্ত্র দিয়া ধান্য লইতে পারে। কৃষকের লাঙ্গল আবশ্যক হইলে সে সূত্রধরকে ধান্য দিয়া লাঙ্গল লইতে পারে। কিন্তু, এ কাজে অনেক অসুবিধা। এ প্রকার বিনিময়প্রথা সর্ব্বত্র সুগম নহে। তন্তুবায়ের ধান্যের আবশ্যক হইল, সে বস্ত্র লইয়া কৃষকের নিকট গেল, কিন্তু কৃষকের তখন বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাহার তৈজস পত্র চাই। তন্তুবায় বস্ত্র লইয়া কাঁসারির নিকট চলিল। কাঁসারীর বস্ত্র আছে, সে একটী লৌহ অস্ত্র চায়, কাজেই কর্ম্মকারের যদি সে সময়ে বস্ত্রের প্রয়োজন থাকে, তবে তন্তুবায় কাপড় দিয়া লৌহ অস্ত্র পাইতে পারে। পরে সেই লৌহ অস্ত্র কাঁসারীকে দিয়া তৈজসপত্র মিলিবে। আবার সেই তৈজসপত্র কৃষককে দিয়া তন্তুবায় ধান্য পাইবে। এই এক অসুবিধা।

আর এক কথা—বিবেচনা কর, পাঁচ খানি কাপড় দিয়া এক মণ ধান্য মিলে। তোমার দুই মণ ধান্যের প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি দশ খানি কাপড় লইয়া কৃষকের নিকট গেলে। কৃষকের তখন দুই খানি কাপড়ের প্রয়োজন, তোমাকে বাকি আট খানি কাপড় লইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে। এই

অসুবিধার প্রতিবিধানের উপায় কি? এরূপ বিনিময় দ্রব্য হওয়া চাই, যাহা সকলেই লইতে পারে।

অসভ্য অবস্থায় গোরু, শস্য, গজদন্ত, কড়ী প্রভৃতি দ্রব্য বিনিময়ের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। কড়ী সে দিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে চলিত ছিল এবং আজও লোকে অনেক স্থানে ব্যবহার করে। এই সকল বিনিময় দ্রব্যে কাজের সুবিধা হইল না। বাণিজ্যের নিমিত্ত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মূল্য পাঠাইতে হইলে বিপদ। এক স্থানে অধিক দ্রব্য সঞ্চিত রাখাও সহজ নয়। কিন্তু যে সকল অসভ্য জাতির অধিক অর্থ নাই, বাণিজ্যও নাই, সেখানে আজ পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পল্লিগ্রামে আজও মাচ, ধান ও সরিষা দিয়া লোকে অন্য বস্তু ক্রয় করে।

অসভ্যদিগের মধ্যে এ প্রথা চলিতে পারে। কিন্তু যেখানে অধিক অর্থ লইয়া কারবার করিতে হইবে, অর্থ লইয়া দেশ দেশান্তরে যাইতে হইবে, সেখানে এরূপ দ্রব্যের বিনিময় কিছুতেই সুগম নয়। এই অসুবিধার দূরীকরণ জন্য মূল্যবান্ ধাতু সকল অর্থমধ্যে গৃহীত হইল। এইরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র বিনিময় দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তোমার অল্প দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইল, তুমি দুই চারিটী পয়সা হাতে করিয়া চলিলে, বহুমূল্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইল, তুমি টাকা কিম্বা মোহর লইয়া চলিলে। সহজে তোমার কাজ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

কিন্তু এককালে সকল অসুবিধার নিরাকরণ হয় না। তুমি পাঁচ মণ শর্করা দিয়া কাহার নিকট উপযুক্ত মূল্যের স্বর্ণ লইলে; কিন্তু সেই স্বর্ণের পরিমাণ কত এবং তাহা বিশুদ্ধ কি না, ইহা প্রতিবারেই পরীক্ষা করা আবশ্যক। তাহাতে বৃথা অনেক সময় নষ্ট হয়। সেই কারণ রাজচিহ্নে চিহ্নিত মুদ্রা প্রচলিত হইল। প্রতি মুদ্রা খণ্ডে মূল্য অঙ্কিত থাকে। গ্রাহক দৃষ্টিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারে। কেহ যদি কৃত্রিম মুদ্রা ব্যবহার করে, সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়।

বাণিজ্যের অধিকতর সুবিধার জন্য ধাতুর পরিবর্ত্তে এক এক খণ্ড কাগজ প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহার কিছুই মূল্য নাই; কেবল রাজা প্রজা উভয়ের সম্মতিতে উহার মূল্য স্বীকার করা হইয়াছে, ফল কথা উহা প্রতিজ্ঞা পত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রাজপ্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট কাগজকে আমাদের সকলে নোট বলিয়া জানে। বস্তুতঃ উহা প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট নোটই বটে। উহা বাণিজ্য কার্য্যের পক্ষে বড় সুগম। কারণ, এককালে একস্থানে অধিক পরিমাণে অর্থ রাখা যায় এবং পত্রের ভিতর করিয়া স্থানান্তরে পাঠাইতে সহজ হয়।

টাকা, মোহর ও নোট বাণিজ্য কার্য্যের সুগম বটে, কিন্তু সকল দেশের টাকা, মোহর ও নোট সমান নয়। সে জন্য বিনিময়ের সময় বাঁটা লাগে। যে কোন দ্রব্য হউক না, তাহার গ্রাহক অল্প এবং উহা অপর্য্যাপ্ত হইলে সে দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হয়। গ্রাহক যত অল্প হইবে এবং উহা যত দুষ্প্রাপ্য হইবে, উহার মূল্যও তত বাড়িবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দুই মণ চাউল দিলে একটী টাকা মিলিত। এখন এক মণ চাউল দিলে তিন টাকা পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বে চাউলের গ্রাহক অল্প এবং টাকা মহার্ঘ ছিল। রূপা দিন দিন যে সুলভ হইতেছে, ইহা অনেক কারণে বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাঁসার অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল। ক্রমে রূপা সস্তা হইয়া আসিল, কাঁসার আর আদর রহিল না। সকলেই রূপার অলঙ্কার গড়াইল। কিন্তু রূপারও আর গুমার থাকে না,—ইহা ক্রমশঃ সস্তা হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ইতর লোক আট দিন মজুরি করিলে এক তোলা রূপা পাইত,—এখন আর সে বাজার নাই, সম্প্রতি চারি দিন শ্রম করিলেই এক তোলা রূপা মিলে। কাজেই এখন সকলে সোণার অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতেছে।

রৌপ্যের মূল্য যেরূপ কমিয়া গিয়াছে, স্বর্ণের সেরূপ যায় নাই। পূর্ব্বে চৌদ্দ তোলা রূপা দিলে এক তোলা সোণা মিলিত। মুসলমান বাদসাহের সময়ে এক তোলা স্বর্ণের মূল্য ষোল তোলা রৌপ্য ছিল। এইরূপে রৌপ্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পরে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল রৌপ্যের মূল্য নিতান্ত কম হইয়া গিয়াছে। এখন বাইশ তোলা রূপা দিলে এক তোলা সোণা মিলে।

রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইবার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে দুইটী প্রধান ও স্পষ্ট—প্রথম, বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে দেশীয় ধন বৃদ্ধি। দ্বিতীয়, বাজারে অধিক রৌপ্য সঞ্চয়। প্রথম কারণটী মঙ্গলকর; কিন্তু, দ্বিতীয় কারণটী ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। আমাদের দেশে অতি পুরাকাল হইতে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। মনু প্রভৃতি অতি প্রাচীন

পুস্তকে দীনার শব্দের নামোল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুরাজাদের রাজত্ব সময়ে যে সকল স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহা আজিও অনেক স্থানে আছে। প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি অনেক পুরাতত্ত্ব-বুভুৎসু মহাত্মাগণ ভারতবর্ষের স্থানে স্থানের বিস্তর পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল মুদ্রা কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী ঘরে আছে এবং উহাদের অনুরূপ চিত্র এসিয়াটীক রিসার্চে দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী মিউজমে বহুকালের মুদ্রা সঞ্চিত আছে।

মুসলমান বাদ্সাহের রাজত্ব সময়েও আমাদের দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। পরে ইংরাজেরা এদেশ অধিকার করিলে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার এককালে উঠিয়া গিয়াছে। এখন কেবল রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা আমরা ব্যবহার করি। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রার বহুল চলন। সেখানে তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা আছে বটে; কিন্তু অধিক মূল্যের কারবার স্বর্ণমুদ্রায় হইয়া থাকে। ইংলণ্ডীয় টাকার নাম ও মান-পরিভাষা এইরূপঃ—

৪	ফার্দিঙ্গে	১	পেনি
১২	পেনিতে	১	সিলিং
২০	সিলিঙ্গে	১	পাউণ্ড
২১	সিলিঙ্গে	১	গিনি

এই গিনি মুদ্রা সচরাচর আমাদের দেশে আইসে এবং উহাতে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

বিলাতে স্বর্ণমুদ্রার চলন, এদেশে রৌপ্যমুদ্রার চলন। এখন রূপা সস্তা হওয়ায় এই বৈষম্য আমাদের ঘোর অনিষ্টপাতের কারণ হইয়া উঠিতেছে। সকলেই জানেন, ভারতের রাজস্ব হইতে প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে এক কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড পাঠাইতে হয়। যখন এক টাকার মূল্য ইংলণ্ডীয় দুই সিলিং অর্থাৎ দশ টাকায় এক পাউণ্ড ছিল, তখন ষোল কোটি টাকা দিলেই হইত। এখন রূপা সস্তা হওয়ায় আমাদের ব্যয়ভার বাড়িয়াছে। আর ষোল কোটি টাকায় এখন হয় না। সম্প্রতি এক টাকার মূল্য এক সিলিং আট পেনি অর্থাৎ বার টাকায় এক পাউণ্ড হইয়াছে। সুতরাং এখন ষোল কোটি টাকার স্থানে উনিশ কোটি বিশ লক্ষ টাকা দিলে এক কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড হয়। দেখ, এক রূপার মূল্য হ্রাস হওয়ায় ভারতের কি সর্ব্বনাশ! সহজে ভারত জঠর জ্বালায় চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছে, রাজ্যের কত করভার

মস্তকে বহন করিতেছে, তাহার উপর অনর্থক এই ব্যয়ভার—প্রতিবৎসর বৃথা তিন চারি কোটি টাকা অপব্যয় হইতেছে।

ভারতের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাতে দিন দিন যদি ব্যয়ভার না লঘু করা হয় তবে ত রক্ষা নাই। ভারতের নাম আছে, কিন্তু সে ধন, সে সম্বল আর নাই। ভারত মরিলেও ভারতের স্বর্ণভূমি নাম ঘুচিবে না; কিন্তু সে নাম আর মিছা—আর তাল বন নাই, অনেক দিন তাহার মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে, এখন কেবল তালপুকুর নামমাত্র আছে। ভারতের এখন দুঃখের দশা। সময়োচিত কাজ চাই, সময়োচিত ব্যবহার চাই। যখন ভারত অপরিমিত ব্যয়ভার বহন করিতে পারিয়াছিল,—করিয়াছিল, সহিষ্ণুতার সহিত সে ভার বহন করিয়াছিল, একটী কথা কয় নাই। কিন্তু চির দিন সমান যায় না, আজ দুঃখী ভারতের অবস্থার মত ব্যবস্থা হউক, অনর্থক ব্যয়ভার লাঘব করা হউক।

আমাদের শুনিয়া আহ্লাদ হইয়াছে,—এই অপব্যয় নিবারণের জন্য ইউরোপে একটী মহাসভা হইয়াছে। এই সভার ফলাফল কি হইবে বলিতে পারি না। আমরা মূর্খ ভারতবাসী, বলিতে পারিব এমন ভরসাও করি না। যাহা হউক, আমাদের কোন কথা বলিয়া কাজ নাই—বলার অনেক দোষ, কোথায় কোন্ কথার কূট অর্থ বাহির হইবে,—শেষ একে আর ঘটিয়া বসিবে। তায় কাজ নাই, এস চক্ষুর জল ফেলি, তাতে রাজভক্তির ত্রুটি দেখাইবে না—দুঃখ হইলে কাঁদিতে হয়। এস সরল অন্তঃকরণে আমরা রাজপুরুষদিগকে একটী উপায় দেখাইয়া দিই।

ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া প্রতিবৎসর আমাদিগের প্রায় বিশ কোটি টাকা লাগিতে বসিয়াছে। এখন এমন একটী উপায় দেখা চাই, যদ্দ্বারা ঐ বিশ কোটি টাকা অন্য উপায়ে উঠিতে পারে। সকলেই জানেন মাদকদ্রব্য গবর্ণমেণ্টের একচেটে ব্যবসায়, তাহাতে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। মাদক-দ্রব্য ও লবণের ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভের বিষয়। ভারতের পঞ্চাশ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে একৈক আফিম ও লবণ হইতে ষোল কোটি টাকা লাভ হয়। এখন দেখা আবশ্যক, ভারতে এমন কোন দ্রব্য আছে কি না যাহা গবর্ণমেণ্ট নিজস্ব করিয়া লইলে ভারতের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই এবং ইংলণ্ডেও সেই দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে। এখন ভারতবর্ষ হইতে অন্য দেশে তুলা, শস্য, চিনি, নীল, চা প্রভৃতি

অনেক দ্রব্য প্রেরিত হয়। দরিদ্র ভারতবাসিরা যে সকল ব্যবসায়ে লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না। কিন্তু, যে কাজে এদেশীয় লোক ব্যাপৃত থাকে না, কিম্বা যে কাজে আজও এদেশীয় লোকে হস্তক্ষেপ করে নাই,তাহা গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বিবাদে নিজস্ব করিয়া লইতে পারেন। বিলাতে তামাক জন্মে না, কিন্তু বিলাতে তামাকের বিলক্ষণ খরচ আছে। ঐ তামাক আমেরিকা হইতে নীত হয়। এদেশে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমেরিকার প্রণালীতে তামাকু প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইতেছে, কয়েকবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাহার চেষ্টাও করা হইয়াছে। বোধ করি সেই চেষ্টা এতদিনে ফলবতী হইল। গবর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যবসায় নিজস্ব করিয়া লন, তাহা হইলে ভারতের ক্ষতির শঙ্কা নাই। এদেশীয় লোক যেমন তামাকের চাস করিতেছে, করুক। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার প্রণালীতে তামাক প্রস্তুত করিবেন, তাহাতে আর কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট সেই তমাক ইউরোপে বিক্রয় করুন, প্রচুর লাভ হইবে। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ও ইউরোপীয় অন্যান্য প্রদেশে প্রায় ছত্রিশ কোটি টাকার তামাক বিক্রীত হয়। অতএব যদি এখানকার তমাকে সুবিধা হয়, তবে ঐ টাকা ভারতের আয় হইতে পাওয়া গেল স্বীকার করিতে হইবে। আমরা অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট ইহা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখুন, অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের উৎপন্ন আফিম চীন দেশে বিক্রীত হয়, তাহাতে সম্বৎসরে গবর্ণমেণ্ট নয় কোটি টাকা পাইয়া থাকেন। তমাকের একচেটে ব্যবসায় করিলে গবর্ণমেণ্ট যদি বৎসর বৎসর ছত্রিশ কোটি টাকা পান, তাহা হইলে ভারতের আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে? ইংলণ্ডে বিনিময় জন্য যে তিন চারি কোটি টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়, ভারত সে ব্যয়ভার হইতে নিস্তার পাইল। আবার তদ্ভিন্ন রাজকোষ হইতে ষোল কোটি টাকা প্রতি বৎসর দিতে হইতেছিল, তাহাও ঐ নূতন আয় হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, এদিকে ভারতকোষে ষোল কোটি টাকা সন সন সঞ্চিত হইবে।

এ পথ অবলম্বন করিলে ভারতের কিছুই ক্ষতি নাই বরং লাভের সম্ভাবনা। অনেক স্থানে পতিত ভূমিতে আবাদ হইবে, দরিদ্র লোকের কর্ম্মের সুযোগ হইবে এবং দেশের আর একটী অর্থকর বাণিজ্য বাড়িবে। এদেশীয়

লোকে যে যেমন তামাকের চাস করিতেছে, তাহারা সেইরূপ করিতে থাকিবে। দেশীয় লোক যদি ভাল অমাক উৎপন্ন করিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রয় করিয়া আমেরিকার প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন। ইহাতে চাসীদের কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষসাধন হইবে।

ইউরোপে যে সভার অধিবেশন হইয়াছে, আমরা তাহার সভ্যদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এ বিষয় ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন। আমাদের বেশ ভরসা হইতেছে, ইহাতে রাজ্যের পরম মঙ্গল হইবে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

মনুসংহিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, মাংস ভক্ষণের বিধি নিষেধের কথা বলা হইবে, এক্ষণে ক্রমে তাহা বলা হইতেছে।

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে ॥ ২৭ ॥

নিম্নলিখিত চারিটী স্থলে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। যথা—প্রথম, যজ্ঞস্থলে। যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রোক্ষণ সংস্কার পূর্ব্বক যে পশু হত হয়, তাহার মাংস। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভোজনের অনুমতি দেন, সে স্থলে মাংস ভোজন করিতে পারে। তৃতীয়, শ্রাদ্ধ ও মধুপর্ক স্থলে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ যথাবিধি নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন করিতে পারেন এবং গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তি মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন। সমাংস মধুপর্কদানের গৃহ্য বচন আছে। চতুর্থ, অন্য কোন প্রকার আহার দ্রব্য না মিলিলে অথবা পীড়া প্রযুক্ত প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে।

প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে মাংস ভক্ষণ করা যে আবশ্যক হয়, তাহা সহেতুক নির্দ্দেশিত হইতেছে।

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনং ॥ ২৮ ॥

প্রজাপতি স্থাবর অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি ও জঙ্গম পশ্বাদি জীবের অন্নরূপে সৃজন করিয়াছেন। অতএব জীব প্রাণধারণার্থ ঐ সকল ভোজন করিতে পারে।

চরাণামন্নমচরাদংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ ॥ ২৯ ॥

অচর তৃণাদি চর হরিণাদির; দংষ্ট্রাহীন হরিণাদি দংষ্ট্রাশালী ব্যাঘ্রাদির; হস্তহীন মৎস্য সহস্ত মনুষ্যাদির; এবং ভীরু হস্ত্যাদি সাহসী সিংহাদির ভক্ষণীয়। বিধাতার সৃষ্টি এইরূপ। এস্থলে দংষ্ট্রাশব্দে সামান্য দন্ত বুঝাইবে না।

নাত্তা দুষ্যন্নদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টাহ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ ॥ ৩০ ॥

ভক্ষয়িতা ভক্ষণার্হ প্রাণিদিগকে প্রতিদিন ভক্ষণ করিলেও দূষিত হয় না। কারণ, বিধাতা ভক্ষয়িতা ও ভক্ষণীয় উভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৃথা মাংস ভক্ষণের নিষেধ করা হইতেছে।

যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবোবিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসোবিধিরুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যজ্ঞের অঙ্গভূত পশু মাংস ভোজন বিধেয়। ইহা দৈবোচিত অনুষ্ঠান। ইহার অন্য প্রকারে অর্থাৎ আত্মার তৃপ্তি সাধনার্থ পশুহত্যা করিয়া তন্মাংস ভক্ষণ করিলে রাক্ষসোচিত কার্য্য করা হয়। ফলতঃ যজ্ঞাদিস্থলে দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া মাংস ভোজন করিবে না। তাদৃশ মাংস ভোজনকে বৃথা মাংস ভোজন বলে।

ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা।
দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি ॥ ৩২ ॥

ক্রীত বা স্বয়ং উৎপাদিত অথবা অন্যদত্ত মাংস দেবগণ ও পিতৃগণকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না।

নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বাহ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেঽবশঃ ॥ ৩৩ ॥

মাংস-ভক্ষণ-বিধিনিষেধজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপদকাল ব্যতিরেকে অবৈধ মাংস

ভক্ষণ করিবে না। অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিলে সে ব্যক্তি যে পশুর মাংস ভোজন করে, সেই পশু পরলোকে তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। সে আর তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

ন তাদৃশং ভবত্যেনোমৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ॥ ৩৪॥

যে ব্যক্তি দেবতা ও পিতৃগণকে নিবেদন না করিয়া বৃথা মাংস ভোজন করে, তাহার যেরূপ পাপ হয়, জীবিকার নিমিত্ত মৃগহননকারী ব্যাধাদির সেরূপ পাপ হয় না।

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যোমাংসং নাত্তি মানবঃ।
সপ্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিং॥ ৩৫॥

যে ব্যক্তি যথাবিধি নিযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধে ও মধুপর্কে মাংস ভোজন না করে, সে মৃত্যুর পর একবিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

অসংস্কৃতান্ পশূন্ মন্ত্রৈর্নাদ্যাৎ বিপ্রঃ কদাচন।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাশ্রিতঃ॥ ৩৬॥

ব্রাহ্মণ কখন বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা অসংস্কৃত পশু মাংস ভক্ষণ করিবে না। কিন্তু পশুযাগাদিবিধি আশ্রয় করিয়া মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত পশু ভক্ষণ করিবে।

কুর্য্যাৎ ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্য্যাৎ পিষ্টপশুং তথা।
নত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন॥ ৩৭॥

যদি পশু ভক্ষণের একান্ত ইচ্ছা হয়, ঘৃতময়ী অথবা পিষ্টকময়ী পশু প্রতিকৃতি করিয়া ভক্ষণ করিবে, কিন্তু দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে যাগাদির অনুষ্ঠান না করিয়া কখন বৃথা পশু বধ করিবার ইচ্ছা করিবে না।

যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বোহ মারণং।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥ ৩৮॥

যে ব্যক্তি দেবতাদির উদ্দেশ না করিয়া আপনার নিমিত্ত বৃথা পশু বধ করে, হত পশুর শরীরে যত রোম, সে তত কাল মৃত্যুর পর জন্মে জন্মে মারণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাকে তত জন্ম সে হত্যা করে।

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥ ৩৯॥

প্রজাপতি স্বয়ং আদর পূর্ব্বক যজ্ঞার্থ পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন। যজ্ঞ এই

সমুদায় জগতের মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত হয়। অতএব যজ্ঞে যে পশু বধ, সে অবধ, অর্থাৎ যজ্ঞে পশুবধে দোষ হয় না।

ওষধ্যঃ পশবোবৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ॥ ৪০॥

ব্রীহিযবাদি ওষধী, ছাগাদি পশু, বৃক্ষাদি, কূর্ম্মাদি ও কপিঞ্জলাদি পক্ষী; ইহারা যজ্ঞার্থ নিহত হইলে জন্মান্তরে সবিশেষ উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবোহিংস্যানান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ।

মধুপর্ক যজ্ঞ ও পিতৃদৈবত কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি স্থলে পশু বধ করিবে, এতদ্ভিন্ন স্থলে করিবে না, মনু এই কথা কহিয়াছেন।

এষ্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিৎ দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিং॥ ৪২॥

বেদতত্ত্বার্থবিৎ ব্রাহ্মণ যদি উক্ত মধুপর্কাদি স্থলে পশু বধ করেন, তাঁহার নিজের ও পশুর উত্তম গতি লাভ হয়।

গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥ ৪৩॥

ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রমে থাকুন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করুন, আর বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিতি করুন, কোন আশ্রমেই আপদকাল উপস্থিত হইলেও অশাস্ত্রীয় হিংসা করিবে না।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাৎ বেদাৎ ধর্ম্মোহি নির্বভৌ॥ ৪৪॥

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে বেদবিহিত যে হিংসা, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে। কারণ, বেদে তাহাকে অহিংসা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। বেদ হইতেই ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে।

যোহহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
সজীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥ ৪৫॥

যে ব্যক্তি নিজ সুখের ইচ্ছায় অহিংস্র হরিণাদি নিরীহ প্রাণীর প্রাণ বধ করে, সে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয় না।

যোবন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥ ৪৬॥

যে ব্যক্তি কোন প্রাণির বন্ধন, বধ ও ক্লেশ দিবার ইচ্ছা না করে, সে অনন্ত সুখভোগী হয়।

যৎ ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যোহিনস্তি ন কিঞ্চন ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি কাহারই হিংসা না করে, সে যে চিন্তা, যে কর্ম্ম ও যে অভিলাষ করে, তাহা তাহার অনায়াস-লভ্য হয়।

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মাৎ মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রাণিবধ না করিলে মাংস পাওয়া যায় না, প্রাণিবধ স্বর্গের নয়, নরকের কারণ। অতএব মাংস পরিত্যাগ করিবে।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥

মাংস শুক্রশোণিতের বিকারবিশেষ, অতএব ঘৃণাকর এবং প্রাণির বধ বন্ধন ব্যতিরেকে সেই মাংস লাভ হয় না, প্রাণির বধ ও বন্ধন নিষ্ঠুর কর্ম্ম, এই সকল বিবেচনা করিয়া মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইবে।

ন ভক্ষয়তি যোমাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে ॥ ৫০ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া পিশাচের ন্যায় অবৈধ মাংস ভক্ষণ না করে, সে সর্ব্ব-লোকপ্রিয় হয় এবং ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হয় না।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥ ৫১ ॥

যে ব্যক্তি প্রাণি-বধে অনুমতি দেয়; যে হত্যা করে; যে ছুরিকাদির দ্বারা মাংস ছেদন করে; যে সেই মাংস ক্রয় বিক্রয় করে; যে পাক করে; যে পরিবেশন করে; যে ভক্ষণ করে; ইহারা সকলেই ঘাতক। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, অবৈধ প্রাণিহিংসায় অনুমতি প্রভৃতি করাও কর্ত্তব্য নয়।

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবান্ ততোহন্যোনাস্ত্যপুণ্যকৃৎ ॥ ৫২ ॥

দেবগণ ও পিতৃগণের অর্চ্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বমাংস বর্দ্ধনের ইচ্ছা করে, তাহার তুল্য অপুণ্যবান আর নাই।

বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যোযজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেৎ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং ॥ ৫৩ ॥

যে ব্যক্তি এক শত বৎসরকাল বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধযজ্ঞ করে; আর যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভক্ষণ না করে, সেই দুই ব্যক্তির পুণ্যফল সমান।

ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ ॥ ৫৪ ॥

মাংস পরিত্যাগ হেতু যে ফল পাওয়া যায়, পবিত্র ফল মূলাদি ভক্ষণ ও মুনির অন্ন অর্থাৎ নীবারাদি ভোজন করিয়াও সে ফল পাওয়া যায় না।

মাং স ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

আমি ইহলোকে যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, পরলোকে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে, ইহাতেই মাংস শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, পণ্ডিতেরা এই কথা বলেন। অর্থাৎ সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত মাং আর স এই দুটী পদ হইতে মাংস শব্দ হইয়াছে।

ন মাংসভক্ষণে দোষোন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥ ৫৬ ॥

মাংস ভক্ষণে দোষ নাই, মদ্যে দোষ নাই, মৈথুনে দোষ নাই, এ প্রাণিদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এ সকল হইতে নিবৃত্তি মহাফল প্রসব করে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, মাংস মদ্যাদি বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু যেগুলি শাস্ত্র নিষিদ্ধ, তাহার পান ভোজনাদি করিবে না; আর যদি শাস্ত্রবিহিত মাংসাদি ভক্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার পর। আর নাই। তাহার প্রশংসার্থই এই বচনের আরম্ভ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠীবাঁটায় জামাই বিদায়।

রাত পোহালে ষষ্ঠীবাটা, একারণ চুঁচুড়ার চাটুর্য্যেবাড়ী চাউল বাটার বড় ধূম। পাঁচ বাড়ীর মেয়েরা এসে চাউল বাটিতে বসেছেন, লোড়ার ঘট ঘটানি

শব্দে কাহার সাধ্য কাণ পাতে। বাটীর গৃহিণী শ্যামাসুন্দরী কহিলেন "দেখ মা চা'ল গুলো যেন ভাল করে বাটা হয়; নইলে ষষ্ঠীর কোলের বেরাল ভাল গড়ান হবে না।"

শ্যামাসুন্দরী চুঁচুড়ার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। হরগোবিন্দ বিলক্ষণ সঙ্গতি-পন্ন লোক, এজন্য মেয়েটীকে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন গরিব কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়া ঘরজামায়ে করিয়া রাখেন; এবং নিজের পুত্রাদি না থাকায় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় কন্যার নামেই উইল করিয়া যান। চুঁচুড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা শ্যামাসুন্দরীর নাম করিলে চিনেন; কিন্তু রাধানাথের নাম করিলে চিনিতে পারেন না; কারণ ঐ ব্যক্তি স্ত্রীর নিকট পেটভাতার গমস্তাগোছ ছিল। শ্যামাসুন্দরী কহিলেন "মা, চালগুলো যেন ভাল করে বাটা হয়, তা না হলে ষষ্ঠীর কোলের বেরাল ভাল গড়ান হবে না। জামাই সেই বিয়ে করে গেলেন আর এলেন না। যতবার আস্তে পাঠিয়েছি, বলে পাঠিয়েছেন "এক্ষণে স্ত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হলে লেখা পড়া আর হবে না।" এবার বাছা আমার তিনটে পাশ করে তবে আসচেন। এবারকার ষষ্ঠীবাটায় আমার কত আমোদ! কিন্তু রাত পোহালে ষষ্ঠীপূজা তার তো কিছুই উদ্যোগ করা হলো না। কেবল বেরাল গড়ানোর চাল বাটা হচ্চে। জামাই সাতটার গাড়িতে আসবেন বলে পাঠিয়েছেন। ঘরে এমন একটু বাঁকারি নেই যে তা দিয়ে তীর ধনুক তৈয়ের করি, রাত থাকতে রঘোকে পাঠিয়ে বাঁশঝাড় থেকে একখান মুড়ো বাঁশ, ১৬॥ গণ্ডা বাঁশ পাতার কোঁড়, কতকগুলো দূর্ব্বাঘাস, একটা বটের ডাল আনাবো। চাঁপা তুই সকাল সকাল বাবুর বাজার থেকে বেস রাঙ্গা রাঙ্গা আম, কচি কচি তাল শাঁস, কাঁঠাল, কলা, জাম, খেজুর, ফুটি, তরমুজ, নিচু, গোলামজাম কিনে এনে দিস। আর ওবাড়ীর নিস্তারিণীকে ডেকে দিস, সে এসে কিরণময়ীর চুল বেঁধে ভাল করে শিখয়ে পড়িয়ে দেবে। কি জানি মা, জামাই তিন তিনটে পাশ, বাছাকে পাছে ঠকিয়ে যায়। মালতী আমার অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় জামাই নিয়ে ষষ্ঠীবাঁটায় আমোদ আহ্লাদ করা ভাগ্যে ঘটে নাই; ছোট জামাই জহরিলাল ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাকুন, এঁকে নিয়ে যেন বৎসর বৎসর সকল সাধ মিটাতে পারি।"

এই সময়ে রঘো চাকরকে বাটীর মধ্যে আসিতে দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী কহিলেন "রঘু, ভোরে গিয়ে বাঁশ ঝাড় থেকে একখান মুড়ো বাঁশ কেটে

আনিস। কাল জামাই-ষষ্ঠী, ছোট জামাই বাবু আস্‌বেন” রঘো একে ইতর লোক তাহাতে আবার আধ পাগলা,বাঁসের কথায় কিছু অবাক হইল—বিস্ময় হইল অথচ মনের আবেগে ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না কহিল “মা, বাঁশ কি জামাই বাবুর বুকে দিতে হবে?”

শ্যামা। ষাট, ষাট, ষেটের বাছা। তুই কি কিছুই জানিস নে? নূতন বাঁশের বাঁখারি করে তীর ধনুক তৈয়ের কর্‌তে হবে। সেই তীর ধনুক ও অন্যান্য জিনিসের জলে জামাইকে ষাট ষাট করে আশীর্ব্বাদ করতে হয়। তুই প্রাতঃকালে উঠেই ১৬৷৷০ গণ্ডা বাঁশ পাতার কোঁড়, একটা বটের ডাল, কতকগুলো দুর্ব্বাঘাস ও একখানা মুড়ো বাঁশ আমাকে এনে দিতে চাস্।

রঘো স্বীকার করিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ষষ্ঠীবাঁটায় জামাইকে বুঝি বাঁশপাতা, দুর্ব্বাঘাস, বটপাতা খাইতে দেয়।

প্রাতে রঘুনাথ কাঁদে একখান মুড়ো বাঁশ, মাথায় একবোঝা বাঁশ-পাতা, বটপাতা, লম্বা লম্বা দুর্ব্বাঘাস লইয়া আসিতেছে; এমন সময়ে দেখে জামাই বাবু কার্পেটের ব্যাগ হাতে, গ্রীষ্মকালে পায়ে ফুল ষ্টকিং, গাত্রে ২।৩ টে পীরাণ, মুখময় দাড়ি ষ্টেষণ হইতে আসিতেছেন।

রঘুনাথ মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় জামাই বাবুকে তত্ত্ব তাবাশ করিতে যাইত। এজন্য উভয়ে বেস চেনা সোনা ছিল। জামাই বাবু কহিলেন “কিরে রঘো, ভাল আছিস তো; তোর মাথায় কি?” রঘো উত্তর করিল “তোমারই খাবার নিয়ে যাচ্চি।” জামাই বাবু রঘো তামাসা করিল ভাবিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলেন।

রঘো বাড়ী গিয়ে “মা, মা” শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল। শ্যামা-সুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন “কিরে?” রঘো কহিল মাথা থেকে আস্তে আস্তে নাম্‌য়ে নেন। দেখুন দেখি, এতে জামাই বাবুর পেট ভর্‌বেতো? আমি রাত থাক্‌তে গিয়ে কেবল মাঠে মাঠে ঘাস ছুলে বেড়য়েছি।”

শ্যামা। তুমি মর। বাঁশপাতের কোঁড় আস্তে বলেছি, তুই পাকা পাকা পাতা নিয়ে এলি। আর সময় নেই কি করি বল দেখি? দুর্ব্বা এথেকে বেচে নিলে হতে পার্‌বে।

এই সময়ে চাঁপা আসিয়া বাজারের চুবড়ী নামাইল। শ্যামাসুন্দরী লাল আম, কচি কচি তালশাঁস, এবং প্রস্তুত করা ১৬৷৷ গণ্ডা বাঁশপাতার কোঁড়

বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন এবং যথা সময়ে সেই কাঁচা বাঁশে তীর ধেনুক তৈয়ের করাইয়া, ঘট কক্ষে ভাগীরথীতে স্নান করিতে চলিলেন।

এদিকে জহরিলালকে বাটীর মধ্যে ডাকাইয়া আনিয়া ঠাকুরঝি মালতী দেবী এবং আরো দুই একটী প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক তৈল হরিদ্রা মাখিবার জন্য উপরোধ করিতে লাগিলেন। জহরিলাল একে ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, তাহাতে আবার ব্রাহ্ম, অতএব চটিয়া আগুন হলেন।

মালতী কহিলেন " ভাই, রাগ কর কেন? শুদ্ধ তোমার কপালে একটু ছুঁইয়ে দিচ্চি। যে সর্ব্বাঙ্গে চুল রেখেছ, হাত দিয়ে হলুদ মাখাবার ত স্থান নাই। অন্য সময় এলে আমরা এ বিষয়ের জন্য উপরোধ কর্‌তাম না, আজ বড় আহ্লাদের দিন সেই জন্যই উপরোধ কর্‌চি। তোমার পড়া শুনা আর কতকালে শেষ হবে? এক রমণী কহিল " তোমাকে ভাই কে বলেছে " স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আর পড়া শোনা হয় না। কত লোককে যে পুত্র, কন্যা, ঝি, জামাই নিয়ে ঘর কন্না কর্‌তে কর্‌তে পড়া শোনা কর্‌তে দেখা যায়। আজ আবার তোমার মুখে নূতন কথা শোনা যাচ্চে কেন? ভগ্নী কিরণময়ীর বয়স ১৮। ১৯ বৎসর হইল। ২। ৩ ছেলের মা হবার বয়স হয়েছে; কিন্তু তোমার দোষে হবার যো নাই।

জহরি। ঈশ্বর যদি দিতেন অবশ্য হতেন, আমার হাত কি?

মালতী। তোমার অনুপস্থিতে ঈশ্বর কি পুত্র দিয়ে যাবেন?

জহরি। সেই দয়াময়ের অসাধ্য কি আছে? তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের উপমা হয় না। মালতী ঠাকুরঝি, তুমি যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর, ঈশ্বর যে কি জানিতে পারিবে। তোমার সমস্ত যন্ত্রণা দূরে যাইবে; আবার বিধবা হতে সধবা হইয়া সন্তানের মা হয়ে সমস্ত যন্ত্রণার হাত এড়াবে।

প্রতিবেশী। মালতী বিধবা, সন্তানের মা হবে কিরূপে?

জহরি। করুণাময়ের করুণায়। আমি আবার উহাঁর ব্রাহ্মমতে বিধবা বিবাহ দিব।

মালতী ভগ্নীপতির সহিত দুটা সদালাপ করিবেন ভাবিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু শিক্ষিত বোনায়ের কথায় মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাইলেন। তিনি উঠিলেন, যাইবার সময় কাণ দুইটী দিব্য করিয়া মলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কিরণময়ীর নিজপতির সহিত কখন দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায়

আলাপ ছিল না। এক্ষণে অন্তরাল হইতে তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন " মা, বলেন—আমার কিরণের অদৃষ্ট ভাল, জামাই তিনটে পাশ; কিন্তু একি! পাগল না জানোয়ার!!"

এ দিকে শ্যামাসুন্দরী ভাগীরথীতে স্নান করিয়া সেই সমস্ত একত্রে বাঁধা বাঁশ পাতার কোঁড়, তীর, ধনুক ইত্যাদি বারিপূর্ণ ঘটে নিমগ্ন করাইয়া জামাই ও কন্যাগণের উদ্দেশে "ষাট ষাট" শব্দে আশীর্ব্বাদ-বারি নিজ বক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আশীর্ব্বাদ করা শেষ হইলে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাঙ্গণে একটী বটের ডাল পুতিলেন। এবং তাহার তলে একটী পিটুলির বেরাল, তীর, ধনুক প্রভৃতি রাখিয়া এবং নানাবিধ নৈবেদ্য ও ধূপ দীপ সাজাইয়া পুরোহিত কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই কন্যা মালতী এবং কিরণময়ী এই সময় মাতার নিকটে গিয়া বসিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুরোহিত কন্যা রামী ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পূজা আরম্ভ হইল। পূজা শেষ করিয়া রামী ঠাকুরাণী, শ্যামাসুন্দরী ও কিরণময়ীর হাতে এক একটী ফুল দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন " ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর, পাকা মাথায় সিঁদুর দেও, ঝি জামায়ের মা হয়ে চিরকাল মাচ ভাত খাও।" আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে সঙ্গে একখানি গামচা আসিয়াছিল। তাহাতে নৈবেদ্যের দ্রব্য সামগ্রীগুলো ভাল করে বন্ধন করিয়া নিজ কায়দায় রাখিলেন এবং সিঁদুরের পাতাটী শ্যামাসুন্দরীকে কপালে দিতে দিয়া ষষ্ঠীর কথা আরম্ভ করিলেন;—

" এক তিলিদের বৌ অত্যন্ত পেটকী ছিলেন। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাজা মাচ খান, কড়া থেকে দুদের সর তুলে খান; শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "একটা কাল বিড়াল এসে খেয়ে গিয়াছে।" বিড়ালের নামে বদনাম দেওয়ায় ষষ্ঠীর মনে রাগ হলো। তিনি, বৌ বিয়ুলেই বেরালকে শিখিয়ে দেন আঁতুড় ঘর থেকে ছেলে চুরী করে আন। এরূপে বৌ যত ছেলে বিয়োন বেরাল মুখে করে নিয়ে গিয়ে ষষ্ঠীর কাছে রেখে আছে। বৌ ছেলে যাওয়ায় কাঁদতে লাগলেন, শাশুড়ী ষষ্ঠীতলায় গিয়ে ধন্না দিলেন। স্বপ্ন হলো—তোর বৌ আমার বেরালের নামে বদনাম দেওয়ায় আমিই ছেলে এনেছি। ফেরত দিচ্ছি নিয়ে যা। সকলকে সাবধান করে দিস কেউ যেন চক্ষে না দেখে আমার বেরালের দোষ

না দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আমার পূজা প্রচার কর্‌বি। ঐ দিন বটের ডাল পুতে তার তলায় পিটুলির বেরাল, বাঁশ পাতার কোঁড়, তীর, ধনুক পাকা আম রাখিয়া যেন নানাপ্রকার ফল ফুলরী দিয়া আমার পূজা করে। পূজা শেষ হইলে যে এই কথা শুনিবে তাহার ঝি, জামাই, বেটা, বৌ, আমার আশীর্ব্বাদে সুখে থাকিবে।”

কথা শোনা শেষ হইলে শ্যামাসুন্দরী গলদেশে অঞ্চল বেষ্টন করিয়া রামী ঠাকুরাণীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন এবং জামাই-আশীর্ব্বাদের স্থান করিতে যাইলেন। রামী ঠাকুরাণীও নৈবিদ্যের পোঁটলাটী হস্তে লইয়া চলিয়া গেলেন।

স্থান প্রস্তুত হইলে চাঁপা গিয়া জামাই বাবুকে ডাকিয়া আনিল। জামাই বাবু আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেখেন এক খানি থালে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সাজান রহিয়াছে। আর এক খানি থালে একযোড়া ধুতি উড়ানী রহিয়াছে। তিনি উপবেশন করিলে শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী ধান দূর্ব্বা হাতে, একগলা ঘোমটা দিয়া নিকটে আসিলেন এবং প্রথমে সেই ঘটের ঘাট জল কিঞ্চিৎমাত্র জামাইয়ের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

জহরিলাল এক জন ঘোর ব্রাহ্ম। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া আন্তরিক দুঃখ সহকারে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল—“ হে ঈশ্বর! হে করুণাময়! একি! বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা না জানি তোমার কতই অবমাননা করিতেছে! হে বিভু! হে জ্যোতির্ম্ময়! হে কিরণময়!——

শ্যামাসুন্দরী এই সময় ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ শেষ করিয়া জামায়ের হাতে জলখাবারের বাটা দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ কিরণময় নাম শ্রবণে মনে মনে ভাবিলেন ষষ্ঠীবাটায় শাশুড়ী জামাইকে ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে বোধ করি জামাই তা জানেন না, কারণ আর কখনত ষষ্ঠীবাটায় আসেন নাই এই প্রথম আসা। আমি ঘোমটা দিয়ে থাকায় কে তাহাও হয়তো স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন তাঁহার পত্নী কিরণময়ীই বুঝি আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। অতএব ভ্রমবশতঃ যদি স্ত্রী সম্ভাষণ করিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় মুখের ঘোমটা খুলিয়া চীৎকার শব্দে কহিতে লাগিলেন—“ বাবা, আমি; বাবা, আমি; তোমার কিরণ-

মর নই।” বলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে সেই জলখাবার পূর্ণ বাটা হাতে দেবেন কি জামাতার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

এই সময় রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোরু বাঁধিতেছিলেন, গৃহিণীর কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া “মার” “মার” শব্দে ছুটিয়া আসিলেন। ভৃত্য রঘুনাথ গোরুর জাব দিতেছিল প্রভুর সাহায্যার্থে বঁটী হাতে ছুটিয়া আসিল। জামাই অপ্রতিভ হইয়া বুঝাইয়া দিলেন “তিনি বাঙ্গালিদের বদ বিশ্বাস দেখিয়া ঈশ্বরের নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে অনুতাপ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন এইমাত্র অপরাধ।”

এই কথায় সকল গোল মিটিয়া যাইল। শাশুড়ী আবার নূতন করিয়া বাটা সাজাইয়া আনিয়া জামাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। এবার আর তিনি ঘোমটা দিয়ে আসিলেন না, কারণ ইতিপূর্ব্বেই ঘোমটা খুলিয়া জামাতার সহিত কথা কহিয়া ফেলিয়াছেন।

জলযোগ করিয়া জামাই বাবু বহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিলে শ্যামাসুন্দরী লুচি ভাজিতে যাইলেন এবং মালতী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন জামাই বাবু তাঁকে কি বলায় শয়ন করিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। এই কথা শ্রবণে মনে মনে মহা দুঃখিতা হইলেন এবং ষষ্ঠীবাটার কিছুমাত্র আমোদ উপভোগ করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে লুচি ভাজা শেষ হইলে জামাই আসিয়া আহারে বসিলেন, শাশুড়ি একথাল লুচি ও মিষ্টান্ন জামায়ের কোলে দিয়া যাইলেন। রাধানাথ এই সময় ছুটিয়া গিয়া পাশের বাড়ী হইতে একবাটী রাঁধা পাঁটার মাংস চাহিয়া আনিয়া জামায়ের কোলে দিয়া কহিলেন “বাবাজী, লুচি দিয়ে এই মহাপ্রসাদ খাও।”

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জহরিলাল একজন ঘোর ব্রাহ্ম সুতরাং পাঁটার মাংস আহার করা দূরে থাক, তিনি মৎস্য পর্য্যন্ত আহার করিতেন না। ...র মাংস দিয়া মহাপ্রসাদ বলায় দ্রব্যটা কি তাহাও স্থির করিতে পারি-...না; সুতরাং ভোজন লালসায় হাত দিয়া দেখেন সর্ব্বনাশ! সতীত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অমি “ওয়াক” “ওয়াক” শব্দে ছুটিয়া গিয়া বমী করিতে বসিলেন। জামাতার অকস্মাৎ এদশা ঘটিল কেন না জানিয়া শ্যামা-সুন্দরী তালবৃন্ত হস্তে ছুটিয়া গিয়া ব্যজন করিতে বসিলেন। বহির্ব্বাটী হইতে রাধানাথ ছুটিয়া আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্যামাসুন্দরী কহি-লেন “বোধ হয় মাংসে মাচি পড়িয়াছিল।

এই সময় জহরিলাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিতেছিলেন " প্রভো ! করুণাময় ! এ অধমের গতি কি হইবে ? আজ এ অজ্ঞানকৃত মহাপাপে নিমগ্ন হইল ; ইহাকে উত্তোলন কর। নইলে তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক রটিবে।

শ্যামাসুন্দরী বাতাস করিতেছিলেন, হঠাৎ চেয়ে দেখেন জামাতার চক্ষু দিয়া দর দর বেগে জল পড়িতেছে। তখন তালবৃন্ত ফেলে তিনিও ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেল্‌লেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে নিজ পতিকে কহিলেন " হাঁ করে দেখচো কি ? বাঁধ, জামাই ক্ষেপে উঠেছেন। রাধানাথ গৃহিণীর কথায় গোরুর দড়া আনিতে যাচ্চেন, এমন সময়ে পরিচারিকা চাঁপা কহিল " ভয় নেই ডাইনে দৃষ্টি দেওয়ায় এত আবোল তাবোল বক্‌চেন, সন্ধ্যার সময় ওবাড়ীর রাইচরণকে ডেকে ঝাড়িয়ে নিলেই সেরে যাবেন। এখন উপরে শুইয়ে থুয়ে আসি।

এ কথায় সকলে সম্মত হইলে চাঁপা জামাই বাবুর হস্ত ধরিয়া শোয়াইতে চলিল। যাইবার সময় সে আত্মসাবধান হইয়া জামাই বাবুর পিরাণে একটু থুতু দিয়াছিল।

অপরাহ্ণে মাজের বাড়ীর মেজো গিন্নি এবং অপরাপর বাড়ীর অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেজো গিন্নি কহিলেন " হ্যাঁ মা শ্যামা, জহরিলাল কেমন আছেন ? শুন্‌লাম সে নাকি বমী করেচে, আবোল তাবোল বক্‌চে ! আহা ! মা, তুমি এমন কপালও করেচ ? বৎ-সরকার দিন কোথায় জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, না এই বিপদ ! আহা, মরে যাই, বড় মেয়ের ঐ দশা, ছোটোর আবার এই ! সকলই অদৃষ্টের দোষ॥

শ্যামা। জেঠাই মা, আমার কপাল বড় মন্দ। তা না হলে আজ সকলেই আমোদ কর্‌চে আমি দুঃখে ভাস্‌ছি কেন ? জেঠাই মা ! তো[illegible] আশীর্ব্বাদ কর, জামাই আমার ভাল হউন। মা ষষ্ঠী যেন আজ রা[illegible] বাছাকে ভাল করেন, আগামী বৎসর যোড়া বেরাল দিয়ে পূজো দেব।

মেজ গিন্নি। হয়েছে কি জান মা, তোমার জামায়ের নাকি অত্যন্ত বিদ্যা হয়েচে, তাই বোধ হয় মাথায় জায়গা না হওয়াতে এত আবোল তাবোল বক্‌চেন।

এক রমণী কহিল " ভাল জেটাই মা ! ডাক্তার ডেকে খানিকটে বিদো

গেলে ফেল্লে হয় না ? "আর এক রমণী কহিল " ওলো না লো না, অত্যন্ত গরম হওয়ায় ঐরূপ হয়েচে। বিকেলে একটু চিনির সরবৎ, একটু বেলের পানা, হলো ২। ১ কোয়া দালিমের রোয়া খেতে দিলেই সেরে যাবে।"

শ্যামা। বেদানা ঘরে আছে। ফুটি তরমুজ দেওয়া যায় ?

" না মা, ওসব গরম " বলিয়া, মেজো গিন্নি সেই সমস্ত দল বল সঙ্গে উপরে দেখ্‌তে চল্লেন।

এই সময় জহরিলাল সূর্য্যদেবকে অস্তে যাইতে দেখিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া পরমব্রহ্মের উপাসনায় বসিলেন। তিনি একাকী এক সহস্র হইয়া উপাসনা সম্বন্ধে কোন অঙ্গহীন করিলেন না। একটী ব্রহ্মসঙ্গীত, একটী কীর্ত্তন গান করেন এবং উপাসনা সমাপনান্তে করযোড়ে দাঁড়াইয়া স্তোত্র পাঠও করেন। গৃহের বাহিরে বসিয়া মালতী দেবী এবং অপরাপর অনেক-গুলি স্ত্রীলোক সেই সমস্ত শ্রবণ করিতেছিলেন এবং কখন কখন গবাক্ষের ফাক দিয়া দেখিয়া হাস্য করিতেছিলেন। এই সময় মেজো গিন্নি সদলে উপস্থিত হইয়া মালতীকে কহিলেন " তোমার বোনাই কেমন আছেন ? শুন্‌লাম তোমায় নাকি কি বলায় সমস্ত দিন কেঁদেছ ? দেখ দিদি, ওসব পাগল ছাগলের কথা ধর্‌তে নেই।"

এই সময় জহরিলাল স্তোত্র পাঠ সমাপনান্তে নাচুনে অর্থাৎ বাউলের সুরে স্বয়ং করতালি দিয়া গান কর্‌ছিলেন :—

দয়াল বলে ডাক দেখি বগল তুলে।

ও দয়াল দাঁড়্যে আছেন (দয়াল প্রভু) দাঁড়য়ে আছেন গাছ তলে॥
(দেখ) জীহোবা জোভ, যিশুখ্রীষ্ট, আল্লা কৃষ্ণ সকলে।
সেই দয়াল নামে মত্ত হয়ে মর্ত্ত্যে এসে রং নিলে॥
তিনি বায়ুরূপে ভ্রমণ করেন আঁদার পাঁদার পরোলে।
আবার দাড়িরূপে (দয়াল প্রভু) দাড়িরূপে বিরাজ কচ্চেন, এ অধমের দুগালে॥

মেজো গিন্নি দেখে বল্লেন " ডাইনের টানই বটে। রাইচরণকে ডাক্‌লে হতো। এই সময় রাইচরণও শ্বেতকরবীর ডালের ছড়ি হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জানালা দিয়া চেয়ে দেখে কহিল " ঠিক হয়েচে, আপ-নারা একগাছা মুড়ো ঝাটা এনে দিন দাঁতে করে বাহির করাবো।

মেজগিন্নি। কেমন রাইচরণ ডাইনের দৃষ্টিই বটে, নয় ?

রাই। দেখে বুঝ্‌তে পার্‌চেন না?

এই সময় জহরিলাল তালি দিতে দিতে খুব জলদ সুরে গাইতে লাগ্‌লেন।

দয়াল বলে ডাক দেখি বগল তুলে।

ওদয়াল দাঁড়্‌য়ে আছেন (দয়াল প্রভু) দাঁড়্‌য়ে আছেন গাছ তলে॥ ইত্যাদি

রাইচরণ। রসো, ডাকাচ্চি। ভদ্র লোকের ছেলের ঘাড়ে চেপেছ,শালী তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?

মেজো গিন্নি। রাইচরণ! লোকটা কে বোধ হয়?

রাইচরণ। দেখুন না বল্‌য়ে নিয়ে তবে ছাড়্‌বো।

এই সময় চাঁপা একগাছি মুড়ো ঝাটা আনিয়া দিল। রাইচরণ সেই গাছটী নিকটে রাখিয়া, হাঁটু গেড়ে বসে পাছে ডাইনী পালায় এই আশঙ্কায় আট ঘাট বন্ধন করিতে লাগিল:—

শূন্যে আছেন হনুমান পাথর নিয়ে করে।
পাতালে বাসুকী দেবী স্বয়ং বিহারে।
দক্ষিণ দুয়ারে হয় অঙ্গদের থানা।
পশ্চিম দুয়ারে নীল প্রাণান্তে যেও না।
উত্তরে বিরাজ করেন বুড়ো জাম্বুবান।
পূর্ব্বেতে সুগ্রীব গেলে হারাইবি প্রাণ।
আট ঘাট বেঁধে ডাইনি ফেলেছি তোরে ফেরে।
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা বেরো শিগ্‌গির করে॥

এই সময় জহরিলাল উপাসনা সমাপ্ত করিয়া জানালা দিয়া দেখেন লোকে লোকারণ্য। তিনি মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিলেন "দূর কর, এখানে এসে আমি যতবার ঈশ্বরকে ডেকেচি ততবার বিপদ ঘটেছে, অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত।" এইরূপ স্থির করিয়া ব্যাগ হস্তে লইয়া গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন।

তিনি দ্বার খুলিবামাত্র মেজো গিন্নি কহিলেন "আ! মরি, মরি, রাইচরণের কি জাগ্রৎ ঔষধ, মন্ত্র পড়্‌তে না পড়্‌তে বাহির হয়েচেন।

জহরিলাল দ্বার খুলিয়াই সম্মুখে শাশুড়ী ও শালীকে দেখে কহিলেন "আমি যাই।" রাইচরণ আপন মনে মন্ত্র পড়িতেছিল লাফিয়ে উঠে বল্লে

"তা হবে না, কে তুমি বলে যাও। আর ব্যাগ রেখে তোমাকে ঝাটা মুখে করে বাহির হতে হবে।"

জহরি। তোকে নাম বল্‌বো তুই বেটা কে?

রাইচরণ। বটে! আমি কে? আমায় নাম বল্‌বি কি না বল? এক শ্বেত করবীর আঘাত।

প্রহারে জহরীলালের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তিনি দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইলেন। শ্যামা কহিলেন "রাইচরণ! বাছার বোধ হয় বড় লেগেছে।"

রাইচরণ। মা ঠাকুরুণ, ওঁয়ার কিছুই হয় নি। লেগেছে সেই অন্তরে যিনি বসে আছেন। এক্ষণে আপনারা এক জন এক ঘটী জল নিয়ে বাটীর বাহিরে যান। বাটীর বাহির হলেই উনি মূর্চ্ছা যাবেন, দাঁত লাগ্‌বে।

এই কথা শ্রবণে শ্যামাসুন্দরী এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা জলের ঘটী হাতে দ্রুতপদে বাহির হইলেন; কিন্তু জহরিলালকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন শ্যামাসুন্দরী উচ্চ রবে কাঁদিয়া বলিলেন "ও মা! আমার কি হবে! ওরে, এত গুলো লোকে রোগ ঠাউরাতে না পেরে আমার পাগল জামাইকে ডাইনে খেয়েছে বলে বাটীর বাহির করে দিলে, এখন আমি কোথায় যাই? পাগল মানুষ খুন জখম করে বস্‌লে আরতো বাছাকে ফিরে পাবো না।" কর্ত্তা, গিন্নিকে অনেক প্রবোধ দিয়া জামাতার অন্বেষণে বাহির হইলেন। শ্যামাসুন্দরী সুখের ষষ্ঠীবাটার দিন দুঃখে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া হায়! হায়! শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে যুবতী কিরণময়ীরও হরিষে বিষাদ। তিন বৎসরের পর এই প্রথম স্বামি-সমাগম-দর্শনে পরম আহ্লাদিতা হইয়া মনে মনে কত নূতন নূতন আশা করতেছিলেন। স্বামীর সহিত রজনীতে প্রথমে কি কথা কহিবেন, কি ভাবে রহিবেন কত কি ভাবিতেছিলেন, সে সমস্তভাব দূর হইল। তিনি নিজ শয়ন কক্ষে শয়ন করিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কহিলেন "বোধ হয় নাথের আমার বেশী বিদ্যা হওয়াতেই ক্ষেপে উঠেছেন। আহা! এরূপ বিদ্যালাভ অপেক্ষা স্বামী আমার কেন নির্গুণ হয়ে রহিলেন না। আমি এক সন্ধ্যা শাক অন্ন খেয়েও তাঁকে নিয়ে সুখী হতাম। এক্ষণে বাবা শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এসে সু খবর দিলে বাঁচি। উঃ! মা, প্রাণ যায়! আহা! এই সুখের

জ্যৈষ্ঠমাস কি আমার সর্ব্বনাশ জন্যই এসেছিল? দুই তিন জ্যৈষ্ঠ অগ্নি অগ্নি কাটিয়ে ভেবেছিলাম এই জ্যৈষ্ঠে বুঝি সম্মিলন সুখ ভাগ্যে ঘট্‌লো। কিন্তু ছাই কপালে ঘট্‌বে কেন? এক্ষণে নাথ আমার উন্মাদ-রোগ হতে শীঘ্র শীঘ্র ভাল হলে বাঁচি। একি কম কষ্ট, ভাব্‌তে বুক ফেটে যাচ্ছে— কতলোকের স্বামী এই ষষ্ঠীবাটায় এসে কত আদরে আহার বিহার করে নূতন পরিচ্ছদ পরে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী যাবে। আর আমার জীবিতেশ্বর কিনা শ্বেতকরবীর আঘাত খেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাটী হতে বিদায় হলেন—এই কি "ষষ্ঠীবাটায় জামাই বিদায়।"

শ্রীদুর্গাচরণ রায়—
জামালপুর।

প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়।

১। আরবদেশ। আরব অতি প্রাচীন দেশ। মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক খ্যাতনামা মহম্মদের জন্ম গ্রহণের পরও কিছু দিন পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসিগণ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্ন্যাদি পদার্থের উপাসনা করিতেন। মহম্মদ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে অসত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিয়া সত্য ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য বিবিধ সদসৎ উপায় অবলম্বনের পর চত্বারিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (খ্রীঃ ৬২৩ অব্দে) প্রথমে আপন পরিবারবর্গের মধ্যে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করেন। কালে সেই ধর্ম্ম সমুদয় আরব ও এসিয়ার বহুদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমানেরা এক দিন দারুণ বিজিগীষাপরতন্ত্র ও স্বধর্ম্ম প্রচারার্থী হইয়া স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। এক্ষণে কালবশে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় ইউরোপীয় রাজগণ অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবী হইতে মুসলমান জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ করিয়া দিবেন। পররাজ্য-কামুক ভূপতিগণের হস্তে আর হতভাগ্য মুসলমানগণের রক্ষা নাই!!

বহু দিবস হইতে আরবের কাফি, গুগ্‌গুল, শুষ্ক ফল ও ঘোটক অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখানকার পূর্ব্বতন অধি-

বাসিগণ বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন; এবং বাণিজ্যার্থ সর্ব্বদা মিসর ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে গমনাগমন করিতেন। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেও যখন ইংরেজেরা বাণিজ্যার্থ সুরাট নগরীতে প্রথম গমন করেন, তখনও ভারতের পশ্চিমোপকূলে আরবীয় মুসলমান বণিকগণের অত্যন্ত প্রাধান্য ছিল। যাহা হউক, পূর্ব্বতন আরববাসিগণ ভারতে আসিয়া শুদ্ধ বাণিজ্য দ্বারা যে প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহারা এ দেশের বহুতর শাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন। ভারত তাঁহাদের, শুদ্ধ তাঁহাদের কেন ইউরোপীয় অনেক সুসভ্য জাতিরও একরূপ দীক্ষাগুরু স্বরূপ হইয়াছিলেন। আরবীয়েরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ স্বদেশে ও তৎপরে ইউরোপের অনেক দেশে তৎসমুদয়ের শিক্ষা দেন। যে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আজ কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভুবনবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা হইয়া "আর এত বৎসর পরে অমুক গ্রহের সহিত অমুক উপগ্রহের সাক্ষাৎ হইয়া পৃথিবী প্রলয়দশায় পতিতা হইবে" ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সকল লোককে বিমোহিত ও ভয়-ব্যাকুলিত করিতেছেন; এবং যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুকম্পায় কোন কোন পাশ্চাত্য চিকিৎসক বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ভারতে আসিয়া আরোগ্যমূল অমূল্য আয়ুর্ব্বেদের মস্তকে ক্রমশঃ পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না; বলিতে কি, সেই সকল অত্যাবশ্যক অতি গুরুতর শাস্ত্রের বীজ, এক দিন এই হতভাগ্য ভারত হইতে আরবীয় বণিক্‌গণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন আরবীয়েরা হিন্দুদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রকে অত্যন্ত আদর করিতেন। এমন কি চিকিৎসার্থ সময়ে সময়ে এদেশ হইতে স্বদেশে চিকিৎসকও লইয়া যাইতেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন, আরবদেশীয় এক খানি ইতিহাস (যাহার নাম আয়নুল অম্বা ফিতবকাতুল অত্বা) গ্রন্থে লিখিত আছে, যে কঙ্ক নামক এক জন ভারতবাসী পণ্ডিত ৬৯৪ শকে অলমনসুর বাদসাহের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি ঔষধ ও রোগ নিরূপণ বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে যে সকল পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে এক খানির নাম "বিহৎ সিন্দ হিন্দ" ইহা গণিত শাস্ত্রীয় পুস্তক। অপর এক খানির নাম "সম্রদ"।

"বিহৎ সিন্দ হিন্দ" পুস্তক খানি সংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পুস্তক হওয়া

সম্ভাবিত এবং দ্বিতীয় পুস্তক খানি ঔষধ ও রোগ-নির্ণায়ক পুস্তক, সুতরাং উহা সংস্কৃত সুশ্রুত গ্রন্থ হইবে।

উল্লিখিত গ্রন্থের অন্য এক স্থলে লিখিত আছে যে, ৭০৭। ৮ শকে হারুন্ অলরশীদ্ নামক বাদশাহের উৎকট পীড়া হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে মঙ্ক নামা জনৈক বিখ্যাত চিকিৎসককে লইয়া যান। (১) ইহাঁর চিকিৎসাগুণে তিনি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই মঙ্ক আরবদেশে মহামহোপাধ্যায় রূপে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং আরবীক্ ও পারসীক ভাষাতে অনেক চিকিৎসা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল, তন্মধ্যে "সরক্" "সস্রদ্" ও "নিদান" নামক পুস্তকত্রয়ই প্রধান ছিল।

পাঠকগণ বিবেচনা করুন, সরক্ সস্রদ্ ও নিদান এই পুস্তকত্রয় চরক, সুশ্রুত ও নিদান গ্রন্থ হইবার সমধিক সম্ভাবনা কি না? যদি তাহা হয়, তবে এই পুস্তকত্রয় ৬০০ শকের বহু পূর্ব্বে রচিত হইবে, সংশয় নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনুমান হয় যে, চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে আরবে যায়, তথা হইতে অন্যান্য দেশে গিয়া রূপান্তরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদখানিই বর্ত্তমান সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজস্বরূপ" (২)।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের ন্যায় গণিত-শাস্ত্রও আর একটী বীজ গণিতের মূলস্বরূপ। দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনা ভারতবাসিদিগের মস্তক হইতে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। আরবীয়েরা হিন্দুদিগের নিকট তাহা শিক্ষা করেন। আবার ইটালীর অন্তর্গত পীসা নগরবাসী বিসনার্ড আরব হইতে ইহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে গিয়া সকলকে শিক্ষা দেন। পরে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। কতকাল পূর্ব্বে হিন্দুগণ যে জ্যোতিষ ও গণিত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহার সময় নিরূপণ করা এক্ষণে সুদূরপরাহত। ফরাসী দেশীয় বেলি নামক বিখ্যাত গণিতবিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন, ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুগণ নানা জ্যোতিষ ও গণিত-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তখনও ভারতে ঐ শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। পাঠক! ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবাসিগণ জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিলক্ষণ আলো-

(১) আরব্যোপন্যাসেও এটী লিখিত আছে। লেখক।

(২) ভারতী ২ য় ভাগ ১০ সংখ্যা।

চনা করিতেন। ইহা কি অল্প বিস্ময়, আনন্দ ও শ্লাঘার বিষয় নয়? সে সময় পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণের আদি পুরুষগণ হয় ত বাসস্থানের অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

ফরাসীদেশীয় বেলির এই মতের পোষকতা প্লেফেয়ার ও অন্যান্য দুই একজন পণ্ডিতে করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ডদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ বেণ্টনি এ কথা স্বীকার করেন নাই। না করুন, তিনি যে বলিয়াছেন, "প্রায় ২৭০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।" যদি তাঁহার এই কথাই সত্য হয়,তাহা হইলে তাহাও কত দিনের কথা? জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি না হইলে আর এ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তাহার উন্নতি হইতে কত দীর্ঘকাল গত হইয়াছিল? যাহা হউক, যে প্রাচীন গ্রীক্‌গণ জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন করিয়া সুসভ্য দেশনিচয়ে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন, সেই গ্রীকগণ যখন প্রথম বীজগণিত শিক্ষা করিবার জন্য খড়ি হস্তে করিয়াছিলেন,তখন ভারতে বীজগণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল, তখন আর্য্য-কুল ভট্ট বিখ্যাত আর্য্যভট্ট কত জ্যোতিষিকতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া মর্ত্ত্যে বসিয়া পরমানন্দে আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। আর সে হিন্দু-কুল-গৌরব আর্য্যভট্ট (৩) নাই; সে বীজগণিতের চর্চ্চা নাই; সে দিন গত হইয়াছে!

২। তুরস্কও একটী প্রাচীন রাজ্য। ইহা ছয় অংশে বিভক্ত।

১ম; এসিয়ামাইনর। পূর্ব্বে এখানে ট্রয় ও এফিসস্ নামে দুইটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। ট্রয় ইতিহাসে অতিশয় প্রসিদ্ধ। অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী স্পার্টান রাজকুমারী হেলেনাকে লইয়া এইখানেই কত হতভাগ্য জীবন ত্যাগ করিয়াছিল!! ইহা বর্ত্তমান স্মর্ণানগরীর ৪০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ছিল। ২য়, সীরিয়া,ইহার দক্ষিণভাগকে প্যালেষ্টিন বলে, ১৮৮১ অব্দ অতীত হইতে চলিল, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক যীশু এই প্যালেষ্টিনের অন্তর্গত বেথেলহামনগরে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া প্যালেষ্টিন

---

(৩) "Nor is Arya Bhatta the inventor of Algebra among the Hindoo's; for there seems every reason to believe that the science was in his time in such a state, as it required the lapse of ages and many repeated efforts of invention to produce." &

Elphinstone's History of India Vol I Page 246.

খৃষ্টানদিগের মহাতীর্থ। পূর্ব্বে এখানে বালবেক্ ও পামিরা নামে প্রাচীন বাণিজ্য-প্রধান নগরী ছিল। এখনও তাহাদের সামান্য সামান্য ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ডামস্কস্ ও প্রাচীন নগর। ইহা পট্ট, কার্পাস বস্ত্র, রেশম,ও সুতার প্রধান বাণিজ্য স্থান। ৩য় আলজিজিরা। পূর্ব্বে ইহাকে মেসোপটেমিয়া বলিত। মোসল এখানকার প্রধান বাণিজ্য স্থান। মোসল নগরীর মস্‌লিন্ অতি উৎকৃষ্ট। ৪র্থ; ইরাক্ আরবী। পূর্ব্বে ইহাকে কাল্‌ডিয়া বলিত। বোগদাদ ও বস্রা এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। ৫ ম; কুর্দ্দিস্থান। পূর্ব্ব নাম আসীরিয়া। ৬ ষ্ঠ; আর্ম্মিণিয়া। প্রধান নগর অর্জ্জরম্।

প্রাচীন তুরস্কবাসিরা (তন্মধ্যে ফিনিসিয়ানেরা) বাণিজ্যের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বাণিজ্যই যে ধনাগমের প্রশস্ত পথ, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিয়া বহুদিবস হইল বাণিজ্য-কার্য্যে রত হইয়াছিলেন। প্রাচীন মোসল নগরের বণিকেরা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আরব্য উপন্যাসে মোসলবাসী বণিকগণের বাণিজ্যপ্রিয়তার ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুরা ব্যবসায়ার্থ এখানেও গমন করিতেন। ইতিহাস পাঠে যদিও তাঁহাদের বহির্ব্বাণিজ্যের বিষয় স্পষ্ট করিয়া অবগত হওয়া যায় না সত্য; কিন্তু হিন্দুগণ যে তুরস্কে গমন করিতেন, তাহার দুই চারিটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুগণ এখানে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিয়া একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়েন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের বংশাবলী তুরস্কের স্থানে স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর ইতিহাস "Universal History" পাঠে অবগত হওয়া যায়, কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী—কলচিস্ দেশে অদ্যাপি বহুতর হিন্দুসন্তান বাস করিয়া থাকেন। প্রায় সপাদ শত বৎসর (এক্ষণে প্রায় ১২৫ বৎসর হইল) অতীত হইতে চলিল, প্রাণপুরী নামা জনৈক উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী কার্থেজ, রোম, কায়রো প্রভৃতি পৃথিবীর বহুতর প্রাচীন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বারাণসীতে আসিয়া বলিয়াছেন, বসোরা নগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণ রাও নামক দুইটী বিষ্ণুমূর্ত্তি অদ্যাপি স্থাপিত আছে। তথায় আজিও দুই চারি জনহিন্দু বাস করিয়া থাকেন (৪)।

৩। ফিনিসিয়া। ফিনিসিয়া তুরস্কের অন্তর্গত বর্ত্তমান এসিয়ামাইনরের

(৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২ য় কল্প।

পশ্চিমাংশে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত ছিল। ইহার আয়তন বড় অধিক ছিল না। দীর্ঘে অনধিক ৬০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ১০ ক্রোশ মাত্র; কিন্তু এই ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট স্থানের অধিবাসীরা সামুদ্রিক বাণিজ্য বিষয়ে এমন প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর তৎকাল-পরিচিত এমন নগরী ছিল না, যেখানে ফিনিসিয়ান বণিকগণ বাণিজ্যার্থ গমন করেন নাই। সকল প্রাচীন নগরীর পাদ-দেশ-প্রবাহিত অনন্ত সাগরোপকূলে বন্দরে বন্দরে তাঁহাদের বাণিজ্যপোতের ধ্বজাসমূহ উড্ডীয়মান হইত। যাঁহার ইতিহাস পাঠে কিঞ্চিৎ অনুরক্তি আছে, যিনি ইতিহাস পাঠে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন নরপতিগণের অভ্যুদয়, পতন, রাজ্যশাসন ইত্যাদি অবগত হইতে ইচ্ছুক এবং ইতিহাসকেই জ্ঞানলাভের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন; তিনি নিশ্চয়ই উহঁাদের প্রগাঢ় বাণিজ্য-প্রিয়তার বিষয়, এবং প্রাচীন ট্বায়র নগরীর (৫) অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় অরগত আছেন।

ফিনিসীয়ানেরা অনেক দেবতার আরাধনা করিতেন। তন্মধ্যে "মিলিকৃটস" জলদেবতা, অত্যন্ত প্রধান ছিলেন। সমুদ্র মধ্যে জাহাজ আটকাইলে তাঁহারা ইহার ষোড়শোপচারে পূজা দিতেন; এমন কি নরবলি পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না! বাণিজ্যই ইহঁাদের জাতীয় ব্যবসায় ছিল। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত জাহাজ নির্ম্মাণ করিত। বাণিজ্যার্থ ইহঁারা ভারতেও আগমন করিতেন। কথিত আছে, একদল ফিনিসিয়ান বণিক বাণিজ্যার্থ যৎকালে ভারতবর্ষে আগমন করিতেছিলেন, তখন এক দিন সমুদ্রমধ্যে প্রবল ঝটিকাক্রান্ত হইয়া তাঁহারা আরবের উপকূলবর্ত্তী কোন এক চরে জাহাজ নঙ্গর করিতে বাধ্য হন; এবং সেখানে কালয় নামক এক প্রকার বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ করিয়া তদ্দ্বারা বালুকার উপরে রন্ধন করিয়া আহার করেন। আহারান্তে দেখিতে পান, বালুকা জমিয়া কাচ হইয়া গিয়াছে। এইরূপেই তাঁহারা প্রথম কাচ নির্ম্মাণ করিবার উপায়ের অবিষ্কার করেন। যাহা হউক, ভারত যে তাঁহাদের বাণিজ্যস্থল ছিল, হিরোদোতাসের গ্রন্থে তাহা অবগত হওয়া যায়। ন্যূনাধিক ২৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সলমন্ ও হিরাণ্ রাজার অনুমত্যনুসারে ফিনিসিয় বণিকেরা ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থ গুজরাট প্রভৃতি স্থান হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, দারচিনি, এলাইচ,

(৫) টায়র ফিনিসীয়ার প্রধান নগর। ইহা জেরুজেলেমের ৪০ ক্রোশ উত্তরে ছিল।

হস্তিদন্ত, ময়ূর ও বানর প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। মহোদয় পাঠক! দেখুন, ভারতের বানরগণেরও এক সময়ে কত আদর ছিল! বিদেশীয়েরা এদেশে আসিয়া তাহাদিগকেও মহামূল্য বোধে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন! আর এখন ভারতের মহামূল্য বস্তুরও আমাদিগের নিকট আদর নাই!!

এইরূপে ফিনিসীয়ানেরা ভারতে আসিয়া ভারতজাত দ্রব্য লইয়া যাইতেন। আর ভারতবাসীরাও তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের দেশ হইতে দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেন, বা স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য তদ্দেশে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিতেন। তাঁহারা মধুকরের ন্যায় মধু বিতরণ করিয়া মধুচক্রের নিকট আলস্যে বসিয়া কাল হরণ করিতেন, চতুর্দ্দিক হইতে আবার মধুসংগ্রহের চেষ্টা করিতেন না, এমন কখন হইতে পারে না। হয় ত এই ফিনিসীয়ার বাণিজ্যোপলক্ষে অনেক হিন্দু তুরস্কে গিয়াই তথায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।
ভাগলপুর।

ললিতা।

Then to Sylvia let us sing
That sylvia is excelling

নলিনী সমান,
কিবা শোভমান!
সুচারু নয়ান
মুরলা ধরে;
কিন্তু কার প্রাণে,
কেহ নাহি জানে,
প্রেম প্রতিদানে
উজাল করে;

মুরলা-বীক্ষিত,
বিলাস-দীক্ষিত,
ললিতা ঈক্ষিত
তেমন নয়;
ললিতা ঈক্ষিতে,
সুধা বিগলিতে,
যাবৎ জনেতে
প্রসন্ন হয়;
মধুরা ললিতা,
সরলা লজ্জিতা,
স্বভাব-বিনীতা
আবার তাতে;
কান্তি আছে বটে,
অনেকেরি চোখে,
প্রেম বাস করে
ললিতা আঁখিতে।
বহুমূল্য শাড়ী,
পরিধান করি,
তনুরে আবরি
মুরলা রয়;
পোষাক পিধানে,
কঠোর বন্ধনে,
তনুর গঠনে
বিকার হয়;
ললিতার বাস,
সামান্য বিকাশ,
বিরল বাতাস
চুমিছে এসে;
যৌবনের জন্য,
গঠন লাবণ্য,

ক্রমশ উদ্ভিন্ন
হতেছে হেসে ;
সুশীলা ললিতা,
সতী সুচরিতা,
প্রণয়-পীড়িতা
আবার তাতে ;
স্বভাবের বাস,
প্রেম পরকাশ,
পরে সেই বাস
যুবতী ললিতে।
মুরলা ভাষিত,
গুরু ও গর্ব্বিত,
কৈতব-দূষিত
জনের সনে ;
আশা দেয় যত,
মুগ্ধ হয় কত
দূরে রয় তত,
নির্ব্বোধ জনে ;
ললিতার বাণী,
সরল শুনানী,
অলীক বাণানী
নাহিক তায় ;
বিনীত বচনে,
প্রিয় সম্ভাষণে,
পুণ্যভাব মনে
উদিত হয় ;
প্রেয়সী ললিতা,
প্রেমপরিপ্লুতা,
সত্যসমন্বিতা
আবার তাতে ;

চিত্ত হরে বটে,
মধুর কৈতবে,
সত্য প্রেম ফুটে
ললিতা ভাষিতে।

সাংখ্যদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দুঃখ দ্বারা বন্ধ ও দুঃখ হইতে মোক্ষ প্রকৃতির? না, পুরুষের? বাস্তবিক কাহার হয়? এক্ষণে সেই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে।

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে॥ ৭১॥ সূ॥

দুঃখযোগবিয়োগরূপৌ বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্য নৈকান্ততস্তত্ত্বতঃ কিন্তু চতুর্থ-সূত্রবক্ষ্যমাণপ্রকারেণাবিবেকাদেবেত্যর্থঃ॥ ভা॥

বাস্তবিক পুরুষের দুঃখরূপ বন্ধ ও দুঃখ বিয়োগরূপ মোক্ষ হয় না।

তবে সেই বন্ধ মোক্ষ বাস্তবিক কাহার হয়, তাই বলা হইতেছে।

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ॥ ৭২॥ সূ॥

প্রকৃতেরেব তত্ত্বতো দুঃখেন বন্ধমোক্ষৌ সসঙ্গত্বাৎ দুঃখসাধনৈর্ধর্ম্মাদিভি-র্লিপ্তত্বাৎ। যথা পশুরজ্বা লিপ্ততয়া বন্ধমোক্ষভাগী তদ্বদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং কারিকয়া।

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি পুরুষঃ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ ইতি।

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপর্গ ইতি সূত্রে চ যঃ পুরুষস্যাপবর্গ উক্তঃ সপ্রতিবিম্বরূপস্য মিথ্যাদুঃখস্য বিয়োগ এবেতি॥ ভা॥

যেমন পশুরজ্জু দ্বারা যে লিপ্ত হয়, সে বদ্ধ, আর যে লিপ্ত না হয়, সে বদ্ধ হয় না, তেমনি প্রকৃতি দুঃখসাধন কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় বলিয়া তাহারই বাস্তবিক দুঃখরূপ বন্ধ ও দুঃখ বিয়োগরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে।

বন্ধের সাধন কি, মোক্ষেরই বা সাধন কি, এক্ষণে বিশেষ করিয়া তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোষকারবদ্বিমোচয়ত্যেক-রূপেণ ॥ ৭৩ ॥ সূ ॥

ধর্ম্মবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যৈঃ সপ্তভীরূপধর্ম্মৈঃ স্বহেতুভিঃ প্রকৃতিরাত্মানং বধ্নাতি কোষকারবৎ। কোষকারকৃতির্যথা স্বনির্ম্মিতেনাবাসেনাত্মানং বধ্নাতি তদ্বৎ। সৈব চ প্রকৃতিরেকরূপেণ জ্ঞানেনৈবাত্মানং দুঃখান্মোচয়তীত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

কোষকার অর্থাৎ গুটিপোকা যেমন আত্মকৃত আবাসবন্ধন দ্বারা বদ্ধ হয়, প্রকৃতি সেইরূপ ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম,অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই সাতটী দ্বারা বদ্ধ হয়, কেবল এক মাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে।

লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখই হেয় ও সুখ উপাদেয়, দুঃখের কারণ অবিবেক আর সুখের কারণ বিবেক ; কিন্তু পূর্ব্বে অবিবেককেই বন্ধ মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাতে দৃষ্টহানি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটিতেছে, এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥ ৭৪ ॥ সূ ॥

অবিবেকস্য পুরুষেষু বন্ধমোক্ষনিমিত্তত্বং পুরোক্তং ন ত্ববিবেক এব তাবিতি নাতোদৃষ্টহানিরিত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়সূত্রেষু স্পষ্টং। অবিবেক-নিমিত্তাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগস্তস্মাচ্চ সংযোগাদুৎপদ্যমানস্য প্রাকৃত-দুঃখস্য পুরুষে যঃ প্রতিবিম্বঃ স এব দুঃখভোগোদুঃখসম্বন্ধস্তন্নিবৃত্তিরেব চ মোক্ষাখ্যঃ পুরুষার্থ ইতি ॥ ভা ॥

পূর্ব্বে সামান্যতঃ বলা হইয়াছে, অবিবেক পুরুষের বন্ধ মোক্ষের কারণ। এ কথা বলাতে প্রত্যক্ষবিরোধ ঘটিতেছেনা। যদি এরূপ বলা হইত, অবি-বেকই বন্ধ ও অবিবেকই মোক্ষ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটিত। অবিবেকনিবন্ধন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হয়। সেই সংযোগ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। পুরুষে সেই দুঃখের প্রতিবিম্ব পড়ে। তাহাকেই পুরু-ষের দুঃখ ভোগ ও দুঃখ সম্বন্ধ বলে। সেই দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ, তাহাই প্রধান পুরুষার্থ। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, অবিবেককে যে বন্ধ মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। অবিবেকনিবন্ধন বন্ধ হয়, বন্ধ না হইলে মোক্ষের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অবিবেক সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে বন্ধ ও মোক্ষের কারণ হইতেছে। যদি এরূপ হইল, তবে আর দৃষ্টহানি হইতেছে না।

বিবেকসিদ্ধির মুখ্য উপায় যে অভ্যাস, তাহার কথা বলা হইতেছে।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতিত্যাগাৎ বিবেকসিদ্ধিঃ। ৭৫ ॥ সূ ॥

প্রকৃতিপর্য্যন্তেষু জড়েষু নেতি নেতীত্যভিমানত্যাগরূপাৎ তত্ত্বাভ্যাসাৎ বিবেকনিষ্পত্তির্ভবতি। ইতরৎ সর্ব্বং অভ্যাসস্যাঙ্গমাত্রমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যাৎ পরমস্তি সএষ আত্মা নেতি নেতীত্যাদিরিতি।

অব্যক্তাদ্যবিশেষান্তে বিকারেঽস্মিংশ্চ বর্ণিতে।
চেতনাচেতনান্যত্বজ্ঞানেন জ্ঞানমুচ্যতে ॥ ইতি যথা—
অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনং ॥
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ॥
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরং ॥
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥
নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা ॥
তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাৎ গ্রাহাৎ বিমুচ্যতে ॥ ইতি
এতদপি কারিকয়াপ্যুক্তং।
এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষং ॥
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং ॥ ইতি

নাস্মীত্যাত্মনা কর্ত্তৃত্বনিষেধঃ। ন মে ইতিসঙ্গনিষেধঃ। নাহমিতি তাদাত্ম্য নিষেধঃ। কেবলমিত্যস্য বিবরণমবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধমিতি। অতোঽন্তরা বিপর্য্যয়েণ বিপ্লুতমিত্যর্থঃ। ইদমেব কেবলত্বং সিদ্ধিশব্দেন সূত্রে প্রোক্তং। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ইতি যোগসূত্রেণৈতাদৃশজ্ঞানস্যৈব মোক্ষ হেতুত্বসিদ্ধিরিতি। ভা ॥

তত্ত্বাভ্যাসই বিবেকসিদ্ধির প্রধান উপায়, আর সমুদায় ইহার অঙ্গ। প্রকৃতি পর্য্যন্ত যত জড় পদার্থ আছে, তাহাতে এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, ইত্যাকার জ্ঞানহেতুক তত্ত্বাভ্যাস হইয়া থাকে।

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৭ সাল।

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ভাষার নমনীয়তা।	৪৪৯
২।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।	৪৬০
৩।	দাহ্য কার্পাস	৪৭৭
৪।	হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?	৪৮৮
৫।	মনুসংহিতা।	৫০২
৬।	সাংখ্যদর্শন।	৫০৯

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল [illegible]

কল্পদ্রুম।

ভাষার নমনীয়তা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বসন্ত কাল। পল্লবিত নিকুঞ্জ কাননে প্রকৃতি-দেবী ভুবনখানিকে হাসাইতেছেন। আবার কৌতুকপ্রিয় বনদেবতা যেন মনুষ্যনয়নের অগোচরে থাকিয়া রসপূর্ণ ভাবময় চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তূলিকাটী টানিতেছেন,—কেমন সুদৃশ্য বর্ণের বিচিত্রতা সম্পন্ন হইতেছে—দেখ! কোন খানে নীহারধৌত শুভ্রপুষ্প, কোন খানে অলক্ত-নিষ্ঠ্যুত রক্তপুষ্প চিত্র করিবার বর্ণ দিতেছে; কোথাও অভিনব কিসলয় তূলীর কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বাহির করিতেছে—স্বয়ং বনদেবতা চিত্রকরী; নিপুণ হস্তে ধীরে ধীরে কেমন কোমল তূলিকায় বর্ণ ফলাইতেছেন, প্রতি অঙ্গে নব জীবনের সতেজ জ্যোতি ঢল ঢল করিতেছে,—তবু চিত্রাঙ্কের রেখাপাত হয় নাই,—কেবল জগৎ জুড়িয়া একটী শ্যামল সুন্দর ছায়া পড়িয়াছে। চারিদিকে বসন্তের উৎসব,—মধুর কলরবে স্বভাবকে যেন জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে। শুন দেখি, গাছের শাখায় ও কি ডাকিল?—পাখীর রব? তুমি মনে ভাবিতেছ, পাখী বলিতেছে—"বউ কথা কও"। কিন্তু, পাখীর কি বউ আছে,—তা সে কথা কবে? ঢেঁকীর কচ্‌কচি, মনে যা ভাব কাণে তাই শুনায়। পাখীর বাক্‌শক্তি নাই, সে আপন মনে নিজের বুলি বলিতেছে, তুমি কিন্তু,—"বউ কথা কও," "বউ কথা কও"—শুনিতেছ।

অনেকগুলি পাখীর বুলি ঠিক মানুষের কথার সদৃশ। চাতকে পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকে,—"ফটীক জল, ফটীক জল"। আবার ষড়জসিদ্ধ পাপিয়া সুর তুলিয়া কেমন স্পষ্ট বলিতে থাকে—চোক্ গেল, চোক্ গেল।" পক্ষীর আকার অবয়ব,—ঠিক মানুষের মত না হউক, যদি বানরেরও কিছু অনুরূপ হইত, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রের কল্যাণে অনেক গুলি পাখীর সঙ্গে আমরা কুটুম্বিতা করিতে পারিতাম। পাখীগুলি বাঙ্গালা কথা কয়,—"চোক্ গেল"—বলে, "ফটীক জল"—বলে,—"বউ কথা

কও”—বলে। আমরাও বাঙ্গালা কথা কই; ফলগুৎসবে চক্ষুতে আবীর দিলে,—“চোক্ গেল”—বলি; পরিষ্কার জল দেখিলে,—“ফটীক জল”—বলি; আবার ঘরের গৃহলক্ষ্মী মনের মত অলঙ্কার না পাইলে যখন মানভরে ভারী হন, তখন আমরা ঘোমটাটী খুলিয়া বলি—“বউ কথা কও”। তবে কি পাখীর বুলির সঙ্গে আমাদের ভাষার সাদৃশ্য নাই? অবশ্যই আছে! অতএব কতকগুলি ভিন্ন জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে,এককালে উহারা সকলেই এক-ভাষী ও একজাতি-নিবিষ্ট না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না, তবে পাখীর সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা কেন না হইবে? কারণ পাখির বুলির সঙ্গের আমাদের অনেক বাক্যের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

ইউরোপে বিদ্যার বড় আদর। সেখানে আজ কাল প্রাচীন ভাষার সবিশেষ অনুশীলন চলিতেছে। পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়া, অনেক শুনিয়া অবশেষে একটী কল্পতরুর ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছেন—তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের শাখা অবলম্বন করিয়াছেন। এই দেবমাতৃক ভাষার শব্দগুলি সর্ব্বফলপ্রদ। সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে প্রায় সকল ভাষার শব্দগুলি অনায়াসে সাধিতে পারা যায়। সংস্কৃত শব্দের মত কোন ভাষার শব্দ এত কোমল নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক নহে। উহাকে সংকুচিত কর, সম্প্রসারিত কর, ফিরাও, ঘুরাও, কিছুতেই উহা ভাঙ্গিবে না,—মচ্‌কাইবে না। অতএব অন্য ভাষার শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের যে সৌসাদৃশ্য হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। শাব্দিকেরা এখন এই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, যে যে জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে, মূলে তাহারা এক অভিন্নজাতি ছিল। কাজেই আমরা দেখিতেছি—“গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়”—সংস্কৃত শব্দের কোমলতাই পবিত্র আর্য্য-জাতিকে ম্লেচ্ছ জাতির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিতেছে। নরম দেখিলেই সকলে তাহাকে চাপিয়া ধরে। ভারতের ত সব গিয়াছে, এখন জাতি ও ভাষা টুকুও থাকা দায়—তাহাতেও অনেকে আসিয়া ভাগ বসাইতেছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্র সুশোভিত শব্দ—নিকুঞ্জবনের “বউ কথা কও” পাখীর বুলি। এই নিকুঞ্জবন কোথাও বাক্‌পল্লবে আলো করিয়া আছে, কোথাও ভাবরসময় কুসুমমঞ্জরীর গন্ধামোদে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে;—আবার শাখার মধ্যে ব্যাকরণসূত্র—পাখীর রব,—মনে যা ভাবিবে, সেই সূত্র তোমাকে

তাই শুনাইবে। যমুনা পুলিনের কদম্ব ডা'লে বসিয়া রাখাল-রাজ বাঁশীটী বাজাইতেন, ব্রজের রাখালে শুনিত বাঁশী বলিতেছে—"আয় ভাই, গোঠে যাই, শ্যামলী ধবলী ডাকিছে অই।" রাই গৃহকর্ম্ম করিতেছেন—মন যমুনা তটে। বঁটী পাতিয়া বেসাতি কুটিতেছেন, আন মনে আঙুল কাটিয়া ফেলেছেন,—ভ্রূক্ষেপ নাই, কাণ তুলিয়া কেবল এক মনে একধ্যানে ভাবিতেছেন—বাঁশী কি বলিতেছে; রাই শুনিতেছেন—"তোমার হয়ে আর কোথায় বা যাব রাই, বল প্রিয়ে আমি কার কাছে দাঁড়াই, হারাই বলে আমি সদাই বলি রাই, ধবলী চরাই, বেড়াই তোমার গুণ গেয়ে বৃন্দাবন ধাম।" প্রাণের ছেলে বাঁথানে, যত বেলা হইতেছে, যশোদারাণীর হৃদয় ফাটিতেছে; তিনি শুনিতেছেন—"আমায় দে মা জননি! ক্ষীর সর ননী, গোঠে গোঠে ফিরি, ক্ষুধায় সারা হই"। যাঁর যেমন প্রবৃত্তি, তিনি সেইরূপ শুনিতেছেন, তিনি সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হইতেছেন। বাঁশী কিন্তু আপন স্বরে ভোর।

সংস্কৃত শব্দ যাহা বলে, সে আপনার বুলিই বলিতেছে। তবে তুমি যদি তাহা হইতে নূতন কিছু বাহির করিতে পার, সেটী সংস্কৃতের নমনীয়তা; আর তোমাকে অধিক কি বলিব?—তোমার সেটী অসামান্য গুণপনা। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি নিখিল বিদ্যার পারদর্শী হইয়া কি করিতে পারিয়াছিলেন? যদি জর্ম্মণে জন্ম পরিগ্রহ করিতেন, তবে তাঁর এক আনা বিদ্যাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একছত্র করিতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতের সূত্রানুসূত্র ব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থি, চর্ম্ম, তন্তু পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন,—শেষ বিধবাবিবাহ আর বহুবিবাহবাদ ভিন্ন আর ত কিছু ক্ষমতায় আসিল না! বাচস্পতি মহাশয়ের বাচস্পত্যই কাঙ্গালের ধন! সোমপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় চিরকাল কলম পিসিতেছেন, কিন্তু কি করিতে পারিলেন? আর আমি যে ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ দুপাত হং কং সং উল্টাইয়া লম্বা লম্বা কথা কই, আমিই বা কি করিতেছি? যদি আর দুপাত পশ্চিমে গিয়া জন্ম লইতাম, তবে এক এক কথা কাহন দরে বিক্রয় হইত। কত জাতির জন্ম-কোষ্ঠী নিরূপণ করিতাম—গঙ্গাজলের সঙ্গে কূপোদকের সাদৃশ্য দেখাইতাম। কিন্তু, কি করিব?—যে দেশের ভাষা, সেই খানেই জন্ম লইয়াছি;—বিদেশী হইতে পারি নাই, এ জীবনে শব্দবিদ্যার মর্ম্ম জানা হইল না, মনের খেদ মনে রহিল।

জগৎ চিত্র বিচিত্র বিবিধ পদার্থের ভাণ্ডার। সরলচরিত আদিম কবিগণ জগতের এক একটী বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেন; ভাব স্রোতে মন ভাসিয়া উঠিত, কল্পনা-লহরীতে দুলিতে থাকিতেন। কোন্ পদার্থের কিরূপ ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, কতই তাহা ভাবিতেন। চন্দ্রে কলঙ্ক-রেখা,—ভাবুক কবি নূতন জগতে নূতন চক্ষে নূতন ব্যাপার দেখিলেন, কেন এ কলঙ্ক?—কবির চিত্তে নূতন ভাব ভাসিয়া উঠিল। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি আছে, অতএব ক্ষয়রোগের লক্ষণ, কাজেই মৃগ কোলে না রাখিলে পীড়ার প্রতীকারের উপায় কি? তাই চন্দ্র মৃগ ধারণ করিয়া থাকেন,—তাই জগতের নয়নানন্দ সুধাংশু কলঙ্ক দোষে দূষিত।

যেখানে যেমন পদার্থের অবয়বের সঙ্গে যেমন ঘটনা সংগত হইতে পারে, সেখানে সেই প্রকার ঘটনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়বাগ্নি, ইন্দ্রধনু, মেঘ-গর্জ্জন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সকল আশ্চর্য্য বিস্ময়ের এক একটী কবিকল্পিত কারণ দেখা যায়। পূর্ব্বে পদার্থ বিশেষের উপর এক একটী কল্পনার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহা এখন পুরাতন হইয়াছে, পুরাতনের আদর থাকে না। আজ কাল তাই কল্পনা-দেবী শব্দশাস্ত্র হইতে একটা নূতন সৃষ্টির পত্তন করিতেছেন।

শাব্দিকেরা বলেন, অনেকগুলি জাতিমূলে এক অভিন্ন জাতি ছিল। কাল সহকারে তাহাদের ভাষার অনেক বিভিন্নতা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ আমি, তুমি প্রভৃতি সর্ব্বনাম; এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যাবাচক এবং পিতা, মাতা প্রভৃতি স্বসম্পর্ক-বাচক শব্দগুলির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। যথা—

সংস্কৃত	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	জর্ম্মাণ	ইংরাজি
পিতা	পদর্	পাটর্	পাটর্	ফাতের	ফাদর
মাতা	মাদর	মাটর্	মাটর্	মুতের	মদর
ভ্রাতা	ব্রাদর্	ফ্রাট্রিয়া	ফ্রাটর্	ব্রুদের্	ব্রদর্
অহম	মা	„	„	„	আই
ত্বম্	তু	স্থ	টূ	„	দৌ। ইউ
দ্বি	দো	ডুও	ডুও	„	টু

পাঠকের গোচরার্থ এখানে কেবল এই কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত শব্দ এত কোমল, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক যে

উহা ফিরাইলে, ঘুরাইলে অনেক প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে। মনুষ্যের কথা কি ?—পশু পক্ষীর বুলির সঙ্গেও সংস্কৃত শব্দের অনেক সাদৃশ্য দেখাইতে পারা যায়।

বাঙ্গালি	ইংরেজ	মেষ	ছাগ	গো	পারসী	সংস্কৃত
মা	মামা	ম্যাঁ	ভ্যাঁ	হম্বা	আম্মা	অম্বা

চাতকাদির বুলি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। উপরে পিতা, মাতা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ তদর্থ প্রতিপাদ্য অন্য অন্য ভাষার যে সকল শব্দ লিখিত হইয়াছে, সে সমুদায়ে অনেক বর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সংস্কৃত পিতৃ, ইংরাজি ফাদর, এখানে প স্থানে ফ, ত স্থানে দ, এবং ঋ স্থানে র হইয়াছে। পারসীক—পিদর এখানে ঋ স্থানে র, এবং ত স্থানে দ হইয়াছে। গ্রীক পাটর, ত স্থানে ট এবং ঋ স্থানে র হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইকারের লোপ হইয়াছে। সংস্কৃত অহম্। পারসীক ম্যা, এখানে আদির দুই বর্ণ অ ও হ এককালে লুপ্ত হইয়াছে, কেবল শেষের ম বর্ণটী দীর্ঘ হইয়াছে। ইংরাজি—আই, এখানে কেবল আদ্য অকারটী আছে। সংস্কৃত—ত্বম্, পারসীক তু— এখানে (ব) এই বর্ণের সম্প্রসারণ (১) হইয়া উকার হইয়াছে ; এবং অপর দুইটী ভাষাতে ত বর্ণ স ও ট হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র বর্ণ ব্যতিক্রম, বর্ণলোপ, বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, (২) অসরূপ প্রত্যয়, নিপাতন এবং কৃদন্তের (৩) বাহুলক বিধির অনুসরণ করা যায়, তবে সংস্কৃত

(১) ইক্‌যণঃ সম্প্রসারণম্। পা। ১। ১। ৪৫।

য ব র স্থানে যে ই উ ঋ হয়, তাহাকে সম্প্রসারণ বলে।

(২) বাঽসরূপোঽস্ত্রিয়াম্। পা। ৩। ১। ৯৪।

কোন ধাতুতে একটি প্রত্যয় প্রতিষেধ করিয়া অন্য প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করিলেও নিষিদ্ধ প্রত্যয় প্রযুক্ত হইতে পারে।

(৩) ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ
ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য
চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি।

কৃদন্তে অনেক প্রকার প্রত্যয় ব্যবস্থিত হয়। যেখানে কোন কোন প্রত্যয় প্রয়োগের নিয়ম নাই, সেখানে সেই সেই প্রত্যয় তবু ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার যেখানে ঐ সকল প্রত্যয় প্রয়োগের বিধি আছে, সেখানে প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। আবার কখন কখন উহাদের বিধান বিকল্পে হয় ; আবার কখন কখন এই তিন প্রকারেরও বিভিন্ন ব্যবহার হয়। এই চতুর্বিধ বিধানকে বাহুলক বলে।

সূত্রানুসারে সকল ভাষার শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে। সেটী সংস্কৃত ভাষারই গুণ। সংস্কৃত শব্দ গম্ভীর অথচ কোমল, আবার উহাকে রূপান্তরিত করিবার অনেক উপায় আছে, কাজেই নানাজাতীয় ভাষার শব্দের সদৃশ হইতে পারে। তবে আমরা এককালে এমন কথা বলি না, যে কোন সংস্কৃত শব্দই অন্য ভাষায় প্রবেশ করে নাই। অবশ্য কার্য্যের অনুরোধে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর ঘনিষ্ঠতা জন্মে, তখন এক জাতির ভাষার শব্দ অন্য জাতিতে ব্যবহার করে। মুসলমানদের রাজত্বকাল হইতে আমরা অনেক যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। আবার এখন ইংরেজ-দের সময় কত ইংরাজি শব্দ আমরা অহরহঃ কথা-বার্ত্তায় ব্যবহার করি। ইংরাজেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিলে এখানে আর ইংরেজ থাকিবে না, কিন্তু অনেক ইংরেজি শব্দ থাকিয়া যাইবে। ইংরেজেরা স্বদেশে চলিয়া যাইবেন,—মনে করিয়াছ কি, তাঁহারা কেবল ভারতের রত্ন-রাজি লইয়াই সাগরের হৃদয় আলো করিতে করিতে ভাসিয়া যাইবেন?—তা নয়। এদেশের অনেক শব্দ তাঁহাদের অনুগমন করিবে। যদি সকল জাতির ইতিহাস ধ্বংস হইয়া যায়, তবে পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে কোন বৈদেশিক বিদ্যাবিশারদ অবতীর্ণ হইয়া সপ্রমাণ করিবেন—হিন্দু ও ইংরাজ মূলে এক অভিন্ন জাতি ছিল।

শাব্দিকদিগের মতে আর্য্যবংশীয়েরা ভারতবর্ষের আদিনিবাসী নহেন। তাঁহারা প্রথমে আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থলে বাস করিতেন। শাব্দিকেরা আর্য্য শব্দের এক আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন (৪)। লাটিন, গ্রীক, রুশ, ইংরাজি প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষি-বাচক কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "ঐ অর্ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ।" শাব্দিকেরা অনুমান করেন যে, প্রথমে আর্য্যেরা কৃষিকর্ম্ম করিতেন, তাই তাঁহাদিগকে আর্য্য বলে। পাণিনীয় ধাতুপাঠ ও কবিকল্পদ্রুম পাঠ করিয়াছি কিন্তু অর্ ধাতু কোথাও দেখি নাই—অতএব শাব্দিকদিগের মতে অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য নূতন ধাতু ও নূতন শব্দ কল্পনা করা হয়। পাণিনি একটী সূত্রে লিখিতেছেন—

অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ। ৩। ১। ১০৩।

(৪) Lectures on the science of language by Max Mulle; Bopp's comparative gammar; শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দেখ।

ঋ ধাতুর অর্থ যাওয়া এবং প্রাপ্ত হওয়া (ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ)। যখন স্বামী এবং বৈশ্য বুঝাইবে, তখন ঐ ঋ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া অর্য্য শব্দ সিদ্ধ করিতে হইবে। বাণিজ্যের কারণ বৈশ্যেরা দেশ বিদেশে যাইয়া থাকেন, তৎকারণে তাহাদিগকে অর্য্য বলে (বাণিজ্যায় দেশান্তরমৃচ্ছতীতি অর্য্যঃ)।

আবার ঐ ঋ ধাতুর অর্থ যখন প্রাপ্ত হওয়া হইবে, তখন উহার উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য্য শব্দ হয়। আর্য্যবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির নিকট পূজা ও দান পাইতেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিত। (আর্য্যো ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ। ভট্টোজিদীক্ষিতঃ)।

ব্রাহ্মণেরাই আর্য্যজাতির মধ্যে প্রধান। তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখন কৃষিকর্ম্ম করেন নাই। সৃষ্টির শৈশবাবস্থায় যখন আতিথ্যসৎকার ছিল না; কেহ অভ্যাগত ক্ষুধাতুরকে আপনার অর্জ্জিত কোন দ্রব্য দান করিত না; তৃষ্ণার্ত্ত হও বা ক্ষুধার্ত্ত হও, স্বয়ং তার জন্য চেষ্টা কর, যখন এইরূপে সকলেই স্ব স্ব প্রধান ছিল, কেহ কাহারও সহানুভূতি প্রত্যাশা করিত না, তখন আর্য্যজাতিরা পশু পালন করিতেন এবং বনের ফল, মূল, পত্রাদি ভক্ষণ করিতেন। উড়ি ধান্য ও অন্যান্য ধান্যও স্বভাবতঃ প্রচুর জন্মিত, কেবল পর্জ্জন্যদেব কৃপা করিলে খাদ্য-সামগ্রীর কিছুই অসদ্ভাব থাকিত না।

ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাহাতে কস্মিন্ কালে যে তাঁহারা চাস করিতেন, এমন বিশ্বাস হয় না। আবার দশ জনের কুহকে পড়িয়া যদি আমরা তেমন কথায় বিশ্বাস করি, তবে তাঁহাদের ধর্ম্মকুষ্ঠতাকে অঙ্গহীন করা হয়। ভূমিকর্ষণের সময় কৃষক ভূমি ভেদ করিয়া, বৃক্ষ ছেদন করিয়া, এবং কৃমি কীটাদি নাশ করিয়া অনেক পাপে লিপ্ত হয়। সে কারণে ব্রাহ্মণের কৃষিকর্ম্মে দোষ দেখাইতেছেন—

ব্রাহ্মণশ্চেৎ কৃষিং কুর্য্যাৎ তন্মহাদোষমাপ্নুয়াৎ। (পরাশরঃ)
ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিলে মহাপাতক হয়।

কিন্তু যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করেন, তবে স্বহস্তে করিবেন না, শূদ্র কৃষক দ্বারা চাস করাইবেন—

ষট্‌কর্ম্মসহিতোবিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ। (পরাশরঃ)
ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া কৃষিকর্ম্ম করাইবেন।

কৃষিকর্ম্মের আনুষঙ্গিক গুরুতর দোষের কথা কহিতেছেন—

সম্বৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী॥

মৎস্যঘাতী জেলে এক বৎসরে যে পাপ করে, কৃষক লাঙ্গলের মুখে এক দিনে সেই পাপ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের দ্বারা চাস করাইয়া লইবেন বটে, তবু ভূমিকর্ষণজাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। সেই জন্য খলযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হইতেছে—

কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। (পরাশরঃ)
খামারে ধান্য দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মণের কৃষিকর্ম্মের নিষেধ দেখা যায়। যে ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ, তিনি কখন কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত হন নাই, ইহা যখন সপ্রামণ হইতেছে, তখন আর্য্যজাতীয়েরা কৃষিকার্য্য করিতেন বলিয়া আর্য্যনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাব্দিকদিগের এই ব্যুৎপত্তি বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। যদি বল সভ্যতা উদিত হইলে এই সকল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, উহাতে আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম অবস্থা ঠিক হয় না। সে কথা সত্য; কিন্তু অক্ষয় বাবু লিখিতেছেন—“মনুষ্যেরা প্রথমে আসিয়াখণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন, এইরূপ একটী জনপ্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।” কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আর্য্য ঋষিগণও ফল, মূল, কন্দ, নীবার এবং দুগ্ধ সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, এ প্রবাদও কি সর্ব্বত্র প্রথিত নাই? দুষ্মন্ত রাজা কুলপতি কাশ্যপের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন, আশ্রমের নিকটে শুকপক্ষীর শাবকদিগের মুখ হইতে নীবরকণা পড়িয়াছে দেখিয়াই জানিতে পারিলেন—তপোবন অতি নিকটে—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ। (অভিজ্ঞানশকুন্তলং)

ইউরোপীয় শাব্দিকেরা অন্য ভাষার সঙ্গে মেলন করিবার জন্য সচরাচর যে সংস্কৃত শব্দগুলি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেগুলি বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত শব্দ। সংস্কৃত ভাষা যখন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সেই সকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কথাবার্ত্তা মনের ভাব ব্যক্ত করিবার একটী সামান্য সঙ্কেতমাত্র, এ ভাবিয়া আর্য্যেরা যখন আর চুপ করিয়া ছিলেন না, ভাষা একটী উপাদেয় সামগ্রী; ভাষাকে বেশভূষায় সাজাইতে হয়, রসাল করিতে হয়, এ বোধ যখন তাঁহাদের হইয়াছিল

সেই সময় ঐ সকল শব্দের গঠন হইয়াছে। মাস, গো, অশ্ব, বরাহ, ক্রমেলক (উষ্ট্র), অবি, হংস, রাজা, রাজ্ঞী, নৌ, পিতৃব্য, শ্বশ্রূ, মধু প্রভৃতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি কেবল যে প্রাচীন ঋষিগণ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন তা নয়, এখনও ঐ সমুদায় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি শাব্দিকদিগের মত সমূলক ও প্রামাণিক বোধ কর, তবে বল দেখি—যে যে জাতিকে আর্য্য-বংশসম্ভূত অনুমান করিতেছ, তাঁহারা কোন্ কোন্ সময় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উপনিবেশ করিয়াছেন? কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ অন্য জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সদৃশ দেখাইতেছ, তাহাই বলবৎ প্রমাণ, সেই প্রমাণের সহায়তায় বলিতেছ লাটিন্, গ্রীক্, কেল্টিক্ টিটোলিক প্রভৃতি জাতি আর্য্যবংশসম্ভূত। তবে দেখ তোমার প্রস্তাবিত তর্ক কি বলিয়া দিতেছে—আর্য্যেরা যখন সংস্কৃত ভাষা মার্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় জ্ঞান হইয়াছিল ও ধাতু বিভক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেই সময়ে আর্য্য জাতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া দেশ বিদেশে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। বাক্‌শক্তির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদের অনুগামিনী হইল।

তোমার কথা মানিলাম। ভাল, এখন তোমার কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতেছি—ক্ষতি নাই। কিন্তু দেখ দেখি চরম ফল কি হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে সংস্কৃত শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, গুজরাটী, তৈলঙ্গী, প্রভৃতি নানা ভাষা হইয়াছে। ঐ ভাষাগুলিতে প্রসূতি-সংস্কৃত ভাষার স্পষ্ট আকার ও অবয়ব প্রতীয়মান হয়। তদ্ভিন্ন, ভারতে সেই আদিম সংস্কৃত ভাষার অদ্যাপি সমধিক চর্চ্চা রহিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষায় কথা বার্ত্তা হয় না, কিন্তু ভারতে তাহার অনুশীলনের ক্রটি হয় নাই। তোমার কি এটী কৌতুককর বোধ হইতেছে না?—দশটী সম্প্রদায় এক সংস্কৃত সম্বল লইয়া দশটী ভিন্ন দেশে উপনিবেশ করিলেন। ভারতবাসিরা যেমন, তাঁহারাও সেইরূপ—সকলের সমান ভাষা, সমান আচার ব্যবহার। আশ্চর্য্যের বিষয়,—সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন কেবল ভারতবাসীদের কাছেই থাকিয়া গেল,—আবার সংস্কৃত হইতে যে সকল শাখা—ভাষা উৎপন্ন হইল, ভারতেই মূল সংস্কৃতের সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য রহিল; অন্য দেশে আদিম সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল,—আবার যে নূতন ভাষার সৃষ্টি

হইল, সংস্কৃতের সঙ্গে তার কিছুই সাদৃশ্য নাই। বিদেশে সংস্কৃত ভাষার একখানি পুস্তকও নাই,—পূর্ব্বতন কোন চিহ্নও নাই।

যদি বল ইউরোপে ধর্ম্ম-বিপ্লব ও রাজ-বিপ্লব বশতঃ প্রাচীন আচার, ব্যবহার, ভাষা সমস্তই এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—ভারতে কি রাজ-বিপ্লব,ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটে নাই? বোধ করি ভারতের রঙ্গভূমিতে সমর-তরঙ্গ যত খেলা করিয়াছে, এখানে নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যত বিপ্লব ঘটিয়াছে, পৃথিবীর কোন খণ্ডের কোন অংশে কখন এমন ঘটে নাই। সেই জন্যই ত ভারত একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত বিদেশীয় শূরগণরূপ শনির দৃষ্টি ভারতকে কেবল দগ্ধ করিতেছে। তাহার উপর আবার ঘরাও বিবাদ—ভারতে আছে কি? দিন দিন ভারত কেবল শ্রীহীন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। এত বিভ্রাট ঘটিয়াছে,—তবু তপোবনবাসী ঋষিগণ বুকে করিয়া সংস্কৃতরত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য দেশেও যত বিঘ্ন বিপত্তি ঘটুক না, যদি সংস্কৃত তথাকার সম্পত্তি হইত, কোন না কোন সম্প্রদায়ে তাহার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ থাকিত সন্দেহ নাই।

আর এক কথা—প্রচীন জাতিদিগের বর্ণমালা দেখ, লিখিবার ধরণ দেখ। আর্য্য, ইহুদি, আরবি, পারসী এবং মিসর দেশীয়েরাই প্রাচীন জাতি। আর্য্যদিগের সংস্কৃত ভাষার অক্ষর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সংস্কৃত ভাষায় বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া যাইতে হয়। ইহুদি, আরবী, পারসীর অক্ষর অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প এবং ঐ সকল ভাষায় দক্ষিণ দিক হইতে বাম ভাগে লিখিয়া আসিতে হয়। সংসারে সকল বিষয় কেবল উত্তরোত্তর উন্নতিমুখে ধাবিত হইতেছে। আজ একটী বিষয় একরূপ, কাল দেখিবে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছু বাড়িয়াছে, আবার দশ বৎসর পরে দেখিবে,তাহার কোন খানে একটু অঙ্গহীনতা নাই। কিন্তু উপরে যে সকল প্রাচীন জাতির কথা উল্লিখিত হইল, তাহাদের সকলেরই স্বতন্ত্র ভাব। বাকট্রীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যদি আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থান হইত,তাহা হইলে পারস্যদিগের বর্ণমালায় এবং লিখিবার ধরণে আমরা সংস্কৃতের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। দুই একটী শব্দ এবং ঐতিহাসিক কোন উপন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া অধিক বাগাড়ম্বর করা উচিত নহে। চারি দিক দেখিয়া বিচার করাই কর্ত্তব্য। বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া আসিতে যেমন

সুবিধা হয়, তদ্বিপরীত প্রণালীতে লিখিতে তেমন সুবিধা হয় না। তবে বলিবে, অভ্যাসে সকলই সহজ হইতে পারে। সে কথা সত্য; কিন্তু বস্তুতঃ প্রথমে কোনটী সহজ ও সুগম, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এ ভিন্ন যে ভাষায় অধিক বর্ণ,সেই ভাষাই অধিকতর মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ। মুখ নাসিকা তালু প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রযত্নে নানা প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে। নানা প্রকার বর্ণ থাকিলে সেই সকল শব্দ শুদ্ধরূপে লিখিতে পারা যায়। ইংরাজিতে ঢ, ঠ, ধ প্রভৃতি অনেক বর্ণ নাই; এটী ইংরাজী ভাষার অভাব। আজি কালি সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার শব্দ লিখিবার জন্য দুই তিন ইংরাজি বর্ণ একত্র করিয়া ঐ অভাব মোচন করিতে হইয়াছে। যে সকল জাতি প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এমন বিশ্বাস কর, কই তাঁহাদের বর্ণমালাতে ত কোন উন্নতি দেখা যায় না। উন্নতির কথাই কেন?—সংস্কৃত অপেক্ষা সে সকল জাতির বর্ণও সর্ব্বাংশে অসম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে মূল সংস্কৃত হইতে অনেক প্রকার বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে—বাঙ্গালা দেখ, উড়িয়া দেখ, গুজরাটী দেখ—এমন অনেক আছে। কিন্তু, সর্ব্বত্রই মূল বর্ণের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উর্দ্দু, আরবি ও পারসী হইতে উৎপন্ন; ইংরাজি, ফরাসি, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার বর্ণ লাটিন ও গ্রীক হইতে উৎপন্ন। দেখ দেখি, মূল ভাষার বর্ণের সঙ্গে এই সকল আধুনিক ভাষার বর্ণের সম্বন্ধ আছে কি না? টানে টানে, মাত্রায় মাত্রায় সম্বন্ধ; লিখিবার সময়, উচ্চারণ করিবার সময় লৌহকীলকে সে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা আছে। তবে ইংলণ্ডে ও জর্ম্মণে প্রাচীন আর্য্যেরা যাইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ঘুচাইলেন কেন? বিদেশে যাইয়া কি সব ভুলিলেন? পৈতৃক সম্পত্তি কি কিছুই রাখিলেন না?—সম্পর্কের নাম গন্ধও রাখিলেন না?

আমরা তবে ত ভারতবাসিদের প্রশংসা করিতে পারি। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় বিস্মৃত হন নাই, এখনও সেই সংস্কৃত ভাষা কণ্ঠের মালা করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও তাঁহারা পিতৃধন মাথায় করিয়া আছেন। না, এ পৌরুষের কথা নয়,—লাভের বিষয়ও নয়? পিতৃধনে যাহাদের অধিকার, সেই আর্য্যসন্তানেরাই তাহা ভোগ করিতেছে। পিতৃপুরুষের নাম রক্ষা করা সন্তানেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—যে সন্তান, সে সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণ রাখিবে;—কাজেই অন্যে ভুলিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

দেবগণ কষ্টহারিণী ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন ঘাটটী বড় সুন্দররূপে বাঁধান। ভাগীরথী ঘাটের নিকট দিয়া কল কল শব্দে উত্তর-বাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। ঘাটে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে এবং কতকগুলি গঙ্গাপুত্র, সন্ন্যাসী, মহান্ত বাস করিতেছেন। ব্রহ্মা কহিলেন, " বরুণ! এ ঘাটের নাম কষ্টহারিণী ঘাট হইল কেন?

বরুণ। এই ঘাটে বসিয়া পূর্ব্বে মুদ্গল ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্যার নিয়ম ছিল, এক পক্ষ উপবাস করিয়া থাকিবেন এবং পক্ষান্তে এক দিন মাত্র তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিয়া আহার করিবেন। তাঁহার এইরূপ কঠিন তপস্যায় নারায়ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং পক্ষান্তে যখন ঋষি তণ্ডুলকণা সিদ্ধ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন ব্রাহ্মণবেশে অতিথি হইয়া দেখা দিলেন। ঋষি অতিথিকে যথাবিধ সৎকার করিয়া সেই ভোজ্য দ্রব্যের অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া অপরার্দ্ধ নিজের আহারের জন্য রাখিলেন। কিন্তু নারায়ণ কহেন, ঐ অপরার্দ্ধও তাঁহাকে না দিলে পরিতৃপ্তরূপ আহার করা হইতেছে না। ঋষি তৎশ্রবণে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করেন এবং অতিথি বিদায় হইলে সন্তুষ্ট চিত্তে তপস্যা করিতে বসেন। এইরূপে এক পক্ষ অনাহারে গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষে আবার যেমন তিনি তণ্ডুলকণা পাক করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে-ছেন, নারায়ণ পুনরায় অপর এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আসিয়া অতিথি হইলেন এবং ঋষির সমস্ত খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া প্রস্থান করি-লেন। ঋষি সন্তুষ্ট চিত্তে পুনরায় তপস্যা করিতে বসিলেন। এইরূপ দুই পক্ষ অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় পক্ষে আহারের উদ্যোগ করিলেন, সেবারও নারায়ণ আসিয়া সমস্ত দ্রব্য আহার করেন। তিনি ভাবিলেন বারম্বার আহার করিয়া যাইতেছি; কিন্তু ঋষি অনাহারে থাকিয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর সন্তুষ্টই হইতেছেন; অতএব ছদ্মবেশী নারায়ণ কহিলেন "হে মুদ্গল! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" ঋষি কহিলেন "তুমি আমাকে বর দিতে চাহিতেছ তুমি কে?" নারায়ণ কহিলেন "তুমি যাহার জন্য এই কঠিন তপস্যা ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, আমি সেই নারায়ণ।"

আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিতেছি।” ঋষি কহিলেন “আমার কোন বর আবশ্যক হইতেছে না, যেহেতু পৃথিবীর কোন বিষয়ে আমার অভিলাষ নাই। এক পরমব্রহ্মে অভিলাষ ছিল; কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকার লাভ হওয়াতে সে আশাও পূর্ণ হইল। ফলতঃ একবার আপনার প্রকৃতরূপ দেখিতে অভিলাষ করি।” নারায়ণ তৎশ্রবণে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং কহিলেন “আমি তোমার উপর অতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিতেছি, অতএব যে কোন বর প্রার্থনা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর?” তখন ঋষি কহিলেন “তবে এই বর প্রদান করুন—এই ঘাটে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে যেমন আমার সকল কষ্ট দূর হইল, তেমনি অদ্য হইতে ইহার নাম কষ্ট হারিণী ঘাট হউক। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি এই ঘাটে স্নান দান করিবে, মরণান্তে সে যেন বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মা। আঃ মরি! মরি! কষ্টহারিণী ঘাট কি মহাতীর্থ!

ইন্দ্র। ভাল বরুণ! মুদ্গল হইতে মুঙ্গের নাম হইল কি প্রকারে?

বরুণ। বেহারিরা সচরাচর ল স্থানে র উচ্চারণ করিয়া থাকে; সুতরাং মুদ্গল হইতে মুদ্গল বা মুঙ্গর নাম হইয়া এক্ষণে মুঙ্গের হইয়াছে।

দেবতারা জলে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বরুণের তিরস্কারের ভয়ে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন “গঙ্গে! পতিতোদ্ধারিণি! একবার দেখা দেও মা!—কমণ্ডলুতে এসো মা!”

স্নান করিয়া যেমন তাঁহারা উপরে উঠিতেছেন, গঙ্গাপুত্রেরা দ্রুত আসিয়া তাঁহাদের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া কপালে রক্ত ও শ্বেত চন্দনের ছাপ দিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাদিগকে ২।১ পয়সা দান করিয়া করণ চড়া দেখিতে চলিলেন।

করণ চড়ায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন “বরুণ! এস্থানের নাম করণ চড়া হইল কেন? এবং করণ চড়ার উপর এ সুন্দর বাড়িটী কাহার?”

বরুণ। লোকে বলে মহাভারতোক্ত মহাবীর কর্ণ প্রত্যহ কষ্টহারিণী ঘাটে স্নান করিয়া এই প্রস্তরের বাটীতে (সামান্য পাহাড়ে) উপবেশন করিয়া শত শত দীন দরিদ্রকে অকাতরে রত্ন কাঞ্চনাদি দান করিতেন। তিনি ইহাতে চড়িয়া দান করিতেন বলিয়া ইহার নাম করণচড়া হইয়াছে। ঐ যে সুন্দর অট্টালিকাটী দেখিতেছ, উহাতে পূর্ব্বে মুঙ্গেরের সিভিল জজ বাস করিতেন। তৎপরে মুরশীদাবাদের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর

নামক কোন ধনী জমীদার ইহা ক্রয় করেন। লোকের মনে বিশ্বাস আছে এই পীঠস্থানের উপর যে কেহ বাস করিবে, সে অচিরকাল মধ্যে শমন সদনে গমন করিবে। মুঙ্গের হাসপাতালে রোগীদিগের জন্য যে সমস্ত খাট দেখিলেন, তাহা ঐ জমীদারের প্রদত্ত (১)।

এখান হইতে তাঁহারা একটী রাস্তা দিয়া চলিলেন। রাস্তাটীর উভয় পার্শ্বে দেখেন বহুকালের অশ্বত্থ, পাকুড় ও বটাদি বৃক্ষসকল বহুদূর শাখা প্রশাখা সকল বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় ইহারা যেন একদৃষ্টে মুঙ্গেরের অদৃষ্ট লিপি দর্শন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে শিশিররূপ অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিয়া মনোদুঃখ ব্যক্ত করিতেছে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবগণের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তাঁহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছগুলির প্রতি একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন “দেখ বরুণ! আমার মনুষ্যগণ অপেক্ষা বৃক্ষগণ অনেক সুখী এবং অনেক কাল স্থায়ী। আমার বোধ হইতেছে, এই বৃক্ষেরা মুঙ্গেরের সৌভাগ্যের দশা হইতে মিরকাসিমের অত্যাচার প্রভৃতি অনেক বিষয় চক্ষে দেখিয়াছে এবং এক্ষণেও ইহার ধ্বংসের অবস্থা অবলোকন করিতেছে। কিন্তু মুঙ্গেরের সেই সমস্ত মহাপুরুষ, সেই সমস্ত পাষণ্ড এক্ষণে কোথায়? একবার আসিয়া দেখুক—তাহাদের অপেক্ষা, তাহাদের অকিঞ্চিৎকর দেহ অপেক্ষা, তাহাদের হস্তরোপিত বৃক্ষগুলি কত কালস্থায়ী। পরিতাপের বিষয় এই আমার মানুষেরা আপনাদিগকে বৃক্ষাদি অপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী দেখিয়াও ধনমদে ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ততা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না।

এখান হইতে দেবগণ চণ্ডীস্থানের অভিমুখে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন নগর প্রান্তে বিজন স্থানে এবং ভাগীরথীতীরে একটী মন্দির মধ্যে দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। নিকটে অপর একটী শিব মন্দির রহিয়াছে। অশ্বত্থতলায় কয়েকটী সন্ন্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। একটা কুকুর দেবগণকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। উপ একখানি এগার ইঞ্চি ইট হাতে লইবামাত্র কুকুরটী আত্মসাবধান হইয়া দূরে পলায়ন করিল বটে কিন্তু ডাকিতে ছাড়িল না।

বরুণ। পিতামহ! ইহাঁরই নাম বিক্রমচণ্ডী।

(১) রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের অকালে মৃত্যু হওয়ায় লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, করণচড়ার বাটীতে যে বাস করিবে নিশ্চয়ই তাহার রক্ষা নাই।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি কে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহাঁর নাম বিক্রমচণ্ডী হইল কেন আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। বেহারিরা কহে ইনি বায়ান্ন পীঠের মধ্যে একটী পীঠস্থান; কিন্তু শাস্ত্রাদিতে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই চণ্ডীসম্বন্ধে একটী অদ্ভুত গল্প এখানকার পাণ্ডাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। সে গল্পটী কি?

বরুণ। তাহারা বলে "মহামতি কর্ণ প্রতিদিন রজনী-যোগে ভাগলপুর হইতে এখানে ইহাঁকে পূজা করিতে আসিতেন। ভাগলপুরে কর্ণপুরী ছিল। তিনি আসিয়াই প্রচণ্ড অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তদুপরি এক কড়া ঘৃত চাপাইয়া পূজা করিতে বসিতেন। পূজা হইলে সেই কড়াস্থিত উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া জীবন ত্যাগ করিতেন। তাঁহার মাংসাদি ঘৃতে উত্তমরূপ ভাজা হইলে দেবীর ডাকিনী যোগিনীগণ আসিয়া সেই মাংস লইয়া আহার করিতে বসিত। আহার শেষ হইলে এক খানি অস্থিতে অমৃতকুণ্ডের জল দিয়া তাঁহাকে সজীব করিয়া বর দিতে চাহিত। কর্ণ তদনুসারে ঐ কড়ার এক কড়া স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদি প্রার্থনা করিতেন। এবং প্রাতে সেই সমস্ত রত্ন কাঞ্চনাদি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। রাজা বিক্রমাদিত্য, কর্ণ প্রত্যহ এত অর্থ কিরূপে সংগ্রহ করেন জানিবার জন্য তাঁহার নিকটে ছদ্মবেশে আসিয়া ভৃত্য হইবেন প্রার্থনা করেন। কর্ণ তাঁহাকে এই স্থানের ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া পুষ্প চয়ন এবং পূজার স্থানাদি করিবার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য পূজার পদ্ধতি ও উক্ত ঘৃতে দেহত্যাগ ইত্যাদি কৌশল দেখিয়া এক দিন কর্ণ আসিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পূজাদি সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ঘৃতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভাজা ভাজা হইলেন। ডাকিনী যোগিনীগণ তাঁহার মাংস ভোজন করিয়া অমৃত-কুণ্ডের জলে জীবন দান করিয়া বর দিতে চাহিলে এই বর প্রার্থনা করেন যে—অদ্য হইতে কর্ণ আসিবামাত্র যেন তাঁহার প্রার্থিত রত্ন কাঞ্চনাদি প্রাপ্ত হন; আর যেন কষ্ট পাইয়া তাঁহাকে উত্তপ্ত ঘৃতে জীবন ত্যাগ করিতে না হয়। অনেক কষ্টে যোগিনীগণ তাঁহাকে এ বর প্রদান করিলেন। বিক্রমাদিত্য বর প্রাপ্ত হইয়া সেই ঘৃতের কড়াখানি দেবীর গৃহের ছাদের উপর উবু করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই জন্য তদবধি ইহাঁর ছাদ কড়ার আকার ধারণ করিয়াছে। এবং সেই কারণেই ইহাঁর নাম বিক্রম-

চণ্ডী হইয়াছে। এই কথা বলিয়া বরুণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কড়ার আংটার ন্যায় একটা আংটা খট্ খট শব্দে নাড়িয়া দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন।

দেবগণ ভক্তিভাবে চণ্ডীকে ঘন ঘন প্রণাম করিলেন। বরুণ কহিলেন "এই গৃহের এদিকে ৩। ৪ টী শিব, অন্নপূর্ণা, এবং পার্ব্বতী আছেন। এবং প্রবেশ পথে মন্দির মধ্যে যে শিবমূর্ত্তি দেখিলেন, উনি কালভৈরব।

দেবতারা চণ্ডীস্থান হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময় দেখেন ১০। ১৫ জন লোক এক মৃত শরীর বহন করিয়া আনিতেছে। তাহাদের কাহারো হস্তে আগুনের হাঁড়ি, কাহারো হস্তে হুঁকা কল্কে, কাহারো বগলে কয়েক খানি নূতন বস্ত্র ও তাহার এক কোণে সোণা রূপা বাঁধা, কাহারো হস্তে এক খানি দা ও একটী কলসী। শব তখন চারি জনের স্কন্ধে ছিল। তাহার সমস্ত শরীর সপে জড়ান এবং তদুপরি একটী বাঁশ তিন চারি স্থানে কঠিন রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধা। কেবল পদ দুই খানি দেখা যাইতেছিল। বহনকারীরা গঙ্গাকে সন্নিকটে দেখিয়া উচ্চ রবে হরি-ধ্বনি করিল এবং পথ-শ্রমের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য একটী অশ্বথ বৃক্ষের তলায় শব নামাইয়া এক জন স্পর্শ করিয়া থাকিল, অপর কয়েক জন তামাকু খাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ভাবিতে-ছিলেন এই সেই জামালপুরের বাসি মড়া আসিল।" এই সময় বহনকারীরা পরস্পরে কথোপকথন আরম্ভ করিল। এক জন কহিল "এই মড়া বাহির করিবার জন্য বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে এবং অনেক নূতন নূতন কথা শুনিতে হইয়াছে। সকলেই পরিবারের দোহাই দিয়া আমাদিগকে নিরা-শ্বাস করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদের কি এমন দিন উপস্থিত হইবে না? বিধাতা কি তাঁহাদিগের ভাগ্যে মৃত্যু লেখেন নাই? ঈশ্বর অবশ্যই এ সব বিষয় দেখিতেছেন, তিনি অবশ্যই ইহার বিচার করিবেন। দুঃখের কথা কি কহিব অনেকেই মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন "তোমরা কেন ময়লা ফেলার গাড়ী করিয়া লইয়া যাও না।" কেহ বা কহিলেন "ডেকরা নদীতে ফেলিয়া এস, তাহা হইলে ২। ৪ জনেই লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে আমাদের আর সাহায্য আবশ্যক হইবে না।" আবার কতকগুলি লোক কহিলেন "কবর দেও।" এই কবর দেওয়ার কথার আবার পোষকতা করিয়া অনেকে বলিলেন "বাঙ্গালীদের গঙ্গাতীরে

লইয়া যাইয়া সৎকার করা অপেক্ষা কবর দেওয়া সহস্র গুণে ভাল। তাহা করিলে আমরা চাঁদা দিয়া একখান গাড়ি ও দুইটা গোরু এবং কবর স্থানের জন্য কিঞ্চিৎ জমী খরিদ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। এরূপ মৃতশরীর বহন জন্য কাহাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না এবং আমরাও বিনা আহ্বানে মৃতবহা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাহেবদের মত দুঃখ করিতে করিতে গোরস্থান পর্য্যন্ত যাইয়া কবর দেওয়া দেখিয়া আসিতে পারিব। কেন আমরা কি গোরস্থানে যাই না? না, গোরস্থানে যাওয়া আমাদের অভ্যাস নাই? সে দিনও চ্যাম্বারলেন সাহেবের মৃত্যু হইলে গিয়াছিলাম এবং শোক প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ তিন দিন তিন রাত্রি কাল বনাত ছেঁড়া হাতে বেঁধেছিলাম। অতএব তোমরা সকলে একমত হইয়া যাহাতে বাঙ্গালীদিগের গোর দেবার ব্যবস্থা হয় তৎপক্ষে যত্নবান হও।"

ইহার পর শববহনকারীরা আবার হরিধ্বনি দিয়া মৃতদেহ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে চলিলেন। দেবতারাও দুঃখ করিতে করিতে বাসায় আসিলেন।

বাসায় আসিয়া সকলে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করেন এবং অপরাহ্নে আবার নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। কিছু দূর যাইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! সম্মুখে ঐ যে ধ্বংসাবশিষ্ট অত্যল্পমাত্র অট্টালিকা দেখিতেছেন, ঐ স্থানে নবাবের প্রাসাদ ছিল। ওদিকে দেখুন মুঙ্গের জেল।

উপ। ঠাকুর কাকা, চল না আমরা জেলে যাই।

নারা। তোমার যেরূপ প্রখর বুদ্ধি, তোমার ভাগ্যে জেলে যাওয়া ঘট্‌বে।

বরুণ। ও বলে কি?

নারা। জেল দেখ্‌বে।

বরুণ। নারে পৈতা ছিঁড়ে দেবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! পৈতা ছিঁড়ে দেবে কি?

বরুণ। এক সময় মুঙ্গের জেলে এক জন সিভিল সার্জন দুই জন পাচক ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়ে দিয়াছিলেন। এই পৈতা ছেড়ায় জেলের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবার উদ্যোগ হয়। দুই জন বৃদ্ধ কয়েদী ২। ৩ দিন উপবাস করিয়াছিল।

ব্রহ্মা। য্যা! যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে দিলেন! পৈতা ছিঁড়ে দিলেন কেন?

বরুণ। কেন তা তিনিই জানেন। দেখুন পিতামহ! এই স্থানে পূর্ব্বে নবাবের সৈন্য সামন্ত থাকিত। যে স্থানে তাঁহার সুপ্রশস্ত বারিক ও বারুদের ঘর ছিল, সেই স্থানে এই জেলখানা প্রস্তুত হইয়াছে।

এখান হইতে সকলে আদালতের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ দেখাইতে লাগিলেন—ঐটী কালেক্টরি, ঐটী ফৌজদারী, ওদিকের ঐটী রেজেষ্টরী আফিস, ঐ গৃহে মুন্সেফ বসিয়া বিচার করেন, ওদিকের গৃহে ডেপুটী বাবুর আফিস। দেবগণ দেখিলেন আদালতগুলির নিকটস্থ প্রাঙ্গণে, বৃক্ষতলে, রাস্তার ধারে অসংখ্য লোক বসিয়া আছে। কেহ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতেছে, কেহ জলখাবার খাইতেছে, কেহ কূপ হইতে জল তুলিয়া দিতেছে, কেহ খাবার বিক্রয় করিতেছে। কোন স্থানে কাণে কলম, হাতে কাগজ মোক্তারের দল উকীলের সহিত সলা পরামর্শ করিতেছেন। কোন স্থানে কোন আসামী মকদ্দমায় জয়লাভ করায় আদালতের চাপরাশীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া কিছু কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছে। কোন স্থানে আসামীর হাতে হাতকড়ি দিয়া জেল অভিমুখে লইয়া যাইতেছে তাহার পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্রগণ উচ্চ রবে ক্রন্দন করিতেছে। কহিল, "বরুণ কাকা! এখানে কি ব্রাহ্মণ ভোজন?"

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই হচ্চে মুঙ্গের বিচারালয় সকল।

ব্রহ্মা। যত লোক দেখিতেছি সকলেরই কি মকদ্দমা আছে?

বরুণ। আজ্ঞে না, বেহারবাসিদিগের অভ্যাস আছে, গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির নামে যে কোন বিষয়ের অভিযোগ হউক গ্রামস্থ যাবতীয় লোক তামাসা দেখিতে আসিয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত না আদালত বন্ধ হয় বসিয়া থাকে। ইহাদের একটী পয়সা মা বাপ কিন্তু বিচারালয়ে অর্থ ব্যয় করিতে কাতর নহে।

এখান হইতে দেবতারা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় দর্শনে যাত্রা করিলেন। উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "এই মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট স্কুল।

ইন্দ্র। এরূপ স্কুল গবর্ণমেণ্টের কতগুলি আছে?

বরুণ। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এক একটী আছে। তদ্ভিন্ন ভদ্র-পল্লী মাত্রেরই বিদ্যালয় গুলিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক নিয়মে সাহায্য

করা হয়। ইংরাজরাজের মত কোন রাজাই প্রজাকে বিদ্যা বিতরণ করিতে এত যত্ন করেন নাই।

ব্রহ্মা। বেস্ তো। আমার মতে ইংরাজরাজ প্রজাগণকে সাহিত্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার ন্যায় ব্যায়াম, শিল্প, শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষা দিলে আরো অক্ষয় যশ লাভ করিতে পারেন।

বরুণ। বিদ্যালয়ের ওদিকে দেখুন চিত্রশালা। এই চিত্রশালাটী লকউড নামক এক জন সাহেবের যত্নে নির্ম্মিত হয়।

ইন্দ্র। চিত্রশালায় আছে কি?

বরুণ। উহার মধ্যে কয়েকটী মৃত পক্ষীর এবং মৃত কুম্ভীর কচ্ছপাদি আকার, এবং ৩০ সের আন্দাজ ওজনের একটী নবাবী আমলের গোলা আছে।

ব্রহ্মা। য্যাঁ! ত্রিশ সের! বরুণ! না জানি সেই কামান কত বড় ছিল? এখান হইতে সকলে বাহিরে আসিয়া দেখেন, আদালত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কেরাণী বাবুরা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাঁহারা দূরে আরো কতকগুলি কেরাণীকে দেখিলেন; কিন্তু তাঁহাদের বদন হাস্যময় নহে।

নারা। বরুণ! মুঙ্গেরে আমি দুই সম্প্রদায় কেরাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিতেছি কেন? এক সম্প্রদায় হর্ষযুক্ত অপর সম্প্রদায় বিমর্ষ, ইহার কারণ কি?

বরুণ। ইহার বিলক্ষণ কারণ আছে। গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী নির্দ্ধারিত বেতন বাদে প্রত্যহ প্রায় এক পকেট করিয়া কাঁচা পয়সা উপরি লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে হর্ষযুক্ত দেখিতেছেন। রেলওয়ে কেরাণীরা বেতন বাদ একটী পয়সা উপরিলাভ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের বদনে কোথা হইতে হাসি আসিবে?

ইন্দ্র। বরুণ! উপরিলাভ কি?

বরুণ। কার্য্য বিশেষে উপরি লাভ শব্দের নানা প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। যেমনঃ—গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণীরা নকল করিয়া দিয়া বাদী প্রতিবাদীর নিকট হইতে যাহা দুই এক পয়সা বেশী লইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের উপরি লাভ। জমীদারি সেরেস্তার গমস্তারা প্রজার নিকট খাজানা আদায় কালে যাহা ২।১ পয়সা বেশী আদায় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের উপরি লাভ। বাটীর চাকর চাকরাণী বাজার করিতে

গিয়া বাজারের পয়সা হইতে যাহা ২। ১ পয়সা চুরী করিতে পারে তাহাই তাহাদের উপরিলাভ। রেলওয়ে টিকিট বিক্রেতা বাবুরা চৌদ্দ আনা মূল্যের টিকিট বিক্রয় কালে এক টাকা লইয়া যদি বক্রী দুই আনা ফেরত না দেন, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। রেলওয়ে কল চালকেরা মহাজনের বস্তা ফুটা করিয়া যদি দুই এক সের চিনি বাহির করিয়া লইতে পারে, সেই তাহাদের উপরিলাভ। স্কুল মাষ্টারেরা দুই চারি মিনিট যদি চেয়ারে ঠেশ দিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। মাতাল বাবুরা বন্ধুর বাড়ী হইতে মদ্য পান করিয়া আসিবার সময় পথে মাতলামি করার জন্য পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যদি ধাক্কা ধুক্কি খান, সেই তাঁহাদের উপরি লাভ। যদি ডাক্তার বাবুরা ঔষধে বেশী মাত্রায় জল মিশাইয়া দিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের উপরিলাভ। মোসাহেবেরা যদি বাবুর পাতের লুচি তরকারী খাইতে পান, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। লম্পটেরা কোন ভদ্র মহিলার গৃহে প্রবেশ করিয়া হাত, পা যাহা হউক এক খানি দিয়া প্রাণটা নিয়ে যদি পালয়ে আস্‌তে পারে, সেই তাহাদের উপরি লাভ। পৌণ্ড কিপার গোরু কেটে যদি বাছুর কর্‌তে পারে, সেই তাহার উপরিলাভ।

ব্রহ্মা। "শ্রীবিষ্ণুঃ" "শ্রীবিষ্ণুঃ" ব্যাঁ! কি বল্লে?

বরুণ। প্রত্যেক পুলিষে একটা করিয়া গো-কারাগার থাকে, তাহাকে পৌণ্ড কহে। কোন ব্যক্তির গরু যদি অপর কোন ব্যক্তির গাছ পালা নষ্ট করে, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে ঐ গোরু থানায় দিয়া আসিতে পরে। থানায় গরু যত দিন থাকিবে, দুই আনা এবং বাছুর যত দিন থাকিবে এক আনার হিসাবে জরিমানা দিয়া তবে গোরু খালাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই বিষয়ের হিসাব পত্র রাখে, তাহাকে পৌণ্ডকিপার কহে। ঐ পৌণ্ডকিপার উপরিলাভের প্রত্যাশায় সময়ে সময়ে গরুর বদলে বাছুর লিখিয়া থাকে।

ব্রহ্মা। তবু ভাল! ভাল বরুণ! তবে আজ কাল মর্ত্ত্যে চুরি শব্দের স্থলেই উপরি শব্দ ব্যবহার হইতেছে। যাহা হউক, তুমি আমাকে ঐ মুঙ্গেরস্থ উভয় সম্প্রদায় কেরাণীর দোষ গুণ বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। উভয় সম্প্রদায় কেরাণীর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণীরা কিছু অপব্যয়ী। ইহাঁদের সামান্য দোষে কর্ম্ম যায় না, তদ্ভিন্ন বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও কিছু কিছু পেন্সন পাইয়া থাকেন; এজন্য ইহাঁরা উপা-

র্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেও তাদৃশ মনোযোগী হয়েন না। ইহাঁদের বদ খেয়ালি অর্থাৎ যাত্রা, খেম্‌টা, বাইনাচ ইত্যাদিতেই বেশী ব্যয় করিতে দেখা যায়। রেলকেরাণীরা উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিতে জানেন, কারণ ইহাঁদের চাক্‌রী কবে আছে কবে নাই তাহার কিছু স্থিরতা নাই এবং রেল-ওয়েতে পেন্সনেরও কোন বন্দোবস্ত নাই। ইহাঁরা মিতব্যয়ী এবং ইহাঁ-দের দান ধর্ম্মসম্বন্ধে অর্থাৎ ধর্ম্মসভা ও দাতব্য-সভা ইত্যাদির দিকেই বেশী দেখা যায়।

ব্রহ্মা। রেলওয়ে কেরাণীদিগের ত বিশেষ গুণ আছে।

এই সময়ে সকলে মুঙ্গেরের বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন বাজারটীতে অসংখ্য দোকান ঘর রহিয়াছে। দোকানগুলির উপরে আফিসের কেরাণীদিগের বাসা। দোকানে হরেক রকম দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে আবলুস কাষ্ঠের সুন্দর সুন্দর বাক্স বিক্র-য়ার্থ সাজান রহিয়াছে। বাক্সগুলির গাত্রে ও ডালায় হাতির দাঁতের কারু-কার্য্য করা। কোন দোকানে কলমদানি, কৌটা, আলমারি বিক্রয় হই-তেছে। কোন দোকানে বেনাগাছের পাখা, গমের গাছের ফুলের সাজি, বাক্স, পেতে বিস্তর প্রস্তুত হইতেছে। তদ্ভিন্ন চাউল, হুকা, আরসি, চিরুনীরও অসংখ্য দোকান রহিয়াছে। বাজারটী প্রথমে অনেক দূর পর্য্যন্ত সোজা হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে বামে ও দক্ষিণ দিকে আবার কতকগুলি, শাখা প্রশাখা হইয়া ভিতর দিকে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সমস্ত গলির মধ্যেও অসংখ্য দোকান আছে, কিন্তু এমন অন্ধকার যে প্রবেশ করিতে ভয় হয়। বরুণ কহিলেন " মুঙ্গেরের চক অনেকাংশে কলিকাতার বড়বাজারের চকের সদৃশ। "

এখান হইতে দেবতারা কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, একটী গৃহ মধ্যে কয়েক ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন এবং এক ব্যক্তি একটী বেদিতে উপবেশন করিয়া কহিতেছেন—"হে করুণাময়! হে বিভু! হে হরি! হে নদী! আমাদিগকে উদ্ধার কর। বালক যেমন ধূলি মাখে, ক্ষুধায় কাতর হইলে কাঁদে, অথ চ ধূলি যে কি, ক্ষুধা হয় কেন তাহা সে জানে না। তেম্নি হে করুণাময়! তুমি যে কি তাহাও আমরা অবগত নহি—আমাদিগকে উত্তোলন কর, আমাদিগের গাত্র হইতে পাপরূপ ধূলা মুছাইয়া দিয়া কোলে লও। "

বরুণ। পিতামহ! মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ দেখুন!

ব্রহ্মা। ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসংখ্যা এত কম কেন?

বরুণ। ব্রাহ্মসমাজের সময়ে সময়ে উন্নতি অবনতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন কোন আফিসের কোন ব্রাহ্ম বড় বাবু আসেন, তখন ইহার উন্নতি দেখে কে? অনেক কেরাণী, বাবুর প্রিয় হইবার আশায় কপট ব্রাহ্ম সাজিয়া সমাজে আসিয়া থাকেন। আবার সেই বড় বাবু ব্রাহ্ম স্থানান্তরে বদলি হইলেই সভ্যসংখ্যা হ্রাস হইয়া থাকে। এক্ষণে এখানে কোন ব্রাহ্ম বড় বাবু না থাকাতে সমাজের অবস্থাও ভাল নহে। মুঙ্গের এই ব্রাহ্ম-সমাজটীর জন্যও বড় বিখ্যাত।

ইন্দ্র। এই ব্রাহ্মসমাজের জন্য মুঙ্গের বিখ্যাত কেন?

বরুণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুঙ্গের হচ্চে দ্বিতীয় লীলাভূমি। এই নগরে তাঁহার অনেক লীলা খেলা হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদিগের সহিত চর-ভ্রমণই বড় বিখ্যাত। ঐ দিন কেশব বাবু সকলের সহিত চর ভ্রমণে যাইয়া পরম ব্রহ্মের উপাসনাদি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাস খেলাও এখানকার একটী মন্দ লীলা খেলা নহে। এখানকার ব্রাহ্মেরা এক সময় কেশব বাবুকে অবতার স্থির করিয়া পাতের প্রসাদ খাইতেও উদ্যত হইয়াছিল।

ইন্দ্র। তাঁহারা কেশব বাবুকে কোন্ অবতার স্থির করেন?

বরুণ। তাঁহারা কহেন "নারায়ণ সম্বলপুরের মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কিরূপে জন্ম গ্রহণ না করিয়া গরিফা গ্রামের মহাত্মা রামকমল সেনের ভবনে কেশবচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ইন্দ্র। নারায়ণ খুব সাবধান। দেখ, অনেক দিন তুমি পৃথিবীতে না আসায় বাজেয়াপ্ত হইতেছে। ১৪ বৎসর যদি উহারা বিনা আপত্তিতে ভোগ দখল করিয়া ফেলে, ভবিষ্যতে তুমি আদালতের আশ্রয় লইয়াও নিজ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

বরুণ। দেবরাজ! তুমিও সাবধান। ইংরাজরাজ দিন দিন যেরূপ উপাধি সৃষ্টি করিয়া বিতরণ করিতেছেন, যদি তাঁহারা "দেবরাজ" উপাধি সৃষ্টি করিয়া বিতরণ করিতে থাকেন, তোমার দশা কি হইবে?

ব্রহ্মা। বরুণ! বড় সুন্দর উপদেশ দিচ্চে। প্রচারক জাতিতে কি বরুণ!

বরুণ। উনি জাতিতে তাঁতি।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণুঃ! অ্যাঁ! তাঁতি!! বরুণ! তাঁতি!! চল পৃথিবী হইতে পলাই চল, এক্ষণে কলির সম্পূর্ণ অধিকার।

ইন্দ্র। পিতামহ! প্রচারক তাঁতি শুনে পলাতে চাচ্চেন কেন?

ব্রহ্মা। এক সময় কলি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"প্রভু! আজ্ঞে করুন কোন্ সময়ে আমি মর্ত্ত্যে সুখে এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে পাইব?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—যে সময়ে শূদ্রে তপোবেশধারী হইয়া বেদিতে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে থাকিবে, সেই সময়ে তুমি জানিও তোমার সম্পূর্ণ অধিকার হইয়াছে। এক্ষণে এই তাঁতি প্রচারককে দেখিয়া আমার স্মরণ হইল কলির এক্ষণে সম্পূর্ণ অধিকার কাল উপস্থিত।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় আসিয়া পরস্পরে গল্প করিতেছেন এমন সময়ে নারায়ণ কহিলেন "ঐ যা! গয়ার পাথরবাটী প্রভৃতির পোটলাটা মোকামায় ট্রেণ পরিবর্ত্তনের সময়ে ফেলে এসেছি।" ব্রহ্মা এই কথা শ্রবণে নারায়ণের প্রতি অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমার হাতে লক্ষ্মী হবে না, আবার যেখানে যাবে কিছু কিনে দিতে বল, ভাল করে কিনে দেব। ছি! ছি! অত্যন্ত অসাবধান। বয়েস হয়েচে, বুদ্ধি শুদ্ধি আছে এখন এত অসাবধান হলে কি পথ চলা যায়? আমি অম্বলের মাচ খাব বলে খাসা খাসা ছোট ছোট বাটী গুলি কিনে নিয়ে এলাম তুমি কিনা পথে ফেলে এলে। বাটী গুলির জন্য মন নিতান্ত খারাপ হ'লো। ইচ্ছা হচ্চে আবার গয়ায় গিয়া কিনে আনি।

পর দিন তাঁহারা একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া সীতাকুণ্ড দেখিতে চলিলেন। গাড়ি কিছু দূর যাইলে দেবগণ দেখেন কতকগুলি লোক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ, আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে উহারা কারা?"

বরুণ। উহারা সীতাকুণ্ডের পাণ্ডা।। উহারা সংখ্যায় প্রায় ৪। ৫ শত ঘর আছে এবং অনেকে সীতাকুণ্ডের প্রসাদে বিলক্ষণ সঙ্গতিও করিয়া লইয়াছে।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী প্রাচীর বেষ্টিত সীতাকুণ্ডের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডারা চারি দিক হইতে আসিয়া বেষ্টন করিতে লাগিল। কতকগুলি পাণ্ডা কহিল "বাবু

আমরা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে মুঙ্গের হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি। অপর কহিল" বাবুদের নিবাস ? "

উপ। নিশ্চিন্তপুর।

পাণ্ডা। কি কহিলেন বাবু নিশ্চিন্তপুর ?—কোন জেলা ?

উপ। শ্রীকান্তনগর।

পাণ্ডারা স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল এবং দেবগণকে কহিল " আসুন বাবু ভিতরে আসুন। " তাঁহারা দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন দক্ষিণ দিকে দুইটী এবং বাম দিকে একটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পানাপূর্ণ ইঁদারা রহিয়াছে। এবং জলে চতুষ্পদ বিশিষ্ট মৎস্য সকল লাফাইয়া বেড়াইতেছে। ইঁদারাগুলি উত্তমরূপে বাঁধান। পাণ্ডারা কহিল " বাবু, বাম দিকে লক্ষ্মণকুণ্ড আর সম্মুখে ঐ মন্দিরের নিকট রামকুণ্ড।

দেবতারা রামকুণ্ড দেখিতে চলিলেন। দেখেন ইহাও একটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বাঁধান ইঁদারা। জল পাচন সিদ্ধ জলের ন্যায় গাঢ় ও রক্তবর্ণ।

ব্রহ্মা কহিলেন " সম্মুখে ও মন্দিরটী কি ? "

পাণ্ডা। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। মন্দির মধ্যে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। সীতাকুণ্ড কই ?

" আসুন বাবু ভিতরে আসুন " বলিয়া পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে অপর একটী দ্বার দিয়া সীতাকুণ্ডের নিকট উপস্থিত করিল। তাঁহারা দেখেন এ স্থানটীরও চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। সীতাকুণ্ড একটী উষ্ণ-প্রস্রবণ। ইহা দীর্ঘে প্রস্থে ১২॥ হাত করিয়া হইবে। জল উত্তপ্ত এবং তাহা হইতে অল্প অল্প বাষ্প ও বুদ্বুদ উঠিতেছে। জল এত স্বচ্ছ যে যাত্রীরা আসিয়া যে সমস্ত পিণ্ড প্রদান করিয়াছে, তাহার চাউলগুলি গণিয়া লওয়া যায়। সীতাকুণ্ডের চতুর্দ্দিক লৌহ রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টন করা। দেবগণ সেই রেলিংয়ের মধ্য দিয়া হস্ত বাড়াইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত জলে হস্ত রাখিতে পারেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এখান হইতে পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে প্রেত-শিলা দেখাইতে চলিলেন। প্রস্রবণের জল উঠিয়া কুণ্ডে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটী ইষ্টক নির্ম্মিত

পয়ঃপ্রণালী দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতেছে। পাণ্ডারা ঐ প্রণালীর এক স্থান ফুটাইয়া রাখিয়াছে, ঐ স্থানকে তাহারা প্রেতশিলা কহে এবং যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকে, এই স্থানে পিণ্ডার্পণ করিলে পিতৃপুরুষগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ইহার পর দেবগণ অপর দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন অনবরত জল বাহির হইয়া দূরে একটী ক্ষুদ্র নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। দেবতারা সীতাকুণ্ড দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। তাঁহারা তথা হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামকুণ্ডের নিকট উপবেশন করিলে ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! সীতাকুণ্ডের উৎপত্তির কথা বল?"

বরুণ। পাণ্ডারা কহে "শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময়ে মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম ও স্নান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কষ্টহারিণী ঘাটের অপর পারে বসিয়া অনেকগুলি মুনি ঋষি তপস্যা করিতেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্নানান্তে সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমান সহ তাঁহাদিগকে ফল প্রদান করিতে যাইলে মুনিগণ প্রত্যেকের ফল গ্রহণ করেন; কিন্তু সীতার ফল গ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহেন "সীতা অনেক দিন রাবণগৃহে একাকিনী বাস করিয়াছিলেন। রাবণের চরিত্রও নিতান্ত মন্দ ছিল; অতএব সীতা, সতী কি অসতী বিশেষরূপ না জানিলে তাঁহার ফল কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে?" মুনিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণ অবনত মস্তকে রহিলেন। তাঁহাদের তদবস্থা দেখিয়া মুনিগণ পুনরায় কহিলেন "জনক ঋষি আমাদের সকল ঋষি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তিনি যদি বলেন "তাঁহার দুহিতা সতী, তাহা হইলেও ফল গ্রহণ করা যাইতে পারে।" হনুমান এই কথা শ্রবণে তদ্দণ্ডে জনকপুরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু জনকরাজ কহিলেন "সীতা যত দিন অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার নিকট ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহার বিষয় জানেন। তৎপরে যখন তিনি তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার সীতা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক করে না এবং জানেনও না।" হনুমান প্রত্যাগমন করিয়া এই কথা বলিলে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন "সীতা যদি অগ্নিতে পরীক্ষা দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার ফল গ্রহণ করিতে পারি——

নারা। সীতার পরীক্ষা কি এখানে হইয়াছিল ? সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ব্রহ্মা। ওরে ভাই, তুই থাম। বরুণ বল, সীতা কি অগ্নিতে পরীক্ষা দিতে স্বীকার করিলেন ?

বরুণ। আজ্ঞে, হঁা। তিনি স্বীকার করিলে মুনিগণ মুঙ্গেরের বাহিরে আসিয়া এই স্থান মনোনীত করিলেন এবং হনুমান কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চিতা সাজাইয়া দিলেন। চিতা প্রজ্বলিত হইলে সীতা সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দগ্ধ হইলেন না।

ব্রহ্মা। আঃ! মরি মরি। নারায়ণ দেখ,—সীতা অগ্নিতেও ভস্ম হন না। বল বরুণ! তার পর বল ?

বরুণ। মুনিগণ সীতাকে ভস্ম হইতে না দেখিয়া চিতা হইতে নামিয়া আসিয়া ফল দিতে কহিলেন। তখন সীতা হৃষ্টচিত্তে নামিয়া আসিয়া প্রত্যেকের হস্তে ফল প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র হনুমানকে কহিলেন "হনু, জল দ্বারা চিতা নির্ব্বাণ করিয়া ফেল।" হনুমান তৎশ্রবণে জল আনিবার উদ্যোগ করিলে সীতা কহিলেন "নাথ! এই স্থানে দাসীর অগ্নি পরীক্ষা হয়, অতএব এই স্থান লোককে জানাইবার জন্য অধীনী ইচ্ছা করে পাতাল হইতে জল উঠাইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করা হউক এবং ঐ জল চিরদিন উত্তপ্ত থাকিয়া ফুটিতে থাকুক। যাত্রিগণ এখানে আসিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে তাহার পিতৃ পুরুষগণ যেন বৈকুণ্ঠে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

নারা। বৈকুণ্ঠে স্থান বসে রয়েছে।

ব্রহ্মা। ওরে ভাই, তুই থাম। সত্যি সত্যি কেহ কিছু দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত সীতাকুণ্ডে আসিয়া পিণ্ড প্রদান কচ্চে না, তোর বৈকুণ্ঠেও যাচ্চে না; তুই অনর্থক ভেবে ভেবে মাথা গরম কচ্চিস্ কেন ? বরুণ! সীতাকুণ্ড কি মহাতীর্থ! তুমি আমাকে শ্রাদ্ধাদি করিবার উদ্যোগ করে দেও, আমি সীতাকুণ্ডে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করি।

পাণ্ডারা এই কথা শ্রবণে মহাসন্তুষ্ট হইয়া এক জন ছুটে চা'ল কিন্তে গেল, আর এক জন কহিল "বুড়া বাবা, অর্দ্ধেক গরম জল ও অর্দ্ধেক ঠাণ্ডা জলে স্নান কর।"

"এসো দেবরাজ! আমরা স্নান করে জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকি। বড় দা, ততক্ষণ পিণ্ডদান করুন" বলিয়া, নারায়ণ শিশি হইতে

তৈল বাহির করিয়া মাখিলেন এবং সকলের অগ্রে রামকুণ্ডে স্নান করিতে লাগিলেন। তিনি একটী ডুব দিয়াই " ওয়াক্ " " ওয়াক্ " শব্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন " দেবরাজ! এখানে স্নান করো না রাজশরীর মারা যাবে। স্নান তোমার আজ তোলা থাক্। বাবা রে, বিদ্‌ঘুটে দুর্গন্ধ, ও মা! মারা যাই!

পিতামহ নারায়ণের মুখে রামকুণ্ডের নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া নারায়ণকে কহিলেন " তুমি বড় বেশী বেশী আরম্ভ কর্‌লে। তুমি মহাতীর্থ সীতাকুণ্ডের নিন্দা করে কি পাপে লিপ্ত হচ্চো ভাব দেখি? তোমার দোষ কি, কলির বাতাস গায়ে লাগ্‌চে কি না?

নারা। সীতাকুণ্ড কিসে মহাতীর্থ আমাকে বুঝাইয়া দিন। রামচন্দ্রের আর কাজ ছিল না তাই অযোধ্যায় প্রত্যাগমন সময়ে রাস্তার দুই ধারে সীতাকে পোড়াতে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, শাস্ত্রাদিতে যদি ইহার প্রমাণ দেখাইতে পারেন, আমি ভক্তিভাবে স্নান করিয়া সীতাকুণ্ডে পিণ্ড প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

ব্রহ্মা। তবে জল এমন টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌ছে কেন?

নারা। উষ্ণ প্রস্রবণ তা ফুট্‌বে না?

ব্রহ্মা। কি?

নারা। উষ্ণ প্রস্রবণ।

ব্রহ্মা। উষ্ণ প্রস্রবণই হউক আর যাহাই হউক ঈশ্বরের নাম করে যেখানে যাহা করা যায়, তাহাতেই পুণ্য আছে স্বীকার কর না? আয় উপ, আমরা নেয়ে নিই। উপ কর্ত্তার প্রিয় হইবার আশয়ে জলে নামিয়া ডুব দিয়া কহিল, " কর্ত্তা জেঠা!——

ব্রহ্মা। কিরে?

উপ। যদি রাগ না করেন, ত বলি?——

ব্রহ্মা। বড় গন্ধ নয়? নাক টিপে বাবা, নাক টিপে ডুব দেও, গন্ধ বলতে নেই। সীতাকুণ্ড মহাতীর্থ।

এই সময়ে পাণ্ডায় আসিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। পিতামহ জলে নামিয়া পানা সরাইয়া ডুব দিতে লাগিলেন। তাঁহার কয়েকটী কুণ্ডে স্নান সমাপ্ত হইলে সীতাকুণ্ডে এবং প্রেতশিলায় পিণ্ডার্পণ করিলেন। তৎপরে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া পাণ্ডাদিগকে বিদায় করিতে গিয়া মহাবিপদগ্রস্ত

হইলেন। তিনি দুইটী করিয়া পয়সা প্রত্যেক পাণ্ডাকে দান করিতেছেন। দেখিলেন যত দান করেন, ততই নূতন নূতন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রমে অসংখ্য পাণ্ডা আসিয়া পিতামহকে বেষ্টন করিল এবং পরস্পরে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। পিতামহ সেই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া "কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় নারায়ণ উদ্ধার কর, উদ্ধার কর," শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

নারায়ণ এই সময়ে সবে মাত্র মতিচুরে কামড় দিয়াছিলেন। ব্রহ্মার চীৎকারে হস্ত হইতে মতিচুর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এবং গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতামহের হস্ত ধরিয়া ঘুসা ঘাসার দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলে দেবরাজ, বরুণ এবং উপ যাইয়াও গাড়িতে উঠিল। এই সময়ে আবার শত শত পাণ্ডা আসিয়া গাড়ির গতি রোধ করিল, তখন নারায়ণ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদানে কোচ বাক্সে উঠিয়া বসিলেন এবং এক হস্তে অশ্ব-রজ্জু অপর হস্তে কশা গ্রহণ করিয়া সপাসপ্ শব্দে পাণ্ডাগণকে এমন প্রহার করিতে লাগিলেন যে তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল। নারায়ণও নিষ্কণ্টক গাড়ি হাঁকাইয়া একেবারে পীরপাহাড়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এই স্থানের নাম পীরপাহাড়। ঐ যে পাহাড়ের উপর একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিতেছেন, উহা কলিকাতার মৃত প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের। ঐ অট্টালিকার গৃহগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে সাজান আছে। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে পর্ব্বতের উপরে যে কূপ খনন করা হয়, সে কূপটীও বর্ত্তমান আছে কিন্তু জল উঠে নাই। পর্ব্বতের উপর মুসলমান দেবতা পীরের মস্‌জিদ থাকায় পীরপাহাড় নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মা। প্রসন্নকুমার ঠাকুর কে?

বরুণ। ইনি কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটা নিবাসী বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। এই মহাত্মা আজীবন স্বদেশের উন্নতি সাধনেই নিরত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি যে উইল করেন তাহাতেও সদ্বিষয়ে দানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মুলাযোড় প্রভৃতি স্থানে ইহাঁর বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেকগুলি সৎকীর্ত্তি আছে। ইনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মুঙ্গেরের জল হাওয়া ভাল বলিয়া এবং এ প্রদেশে তাঁহার অনেক বিষয়-

বিভব থাকায় এই বাড়িটী জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে খরিদ করেন।

নারায়ণ পুনরায় অশ্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্বদ্বয় হাপাইতে হাপাইতে বেলা আন্দাজ একটার সময়ে তাঁহাদিগকে বাসায় পঁহুছিয়া দিল।

দাহ্য কার্পাস।

বিজ্ঞান মনুষ্যের অবস্থার উন্নতির প্রধান সাধন। যেখানে বিজ্ঞানের চর্চ্চা, সেই খানেই বাণিজ্য, সেই খানেই নানাপ্রকার কারখানা, সেই খানেই লক্ষ্মীশ্রী, সেই খানেই মনুষ্য সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। যেখানে বিজ্ঞানের অনুশীলন নাই, সেখানে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি—উদয়াস্ত পরিশ্রম করিলেও উপযুক্ত জীবিকা লাভ হয় না। তথায় কর্ম্মের ক্ষেত্র অতি অল্প, কাজেই অনেককে আলস্যের দাস হইয়া থাকিতে হয়। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা কর, অবস্থাগত কত বৈষম্য দেখিতে পাইবে—এই উভয় দেশে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রভেদ। ইউরোপের এক একটী অট্টালিকা যেন ইন্দ্রভবন, এক একটী পুষ্পবাটিকা যেন নন্দন কানন! প্রশস্ত রাজপথ, গাড়ী ঘোড়া—সুখ ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। দরিদ্রের উপজীব্য—স্থানে স্থানে অসংখ্য কারখানা। এখানে এ কল, ও খানে সে কল—মর্ত্ত্যে যেন জগৎ নির্ম্মাণের ধূম লাগিয়াছে। কেহ নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী লইতেছে, কেহ তুলিতেছে, কেহ শকটে রাখিতেছে, কেহ বহিতেছে, কেহ ভাণ্ডারে পুরিতেছে, কেহ বেচিতেছে, কেহ কিনিতেছে,—হৃৎস্পন্দনের ন্যায় কাহারও হস্ত এক তিল সুস্থির নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত; কত আয়, কত ব্যয়! সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

বিজ্ঞানের বলে তুমি পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত নখ-দর্পণে দেখিতেছ। কোন স্থান আর তোমার দূরস্থ বোধ হয় না; কোন স্থান আর তোমার অপরিচিত নাই। এখন সর্ব্বত্রই তোমার গতিবিধি। সকল জাতির সঙ্গে তুমি কথা বার্ত্তা কহিতেছ, সকলের সঙ্গে লোক লৌকিকতা করিতেছ। পরস্পরের আচার ব্যবহার দেখিয়া কত উন্নতি হইতেছে। দেশ দেশান্তরে না যাইলে, নানা বিষয়ে দৃষ্টি না থাকিলে মানুষ যেন মাতৃগর্ভে

বাস করে। তার কাছে সকলই নূতন, সকলই অদ্ভুত। গৃহে বসিয়া কত অলৌকিক কথা শুনিতে হয়, কতই অসম্ভব কথায় বিশ্বাস করিতে হয়। জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা উন্মেষিত হইবার অবসর পায় না। সে দিন তুমি গৃহে বসিয়া শুনিতেছিলে—ইংলণ্ডের বিদ্যুৎপ্রভা ললনারা দেবকন্যা; সুশীতল সিন্ধুজলে স্নান করিতে তাঁহারা মর্ত্ত্যে আসেন। কাফ্রিরা দৈত্যবংশ; ইন্দ্রের অমরাবতীতে বড় উৎপাত করিত। যেমন তাদের বিকট দেহ, সেইরূপ তাদের বাসের বিভীষণ অরণ্য—সেখানে গাছের পল্লব পড়িলে ঢেঁকী হয়, পাতা পড়িলে কুলা হয়। নূতন নূতন গল্পে তোমার শ্রবণ মনকে উৎপ্লাবিত করিত। তখন হয় ত গৃহে একটী বিলাতী মেম দেখিলে সাক্ষাৎ ভগবতী ভাবিয়া গন্ধপুষ্পে পূজা করিতে; কাফ্রি দেখিলে হয় ত জাতিনাশের ভয়ে শালগ্রাম চন্দ্র লইয়া নিরুদ্দেশ হইতে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের বলে সেই মেমের সুসজ্জিত বিলাস মন্দির তোমার প্রতিবাসীর অট্টালিকা। তুমি এখানে ভাগীরথী জলে স্নান করিতে করিতে তুষার ধৌত ইংলণ্ডের সৌধবিহারিণী সুশীলা মেরীর সঙ্গে কাণে কাণে কথা কহিতেছ—প্রতি মুহূর্ত্তে তারে তোমাকে বিলাতের সংবাদ আনিয়া দিতেছে। আবার দেখ পাল তুলিয়া পবনের আগে ছুটিতে ছুটিতে সাগর বক্ষ ভেদ করিয়া কত জাহাজ তোমার বাঁধা ঘাটের জেটীতে আসিয়া লাগিতেছে। তুমি ভ্রাতৃভাবে হাসিতে হাসিতে থিওডরের সঙ্গে আলিঙ্গন করিতেছ। জাহাজ হইতে কাপড়, ঝাড়, লণ্ঠন, কল, ঘড়ী প্রভৃতি কত সামগ্রী গুদামে তুলিতেছ। আজ তোমার কেমন বসন ভূষণ, কেমন অট্টালিকা, কেমন গৃহসজ্জা! এখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির একবার মর্ত্ত্যে আসিয়া বাবুর বৈঠকখানা দেখিলে ময়দানবের নিকট হইতে কড়ার কড়া তস্য কড়া মজুরী ফেরত লইতেন—ইন্দ্রপ্রস্থের সভা সে বৈঠকখানার কাছে ত গোয়াল ঘর।

পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষ এখন অনেক উন্নত হইয়াছে বটে; কিন্তু আমাদের নিজের ক্ষমতায় এখনও কোন উন্নতিসাধন হয় নাই। এদেশের লোকেরা মেধাবী, ধৈর্য্যশীল ও বিদ্বান্; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা কিছুই দেখা যায় না। আমাদের অবস্থার উন্নতির সারবান্ উপায় এখনও দূরে পড়িয়া আছে। যতদিন তাহা নিকটবর্ত্তী না হইতেছে, বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া যত দিন স্বহস্তে কল, কারখানা, করিতে না পারিতেছি; তত দিন আমাদের ভদ্র নাই। অধিক কি এখন আমরা

এত নিঃসহায় ও পরমুখাপেক্ষী যে, সামান্য হিংস্রক পশুদিগকেও বধ করিয়া আমরা আপনাকে নিরুদ্বেগ করিতে পারি না। স্থানে স্থানে বাঘ, ভল্লুক, শূকর কত উপদ্রব করে; তাহাদেরও অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত আমাদিগকে পরের সহায়তার অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব আমাদের মত দীন ও কৃপার পাত্র আর কেহই নাই।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ত কিছুই আলোচনা ছিল না; এখন আবার সে পথে অনেক কণ্টক পড়িয়াছে। পরাধীনতা জাতীয় উন্নতির একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। তুমি যদি বন্দুক নির্ম্মাণ করিবার ভাল উপায় দেখিতে থাক, নূতন রকম উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা কর, রাজপুরুষেরা আসিয়া তোমার সেই যত্নের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন। যতদিন আমাদের সঙ্গে রাজপুরুষদিগের অভিন্ন ভাব পরিবর্দ্ধিত না হইবে, তত দিন এ অবস্থার আর উন্নতি নাই—খনিস্থ হীরার ন্যায় চিরকাল মলিন থাকিবে।

আমাদের উন্নতির দ্বারে আর একটী মহা বাধা আছে—আমরা অল্প বিষয়েই পরিতুষ্ট হই। সন্তোষ সাধু ব্যক্তিদিগের আরাধ্য বস্তু বটে; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে হিতকর নয়। কোনরূপে সংসারের যদি কিছু অসুবিধা দূর হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে আর উন্নতি হয় না। তুমি বলিবে—'আমি যাহা শিখিয়াছি, তাই যথেষ্ট,—আর আমি অধিক চাই না।" সত্য, তুমি যে কর্ম্ম কর, হয় ত তোমার নাম সই করিতে পারিলেই সে কাজ চলে। কাজেই নাম সই করিতে শিখিলেই তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে পার। কিন্তু তুমি একা সংসারের কেহই নও, একা তোমাকে লইয়া এ সংসার নয়। তুমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অনেকের সহানুভূতি লইতেছ, তোমার কাছেও অনেকে সেইরূপ সহানুভূতি আশা করে। যার যতটুকু আবশ্যক, সে যদি ততটুকু পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবে পৃথিবীর কিছুই শ্রীবৃদ্ধি হইত না। এক জন মানুষের মাসে বিশ টাকা আয় হইলেই তাহার দিনপাত হয়, তবে সে বিশ লক্ষ টাকার আশা করে কেন? এ কি সংসারী লোকের অনিবার্য্য অর্থগৃধ্নুতামাত্র?—এটী কি দোষের কথা? অন্যায় উপায়ে অর্থলাভ নিন্দনীয় বটে; কিন্তু অধিক অর্থোপার্জ্জন দোষাবহ নহে। এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি মনে করিলে সংসারের যত উপকার করিতে পারিবেন, এক জন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার এক আনাও করিতে পারিবে না। জ্ঞানশিক্ষাতেও ঠিক সেইরূপ, বিদ্যার অনুশীলনেও ঠিক সেইরূপ—তুমি তোমার

প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যা শিক্ষা কর, আরও অধিক কর। তোমার দ্বারা অন্যের উপকার হউক। তুমি স্বজাতিকে ও স্বদেশকে উন্নত কর।

যাঁহারা উন্নতির যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের আশার কিছুতেই নিবারণ হয় না, তাঁহাদের কিছুতেই সন্তোষ নাই। এই কথার আর অধিক প্রমাণ দিতে হইবে না, বিজ্ঞান-অনুশীলনের ফলভূত যে দাহ্য কার্পাসের বিবরণ লিখিতেছি, তাহাই আমাদের কথার বিশিষ্ট প্রমাণ।

বারুদ যে কি পদার্থ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতে পর্ব্বত উৎপাটিত হয়, সিন্ধু প্লাবিত হয়, মেদিনী কম্পিত হয়; কিন্তু দাহ্য কার্পাস আবার প্রলয়কালের কালানল—বুঝি রুদ্রতেজ তাহাতে নিহিত আছে। বারুদের যে তেজ, যে বিক্রম—তৎপদে আর অন্য পদার্থের বিনিয়োগ আমাদের চক্ষে আবশ্যক দেখায় না, যা হইয়াছে, আশাতিরিক্ত তেজস্কর দ্রব্য হইয়াছে—আর কেন? কিন্তু, যাঁহারা উন্নতির গুণ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখনই অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের উত্তরোত্তর আরও উৎকৃষ্ট দ্রব্য চাই। এই উন্নতির আশায় চালিত হইয়া এত দিন দাহ্য কার্পাসের গুণ পরীক্ষা হইতেছে। এখন এই মহাপদার্থ কিসে প্রস্তুত হয়, তাহা পাঠককে জ্ঞাত করিতেছি।

বারুদের কি কি উপকরণ, বোধ করি সকলেই জানেন,—ইহাতে তিনটী মাত্র দ্রব্য আছে, হাল্কি কাঠের কয়লা চূর্ণ, গন্ধক এবং সোরা। বারুদে অত্যন্ত তাপ দিলে, কিম্বা এক কণা আগুন লাগাইলে উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বারুদ ঐরূপে জ্বলিয়া উঠিবার কারণ কি?—অঙ্গার ও গন্ধক সহজেই অম্লজানে পরিণত হয় (Oxidisable) অর্থাৎ ঐ দুই দ্রব্য সহজেই অগ্নি স্পর্শে জ্বলিয়া থাকে। বায়ুতে কাঠ অত্যন্ত তপ্ত হইলে তাহাতে আগুন লাগে,—আবার গন্ধক তপ্ত হইলে তাহাতে আরও শীঘ্র আগুন লাগে। কাঠে ও গন্ধকে অম্লজান আছে বলিয়াই উহারা সহজে দগ্ধ হয়।

রাসায়নিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন অঙ্গারে ক্ষারজানের ভাগ অধিক। গন্ধক বহুবিধ খনিজ দ্রব্যে পাওয়া যায়। এই দুটী পদার্থ বায়ুতে তপ্ত করিলে সহজে জ্বলিয়া থাকে; কিন্তু যে দ্রব্যে অম্লজান আছে, যদি অঙ্গার ও গন্ধক তৎ সহযোগে নীত হয়, তবে তাহারা স্পর্শমাত্র আরও শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে। যবক্ষারে যথেষ্ট পরিমাণ অম্লজান আছে, সে কারণে বারুদের দাহ্যগুণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে সোরা মিশ্রিত করা হয়।

কোন পদার্থে প্রচুরমাত্রায় অম্লজান থাকিলেই যে তাহা অন্য পদার্থের দাহ্যগুণ বৃদ্ধি করিতে পারে এমন নয়, দ্রব্যের বিধানোপাদানের সঙ্গে অম্লজান এরূপ আল্‌গাভাবে সংসৃষ্ট থাকা চাই, যেন উহা সহজে পৃথক হইয়া অন্য দ্রব্যে মিলিত হইতে পারে। সোরার সেই গুণ আছে। অম্লজান বায়ু উহার উপাদানের সঙ্গে গাঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট নাই—অম্লজানভুক্ দ্রব্যে সহজেই উহা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সেই হেতু সোরা সহযোগে গন্ধক ও অঙ্গার তপ্ত করিলে, গন্ধক ও অঙ্গারে যবক্ষারের অম্লজান মিলিত হওয়ায় উহারা সহজে জ্বলিয়া বাষ্পরূপে পরিণত হয়। এই প্রকারে বারুদ বাষ্পে পরিণত হইবার সময় তাহাতে তাপ জন্মে। তাপ দিবার পূর্ব্বে বারুদের পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া অতি ক্ষুদ্রাকারে থাকে। উত্তাপ লাগিলে ঐ পরমাণু বাষ্পরূপে পরিণত হইবার সময় আকস্মিক্ বেগে চারি দিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে। এক মুষ্টি বারুদে আগুন দিলে ফ্যাঁস্ করে ফাঁপিয়া কত বৃহৎ কলেবর ধারণ করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন।

বন্দুকের গুলি কেন এত প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে যায়, এইবার অনায়াসে তাহা বোধগম্য হইবে। বিবেচনা কর, পাঁচ অঙ্গুলি পরিধি, নলের মধ্যে কিঞ্চিৎ বারুদ ঠাসিয়া আগুন দিলে অগ্নিস্পর্শমাত্র ঐ পাঁচ অঙ্গুলি পরিধি-স্থিত বারুদ সন্তাপে প্রসারিত হইয়া হঠাৎ বৃহৎ হইয়া পড়ে। তাহাতেই প্রবল তেজ উৎপন্ন হয়, সম্মুখে যাহা থাকে তাহাকেও ঠেলিয়া ছুড়িয়া দেয়। কাজেই বারুদ প্রসারণের সময়ে গুলি নল হইতে বহির্গত হইয়া সতেজে ছুটিতে থাকে।

বারুদ প্রসারণের আর একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেখা যায়। বোমের ভিতরে বারুদ থাকে। বোমে আগুন লাগাইলে, ঐ বারুদ বাষ্পে পরিণত হইবার সময় হঠাৎ প্রসারিত হইয়া উঠে, তখন আর সে বোমের মধ্যে স্থান হয় না, সুতরাং সমস্ত রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ হয়।

পাঠক! এখন দেখিলেন, সোরাই বারুদের প্রধান দাহ্য উপকরণ। এই সোরা সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণে যবক্ষারজান ও অম্লজান বাষ্প নিতান্ত পাতলারূপে মিলিত থাকে। যবক্ষারেও ঐ দুই বাষ্প বিলক্ষণ আছে। যে দ্রব্যে আল্‌গারূপে অম্লজান মিলিত থাকে, তাহাতে কিঞ্চিৎ তাপ লাগাইলেই অম্লজান উড়িয়া যায়। সোরা ক্লোরেট্ অব্ পটাশ্ প্রভৃতি দ্রব্যে অধিক মাত্রায় অম্লজান আছে; সামান্য তাপ

লাগাইলেই ঐ অম্লজান পৃথক্ হইয়া পড়ে, এই প্রক্রিয়ার সময় অঙ্গার কিম্বা গন্ধক কিছুরই প্রয়োজন নাই।

সোরায় সন্তাপ দিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে অম্লজান বায়ু নির্গত হইয়া যায়। তৎপরে আরও প্রখর সন্তাপ দিলে, পরিশেষে যবক্ষারজান বায়ু বহির্গত হয়। কিন্তু যদি নির্জ্জল গন্ধক দ্রাবক সংযোগে সোরাতে মৃদু সন্তাপ দাও তাহা হইলে যবক্ষার দ্রাবক উৎপন্ন হইবে। অঙ্গার ও গন্ধকে সোরা মিশ্রিত করিলে যে ফল হয়, এই যবক্ষার দ্রাবকে সেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্বলৎ অঙ্গারে এক খণ্ড যবক্ষার নিক্ষেপ করিলে উহা চড় চড় করিয়া দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। আবার যবক্ষার না দিয়া যদি চারি পাঁচ বিন্দু যবক্ষার দ্রাবক নিক্ষেপ কর, তাহা হইলেও উহা সেইরূপে পুড়িতে থাকিবে। যাহা হউক, ফলগত এই দুই পদার্থ এক হইলেও উহাদের কার্য্যপ্রণালী অনেক বিভিন্ন। দ্রাবক হইতে যেরূপ সহজে অম্লজান নির্গত হয়, নিরেট যবক্ষার হইতে তত সহজে নির্গত হয় না। তদ্ভিন্ন অঙ্গার এবং গন্ধকে যবক্ষার মিলিত থাকিলে অনেক সন্তাপে উহা প্রজ্বলিত হয়, যবক্ষার দ্রাবকে তত সন্তাপের আবশ্যকতা নাই। পাঠক! ভরসা করি, বারুদ ও যবক্ষার দ্রাবকের ক্রিয়া প্রণালী বেস বুঝিতে পারিলে। এস, এখন আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, ফরাসীরা একটী অভিনব দাহ্যপদার্থের আবিষ্কার করেন। অন্যের কথা কি? তদ্দর্শনে রাসায়নিকদেরও মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। যবক্ষার দ্রাবকে শ্বেতসার কুট্টিত কার্পাস বস্ত্র ও কাগজ মিলিত করিয়া প্রথমে দ্রব্য প্রস্তুত হয়। শীতল যবক্ষার দ্রাবকে শ্বেতসার মিশ্রিত করিলে ইহা দ্রব হইয়া যায়। তৎপরে তাহাতে শীতল জল ঢালিলে শ্বেতসার আবার পৃথক্ হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন উহার পূর্ব্ব ধর্ম্ম আর কিছুই থাকে না। এই সামান্য প্রক্রিয়ায় উহা বারুদ অপেক্ষাও দাহ্য হইয়া উঠে।

কুট্টিত কার্পাসাদি কিয়ৎকাল যবক্ষার দ্রাবকে ভিজাইয়া রাখিলে, উহার কেবল কোমলত্বই বাড়ে। এ ভিন্ন বাহ্যগুণের আর কোন রূপান্তর দেখায় না। পরন্তু উহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তই আশ্চর্য্য। এই অল্প প্রক্রিয়ায় এমন অভাবনীয় ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। তাই, না হয় সামান্য মাত্র দাহ্য হউক?—তাও নয়,—বারুদের ন্যায় হঠাৎ সতেজে বিদ্যুদ্বেগে জ্বলিয়া উঠে।

প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর এই কৌতুককর পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্ব কেহ উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে শুন্‌বিন্‌ নামা জনৈক রাসায়ন-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিত আশ্চর্য্য কৌশলে এই জটিল গ্রন্থির মর্ম্মোদ্ভেদ করিলেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন যে, কার্পাস শীতল যবক্ষার দ্রাবকে ভিজাইয়া শুষ্ক করিলে উহার শতকরা ৮০ ভাগ গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ একশত সের কার্পাস যবক্ষার দ্রাবকে কিয়ৎকাল মগ্ন রাখিয়া শুষ্ক করিলে ওজনে ১৮০ সের হইবে। বারুদ জ্বলিয়া গেলে কিঞ্চিৎ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু দাহ্য কার্পাস পুড়িলে সমস্তই বাষ্প হইয়া যায়। বারুদ ৫৬০ তাপাংশে দগ্ধ হয়; কিন্তু এই কার্পাস অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যূন তাপাংশে জ্বলিয়া উঠে—উহার পক্ষে ৩০০ ডিগ্রিই যথেষ্ট। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ দেখা যায়। ইহা অধিকতর আকস্মিক স্ফুরিতবেগে জ্বলিয়া থাকে। যবক্ষার দ্রাবক ও গন্ধক দ্রাবক একত্র মিলিত করিয়া তৎসংযোগে ঐ কার্পাস প্রস্তুত করিলে তাহার দাহ্যগুণ আরও উত্তেজিত হয়। এই প্রকরণে দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ উভয়ের মিলনে দ্রাবক সমধিক বীর্য্যবান্ হয়; দ্বিতীয়তঃ কার্পাস ভিজাইলে গন্ধক কর্ত্তৃক সমস্ত দ্রাবকের জলীয়াংশ পৃথক্‌ভূত হইয়া পড়ে। জলের ভাগ পৃথক্ হইয়া না পড়িলে গন্ধক দ্রাবক মিশ্রণে কোন ইষ্ট-সাধন হইত না। বরং তাহাতে দ্রাবক নিস্তেজ হইয়াই পড়িত।

গন্ধক দ্রাবক নিরতিশয় জলশোষক। অনাবৃত পাত্রে ফেলিয়া রাখিলে বায়ুর রস আকর্ষণ করিয়া উহা ক্রমশঃ নিতান্ত তরল হইয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে উহার পূর্ব্ববৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছুই থাকে না। যবক্ষার দ্রাবকে উহা মিশাইলে তাহার জলশোষণ প্রণালীও ঠিক তদনুরূপ। গন্ধক ক্রমে ক্রমে যবক্ষারের সমস্ত রসভাগ আকর্ষণ করিয়া লয়, কাজেই দ্রাবকের সারভাগ তেজস্কর হইয়া উঠে। গন্ধক ও যবক্ষার দ্রাবক একত্র মিশ্রিত করিলে প্রথমতঃ উহা উষ্ণ হয়। অতএব যতক্ষণ না উহা সুশীতল হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহাতে তুলা ভিজাইবে না। সন্তাপে গুণের অনেক ব্যতিক্রম ঘটে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দ্রাবকে কার্পাস ভিজাইলে তাহার কিছুই রূপান্তর হয় না,কেবল গুরুত্ব মাত্র বাড়ে। কর্পাস হইতে জল সহযোগে কিয়ৎ-পরিমাণে ক্ষারজান, অম্লজান এবং জলজান পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কার্পাসের ওজন কমে না; কারণ, যে পরিমাণে জলীয় পদার্থ নিস্সৃষ্ট হইয়া যায়, সেই পরিমাণে যবক্ষারাম্ল তুলায় সংগৃহীত হয়। জল অপেক্ষা যব-

ক্ষারের গুরুত্ব অধিক, কাজেই যবক্ষার শোষণে কার্পাসের ওজন বাড়ে বই কমে না। কার্পাসে প্রচুর অম্লজান সংগৃহীত থাকায়, সন্তাপ কিম্বা প্রবল আঘাত লাগিলেই উহা জ্বলিয়া উঠে।

মৃদু তেজের দ্রাবকে তুলা ভিজাইলে, তাহাতে এমন তীক্ষ্ণ দাহ্যগুণ বর্ত্তে না। যাহা হউক, এ তুলার আর একটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা অন্য দাহ্য কার্পাসের নাই। ঐ তুলা সুরা ও ইথরের সহিত মিশ্রিত হইলে সহজে দ্রবীভূত হয়। এই দ্রব পদার্থের নাম কলোডিন্। এটী নানা প্রকার দুষ্ট ক্ষত ও বাহ্য রক্তস্রাব রোগের মহৌষধ। যেখানে অনেক দিনেও পুরাতন পচা ক্ষত আরোগ্য হয় না, সেখানে ক্ষত স্থানের উপর কলোডিন্ লাগাইলে একটী কাল্পনিক চামড়ার মত পর্দ্দা পড়ে। পরে কিছু কাল সেই অবস্থায় রাখিলে ঐ আবরণের নীচে ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়। দুষ্ট ব্রণেও ইহা ধন্বন্তরি স্বরূপ। অনেক দূষিত ব্রণ ও স্ফোটকাদি হইতে পূয় ও রস নির্গত হয় এবং মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রণ মস্তকেই অধিক হইতে দেখা যায়। এ পীড়া বড় সহজ নয়—কুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। দুষ্ট ব্রণের চিকিৎসা করিতে করিতে যখন সকল ঔষধ ব্যর্থ হয়, তখন কলোডিন জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। ব্রণের উপর উত্তমরূপে উহার লেপ দিলে আর রক্তস্রাব হইতে পায় না, পরে নৈসর্গিক নিয়মে কিছু দিনে পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। ঔষধ ভিন্ন কলোডিন আর একটী কাজে লাগে। ফটোগ্রাফে প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার ইহা একটী প্রধান উপকরণ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারুদ অপেক্ষা দাহ্য কার্পাস অধিক তেজস্কর। বারুদ জ্বলিয়া গেলে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, দাহ্য কার্পাসের কিছুই থাকে না। বারুদ পুড়িবার সময়ে ধূম নির্গত হয়, দাহ্য কার্পাস হইতে কিছুই ধূম বাহির হয় না। কিন্তু দাহ্য কার্পাসের এত গুলি গুণ থাকিলেও ইহার একটী মহৎ দোষ আছে, ইহাকে রক্ষা করা অতি দুর্ঘট। বায়ুর সন্তাপে উহাতে তাপ জন্মিলেই সহসা উহা জ্বলিয়া উঠে। কেণ্টের অন্তর্গত ফেবরশামে উহার কারখানা হইয়াছিল। মিসরস্ হল অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই উহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণিতে উহার অনেক পরীক্ষা হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম সৈনিক পুরুষেরা এই নূতন আবিষ্ক্রিয়ায় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। পরীক্ষা করিতে করিতে কত

লোকের জীবন নষ্ট হইল; কিন্তু উহা রক্ষা করিবার প্রকৃত উপায় কেহই ঠিক করিতে পারিলেন না।

এই দাহ্য কার্পাস চাপিয়া সংযত অবস্থায় রাখিলে অনেকাংশে রক্ষিত হয়। কিন্তু, এ উপায়ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। পরিশেষে অনেকে দেখিলেন কার্পাস প্রথমে পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে ঐ পদার্থ প্রস্তুত করিলে সন্তাপে এত সহসা আগুন লাগে না। অষ্ট্রীয়া দেশীয় বন্ লিঙ্ক প্রথম এই নূতন উপায়টীর আবিষ্কার করেন। বন্ সাহেবের এই উপায় যদিও এককালে বিঘ্ন-শূন্য হয় নাই; কিন্তু কালক্রমে দাহ্য কার্পাসের লোকসমাজে যে ব্যবহার হইবে, তদ্দর্শনে এ আশা অনেকের মনে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে আবার মহা ধূম পড়িয়া গেল—রাসায়নিকেরা দিবারাত্রি নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিলেন দাহ্য তূলা সংযত করিয়া বারুদের মত কঠিন করিতে পারিলে, কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

বিলাতে ইহা প্রস্তুত করিবার অনেক সুবিধা আছে। সেখানে ভাল তূলা খরচ করিবার কিছুই আবশ্যকতা নাই। মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কারখানায় পরিষ্কৃত তূলার যে ছাট পড়ে, তাহাতেই কাজ চলে। পরিষ্কৃত ও কুট্টিত তূলা হইলে তাহা সংযত করিয়া নিরেট করিবার অনেক সুবিধা হয়। বিলাতে জল যন্ত্রের (Hydraulic press) চাপে এই তূলাকে নানা প্রকার আকারে কঠিন করিয়া রাখে। ফলতঃ কার্পাসকে বারুদের ন্যায় কঠিন করা কিছু দুষ্কর ব্যাপার নয়। কেহ কেহ প্যারাফিন, রবার, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত এই কার্পাস মিশাইয়া চূর্ণ করেন, তাহাতে উহা বেস স্থায়ী হয়, এবং পিস্তল ও বন্দুকে নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়।

বারুদের ছোট বড় দানা করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ছোট দানার বারুদ বড় কামানে প্রয়োগ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। চিনার বারুদের দানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু অনেক বিলাতি বারুদের দানা তেমন নয়। পিস্তলে ও ছোট বন্দুকে ব্যবহারের নিমিত্ত ক্ষুদ্রদানা বারুদ হইলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বড় বন্দুক ও বড় কামানের ব্যবহার-যোগ্য বারুদের দানা বড় হওয়া চাই। পঁচিশ বৎসর পুর্ব্বে বিলাতে যে সকল বড় বড় কামান প্রচলিত ছিল, তাহা ন্যূনাধিক ৪৮ সের বারুদ দিয়া ঠাসিতে হইত। কিন্তু এখন যুদ্ধোপকরণের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখনকার কামানের কলেবর কোথাও পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়গুণ, কোথাও দ্বিগুণ বড় হইয়াছে।

সুতরাং এখন বারুদের দানা আরও বড় বড় না হইলে নিস্তার নাই। বৃহদাক র কামানের নিমিত্ত যে সকল বারুদ ব্যবহার করা হয়, তাহার দানা এক একটী লোষ্টের মত।

যুদ্ধে সচরাচর যে সকল কামান ব্যবহৃত হয়, তাহার কথা আমরা লিখিলাম। কিন্তু, আর কতকগুলি যে বড় আকারের কামান আছে, তাহার কথা শুনিলে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না। কুম্ভকর্ণ যখন অঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, তখন নিশ্বাসের সঙ্গে হয় হস্তী তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। রক্ষোবীর ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। কিন্তু, এখনকার বড় কামানের ভিতর দিয়া কুম্ভকর্ণ নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া গেলেও তাঁর কষ্ট বোধ হইবে না। এই সকল বড় আকারের কামান তিন শত মন বারুদে ঠাসিতে হয়।

দাহ্য কার্পাস অনেক কাজে ফলদায়ক হইতে পারিবে; কিন্তু বড় কামানে যে কখন ব্যবহারোপযোগী হইবে, তাহা মনে লয় না। তবে, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই, আর কালে কি যে না হইতে পারে তাও বলা যায় না। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, কে জানিত অগ্নি ও জল পরস্পর সন্ধি করিয়া কোটি ঐরাবতকে বলে অতিক্রম করিবে? বিপুলাকার শকট শ্রেণি এমন তড়িৎ বেগে চলিয়া যাইবে?

দাহ্য কার্পাস আবিষ্কৃত হইলে কিছু দিন পরে, ইটালি দেশীয় জনৈক রাসায়নিক তত্ত্ববিৎ আর একটী আশ্চর্য্য পদার্থ বাহির করেন। তাহাও উচ্চণ্ড দাহ্যগুণের জন্য বিখ্যাত। তৈল ও ক্ষারজল একত্র মিশ্রিত করিলে এক প্রকার স্বচ্ছ জলবৎ পদার্থ পৃথক্ হইয়া পড়ে, তাহাকে গ্লিসারিন্ বলে। ঐ গ্লিসারিন্ যবক্ষার দ্রাবকে মিলাইলে একটী প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহার তেজ দাহ্য কার্পাস হইতেও প্রখর। প্রথম প্রথম ইহা রাসায়নিক কৌতুক দেখাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। অন্য কোন কাজে লাগিত না। কিছু কাল পরে সুইজার্লণ্ডবাসী নোবল্ নামা কোন ব্যক্তি বারুদের পরিবর্ত্তে উহা বিনিয়োগ করিবার জন্য অনেক যত্ন করেন। প্রথমে বারুদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ যবক্ষার-গ্লিসারিন্ মিলাইয়া প্রজ্বলিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফলোপলব্ধি হইল না। শেষে দেখিলেন, ঐ পদার্থের মধ্যে টুপী রাখিয়া ফাটাইলে উহা প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে।

যবক্ষার-গ্লিসারিনের ন্যায় দাহ্য কার্পাসও টুপীর দ্বারা জ্বালাইতে

পারা যায়। এই তুলায় দৃঢ় চাপ করিয়া কিম্বা উহা কোন নলীর মধ্যে জোরে ঠাসিয়া যদি তৎসংযোগে দাহ্য পারদ অথবা তদনুরূপ অন্য কোন দ্রব্য রাখা হয়, তবে সজোরে আঘাত দিলে ঐ দাহ্য দ্রব্যে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত তূলা জ্বলিয়া উঠে। কোন গৃহ, কিম্বা জলমগ্ন জাহাজ উৎপাটন করিতে হইলে, তাহাদের এক পার্শ্বে প্রয়োজনানুরূপ দাহ্য কার্পাস স্তূপাকারে রাখিয়া অগ্নি উৎপাদন করিলে প্রচণ্ড তেজে ঐ তূলারাশি জ্বলিয়া গৃহাদি উপাড়িয়া ফেলে। সংযত দাহ্য তূলারাশির এক পার্শ্বে আগুন লাগাইলে নিমিষাবসরে ঐ আগুন অন্য পার্শ্বে উপস্থিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ঐ গতির বেগ প্রতি মিনিটে প্রায় এক শত ক্রোশ। এখান হইতে এক শত ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত এই তুলা গায়ে গায়ে সাজাইয়া তাহার এক অন্তভাগে আগুন দিলে এক মিনিটের মধ্যে উহার অপর অন্তভাগ পর্য্যন্ত পুড়িয়া যাইবে। এই তীব্রগতি আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। কিন্তু ঐ তেজ এত দ্রুতগামী হইলেও আলোক ও তড়িৎ বেগের গতির সঙ্গে তুলনা করিলে, ওতো কিছুই নয়;—কেবল মন্থরগামী মরাল। তড়িৎ-বেগ প্রতি মিনিটে ৮৬৪০০০০ ক্রোশ ছুটিয়া থাকে। আলোর গতি প্রতি মিনিটে ৬০০০০০০ ক্রোশ। কিন্তু, দাহ্য কার্পাসের অগ্নি বেগের, শব্দের গতির সঙ্গে তুলনা হয়। শব্দ প্রতি মিনিটে ৪৪০০০ হাত যায়।

কার্পাস আল্‌গা ভাবে ছড়াইয়া রাখিলে, অথবা আল্‌গা কার্পাস কিছুতে আঁটিয়া বাঁধিলে তাহাতে আগুনের এমন উগ্রবেগ জন্মে না। কারণ, আল্‌গা কার্পাসের মধ্যে টুপী ফাটাইলে অগ্নির তেজ বিকীর্ণ হইবার সময় শিথিল হইয়া পড়ে। কার্পাসের পরমাণু ঘনিষ্ঠ না থাকায় বেগ প্রচালিত হইবার আশ্রয় পায় না। কিন্তু, ঐ পরমাণু গায়ে গায়ে ঘনিষ্ঠরূপে সংযত থাকিলে তাহাদের পরস্পরের আশ্রয়ে অগ্নিবেগ এককালে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।

পরিশিষ্টে এখন এই কথা হইতেছে যে, এই মহা তেজস্কর দাহ্য কার্পাস রক্ষা করিবার কোন উপায় আছে কি না? পাঠক! দেখ, ইহা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার জন্য একটী উপায় দেখা যায়। কার্পাস শুষ্ক না করিয়া যদি আর্দ্র অবস্থায় রাখা যায় তবে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আর্দ্র দাহ্য কার্পাসেরও বিলক্ষণ তেজ। উহা ব্যবহারের সময় কিঞ্চিৎ শুষ্ক দাহ্য কার্পাসের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে দাহ্য গুণের আরও আধিক্য হয়।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।—রাহুতা।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি ?

(তৃতীয় খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা ৩৩১ পৃষ্ঠার পর।)

প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা।

বঙ্গসমাজে এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্থাপনা দেখিয়া সমাজ-হিতৈষিমাত্রেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের মনোমধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব সঞ্চিত ভ্রম ও কুসংস্কার নিঃসন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে নারীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। ইহা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যে সমাজে আজও " বীণা পুস্তক-ধারিণী " সরস্বতী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে, যে সমাজ অদ্যাপি তাঁহাকে " শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা " বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন, সেই " পরমান্দ স্বরূপ বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী " যে সমাজের " সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা " হইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই হিন্দু সমাজ যে সেই নারীকুলের অবমাননা করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা দানে বেদাদি শাস্ত্র পঠন পাঠনে পরাঙ্মুখ ছিল, ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে।

আর্য্যবরণীয় মহাতেজা মহির্ষিগণ গম্ভীর স্বরে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,

" গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" (স্মৃতি)

অর্থাৎ। গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে পালন করিবেন, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন, এবং কন্যাকেও ঐরূপ পালন করিবেন ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেন।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে যাঁহারা এই সব শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা যে কোন্ সাহসে কোন্ যুক্তিতে সমাজাঙ্গ বামাদিগকে বিদ্যাধনে বঞ্চিত করিতে চান, ইহা বুঝিয়া উঠা যায় না। হিন্দুসমাজে বিদ্যার আদর যে পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, এরূপ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অদ্যাপি হইয়াছে কি না সন্দেহ। পাছে সমাজে কখন বিদ্যার অনাদর হয়, এই ভয়ে তাঁহারা

বিদ্যাকে দেবীমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া পূজা পদ্ধতির বিধি দিয়া গিয়াছেন। আজও যাঁহারা শ্রীপঞ্চমীর দিন জোড়করে ঐ দেবীকে "স্মৃতিশক্তি জ্ঞান-শক্তি বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী" বলিয়া প্রণাম করেন ও পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া জলগ্রহণ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সেই মাতৃকুলকে সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাভূষণে অনলঙ্কৃত রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়া থাকেন, ইহা অপেক্ষা কৌতুকাবহ ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

"বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা
বিদ্যা ভোগযশঃকুলোন্নতিকরী, বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥"
(ইতি গারুড়ে। ১১০ অধ্যায়। ১১৫ অধ্যায়।)

যে বিদ্যাকে আর্য্যেরা বিপদে বন্ধু ও পরম দেবতা বলিয়া চিনিতেন; যে বিদ্যাকে তাঁহারা ভোগ যশ ও কুলোন্নতিকরী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, যে বিদ্যাহীন লোককে তাঁহারা পশুমধ্যে পরিগণিত করিতেন, তাঁহাদের বংশধরগণ যে নিজ নিজ দুহিতা ও সহধর্ম্মিণীকে সেই জ্ঞানামৃত-দানে বঞ্চিত করিবেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

যাহাদের এরূপ কুসংস্কার যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিলে তাহারা চটুলা হইবে, তাহাদের চক্ষু ফুটিলে সব বুঝিতে পারিবে, মূর্খ স্বামীর ভারি-ভুরি জারিজুরি খাটিবে না, তাহারা বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে গৃহকর্ম্মে অনাদর ও অমনোযোগ জন্মিবে, তাহাদের প্রবোধার্থ অধিক বলিবার নাই। তাহাদের এই মাত্র জানা উচিত যে, বৈদিক কালের কথা দূরে রাখিয়া পৌরাণিক যুগের পণ্ডিতদের উপদেশ পাঠ করিয়া দেখুন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিরূপ উদার নীতি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের ধারণা এইরূপ ছিল ও তাঁহারা ইহা বিশ্বাসও করিতেন যে,

"ন হি বিদ্যা কুলং জাতিং রূপং পৌরুষপাত্রতাং।
বশতে সর্ব্বলোকানাং পঠিতা উপকারিতা ॥"

অর্থাৎ বিদ্যা কুল, জাতি, রূপ, পৌরুষ, বিবেচনা করে না; বিদ্যা সর্ব্বলোকে ও সকলের দ্বারা সমাদরে পঠিতা হন, এবং সকলেরই উপকার সাধন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা যে কতদূর উদার ও উন্নতিশীল ছিলেন, তাহা উপরি উক্ত শ্লোক দ্বারা বিশদরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। তাঁহারা বিদ্যাবতী স্ত্রীরও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন,

"বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরা কুলস্ত্রী,
লোকে নরাণাং রমণীয়রত্নং,
তৎ শোভতে যস্য গৃহে সদৈব,
ধর্ম্মার্থকামান্ লভতে স ধর্ম্মং।

অর্থাৎ বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা কুলস্ত্রী নরগণের মধ্যে রমণীয় রত্ন বিশেষ। তাহা যে গৃহীর গৃহকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামনা উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। যে বিদ্যা ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা কোমল প্রকৃতি নারীজাতির শিক্ষণীয় নহে। ধর্ম্মপ্রকৃতি হিন্দু রমণীগণের হৃদয় ও মন যেমন সুন্দর, যেমন বিশুদ্ধ, যেমন স্নেহপূর্ণ, যেমন শ্রদ্ধাভক্তিপূরিত, যেমন আশ্রমসুখকর, তাঁহাদের শিক্ষণীয় পুস্তকাদিও তেমনি স্বভাবপূর্ণ, তেমনি গম্ভীর, তেমনি হৃদয়পবিত্রকর হওয়া উচিত। ছাইভস্ম নাটক পড়াইবার জন্য, বিদ্যাসুন্দর শিখাইবার জন্য যদি স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র হিন্দুবালাগণ মূর্খ হন, ততই মঙ্গল ততই শ্রেয়ঃ, ততই পুণ্যজনক।

কেবল মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে চলিবে না, ধর্ম্ম সমাজের মস্তক স্বরূপ এবং বিদ্যা ও জ্ঞান উহার চক্ষুর্দ্বয়। কাহারো কাহারো এরূপ অদ্ভুত সংস্কার যে বামাগণ ধার্ম্মিকা হউন, কিন্তু বিদ্যাবতী বা জ্ঞানী হইবার আবশ্যকতা নাই, কেন অপরাধ? এ সব লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত ও ভাব যেমন কলুষিত, বিদ্যাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাও তেমনি হাস্যজনক। প্রকৃত বিদ্যা, ধর্ম্মের উন্নতিকরী, পরা বিদ্যা ধর্ম্মভাবের উত্তেজক ও পুষ্টিকারক। বিদ্যা কেবল "কুরূপরূপমধিকং" নন, কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা সকলের স্বাস্থ্য বল ও ধর্ম্মের প্রবর্দ্ধক (১)।

স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজের কল্যাণ হইতে পারে, তদুদ্দেশে অনেক দেশহিতৈষী মহাত্মা বহুল চিন্তা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের গবেষণার ফলও কিয়ৎপরিমাণে আশাজনক হইয়াছে বলিতে হইবে। পরন্তু প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার ভাব মনে হইলে আমাদের হৃদয়ে দুঃখ উপস্থিত

---

(১) Knowledge is the distinctive element of virtue without which all good gifts, such as health or beauty or strength are unprofitable. because not rightly used.

Life of Plato (page 92)

হয়। কেননা যে দেশে প্রকৃত পুরুষ শিক্ষাই নাই, সে দেশে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা যে আকাশ কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? বলিতে কি ইদানীন্তন আমরা নিজে যেমন বিশুদ্ধ বিদ্যালোকে শরীর মন ও প্রাণকে সমুজ্জ্বল করিতে পারি নাই, আমাদের প্রিয় হিন্দুসমাজ যেমন অস্তমিত শোভন জ্ঞানসূর্য্যের জ্যোতিতে পুনঃ জ্যোতিষ্মান হইতে পারেন নাই, আমাদের প্রিয়তম ভারতবর্ষ যেমন ক্রমশঃ বিজাতীয় ভাব মত ও শিক্ষাদোষে দেবভাষা, দেবভাব হইতে পরিচ্যুত হইয়া দিন দিন হতমান, হতগৌরব ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে, আমাদের আদরিণীদের বাহ্য ও আন্তরিক অবস্থা যে তদবস্থাপন্ন দুঃখদায়ক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে ক্লেশ হয়, সন্দেহ নাই।

যদি আমরা স্বয়ং বিদ্যার যথার্থ তাৎপর্য্য এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের জন্মভূমি দিন দিন "ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ং"—ক্লেশ হইতে ক্লেশে এবং ভয় হইতে ভয়ে দন্দহ্যমান হইত না। তাহা হইলে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, নাচ তামাসা দেখিয়া, গুলি গাঁজা খাইয়া, মদ তাড়ি গিলিয়া, জুয়া বেশ্যায় মজিয়া, থিয়েটর পাঁচালী করিয়া, দলে দলে বৎসর বৎসর দুঃখী কেরাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতাম না।

আমরা নিজে যখন দেবদ্যুতি বিদ্যাকে "অর্থকরী" বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং তদ্দ্বারা যেন তেন প্রকারেণ অনর্থকর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া থাকি, এবং যখন পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে নির্ভয়ে অবিদ্যালয়ের দাসী করিতে সাহসী হইয়াছি, তখন আমরা যে সহজে স্ব ইচ্ছায় আমাদের কুলকামিনীদিগের মানসিক জটিলতা, ও হৃদয়ের ভ্রমপ্রমাদ বিদূরিত ও আত্মোন্নতি সাধিত করিবার উদ্দেশে ঐ পরমা প্রকৃতির সহচরী করিব, ইহা সহসা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

বঙ্গদেশে প্রথমতঃ যখন ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন আমাদের বিদ্যার দৌড় কেরী ও মার্সমান প্রণীত গ্রন্থেই শেষ হইত, তখন পুরুষশিক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণের যেমন কুসংস্কার ও ভয় ছিল, এখন যে যে স্থানে স্ত্রীশিক্ষার তরঙ্গ উঠিতেছে, সেই সেই স্থানের অধিকাংশ অশিক্ষিত লোকের অভিরুচি ও ধারণা তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যদি বাস্তবিক রীতিমত বিশুদ্ধভাবে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমা-

দের দৈহিক বল, মানসিক ভ্রমপ্রমাদ, এবং আধ্যাত্মিক পতন এত শীঘ্র হইত না। এবং এই জ্ঞানধর্ম্ম-প্রধান ভারত-সমাজকে আজ সামান্য "অর্থকরী" বিদ্যার জন্য লালায়িত হইয়া রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হইতে হইত না—যতদিন এদেশে প্রকৃত বিদ্যার চর্চ্চা ছিল, বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা বলবতী ছিল, এবং সংস্কৃতের সমাদর ছিল, তত দিন এদেশে ধর্ম্ম ছিল, উন্নতির আশা ছিল, সামর্থ্য ছিল, গৌরব ছিল, যেই ভারতলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতী (সরস্বতী) ভারত মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেই দিন হইতে ভারত কাঙ্গাল হইয়াছে। (২) আমাদের পুরুষদের শিক্ষাপ্রণালী যেমন আজকাল কেবল মস্তিষ্ক-প্রধান হইয়া নানা শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগের আকর স্থল হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের কিশোর প্রমদাগণের উন্নতির জন্য শিক্ষাপদ্ধতি যদি সেই কণ্টকিত পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে পরিশেষে যে অনেক মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে তাহা আমাদের দ্বারাই লক্ষিত হইতেছে।

যাঁহারা ইংরাজীর অনুকরণে স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগের এখন হইতে সাবধান হওয়া উচিত। ইহার পরে আর বাগ ফিরাইতে পারিবেন না। দুঃখী হিন্দুপরিবার মধ্যে ও সব সৌখীন ব্যবহার শোভনীয় নহে। কিছু দিন যাইতে না যাইতে আক্ষেপ করিতে হইবেই হইবে, যেমন আমাদিগকে এখন কাঁদিতে হইতেছে। আর "এম, এ," ও "বি এর," দল বাড়াইয়া কাজ নাই। পুরুষ "এম, এ" ও "বি, এ" প্রভৃতির নকল যদি মেয়ে "এম, এ" "বি, এ" বঙ্গসমাজ প্রসব করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইবে। তাই বলি যে নারী স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উপস্থিত অভাবের প্রতি

(২) If the human race were properly educated, mentally, morally, and phisically and would follow closely the teachings of nature, appealing so strongly to the god implanted reason and common sense within them, cultivating harmony in themselves, and with the world, not only a large portion of disease which now devastate the earth would vanish but we should have a race in beauty and intellect such as the world has never seen since its creation.

D. R. Egbert Guernsey

M. D.

লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া কাজ করিলে অশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে।

সাহেবী চালচলন আমাদের জীবনের মধ্যে যেমন অনেকটা সংক্রামিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য আমাদিগকে অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়, বিবীয়ানা ধরণ ধারণ যদি আমাদের সহযোগিনীদের তেমনি আদর্শ হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই আমরা গেলাম। আমরা বাড়ী গিয়া দুই চারি দিন যাহা কিছু মনের সুখ পাই তাহাতেও বালি পড়িল, ঘর বার সমান জ্বলিয়া উঠিল। পিয়ানো বাজাইয়া গান গাইতে না পারিলে, হাতে হাত দিয়া বাগানে বাগানে বেড়াইতে না পারিলে যদি শিক্ষিতা হওয়া না যায়, ভগিনী-গণ! তোমাদের আর আমাদের নিকট কিছু শিক্ষা লইয়া কাজ নাই! তোমাদের দেবী প্রকৃতি সহজে যে সব সদ্ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া হিন্দু-আশ্রমকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমোদিত করিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, তাহারই উৎকর্ষ সাধন কর, ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল হইবে। হিন্দু পুরুষ সমাজ বর্ত্ত-মান বিদ্যা প্রভাবে শিব না হইয়া "বা-নর" সাজ সাজিয়া বিজাতীয় বিদেশীয় সব দুষ্ট রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া শ্রীভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট, ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

মাতৃজাতিকে যদি ঘর সাজান তৈজসপত্রের মধ্যে গণ্য করা হয়, যদি তাঁহাদিগকে আমাদের ছায়াবৎ করা হয়, তাহা হইলে তাঁরাও গেলেন আমরাও গেলাম। আমরা যে ডুব দিয়াছি এবং যেরূপ অখাতে তলাইয়া যাইতেছি এখন আমাদের ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা না পাইয়া, বৃথা অপরকে জড়াইয়া সবশুদ্ধ মরা কেন? যদি তাহাদিগকে ক্রীড়নক বস্তুবোধে জীবনের ব্রত পালন হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে কোন কথাই নাই, তাহা না হইয়া, যদি ইহার মধ্যে আরো কিছু গুরুতর দায়িত্ব থাকে, যদি তাঁহাদিগকে উত্তমাঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া সমাজকে সবল করা যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বভাবসুলভ হৃদয়নিহিত সদ্ভাবনিচয়ের যথোপযুক্ত উৎকর্ষ সাধন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কি না সুবোধ চিন্তাশীল পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

আমাদের দেশে যে সময়ে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার প্রথম তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আমাদের অমানুষত্ব দূর করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বে আনিবার জন্য যখন খ্রীষ্ট মিশ-নরিরা প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুসভ্য উন্নত ইউ-

রোপ খণ্ডে স্ত্রীবিদ্যার আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন কোন সুবিখ্যাত পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে ভাব প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা পাঠক ও পাঠিকাগণ অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। (৩) আমাদের এখন এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা কালদোষে এখন এ কাজে নূতন ব্রতী, এই সময়ে সতর্ক না হইলে পরিশেষে পারিষাণদের মত সংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে।

১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত উচ্চশিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীর যে অনুজ্ঞাপত্র আইসে, তদবধি একাল পর্য্যন্ত পুরুষ-শিক্ষা যে ভাবে চলিয়া আসিয়া এখন যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি সুখজনক ও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, যদি তাহার জ্বালায় আমাদের সমাজহিতৈষিদিগকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতে হইয়া থাকে, যদি সে ফল আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়া থাকে, যদি তাহা আমাদের স্বভাবকে বিজাতীয় জঘন্য অনুচিকীর্ষাতে পর্য্যবসিত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে, যদি তাহা সকলকে "কেরাণী" করিয়া অন্তর্হিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে আমাদের সাধের স্ত্রীশিক্ষার ফল যে তদপেক্ষা শোচনীয় হইবে না, ইহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে?

ভারতবর্ষে এককালে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। পুরাতন ভারত কেবল আর্য্যা লীলাবতী, ক্ষণা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি বিদ্যাবতীকে প্রসব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এই সকল কুলস্ত্রীদিগের শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষণীয় বিষয়াদি কিরূপ উদার, কিরূপ উচ্চ, ও কিরূপ জীবনপ্রদ ছিল তাহা তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলেই জানা যায়। তাঁহারা কেবল

(৩) The cold and selfish reasoning of fashion, that female education should be confined to those superfine accomplishments and graces, which will shine them in the drawing rooms, should be denounced in the strongest terms. They should be taught the great laws of their being and the duties they will be called on to fulfil as wives and mothers.

West minster Review

(July 1850)

মস্তিষ্কের উন্নতিকে বিদ্যাশিক্ষা বলিতেন না। যাঁহারা মনে করেন মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধন করিলে হৃদয় সমুন্নত হইবে, তাঁহাদের ভ্রমের সীমা নাই। বাহ্য বিষয়ের আলোচনা করিলে মানসিক উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেই কি মানসিক শক্তি মানসিক প্রবৃত্তি সম্যক চরিতার্থ হইতে পারে? এই সব বাহ্য উন্নতিতে আমাদের প্রয়োজন কি? ইহা হইলেই যদি মনের কর্ত্তব্য সিদ্ধ হইল ভাবি, তাহা হইলে নিতান্ত প্রবঞ্চিত হইলাম। (৪) আমাদের জানা উচিত যে হৃদয় ছাড়িয়া মস্তিষ্ক লইয়া সুখে সংসারে বিচরণ করা কাটামুণ্ডের কথা কওয়া উভয়ই সমান।

স্বীকার করি কেবল মস্তিষ্কের উন্নতি দ্বারা দার্শনিক হওয়া যায়, এবং বিদ্বান হওয়া যায়, কিন্তু কখনই জ্ঞানী হওয়া যায় না। হৃদয়ের উন্মেষ ব্যতীত জ্ঞানের পরা কাষ্ঠা লাভ হয় না। ভৌতিক হৃদয় যেমন মানব শরীরের শোণিতশোধক ও শোণিত সঞ্চালক, আধ্যাত্মিক হৃদয়ও তেমনি সমগ্র মানব জীবনের মনুষ্য প্রকৃতির সংশোধক পরিচালক ও পুষ্টিকারক। আমরা মস্তিষ্কের উন্নতিতে তার্কিক হইতে পারি, বাগ্মী হইতে পারি, সুলেখক হইতে পারি, ব্যবহারাজীব হইতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরনিষ্ঠ গৃহী বা সংসারী হইতে পারি না। মস্তিষ্কের উন্নতিকে সরস্বতীরূপা বলিলে হৃদয়ের উৎকর্ষকে লক্ষ্মীস্বরূপা বলা যায়। এই দুই দেবীপ্রকৃতির সহায়ে দুর্গম সংসার পথ সুগম হয়, এবং অশেষ দুর্গতি নাশ, ও অসংখ্য আসুরিক প্রবৃত্তির দমন হইতে পারে। সরস্বতীর বরপুত্র না হইলে তত ক্ষতি নাই; কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া হইলেই সর্ব্বনাশ। ভারতের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত, এই জন্য অনুরোধ যে সুকোমল পবিত্র হিন্দু-অবলা প্রকৃতিকে সমুন্নত করিতে হইলে কেবল মন নয় কিন্তু হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজকাল মনের শিক্ষক অনেক আছে—মতের গুরুই অধিক, কিন্তু হৃদয়ের গুরু যিনি এবং বিশুদ্ধ ভাবের উত্তেজক ও শিক্ষক যে মহাত্মা তাঁহাকেই নমস্কার করি। (৫)

(৪) The truth is, that knowledge of external nature and the sciences which that knowledge requires or includes are not the great nor the frequent business of the human mind.

Dr. Johnson.

(৫) In female education the heart should be educated as well as the head.

(Westminster Review.)

যাহাতে ধর্ম্মহীন বিদ্যা স্ত্রীশিক্ষালয়ে প্রবেশ করিতে না পারে, যাহাতে আমাদের মত আমাদের দেবীরা ধর্ম্মশূন্য, ঈশ্বরশূন্য, পরলোকে ভয়শূন্য হইয়া " পণ্ডিত " না সাজেন, তদুপায় অবলম্বন করা এখনই কর্ত্তব্য। চিত্র বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি যাহাই কেন শিক্ষা দেও না কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা চরিত্র সঙ্গঠন না হয়, যে বিদ্যা দ্বারা গুরুজনে ভক্তি শ্রদ্ধা, আত্মীয় স্বজন বান্ধবে প্রীতি স্নেহ প্রকাশিত না হয়, যে বিদ্যা প্রভাব সন্তান সন্ততির ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের আদর্শ না হয়, সে বিদ্যা আমাদের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ নাই। তদভাবে হিন্দুপুরন্ধ্রীগণ মূর্খ হইয়া থাকেন সেও ভাল। (৬)

" অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী " এই সাধু উপদেশ আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। এই স্বল্প বিদ্যালোকেই আমরা পেচকের ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া চেচামেচি করিতেছি। এই বিদ্যার দৌড়ে আমাদের একতা, সামাজিকতা, জাতীয়তা, ধর্ম্মপ্রবণতা প্রভৃতি অমূল্য সাধুজনরঞ্জন গুণগ্রাম একে একে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন তৎপরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা, মাদকপ্রিয়তা, বিজাতীয়তা, পাপাচারিতা ইত্যাদি হিন্দু-সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই অল্প বিদ্যার কিঙ্কর হইয়া আমরা যেরূপ মনঃপীড়া ভোগ করিতেছি তাহা কোন কৃতবিদ্যের অবিদিত নাই। এসব জানিয়া শুনিয়া আমাদের দুঃখিনী দুর্ব্বলা ভগিনীদিগকে সে দুঃখে আরো দুঃখী করা কেন? বালিকা বিবাহ যত দিন না বন্ধ হয়, ততদিন অল্পবিদ্যাজনিত যত কিছু মন্দ আছে সবই হিন্দুবামাদিগকে আশ্রয় করিবেই করিবে। ৮। ৯ বৎসর কাল এটা সেটা পড়িবার জন্য, প্রেমলিপি লিখিবার জন্য, বিদ্যাসুন্দর শিখিয়া সুন্দরী হইবার জন্য, বিদ্যার শরণাপন্ন দাসী করিবার জন্যই কি বালিকাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে? একটু ধীরভাবে এ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত। উষ্ণ মস্তিষ্ক হইলে কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার যো নাই।

---

(৬) Whether we provide for action or conversation whether we wish to be usefull or pleasing the first requisite is the religious and moral knowledge of right and wrong the next is an acquaintance with the history of mankind.

Dr. Johnson's life. by Boswell

পূর্ব্বকালে আর্য্যাগণ কিরূপ বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন, তাঁহাদের মনের উন্নতি কত দূর হইয়াছিল, তাঁহারা প্রকৃত গৃহস্থ থাকিয়াও কি পর্য্যন্ত আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়া পৃথিবীমধ্যে নারীচরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। আজকাল শিক্ষাদোষে এবং স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দু অঙ্গনাদিগকে উচ্চ বিদ্যাধিকার ও শাস্ত্রালোচনা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা কি সামান্য শ্লাঘার বিষয় যে বৈদিককালে বরবর্ণিনীগণ কথোপকথন চ্ছলে যে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তি যুগের শাস্ত্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাই পাঠ ও শিক্ষা করিয়া কত মূর্খ পণ্ডিত হইয়াছেন, কত অবিবেকী বিবেকী হইয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রেয়ী ও গার্গী প্রভৃতি যোষিদগণ বেদসংগ্রাহকদিগের উপায়স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের বাক্যই বেদমধ্যে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তাহা অধ্যয়ন করিয়া অন্যে পরে কা কথা পরমজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাস জনক ও শুক প্রভৃতি যোগিগণ পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

নিম্নে দুটী মাত্র বৈদিক আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিলাম, পাঠক ও পাঠিকাগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, সেকাল আর একালের হিন্দু অবলা প্রকৃতি কত বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে।

"সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নমইয়ং ভগোঃ
সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা।
স্যাৎ স্যামহং তেনামৃতা হোনেতি"।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ। চতুর্থ অধ্যায়। ৫ ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ। সেই বেদভূষণ মৈত্রেয়ী স্বামীকে কহিতেছেন, যে, হে ভগবন্! যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তবে সেই ধনদ্বারা আমি অমর হইতে পারি কি না?

মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিতেছেন।

"নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেনি।"

অর্থাৎ। তাহা ধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের যেরূপ জীবন, তোমারও সেইরূপ হইবে, ধনের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।

যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। যেমন গম্ভীর প্রশ্ন তেমনি সার উত্তর।

আজকাল কোন স্বামী যদি এইরূপ স্ত্রীকে উপদেশ দেন, যে ধনের দিকে একদৃষ্টি হইয়া প্রাণ হারাইও না, সামান্য অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? শারীরিক বেশভূষা অকিঞ্চিৎকর; যাহাতে হৃদয় মন প্রাণ অলঙ্কৃত হয় তদুপায় অবলম্বন কর, সংসারে আশার অন্ত নাই, ধনতৃষ্ণার অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই। ইহার উত্তরে চারুবর্দ্ধনা হয়, হাসিতে হাসিতে স্বামীকে বলিবেন, যে, দেখ তুমি অধিক পড়ে শুনে বিগড়ে গিয়াছ সন্দেহ নাই। তাহা না হলে ধনের নিন্দা গহনার নিন্দা সংসারের নিন্দা তোমার মুখ হইতে আজ বাহির হইবে কেন? তোমার জানা উচিত যে " অর্থে চ সর্ব্বে বশাঃ " অর্থের দ্বারা সকলেই বশীভূত হইয়া থাকে। দেখ অমুকের স্বামী বিশ্বাসঘাতকতা গুণে রাজকোষ হইতে কেমন ফিকির করিয়া কত টাকা কড়ি উপার্জ্জন করিয়া দশজনের মধ্যে একজন হইয়াছে। তুমি কি দেখিয়াও দেখিতেছ না, আমাদের ও পাড়ার অমুক মিত্রজা ও অমুক চক্রবর্ত্তী গত আফগান যুদ্ধোপলক্ষে কেমন চতুরতা করিয়া লক্ষটাকার বিষয় করিয়া বড়বৌকে কেমন উত্তম উত্তম গহনা দিয়াছে, কেমন গাড়ি ঘোড়া চড়িতেছে, কেমন পাড়ার মধ্যে মান্য গণ্য হইয়াছে, অতএব তুমি ওসব ভেক ছাড়; ঐ রূপ চাকুরীর চেষ্টা দেখ, এবং যত পার লুঠ কর ও আমায় গহনা দেও। যে স্বামী স্ত্রীকে গহনা দেয় না, তাহার বাঁচিয়া কাজ কি? অতএব তুমি বাঁচিয়া থাক, ও আমায় মাসে মাসে এক এক খানা করিয়া গহনা দিতে থাক।

" সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা
স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং, সদেব ভগবান
বেদ তদেব মে ব্রূহীতি "।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ৪র্থ অঃ।

সেই সতী মৈত্রেয়ী স্বামীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ধনের দ্বারা আমার মুক্তি হইবে না, সে ধনে আমার কি প্রয়োজন? অতএব মুক্তি সাধনের যে কিছু উপায় মহাশয় জানেন, তাহা আমাকে বলুন।

" সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়োবৈ খলু,
সাভবতী সতী প্রিয়মবৃধৎ হন্ত তর্হি

ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি, তে ব্যাচক্ষাণস্য
তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি।

ঐ ঐ

অর্থাৎ। বৈরাগী স্বামী মুমুক্ষু স্ত্রীকে বলিতেছেন, যে হে মৈত্রেয়ি! তুমি পূর্ব্বাবধি নিশ্চিতরূপে আমার প্রিয় হইয়া আছ, এক্ষণে সেই প্রিয়তাকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে, তোমারে মোক্ষের সাধন কহিব, তাহার ব্যাখ্যান করিতেছি, তাহাতে মনোযোগ দাও।

যেমন যোগী ভর্ত্তা, তেমনি যোগিনী ভার্য্যা। সংসারে থাকিয়া কিরূপে গৃহী হইতে হয়, কিরূপে প্রলোভনের মধ্য হইতে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে হয়, কিরূপে পঙ্কিলহ্রদ হইতে পঙ্কজের উদ্ধার করিতে হয়, তাহা তাঁহারাই জানিতেন,আমরা সংসার হাটে কেবল ফাঁকি শিখিয়াছি, ভাল ভাল মহাজনগণ কত কি কেনাবেচা করিয়া চলিয়া গেলেন, আমরা কেবল পচা মৎস্যের পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আজ কাল অমরা যেমন শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়াছি, আমাদের রতিবর্দ্ধিনীগণও তেমনি বিষস্ফোটক স্বরূপ হইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিতেছে। যদি কোন হতভাগা স্বামী মরিবার সময়ে স্ত্রীর নামে "উইল" বা দান পত্র করিয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে সে সতীর একাদশীব্রত পালন বৃথা। যে ছেলে পিতার মৃত্যুকালে বড় সিন্দুকের চাবি না পায়, সে যেমন অনেক স্থলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত করিতে চায় না, তেমনি যে গরবিণী পরলোকগত স্বামীর বিষয়াধিকারিণী হইতে না পারিলেন, তাহার চক্ষের জল অনেক স্থলে স্বামিবিরহ নিবন্ধন নয়, কিন্তু খাওয়াপরা গেল বলিয়া, সাজগোজ ঘুচিল বলিয়া, মৎস্য মাংস খাইতে পাবে না বলিয়া, নিমন্ত্রণে গিয়া বসন ভূষণের বাহার দেখাইতে পাবে না বলিয়া। এই জন্যই সংসার অসার হইয়া উঠিয়াছে, এই জন্যই ভাল লোক সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতে অক্ষম হন। এই জন্য ইহা এত বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছে। পাঠক! একবার আর একটী আর্য্য সীমন্তিনীর জীবনের গভীরতা দেখুন।

"সাহোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবোযদবাক্
পৃথিব্যাযদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

অর্থাৎ। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে সসম্ভ্রমে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

হে যাজ্ঞবল্ক্য! স্বর্গের উর্দ্ধে এবং পৃথিবীর অধ এবং তন্মধ্যবর্ত্তী যে স্বর্গ পৃথিবী ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এ সমুদয় কোন পদার্থে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে?

উত্তর। "সহোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবোযদবাক্
পৃথিব্যাযদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে,
যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ
এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।" ঐ ঐ

অর্থাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, হে গার্গি! স্বর্গের উর্দ্ধে এবং পৃথিবীর নিম্নে এবং তন্মধ্যবর্ত্তী যে স্বর্গ পৃথিবী এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এ সমুদায় আকাশ দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এ উত্তরে অভিনব আকাশবাদীরা তৃপ্ত হইতেন, এবং এক্ষণকার পণ্ডিতাভিমানী "সর্ব্বশূন্যবাদী" দার্শনিকগণ আহ্লাদিত হইতেন; কিন্তু মহাবিজ্ঞানবিৎ নারীরত্ন গার্গীর হৃদয় তৃপ্ত হইবার নয়। তিনি জ্বলন্ত ব্রহ্মতেজে মুখমণ্ডল আলোকিত করিয়া কোমল স্বরে স্বামীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কস্মিন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি?"

আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে? তখন মহর্ষি আর থাকিতে না পারিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে উত্তর দিলেন।

"সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি,
অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমো
হবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুরশ্রোত্রমবাগ
মনোহতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং
ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ। তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টম ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ। হে গার্গি! আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা অক্ষর শব্দে বলিয়াছেন। তিনি স্থূল নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিতাদিবর্ণ বিশিষ্ট নহেন, তাঁহাতে দ্রবভাব, ছায়া, এবং তম নাই, তিনি বায়ু, আকাশ, সঙ্গ, রস, গন্ধ, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, মাত্রা বর্জিত হয়েন এবং অন্তর্ব্বাহ্য ভোক্ত্য ভোগ্য হইতে ভিন্ন হয়েন।

উঃ! কি উচ্চ প্রশ্ন! আর কি চমৎকার উত্তর। এমন প্রশ্নই বা কে

করে, আর আজকাল এমন মীমাংসাই বা কে করিতে জানে? যে সব বিষয় বুঝিতে এখন অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মস্তক ঘূর্ণিত হয়, সেই সমস্ত তত্ত্ব সহজে আর্য্যমহিলাগণ সেকালে প্রতীতি করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। যাহাঁদের এরূপ ধারণা যে স্ত্রীলোকের মন কোমল বিধায় তাঁহারা অত্যুচ্চ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহারা প্রাগুক্ত সৎ দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া আপনাদের ভ্রমান্ধ মত সংশোধন করিবেন সন্দেহ নাই। এখন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা এত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে যে স্ত্রী-পুরুষে সচরাচর এবম্বিধ কোন গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এখনকার রমণীদের সঙ্গে যত পার রসাভাসের প্রসঙ্গ কর, যাহাতে যুবতী রসিকা বনিতার প্রমোদ বৃদ্ধি হয়, তদুপায় অবলম্বন কর, কিন্তু সাবধান ধর্ম্মালোচনা বা জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। তাহা হইলেই তিনি চটিলেন, ফিরিলেন, উঠিলেন এবং চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট স্বর্ণকারের কথা বল, সর্ব্বাঙ্গে ডাইমণ্ডকাটা গহনাস্যুটের কথা বল, হস্তে আসাসোটা বলয়ের প্রসঙ্গ কর, কর্ণমূলে ঝাড় লণ্ঠন, নাসিকাগ্রে দেয়ালগিরি ও মস্তকে সামিয়ানার গল্প কর, একাগ্রচিত্তে শুনিবেন, ভালবাসিবেন। এমন অবস্থায় নারীজাতির আভ্যন্তরিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার, তাহা তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা এ মহাব্রতে ব্রতী, তাঁহারা ধন্য। তাই বলি এখন ছেলেদের উচ্চ শাব্দিক ভুয়া বিদ্যাশিক্ষার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিয়া যেমন প্রকৃত ব্যবহারনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি অবশ্য-শিক্ষণীয় সার বিষয়গুলি তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তেমনি আমাদের ভীরু বালিকা ও যুবতী বামাদিগকে ফাঁকা বিদ্যার ফাঁদ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া প্রকৃত গার্হস্থ্যধর্ম্ম কি, কিরূপে শিশু পালন করিতে হয়, কিরূপে স্বামীর সেবা ও গুরুশুশ্রূষা ও আত্মীয় স্বজন পোষণ করিতে হয়, কিরূপে সংসার সংগ্রামে বীরপত্নীর ন্যায় রিপুযুদ্ধে জয়ী হইতে হয়, কিরূপে পতিসুখে সুখী ও পতিদুঃখে দুঃখী হইয়া ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া কালাতিপাত করিতে হয়, কিরূপে আত্মরক্ষা ও চরিত্ররক্ষা করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য সাধন করিতে হয়, এই সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। যিনি সুস্ত্রী, তিনি—

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া ॥"

অর্থাৎ ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় হিতকর্ম্ম সাধিকা হইবেন, এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যে সুদক্ষ হইবেন। "স্ত্রী ধর্ম্মার্থ ভোগ বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্ত্রীর কোমল স্বভাব বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবে। অতএব তিনি স্বামীকে আশ্রয়তরু ও আপনাকে আশ্রিত লতা বিবেচনা করিবেন, কিন্তু স্বামীর ভ্রমপ্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকেও যথেষ্ট বিবেচনা শক্তি দিয়াছেন, অতএব তিনি হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন ও সৎকর্ম্মসাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন, এবং তাঁহার শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে যত্নবতী থাকিবেন। স্বয়ং শরীর, পরিচ্ছদ ও অন্তঃকরণ পরিস্কৃত ও নির্ম্মল রাখিবেন। প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন ও শিক্ষা করিবেন।"

এইরূপ সুপ্রণালীমত স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত না হইলে নারী-বিদ্যা শেষে নানা বিড়ম্বনার আকর হইবেই হইবে। এইরূপ স্ত্রীশিক্ষাই আদরণীয় ও অনুকরণীয়। এইরূপ স্ত্রীশিক্ষাই প্রকৃত, আশানুরূপ ফলদায়ী, এতদ্দ্বারাই হিন্দু-পুরবাসীদের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া, হৃদয়কে পবিত্র রাখিয়া যদি স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয়, তবেই মঙ্গল নতুবা এবিদ্যা অশেষ অবিদ্যা প্রসব করিয়া হিন্দু সংসারকে "মরার উপর খাড়ার ঘা" দিয়া অপরাধী হইবেই হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়—
(রাউলপিণ্ডি)

মনুসংহিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৫৭।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পিত্রাদির মৃত্যু হইলে যত দিনে যাহার শুদ্ধি হয় এবং দ্রব্যাদির যেরূপে শুদ্ধি হয়, তাহা আমি ক্রমান্বয়ে বলিব।

অগ্রে অশুদ্ধির কথা না বলিলে শুদ্ধির কথা বলা অসঙ্গত হয়, এই হেতু অগ্রে অশুদ্ধির কথা বলা হইতেছে।

দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অশুদ্ধা বান্ধবাঃ সর্ব্বে সূতকে চ তথোচ্যতে ॥ ৫৮ ॥

জাতদন্ত কৃতচূড়াকরণ ও কৃতোপনয়ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সপিণ্ড ও সমানোদক ব্যক্তিরা অশুদ্ধ হয় অর্থাৎ তাহাদিগের অশৌচ হয়; জন্ম হইলেও এইরূপ অশৌচ হইয়া থাকে।

দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অর্বাক সঞ্চয়নাদস্থ্নাং ত্র্যহমেকাহমেব চ ॥ ৫৯ ॥

ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডের দশাহ অশৌচ হয়। অস্থি সঞ্চয়নের পূর্ব্বে তিন দিবস অথবা এক দিবস অশৌচ হইয়া থাকে। এখানে দিবস শব্দে অহোরাত্র বুঝাইবে। অশৌচ দশ দিন তিন দিন ও এক দিন হয়, এই তিন প্রকার ব্যবস্থা গুণভেদে করা হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক হয় এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করে, তাহারি একাহ অশৌচ হয়, আর যে ব্রাহ্মণ ঐ উভয় গুণের একে হীন হয়, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে; আর যাহার কোন গুণ না থাকে, তাহার দশ দিন অশৌচ হয়। চতুর্থ দিবসে অস্থিসঞ্চয়নের নিয়ম আছে।

সপিণ্ড ও সমানোদক কাহাকে বলে, এক্ষণে তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে ॥ ৬০ ॥

যে পুরুষ হইতে গণনা করা যায়, তাহার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ অবধি ছয় পুরুষ অতিক্রম করিয়া সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা বিনিবৃত্ত হয়। পিণ্ডদাতা পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন, তাহার পর তিন পুরুষ পিণ্ডলেপভোজী হন। এই ছয় পুরুষ আর যিনি পিণ্ড দান করেন, তাঁহার সহিত পিণ্ড সম্বন্ধ হয় বলিয়া সাপিণ্ড্য সপ্তপুরুষনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আর অমুক আমাদের কুলে জন্মিয়াছিল এবং তাহার এই নাম ছিল, ইহা যখন আর জানিতে পারা না যায়, তখন সমানোদক ভাবের নিবৃত্তি হয়।

যথেদং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
জননেপ্যেবমেব স্যান্নিপুণাং শুদ্ধিমিচ্ছতাং ॥ ৬১ ॥

যেমন এই দশাহাদি মরণাশৌচ সপিণ্ডের বিধান করা হইতেছে, তেমনি পুত্রাদির জন্ম হইলেও যাহারা সম্যক শুদ্ধি ইচ্ছা করে, তাহাদেরও এইরূপ অশৌচ হইয়া থাকে।

সর্ব্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোস্তু সূতকং।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥ ৬২ ॥

যাহার অশৌচ হয়, সে অস্পৃশ্য এবং দৈব পৈত্রাদি কর্ম্মে অনধিকারী হয়। মরণাশৌচে এই অস্পৃশ্যতা ও এই অনধিকারিতা সকল সপিণ্ডেই তুল্য রূপ হইয়া থাকে। জন্মনিমিত্ত অস্পৃশ্যতা কেবল মাতাপিতার হয়, অপর সপিণ্ডের হয় না। তাহার মধ্যে বিশেষ এই, জনন নিমিত্ত মাতার অস্পৃশ্যতা দশ দিন থাকে, পিতা স্নান করিয়া শুদ্ধ হন।

নিরস্য তু পুমান্ শুক্রমুপস্পৃশ্যৈব শুধ্যতি।
বৈজিকাদভিসম্বন্ধাদনুরুন্ধ্যাদঘং ত্র্যহং ॥ ৬৩ ॥

পুরুষ ইচ্ছা পূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। অকামতঃ রেতঃপাতে স্নানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারির অকামতঃ রেতঃপাতে স্নান করা আবশ্যক হয়। আর পরস্ত্রীতে অপত্যোৎপাদনার্থ রেতঃপাত করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে।

অহ্না চৈকেন রাত্র্যা চ ত্রিরাত্রৈরেব চ ত্রিভিঃ।
শবস্পৃশোবিশুধ্যন্তি ত্র্যহাদুদকদায়িনঃ ॥ ৬৪ ॥

যে সকল সপিণ্ডের বৃত্তস্বাধ্যায়াদিগুণ নিবন্ধন এক দিন অশৌচ হইবার কথা, যদি তাহারা স্নেহাদির বশীভূত হইয়া শব স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাদের দশ দিন অশৌচ হইবে। সপিণ্ডের কথা এই গেল। সমানোদকেরা যদি শব স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাদের তিন দিন অশৌচ হয়।

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতহারৈঃ সমস্তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৬৫ ॥

শিষ্য যদি অসপিণ্ড মৃত অচার্য্যাদির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে, তাহা হইলে মৃত আচার্য্যাদির দাহকারী সপিণ্ডের ন্যায় সেই ভিন্নগোত্র শিষ্যেরও দশ দিন অশৌচ হইবে।

রাত্রিভির্মাসলতুল্যাভির্গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি।
রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা॥ ৬৬॥

তিন মাসের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি স্ত্রীর গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে স্ত্রী গর্ভ মাসের তুল্য দিনে শুদ্ধ হয় অর্থাৎ যদি তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব হয় তাহা হইলে তিন দিনে, চতুর্থ মাসে চারি দিনে, পঞ্চম মাসে পাঁচ দিনে ষষ্ঠ মাসে ছয় দিনে অশৌচান্ত হয়। তাহার পর পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে। আর যদি প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় মাসে, গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি হইয়া থাকে। আর এরূপ স্থলে পিত্রাদি সপিণ্ডের সদ্যঃ শৌচ হইয়া থাকে। রজস্বলা স্ত্রী রজোনিবৃত্তি হইলে চতুর্থ দিনে স্পর্শযোগ্য হয় এবং পঞ্চম দিনে দৈব পিত্রাদি কার্য্যে অধিকারিণী হইয়া থাকে।

নৃণামকৃতচূড়ানাং বিশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা।
নির্বৃত্তচূড়কানান্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥ ৬৭॥

অকৃতচূড় বালকের মৃত্যু হইলে এক দিন মাত্র অশৌচ হয়, আর কৃতচূড় বালকের উপনয়নের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে।

ঊনদ্বিবার্ষিকম্প্রেতং নিদধ্যুর্ব্বান্ধবাবহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে॥ ৬৮॥

যে বালকের বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই, চূড়া কার্য্যও হয় নাই, তাহার মৃত্যু হইলে পিত্রাদি তাহাকে পুষ্পমালাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পবিত্র ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে, অস্থি সঞ্চয়ন করিবে না।

নাস্য কার্য্যোগ্নিসংস্কারোন চ কার্য্যোদকক্রিয়া।
অরণ্যে কাষ্ঠবত্ত্যক্তা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব চ॥ ৬৯॥

দ্বিবর্ষের ন্যূন বালকের অগ্নি সংস্কার করিবে না এবং উদকদান ও শ্রাদ্ধতর্পণাদিও করিবে না। অরণ্যে কাষ্ঠের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া তিন দিন অশৌচ করিবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ঊনদ্বিবর্ষ মৃত বালককে বিশুদ্ধ ভূমিতে নিখাত করিবে।

নাত্রিবর্ষস্য কর্ত্তব্যা বান্ধবৈরুদকক্রিয়া।
জাতদন্তস্য বা কুর্য্যুর্নাম্নি বাপি কৃতে সতি॥ ৭০॥

পিত্রাদি সপিণ্ডেরা অপ্রাপ্ত তৃতীয় বয়স্ক পুত্রের উদকক্রিয়া করিবে না। জাতদন্তের উদক দান করিবে এবং নাম করণ হইলেও উদক দান করিবে। উদক দানের কথা বলাতে অগ্নিসংস্কার প্রেতপিণ্ডশ্রাদ্ধাদির

অনুমতি বুঝাইতেছে। ঐ কার্য্যগুলি করিলে মৃতের উপকার হয়, না করিলে অপকর নাই।

সব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতং।
জন্মন্যেকোদাকানাস্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৭১ ॥

সহাধ্যায়ির মৃত্যু হইলে এক রাত্রি অশৌচ হয়। সমানোদক ব্যক্তির পুত্র জন্মিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে।

স্ত্রীণামসংস্কৃতানাস্তু ত্র্যহাচ্ছুধ্যন্তি বান্ধবাঃ।
যথোক্তেনৈব কল্পেন শুধ্যন্তি তু সনাভয়ঃ ॥ ৭২ ॥

অকৃতবিবাহ বাগ্দত্তা কন্যার মৃত্যু হইলে ভর্ত্তা প্রভৃতির তিন দিন অশৌচ হয়। ঐ বাগ্দত্তা কন্যার পিতৃপক্ষেরও ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। বাগ্দত্তা কন্যার মরণে উভয় পক্ষেই যে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, আদি পুরাণে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

অক্ষারলবণান্নাঃ স্যুর্নিমজ্জেয়ুশ্চ তে ত্র্যহং।
মাংসাশনঞ্চ নাশ্নীয়ুঃ শয়ীরংশ্চ পৃথক্ ক্ষিতৌ ॥ ৭৩ ॥

উক্ত ব্যক্তিরা তিন দিন ক্ষার লবণ পরিত্যাগ করিবে; নদী প্রভৃতিতে স্নান করিবে, মাংস ভোজন করিবে না এবং ভূমিতে একাকী শয়ন করিবে।

সন্নিধাবেষ বৈ কল্পঃ শাবাশৌচস্য কীর্ত্তিতঃ।
অসন্নিধাবয়ং জ্ঞেয়োবিধিঃ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ৭৪ ॥

যাহারা মৃত ব্যক্তির সন্নিধানে থাকে, তাহাদের এই মরণাশৌচের বিধি বলা হইল; আর যে সকল সপিণ্ড ও সমানোদক ব্যক্তি বিদেশে থাকেন অর্থাৎ যাঁহারা মৃত্যুর দিন জানিতে পারেন না, তাঁহাদের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ বিধি বলা হইতেছে।

বিগতন্তু বিদেশস্থং শৃণুয়াদ্যোহ্যনির্দ্দশং।
যচ্ছেষন্দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥

বিদেশস্থ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে বিদেশস্থ সপিণ্ডেরা যদি দশরাত্রের মধ্যে মৃত্যুর সংবাদ শুনিতে পান, ঐ দশ রাত্রের যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকিবে সেই কয় দিন তাহাদিগের অশৌচ হইবে। পুত্র জন্মিলেও ঐরূপ ব্যবস্থা।

অতিক্রান্তে দশাহে চ ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
সম্বৎসরে ব্যতীতে তু স্পৃষ্ট্বৈবাপোবিশুধ্যতি ॥ ৭৬ ॥

বিদেশস্থ সপিণ্ড মরণে দশাহ অতিক্রান্ত হইলে তাহার পর যদি মৃতু

সংবাদ শ্রুতিগোচর হয়, ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সম্বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর শুনিলে স্নান মাত্রে শুদ্ধি হয়।

নির্দ্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।
সবাসাজলমাপ্লুত্য শুদ্ধোভবতি মানবঃ॥ ৭৭॥

দশাহের পর সপিণ্ড মরণ অথবা পুত্র জন্ম শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। স্নান করিলে আর অস্পৃশ্যতা দোষ থাকে না।

বালে দেশান্তরস্থে চ পৃথক্‌পিণ্ডে চ সংস্থিতে।
সবাসাজলমাপ্লুত্য সদ্যএব বিশুদ্ধ্যতি॥ ৭৮॥

অজাতদন্ত বালক এবং দেশান্তরস্থ সপিণ্ড ও সমানোদক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হয়। পূর্ব্বে বিদেশস্থ সপিণ্ডের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ বলা হইয়াছে, এখানে যে সদ্যঃশৌচের কথা বলা হইতেছে, তাহার বিষয় ভেদ এই, যে স্থলে সপিণ্ডমরণে একাহ অশৌচ হয়, সেই স্থলেই স্নানের পর শুদ্ধি হইয়া থাকে; আর যেখানে দশাহ অশৌচের বিধান, সেখানে দশাহান্তে মৃত্যু সংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।

অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রোযাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশং॥ ৭৯॥

সপিণ্ডমরণের বা জননের দশাহ মধ্যে যদি পুনরায় সপিণ্ড মরণ বা জনন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচেই অশৌচ যায়।

ত্রিরাত্রমাহুরাশৌচমাচার্য্যে সংস্থিতে সতি।
তস্য পুত্রে চ পত্ন্যাঞ্চ দিবারাত্রমিতি স্থিতিঃ॥ ৮০॥

অনগোত্র আচার্য্যের মৃত্যু হইলে শিষ্যের ত্রিরাত্র, আর যদি তাঁহার পুত্র ও পত্নীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে শিষ্যের অহোরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে, শাস্ত্রের নিয়ম এইরূপ।

শ্রোত্রিয়ে তূপসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ॥ ৮১॥

বেদশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্যক্তি যাহার গৃহে বন্ধুভাবে অবস্থিতি করে, তাহার মৃত্যু হইলে সেই গৃহস্থ ত্রিরাত্র অশুচি হয়। মাতুল পুরোহিত ও শিষ্যাদির মৃত্যু হইলে পক্ষিণী রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। পক্ষিণী শব্দের অর্থ এই, রাত্রি মধ্যস্থলে পূর্ব্ব ও পর দিবাভাগ পক্ষের ন্যায় দুই পার্শ্বে; অর্থাৎ এক রাত্রি ও পূর্ব্বাপর দুই দিবাভাগ লইয়া পক্ষিণী গণনা হয়।

প্রেতে রাজনি সজ্যোতির্যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ।
অশ্রোত্রিয়ে ত্বহঃ কৃৎস্নমনূচানে তথা গুরৌ ॥ ৮২ ॥

যাহার রাজ্যে বাস করা যায়, সেই ক্ষত্রিয় রাজার মৃত্যু হইলে সজ্যোতি অশৌচ হইয়া থাকে। সজ্যোতিঃ শব্দের অর্থ এই, যদি দিবাভাগে মৃত্যু হয়, যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের জ্যোতি অর্থাৎ তেজ থাকে,তাবৎ অশৌচ থাকে, আর যদি রাত্রিতে মৃত্যু হয়, যে পর্য্যন্ত তারকাগণের দীপ্তি থাকে, সেই পর্য্যন্ত অশৌচ থাকে, আর বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তির যাহার গৃহে মৃত্যু হয়, তাহার দিবাভাগমাত্র অশৌচ, আর যদি রাত্রিতে মৃত্যু হয়, রাত্রি মাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। অপর, সাঙ্গবেদাধ্যায়ী গুরুর মৃত্যু হইলে দিবাভাগ মাত্র অশৌচ হয়।

শুধ্যেদ্বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি ॥ ৮৩ ॥

উপনীত সপিণ্ড মরণে ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনর দিন, এবং শূদ্রের এক মাস অশৌচ হয়। শূদ্রের বিবাহ উপনয়ন-স্থানীয়।

ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥

বৃত্তস্বাধ্যায়াদি নিবন্ধন অশৌচ সঙ্কোচের কথা বলা হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিরা অশৌচ বৃদ্ধি করিবে না। অর্থাৎ আমার যদি অধিক দিন অশৌচ হয় তাহা হইলে আমাকে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিতে হইবে না, আমি সুখে থাকিতে পারিব, এই মনে করিয়া বৃত্তস্বাধ্যায়াদি সম্পন্ন ব্যক্তিরা সপিণ্ড মরণে দশাহাদি অশৌচ গ্রহণ করিবে না এবং শ্রৌতাগ্নি হোমও রহিত করিবে না। যদি স্বয়ং অশক্ত হয়, পুত্রাদির দ্বারা হোমাদি করাইবে। কারণ, পুত্রাদি সপিণ্ডগণ উক্ত হোমাদি কর্ম্ম করিবার সময় অশুচি হয় না।

দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকান্তথা।
শবন্তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি ॥ ৮৫ ॥

চণ্ডাল, রজস্বলা, সূতিকা, শব ও শবস্পর্শকারী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া স্নান না করিলে শুদ্ধিলাভ হয় না।

আচম্য প্রযতোনিত্যং জপেদশুচিদর্শনে।
সৌরান্মন্ত্রান্ যথোৎসাহম্পাবমানীশ্চ শক্তিতঃ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তির শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে স্নান ও আচ

স্নানাদি করিয়া পবিত্র হইতে হইবে। তাহার পর যদি অশুচি চাণ্ডালাদি দর্শন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সূর্য্যদৈবতক মন্ত্র ও পাবমানী মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিতে হইবে।

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রোবিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহঙ্গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা॥ ৮৭॥

ব্রাহ্মণ মজ্জাবিশিষ্ট মনুষ্যের অস্থি স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। আর মজ্জাশূন্য অস্থি স্পর্শ করিলে আচমনপূর্ব্বক গোস্পর্শ বা সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকে।

আদিষ্টী নোদকং কুর্য্যাদাব্রতস্য সমাপনাৎ।
সমাপ্তে তূদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি॥ ৮৮॥

ব্রহ্মচারী নিজ ব্রত সমাপন পর্য্যন্ত উদক দান পূরক পিণ্ড ষোড়শশ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য করিবে না, ব্রত সমাপ্তি হইলে পর ঐ সকল কার্য্য করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। মাতাপিত্রাদির মৃত্যুতে এ ব্যবস্থা নয়।

বৃথাসঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাং।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া॥ ৮৯॥

যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, উৎকৃষ্টবর্ণস্ত্রীতে হীনবর্ণ হইতে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, যাহারা বেদবাহ্য রক্তপটাদি প্রব্রজ্যাচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, এবং যাহারা অশাস্ত্রীয় বিষপান ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের উদকাদি দান করিবে না।

পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ চরন্তীনাঞ্চ কামতঃ।
গর্ভভর্ত্তৃদ্রুহাঞ্চৈব সুরাপীনাঞ্চ যোষিতাং॥ ৯০॥

যাহারা বেদবাহ্য রক্তপটাদি প্রব্রজ্যাচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক বহু পুরুষে উপগত হয়, যাহারা গর্ভপাতন ও স্বামিহত্যা করে এবং সুরাপান করে, তাদৃশ দ্বিজাতিস্ত্রীগণের ঔর্দ্ধদেহিকাদি ক্রিয়া হয় না।

সাংখ্যদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তত্ত্বাভ্যাস হেতু বিবেকসিদ্ধি হয়, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিশেষ বলা হইতেছে।

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৭৬ ॥ সূ ॥

মন্দাদ্যধিকারিভেদসত্ত্বাদভ্যাসে ক্রিয়মাণেঽপ্যস্মিন্নেব জন্মনি বিবেক-নিষ্পত্তির্ভবতীতি নিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ। অত উত্তমাধিকারমভ্যাসপাটবেনাত্মনঃ সম্পাদয়েদিতি ভাবঃ ॥ ভা ॥

উত্তম, মধ্যম, ও অধম, অধিকারী এই তিন প্রকার। যখন এই অধিকারিভেদ আছে, তখন যে কোন অধিকারী তত্ত্বাভ্যাস করিলে যে এ জন্মে বিবেকসিদ্ধি হইবে, তাহার নিয়ম নাই। অতএব অভ্যাসপটুতা দ্বারা আপনার উত্তমাধিকারিত্ব সম্পাদন করা আবশ্যক।

বিবেক-নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে ভোগাবসান হয় না। এই কথা নিম্ন-লিখিত সূত্র দ্বারা নির্দ্দেশিত হইতেছে।

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যপভোগঃ ॥ ৭৭ ॥ সূ ॥

সকৃৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগেনাত্মসাক্ষাৎকারোত্তরং মধ্যবিবেকাবস্থোমধ্য-বিবেকেঽপি সতি পুরুষে বাধিতানামপি দুঃখাদীনাং প্রারব্ধবশাৎ প্রতিবিম্ব-রূপেণ পুরুষেঽনুবৃত্ত্যা ভোগোভবতীত্যর্থঃ। বিবেকনিষ্পত্তিশ্চাপুনরুত্থানা-দসম্প্রজ্ঞাতাদেব ভবতীত্যতস্তস্যাং সত্যাং ন ভোগোঽস্তীতি প্রতিপাদয়িতুং মধ্যবিবেকত ইত্যুক্তং। মন্দবিবেকস্তু সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং শ্রবণমননধ্যান-মাত্ররূপ ইতি বিভাগঃ ॥ ভা ॥

সকৃৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগে আত্মসাক্ষাৎকারের পর মধ্যবিবেকের অবস্থা হয়। মধ্যবিবেক হইলেও পুরুষে দুঃখাদির পূর্ব্বাদৃষ্টবশে প্রতিবিম্বরূপে অনুবৃত্তি হয়; সুতরাং মধ্যবিবেকীর ভোগাবসান হয় না।

জীবন্মুক্তশ্চ ॥ ৭৮ ॥ সূ ॥

জীবন্মুক্তোঽপি মধ্যবিবেকাবস্থ এব ভবতীর্থঃ ॥ ভা ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও মধ্যবিবেকের অবস্থা হয়।

জীবন্মুক্তের প্রমাণ বলা হইতেছে।

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৭৯ ॥ সূ ॥

শাস্ত্রেষু বিবেকবিষয়ে গুরুশিষ্যভাবশ্রবণাজ্জীবন্মুক্তসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। জীব-মুক্তস্যৈবোপদেষ্টৃত্বসম্ভবাদিতি ॥ ভা ॥

শাস্ত্রে বিবেকবিষয়ে যেরূপ গুরুশিষ্যভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই জীবন্মুক্ত সিদ্ধি হইতেছে। জীবন্মুক্তেরি উপদেশ দিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রুতিশ্চ ॥ ৮০ ॥ সূ ॥

শ্রুতিশ্চ জীবন্মুক্তেঽস্তি।

দীক্ষয়ৈব নরোমুচ্যেৎ তিষ্ঠেন্মুক্তোঽপি বিগ্রহে।

কুলালচক্রমধ্যস্থোবিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমেদ্ঘটঃ॥

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীত্যাদিরিতি। নারদীয় স্মৃতিরপি।

পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যে ন লোকো ন চ বৈদিকঃ॥

অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

ইতি ॥ ভা ॥

জীবন্মুক্তবিষয়ে শ্রুতিও আছে। টীকাকার স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রবণমাত্রে উপদেশদাতৃত্বের সম্ভাবনা আছে কি না, তদ্বিষয়ে সূত্রকার কহিতেছেন।

ইতরথান্ধপরম্পরা ॥ ৮১ ॥ সূ ॥

ইতরথা মন্দবিবেকস্যাপ্যুপদেষ্টৃত্বেঽন্ধপরম্পরাপত্তিরিত্যর্থঃ। সামগ্র্যেণাত্মতত্ত্বমজ্ঞাত্বা চেদুপদিশেৎ কস্মিংশ্চিদংশে স্বভ্রমেণ শিষ্যমপি ভ্রান্তীকুর্য্যাৎ সোঽপ্যন্যং সোঽপ্যন্যমিত্যেবমন্ধপরম্পরেতি ॥ ভা ॥

যদি মন্দবিবেক ব্যক্তিরও উপদেষ্টৃত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্ধপরম্পরার আপত্তি উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব না জানিয়া উপদেশ দেন, তাঁহার কোন অংশে নিজের ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহার সেই ভ্রম নিবন্ধন তাঁহার শিষ্যও ভ্রান্ত হইতে পারে, সে ব্যক্তি আবার অন্যকে ভ্রান্ত উপদেশ দিয়া ভ্রান্ত করিতে পারে, সে আবার অন্যকে, এইরূপে অন্ধপরম্পরার আপত্তি উপস্থিত হয়।

জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়, কর্ম্ম ক্ষয় হইলে জীবন ধারণের সম্ভাবনা কি, এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ ॥ ৮২ ॥ সূ ॥

কুলালকর্ম্মনিবৃত্তাবপি পূর্ব্বকর্ম্মবেগাৎ স্বয়মেব কিয়ৎকালং চক্রং ভ্রমতি এবং জ্ঞানোত্তরং কর্ম্মানুৎপত্তাবপি প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন চেষ্টমানং শরীরং ধৃত্বা জীবন্মুক্তস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যেমন কুম্ভকার কুলাল চক্রের ভ্রামণ কার্য্য হইতে বিরত হইলেও চক্র

পূর্ব্ব বেগবশে কিয়ৎকাল স্বয়ং ভ্রমণ করে, তেমনি জ্ঞানলাভের পর কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলেও প্রারব্ধকর্ম্ম বেগে জীবন্মুক্তের শরীর ধারণ হইয়া থাকে।

জ্ঞান হেতু ভোগাদি বাসনা ক্ষয় হইলে কিরূপে শরীর ধারণ হয়, এই আভাসে বলা হইতেছে।

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮৩ ॥ সূ ॥

শরীরধারণে হেতবো যে বিষয়সংস্কারাস্তেষামল্পাবশেষাৎ তস্য শরীর ধারণস্য সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অত্র চাবিদ্যাসংস্কারলেশস্য সত্তা নাপেক্ষ্যতে। অবিদ্যায়া জন্মাদিরূপকর্ম্মবিপাকারম্ভমাত্রে হেতুত্বাৎ। যোগভাষ্যে ব্যাসৈস্তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। বীতরাগজন্মাদর্শনাদিতি ন্যায়াচ্চ। ন তু প্রারব্ধফলককর্ম্মভোগেঽপীতি। যত্র চ নিয়মেনাবিদ্যাপেক্ষ্যতে স প্রয়াসবিশেষরূপো ভোগো মূঢ়েষ্বেবাস্তি জীবন্মুক্তানাং তু ভোগাভাস এবেতি প্রাগুক্তং। যৎ তু কশ্চিদবিদ্যাসংস্কারলেশোঽপি জীবন্মুক্তস্য তিষ্ঠতীত্যাহ তন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ অন্ধপরম্পরাপ্রসঙ্গাৎ অবিদ্যাসংস্কারলেশসত্তাকল্পনে প্রয়োজনাভাবাচ্চ। এতচ্চ ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমিতি ॥ ভা ॥

যে যে বিষয়ের সংস্কার শরীর ধারণের কারণ, তাহার অল্প অবশেষ থাকে, বলিয়া জীবন্মুক্তের শরীর ধারণ হয়।

এক্ষণে উপসংহার করা হইতেছে।

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেতরাৎ ॥ ৮৪ ॥ সূ ॥

উক্তায়াবিবেকসিদ্ধিতঃ পরবৈরাগ্যদ্বারা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধেন যদা নিঃশেষতো বাধিতাবাধিতসাধারণ্যেনাখিলদুঃখং নিবর্ত্ততে তদৈব পুরুষঃ কৃতকৃত্যো ভবতি। নেতরাজ্জীবন্মুক্ত্যাদেরপীত্যর্থঃ। নেতরাদিতি বীপ্সাধ্যায়সমাপ্তৌ ॥ ভা ॥

উক্তরূপে বিবেকসিদ্ধি হইলে পর পরম বৈরাগ্য জন্মে। পরম বৈরাগ্য জন্মিলে মনোবৃত্তি ও শরীরবৃত্তি প্রভৃতি সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ হইলে যাবতীয় দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তখনই পুরুষ কৃতকৃত্য হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে তাহার কৃতকৃত্যতা লাভ হয় না, লাভ হয় না। অধ্যায় সমাপ্ত হইল বলিয়া শেষ বাক্যে জোর দিবার নিমিত্ত দুইবার বলা হইল।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

নবম সংখ্যা।

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	শ্রীহর্ষ।	৫১৩
২।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।	৫২৫
৩।	হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য।	৫৪৪
৪।	মোমাই।	৫৫৩
৫।	হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?	৫৫৯
৬।	মনুসংহিতা।	৫৬৮
৭।	সাংখ্যদর্শন।	৫৭৪

কল্পদ্রুম

শ্রীহর্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পাঠক! আর ব্যস্ত হইবেন না, এই বার একটুকু ধৈর্য্য ধরুন,—ঐ অদূরে কাব্য-নিকুঞ্জবনে কালিদাস কবির বিনোদ বেণুর মধুর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। চলুন—কিঞ্চিৎ অগ্রসর হউন, দেখিতে পাইবেন এদিকে শ্রীহর্ষ যজ্ঞোপকরণ লইয়া বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে আসিতেছেন, আবার কালিদাস উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সুশোভিত করিতে এখান হইতে যাইতেছেন। আমরা স্বীকার করিয়াছি কালিদাস মালবাধিপতি ভোজরাজের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে আবার নব রত্নের প্রধান রত্ন, তাহাও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। নবরত্নের শ্লোকে দেখা যায়—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহশঙ্কু
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ॥
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

এখানে নব রত্নানি এইরূপ অন্বয় না করিয়া যদি নববিক্রমস্য এই অন্বয় করা যায়, তবে অর্থ হইবে যে, নূতন একজন বিক্রমাদিত্য রাজার। তদ্দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, এই বিক্রমাদিত্য রাজার পূর্ব্বে তন্নামা আরও কতকগুলি রাজা ছিলেন। এখন দেখা আবশ্যক এরূপ প্রয়োগ আর কোথাও দৃষ্ট হয় কি না। নৈষধের দ্বাবিংশ সর্গের ১৫১ শ্লোকে লিখিত আছে—

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূকৃতোঽয়ং মহা—
কাব্যে * * * *

গদ্যপদ্যময় কাব্য প্রণেতা শ্রীহর্ষের নবসাহসাঙ্কচরিতে ইত্যাদি। সাহসাঙ্ক নামে বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজা বুঝায় (১)। অতএব নবসাহসাঙ্ক

(১) অভিধানে সাহসাঙ্ক শব্দে ভোজরাজ ও বিক্রমাদিত্য এই দুই নাম পাওয়া যায়।

বলিলে নূতন সাহসাঙ্ক কিম্বা নূতন ভোজরাজ বুঝিতে হইবে। তবে, উপরে আমরা "নববিক্রমস্য" যে অন্বয় করিয়াছি, তাহা অসঙ্গত বলা যায় না। এই অভিনব অন্বয় কল্পনা করায় অনেকে আমাদের উপর ক্ষুব্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অর্থ কষ্টকল্পিত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ভোজপ্রবন্ধ হইতে আমরা প্রমাণ দিয়াছি যে, শ্রীহর্ষ ও কালিদাস এক সঙ্গে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এখানে আবার দেখা যাইতেছে যে, নূতন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় কালিদাস ছিলেন। শ্রীহর্ষও একখানি চম্পূকাব্যে তাঁহার চরিত বর্ণন করিয়াছেন। অতএব এই দুই ভুবনবিখ্যাত কবির এক সময়ে এক স্থানে বর্ত্তমান থাকা সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

অনেকে বিবেচনা করেন যে রত্নাবলী নাটিকা কশ্মীররাজ হর্ষদেবের রচিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ঐ পুস্তক ধাবক নামা একজন সুকবির লিখিত। তিনি কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষদেবের নিকট হইতে অনেক অর্থ লইয়া নাটকখানি তাঁহার নামে চালাইয়া দেন। কশ্মীরের রাজা হর্ষদেব স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অন্যের লিখিত পুস্তক নিজের নাম দিয়া কেন প্রকাশ করিবেন? কালিদাসের গ্রথিত মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় আছে—

প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য
বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতোবহুমানঃ?

শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বাবু নারায়ণের টীকা বলিয়া তৎসমেত যে নৈষধ কাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—নৃপসাহসাঙ্কেতি পাঠে, নৃপশ্চাসৌ সাহসাঙ্কশ্চ তস্য গৌড়েন্দ্রস্য চরিতে বিষয়ে, চম্পূকৃতো ভোজরাজস্য বিক্রমার্কস্য বেতি কেচিৎ। এখানে—"তস্য গৌড়েন্দ্রস্য" এইটী নারায়ণের টীকা হইলে আমাদের বড় আদরের সামগ্রী হইত বটে; দুঃখের বিষয়, তা নয়—এটী আমাদের প্রচারক নবীন পণ্ডিতের টিপ্পনী। আবার—'চম্পূকৃৎ' পুস্তকপ্রচারক এ পদটী কার বিশেষণ করিয়াছেন?—ভোজরাজের না কি? আমরা তাহা হইলে শ্লোকের অন্বয় ত বুঝিতে পারিলাম না। জীবানন্দ বাবু নৈষধের টীকার স্থানে স্থানে এত গোল করিয়াছেন যে তাহা বলিবার কথা নয়। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে কি ভাল একখানি টীকার পুস্তক ছিল না?। উত্তর নৈষধের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার আর পক্কোদ্ধার হইতে পারে না।

বিখ্যাতনামা ধাবক সৌমিল্ল কবিপুত্র প্রভৃতির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া আধুনিক কবি কালিদাস লিখিত প্রবন্ধের কেন সম্মান করিতেছ?

ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ধাবকের পরে কালিদাস পুস্তকাদি রচনা করেন। ইহার আরও একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। রত্নাবলীর নটী রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া বলিতেছে—অজ্জউত্ত! ইঅহ্মি, আণবেদু অজ্জো! কো নিওও অণুচিট্‌ঠীঅদুত্তি? (আর্য্য পুত্র! এই যে আমি, আজ্ঞা করুন আর্য্য! আমি কোন্ নিয়োগ অনুষ্ঠান করিব?) অভিজ্ঞান শকুন্তলেরও নটীর উক্তির সঙ্গে ইহার কথায় কথায় মিল। অতএব কালিদাস রত্নাবলী হইতে এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বিবেচনা করিতে পারেন যে, কালিদাস মহাকবি—তাঁহার জিহ্বাগ্রে বাগ্‌দেবী; তিনি কেন অন্যের প্রবন্ধ চুরী করিবেন?—সত্য, প্রতিভাশালী কালিদাসের কবিত্বশক্তির তুলনা নাই, কিন্তু অপরের প্রবন্ধ অপহরণ করিতে তাঁহার অরুচি ছিল না। কবি শিবপুরাণ হইতে বিস্তর শ্লোক লইয়া কুমারসম্ভবে সন্নিবেশ করিয়াছেন। পাঠকের গোচরার্থ এখানে দুই চারিটী উদাহরণ দিতেছি।—

শিবপুরাণ।

গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী।

কুমারসম্ভব।

১। ৬০ গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী।

এই দুই শ্লোকে কিছুই ভিন্নতা নাই।

শিবপুরাণ।

এতস্মিন্নন্তরে কালে তারকেণ দিবৌকসঃ।

কুমারসম্ভব।

২। ১ তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ।

কুমারসম্ভবে এইরূপ অনেক শ্লোক আছে—তাহার সঙ্গে শিবপুরাণের এক একটী শ্লোকের কথায় কথায় মিল দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কালিদাস অন্যের রচিত শ্লোক অম্লানবদনে অপহরণ করিতেন। এখন একটী সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে—শিবপুরাণরচয়িতা কালিদাসের শ্লোক অপহরণ করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইহাও ত হইতে পারে শিবপুরাণ কালিদাসের পরে রচিত হইয়াছিল। তাহাও সম্ভব

বটে, কিন্তু এস্থলে একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। কালিদাস পৌরাণিক ভাব আশ্রয় করিয়া যে কয়েকখানি কাব্য নাটক লিখিয়াছেন, তাহাদের আদর্শ এক এক খানি পুরাণ। মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যান হইতে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের ভাব সংগৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ হইতে রঘুবংশ। কুমারসম্ভব একখানি পৌরাণিক কাব্য। শিবপুরাণ ও ব্রহ্ম-পুরাণ হইতে উহার ভাব সংগৃহীত হইয়াছে। শিবপুরাণ ভিন্ন আমরা ঐ ভাব আর কোথাও দেখিতে পাই না, সে কারণ বোধ হইতেছে শিবপুরাণ কালিদাসের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

মালবিকাগ্নিমিত্রে একটী সগর্ব্বোক্তি শ্লোক আছে—তদ্দর্শনে পাঠক বিবেচনা করিতে পারেন যে, ঐ নাটক কিছুতেই কালিদাসের গ্রথিত নয় বিনয়শীল কালিদাসের লেখনী হইতে তেমন গর্ব্বিত বাক্য কখন বিনিঃসৃত হইতে পারে না। শ্লোকটী এই—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়োঽপরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

পুরাতন হইলেই যে সকলগুলি উত্তম হয়, এমন নহে। আবার নূতন কাব্য হইলেই যে সকলগুলি অপকৃষ্ট তাও নহে। পণ্ডিতেরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া গুণের তারতম্য বিচার করেন, মূর্খ অন্যের বুদ্ধিতে চালিত হয়।

অধিক হউক আর অল্পই হউক, এখানে কলিদাসের কিছু কিছু অহঙ্কার প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু রঘুবংশের প্রারম্ভে কবি ঔদার্য্য গুণ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহারও একটী শ্লোকে যেন এইরূপ অহঙ্কারের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়—

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥

উপরে যে রঘুবংশের গুণ বর্ণন করা হইল, দোষ গুণ বিচার করিতে পারেন এমন যে পণ্ডিত—তাঁহারাই তাহার শ্রবণযোগ্য। অগ্নিতেই সুবর্ণের দোষ গুণ পরীক্ষিত হয়।

শ্লোক দুটী যেন এক ছাঁচে গড়া বোধ হইতেছে। যদি মালবিকাগ্নি-মিত্রের শ্লোকে গর্ব্বের সংস্রব থাকে, তবে এ শ্লোকেও ত অহঙ্কার ফাটিয়া পড়িতেছে। পড়ে নাই?—রঘুবংশ! তুমি অরসিকের হাতে মাটী হইও না। তোমার ভাব রস সে কি বুঝিবে? যাহার রসবোধ নাই, তোমাকে

স্পর্শ করিতে তাহার অধিকারও নাই। কেমন, কালিদাস এই কথা বলিতেছেন না? তবে তাঁহার অহঙ্কারের আর বাকি রহিল কি? অতএব এই সগর্ব্ব বাক্য দেখিয়া মালবিকাগ্নিমিত্র কবি কালিদাসের রচিত নয়, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নাটক খানি উজ্জয়িনীনাথের প্রিয় সভাসদ রচনা করিয়াছেন।

পাঠক! এখন দেখুন, কান্যকুব্জের রাজা যে শ্রীহর্ষের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আমরা তাহার সময়েই কালিদাসকে দেখিতে পাইলাম। এখানে আর একটী বিবাদভঞ্জন করিতে হইবে। শেষ বিক্রমাদিত্য ৮২১ শকাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। বোধ হইতেছে কবি শ্রীহর্ষ কিছু দিন তাঁহার সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এদিকে আদিশূরের যজ্ঞে, ৯৯৪ শকে শ্রীহর্ষ বঙ্গদেশে আইসেন। এ স্থলে সময়ের বিস্তর অন্তর দেখাইতেছে। ৮২১ হইতে ৯৯৪ শক পর্য্যন্ত ১৭৩ বৎসর হয়, অতএব বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে শ্রীহর্ষের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব বোধ হইতেছে। এ বিবাদ সহজেই মিটিতে পারে। বিক্রমাদিত্য রাজা যদি ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজপদ পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার ৯৫ বৎসর বয়সে পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক শ্রীহর্ষকে উজ্জয়িনীতে দেখিতে পাই। আমাদের এই অনুমান অপ্রামাণিক নহে। সকলেই জানেন, ভর্ত্তৃহরি সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহার অনুজ বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেন। তখন তিনি নিতান্ত শিশু। বোধ করি এ প্রবাদ সত্য হইতে পারে। এখন শ্রীহর্ষ কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ মিটিল।

সম্প্রতি কালিদাসের জীবনবৃত্তান্ত উপলক্ষে আমরা পাঠকদিগকে দুই চারিটী কথা জ্ঞাত করিতেছি। কালিদাসের জীবনীসংগ্রহ যেন ব্রহ্মনিরূপণের ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এখন পাঠকদিগের আশাতৃষ্ণা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বাণ হইবে। আমাদের ভুবনবিখ্যাত কবি মহারাষ্ট্রীয় নন; তাঁহার জন্মে কাশ্মীর দেশেরও মুখ উজ্জ্বল হয় নাই। পাঠক! কালিদাস তোমার পরমাত্মীয়। তাঁহার সঙ্গে তোমার পাতান সম্পর্ক নয়, তিনি তোমার প্রতিবাসী,—মিথিলা তাঁহার জন্মস্থান (২)। ত্রিহুতের

(২) গত বৎসর শ্রীমতী রমাবাই যখন এদেশে আইসেন, তখন তিনি ত্রিহুতে কালিদাসের জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (২৯ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ সালের ইণ্ডিয়ান-

অন্তর্গত মংরাওনীতে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। বঙ্গদেশে নবদ্বীপ যেমন বিদ্বজ্জনসমাজ বলিয়া আদরণীয় ছিল, মিথিলায় মংরাওনীও ঠিক সেইরূপ বহুকাল হইতে পণ্ডিতগণের বাসস্থান বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এখ-নও সেখানে সকল শাস্ত্রের সবিশেষ আলোচনা আছে। এই—সেই মংরা-ওনী, সেই কালিদাসের জন্মভূমি—এই। পঙ্কে যার মূল, বৃন্তে যার কাঁটা,—কে জানিত তেমন কমল সৌরভে দশ দিক আমোদিত করিবে? এখনও পণ্ডিতেরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন—ঐ কালিদাসের জন্মস্থান, ঐ তাঁর গোচারণের মাঠ, ঐ তাঁর আরাধ্য দেবীর নির্জ্জন বন।” ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণকুমার, সে দিন আভীরের গোপাল—আজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস কবি!

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কল্পদ্রুমে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক সমালোচন করিবার অবসরে নবরত্নের নামসাহচর্য্য দৃষ্টে বিচার করিয়া কালিদাস নামটী পৃথক করিয়াছেন—এটী বঙ্গবাসীর নাম। তিনি কেবল অনুমান বলে মিথিলার এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নয়। দাক্ষিণাত্য এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভগবতীর কোন নাম-বিশেষে মানুষের নামকরণ করিতে শুনা যায় না, এ প্রথা কেবল মিথিলা ও বঙ্গদেশেই প্রচলিত আছে। তাহার কারণ এই, পার্ব্বতীর মাহাত্ম্যবিষয়ক যাবতীয় পুস্তকগুলি মিথিলা ও বঙ্গদেশে গ্রথিত হইয়াছে। প্রথমে এই দুই স্থানেই শক্তি উপাসনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণখানি প্রাচীন বটে, কিন্তু ভৃগুসন্তান মার্কণ্ডেয় মিথিলার নিকটেই বাস করিতেন। হাজিপুর নগরে ভৃগুআশ্রম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহাকে এখন হরিহরসত্র বলে। প্রতি বৎসর সেখানে মহা উৎসবে মেলা হইয়া থাকে। বোধ হয় মার্কণ্ডেয় এই থান হইতে শক্তিবীজ সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে বিকীর্ণ করেন। পশ্চিমদেশে মৃজাপুর জেলার অন্তর্গত বিন্ধ্যবাসিনীদেবীই প্রাচীনা। হরিদ্বারের সন্নিকটে কণ্খলে দক্ষরাজার রাজধানী,—কিন্তু সেখানে কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি নাই। যাহা হউক, মিথিলা হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তের অনুগঙ্গ প্রদেশেও শক্তি-

মিরর দেখ)। ইহাতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয়েরাও ত্রিহুতে কালিদাসের জন্মস্থান স্বীকার করেন। রঘুবংশে মিথিলা বৃত্তান্ত আমরা বিলক্ষণ সাবধানতার সহিত পড়িলাম, কিন্তু জন্মভূমি বলিয়া কালিদাস তাহার কোন বিশেষ বর্ণনা করেন নাই।

সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখনও দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শক্তি উপাসনার বিশেষ প্রচার নাই, কোন কোন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন কেবল দেবী মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন সিদ্ধ পুরুষ গিয়া ক্বচিৎ কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। ভগবতীর কোন একটী নাম হইতে মানুষের নাম করণ করা কেবল বঙ্গ ও মিথিলাতেই প্রচলিত, অন্যত্র শিব বিষ্ণু সূর্য্য গণেশ প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার অন্যতম একটী নাম হইতে মানুষের নাম রাখা হয়। যাহা হউক, পশ্চিমপ্রদেশে "গিরিজাদত্ত," "অম্বিকাদত্ত" প্রভৃতি নাম এখন শুনিতে পাওয়া যায়। নাম করণের পক্ষে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে,

মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।।

কোন মঙ্গলবাচক শব্দে ব্রাহ্মণের, বলবাচক শব্দে ক্ষত্রিয়ের, ধনবাচক শব্দে বৈশ্যের, এবং নিন্দাবাচক শব্দে শূদ্রের নাম রাখিবে।

যখন বৈদিক উপাসনা প্রচলিত ছিল, সে সময় কোন মঙ্গলময় গুণবাচক শব্দে ব্রাহ্মণের নাম করণ করা হইত। যথা, বীতরাগ (রাগশূন্য) বেদগর্ভ (বেদাভ্যাসী) ছান্দড় (ছন্দ-বেদে পটু) ইত্যাদি। কিন্তু, মনুর এ ব্যবস্থা অধিক দিন প্রচলিত হয় নাই। পূর্ব্বে মাতাপিতার নাম হইতে, গুরুর নাম হইতে, জন্মস্থান হইতে, জন্মপ্রণালী হইতে মানুষের নাম করণ করা হইত। পার্থ (মাতার নাম হইতে পৃথা+অণ্)। জানকী (পিতার নাম হইতে জনক+অণ্+ঙীপ্)। পাণিনি (গুরুর নাম হইতে পণ+অণ্+ইনি) দ্রোণ, সীতা, দ্বৈপায়ন (জন্মস্থান ও জন্মপ্রণালী হইতে)। বৈদিক আর্য্যদের নাম করণ এইরূপে চলিয়া আসিতেছিল। অতঃপর, মধ্যে কতক দিন মঙ্গলবাচক শব্দে ব্রাহ্মণের নাম রাখা হইল। ক্রমে পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনা আসিল, মনুষ্যের নাম করণ প্রণালীও ফিরিয়া গেল। তখন হইতে রামসহায়, হরপ্রসাদ, হরিশঙ্কর, গণপতি, সূর্য্যভারতী, দেবীপ্রসাদ, ভগবতীচরণ এই সকল নামের আদর বাড়িল। বঙ্গ ও মিথিলায় শক্তি উপাসক অধিক। সে কারণ এই দুই প্রদেশে ভগবতীর নামে অনেক ব্যক্তির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি অন্যান্য দেবোপাসক অধিক। তজ্জন্য তত্তৎ দেশে গণপতি, শিব, বিষ্ণু

প্রভৃতি দেবতার নামে অনেক মানুষের নাম রাখা হয়। কালিদাস শাক্ত-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নির্জ্জন গহনে দেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম কালিদাস হইয়াছে। কিন্তু, কেবল এই নামটার সহায়তায় আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে কবি মিথিলাবাসী ছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি, কালিদাস শ্রীহর্ষের সমসাময়িক লোক। আদিশূরের রাজধানীতে শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ যখন যজ্ঞোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তৎকালে বেদগর্ভের সঙ্গে কালিদাস মিত্র (৩) নামে তাহার একজন ভৃত্য আসিয়াছিল। অতএব সে সময় কেবল মিথিলাতেই কালিদাস নামের সৃষ্টি হয় নাই, কান্যকুব্জ অঞ্চলেও ঐরূপ নাম ব্যবহৃত ছিল। কালী সাধনের প্রথা তদ্দেশে প্রচলিত না থাকিলে কখন ওরূপ নাম করণে লোকের রুচি হইত না।

কেবল কান্যকুব্জে নয়, প্রতিষ্ঠানপুরে কালীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। ভোজ প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়—

তত্‌স্ত্বয়া ভোজো ভুবনেশ্বরীবিপিনে হন্তব্যঃ প্রথমযামে নিশায়াঃ।

যামিনীর প্রথম প্রহরে তুমি ভুবনেশ্বরীর বনে ভোজকে বধ করিবে।

কৈলাস পর্ব্বত শিবের আবাস স্থান। বোধ হয়, সেখানে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি বহুকাল হইতে ছিল। কালিদাস ত্রিহুতবাসী—সে প্রমাণ অদ্যাবধি ত্রিহুতেই জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু, তাঁহার সময়ে শক্তির উপাসনা ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারও বিস্তর কারণ দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, কালিদাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি যে উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেঘদূতের আদ্যোপান্তে তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কিছু কাল

---

(৩) তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥

শূদ্রবংশ সমুদ্ভব কালিদাস তাঁহার (বেদগর্ভের) ভৃত্য। সে মিত্রবংশের এবং বিশ্বামিত্র গোত্রের ছিল।

কালিদাসের অনেক পূর্ব্বে কামরূপে ভগবতীর পীঠস্থান স্থাপিত হইয়াছে। কবি রঘুবংশে লিখিয়াছেন—

কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ॥

অবন্তিনগরে ছিলেন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। মেঘদূতের অবন্তি-নগরের প্রতি তাঁহার একটুকু বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। মেঘ উত্তর মুখে যক্ষালয়ে যাইতেছে, উজ্জয়িনী দিয়া যাইতে হইলে কিছু দূর হইয়া পড়ে, কিন্তু তবু অবন্তিনগর দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত মেঘকে অনুরোধ করা হইতেছে—

বক্রঃ পন্থাযদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখোমাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ!

তুমি উত্তরাভিমুখে যাইতেছ, কিছু বক্র পথ হইবে বটে কিন্তু উজ্জয়িনীর সৌধ স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া যাইতে বিমুখ হইও না।

মনের বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে পথশ্রান্ত ব্যক্তিকে এমন অনুরোধ করা যায় না।

কালিদাসের পিতার নাম কি, তিনি কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না। এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মে। কালিদাস সম্বন্ধে আমরা একটী তুচ্ছ বিবরণ পাইলেও তাহা পরম পদার্থ জ্ঞান করি; কিন্তু কবি স্বনামে ধন্য—কাজেই তাঁহার পিতৃপুরুষের নামও জানা সহজ নয়।

কালিদাসের পিতা নিতান্ত দীন হীন দরিদ্র ছিলেন, ভিক্ষা করিয়া কায়-ক্লেশে দিন যাপন করিতেন। স্বয়ং কালিদাস একজন আভীরের গরু চরাইতেন। মিথিলায় এই নিয়ম ছিল—ব্রাহ্মণকুলে কেহ মূর্খ থাকিলে রাজা তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। কালিদাস ব্রাহ্মণপুত্র হইয়া নীচ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া রাজা তাঁহাকে নগর হইতে দূরীভূত করিলেন। মনোদুঃখে ম্লান হইয়া তিনি স্থির করিলেন—"আমার এ কষ্টের জীবনে আর কাজ নাই, যাই ভাগীরথী জলে গিয়া প্রাণত্যাগ করি"। এই ভাবিয়া কালিদাস জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিবার নিমিত্ত হস্তপদ বাঁধিতেছেন, এমন সময়ে এক সাধক অর্দ্ধমুদ্রিত পিঙ্গল লোচনে সীধুপানে ঢল ঢল হইয়া সেখানে আসিলেন। "বৎস! তুমি ও কি করিতেছ?"—এই বলিয়া শিশুর হস্ত ধরিলেন। কালিদাস বিনীতস্বরে তাঁহার সমস্ত দুঃখ জানাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সিদ্ধপুরুষ তখন কহিলেন—"তুমি খেদ করিও না, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে অচিরে সর্ব্ববিদ্যায় সুদীক্ষিত করিব।" কথিত আছে, মংরাওনীর সন্নিধিস্থ একটী অরণ্যে কালীর প্রতিমূর্ত্তি

ছিল। কালিদাস সন্ন্যাসীর সঙ্গে তথায় আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এই সময় গৌড়াধিপতি মাণিক্য লক্ষ্মণের কন্যার স্বয়ম্বর কাল উপস্থিত। স্বয়ম্বর ক্ষেত্রের এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল—রাজকন্যা লীলাবতী একটী স্ফাটিক বেদীতে আসীন ছিলেন। চারি দিকে খড়্গহস্ত প্রহরিগণ দণ্ডায়মান, নৃপবালা কাহারও সঙ্গে কথা কহিবেন না। অভ্যাগত রাজপুত্রেরা কিম্বা পণ্ডিতেরা সঙ্কেতে তাঁহার মর্ম্ম বুঝিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে করিতে যদি নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন, তবেই রক্ষা, নতুবা প্রহরিগণ তাঁহাদের মস্তক চ্ছেদন করিবে। নানা দিগ্দিগন্তর হইতে অনেক পণ্ডিত, অনেক রাজপুত্র আসিলেন কিন্তু রাজকন্যার নিকট যাইতে কাহারও সাহস হইল না। সকলেই লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন। এই সমস্ত বার্ত্তা শুনিয়া কশ্মীরদেশ হইতে ধ্রুবাচার্য্য পণ্ডিত সশিষ্যে গৌড়রাজ্যে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে কালিদাসের দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসীর আশ্রমে এক রাত্রি অবস্থিতি করেন। ধ্রুবাচার্য্য পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, নিখিল বিদ্যার পারদর্শী—কথোপকথনচ্ছলে কালিদাসকে বুদ্ধিমান দেখিয়া পরদিন প্রাতে যাত্রাকালে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইলেন। গৌড়নগরে সকলে উপনীত হইয়া স্বয়ম্বর ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইলেন,—কাহারও আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না। রাজকন্যার নিকট সাহস করিয়া অগ্রসর হইবেন এমন কাহারও ক্ষমতা নাই। কালিদাস নির্ভীক, নানা রসের আশ্রয় স্থান। তিনি রাজবালার সমীপবর্ত্তী হইয়া—"নারীর জন্য দশাননের দশ মুণ্ড ছিন্ন হইয়াছে, আমার যদি এক মুণ্ড ছিন্ন হয়,—হউক"। এই বলিতে বলিতে কিসলয়কোমল লীলাবতীর করপল্লব আলিঙ্গন করিলেন। নৃপদুহিতা কবির রসিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন (৪)।

সস্ত্রীক কালিদাস ধ্রুবাচার্য্য সমভিব্যাহারে কশ্মীর যাত্রা করিলেন। কশ্মীররাজ ভীমগুপ্ত এই বলিয়া নিজ সদস্য ধ্রুবাচার্য্যকে গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিলে রাজাকেই আনিয়া

(৪) চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতেরা এই মর্ম্মে একটী উদ্ভট কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটী প্রকৃত কালিদাসের রচিত কি না, বলা যায় না। কবির বিবাহ সম্বন্ধে আরও উদ্ভট কাহিনী আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি কর্ণাট রাজার কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এ বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা এখন নির্ণয় করা সহজ নয়।

দিবেন। কালিদাস এ সকল কথার কিছুই জানিতেন না। নবদম্পতী প্রণয়াস্বরূপ পরস্পরের প্রেমে বদ্ধ হইয়া জম্বুরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। জম্বুরাজ আহ্লাদে গদগদ হইয়া চতুরঙ্গ বলে লীলাবতীকে আনিতে গেলেন। কালিদাস কিছুতেই দিবেন না। ধ্রুবাচার্য্যও তাঁহার পক্ষ হইয়া রাজাকে বলিলেন—মহারাজ! ক্ষান্ত হউন! আমি কন্যাকে বিচারে পরাস্ত করি নাই, অতএব এ কন্যা আপনার প্রাপ্য নয়। ভীমগুপ্ত এই কথায় ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া লীলাবতীকে কাড়িয়া লইলেন। ইহাতেও তাঁহার কোপ নির্ব্বাপিত হয় নাই—তিনি কালিদাস ও ধ্রুবপণ্ডিতকে স্বরাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। বোধ হয়, এই স্ত্রীবিরহজনিত দারুণ তাপে কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন।

ধ্রুবাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য নিচুল ও কালিদাস কর্ণাট রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইলেন। মেধাবী কালিদাস সর্ব্ব শাস্ত্রের পারদৃক হইয়া বিবিধ রসাল কবিতায় ভূপতির মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। রাজসভার প্রধান পণ্ডিত দিঙ্নাগাচার্য্য কালিদাসরচিত সমস্ত কবিতার দোষ ধরিতেন। নিচুল সেই সমস্তদোষের প্রতিবাদ করিয়া কালিদাসগ্রথিত সন্দর্ভের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতেন। কিছু দিন পরে ধ্রুবাচার্য্য পরলোক গমন করেন। নিচুল গুরুর শোকে কাতর হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কথিত আছে, কালিদাস এই অবসরে তীব্বৎ, পারস্য, আরব, তুরস্ক, রোম, গ্রীস্ প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান ভ্রমণ করিয়া আইসেন। ঐ সকল স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি কিয়ৎকাল বিক্রমাদিত্যের সভায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে তিনি প্রতিষ্ঠানপতি ভোজরাজের সভায় আশ্রয় লন। বোধ হয়, অবন্তিরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষ অবস্থায় শ্রীহর্ষ কবি তদীয় সভা দেখিতে আসিয়াছিলেন, এবং মালবেশ্বর ভোজের সভাতেও তিনি কিছু কাল বাস করেন।

এখানে কয়েকটী গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে—কালিদাস যৌবন কালেই মালবরাজের সঙ্গে সখ্য বর্দ্ধন করেন। যথা—কশ্চিদভ্যগাৎ কনকমণিকুণ্ডলশালী দিব্যাংশুকপ্রাবরণোনৃপকুমার ইব মৃগমদপঙ্কাঙ্কিতগাত্রঃ ইত্যাদি—কোন সময়ে কনকমণিকুণ্ডলধারী সূক্ষ্মপট্টবস্ত্রপরিধৃত রাজপুত্রের ন্যায় মৃগমদপঙ্কাঙ্কিতদেহ—(কশ্চিৎ বিদ্বান্) কালিদাস যদি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ভোজসভায় আসিয়া

থাকেন, তবে তখন তাঁর প্রৌঢ়াবস্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তিনি যে মালবে উপস্থিত ছিলেন, ভোজপ্রবন্ধে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এদিকে আবার ভবভূতিকে লইয়াও মহাগোলযোগ! রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে লিখিত আছে, ৬১৯ শকের পরে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার রাজত্ব কালে তদীয় সভায় বাক্‌পতি, রাজশ্রী, ভবভূতি প্রভৃতি কবি বর্ত্তমান ছিলেন। কশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য সেই রাজবংশ এক কালে উন্মূলিত করেন। সুতরাং কবিগণ অনন্যোপায় হইয়া কশ্মীর দেশেই আশ্রয় লইলেন। ভবভূতি ৬১৯ শকে জীবিত থাকিলে আমরা তাঁহাকে সিন্দুল রাজপুত্র ভোজের সভায় দেখিতে পাই না। এই গোল মিটাইবার কিছুই উপায় নাই। আমরা ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক লোক বলিয়াছি—হয় আমাদের সে অনুমান ও ভোজপ্রবন্ধের কথা মিথ্যা কিম্বা রাজতরঙ্গিণীর অঙ্গীকৃত বিষয়টী সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক নয়।

পাঠক! এখন দেখুন, কাশ্মীরী রাজতরঙ্গিণীতে ত কালিদাসের কোন বৃত্তান্ত নাই,—ভাল জিজ্ঞাসা করি, কালিদাসের কোন পুস্তকে কশ্মীরের বর্ণনা আছে কি? যদি বলেন—কালিদাসের পুস্তকে থাকিবার অবসর কই?—ভাল, তাও দেখাই। মেঘদূতের মেঘকে ফিরিয়া ঘুরিয়া বক্র পথ দিয়া যাইয়া আপনার ভালবাসা অবন্তিনগরটী দেখিতে বলিলেন। কেন?—সেখান হইতে একেবারে গঙ্গা সৈকত দিয়া কৈলাসে যাইবার এত কি তাড়াতাড়ি ছিল। আর দু পা বামে প্রাচীন কশ্মীর রাজ্যখানি কি একবার দেখিলে হইত না? এত বিলম্ব যখন সহ্য হইয়াছে, না হয়,—যক্ষপুর যাইতে আর কিছু বিলম্ব হইত? তাহাতে এত কি ক্ষতি ছিল? পাঠক! দেখ, এই এক অবসর। আর অবসর তুমি জান,—স্মরণ হইতেছে না;—রঘুরাজার দিগ্বিজয় কথাটী মনে কর দেখি। দিলীপতনয় সর্ব্বত্র গেলেন, কত রাজার রাজধানী দেখিলেন, কত ভূপতিকে পদচ্যুত করিলেন, কত ভূপতির নিকট কর পাইলেন;—কই, কশ্মীরে পদার্পণ করিলেন না কেন? কশ্মীরের প্রতি কালিদাসের চিরকালের নিমিত্ত বিজাতীয় ক্রোধ ছিল। তিনি কশ্মীরের নাম গন্ধ মুখে আনিতেন না। কাশ্মীরীরাও কালিদাসকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন। পাঠক! কালিদাসের সঙ্গে আমাদের এই পর্য্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ; চল আমাদের প্রকৃত আলোচ্য শ্রীহর্ষ কোথায়—দেখি গিয়া।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আহারান্তে দেবগণ পাইচালি করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন বাসার গেটে এক খানি কাগজ টাঙ্গান রহিয়াছে। পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, অদ্য অপরাহ্নে চারিটার পর মুঙ্গের আর্য্যসভায় ধর্ম্মবিষয়ে একটী বক্তৃতা হইবে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পরে কহিতে লাগিলেন—এ কি! এই দুর্দ্দান্ত কলির রাজ্য-বিস্তার-সময়ে ধর্ম্মের নাম! ধর্ম্মালোচনা! চল, বক্তৃতা শুনিতে হইবে। বলিয়া, সকলে চারিটা বাজিতে না বাজিতে আর্য্যসভা গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী দ্বিতল গৃহে আর্য্যসভা। গৃহটী অতি সুপ্রশস্ত এবং পরিষ্কাররূপে সাজান। গৃহভিত্তিতে আধুনিক আর্ট স্কুলের ছাত্রগণের ক্ষোদিত অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিগুলি এমন পরিষ্কাররূপ অঙ্কিত যে দেবগণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "প্রত্যাগমন সময়ে কলিকাতা হইতে এক সেট খরিদ করিয়া লইয়া যাইবেন।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ আর্য্যসভাটী প্রতিষ্ঠা হইবার কারণ কি?

বরুণ। এখানকার কয়েকজন আর্য্যসন্তান দেখিলেন যে আপনার আর্য্য-ধর্ম্ম বা বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে লোপ হইতে চলিল। খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দিন দিন যেরূপ উন্নতি, হয় ত কিছু দিন পরে আপনার বেদেরও নাম গন্ধ থাকিবে না। কারণ উহা ত রেজেষ্টরি করা নহে। সকলেই বলিবে আমাদের স্ব স্ব প্রণীত। এই আশঙ্কায় উক্ত আর্য্য সন্তানরা লোকের মনে সনাতন ধর্ম্মের উদ্রেক করিবার নিমিত্ত এবং লুপ্ত সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবার মানসে এই আর্য্যসভা এবং ইহার সংলগ্ন একটী সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপিত করেন। ইহাঁদের সাধু ইচ্ছায় সন্তুষ্ট হইয়া মুঙ্গেরের কোন জমীদার এই বাড়িটী হরির উদ্দেশে দান করিয়াছেন। আর্য্যসভার সভ্যগণের এমন ইচ্ছা আছে কয়েকজন প্রচারক দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা লোকের মনে আর্য্য ধর্ম্মের উদ্দীপনা করিবেন। ইহাঁদের এই সাধু প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া জমীদার রায় অন্নদাপ্রসাদ

রায় বাহাদুর এক সময় পাঁচ সহস্র টাকা দান স্বীকার করেন এবং আরো কিছু সাহায্য করিবেন বলেন।

ক্রমে অসংখ্য শ্রোতৃবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যথা সময়ে তান-মান-লয়-বিশুদ্ধ কয়েকটী ধর্ম্ম সংগীত গান করা হইলে এক যুবা দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেনঃ—

বন্ধুগণ! ধর্ম্মই জগতের এক মাত্র সহায়। ধর্ম্মের দ্বারাই অধর্ম্ম ও পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরকে জানিতে চাহে, ঈশ্বরকে দেখিতে চাহে এবং এই জন্যই সকলেই সাম্প্রদায়িক রীত্যনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যদি খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কি প্রকারে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়? তিনি কহিবেন খ্রীষ্টকে বিশ্বাস কর, তাঁহার দর্শন পাইবে। যদি মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি কহিবেন—মহম্মদোক্ত উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন কর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। ইত্যাদি (সকলের করতালি) আমি হিন্দু—আমার কি উপায় অবলম্বন করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই মাত্র প্রধান উদ্দেশ্য। অধুনা অনেকে—(ব্রহ্মার করতালি)

নারা। পিতামহ! বেতাল হ'ল।

ব্রহ্মা। তুমি থাম। ফল হাতে করে বসা হয়নি মনে আছে?

বক্তা। অধুনা অনেকে স্ব স্ব রুচি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তজ্জন্যই বর্ত্তমান সময়ে এত ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে। আমার মতে তোমার আমার রুচি পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য ঋষিগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন করা উচিত এবং তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেখ ধর্ম্ম এক, ধর্ম্ম কখন দুই হইতে পারে না। পূর্ব্বকাল হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি কোন গ্রন্থেই "ধর্ম্ম" শব্দ ভিন্ন "আর্য্যধর্ম্ম" বা "হিন্দুধর্ম্ম" ইত্যাদি কোন বিশেষ নামে উল্লেখ ছিল না। এক্ষণে খ্রীষ্টীয়, মহম্মদীয় ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম্ম হইতে বিশেষ করিবার জন্য আর্য্যধর্ম্ম নাম দিতে হইয়াছে। (সকলের করতালি) যেমন কোন আফিসে—(ব্রহ্মার করতালি)

নারা। ঐ আবার বেতাল হ'ল!

ব্রহ্মা। তুই থামবি? না হয় ত বল উঠে যাই। আমার ভাল লাগচে তালি দিচ্চি, তুই এমন বিরক্ত করিতে বসলি কেন?

এক শ্রোতা। আহা! ওঁকে বিরক্ত করিবেন না। বোধ হয় কখন বক্তৃতা শোনেন নি, তাই বেতালে তালি দিচ্চেন।

বক্তা। যেমন কোন আফিসে কতকগুলি বাবু থাকিলে বড় বাবু, ছোট বাবু ইত্যাদি নামে ডাকিতে হয়, তদ্রূপ বহু ধর্ম্ম হইতে বিশেষ করিবার জন্য আর্য্যধর্ম্ম নাম দিতে হইতেছে। শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মই জগতের আদিম ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন একটী দীপ শিখাতে টীকা ধরাইয়া সেই টীকা গৃহ চালে ধরাইয়া দেও, গৃহাগ্নি যেমন দীপ শিখা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হইবে; তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার অনুসারে এক ধর্ম্ম নানারূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এক আর্য্যধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতেছে। (সকলের করতালি)

ব্রহ্মা। বেশ বাবা বেশ, খুব বলচো।

নারা। ওকি! সকলে যে অসভ্য বলবে?

ব্রহ্মা। বলে আমাকে বলবে, তুই থাম।

বক্তা। আর্য্যধর্ম্মানুসারে কাজ করিতে হইলে অগ্রে শরীরশুদ্ধি, পরে চিত্তশুদ্ধি, তৎপরে আত্মশুদ্ধি করিতে হয়, তবে আত্মা আত্মারে দর্শন পাইবে, জীবন সার্থক হইবে। শাস্ত্রবিহিত ব্রতাদি ও উপবাস দ্বারা শরীরশুদ্ধি হয়, তপ জপ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, উপাসনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। নচেৎ পীড়িত শরীরে ঘৃত ও মিষ্টান্ন খাইলে প্লীহা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয় এবং অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। দেখ যে ঘৃত ও মিষ্টান্ন সুস্থ শরীরের বলকারক, তাহাই আবার অসুস্থ শরীরের হলাহল স্বরূপ হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন—মূলশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসনা উক্ত আছে, তবে প্রতিমা পূজা করার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে আমি বলি প্রতিমা পূজার কালে ধ্যান করিতে হয়। সেই ধ্যানমন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরকে মনোমধ্যে ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে। অতএব হে জীব! জীবন যদি সফল করিতে চাহ, সাধকমণ্ডলির সঙ্গ লও, তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ কর, আর সময় নষ্ট করিও না। ধর্ম্মই সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ।

ব্রহ্মা। খুব বলেছ বাবা।

বক্তৃতা শেষ হইলে পুনরায় কয়েকটী ধর্ম্মসংগীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। তখন সভ্যগণ একে একে প্রস্থান করিতে লাগিলেন দেখিয়া দেবগণও বাসায়

আসিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন "আমি মুঙ্গের আর্য্যসভা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যদ্যপি ইহাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে এইরূপ এক একটী ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তৎসহ এক একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী থাকে, তাহা হইলে দেখিবে সত্বরেই লুপ্ত সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুদ্ধার হইয়া আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। বরুণ! কলিকাতায় চল। আর এখানে অনর্থক কাল বিলম্বের আবশ্যকতা নাই।

পর দিবস দেবগণ ষ্টেষণে আসিয়া ভাগলপুরের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ "ছয় ছয় পাইয়ে, ছ ছ্ পাইয়া" শব্দে জামালপুরের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন বরুণ! মুঙ্গেরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল?

বরুণ। মুঙ্গেরে একটী বঙ্গ বিদ্যালয়, একটী দাতব্য সভা, একটী সাধারণ পুস্তকালয় আছে। রামপ্রসাদ নামক একজন জমীদার ভাগীরথী তীরে ইষ্টক নির্ম্মিত যে একটী ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন, সে ঘাটটীও দেখিবার উপযুক্ত। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব দেখা যায়, ইহারা একাসনে বসিয়া পান তামাক খাইয়া থাকে। মুসলমানেরা হিন্দুর পর্ব্বে এবং হিন্দুরাও মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষে যোগ দান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও রজঃপুত জাতি ভিন্ন এখানে অপর বর্ণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। মুঙ্গের মট্‌কী বড় বিখ্যাত। এক সময় এখানে দশ টাকা করিয়া ঘৃতের মণ বিক্রয় হইয়াছিল। এখানকার কর্ম্মকারেরা উৎকৃষ্ট বন্দুক প্রস্তত করিতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহ ও শিক্ষাভাবে দিন দিন মাটী হইয়া যাইতেছে। এখানকার জল হাওয়া বড় বিখ্যাত। এজন্য বর্ষে বর্ষে অনেক জমীদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। মুঙ্গেরের পাথর, পাখা ও ছেলেদের খেলেনা বড় বিখ্যাত।

এই সময় ট্রেণ "ক্যাঁ কোঁচ ঝমাৎ" শব্দে জামালপুর প্লাটফরমে আসিয়া থামিল। এক দেড়ে সাহেব আসিয়া গাড়ির দ্বার খুলিয়া টিকিট দেখিয়া চলিয়া গেল। দেবগণ নামিয়া মেল লাইন ট্রেণে উঠিতে চলিলেন যাইবার সময় উপ কহিল "ঠাকুর কাকা! সাহেবটার কি প্রকাণ্ড দাড়ি! দাড়ি ধরে ঝুলে বেশ দোল খাওয়া যায়;" এখানে ট্রেণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থামিয়া থাকে। দেবতারা গাড়িতে উঠিয়া দেখেন একটী বাবু পরি-

বারের হাত ধরিয়া একখানি ইণ্টার মিডিয়েট গাড়ির দ্বারের নিকট আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেন " উঠ। "

স্ত্রী। তা আমি কখন উঠ্‌বো না। তুমি আমাকে বরাবর বলেছ গদিওয়ালা গাড়িতে নিয়ে যাবে, এ গাড়িতে গদি কই ?

বাবু। এবৎসর হতে ভাই ! তোমার কপালে গদিওয়ালা গাড়ি ঘুচে গিয়েছে। নচেৎ আমার একান্ত সাধ ছিল, তোমাকে গদিতে বসায়ে নিয়ে যাব।

ইন্দ্র। বরুণ ! উহারা স্ত্রী পুরুষে বলে কি ?

বরুণ। বাবুটী ৪০ টাকা বেতনের রেলওয়ে কেরাণী। রেলওয়ে কোম্পানীর নিয়ম ছিল ৪০ টাকা বেতনের কেরাণীরা সেকেণ্ড ক্লাশের পাশ পাইবেন। এজন্য বোধ হয় বাবু স্ত্রীর কাছে আস্ফালন করিয়াছিলেন এবার আমার বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪০ টাকা হইয়াছে ; অতএব তোমাকে গদিপাতা গাড়িতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া যাইব। কিন্তু বাবুর সৌভাগ্যদোষে রেলওয়ে কোম্পানী সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন ৮০ টাকা বেতনের কেরাণীরা সেকেণ্ড ক্লাশে যাইবেন। তাহার নিম্ন বেতনের কেরাণীদিগকে ইণ্টারমিডিয়েট এবং চল্লিশের নিম্ন বেতনের কেরাণীরা থার্ড ক্লাশ পাশ পাইবেন। স্ত্রী লোকেরা ত এসব খবর রাখেন না, কেবল " গদি কই " " গদি কই " বলিয়া আব্দার করিতেছেন।

ইন্দ্র। আহা ! মরে যাই। দেখ বরুণ ! রেলওয়েতে পেন্সন নাই, উপরি নাই ; সুখ কেবল পাশে আসা পাশে যাওয়া, সেবিষয়ে কোম্পানি এত কড়াকড় নিয়ম করিয়া ভাল করেন নাই।

বাবু। উঠ, গাড়ি ফেলে যাবে।

স্ত্রী। তা যাব না গদি কই আগে দেখাও।

এদিকে ট্রেণ ছাড়িবার উদ্যোগ করিলে অগত্যা তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ হুপা হুপা শব্দে ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া সাঁৎ সাঁৎ শব্দে জামালপুর টনালের মধ্যে প্রবেশ করিল। হঠাৎ ট্রেণ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলে পিতামহ বিপদাশঙ্কা করিয়া বরুণকে আকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং আসন্নকাল উপস্থিত ভাবিয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিলেন। বরুণ " ভয় নাই ভয় নাই " বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছেন এমন সময় ট্রেণ সাঁ সাঁ সোঁৎ শব্দে টনাল অতিক্রম করিয়া আবার হুপা-

হুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। সূর্য্যালোক দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামহ দেহে প্রাণ পাইলেন। তখন তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে কহিলেন " বরুণ! কারখানাটা কি? গর্ত্তের মধ্যে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল কেন?"

বরুণ। আজ্ঞে এই হচ্চে জামালপুর টনাল অর্থাৎ অর্দ্ধ মাইল আন্দাজ পর্ব্বত খনন করিয়া তন্মধ্য দিয়া রেলরাস্তা প্রস্তুত করিয়া গাড়ি চালাইতেছে।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! বল কি পর্ব্বত খনন করিয়া রেলরাস্তা প্রস্তুত করেছে। ইহাদের ত অসাধ্য কাজ নাই, ইহারা সব পারে।

এদিকে ট্রেণ বরিয়ারপুর ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া সুলতান গঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা কহিলেন " বরুণ এস্থানের নাম কি?"

বরুণ। এই স্থানের নাম সুলতানগঞ্জ। এই সুলতানগঞ্জেই জহ্নু মুনির আশ্রম ছিল। ভগীরথের তপস্যায় ভাগীরথী সন্তুষ্ট হইয়া যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, এই স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার জলস্রোতে মুনির কোশা কুশি ভাসিয়া যায়। ইহাতে মুনি ক্রোধান্ধ হইয়া গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। ভগীরথ অকস্মাৎ গঙ্গাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া মুনির চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বালকের রোদনে মুনির মনে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় গঙ্গাকে বমন করিয়া বাহির করিয়া দিলে পাছে তিনি অপবিত্রা হন, এই আশঙ্কায় উরু চিরিয়া বাহির করিয়া ভগীরথকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ জহ্নু মুনির নাম হইতে ভাগীরথীর অপর নাম জাহ্নবী হইয়াছে।

ব্রহ্মা। এখানে আর কি আছে?

বরুণ। গঙ্গার মধ্যস্থলে চরের উপর একটী মন্দিরে গৈরিকনাথ নামক এক শিব আছেন। শিবরাত্রির সময় এবং মাঘী পূর্ণিমার সময় বিস্তর যাত্রী এই শিবের পূজা দিতে আসেন। কথিত আছে—কোন সময়ে এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথের মস্তকে জল দিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীরে এমন বল ছিল না যে চলিতে পারেন; সুতরাং বসিয়া বসিয়া যাইতে ছিলেন। ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখিয়া বৈদ্যনাথ অপর এক ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া কহেন " পিপাসায় প্রাণ যায়, ঐ জল আমাকে দেও পান করি।" বৃদ্ধ তদুত্তরে কহেন " এ জল আমি বাবা বৈদ্যনাথের নাম করিয়া লইয়া যাইতেছি, অতএব কি প্রকারে দিতে পারি?" বৈদ্যনাথ কহেন " পিপাসায় জল না দেওয়া মহাপাপ তুমি বরং এ জল আমাকে পান করিতে

দিয়া অপর জল গঙ্গা হইতে তুলিয়া লইয়া যাও।” বৃদ্ধ তৎশ্রবণে তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপী বৈদ্যনাথ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন “তুমি যাহাকে জল দিতে যাইতেছ, আমি সেই বৈদ্যনাথ। তোমার ভক্তি ও কষ্ট দেখিয়া দয়া হওয়ায় এখানে আসিয়া দেখা দিলাম, আর তোমাকে বৈদ্যনাথে যাইতে হইবে না। অতঃপর আমি এই সুলতানগঞ্জের গৈরিকনাথ শিবের মধ্যে আবির্ভূত রহিলাম। লোকে এখানে আমার মস্তকে জল প্রদান করিলে বৈদ্যনাথের মস্তকে জল প্রদানের ফল প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মা। আঃ! মরি মরি। ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকিলে কি দেব দেবীর অনুগ্রহ হয়। নারায়ণ দেখ, আর তুমি কি না “এ কর্‌বো কেন?” “ও কর্‌বো কেন” “এ করে কি হয়?” বলে, আমার সঙ্গে বাক বিতণ্ডা কর।

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে ভাগলপুর ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ দেখিলেন অনেক গুলি লোক ব্যাগ হস্তে ট্রেণে উঠিবার জন্য ছুটাছুটী করিতেছে। কোন বাবু যুবতী স্ত্রীর হাত ধরিয়া প্রত্যেক কামরার দ্বারের নিকট ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছেন। স্ত্রীর সমস্ত অবয়ব এক খানি মোটা বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করা। স্বামী তাঁহার হাত ধরিয়া যে দিকে টানিতেছেন, তিনি কলের পুত্তলিকার ন্যায় সেই দিকে যাইতেছেন। বরুণ হাস্য করিয়া কহিলেন “আহা! গৃহে ইহাঁরা শতমুখী হস্তে দিগম্বরী, এখন যেন চোরটী। এই সময় “চাই পান” “চাই পান” “চাই জল খাবার” “চাই জল খাবার” চারি দিকে শব্দ হইতে লাগিল এবং এক জন ভাঙ্গা গলায় “ভাগলপুর” “ভাগলপুর” শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেবগণ গাড়ি হইতে নামিয়া গেটে টিকিট দিয়া বাহির হইলেন এবং এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

ভাগলপুর।

রেলওয়ে কম্পাউণ্ড অতিক্রম করিয়া দেবগণের গাড়ী এক সংকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটী এত সংকীর্ণ যে সূর্য্যালোক প্রবেশ পথ নাই। ব্রহ্মা কহিলেন “বরুণ! যমালয়ে যাইবার দক্ষিণ রাস্তার ন্যায় এ কোথায় আনিলে?”

বরুণ। এস্থানের নাম ভাগলপুরের মাড়োয়ারি পটি। এখানকার মাড়োয়ারিরা কলিকাতার বড় বাজারের মাড়োয়ারিদিগের ন্যায় অতি সংকীর্ণ স্থানে বাস করিয়া থাকে।

এই সময় ঢাকের বাদ্যে তাঁহাদের গাড়ির ঘোড়া দুটী লাফাইতে লাগিল। ক্যোচম্যান দ্রুতগতি গাড়ি হইতে নামিয়া চুমকুড়ি দিতে দিতে ঘোড়া দুটীকে ধরিয়া গাড়ি খানি রাস্তার এক পার্শ্বে লইয়া যাইল। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি ঢাকী ঢাক বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল। তৎপরে অশ্বারোহণে কতকগুলি বরযাত্রও অগ্রসর হইলেন। তৎপরেই বীরবেশধারী পাত্র সশস্ত্রে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার হস্তে তরবারি, পৃষ্ঠে ঢাল, গাত্রে একটী চাপকান এবং মস্তকে পাগড়ী। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক করতালি দিতে দিতে গান করিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে যাইতেছে। স্ত্রীলোকেরাও এই শুভকার্য্য উপলক্ষে বেশ ভূষা করিয়া নানা রঙ্গের ছোপান বস্ত্র পরিধান করিয়াছে এবং বিবাহ আমোদে যেন তাহারা মাতোয়ারা হইয়াই হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া বসিয়া করতালির সহিত গান করিতেছে।

নারা। পাত্রের ঢাল তরবাল লইবার প্রয়োজন কি?

বরুণ। পূর্ব্বে ভারতে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ বিবাহে পাত্রী সভাস্থ যে পাত্রকে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলে মাল্য প্রদান করিতেন। সময়ে সময়ে পাত্রী অকুলীন এবং বীর্য্যবিহীন রাজা বা রাজপুত্রের গলে মাল্য প্রদান করিলে অপরাপর রাজারা পাত্রীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। যেমন তুমি রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলে। সুতরাং বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবার আশঙ্কায় পাত্র সশস্ত্রে বিবাহ করিতে যাইতেন। এক্ষণে রজঃপুতদিগের বলবীর্য্য নাই, কিন্তু বিবাহ সময়ে সশস্ত্রে যাওয়া পদ্ধতিটী আছে; তজ্জন্য পাত্র ভোঁতা তরবাল ও ভাঙ্গা ঢাল পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া যাইতেছেন। তজ্জন্যই অদ্যাপি বঙ্গবাসীরা বিবাহ সময়ে সুতীক্ষ্ণ জাঁতি এবং বীর রমণীগণ কাজললতা ব্যবহার করিয়া থাকেন!

ব্রহ্মা। বরুণ! এস্থানের নাম ভাগলপুর হইল কেন?

বরুণ। এই স্থানে মহর্ষি ভার্গবের একটী আশ্রম থাকায় সময়ে সময়ে তিনি আসিয়া বাস করিতেন। ঐ ভার্গবের নাম অনুসারে বর্ত্তমান ভাগলপুর নাম হইয়াছে।

এই সময় মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা করতালি দিতে দিতে পাত্রকে লইয়া অদৃশ্যা হইল। দেবসারথি আবার গাড়ি হাঁকাইয়া সুজাগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে একটী ভগ্ন দেবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মা। বরুণ! এস্থানের নাম কি? এ মন্দির মধ্যে কি প্রতিমূর্ত্তি আছে?

বরুণ। এস্থানের নাম যোগসর। মন্দিরমধ্যে বুড়ানাথ নামক এক শিব এবং জয়দুর্গা নামে এক দেবী মূর্ত্তি আছেন। ইহাঁরা বহুদিন হইল কোন জমীদারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষণে সেই স্থাপনকর্ত্তা না থাকায় এবং লোকের মনেও শ্রদ্ধাভক্তি না থাকায় মন্দিরটী ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, অনেক স্থানেও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বোধ করি ২। ১টা ভারি বাদলা হইলে বুড়া নাথ প্রাচীন বয়সে সস্ত্রীক মন্দির চাপা পড়িয়া অপঘাতে মারা যাইবেন।

ব্রহ্মা। ইনি কি দুগ্ধ গঙ্গাজল খেয়ে বেঁচে আছেন?

বরুণ। আজ্ঞে না, যৎসামান্য ইঁহার শিবত্ব বিষয় আছে। তদ্দারা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হয়। ঐ বিষয়ে ইঁহার ৪। ৫ জন পূজকও এক প্রকার প্রতিপালন হইয়া থাকেন। পূজকেরা প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ইঁহার পূজা করেন। এ নগরে এই দেব মন্দিরটী ভিন্ন অপর কোন দেবলায় নাই।

ইন্দ্র। ভাগলপুরে এত ধনী লোক আছেন, চাঁদা দ্বারা কেন অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দিরটী মেরামত করিয়া দেন না?

বরুণ। এখানকার লোকের গুণের কথা বলিও না। এখানকার কেন আজ কাল ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেরই প্রায় সকল লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে দেবতা নাই। যদিই থাকেন তাঁহাদের কথা কহিবার কিম্বা অবমাননা করিলে প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা নাই। অতএব অনর্থক দেব-সম্বন্ধে ব্যয় করা অপেক্ষা বারোয়ারি পূজা করিয়া রং তামাসা দেখিলে বরং সৎকার্য্য করা হইবে। বলিতে কি এই ভাগলপুরে বর্ষে বর্ষে ৫। ৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বারোয়ারি পূজা করা হয়। পূজা উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশ হইতে মুচে ঢুলি, কৃষ্ণনগর হইতে সংগড়া কুম্ভকার, কলিকাতা হইতে যাত্রা আনিবার খরচ সংগ্রহ হইয়া থাকে, অথচ বুড়ানাথের মন্দির মেরামতের সময় এক পয়সা জুটে না।

নারা। এ তোমার অন্যায় কথা। যখন মুসলমান বাইওয়ালি সুমধুর স্বরে গান ধরে, এবং বেশ্যারা অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্য করিতে করিতে হাত নাড়ে, সেই আসনে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে তমাক টানার যে সুখ, তাহা শত শত বুড়ানাথের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেও হয় কি না সন্দেহ।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! বেলাও প্রায় অপরাহ্ণ এবং এই ভাগলপুরে বাসাও বড় দুষ্প্রাপ্য; অতএব এই ভাঙ্গা মন্দিরে রাত কাটালে হয় না?

ব্রহ্মা। হানি কি।

দেবতারা সে রাত্রি বুড়ানাথের মন্দিরে কম্বলশয্যায় ব্যাগ বালিশ মাথায় দিয়া রাত্রি কাটাইলেন এবং অতি প্রত্যূষে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন। ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—আ! মরি মরি জলে যেন শত শত শতদল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাজলে লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়া নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত জলক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। ইন্দ্র কহিলেন ‘ বরুণ, এ কোথায় এলাম? আমার যেন বোধ হচ্চে—অমরাবতীর চাঁদনীর ঘাটে উর্ব্বশী তিলোত্তমা প্রভৃতি নৃত্যকারীরা জলক্রীড়ার সহিত নৃত্য অভ্যাস করিতেছে!

বরুণ। না দেবরাজ! এ ভাগলপুরের স্নানের ঘাট। মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা গাত্র ধৌত করিতেছে। ইহারা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে আসিয়া গাত্র ধৌত করিয়া থাকে; মাসান্তে একটী করিয়া ডুব দেয় মাত্র! জলের ঘাটে আসিলে ইহাদের লজ্জা সরম থাকে না!

স্নান করিয়া দেবতারা বুড়ানাথের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শিবপূজা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যেকে চাট্টি চাট্টি চাউল গালে দিয়া একটু জল খাইলেন। তৎপরে তাঁহারা যোগসর হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিলেন। কিছু দূরে যাইয়া তাহারা দেখেন সর্ব্বনাশ! রাস্তার উভয় পার্শ্বের নরদামায় কতকগুলি টুঁটী কাটা খাসী, কতকগুলি টুঁটী কাটা মুরগী পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছে। এই সময় একজন চাচা "বিশমোল্লা" শব্দ করিয়া একটী মুরগী জবাই করিয়া ছাড়িয়া দিল, মুরগিটী যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে জঙ্গলের দিকে চলিল। তত্রাপি সে বিশমোল্লা বিশমোল্লা শব্দে চীৎকার করিতে ছাড়িল না। বোধ হয় তাহার চীৎকারে বিশমোল্লা (শৃগাল) সন্তুষ্ট হইয়া বন হইতে বাহির হইয়া মুরগীটিকে মুখে করিয়া

লইয়া দে দৌড়। মুসলমানেরা লাঠি কোঁৎকা হস্তে লইয়া মুরগীর উদ্ধারে ছুটিল; কিন্তু বিশমোল্লা আর প্রত্যর্পণ করিলেন না!

ব্রহ্মা। বরুণ! কোন্ নরকে নিয়ে এলে?

বরুণ। এস্থানের নাম সরাই। এখানে ভাগলপুরের মুসলমানেরা বাস করে। ঐ দেখুন দূরে ২। ৩ টী মুসলমান ভজনালয় অর্থাৎ মস্জিদ দেখা যাইতেছে। ঐ সমস্ত ভজনলায়ে এখানকার মুসলমানেরা প্রত্যহ উপাসনা করে আর্থৎ ফয়তা দেয়।

উপ। কর্ত্তা জেঠা! আমি ফয়তা দেব।

ব্রহ্মা। দূর হ! দূর হ! হতভাগা ছেলে। তোর আর আমি মুখ দেখ্‌ব না। বরুণ! আহা! খাসীগুলোকে ওরা অমন করে দগ্ধে দগ্ধে হত্যা কর্‌চে কেন? বরুণ। উহাদের হিন্দুদিগের উপর এমন জাত ক্রোধ যে তাহারা যাহা করে ইহারা তাহার ঠিক বিপরীত করিয়া থাকে। যথাঃ—তাহারা মাথায় চুল রাখে, ইহারা ওলকামান করিয়া মাথা কামায়। তাহারা দাড়ি রাখে না, ইহারা দাড়ি রাখে। তাহারা কাচা দেয়, ইহারা কাচা খোলে। তাহারা কদলী পাতার সোজা দিকে ভাত খায়, ইহারা উল্টা দিকে ভাত খাইয়া থাকে। তাহারা ভগ্নীকে বিবাহ করে না, ইহারা ভগ্নীকে বিবাহ করে। তাহারা পাঁটা গুলোকে এক কোপে কেটে খায়, ইহারা জবাই করে দগ্ধে দগ্ধে মারে।

ব্রহ্মা। চল, সত্বর এখান থেকে পলাই চল।

বরুণ। দেখ নারায়ণ! এই স্থানে দিল্লীর মত অনেক বাইওয়ালি আছে, সন্ধ্যার সময় আসিলে বড় আমোদ দেখা যায়; কারণ ঐ সময়ে সকলে নৃত্য গীত শিক্ষা করে এবং নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গী দেখায়।

উপ। বরুণ কাকা! আসবে? তোমার পায়ে পড়ি যখন আসবে আমাকে নিয়ে আসবে।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া চম্পানালায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এস্থানের নাম কি?"

বরুণ। এস্থানের নাম চম্পানালা। অনেকে ইহাকে চম্পাইনগরও বলিয়া থাকে। এই চম্পাইনগর অতি প্রাচীন সহর। চম্পাইনগর পূর্ব্বে ভাগলপুর হইতে স্বতন্ত্র ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে অধিবাসির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এক্ষণে ইহা ভাগলপুরের সংলগ্ন হইয়াছে।

ইন্দ্র। সম্মুখে ঐ ক্ষুদ্র নদীটা দেখা যাচ্চে উহা কি?

বরুণ। ঐ নদীর নাম জামুই বা বেহুলা নদী, কিন্তু প্রকৃত নাম চম্পকাবতী। এই নদী গঙ্গার সহিত সংলগ্ন আছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এস্থানের নাম চম্পাইনগর হইল কেন?

বরুণ। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—যযাতি বংশে উশীনরের পুত্র দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পাঁচ সন্তান জন্মে। তাঁহাদেরই নাম অনুসারে অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গদেশ ইত্যাদি, পৃথক পৃথক দেশের নাম হইয়াছে। ঐ অঙ্গের চম্পনামে এক সন্তান ছিল, তিনিই এই নগর নির্ম্মাণ করেন বলিয়া চম্পাইনগর নাম হইয়াছে।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ! সম্মুখে দেখা যাচ্চে ও কি?

"উহা ইংরাজদিগের কেল্লা। এই স্থানেই মহাত্মা কর্ণের গড় ছিল, এই চম্পাইনগরেই তাঁহার কর্ণপুরী ছিল। বলিয়া বরুণ তাঁহাদিগকে কেল্লার নিম্নে এক স্থানে লইয়া গিয়া দুইটী সুড়ঙ্গ দেখাইয়া কহিলেন "এই যে সিঁড়ির ধাপের মত চিহ্ন দেখিতেছেন কথিত আছে—এই সিঁড়ি দিয়া আসিয়া কর্ণের পরিবারবর্গ গঙ্গাস্নান করিতেন।

ব্রহ্মা। কর্ণের পর আর কোন প্রসিদ্ধ লোক এখানে বাস করিয়াছিলেন?

বরুণ। আজ্ঞে, তাঁহার অনেক কাল পরে গন্ধবণিক জাতীয় চাঁদসদাগর নামে একজন ধনাঢ্য বণিক এখানে বাস করিয়াছিলেন। ঐ চাঁদসদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র নখীন্দরের মনসার কোপে বিবাহ বাসরে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে তৎপত্নী বেহুলা সতী মৃত পতির প্রাণ দান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! কি কারণে মনসার কোপ হইল এবং কি উপায়েই বা বেহুলা সতী মৃত পতির প্রাণ দান করিলেন বিশেষ করিয়া বল?

বরুণ। চাঁদসদাগরকে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সমাজ মধ্যে বিশেষ অগ্রগণ্য দেখিয়া মনসা মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার দ্বারা মর্ত্ত্যে পূজা প্রচলিত করিয়া লইতে পারিলে লোকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিতে থাকিবে। তিনি মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এক দিন চাঁদের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। চাঁদ এক জন গোঁড়া শৈব ছিলেন; তিনি অপর দেব দেবীর পূজা করা দূরে থাক নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতেন না। সুতরাং মনসাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া

ফিরাইয়া দিলেন। মনসা অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার বাসনায় চাঁদের ছয় জন বিবাহিত পুত্রকে সর্প দ্বারা দংশন করাইয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর চাঁদ যখন সপ্ত তরী সাজাইয়া বাণিজ্যার্থ বাহির হন, মনসা হনুমানের সাহায্যে কালিদহ নামক স্থানে তাঁহার তরী সমস্ত জলমগ্ন করেন। চাঁদকে এইরূপ বারম্বার কষ্ট দিয়াও মনসার আশা মিটিল না, তিনি চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র নখীন্দরের প্রাণ সংহার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। গণকেরা চাঁদকে কহিলেন "তোমার পুত্রের বিবাহ রাত্রে বাসর ঘরে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ হইবে।" চাঁদ এই কথায় বাটীর সন্নিকটস্থ সাতালি পর্ব্বতের উপর এক লৌহের বাসর ঘর প্রস্তুত করাইলেন। এবং বেহুলা নাচনী নামক এক সুন্দরীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া সেই রজনীতেই পুত্র ও পুত্রবধূসহ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ বাসর ঘরে স্থাপন করিলেন। মনসার আদেশে ও ভয়ে কারিকরেরা ঐ লৌহ-বাসর ঘরের এক স্থানে অতি সামান্য মাত্র ছিদ্র রাখিয়াছিল। মনসা ঐ সামান্য ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া নখীন্দরকে সংহার করিবার বাসনায় অতি সূক্ষ্ম সূত্রের আকার সুদর্শন নামক এক জাতীয় সর্পকে প্রেরণ করেন। সর্প অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সংহার করে। প্রাতে বেহুলা-সতী মৃত পতিকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শ্বশুরকে বলিয়া এক কদলী ভেলা প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতে পতিসহ আরোহণ করিয়া ভাগীরথীতে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তিনি এক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তথাকার কোন ধোবানী দেবতাদিগের কাপড় কাচিয়া থাকেন। অতএব ঐ ধোবানীর আশ্রয় লইলে উপকার হইবার সম্ভাবনায় পতিকে ভেলাসহ এক স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া ধোবানী গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলেন, এবং তাঁহাকে মাসী সম্বোধনে ডাকিতে লাগিলেন। এক দিন বেহুলা ধোবা মাসীকে অনেক অনুনয় বিনয়ে সম্মত করিয়া দেবতাদিগের বস্ত্রগুলি এমন পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া দেন যে, দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহেন এবং বর লইতে অনুরোধ করেন। এই সুযোগে সতী দেবতাদিগের নিকট হইতে বর লইয়া মৃত পতির প্রাণ দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি আরো দুটী বর লন, তন্মধ্যে একটীতে স্বামীর ছয় অগ্রজের জীবন দান; অপরটীতে শ্বশুরের জলমগ্ন সপ্ত তরীর পুনরুদ্ধার। চাঁদসওদাগর পুত্র, পুত্রবধূ, সপ্ত ডিঙ্গা এবং অপর পুত্রগণকে পাইয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন,

এবং তদবধি ভক্তির সহিত মনসার পূজা আরম্ভ করিলেন। অদ্যাপি এই চম্পাইনগরে বৎসর বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই উপলক্ষে একটী করিয়া বিখ্যাত মেলা হইয়া থাকে।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া বরুণ কহিলেন "পিতামহ! সম্মুখে ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী পাহাড়ের মত উচ্চ জমি দেখিতেছেন, উহারই নাম সাতালি পর্ব্বত। লোকে বলে—এই পর্ব্বতের উপরেই নখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিকে দেখা যাচ্চে ও সুন্দর বাড়িটী কাহার?

বরুণ। চম্পাইনগরের রাজার। ইনি একজন জমীদার কিন্তু লোকে রাজা বলিয়া ডাকে। যে স্থানে উনি বাড়ী করিয়াছেন, ঐ স্থানে চাঁদসদাগরের বাড়ী ছিল।

ইন্দ্র। ঐ জমীদার জাতিতে কি? লোক কেমন?

বরুণ। উহাঁরা জাতিতে কায়স্থ, আদি বাস বঙ্গদেশে; কিন্তু এক্ষণে প্রায় হিন্দুস্থানীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর বংশাবলি প্রায় দুই শত বৎসর এখানে বাস করিতেছেন, ধর্ম্ম কর্ম্মে বেশ আস্থা আছে, এবং প্রতিদিন অতিথি সৎকারাদি সৎকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেবতারা দেখেন, এক খানি দ্বারবদ্ধ ঘোড়ার গাড়ি রহিয়াছে। গাড়ির মধ্যে স্ত্রীলোকেরা পরস্পরে বিবাদ করিতেছেন। এক রমণী কহিতেছেন "ভোজে আমার পাতে সন্দেশ বেশী পড়িয়াছিল। না হবে কেন, স্বামী আমার ষ্টেষণের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তিনি ঘণ্টা মার না বলিলে গাড়ি চলে না।" আর এক রমণী কহিলেন "ওলো থাম, তোর স্বামীর চাইতে আমার স্বামীর ক্ষমতা বেশী, তিনি তারে খবর না পাঠালে ত গাড়ি আসে না, তোমার স্বামী ঘণ্টামার বলিতে পারেন না।" আর এক রমণী কহিলেন "বল্লে গুমোর করা কিন্তু না বলেও থাক্‌তে পারলাম না—বলি আমার স্বামী টিটিক না বে[illegible] দিলে গাড়ী কি বোঝাই নিয়ে চলে যাবে?" এই কথা শ্রবণে আর এ[illegible] রমণী কহিলেন "তবে আমিও বলি—আমার স্বামীর কাছে স্কুলে পড়ে বিদ্যার জাহাজ নিয়ে তবে ত ইহাঁরা এসে রেলে চাকরী কর্‌চেন!"

ইন্দ্র। বরুণ! গাড়িতে ইহাঁরা কারা?

বরুণ। কথার ভাবে বোধ হচ্চে—ষ্টেষণ মাষ্টার বাবুর স্ত্রী, টেলিগ্রাফের

বাবুর স্ত্রী, টিকিট বিক্রেতা বাবুর স্ত্রী, এবং স্কুল মাষ্টার বাবুর স্ত্রী, নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া কাহার স্বামী বড় চাকরে এই বিষয়ের বিবাদ করিতেছেন।

নারা। দেখ বরুণ! ইহাদের বিবাদ দেখে আমার একটী হাস্যজনক কথা মনে পড়্‌লো। এক সময় আমার নূতন বাগানের প্রজারা একটী যাত্রার দল করে। ঐ দলে তিনকড়ে দুলে হনুমান সাজ্‌তো। এক দিন তিনকড়ির স্ত্রী গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া বাড়ীর মেয়েদের কাছে গল্প করিতেছে—"কাল কর্ত্তা যেতে না পারায় যাত্রা হয় নাই; এমন অশ্চর্য্য দেখি নাই, এত লোক রয়েছে তিনি না যাইলে কি এক দিন চালায়ে নিতে পারে না।" আমার বড় মেয়ে রাজেশ্বরী এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ তিনুর বৌ, তিনু যাত্রায় কি সাজে?" তিনুর স্ত্রী কিছুতেই বলে না, অনেক পীড়াপীড়ির পর কহিল "বুঝতে পারলে না রাঙ্গা দিদি, যা না হলে রাম যাত্রা হবার যো নাই।" রাজেশ্বরী কহিল "তিনু কি হনুমান সাজে" তিনুর স্ত্রী কহিল "ওগো হ্যাঁ।" আজ আমার এদের কথা শুনে তিনুর স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল।

ইহার পর দেবগণ একটী দোকানে আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পিতামহ মাচের ঝোলের একটু হলুদ চাহিয়া লইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কোমরে দিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন "ঠাকুর দা, কোমরে হলুদ দিচ্ছেন কেন?"

ব্রহ্মা। ভাই, ভাগলপুরের উচু নীচু রাস্তা চলে কোমরটা ভেঙ্গে গিয়াছে এমন সহরে রাস্তার অবস্থা অমন কেন?

উপ। কর্ত্তা জেঠা! দেখুন রাস্তার ধূলায় আমার শাদা রেফার রাঙ্গা হয়ে গিয়াছে।

আহারান্তে দেবগণ পুনরায় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সাহেবগঞ্জে আসিয়া দেখেন, অনেক গুলি লোক দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ গোরুর খোরাক জন্য ঘাস কাটিয়া মাথায় করিয়া আনিতেছে। কেহ ভাগলপুর হইতে দূর দেশে যাইয়া খেস ও বাপ্তা বিক্রয় করিয়া প্রত্যাগনন করিতেছে। কাহারও বা মস্তকে ফুল কপীর ডালা, কাহারো ঘাড়ে ত্রিশ সের ওজনের চাউলের বস্তা।

ইন্দ্র। বরুণ! উহারা কারা?

বরুণ। দেশীয় খ্রীষ্টানের দল। এই সাহেগঞ্জেই দেশীয় খ্রীষ্টানেরা বাস

করিয়া থাকে। ইহাদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ অতএব বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে উহাদের উপাসনার জন্য একটী রোমান ক্যাথলিক চর্চ্চ আছে।

নারা। দুঃখ করতে করতে খ্রীষ্টানেরা প্রত্যাগমন করিল কেন?

বরুণ। তখন উহারা ভাবিয়াছিল আলোর মুখ দেখে সুখী হইবে। এক্ষণে অন্ধকারে আসিয়া বড় কষ্ট পাওয়াতে কাজেই দুঃখ করিতেছে।

ক্রমে সকলে যাইয়া কোম্পানীর বাগানের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন বাগানটী বহুদূর বিস্তৃত কিন্তু তাদৃশ শোভা সৌন্দর্য্য নাই। তাঁহারা উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া এক দৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন " বরুণ! সম্মুখে উচ্চ জমির উপর ঐ সুন্দর বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। এখানকার একজন কর্ণেলের। তিনি অনেক অর্থ ব্যয়ে এই বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এমন সুন্দর স্থানে এ মন সুন্দর বাড়ী ভাগলপুরে আর দ্বিতীয় নাই। নিকটেই দেখ একটী মধ্যম গোচের জৈনমন্দির। অদ্যাপি উহাতে কয়েকজন জৈন বাস করিয়া থাকেন।

এখান হইতে দেবতারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন স্থানটী বড় অপরিস্কৃত—কোন স্থান দিয়া ভাতের ফেন স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কোন স্থানে তরকারির খোলা বাখলা স্তূপাকার হইয়া জমিয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এস্থানের নাম কি?

বরুণ। এস্থানের নাম মুনস্থরগঞ্জ। ভাগলপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে আসেন, এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন। অনেকের ২। ৩ পুরুষ এখানে বাস করিয়াছেন। এখানে প্রায় ১৫০। ১৬০ ঘর আন্দাজ বাঙ্গালী আছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই এখানকার একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্রহ্মা। এখানকার বাঙ্গালীরাও কি কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন?

বরুণ। আজ্ঞে, হ্যাঁ; তবে উকীলের ভাগই বেশী।

ইন্দ্র। উকীলদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ?

বরুণ। অধিকাংশ উকীলই প্রায় যথেচ্ছাচারী। তবে তন্মধ্যে আবার কতকগুলি হিন্দুও আছেন। তাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত বাড়ীতে দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন।

এখান হইতে দেবতারা একদিকে যাইতেছেন, এমন সময় দেখেন একটী পেট মোটা বাবু ২। ৩ টী মোসাহেব সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বাবুটীর পেট একটী ছোট খাট জালা বিশেষ। তাঁহার গলদেশে এক গোছা যজ্ঞোপবীত এবং স্কন্ধে এক খানি কোঁচান চাদর। পৈতা গাছটী লোককে দেখাইয়া প্রণাম আদায় করিবার অভিপ্রায়ে গাত্রে তখন পীরাণ দেন নাই। হাতে এক গাছি পিচের ছড়ি। বাবু তখন কহিতে-ছেন "সেজো খুড়ো যে অহঙ্কার করেন আমার চাইতে তিনি বড় কি সে? বিষয় উভয়েরই সমান, পরিবারকে গহনা বরং তাঁহার অপেক্ষা আমি বেশী দিইছি। কোম্পানীর কাগজও আমার চাইতে তাঁর বেশী হবে না। কিন্তু তা বলি তাঁহার মত কৃপণ হলে আমি আরো এক লক্ষ টাকা সঞ্চয় করতে পারতাম। যে মদ খায় না বেশ্যা রাখে না সে আবার কিসের অহঙ্কার করে? রাখুন দেখি, আমার মত বেতন দিয়ে একটী বেশ্যা রাখুন দেখি, তবে বাহাদুরী বুঝবো। এই আমি পশ্চিম ভ্রমণে ভাগলপুরে আসিয়া ৫। ৬ মাস বাস করচি ইহাতেই কি আমার কম খরচ হচ্চে?

এক জন মোসাহেব কহিল "আজ্ঞে, আপনার অপেক্ষা তিনি কোন বিষয়েই বড় নহেন। তবে বাপের ভাই, এজন্য সম্বন্ধে বড় হয়েছেন বটে।"

এই সময় "চাই পাঁউরুটি," "চাই বিষকূট" শব্দ করিতে করিতে এক জন মুসলমান, বাবুর নিকট আসিয়া কহিল "বাবু পাঁউরুটি চাই?"

বাবু। তো বেটার পাঁউরুটি খেলে পেটের অসুখ হয়। করিম বক্স দিয়া যায় তার গুলো বরং তোর অপেক্ষা ভাল। তোরা পাঁউরুটিতে কুঁকড়োর ডিম দিসনে বটে?

রুটি বি। দিই বৈকি বাবু, কুঁকড়োর ডিম দিইনেতো কি দিই?

বাবু। আমার বোধ হচ্চে তোরা ঘুঘুর ডিম দিস। কারণ সে দিন কল-কাতা হ'তে খেয়ে এলাম তাদের রুটি যেমন সুস্বাদু তেম্নি মোলায়েম আহা! মুখে দিতে দিতে যেন মিল্যে যায়, তোদের রুটি অমন শক্ত থাকে কেন?

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! বরুণ! একি? সমস্ত অখাদ্যই প্রায় পেটে যায়, তবে আবার গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণের কারণ কি?

বরুণ। তা না হইলে সমাজচ্যুত হইতে হয়। ঐ কয়েক গাছি সূতা বড় কম নয়। যতক্ষণ গলে থাকে, সকল দোষ ঢাকিয়া যায়। গলা হইতে পরিত্যাগ করিলেই যত বিপদ, সমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেবগণ দেখেন বালকগণ বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে বিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যেকেরই পরিধান ৮।১০ অঙ্গুলি প্রমাণ পাড়ওয়ালা কালাপেড়ে ধূতি। মস্তকের মধ্যস্থলে সোজা সিঁতি। গাত্রে কামিজ। কামিজের মধ্যস্থলে অর্থাৎ বুকের কাছে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন স্বরূপ নানারূপ কাজ করা। বগলে ২।১ খানি পাঠ্য পুস্তক। বাম হস্তে পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচার কোচান ফুল ধারণ করা আছে।

ইন্দ্র। বরুণ! ইহারা কারা?

বরুণ। স্কুল বালক।

ইন্দ্র। মস্তকের মধ্যস্থলে স্ত্রীলোকের ন্যায় এমন সিঁতি কেন?

বরুণ। সিঁতি নয় আতর ও গোলাপ জলের স্রোত বহিবার নরদামা।

নারা। বরুণ! এরূপ মস্তকের মধ্যস্থলে চুল ফেরান ত আর কোন স্থানে দেখিলাম না। ভাগলপুরে যে নূতন দেখিতেছি?

বরুণ। নূতন নহে; বহুদিন হইল কলিকাতায় প্রথম সৃষ্টি হইয়া ক্রমে এদিকে আমদানী হইয়াছে। শাটী পরিধান এবং মস্তকের মধ্যস্থলে সিঁতি কাটা হচ্চে বর্ত্তমান ফ্যাসান। এক বিষয়ে অধিক দিন আমোদ উৎপাদন করিতে না পারিলে সময়ে সময়ে বেশ ভূষার যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাকেই ফ্যাসান কহে।

ব্রহ্মা। না বরুণ! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক নহে। আমাকে এক সময়ে কলি জিজ্ঞাসা করে "পিতামহ! আজ্ঞা করুন আমার রাজ্য-সময়ে লোকে কিরূপ চিহ্ন ধারণ করিবে?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—যখন পুরুষে স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে ও তাহাদিগের ন্যায় মস্তকে সিঁতি কাটিবে এবং খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে কাহারও আচার ব্যবহার থাকিবে না; সেই সময় জানিও তোমার একাধিপত্য বিস্তার হইয়াছে। এই ভাগলপুরের স্কুল বালকগণকে দেখিয়া আমার বেশ বোধ হতেছে যে এক্ষণে কলির সম্পূর্ণ অধিকারকাল সমুপস্থিত।

এই সময় একটী বালক উপোর দিকে চাহিয়া অপর বালকের কাণে কাণে কি বলিয়া মুচকে হেঁসে চলিয়া যাইল। যাইবার সময় সে অপর একটী বালককে কহিল "আজ আমাদের বাড়ী ভাই যেও, লেমোনেড

খাওয়াব।" অপর বালক কহিল "দূর কর, ও শাদা জিনিসে আর প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না, লাল রং আমদানী করিবার উদ্যোগ কর।"

ইন্দ্র। বরুণ! বালকেরা কি বলে?

বরুণ। কপ্‌চাচ্চে। দেখুন পিতামহ! এখানকার যুবকগণের স্বভাব সাধারণতঃ মন্দ নহে। তবে দুঃখের বিষয় পাঠাবস্থায় অত্যন্ত বাবু হ'য়ে পড়ায় লেখা পড়াটা প্রায়ই আমাদের উপোর মত হয়।

ব্রহ্মা। উপ বড় সুবোধ ছেলে।

এই সময় বালিকাগণকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ! এ মেয়ে গুলি কোথায় গিয়াছিল?"

বরুণ। আজ্ঞে, এরা বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকা। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে।

ব্রহ্মা। এক্ষণেও কি বালিকাগণকে পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়?

বরুণ। বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে পূর্ব্বের ন্যায় নহে। বালিকাদিগের বিবাহের বয়স দশ বৎসর, অতএব ঐ সময়ের মধ্যে কতদূর বিদ্যা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া লউন।

ব্রহ্মা। স্ত্রীলোকদিগকে অল্প বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া মহাপাপ। তদপেক্ষা মূর্খ করিয়া রাখা শাস্ত্রসম্মত। স্ত্রীলোকেরা অল্প বিদ্যা শিক্ষা করিলে অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে।

বরুণ। আজ্ঞে, বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে এ আশয়ে বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না।

ব্রহ্মা। তবে কি কারণে বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়?

বরুণ। একটু লেখা পড়া শিক্ষা না দিলে মেয়েগুলো পাছে থুবড়ো থাকে এই আশঙ্কায়। এমন কাল পড়েছে পাত্রের পিতা যেমন পাত্রীর পিতার সর্ব্বস্ব পণ স্বরূপ গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে আবার পাত্রী লেখা পড়া জানেন কি না সে বিষয়েরও অনুসন্ধান লন। আজ কাল বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রী উভয়েই উভয়কে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন। সময়ে সময়ে পাত্র আবার পাত্রীকে পরীক্ষা করেন—"বল দেখি ব্লাক সি কোথায়?" "গবর্ণর জেনরল এক্ষণে কলিকাতা কি সিমলায় আছেন?" ইত্যাদি। আমি আশ্চর্য্য দেখিয়াছি যিনি ২।৪ খানি ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া ১৫৲

টাকার কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেছেন, তিনিও শিক্ষিত স্ত্রী প্রার্থনা করেন। সময়ে সময়ে ঐ বিষয়ের লেক্‌চার দেন। কি আশ্চর্য্য! যে নিজে অশিক্ষিত, তাহার আবার শিক্ষিত স্ত্রীর আশা করা কি ধৃষ্টতার কাজ। এই সব দেখিয়া শুনিয়া পিতা মাতা অগত্যা কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে দেন।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! দেশে যেরূপ অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব তাহাতে বোধ হয় অল্পবয়স্কা, অল্প শিক্ষিতা বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। অল্প শিক্ষার গুণে কুলে কালী দিয়া পিতা মাতাকে কাঁদাইতে পারে ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর না?

বরুণ। বিশ্বাস করা করি কি অনেক স্থলে ঐরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। এই সময় দেবগণ শুনিলেন একটী গৃহ মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক হো হো শব্দে হাস্য করিয়া কহিতেছেন—ওমা, কোথা যাব! মুকী বলে কি ষ্যাঁ।— বলে "এবার আমি দুর্গো অষ্টমীর বত্ত নেবো।" ওমা ছিঃ ছিঃ! এখন ওর পাড়াগেঁয়ে স্বভাব যায় নি? ব্রত করে কি হয়?—ওর চাইতে ঐ টাকায় ও কেন দানা গড়ায়ে গলায় দেক্ না। দেখ মুকী, ওসব এখানে হবে টবে না; ইচ্ছা হয় দেশে গিয়ে যা খুসি করিস।

ব্রহ্মা। বরুণ! স্ত্রীলোকেরা বলে কি?

বরুণ। বাঙ্গালা হইতে মোক্ষদা নামে কোন স্ত্রীলোক এখানে নূতন আসিয়াছেন। তাঁহার হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকায় কোন ব্রত লইব বলায় এখানকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে লইয়া কৌতুক করিতেছেন। এখানকার অনেক স্ত্রী নাস্তিক স্বামীর সহবাসে নাস্তিক হইয়াছেন। ইহাঁরা হিন্দু মতে ব্রত নিয়ম করিতে ইচ্ছা করেন না।

ব্রহ্মা। হুঁ!—কলির প্রধান লক্ষণ যা তা সব ঘটেছে।

হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য।
বা
প্রাচীন কালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়।

আমরা "হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য" এই শীর্ষক প্রস্তাব লিখিতে লিখিতে সহসা কেন "প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবি-

শেষ সম্পর্ক হয়" এই শিরোনাম দিলাম, পাঠকগণের সন্দেহ বিমোচনার্থ সর্ব্বাগ্রে সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য যদিও বহুদূরব্যাপী ও বহুপ্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কতক প্রমাণ করা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহা অনেকের হৃদয়গ্রাহী হইবে না বলিয়া আমরা এ প্রস্তাবটীকেও পূর্ব্বপ্রস্তাবের ন্যায় উপরি উক্ত শিরোনাম দিয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। গত বারে আমরা এসিয়ার প্রধান প্রধান প্রাচীন দেশগুলির নামোল্লেখ করিয়াছি, এবার আফ্রি-কার ও ইউরোপের কোন্ কোন্ স্থানে প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ বা অন্যান্য বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে গমনাগমন করিতেন, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

আফ্রিকা। আফ্রিকা অনুর্ব্বর মহাদেশ। ইহার দক্ষিণভাগ অদ্যাপি অনেকদূর পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত অবস্থায় আছে; আর মধ্যভাগে ত ভীষণ শাহারা মরুভূমি প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া দিবানিশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত বালুকাকণা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছে। সেখানে যাইবার আবশ্যকতা নাই, গাত্র দগ্ধ হইবার বা অন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা! মিসর, কার্থেজ প্রভৃতি যে দুই একটী উর্ব্বর ও প্রাচীন স্থান উত্তর ও উত্তর পশ্চি-মাংশে অবস্থিত আছে, সেই স্থানেই অনুসন্ধান করিয়া দেখি। কিন্তু বলিয়া রাখি, বালুকার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

মিসর। মিসর নদীমাতৃকদেশ। নীল নদই এখানকার অধিবাসিগণের জীবনরক্ষকস্বরূপ। মিসরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, মিসর অতি প্রাচীন দেশ। এখানকার শিল্প, ও বাণিজ্যাদি অতি বিস্তৃত ও প্রশংসনীয় ছিল। প্রায় ৩০০০ সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, এখানে পিরামিড্ নামে যে অত্যুচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরময় মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হই-য়াছে, তাহাই প্রাচীন মৈসরীয়গণের শিল্পনৈপুণ্যের ও ভুয়সী ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহা যে কি উদ্দেশে কোন্ ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, যদিও তাহার কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তথাপি ইহা দ্বারা মিসরবাসিগণ যে এক সময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ক্ষমতাপন্ন শিল্পনিপুণ জাতি ছিল, তাহা সহজেই সপ্রমাণ হইতেছে। কত শীত, কত বর্ষা যে ইহার মস্তক

দিয়া অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তথাপিও পিরামিডের মস্তক অবনত হয় নাই। বিখ্যাত থিবসী সুন্দরী চন্দ্রনক্ষত্রশালিনী মধুর যামি-নীতে অভিসারিকা বেশে এখানে আসিয়া কতই অভিনয় করিয়াছেন! যাহা হউক, যে দুর্দ্দমনীয় কাল মৈসরীয়গণকে অবনত দশায় পাতিত করি-য়াছে, পিরামিড যেন তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সদর্পে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক সেই কালের সহিত অবিরত দ্বন্দ্ব করিতেছে, আর বলিয়া দিতেছে, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। প্রাচীন মৈসরীয়গণ এখনও ইহলোক পরিত্যাগ করে নাই, জীবিত আছে!!

মিসরবাসীরা ঈশ্বর স্বীকার করিতেন এবং তাঁহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম, নেফ্; ইনি অনন্তকালব্যাপী। দ্বিতীয় পথা, ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি আমেনরূপে জগৎ পালন করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ন্যায়। মিসরবাসিরা পরলোক স্বীকার করিতেন। ইহাঁদের যমালয়ের নাম অমিস্থি। ইহাঁরা বলিতেন, মৃত্যুর পর মনুষ্য, পশুপক্ষ্যাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করিত; পরিশেষে আবার কালবশে মনুষ্য-রূপে জন্মিত।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার প্রথম আবিষ্কার এখান হইতেই হয়। যাহা হউক, মিসরবাসিরা অধিকাংশ প্রাচীন জাতির ন্যায় বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। সে দিন পর্য্যন্তও ইহাঁরা ভারত বর্ষজাত দ্রব্যসকল আরবীয় বণিকগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ইউরোপের বহুতর দেশে বিক্রয় করিতেন। কায়রো একটী প্রাচীন বাণিজ্য-প্রধান নগর। বহু দেশের বহুতর নগরীর বহুতর বণিক এইখানে আসিয়া বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষের বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি বিক্রয়ার্থ ভারত হইতে মিসরে প্রেরিত হইত। তখন মিড়িয়াবাসিগণের সহিত আসীরিয়-দিগের বিবাদ হয়। তখন জনৈক উচ্চপদস্থ হিন্দু মিসরে থাকিয়া সে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে যত্নবান হন (১)। বাইবলে লিখিত আছে, প্রায় সার্দ্ধত্রিসহস্র বৎসর অতীত হইল, যখন যূসেফের ভ্রাতারা যূসেফকে জলপূর্ণ গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া আহার করিতে বসেন, তখন তাঁহারা মৈসরীয়দিগকে আরবীয় বণিকদিগের দ্বারা ভারত সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের গরম মসলা ও অন্যান্য

(১) Universal History Vol X X. P. 78.

দ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন (২)। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, সময়ে সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের সহিতও মিসরবাসিগণের বাণিজ্য বিনিময় হইত, এবং হিন্দুরাও মিসরে গমনাগমন করিতেন। প্রাচীন হিন্দুগণ যখন কার্থেজে গমন করিতেন, তখন মিসরে যাওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কার্থেজের বিবরণে ইহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

টিউনিস—কার্থেজ। কার্থেজ টিউনিসের অন্তর্গত টুনিস্ নগরী ও বন্ অন্তরীপের মধ্যে অবস্থিত। ক্লিন্টনের মতে খ্রীঃ ৯৬২ অব্দ পূর্ব্বে পিগ্মেলিয়ান ফিনিসিয়ার রাজা হন। তাঁহার ভগ্নীপতি মেলিকার্টসের (জলদেবতার) পুরোহিত ছিলেন। রাজা কোন কারণে তাঁহার ভগ্নীপতির প্রাণ সংহার করিলে তাঁহার ভগ্নী ডাইডো প্রচুর ধনসম্পত্তি লইয়া কার্থেজে আসিয়া কার্থেজ নগরীর সূত্রপাত করেন। কার্থেজ মহাবীর হানিবলের জন্মভূমি। দারুণ বিজিগীষা-পরতন্ত্র রোমক সেনাপতিগণের হস্ত হইতে স্বীয় জন্মভূমির রক্ষার জন্য তিনি যেরূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার পত্নীও প্রকৃতপ্রস্তাবে বীর রমণী ছিলেন। কার্থেজ শত্রু হস্তে পতিত হইলে পাছে শত্রুগণ কর্ত্তৃক অবমানিতা হন, সেই ভয়ে তিনি স্বীয় শিশুসন্তানগণ সহ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভারতের রাজপুত রমণীগণও এইরূপে জীবন বিসর্জ্জন দিতেন। কার্থেজ রমণীগণ যথার্থই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে কেশ রমণীগণের ভূষণস্বরূপ, আমাদের রমণীগণ যে কেশবন্ধন লইয়া ব্যতিব্যস্ত! যুদ্ধ সময়ে ধনুকের জ্যা-নির্ম্মাণার্থ তাঁহারা একদিন অকাতরে সেই কেশ ছিন্ন করিয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হন নাই। ধন্য তাঁহাদের জন্মভূমি-প্রিয়তা।

কার্থেজ ইতিহাসে অতিশয় প্রসিদ্ধ। কত বীর যে এই খানে স্বীয় স্বীয় শোণিত তর্পণে ধরিত্রীর পিপাসা শান্তি করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বহু দিবস পর্য্যন্ত কার্থেজবাসিগণ রোমকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিল; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। অদৃষ্ট তাহাদিগের প্রতি বিরূপ হইল; রোমকসেনাপতি দ্বিতীয় সিপিও যুদ্ধে জয়ী হইয়া কার্থেজনগরীর ধ্বংস সাধন করেন। বহুক্ষমতাশালিনী বীরপ্রসবিনী কার্থেজনগরী

---

(২) Genesis X X X V I I. 25.

কালবশে এক্ষণে একটী সামান্য নগরী। আর তাহার সে ঐশ্বর্য্য নাই, সে ক্ষমতা নাই, সকলই কালের কুক্ষিগত হইয়াছে।

এক্ষণে বে উপাধিধারী মুসলমান শাসনকর্ত্তারা টিউনিস শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক স্থলে তুরস্ক সুলতানের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন সত্য বটে ; বস্তুতঃ একরূপ স্বাধীন। কিছু দিন গত হইল, এখানকার অধিবাসীরা তাহাদের প্রতিবেশী ফরাসীদিগের অধিকৃত আলজিরিয়াতে অনেক অত্যাচার কারতে ফরাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া টিউনিস আক্রমণ করেন। এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, মধ্যে পড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া ইটালীর বীরবর গারিবল্ডিও রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভূমধ্যস্থসাগরে রণ-পোত-পুঞ্জ প্রেরণ করিয়াছেন! বুঝি, অস্থিকঙ্কালবিশিষ্ট—কার্থেজের (টিউনিসের) অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আবার রক্ত-পিপাসা হইয়াছে! এ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নিশ্চয়ই আর একটী প্রকাণ্ড নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে! ধন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা!

কার্থেজ যখন একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-প্রধান নগর, তখন প্রাচীন-হিন্দুগণের সেখানে গমনাগমন হইত কি না এক্ষণে তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, হিন্দুরা কার্থেজে গমন করিতেন। কিন্তু বাণিজ্য-কর্ম্মোপলক্ষে তথায় গমন করিতেন কি না ইহার নিশ্চয় নাই। তবে যখন সেইখানে গতিবিধি ছিল, তখন সম্ভবতঃ অনেকে বাণিজ্য-কার্য্যও করিতেন। সার্দ্ধ পঞ্চবিংশতি শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, যখন সিসিলিতে রোমক-সেনাপতি মেটেলস সিজারের সহিত কার্থেজ সেনাপতি অস্‌ড্রুবালের যুদ্ধ হয়, তখন কার্থেজীয়-দিগের পক্ষে অনেক ভারতবর্ষীয় হস্তী ও মাহুত বিনষ্ট হয় (৩)। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে আফ্রিকায়ও গমন করিতেন। আফ্রিকায়ও তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল।

ইউরোপ—অতঃপর ইউরোপের প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলিতে প্রাচীন হিন্দুদিগের গতিবিধি হইত কি না, আমরা তাহারও অনুসন্ধান করিয়া দেখি। ইটালী ও গ্রীস এই দুটী দেশই ইউরোপের মধ্যে অতি প্রাচীন ও সুসভ্য বলিয়া চির পরিচিত। যে ইংলণ্ডকে অদ্য আমরা পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন একটী উন্নত দেশ বলিয়া আদর এমন কি মনে মনে পুজা করিতেছি,

(৩) Universal Histoiy. Vol X V II. P. 551.

সেই ইংলণ্ড বা গ্রেট্ বৃটেনবাসিগণ হতভাগ্য বঙ্গবাসির ন্যায় রোমকগণের পদরজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন! যখন রোমের যৌবন দশা, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ; যখন রোমক-সেনাপতি জুলিয়াস সিজার ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে গমন করেন; তখন গ্রেটবৃটেন জ্ঞানালোকে আলোকিত হওয়া দূরে থাকুক, মাতৃগর্ভে একরূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন বলিলেই হয়। সামান্য গৃহ তাঁহাদিগের রাজ-প্রাসাদ ছিল (৪)। প্রাচীন গলেরা (বর্ত্তমান ফরাসীরা) তখন সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়া কেবল স্থির-নয়নে অজ্ঞানের ন্যায় পৃথিবীর ভাবগতিক দেখিতেন মাত্র! শুদ্ধ গ্রীকেরাই তখন প্রবীণ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ কারণ আমরা রোম ও গ্রীসেই অনুসন্ধান করিব।

ইটালী—রোম। প্রাচীন রোমনগর টাইবার নদীতীরে ক্যাপিটোলাইন পর্ব্বতের উপর স্থাপিত ছিল। ইহার পূর্ব্ব বিবরণ কতই আশ্চর্য্যজনক, অলৌকিক-ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ! রোমকেরা যে এক সময়ে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ সম্পন্ন হইয়া বাহুবলে বহুতর দেশ জয় করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ জাতিস্বরূপে গণনীয় হইয়াছিলেন বোধ করি পাঠক মাত্রেই ইহা অবগত আছেন। যদি কেহ রোমের প্রাচীন বীর্য্য, প্রাচীন রাজ্যশাসন, প্রেট্রিসিয়ান ও প্লীবিয়ানদিগের পরস্পর মনোবাদ ও আপন আপন ক্ষমতা-বিস্তার-করণ চেষ্টাজনিত সদসৎ উপায় অবলম্বন, রোমের দিগ্বিজয়াশা, বহু বিস্তৃত বাণিজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং অন্যান্য বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন; তবে স্যরে (Surrey.) নিবাসী এডওয়ার্ড গিবনের রোমের পতনোত্থানের ৬ খণ্ড ইতিহাস Edward gibbon's "The decline and

(৪) এই স্থলে রোমের অতুল বিভবের ও বৃটনের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের (!) সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে হইল। যখন রোমকসেনাপতি অষ্টরিয়াস স্কপিউলা (Ostorius Scapula) ওয়েল্সের দক্ষিণ ভাগস্থিত সিলিওর্সের রাজা ক্যারেক্টেকাস্কে (Caractacus) যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দীভাবে রোমসম্রাট ক্লডিয়াসের নিকট লইয়া যান, তখন ক্যারেক্টেকাস্ রোমনগরীর অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিজের অতি সামান্য ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়! যাহাঁর এত ঐশ্বর্য্য তিনি কেন সামান্য পর্ণকুটীরের লোভে একজন দরিদ্র রাজাকে বন্দীকৃত করিলেন? ইহাতে তাঁহার কি গৌরব আছে" ইত্যাদি। এই কথায় তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। পাঠক! এই উদাহরণেই ইংলণ্ডের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

Fall of the Roman Empire." পাঠ করিয়া দেখুন, ইতিহাস-পাঠ-জনিত জ্ঞান-পিপাসা বহু পরিমাণে প্রশমিত হইবে। আমরা অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। এই রোমেরই সিনেটগৃহে বসিয়া ব্রুটাস্ এক দিন তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ সীজারের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন! রোমের ইতিহাসে সে দিন কি ভয়ানক!!

রোম রাজ্যশাসন ও বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতাতে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, বাণিজ্যেও প্রায় সেইরূপ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন দেশ উন্নত হয় না, ইহা সভ্যদেশ মাত্রেই অবগত আছেন। রোম ইহা বিশেষরূপ অবগত ছিল। রোমের বহির্বাণিজ্য বহু দূরব্যাপী ছিল। ভারতেও তাঁহারা বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন, এবং এ দেশ হইতে ঢাকাই বস্ত্র, কার্পাসাদি লইয়া যাইতেন। অদ্যাপিও অনেক দ্রব্য সেখানে ভারতবর্ষের নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভারত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন; আমরাও অনেক সময়ে সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছি। যাহা হউক, কালবশে রোমের সে অতুল ঐশ্বর্য্য, সে মান সম্ভ্রম সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে! তবে ম্যাট্‌সিনির অসাধারণ পরিশ্রম ও স্বদেশহিতৈষিতাগুণে ইটালী আবার নব অভ্যুদিত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি প্রধান প্রভুশক্তি ভুক্ত হইতে পারে নাই। বীরবর গারিবল্ডি এক্ষণে ইটালী সেনাধ্যক্ষ।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, হিন্দুরা রোমেও গমন করিতেন। রোম সম্রাটগণের নিকট তাঁহাদের অনেকের বিশেষ প্রতিপত্তি মান সম্ভ্রম ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, অনেকে তথায় বাস করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন এবং হয় ত অনেক স্থলে শিক্ষা প্রদানও করিতেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আছে, কয়েকজন হিন্দুরাজা কনষ্টাণ্টাইন্ নামক রোমীয় সম্রাটের নিকট আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বহুমূল্য দ্রব্য সহ দূত প্রেরণ করেন। খ্রীঃ প্রং শতাব্দীতে অনেক হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তা রোম নগরে বাস করিয়া তথাকার ফলাফল গণনা করিতেন (৫)। হিন্দুরা যে রোমে গমন করিতেন, তাহা প্রমাণিত হইল। তবে প্রশ্ন এই, যখন হিন্দুরা রোমে গমন করিতেন, রোমকেরাও যখন ভারতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে বিরত ছিলেন না, তখন বহির্বাণিজ্য প্রিয় হিন্দুরা কি রোমের বাণিজ্যে বিরত ছিলেন, ইহা বিশ্বাস হয়?

(৫) Universal History Vol X X. P. 10 5: 10 7.

গ্রীস দেশ। ইউরোপের মধ্যে গ্রীস অতি প্রাচীন রাজ্য। বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতাতে গ্রীস প্রাচীন ভারতের নিম্নেই পরিগণিত হইয়াছিল। ইহা বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে এথেন্স, স্পার্টা ও মেসিডন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। স্পার্টায় প্রসিদ্ধ বীর লিওনিডাস জন্মগ্রহণ করেন। যৎকালে পারস্যাধিপতি জরক্সিস লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া প্রবলানদীর ন্যায় প্রবলবেগে থর্ম্মাপিলীর গিরিসঙ্কট হইতে স্পার্টারাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন, তখন স্পার্টারাজ মহাবীর লিওনিডাস সামান্য "দুই তিনশত গ্রীকসৈন্য লইয়া মৃত্যু নিশ্চয় জানিতে পারিয়াও থর্ম্মাপিলীগিরিসঙ্কটে বাঁধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া জরক্সিজের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য বাঁধে প্রবলা নদীর গতি কতক্ষণ রোধ করিতে পারে? কিছুক্ষণ পরেই বাঁধ ভঙ্গ হইয়া গেল, লিওনিডাস জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে স্পার্টানগণ বিদেশীয়দিগকে তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশহিতৈষিতা প্রদর্শনের প্রমাণ স্বরূপ সেই স্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহাতে এইরূপ লিখিয়া দিয়াছিল "পথিক! তুমি স্পার্টা নগরীতে গিয়া বল, মহারাজ লিওনিডাস স্বদেশ রক্ষার্থ এই স্থলে প্রকৃত বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন"!

ম্যাসিডন আলেকজাণ্ডারের জন্মস্থান। আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়াভিলাষী হইয়া বহুতর দেশ জয় করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ৩২৭ অব্দ পূর্ব্বে তিনি ভারতও আক্রমণ করেন এবং তক্ষশীল ও পোরাসকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। কিন্তু পোরাসের নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হন। বাবিলনে তাঁহার সমাধি হয়। তিনি বড় মাতৃভক্ত ছিলেন (৬) গ্রীস যেমন বীরের জন্মভূমি, তেমনি পণ্ডিত প্রসবিনী। প্রসিদ্ধ পিথাগোরাস, হিরোদোতাস, লাইকার-

(৬) আলেকজাণ্ডারের মাতৃ-ভক্তি অতীব প্রশংসনীয়। কথিত আছে, যখন তিনি দিগ্বিজয়ার্থ স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রাজ্যে গমন করেন, তখন তাঁহার কর্কশভাষিণী জননী ওলিম্পিয়া তাঁহার মন্ত্রী এণ্টিপিটরকে সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিয়া বিরক্ত করিতেন বলিয়া তিনি ওলিম্পিয়ার নামে দোষারোপ করিয়া আলেকজাণ্ডারকে এক খানি পত্র লেখেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "এণ্টিপিটর! তুমি জান না যে আমার মাতার এক বিন্দু অশ্রুজল তোমার শত শত পত্র বিলুপ্ত করিতে পারে"? আলেকজাণ্ডারের মাতৃভক্তি আর আমাদের অনেকের শয্যাগুরু ভক্তি প্রায় তুল্যরূপ প্রশংসনীয়! শয্যাগুরুর অশ্রুপাত দর্শনে আমরা প্রাণাধিক সহোদরকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। সহোদরের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার এক বিন্দু অশ্রু সমস্ত স্বজাতিকেও পরিত্যাগ করাইয়া দিতে পারে।

গাস্ (বিখ্যাত প্রাড়্বিবাক) সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই খানেই জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাচীন গ্রীকেরা হিন্দুদিগেয় ন্যায় পৌত্তলিক ছিলেন। তাঁহাদের বহুদেব দেবী ছিল! তন্মধ্যে জিয়াস্দেব সর্ব্ব প্রধান। আমাদের রামায়ণে যেমন কবন্ধাদির বিবরণ আছে, গ্রীক্দিগের অডিসিতেও সেইরূপ সাইক্লোপ দিগের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা পলিফিউমসের ভীতিস্থল ছিল। যাহাহউক, এ সকল কথায় আর আবশ্যকতা নাই (৭) বর্ত্তমান্ সময়ে গ্রীস্ ইউরোপের মধ্যে একটী সামান্য রাজ্য। গ্রীস্বাসিগণ প্রবলরাজগণের ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন। কাল ধন্য!

প্রাচীনহিন্দুগণ গ্রীসেও গমন করিতেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন, আলেকজাণ্ডার ভারতের জনৈক রাজকন্যার পাণিপীড়ন করেন। তিনি যখন স্বদেশে যান, তখন তাঁহার সহিত অনেক হিন্দু গ্রীসে গমন করিয়াছিলেন। আর জর্ম্মান্যোগাস্ নামে এক জন হিন্দু এথেন্স নগরীতে থাকিয়া মৃত্যুকালে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহাঁর প্রকৃত নাম শর্ম্মণাচার্য্য (৮)। যাহাহউক, গ্রীক্দিগের সহিতও প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক ছিল।

আমেরিকা। পাঠক! তিনটী মহাদেশের কথা একরূপ বলা হইল, এক্ষণে চলুন দেখি, চতুর্থ নূতন মহাদ্বীপ আমেরিকায় একবার সন্ধান করিয়া দেখি। সত্য বটে খ্রীঃ ১৪৯২ অব্দে নূতন মহাদ্বীপ কলম্বসের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে; সত্য বটে তাহার পূর্ব্বে সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল, কিন্তু এমত ত হইতে পারে কোন সময়ে আমেরিকার কোন দেশ সভ্য ছিল, পরে কালবশে আবার অসভ্যাবস্থায় পরিণত হইয়া থাকিবে। আমরা যে পাতালপুরীর কথা বলি, আমেরিকাই কি সেই পাতালপুরী? মহারাজ বলি কি বামন দেবকে স্বীয় রাজ্য দান করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত এই খানেই আসিয়া বাস করেন? আমেরিকা যখন আমাদের ঠিক বিপরীত

৭। যদি কেহ গ্রীসের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে গ্রোটসের "Grote's History of Greece" গ্রীসের ইতিহাসের প্রথম তিন খণ্ড পাঠ করিয়া দেখিবেন।

৮। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রণীত "গ্রীসের ইতিহাসেও এ মত সন্নিবেশিত আছে।

ভাগে পদনিম্নে অবস্থিত, তখন পাতালপুরী হইতে পারে। তখন হয় ত বর্ত্তমান ইউনাইটেড ষ্টেটের ন্যায় কোন দেশ উন্নত হইয়া থাকিবে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, পেরু অতি প্রাচীন দেশ। পেরুবাসিরা যে সকল সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করে,তাহার দুই একটীর ভগ্নাবশেষের শিল্পকার্য্য দেখিয়া তাঁহারা এইরূপ অনুমান করেন। পেরুবাসিরা সূর্য্যোপাসক-ছিলেন, এখনও আছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও সূর্য্যোপাসক ছিলেন এখনও আছেন। তাই বলি, প্রাচীন হিন্দুগণ কি আমেরিকায় গিয়া পেরুর লোকদিগকে সূর্য্যোপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, না তাঁহারা আপনা-আপনি সূর্য্যের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া দেববোধে তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হন! যাহা হউক, এ তর্কের মীমাংসা করা আমাদের ন্যায় অল্পমতি ব্যক্তির পক্ষে সুদূরপরাহত ও উপহসনীয়মাত্র। এই কারণে আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকমণ্ডলীর হস্তে এই ভার ন্যস্ত করিয়া এই খানেই অদ্য বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

ভাগলপুর।

মোমাই।

যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া না থাক, আমি তোমার সম্মুখে আছি—দেখিতে পাইবে বৈ কি। কিন্তু একবার আমার আপাদ মস্তক দৃষ্টি করিয়া নিরস্ত হইও না, কিঞ্চিৎ চিন্তাশীল হইয়া আমারে দেখ—যদি দেখার উপর আরও কিছু থাকে বুঝিতে পারিবে। গাছ হইতে আতা পড়িতে কি কেহ কখন দেখে নাই?—দেখিবে না কেন; বাগানের মালী রাশির উপর রাশি আতা পড়িতে দেখিয়াছে—এক দিন নয় বৎসর বৎসর দেখিয়াছে; কিন্তু নিউটন যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে চক্ষে কেহ দেখে নাই। তোমার চক্ষু শোণিতমাংসময় সজীব দর্পণ—দ্রব্যের কেবল ছায়া গ্রহণ করিতে পটু। নিউটনের চক্ষু মূর্ত্তিমান তত্ত্ব-নিরূপণ—কেবল ভাসা ভাসা ছায়া লইয়া থাকে না, সকল দ্রব্যের ভিতর পর্য্যন্ত দেখে। কেন স্তূপাকার মৃৎপিণ্ডময় পৃথিবী ছুটিয়া গিয়া চন্দ্রমণ্ডলে লাগিতেছে না, চন্দ্রমণ্ডল কেন পৃথিবীতে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে না, এ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব নিউটনের আতাপতনে নিহিত

(১)। যদি পার, ভবনে গহনে, স্থাবর জঙ্গমে, আকাশে পাতালে সকল দ্রব্যের ভিতর পর্য্যন্ত দেখ,—নতুবা কি কাজের এ মৃগচক্ষু? এই ক্ষণে বিদীর্ণ হউক।

গবেষণা সংসারিক উন্নতির প্রসূতি। তোমার চারি দিকে কি হইতেছে সাবধান হইয়া সেই সমস্ত দেখিবে—তন্ন তন্ন করিয়া তৎসমুদায়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবে। তোমার যত্নে ও সন্ধানে বনের তুরঙ্গ বনের মাতঙ্গ আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। তাহারা আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছে,—তোমাকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইতেছে। বৃষ তোমার ক্ষেত্রে চাস দিয়া দিতেছে। উন্নতির পর উন্নতি নদীর স্রোতের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। এখন তুমি গবেষণার বলে, বুদ্ধিবলে পঞ্চভূতকেও "যে আজ্ঞার" দাস করিয়াছ। মেঘের কোলে বিদ্যুৎলতা খেলিত— ওটী রাক্ষসীর হাসি; মনে মনে তাই ভাবিয়া তুমি হেসে হেসে বাঁচিতে না। বিদ্যা মুখ মচ্‌কাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে মুখে কাপড় দিয়াছিলেন, রসিক সুন্দর তাই বলিয়াছিলেন— "তড়িৎ বান্ধিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে"। তুমি এখনও কাপড়ের ফাঁদে তড়িৎ বাঁধিতে পার নাই বটে, কিন্তু ধাতুময় তারে বাঁধিয়াছ। তড়িৎ তোমার শরণাগত পরিচারিকা,—ছয় মাস পথের সংবাদ ছয় দণ্ডে তোমার ঘরে আনিয়া দিতেছে। অশ্বারোহণে তুমি কতদূর ভ্রমণ করিতে পার?— দেখ জল ও অগ্নি মিলিত হইয়া তোমাকে অহোরাত্রে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমায় লইয়া ফেলিতেছে। এগুলি সতর্ক অবেক্ষণের ফল। সকল বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া তাহার কারণের অনুসন্ধান করিলে অনেক অভিনব তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

সুবিস্তীর্ণ শাস্ত্র ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিদ্যা বড় কঠিন। রোগের লক্ষণ, নিদান তত্ত্ব, ঔষধের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ নিতান্ত জটিল। মনুষ্যের বুদ্ধি যতই মার্জ্জিত হউক না, কস্মিন্ কালে কেহ কোন বিষয়ের যে অভ্রান্ত সমাধান করিতে পারিবেন, এমন সম্ভব নহে। ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে

---

(১) সার আইজাক্ নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম (Attraction of Gravitation) বাহির করিয়াছিলেন, বোধ করি এত দিনে বা তাঁহার প্রসিদ্ধ মতের খণ্ডন হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে একটী নূতন কথা কহিতেছেন। পরন্ত এ পর্য্যন্ত কোন শেষ মীমাংসা হয় নাই।

আমরা আশ্চর্য্য দেখি, যে ঔষধের গুণ হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন উপকারী, মনুষ্য বুদ্ধিবলে যে ঔষধের গুণ স্থির করিয়াছেন, সে ঔষধ পীড়ার ততদূর হিতকর নয়। সিঙ্কোনা বার্কের গুণ দৈবাৎ প্রকাশিত হয়। ম্যালেরিয়াজনিত জ্বরে এটী মহৌষধ। সিঙ্কোনা কেন এতাদৃশ জরঘ্ন তাহা কেহই ব্যাখ্যা করিতে পারেন না—কিন্তু, ইহার অমৃততুল্য গুণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। রক্তামাশয় রোগে ইপিক্যাক ও রক্তপ্রদরে গাঁজা—অব্যর্থ সন্ধান। কিন্তু তাহাদের উপকারিতা হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বহুদিন অবধি একটী স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদরের পীড়া (Menarrhagia) ছিল। রোগিণী তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত অনেক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ঔষধে ফল দর্শে নাই। তৎপরে আবার তাঁহার স্নায়ুশূল রোগ (Neuralgia) উপস্থিত হয়। অঙ্গ-গ্রহে স্ত্রীলোকটী যার পর নাই কাতর হইয়া ডাক্তার মাওইরকে আনাইলেন। চিকিৎসক বেদনাশান্তির নিমিত্ত গাঁজার ব্যবস্থা করেন। এই ঔষধ রোগিণীর পূর্ব্ব রোগের পক্ষে একেবারে ধন্বন্তরিস্বরূপ হইল। রক্ত নিঃসরণ চির জন্মের মত অন্তর্দ্ধান করিল—তদঙ্গভূত স্নায়ুশূলের প্রভাব যেন সূর্য্যবিম্ব-প্রতিফলিত মেঘবৈচিত্র্যের ন্যায় সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। চতুর চিকিৎসক বিলক্ষণ অবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। পূর্ব্ব পীড়া কেন নিরাকৃত হইল, অনেক বিচার করিয়া স্থির করিলেন,—গাঁজাই ঐ রোগ নিবারণের প্রধান কারণ,—গাঁজাই ঐ রোগের উপযুক্ত ঔষধ। তদবধি রক্তপ্রদর রোগে সকলেই গাঁজা ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসার সম্বন্ধে বলিতেছি না,—সাধারণ বিষয়েই আমাদের দেশীয় লোকের অবেক্ষণ নাই বলিলেই চলে। চক্ষে কোন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কোন তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন না। যেখানে বড় আশ্চর্য্য দেখিলেন, তথায় দেবত্ব আরোপণ করিয়া মনের সুখে পূজা করিতে লাগিলেন। রাণীগঞ্জের পাথুরিয়া কয়লা আজ দুই দিন আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐ সকল অঞ্চলের বৃদ্ধ লোকদের মুখে শুনিয়াছি, সকলেই ঐ কয়লা চিরকাল জানিত। দামোদর নদের গর্ভে বালুকা রাশির উপর উহা অনেক পড়িয়া থাকিত, পুষ্করিণী খনন করিবার সময় অনেক উঠিত। বালকেরা ঘসিয়া উহাতে লিখিবার কালী প্রস্তুত করিত, ইতর লোকে জ্বালিয়া "শীতকালে অগ্নি সেবন

করিত” পণ্ডিতেরা মরুত্ত রাজার যজ্ঞের অঙ্গার বলিয়া কচকচিতে আসর গরম করিতেন। যদি বাঙ্গালীর অবেক্ষণ শক্তি থাকিত, তবে ঐ অঙ্গার এত দিন আমাদের একটী মহাকষ্ট মোচন করিবার প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইত। অনেক স্থানে জ্বালান কাষ্ঠের জন্য লোকদিগকে এত ভাবিতে হইত না। চক্ষে আমরা কেমন ধুঁয়া দেখিতেছি, আলো ধরিয়া আমাদের অগ্রে অগ্রে কেহ পথ দেখাইয়া না গেলে আমরা চলিতে পারি না। কত উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহার জল অনেক রোগে বিশেষ হিতকর। কিন্তু আমাদের ললাটে বিধাতা কি কুক্ষণে কলম চালাইয়াছেন, আমরা দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার শিখিতে পারি না—সে পাঠ যেন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বৈদান্তিকেরা—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—বলিয়া কি গুরুমন্ত্র যে কাণে পড়িয়া দিয়াছেন, আমরা সকল কাজেই দেখি দেবলীলা নাচিয়া বেড়াইতেছে। এক একটী উষ্ণপ্রস্রবণ এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান। এখানে সীতাকুণ্ড, ওখানে লক্ষণকুণ্ড। নৈসর্গিক তত্ত্বানুসন্ধান অচলা ভক্তিতে গিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছে।

মানুষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবে, সকল বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু হইবে, কিছুতে কাল্পনিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। মানুষের উন্নতির এই এক মাত্র উপায়। আজ মোমাই নামক যে মহৌষধের বিষয় লিখিত হইতেছে, উহা আশ্চর্য্য কৌশলে প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু, লোকে এতৎসম্বন্ধে এমন অলীক গল্প করিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে ঐ ঔষধেও অশ্রদ্ধা জন্মে। দেহের কোন স্থান আহত হইলে মোমাই লেপনে আশু ফল দর্শে; এমন কি যেখানে আহত হস্ত পদ কর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা হয় সেখানেও মোমাই লেপন করিলে আর কোন উৎকট ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। অনেক ব্যক্তির হস্ত পদ ও পঞ্জর ভাঙ্গিয়াছিল, অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু মোমাই প্রয়োগ করায় তাঁহারা সকলেই অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। দুঃখের কথা, এই মহোপকারী ঔষধ নিতান্ত দুর্লভ।

মোমাই প্রস্তুতকরণ সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত গল্প আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পারস্যরাজ হাফ্‌সিদিগকে ক্রয় করিয়া প্রথমে তাহাদিগকে বলকর বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী খাইতে দেন। যখন দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাদের ব্রহ্মতালুতে একটী ছিদ্র করিয়া ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে

উচ্চে বাঁধিয়া রাখেন। নিম্নে একটী কটাহে বিবিধ মসলা সংযুক্ত তৈল অগ্নিতে ফুটিতে থাকে। ঐ তৈলে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িয়া এক একটী চাপ হয়। পাক সিদ্ধ হইলে ঐ চাপ মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখেন, কিছু কাল গত হইলে উহা মোমাইয়ে পরিণত হয়। এটী নিতান্ত অমূলক গল্প।

কিছু দিন হইল, বিয়ানা নগরের অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান্ মোমাই ঔষধের প্রকৃত বিবরণ প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ বিবরণ পারস্যদেশের তিন খানি পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হয়। পূর্ব্ব মহাদেশের ঔষধ প্রকরণ নামক গ্রন্থের (Oriental Materia Medica) অতিরিক্ত খণ্ডে উহার সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

পারস্যদেশে ফেরিডুন নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে অরণ্য মধ্যে মৃগয়া করিতে যাইতেন। এক দিন তাঁহার একজন অনুচর একটী হরিণকে বাণে বিদ্ধ করিল। গোধূলির শ্যামায়মান বৃক্ষ পত্র ছায়ায় আর পরিষ্কার দৃষ্টি চলিতেছিল না, হরিণ শর পতনে পীড়িত হইয়া কোথায় লুকাইল কেহ দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ পরে নিকটস্থ গ্রামবাসীরা দেখিল হরিণটী গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া নির্ঝরের জল পান করিল,—কৌতুকের বিষয়, বাণাঘাতের যে নিদারুণ কষ্ট তাহা এককালে দূরীভূত হইয়া গেল, এবং আহত স্থানের চিহ্নও রহিল না। পল্লীবাসীরা মৃগটী নৃপতিকে ভেট দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিল। রাজা এই আরোগ্যের কারণ কি সন্ধান করিবার নিমিত্ত চিকিৎসকদিগকে আজ্ঞা দিলেন। বৈদ্যেরা সেই হরিণটীর পা ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে গিয়া সেই গিরি নির্ঝরের জল পান করিল এবং তদ্দণ্ডে তাহার পা সুস্থ ও বেদনাশূন্য হইল। বৈদ্যেরা দেখিলেন ঐ জল হইতে মোমের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইতেছে, উহাই ভগ্ন অস্থির মহৌষধ। তদবধি ঐস্থান প্রহরী দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর অনুমান দেড়পোয়া মোমাই পাওয়া যায়। রাজা রূপার কৌটা করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মোমাই বন্ধু, বান্ধব ও পরিবারবর্গকে বিতরণ করেন। কলিকাতার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ধনাঢ্য মুসলমানদের ঘরে কখন কখন প্রকৃত মোমাই পাওয়া যায়, কিন্তু বাজারে মোমাই নকল, তাহাতে কোন ফল দর্শে না।

মোমাই (Asphaltum Persicum) দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল,

নিরেট, কঠিন, ভারী ও গন্ধহীন। ইহাতে ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগে এজন্য অনেকে উহার নাম অষ্টিওকোল্লা (Astiocolla) দিয়া থাকেন। আজিন নামক গ্রামের নিকটে মোমাই উৎপন্ন হয় বলিয়া কেহ কেহ উহাকে মোমাজিন বলেন।

মোমাই শিলাজতুর অনুরূপ এজন্য মোমাইয়ের অভাবে ভগ্নাস্থিতে শিলাজতু ব্যবস্থা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। অনেক স্থানের পাহাড় হইতে এক প্রকার মোমবৎ পদার্থ নির্গত হয়, ব্যবহার করিলে তাহাতে কোন গুণ দর্শে কি না দেখা উচিত। উত্তরোত্তর পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

পারস্য দেশীয় লোকেরাও ভারতবাসীদের মত কাল্পনিক গল্প রচনায় পটু। কিন্তু মোমায়ের তত্ত্ব সন্ধানে তাঁহাদের বিচক্ষণতা দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণ আঘাত পাইয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইল, নির্ঝরের জল পান করিল আর তাহার কোন ক্লেশ থাকিল না। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহারা নির্ঝরের জলে কোন দৈবশক্তির আরোপ করেন নাই। বোধ করি ভারতবাসী হইলে তৎক্ষণাৎ ফুল বিল্বপত্র লইয়া অর্চ্চনা করিতে বসিতেন। সকল পদার্থেই ঈশ্বরত্ব জ্ঞান,—উন্নতির দ্বারে কণ্টক, যত দিন উহা পরিষ্কৃত না হইতেছে, তত দিন এ শোচনীয় অবস্থা ঘুচিবে না। বিদ্যাভ্যাস কর, যাহা শুনিবে তাহাই শিখিবে, নূতন কিছুই উদ্ভাবন করিতে পারিবে না। চির দিন যা চলিয়া আসিতেছে, তাতেই খুঁচি দিয়া বজায় রাখিতে পারিবে। ঝড়ে চাল উড়িয়া যায়, আর কখন প্রবল বাত্যায় চাল উড়িতে দিব না, এ সকল নূতন সৃষ্টি কস্মিন্ কালে তোমার ক্ষমতায় হইয়া উঠিবে না। যদি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হও, আচমন করিয়া পবনদেবের স্তব পাঠ করিতে বসিয়া যাইবে। ইহাতেও কি দেশের মঙ্গল হয়, না এদেশের উন্নতি হয়? অসুবিধা নবীনোদ্ভাবনের প্রসূতি। যেখানে তোমার অসুবিধা আছে, সেই খানে মন প্রাণ নিবিষ্ট রাখ, কি উপায়ে সে অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে, তাহার চিন্তা কর। একটী উপায় নিষ্ফল হইলে ভগ্নোদ্যম হইও না, দ্বিতীয় উপায়ে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। যে লৌহশকটে চড়িয়া তুমি এক বেলার মধ্যে কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিতেছ,—সে শকটের এক দিনে নির্ম্মাণ সমাধা হয় নাই,—এক জনে তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারে নাই। তুমি যাহা এখন কেবল ধুঁয়া আর জল, লোহা আর কল দেখিতেছ,

উহাতে কত লোকের মাথামুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছে। যদি স্বদেশের উন্নতি চাও ভারতের যদি শ্রীসাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, অধ্যবসায় সহকারে সকল বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান কর—তোমার মুখ উজ্জ্বল হইবে, তোমার মাতৃভূমি ভারতের কোল আলো হইবে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?

সামাজিক।

প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা।

কাল সহকারে হিন্দুসমাজে সবই অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই কোন না কোন পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। আজকালকার শিক্ষা গুণে পুরাতনে অনেকেরই আন্তরিক অশ্রদ্ধা ও অরুচি জন্মিয়াছে। পুরাতন ভাব, পুরাতন শিক্ষা, পুরাতন অবস্থার পরিবর্ত্তন করাই যেন একপ্রকার ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুভ পরিবর্ত্তনের বিরোধী নহি। স্বভাব পরিবর্ত্তন-প্রবণ। মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে, যে বাল্যাবস্থাবধি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনটী একটী পরিবর্ত্তনপূর্ণ শৃঙ্খল বিশেষ। শিশুর সুকোমল বিনয় ও সরলতা, যুবার আশা ও উদ্যমশীলতা, প্রৌঢ়ের সাহস ও কর্ম্মিষ্ঠতা, এবং বৃদ্ধের স্থৈর্য্য ও পরিণামদর্শিতার মধ্যে সুদৃঢ় যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই যোগাবলম্বন করিয়াই মানবজীবন পরিগঠিত হইতেছে। পরন্তু যিনি সৎপথ আশ্রয় করিলেন, তিনি বাঁচিয়া গেলেন; আর যিনি সাময়িক পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়া গেলেন, তিনি অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলেন। এই জন্য বলি যে পরিবর্ত্তনমাত্রেই উন্নতিপ্রদ নহে। বিঘ্নসঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে যিনি আশ্রয় দ্বীপ পাইয়াছেন, তিনিই ধন্য।

পুরুষপ্রকৃতি যেমন স্বাবলম্বী, স্ত্রীপ্রকৃতি তেমনি পরাবলম্বী। পুরুষ পরের অধীনতায় ঘৃণা করিতে পারেন, তিনি নিজ পরিশ্রম ও বুদ্ধিকৌশলে, সাহস ও বীরত্বে নানা স্বাধীন উপায় আশ্রয় করিয়া সংসারিক সুখস্পৃহা অপেক্ষাকৃত পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। কিন্তু অবলাস্বভাব এমনি পরপ্রত্যাশী, এমনি ভীরু, এমনি দুর্ব্বল যে স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যেই অধিকক্ষণ

লিপ্ত থাকিতে পারে না। সুপ্রসূনপূর্ণ কোমল লতিকা দৈনিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তরুবরকে জড়াইয়া তাহাকে অধিকতর ছায়াপ্রদ ও শোভনীয় করিয়া থাকে, সুন্দর পবিত্র মহিলাচরিত্রও তেমনি সংসার কণ্টকারণ্যে পুরুষ-মহীরুহকে আলিঙ্গন দিয়া নিজের সৌন্দর্য্যের সহিত আশ্রয়দাতারও শ্রীসম্পাদন করে।

মূলহীন অসার বস্তুকে আশ্রয় করিলে তরুলতা যেমন প্রবল ঝটিকায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কর্দ্দমশায়ী হয়, সারহীন ধর্ম্মপরিশূন্য দুশ্চরিত্র পুরুষ সমাজকে আশ্রয় করিলে তেমনি কোমলাঙ্গীদের দুরবস্থার যে শেষ থাকে না, ইহা বলা বাহুল্য।

আমাদের ভামিনীগণ যদি সবল হইতেন, তেজস্বিনী হইতেন, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না, বরং তাঁহাদের উচ্চ আদর্শে পুরুষসমাজের অনেক উন্নতি হইতে পারিত, পরন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সকল কার্য্যেই পুরুষের হস্ত, পুরুষের উৎসাহ, পুরুষের বুদ্ধি না হইলে সুসিদ্ধি লাভ হয় না। বিচক্ষণ পুরুষনাবিক ভিন্ন বর্ত্তমান বিপ্লবমান সামাজিক তুফানে দুর্ব্বলা প্রমদা তরণী তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দুরমণীদের স্বাধীনতা লইয়া বিচার করিবার পূর্ব্বে হিন্দুপুরুষদের কোন্‌খানে কতটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

যে দেশ ও যে জাতি বহুকালাবধি স্বাধীনতা মহারত্ন হারাইয়াছে, তাহারা যে তাহার প্রতিভা, তাহার গৌরব বিস্মৃত হইবে না, ইহা কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না। আমরা অনেক সময় অনেক সভায় স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া চিৎকার করি বটে ; কিন্তু স্বাধীনতা যে কি ধন তাহা যদি আমরা বাস্তবিক প্রতীতি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ ভারতের এমন দুরবস্থা কখনই হইত না। লোকের মুখে শুনে বলা, আর হৃদয়ের অভাব বুঝে বলায় অনেক প্রভেদ আছে। আমরা এখন কোন বিষয়েই স্বাধীন নহি। আমাদের অপেক্ষা আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা স্বাধীন। তাঁহাদের স্বাধীনতার গুমর না থাকিলে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের গোলাম হইতাম না এবং হিন্দু সমাজের ভরাবুড়ি হইত না।

স্বদেশ শাসন সংক্রান্ত স্বাধীনতার ত কথাই নাই, বলুন দেখি হতভাগা হিন্দুজাতি আজকাল কোন্ বিষয়ে স্বাধীন ? যৎসামান্য অর্থের জন্য শত আশা উদ্যম পূর্ণ যুবাপুরুষ পথে পথে, নগরে নগরে, দেশদেশান্তরে লালা-

য়িত হইতেছে, কত বিজাতীয় পদাঘাত, কত লাঞ্ছনা, কত র্ভৎসনা সহ্য করিতেছে। যৎকিঞ্চিৎ উদরান্নের সংস্থান করিতেই যাহাদের জীবন কাটিয়া যায়, চক্ষু মুদিলে যাহাদের অনাথ সন্তান সন্ততি, যুবতী ভার্য্যা ও বৃদ্ধা মাতা পথের কাঙ্গালী হয়, তাহাদের দ্বারা আর কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? মাথায় মোট করিয়া অহরহঃ পরিশ্রম লব্ধ যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া যে সচ্ছন্দ হইব, তাহার যো নাই "দেহি" "দেহি" শব্দে অন্তঃপুর সদাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। একটু জুড়াবার স্থান পর্য্যন্ত নাই।

ব্যবসাবাণিজ্যে আমাদের যে কেমন স্বাধীনতা আছে, তাহা লিখিবার আবশ্যকতা নাই। সকলেই দেখিতেছেন ও ভোগিতেছেন। আমরা বাস্তবিক ক্রমশঃ এক পয়সার সামগ্রীর জন্য বিদেশীয় বণিকদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। বিদেশীয় বাণিজ্যনীতি ভারতের শোণিতমোক্ষণ করিতেছে। ভারত দিন দিন দারিদ্র্যের জ্বালায় কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ঘরের টাকা বাহির করিয়া যারা মুচ্ছদ্দীগিরিরূপ গোলামী কিনিয়া স্বাধীনতা হারাইতে শিখিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা হীনবীর্য্য, হীনবল আর কে আছে?

"দেশান্তর জনগণ ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন, হায়! বিদেশীর তরে,
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন লয়ে যায় পরে।"
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সুতা যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশীবস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না কো আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!"
"আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধ'র্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বর সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন?
ছুঁচ সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দীয়াশেলাই কাটি, তাও আগে পেতে,

প্রদীপটী জ্বালিতে খেতে শুতে, যেতে
কিছুতে লোকে নয় স্বাধীন !! ”

বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে যে কিছু স্বাধীনতা ছিল, তাহাও গিয়াছে। আর সে দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র ও রসায়ন বিদ্যার আদর নাই। বিলাতীয় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থায় এ দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যসুখ দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। এমনি দিন কাল পড়িয়াছে যে স্বাধীনভাবে বিছানায় শুইয়া রোগ ভোগ করিবারও যো নাই। এখন আইলবাঁধা দুই চারি খানি কোর্স (Course) গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই ফুরাইল, বিদ্যা অগাধ হইল। লোকসমাজে চক্ষে চশমা দিয়া এপাস ওপাশ করিয়া বেড়াইতে পারিলেই বিদ্যার গুমর হইল। এরূপ পাশাপাশি করিয়া মরিবার অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকা কি শ্রেয়স্কর নহে ?

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদিও রাজা নির্লিপ্ত, তথাপি দুঃখের বিষয় এ মুক্তিপথেও কাঁটা পড়িয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত হইয়া নির্ভয়ে বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বিভুগুণগান করিয়া মুক্তহৃদয়ে ব্রহ্মনাদে বলিয়া গিয়াছেন যে

“ আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ”

সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিয়া তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। আজ তাঁহাদেরই কুলপুত্রগণ ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে খড়্গহস্ত হইতেছে। তাহাদের ধর্ম্মস্পৃহা কেবল তিলক ও চৈতনচুট্‌কিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে! বনে জঙ্গলে বেড়াইতে হয় বলিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের হাতে যে চিম্‌টা ও কড়া থাকে, তাহাও শস্ত্রবিধির মধ্যে ফেলিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত।

ইংরাজি লেখা পড়া শিখে লোকে স্বাধীন হইবে কি, দিন দিন মনের ভাব গোপন করিতে শিখিতেছে, কেন না মনোভাব প্রকাশ করিলে পাছে মুদ্রণবিধির অবমাননা হয়, পাছে ব্রিটিশরাজের অপযশ হয়, এই জন্য এখনকার শিক্ষার প্রভাবে কোন বস্তু প্রকাশ্য না হইয়া সকলই লুকায়িত হইতেছে। গল্পে বাঙ্গালীর স্বাধীনভাবে গল্প করিয়া দিন কাটাইবার যোও নাই! নাপিতের ক্ষুরভাঁড়, ছেলেদের ছুরি কাঁচি, মেয়েদের হাতা বেড়ী, জেলেদের বড়শা বড়শি, রাজমিস্ত্রির শাবল বাসুলি, ঘরামীর দা, ছুতারের করাত বাটালি, কৃষকের লাঙ্গল কোদালী, কেরাণীর রুল পেন্সিল পর্য্যন্তও কি এই অসাধারণ আইনের অন্তর্গত করা যুক্তিসিদ্ধ নয় ? কেন না

এখনও ভয়ের সম্ভাবনা আছে। ২০ কোটি লোক এ সব দিব্যাস্ত্র ধারণ করিয়া দাঁড়ালে কি রক্ষা আছে? যাহারা বিনা পাশে পূজা পার্ব্বণে বাড়ীতে নাচ তামাসা দিতে পারে না, যাহারা পুলিষ সঙ্গে না করিয়া রাজ-পথে মুক্ত কণ্ঠে ঈশ্বর নামানুকীর্ত্তন করিতে পায় না, তাহারা কোন লজ্জায় কোন্ সাহসে কোন ভরসায় স্ত্রী স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্যস্তবাগীশ হয়?

হিন্দু বালাদের আজো যে স্বাধীনতা আছে, তার উপর কিছু বাড়া-বাড়ি হইলে কি রক্ষা থাকিবে? ঐ দেখ একদল কুলস্ত্রী কোমর বাঁধিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে একজন মূর্খ পাণ্ডার সঙ্গে পদব্রজে জগন্নাথক্ষেত্রে চলিতেছেন! ঐ দেখ আর এক ঝাঁক কালীঘাট ও "তারকেশ্বর" বেড়াইয়া কত কি কিনিয়া গলাবাজি করিতে করিতে আসিতেছে। ঐ দেখ আবার কতক-গুলি পুরবালা চাকর সঙ্গে রাসহাটায় রাস দেখিয়া মনের সাধ মিটাইতেছেন, কর্ত্তাদের কাছারি হইতে বাড়ী আসিবার অগ্রে কেমন স্ফূর্ত্তির সহিত দ্রুত-পদে গৃহাভিমুখে আসিতেছে। ঐ দেখ গঙ্গাতীরে শত শত হিন্দু যুবতী কেমন স্বাধীনভাবে সূক্ষ্ম আর্দ্র বসনে বিবসনা হইয়া উঠিতেছে। ইহার অপেক্ষা আর কি স্বাধীনতা চাও? এখন অনেকে বিবিদিগকে বাবু সাজাইয়া চতুরতা সহকারে থিয়েটর অপেরা দেখাইয়া তাহাদের পশু জন্ম ঘুচাইতেছেন, ইহার উপর স্ত্রীস্বাধীনতা আর কি চাও? পথে ঘাটে হাটে বাজারে বেড়াইতে পারিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ স্বাধীন। তাহা হইলে ভারতবাসিদের আর ভাবনা কি?

যথেচ্ছ বিহারকে স্বাধীনতা বলে না, তাহা হইলে বনমানুষেরা স্বাধীন। যাহারা স্বাধীন চিন্তার ভাণ করিয়া এইরূপ স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেয়, তাহারাই সমাজকণ্টক অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল লোকই স্ত্রীজাতির আন্তরিক পবিত্রতা নাশের জন্য (১) দায়ী। হিন্দুপুরবালাদের প্রকৃতি যে অপেক্ষাকৃত অকলঙ্ক, তাহার যে কোন কারণ থাকুক অন্তঃপুরের বিশুদ্ধ-তাই প্রধান।

জ্ঞানধর্ম্মেই মানবজীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি পায়। জ্ঞান জীবনের আলোক, ধর্ম্ম জীবনের আরাম। মনুষ্য যাবৎ না কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে

---

(১) Their pretentions to be free thinkers is no other than rakes have to be free levers and savages to be free men.

(Addition.)

পারে, যাবৎ না জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করিতে পারে, তাবৎ সে বিপথে বংভ্রম্যমাণ হইয়া অশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষ হইবামাত্র বদ্ধ কি মুক্ত, স্বাধীন কি অধীন, প্রভু কি ভৃত্য, আশ্রয় কি আশ্রিত সকলই প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন তাহার আত্মদৃষ্টি প্রবল হইতে থাকে, এবং নিজরোগ বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারের জন্য সহজেই ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই অনুশোচনা ও ব্যাকুলতা সেই সন্তপ্ত আত্মাকে ধর্ম্ম পথে উপনীত করে। সেখানে মুক্ত বায়ুর হিল্লোলে পুলকিত হইয়া মানবাত্মা কৃতার্থ হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে যতক্ষণ না আমরা আপনাকে আপনার বশে আনিতে পারি, ততক্ষণ আমরা স্ব+অধীন=স্বাধীন শব্দের অর্থবোধে অধিকারী নহি। সমস্ত রিপুর অধীন থাকিব, সমস্ত কুকর্ম্মে রত থাকিব, সমস্ত কুচিন্তার আধার হইব, সমস্ত জীবন কুসঙ্গে কাটাইব, অথচ লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া স্বাধীন নাম লইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব। ইহার অপেক্ষা হাস্যকর আর কি আছে? সেই "একো-বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" কে ছাড়িয়া যে স্বাধীনতা, তাহা মুক্তাকাশে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর পক্ষপুট সঞ্চালনের ন্যায় বিফল। যে "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" কে চায় না, মানে না, সে স্বাধীনতা লইয়া কি করিবে? সমস্ত সংসার যাঁহার বশে থাকিয়া যাঁহাকে আরতি করিয়া যাঁহার যশ-তৌর্য্যের ঝঙ্কার দিয়া অহরহ শূন্য আকাশ মণ্ডলকে মহোৎসবময় করিতেছে, তাঁহার বশতাপন্ন ব্যতীত মুক্তি কি? স্বাধীনতা কি? এই জন্য বলি ধর্ম্মহীন স্বাধীনতা পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও বিপদগ্রস্ত। এই হেতু ধর্ম্মকে আমাদের সহধর্ম্মিণীদের জীবনের নেতা করিতে হইবে। সেই ধর্ম্মপথে তাঁহারা মুক্ত হৃদয়ে বিচরণ করিতে থাকুন।

বালকের স্বাধীনতা যেমন মাতৃ ক্রোড়ে, জায়ার স্বাধীনতা তেমনি পতি-সন্নিধানে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। ঈশ্বরনিষ্ঠ পতিপত্নীই সংসারে ধন্য। "ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং" বাস্তবিকই তাঁহারা ঈশ্বরাশী-র্ব্বাদে ঐহিক ও পারত্রিক কীর্ত্তি লাভ করিয়া সুখী হন।

বাহ্য স্বাধীনতার নিশান উড়াইয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য সংবাদ পত্রে নাম ছাপাইবার জন্য, নারীজাতিকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিবার জন্য,প্রমদাগণকে প্রমত্ত করিবার জন্য, সহধর্ম্মিণীদিগকে এর ওর হাতে দিয়া বিশ্বাসের পরা কাষ্ঠা দেখাইবার জন্য, চোরা মায়া ফাঁদে ফেলিয়া দুঃখিনী-

দিগকে মারিবার প্রয়োজন কি? কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে "ভ্রাতা" বলিয়া অনেকেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন, এমনি এলো মেলো হন যে বাহ্যাভ্যন্তর প্রভেদ থাকে না, এই ঘূর্ণ বায়ুতে পড়িয়া অনেক "তরণী" পাপসাগরে আজীবনের মত ডুবিয়াছে। তাহাদের পাপের জন্য কি তাহাদের "ভ্রাতৃপ্রেম" মুগ্ধ অন্ধ পতিরা দায়ী নয়? এ সব দেখে শুনে আমাদের কি সতর্ক হওয়া উচিত নয়?)

"সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।"

এই জন্যই দূরদর্শী নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, যে স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্টরূপে রক্ষা করিবেক। অপিচ "যে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র বাক্য শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ প্রমোদে ধর্ম্মভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। যাহাদিগকে অপবিত্রতা ভাল লাগে ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। পতিব্রত ধর্ম্মে যাহাদের অনুরাগই নাই, তাহাদের স্বভাব অতি ভয়ানক। এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবে। 'পাপসংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে।' এ উপদেশ কয় জন স্বাধীন প্রণয়ীর মনে লাগে? তাহাদের কর্ণে হয় ত ইহা বিষবৎ জ্বালাকর হইতেছে! হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। এক দিন তাঁহাদিগকে এদিকে ঝুঁকিতে হইবে।

আমেরিকাবাসিনীদের "স্বাধীন প্রণয়ের" হুজুকে পড়িয়া অনেক ভারতমহিলা মজিয়াছেন। আসামের অন্তঃপাতি কামরূপ কামাখ্যায় যাইয়া "আসামী স্বাধীন প্রেমের" নিদর্শন দেখিয়া এস, অনেক শিক্ষা পাইবে। আমেরিকা হারি মানিবে। তথায় অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীরা বাটীর "কর্ত্তা" আর পুরুষেরা "কর্ত্রী" হইয়া সংসারে বেশ সং সাজিয়া থাকে। তথায় স্ত্রীলোকে স্বাধীনভাবে যথাতথা যাতায়াত করিতে পারে, যার তার সঙ্গে চলাবলা করিতে পারে, কিছুমাত্র পারিবারিক অথবা সামাজিক শাসন নাই। এই জন্য কামাখ্যার "কামিনীগণ সেকালে বিদেশী পাইলে "ভেড়া" করিয়া রাখিত। এখনও অনেককে গাধা করিয়া রাখে। এ সব দেখিয়া কি আমাদের শিক্ষা হয় না? পঞ্জাবে স্ত্রীস্বাধীনতার বহুল চিহ্ন দেখিয়াছি, তাহার বিষময় ফলও ফলিয়াছে। সে সব এখানে চিত্রিত করিতে লজ্জা হয়, মনে অত্যন্ত ঘৃণার উদ্দীপন হইয়াছে। এই জন্য উত্তর পঞ্জাবের অনেক

" দেবশর্ম্মা " " অপ্সরা " পাইয়া স্বদেশের মায়া কাটাইয়াছেন! তাঁহারা সশরীরে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া " মর্ত্ত্যের " মোহে আর মুগ্ধ হইতে চান না!

ভারতবাসীরা সকল সাধ এসময় মিটাইয়া দেখিয়াছেন, কোথাকার জল কোথায় মরে। যুবক মুনিকুমারদের হৃদয়ে যুবতী মুনিকুমারীকে দেখিয়া এক সময়ে " স্বাধীন প্রণয়ের " বেশ তরঙ্গ উঠিয়াছিল। ছেলেদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া কর্ত্তারা অমনি গান্ধর্ব্ব বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া সারিয়া গিয়াছেন। তখন পথে ঘাটে বনে উপবনে যুবক যুবতীতে দেখা শুনা হইলেই গঙ্গাজল বিল্বদলের অপেক্ষা থাকিত না, অমনি গান্ধর্ব্ব বিধিমতে দুই হাত এক হইয়া যাইত। পাঠক! সে কেমন সুখের দিন ছিল।

আমাদের বৃন্দাবনের কদম্বতলার ব্রজবালারা বড় ফেলা যান না। এদের কাছে কেহ বাহাদুরী লইতে পারিবে না। স্বাধীন প্রেমের নিশান এরা যেমন উড়াইয়া গিয়াছেন, বোধ হয় আর কোন জাতি এমন পারিবে না। তাঁরা " সব সখী মিলে " নিকুঞ্জকাননে, যমুনার জলে, রাসলীলায়, ঝুলান যাত্রায়, দোলোৎসবে যে সব প্রেমকাণ্ড করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঢাকিবার যো নাই। আহা! তাঁহারা যখন নবীন নটবর শ্যামচাঁদকে পৃষ্ঠে করিয়া ঘোড়া সাজিয়া ও হাতী সাজিয়া ব্রজের পথে পথে, মাঠে মাঠে বনে বনে বেড়াইতেন; সে কি দিন ছিল? তখন " বাঁশীর রবে " অনায়াসে একজনের স্ত্রী আর একজনের " প্রাণ রাধা " সাজিতে পারিত। যুবক পাঠক! বল দেখি সে কেমন দিন ছিল? এখন কাহার বৌয়ের পানে তাকাইলে পুলিষে ধরিয়া লইয়া যায়, তখন কে কারে ধরে, তখনকার মন্ত্র ছিল "আনি মানি জানি না পরের মেয়ে মানি না।" যাক্ সে সব দেবলীলা! তোমাদের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না। তোমাদিগকে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, সচ্চরিত্রতা শিখাইবার জন্য, সতীত্বের গুণ জাহির করিবার জন্য " কলঙ্কিনীর " কলঙ্ক ভাঙ্গিবার জন্য " মানিনীর " মনে মান বাড়াইবার জন্য যুবক যুবতীতে নির্জ্জনে কেমন করে মিলিতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য " উদাসীন " ভারতবাসিকে " সংসারী " করিবার জন্য ও সব দেবলীলা হইয়াছিল! এর সঙ্গে তোমাদের উপমা হয় না। আমিও তাহা স্বীকার করি, আরো বলি যে অশিক্ষিতাবস্থায় ইন্দ্রিয় সুখলালসা চরিতার্থ করিতে গিয়া স্বাধীন প্রণয়ের তুফানে পড়িয়া যে ভারতসমাজ

এককালে কি ভয়ানক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার দীপ-গৃহস্বরূপ ঐ স্ব স্ব নামখ্যাত "তীর্থ" গুলির পানে তাকিয়া দেখ ও স্ব স্ব "মানময়ীকে" সামলাইয়া রাখ। সদর মফস্বল সমান না করিয়া অন্তঃপুরগুলিকে না ভাঙ্গিয়া তাহাকে শিক্ষালয়ে পরিণত করা হউক। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ধর্ম্মের আলয় করা হউক। তাহা হইলে গার্হস্থাশ্রমের সুবিমল সুখভোগ করিয়া ভারতবাসির দগ্ধ বক্ষ অনেক শীতল হইবে। মরণাপন্ন হিন্দুসমাজের কিছু না কিছু জীবনাশা সঞ্চারিত হইবে।

হিন্দুবালাদিগকে কেবল পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য অন্তঃপুরের সৃষ্টি হয় নাই। নারী প্রকৃতির স্বাধীন উন্নতি লাভ করিবার জন্য অন্তঃপুরের আবশ্যকতা আছে। হিন্দুসমাজ-পণ্ডিতগণ ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। যেঃ—

" অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্ত রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ "

(স্মৃতিঃ) অর্থাৎ।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা। কেন না অন্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে কার্য্যও পাপময় হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই কার্য্য পবিত্র হয়। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিন, তাহা হইলে তাহাদিগের মন ধর্ম্মরূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই রক্ষা পান, তাঁহারাই বাস্তবিক প্রকৃত স্বাধীন ও মুক্ত জীব।

আমাদের অন্তঃকরণ পুণ্য ও পাপের আকর বলিয়া যেমন তাহা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য, তেমনি আমাদের স্ত্রীনিবাস অন্তঃপুরগুলির সংস্কার করা যার পর নাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্তঃপুর অশুদ্ধ হওয়াতেই হিন্দুসমাজ এতদূর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। বৃক্ষলতা যেমন মৃত্তিকার ভিতর হইতে রস সঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়, হিন্দুপুরুষসমাজও তেমনি আজ্ কাল প্রকারান্তরে অন্তঃপুরনিহিত রসিকাদিগের নিকট হইতে রস পাইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। তরুগুল্মের মূলে অসার বস্তু যত দেও, তাহা

যেমন তত সতেজ হইয়া উঠে, আমাদের নরনারী সমাজও তেমনি পাপ পঙ্ক সেবন করিয়া মহাবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। এজন্য অন্তঃপুর সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়—রাউলপিণ্ডি।

মনুসংহিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আচার্য্যং স্বমুপাধ্যায়ম্পিতরং মাতরং গুরুং।
নির্হৃত্য তু ব্রতী প্রেতান্ ন ব্রতেন বিযুজ্যতে ॥ ৯১ ॥

নিজ আচার্য্য, উপাধ্যায়, পিতা, মাতা গুরু ইহাঁদিগের দহন বহন ও দশাহ পিণ্ড এবং ষোড়শ শ্রাদ্ধাদি সকল প্রেতকৃত্য করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত বিলোপ হয় না, তবে অন্য মৃত ব্যক্তির প্রেতকৃত্য করিলে ব্রত লোপ হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যিনি উপনয়ন দিয়া বেদের সম্পূর্ণ শাখার শিক্ষা দান করেন, তিনি আচার্য্য। যিনি বেদের এক দেশ বা বেদাঙ্গের শিক্ষা দেন, তিনি উপাধ্যায়। যিনি বেদ অথবা বেদসকলের এক দেশের ব্যাখ্যা করেন, তিনি গুরু। আচার্য্যাদির স্ব এই বিশেষণ দেওয়াতে আচার্য্যের আচার্য্য, উপাধ্যায়ের উপাধ্যায় প্রভৃতির প্রেতকৃত্যাদি করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত লোপ হইয়া থাকে।

দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রম্পুরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তরপূর্ব্বৈস্তু যথাযোগং দ্বিজন্মনঃ ॥ ৯২ ॥

মৃত শূদ্রকে বাটীর দক্ষিণ দ্বার দিয়া, বৈশ্যকে পশ্চিম দ্বার দিয়া, ক্ষত্রিয়কে উত্তর দ্বার দিয়া, এবং ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ব দ্বার দিয়া লইয়া যাইবে।

ন রাজ্ঞামঘদোষোস্তি ব্রতিনাং ন চ সত্রিণাং।
ঐন্দ্রং স্থানমুপাসীনাব্রহ্মভূতাহি তে সদা ॥ ৯৩ ॥

অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজা বলে। সেই রাজার সপিণ্ড মরণাদিতে অশৌচ দোষ হয় না, যে হেতু রাজারা রাজ্যাভিষেকরূপ ইন্দ্র তুল্য স্থান প্রাপ্ত হন। উহাই তাঁহাদিগের আধিপত্য লাভের কারণ। আর যাহারা চান্দ্রায়ণাদি

ব্রত ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে এবং যাহারা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কর্ম্মকালে ব্রহ্মের ন্যায় নিষ্পাপ হয়। সুতরাং তাহাদের সদ্যঃশৌচ হইয়া থাকে। রাজার যে অশৌচাভাবের কথা বলা হইল, তাহাও তাঁহার ব্যবহার দর্শন ও শান্তি হোমাদি কালে জানিবে।

রাজ্ঞোমাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে।
প্রজানাম্পরিরক্ষার্থমাসনঞ্চাত্র কারণং॥ ৯৪॥

রাজা যখন মাহাত্ম্যব্যঞ্জক রাজপদে অবস্থান করিবেন, তখন তাঁহার সদ্যঃ শৌচ হইবে; কিন্তু রাজ্যচ্যুত ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি এ ব্যবস্থা নয়। ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদি অপর জাতিও যদি রাজপদস্থ হন, তাঁহাদেরও অশৌচ দোষ ঘটে না। প্রজার রক্ষার্থ রাজাসনে অবস্থানই অশৌচাভাবের কারণ।

ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ।
গোব্রাহ্মণস্য চৈবার্থে যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥ ৯৫॥

রাজরহিত যুদ্ধের নাম ডিম্বাহব। যে সকল ব্যক্তি সেই যুদ্ধে হত হয়, যাহারা বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, যাহারা রাজাজ্ঞায় বধদণ্ডে হত হয়, এবং যাহারা গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ জল, অগ্নি ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত হয়, তাহাদের সদ্যঃ শৌচ হইয়া থাকে। আর, রাজা স্বকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত যে পুরোহিতাদির অশৌচাভাবের ইচ্ছা করেন, তাহাদেরও সদ্যঃ শৌচ হইয়া থাকে।

এক্ষণে রাজার অশৌচাভাবের কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

সোমাগ্ন্যর্কানিলেন্দ্রাণাং বিত্তাপ্পত্যোর্যমস্য চ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ॥ ৯৬॥

রাজা চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ এই অষ্ট লোকপালের দেহ ধারণ করেন।

লোকেশাধিষ্ঠিতোরাজা নাস্যাশৌচং বিধীয়তে।
শৌচাশৌচং হি মর্ত্ত্যানাং লোকেশপ্রভবাপ্যয়ং॥ ৯৭॥

যে হেতু রাজা অষ্ট লোকপালের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন, অতএব তাঁহার অশৌচ বিধান নাই। শৌচাশৌচের বিধি মনুষ্যেরই। কারণ, লোকপাল হইতেই সেই অশৌচের জন্ম ও বিনাশ হইয়া থাকে। লোকপালের অংশসম্ভূত রাজা যখন অন্যের শৌচাশৌচের উৎপাদন ও বিনাশ ক্ষম হইলেন, তখন তাঁহার নিজের অশৌচ হইবার সম্ভাবনা কি?

উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্ম্মহতস্য চ।
সদ্যঃ সন্তিষ্ঠতে যজ্ঞস্তথাশৌচমিতি স্থিতিঃ ॥ ৯৮ ॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইবে না। যে ক্ষত্রিয় সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া যুদ্ধস্থলে উদ্যত শস্ত্র অর্থাৎ খড়্গাদি দ্বারা হত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমাপ্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার সেই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফল লাভ হইয়া থাকে। তেমনি তাহার অশৌচও তৎক্ষণাৎ সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহার সদ্যঃ শৌচ হইয়া থাকে, শাস্ত্রের এই নিয়ম।

বিপ্রঃ শুধ্যত্যপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়োবাহনায়ুধং।
বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

অশৌচান্তে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ পূর্ব্বক শুদ্ধ হয়; ক্ষত্রিয় হস্ত্যাদি বাহন ও খড়্গাদি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে, বৈশ্য বলীবর্দ্দাদি চালাইবার দণ্ড বা রজ্জু স্পর্শ করিয়া, এবং শূদ্র বংশদণ্ড স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়।

এতদ্বোঽভিহিতং শৌচং সপিণ্ডেষু দ্বিজোত্তমাঃ।
অসপিণ্ডেষু সর্ব্বেষু প্রেতশুদ্ধিং নিবোধত ॥ ১০০ ॥

ভৃগু মুনিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠসকল! সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে যেরূপে শুদ্ধি লাভ হয়, তাহা আপনাদিগকে বলা হইল, অসপিণ্ড মরণে যেরূপ অশৌচ হয়, এক্ষণে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, তাহ শ্রবণ করুন।

অসপিণ্ডং দ্বিজম্প্রেতং বিপ্রোনির্হৃত্য বন্ধুবৎ।
বিশুধ্যতি ত্রিরাত্রেণ মাতুরাপ্তাংশ্চ বান্ধবান্ ॥ ১০১ ॥

ব্রাহ্মণ স্নেহহেতুক অসপিণ্ড মৃত ব্রাহ্মণের ও মাতার সন্নিকৃষ্ট বন্ধু অর্থাৎ মাতার সহোদর ও ভগ্নী প্রভৃতির দহন বহনাদি করিয়া ত্রিরাত্রে শুদ্ধ হয়।

যদ্যন্নমত্তি তেষান্তু দশাহেনৈব শুধ্যতি।
অনদন্নন্নমহ্নৈব নচেৎ তস্মিন গৃহে বসেৎ ॥ ১০২ ॥

মৃত অসপিণ্ডের দহন বহনকারী যদি সেই মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডের অশৌচান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে দশাহ অশৌচ হয়, আর যদি অন্ন ভোজন না করে এবং মৃত ব্যক্তির গৃহে বাস না করে, তাহা হইলে অহোরাত্র অশৌচ, হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ত্রিরাত্রের কথা বলা হইল, তাহার স্থলভেদ আছে

যথা—দহন বহনকারী অশৌচান্ন ভোজন না করিয়া যদি মৃত ব্যক্তির গৃহে বাস করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।

অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা সচেলঃ স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতংপ্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ১০৩ ॥

জ্ঞাতি হউক আর অজ্ঞাতি হউক আপন ইচ্ছানুসারে মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিলে অগ্রে স্নান তাহার পর অগ্নিস্পর্শ তাহার পর ঘৃতভোজন করিলে তবে শুদ্ধিলাভ হয়।

ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা ॥ ১০৪ ॥

স্বজাতীয় থাকিতে মৃত ব্রাহ্মণকে শূদ্রের দ্বারা দহন বহন করাইবে না। যে হেতু মৃত ব্যক্তির শরীর শূদ্রসংস্পর্শদূষিত হইলে তাহার স্বর্গ লাভের ব্যাঘাত জন্মে। স্বজাতীয় থাকিতে এই কথা বলাতে, যদি ব্রাহ্মণ পাওয়া না যায় ক্ষত্রিয়ের দ্বারা, যদি ক্ষত্রিয় পাওয়া না যায় বৈশ্য দ্বারা, যদি বৈশ্য না পাওয়া যায় শূদ্রের দ্বারা দহন বহন করাইবে, ইহা বুঝাইতেছে। অতএব উপরে শূদ্র স্পর্শ দোষের যে কথা বলা হইল, ব্রাহ্মণাদি-সম্ভাবে শূদ্র দ্বারা দহন বহন করাইলে সেই দোষ ঘটিবে, ইহা বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানন্তপোগ্নিরাহারোমৃন্মনোবার্য্যুপাঞ্জনং।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৃণি দেহিনাং ॥ ১০৫ ॥

জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, হবিষ্যাদি অন্ন আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, লেপন, বায়ু, যাগাদি কর্ম্ম, সূর্য্য, শস্ত্রোক্ত শুদ্ধির কাল, এই গুলি অশুচি ব্যক্তির শুদ্ধির সাধন।

সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচম্পরং স্মৃতং।
যোঽর্থে শুচির্হি সশুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ ॥ ১০৬ ॥

মৃদ্বারি প্রভৃতি যে গুলি শৌচ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইল, তন্মধ্যে অর্থশৌচই শ্রেষ্ঠ। অন্যায় পূর্ব্বক পরধনাদি গ্রহণ না করিয়া ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জনাদি অর্থশৌচ শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে। ইহাই মন্বাদি মুনিগণের অভিপ্রেত। যে ব্যক্তি অর্থে শুদ্ধ, সেই শুদ্ধ; আর যে ব্যক্তি মৃদাদি দ্বারা শুদ্ধ অথচ অর্থে অশুদ্ধ, সে অশুদ্ধ।

ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপাজপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥ ১০৭ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ক্ষমাগুণ দ্বারা, অকার্য্যকারিরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্ন পাপিরা জপ দ্বারা এবং বেদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা তপ অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়।

মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সংন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥ ১০৮॥

যে সকল দ্রব্য মলাদি দ্বারা দূষিত হয়, তাহা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মার্জ্জিত হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। নদীপ্রবাহে শ্লেষ্মাদি অশুচি দ্রব্য পতিত হইলে স্রোতোবেগ দ্বারা বিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ সেই শ্লেষ্মাদি দূরে নীত হয়। পরপুরুষ-মৈথুন-সঙ্কল্পাদি-দূষিত-মনা স্ত্রী ঋতু দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ ষষ্ঠাধ্যায় কথিত সংন্যাস দ্বারা পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥ ১০৯॥

গাত্র স্বেদজলাদি দ্বারা দূষিত হইলে জল দ্বারা ক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়। মন নিষিদ্ধ চিন্তাদি দ্বারা দূষিত হইলে সত্য কথন দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে। সূক্ষ্মাদি-লিঙ্গ-শরীর-বিশিষ্ট জীবাত্মা ব্রহ্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হয় এবং বুদ্ধির বিপর্য্যয় জ্ঞান জন্মিলে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির ভ্রম প্রমাদি ঘটনা হইলে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হইলে সেই ভ্রম প্রমাদাদি দূরীভূত হয়।

এষ শৌচস্য বঃ প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃ শৃণুত নির্ণয়ং॥ ১১০॥

ভৃগু মুনিদিগকে কহিতেছেন, শরীরের যেরূপে শুদ্ধি হয়, তাহার বিধি আপনাদিগকে বলা হইল, এক্ষণে যে দ্রব্যের যেরূপে শুদ্ধি হয়, তদ্বিষয় আপনাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ করুন।

তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।
ভস্মনাদ্ভির্মৃদা চৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ॥ ১১১॥

সুবর্ণাদি তৈজস দ্রব্য, মরকতাদি মণি, আর পাষাণময় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য, ভস্ম, জল, ও মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধ হয়, মন্বাদি মুনিগণ এই কথা কহিয়াছেন।

নির্লেপং কাঞ্চনং ভাণ্ডমদ্ভিরেব বিশুধ্যতি।
অজমশ্মময়ঞ্চৈব রাজতঞ্চানুপস্কৃতং॥ ১১২॥

উচ্ছিষ্টাদি লেপ রহিত সুবর্ণভাণ্ড, শঙ্খ শুক্তি প্রভৃতি জলজাত দ্রব্য, প্রস্ত-

রময় দ্রব্য এবং রেখাদি বর্হিত রৌপ্যময় দ্রব্য, কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ইহাতে ভস্মাদি লেপনের প্রয়োজন নাই।

অপামগ্নেশ্চ সংযোগাৎ হেমং রূপ্যঞ্চ নির্ব্বভৌ।
তস্মাৎ তয়োঃ স্বয়োনৈ্যব নির্ণেকোগুণবত্তরঃ ॥ ১১৩ ॥

সুবর্ণ ও রৌপ্য অগ্নি ও জল সংযোগে জন্মিয়াছে। অতএব ঐ দুই পদার্থের জল ও অগ্নি দ্বারা শুদ্ধি প্রশস্ত।

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥ ১১৪ ॥

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রাঙ ও সীসের পাত্র ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ভস্ম, অম্ল ও জল ইহার অন্যতর যে দ্রব্য দ্বারা কাংস্যাদি যে দ্রব্যের শুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তদ্দ্বারা সেই দ্রব্য শুদ্ধ করিয়া লইবে। এস্থলে বৃহস্পতির একটী বচন আছে, তাহার অর্থ এই—স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ জল দ্বারা, কাংস্য ভস্ম দ্বারা এবং তাম্র ও পিত্তল অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর মৃণ্ময় পাত্র পুনর্ব্বার পোড়াইয়া শুদ্ধ করিতে হয়। এই বৃহস্পতি বচন দ্বারা মনুক্ত বাক্যগুলিকে বিশেষ করিয়া লইবে।

দ্রবাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শুদ্ধিরুৎপ্লবনং স্মৃতং।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণং ॥ ১১৫ ॥

ঘৃত তৈলাদি দ্রব পদার্থ যদি কাকের উচ্ছিষ্ট ও কীটাদি পতঙ্গ দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ তুলিয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয়। আর শয্যাদি উচ্ছিষ্টাদি দ্বারা দূষিত হইলে জল প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়; আর কাষ্ঠময় পদার্থ মলাদি দূষিত হইলে চাঁচিয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয়।

মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥ ১১৬ ॥

যজ্ঞকার্য্যে যজ্ঞ পাত্রের প্রথমে হস্ত দ্বারা মার্জ্জন ও পশ্চাৎ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধি হয়।

চরূণাং স্রুক্স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
স্ফ্যশূর্পশকটানাঞ্চ মুষলোলূখলস্য চ ॥ ১১৭ ॥

স্নেহাক্ত স্রুক স্রুব (যজ্ঞের উপকরণ) শূর্প, শকট, মুসল,উদূখল এই গুলি উষ্ণ জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। আর, যদি এ সকল দ্রব্য স্নেহাক্ত না হয়, কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। যজ্ঞ কার্য্যেই এই শুদ্ধির কথা বলা হইল।

সাংখ্যদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে যে উপায় দ্বারা বিবেকজ্ঞান জন্মে, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার উল্লেখ দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ ॥ ১ ॥ সূ ॥

পূর্ব্বপাদশেষসূত্রস্থবিবেকোঽনুবর্ত্ততে। রাজপুত্রস্যেব তত্ত্বোপদেশাদ্বিবেকোজায়ত ইত্যর্থঃ। অত্রেয়মাখ্যায়িকা কশ্চিদ্রাজপুত্রোগণ্ডর্ক্ষজন্মনা পুরান্নিঃসারিতঃ শবরেণ কেনচিৎ পোষিতোঽহং শবরইত্যভিমন্যমান আস্তে তং জীবন্তং জ্ঞাত্বা কশ্চিদমাত্যঃ প্রবোধয়তি ন ত্বং শবরোরাজপুত্রোঽসীতি। স যথা ঝটিত্যেব চাণ্ডালাভিমানং ত্যক্ত্বা তাত্ত্বিকং রাজভাবমেবাবালম্বতে রাজাহমস্মীতি। এবমেবাদিপুরুষাৎ পরিপূর্ণচিন্মাত্রেণাভিব্যক্তাদুৎপন্নস্তং.তস্যাংশ ইতি কারুণিকোপদেশাৎ প্রকৃত্যাভিমানং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মপুত্রত্বাদহমপি ব্রহ্মৈব ন তু তদ্বিলক্ষণঃ সংসারীত্যেবং স্বস্বরূপমেবালম্বত ইত্যর্থঃ। তথা গারুড়ে।

> যথৈকহেমমণিনা সর্ব্বং হেমময়ং জগৎ।
> তথৈব জাতমীশেন জাতেনাপ্যখিলং ভবেৎ ॥
> গ্রহাবিষ্টোদ্বিজঃ কশ্চিচ্ছূদ্রোঽহমিতি মন্যতে।
> গ্রহনাশাৎ পুনঃ স্বীয়ং ব্রাহ্মণ্যং মন্যতে যথা ॥
> মায়াবিষ্টস্তথা জীবো দেহোঽহমিতি মন্যতে।
> মায়ানাশাৎ পুনঃ স্বীয়ং রূপং ব্রহ্মাস্মি মন্যতে ॥
> ইতি ভা।

তত্ত্বের উপদেশ হেতু আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ রাজপুত্রের যেমন চাণ্ডালাভিমান দূর গত হইয়া আত্মাতে রাজজ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেইরূপ জীবেরও কোন করুণাপূর্ণ তত্ত্বোপদেষ্টার উপদেশ হেতুক, আমি সেই চিন্ময় আদি পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আমি তাঁহারই অংশ, আমি ব্রহ্ম, আমি সংসারী নই, ইত্যাকারে আত্মাতে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে। আখ্যায়িকাটী এই— এক ব্যক্তি এক রাজপুত্রকে শৈশবকালে নগর হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। এক চাণ্ডাল [illegible] রাজপুত্রকে প্রতিপালন করে।

রাজপুত্রের যেমন জ্ঞানের উদয় হইল, তেমনি "আমি শবরপুত্র" এই বোধ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে রাজমন্ত্রী জানিতে পারিলেন, রাজপুত্র জীবিত আছেন। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইলেন "আপনি রাজপুত্র, চাণ্ডাল পুত্র নন।" এই তত্ত্ব জানিতে পারিয়া রাজপুত্রের আপনাকে চাণ্ডালপুত্র বলিয়া যে জ্ঞান ছিল, তাহা দূরগত হইল, আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া জ্ঞান জন্মিল।

ব্রাহ্মণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীশূদ্রাদিরও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, ইহার প্রদর্শনার্থ আর একটী আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইতেছে।

পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি। ২। সূ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে তত্ত্বোপদেশ দেন, তাহা শুনিয়া নিকটস্থ পিশাচের বিবেক জ্ঞান জন্মিয়াছিল, ঐরূপ উৎকৃষ্ট পুরুষের প্রদত্ত তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীশূদ্রাদিরও বিবেক জ্ঞান জন্মিতে পারে।

যদি একবার উপদেশ দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান না জন্মে, পুনঃ পুনঃ উপদেশ দ্বারা বিবেক জ্ঞান জন্মিতে পারে; ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ইতিহাসান্তরের উল্লেখ করা হইতেছে।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। ৩। সূ।

ছান্দোগ্য উপনিষদাদিতে আছে, আরুণি প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উপদেশ হেতু শ্বেতকেতু প্রভৃতির বিবেকজ্ঞান জন্মিয়াছিল। অতএব তত্ত্বজ্ঞানার্থ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বৈরাগ্য ব্যতিরেকে বিবেকজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই বৈরাগ্যের উৎপাদনার্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা দেহাদি যে ক্ষণভঙ্গুর, তাহার প্রতিপাদন করা হইতেছে, অর্থাৎ দেহাদি ক্ষণবিনশ্বর, সংসার কিছুই নয়, ইত্যাকার নিশ্চিত জ্ঞান জন্মিলে আপনা হইতেই বৈরাগ্য জন্মে। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

পিতাপুত্রবৎ তয়োর্দৃষ্টত্বাৎ॥ ৪ ॥ সূ॥

স্বস্য পিতাপুত্রয়োরিবাত্মনোঽপি মরণোৎপত্ত্যোর্দৃষ্টত্বাদনুমিতত্বাদ্বৈরাগ্যেণ বিবেকো ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং।

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাভবৌ। ইতি ॥ ভা ॥

পিতা পুত্র উভয়ের মরণ ও উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া আত্মারও মরণ ও উৎপ[illegible] হইতেছে। এই অনুমান

হেতু সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। বৈরাগ্যজ্ঞান জন্মিলে বিবেকজ্ঞানের স্বতঃ উৎপত্তি হয়।

যে ব্যক্তির বিবেকজ্ঞান হইয়া সংসারে বিরক্তি জন্মিয়াছে, যে উপায়ে তাহার সেই জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়, আখ্যায়িকালিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাং ॥ ৫ ॥ সূ ॥

পরিগ্রহো ন কর্ত্তব্যো যতোদ্রব্যাণাং ত্যাগেন লোকঃ সুখী বিয়োগেন চ দুঃখী ভবতি শ্যেনবদিত্যর্থঃ। শ্যেনোহি সামিষঃ কেনাপ্যপহৃত্যামিষাদ্বিয়োজ্য দুঃখী ক্রিয়তে স্বয়ং চেৎ ত্যজতি তদা দুঃখাদ্বিমুচ্যতে। তদুক্তং।

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।

তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥

ইতি। তথা মনুনাপ্যুক্তং।

নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা।

তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে॥ ইতি॥ ভা॥

যেমন শ্যেন পক্ষী মাংসাদি লোভ্য দ্রব্য দেখিয়া তাহা গ্রহণ না করিয়া যদি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে যেমন সুখী হয় এবং সেই মাংসাদি গ্রহণ করিলে অপর প্রবল পক্ষী আসিয়া যদি তাহা কাড়িয়া লয়, তাহাতে সে যেমন দুঃখিত হয়, তেমনি জীব যদি স্বয়ং সমুদায় পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে সুখী হয়, আর দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে বিয়োজিত হইলে সে সেইরূপ দুঃখিত হইয়া থাকে। অতএব সংসারে বিরক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি সাংসারিক কোন বিষয়ে আসক্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহার বিবেকজ্ঞান পূর্ণ হয় এবং তিনি সুখী হইয়া থাকেন।

অহিনির্ব্বলয়িনীবৎ ॥ ৬ ॥ সূ ॥

যথাহির্জীর্ণাঙ্ত্বচং পরিত্যজত্যনায়াসেন হেয়বুদ্ধ্যা তথৈব মুমুক্ষুঃ প্রকৃতিং বহুকালোপভুক্তাং জীর্ণাং হেয়বুদ্ধ্যা ত্যজেদিত্যর্থঃ। তদুক্তং।

জীর্ণাং ত্বচমিবোরগ ইতি ॥ ভা ॥

যেমন সর্প আপনার ত্বক জীর্ণ হইলে পর তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করে, তেমনি মুমুক্ষু ব্যক্তি বহুকালভুক্ত পুরাতন বিষয় সকল হেয়বোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

কল্পদ্রুম।

প্রতিবাদ।

গত মাঘ মাসের কল্পদ্রুম পাঠ করিয়া আমরা অতীব বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলাম। আমরা কল্পদ্রুমকে আপনকার বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে উহার উপরিভাগে আপনকার নাম অঙ্কিত মাত্র, বাস্তবিক আপনকার বিজ্ঞতার সহিত উহার অল্পই সংস্রব (১) আছে। আপনি সম্পাদক সমাজে বহুজ্ঞ, আপনকার অনুমোদন ক্রমে কোন প্রকার অসঙ্গত উক্তি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে, ইহা কখনই বিশ্বসনীয় নহে। ভাল মহাশয়ই বলুন দেখি, রামায়ণ গ্রন্থ মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন? না বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে? তবে কল্পদ্রুমের অন্যতর লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় যে কি সাহসে কবিগুরু বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিয়া সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বোধ হয় তিনি উভয় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত কখন পাঠ করিয়া দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন এবং গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ প্রণালী সম্যক্ অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ অনর্থক বাগাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভব ছিল না। তিনি স্বাভিমত সমর্থন জন্য সর্ব্বাগ্রে দুটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ মহাভারতে মহর্ষি বাল্মীকির নামোল্লেখ না থাকা, দ্বিতীয়তঃ রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে আর্ষ প্রয়োগ অধিক থাকা। অতএব এই দুটী কারণ লইয়া আমরা প্রথমে আলোচনা করিতেছি।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমটীর কিরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লেখেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার মতে কুরুপাণ্ডবের সময় বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিম্বা জন্মগ্রহণ করিলেও ঋষি বলিয়া জন-

---

(১) সম্পাদক লেখকদিগের মতের দায়ী নহেন। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়। ক—স।

সমাজে পরিচিত হইতে পারেন নাই। যদি ভারতে বাল্মীকির নামোল্লেখ না থাকার এইরূপ তাৎপর্য্য হয়, তবে রামায়ণেও ত বেদব্যাসের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু অশ্বমেধাদি বৃহৎ বৃহৎ যাগ যজ্ঞ সকল অনুষ্ঠিত ও তদুপলক্ষে দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি সকলের কোশলে সমাগত হওয়ার স্পষ্টোল্লেখ আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে রাম রাবণের প্রাদুর্ভাব কালে মহর্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিম্বা জনসমাজে পরিচিত হন নাই। বাস্তবিক এ সকল কুতর্ক মাত্র, এতদ্দ্বারা সত্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদর্শিত দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ আর্ষ প্রয়োগের ন্যূনাতিরেক সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে সত্যনির্ণয়ের ও পৌর্ব্বাপর্য্যস্থিরীকরণের যথার্থ প্রণালী কি, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য।

উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা জন্য সর্ব্বাগ্রে ইহাই নিশ্চয় করা আবশ্যক যে, রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত ঘটনার মধ্যে কোনটী অগ্রে ঘটিয়াছিল। যিনি রামায়ণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই বলিতে পারিবেন না যে, রামায়ণের কোন স্থলে ভারত ঘটনার গন্ধমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি ভারতগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারেন যে, মহাভারতে রামচরিত্র প্রাচীন ইতিবৃত্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাম্যকারণ্যে ঋষিগণপরিবৃত হইয়া ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সমীপে অবিতর্কিত দারহরণ, বনবাস আশ্রয়, মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, জ্ঞাতিগণের কপটতাচরণ দ্বারা নির্ব্বাসন ইত্যাদি দুঃসহ ক্লেশপরম্পরার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কি আমার ন্যায় অল্পভাগ্য মনুষ্যের দর্শন বা বৃত্তান্তশ্রবণ করিয়াছেন? তদুত্তরে মহর্ষি রঘুকুলমণি রামচন্দ্রের কঠোর দুঃখ ও বিড়ম্বনার বৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের বনপর্ব্বে এ বিষয় ঠিক বাল্মীকি-গ্রন্থানুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। অতএব রাম ও রাবণের সংগ্রাম যে ভারতযুদ্ধের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল, তদ্বিষয় প্রমাণিত হইল। এক্ষণে উভয় ঘটনার মধ্যে কোনটী অগ্রে গ্রন্থাকারে রচিত হইয়াছিল, তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক হইতেছে। যখন মহাভারতে রামোপাখ্যান উক্ত হইয়াছে, তখন মহর্ষি বেদব্যাস ও পৌরাণিক প্রধান মহর্ষি মার্কণ্ডেয় উভয়েই রামায়ণের বহু বিস্তৃত ও অত্যাশ্চার্য্য ঘটনার বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যাইতেছে। এ সময় রামায়ণ গ্রন্থের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু রাম ও

রাবণের আবির্ভাব শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তিকলাপ, বৈরোৎপত্তি ও রণোদ্যম অতীব কৌতুকাবহ,—অতীব বিস্তৃত—এবং কাব্যকারগণের বর্ণনীয় মহামূল্য সামগ্রী স্বরূপ। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এক জন বিখ্যাত পৌরাণিক; আর বেদব্যাসের ত কথাই নাই, শ্রুতি স্মৃতি বিশারদ;—বেদে আছেন, পুরাণে আছেন, স্মৃতিতে আছেন, সাহিত্যে আছেন, ইতিহাসে আছেন,—প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের যে ভাগে অবলোকন কর, সর্ব্বত্রই ব্যাস; ইনি সর্ব্বজ্ঞ এবং পৃথিবীতে ইহার তুল্য লিপিশক্তিসম্পন্ন পুরুষ কখন প্রাদুর্ভূত হন নাই। ইহাদের মধ্যে কেহই কি একবার রামচরিত্র লিখিতে চেষ্টা করিলেন না? অথবা সামান্য ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করিলেন? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভারত যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে রামায়ণবর্ণিত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু লেখকাভাবে বর্ণিত হয় নাই। পরে শত কি সহস্র বৎসরান্তরে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটনা হইল। বেদব্যাস সেই ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে, সেই সময় মহর্ষি বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইয়া উহা পাঠ করিলেন! তখন গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার বাসনা হইল! কিন্তু কি লিখিবেন? তখন অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলে কি ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া রামায়ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন! লেখকের কি চিন্তাশক্তি! বলিহারি যাই!! এমন আশ্চর্য্য যুক্তি আমরা কখন শুনি নাই, কেবল একটী নয়, তিনি এই প্রকার অনেক যুক্তি বাহির করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যে গ্রন্থে আর্ষ প্রয়োগ অধিক, তাহাই পূর্ব্ববর্ত্তী এবং যে গ্রন্থে তাহা অল্প, তাহাই আধুনিক। এই যুক্তি কতদূর সঙ্গত পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। আমরা জানি যিনি যেরূপ শাস্ত্রালোচনা করেন, যেরূপ সমাজে থাকেন, তাঁহার ভাষা ও রুচি তদনুরূপ হইয়া থাকে। বেদব্যাস মহর্ষি-পরাশরপুত্র, ইনি কূটার্থ ও বহু বিস্তৃত শ্রুতি স্মৃতি সকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রুতি-স্মৃতি-পরিশীলনের পর তাপস-সমাজে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। কিন্তু বাল্মীকি সেরূপ ঋষি নহেন; ইনি যথার্থ কাব্যকার; ভারতীয় কাব্যকোষে প্রবেশ করিয়া ইনি একবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মনের সাধে মহামূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সুতরাং তদীয় গ্রন্থ যে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি? নানা বিষয় চর্চ্চা করিলে সকলগুলি কখনই বিশুদ্ধ হইয়া উঠে না, কিন্তু একটীর উপর একাগ্রচিত্ত হইলে অবশ্যই তাহার উৎকর্ষানুভব করা যায়। এই কারণেই ভারতরচয়িতার

অপেক্ষা রামায়ণকর্ত্তার কাব্য-নৈপুণ্য অধিক দৃষ্ট হয়, শ্রীহর্ষে ও কালিদাসে যে প্রভেদ, তাহারও এই মাত্র কারণ।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থের কাল নিরূপণার্থ তদ্বর্ণিত সামাজিক রীতি নীতি মনের রুচি ও প্রবৃত্তি এবং আচার ব্যবহারাদি বিচারের প্রধান অবলম্বন বটে; কিন্তু তৎসমুদায়ের বিচারকালে রঙ্গলাল বাবুর ভ্রম হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে পৌরাণিক সমাজ এবং মহর্ষি বাল্মীকি সেই সমাজের লোক; তাঁহার সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হইতেছিল মাত্র, কিন্তু প্রবল হয় নাই। পৌরাণিক সমাজের বিবিধ অভাব ও অসুবিধা পরিহারার্থই স্মৃতিশাস্ত্রের আবশ্যকতা হয় এবং মহর্ষি বেদব্যাসের সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হইয়াছিল। বিশেষতঃ দ্বৈপায়ন মহাশয় প্রসিদ্ধ স্মৃতিবেত্তা পরাশর পুত্র ও নিজেও একজন স্মৃতিকার; সুতরাং তদীয় গ্রন্থে স্মৃত্যুক্ত ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের উল্লেখ থাকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? একান্ত অভাব স্থলে জলপিণ্ডের সংস্থান জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু রাজা দশরথ পৌরাণিক সমাজের লোক এবং পাণ্ডুরাজের ন্যায় বংশরক্ষা বিষয়ে নিতান্ত অসমর্থ ছিলেন না, তাঁহার কোন দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল মাত্র, সুতরাং তাহারই শান্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অদ্য এই খানেই বিদায় লইলাম, আগামী সপ্তাহে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া এবিষয়ের পুনরালোচনা করিব " অলমতি বিস্তরেণ। "

শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্ম—সরকার—যশোহর।

২য়—প্রতিবাদ।

সম্পাদক মহাশয়! আপনকার কল্পদ্রুমের অন্যতর লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় রামায়ণ রচয়িতাকে বেদব্যাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে তৎপ্রতিবাদকল্পে আমরা ইত্যগ্রে কতিপয় পংক্তি লিখিয়াছি। বাস্তবিক বাল্মীকি ও বেদব্যাস এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ মহাত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী, এবিষয় আমাদিগের সর্ব্বথা জ্ঞাতব্য। এজন্য কতিপয় বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক, আমরা তদ্বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, মহাভারতে মহর্ষি বাল্মীকির নামোল্লেখ না থাকিলেও তদ্দ্বারা তাঁহাকে বেদব্যাসের পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, ভারতের অন্তর্গত হরিবংশ পর্ব্বের

প্রারম্ভেই মহর্ষি বাল্মীকির নামোল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু রামায়ণের কোন স্থানেই দ্বৈপায়নের নাম গন্ধ মাত্র নাই। তদ্ভিন্ন আমরা এস্থলে একটী অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইতেছি, যদ্দ্বারা ব্যাসের আধুনিকতা পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ পর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস ইক্ষাকুবংশের পুরুষ-পরম্পরার পর্য্যায়ক্রমে যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে রাজেন্দ্র রামচন্দ্র হইতে বীরসেন পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব রাম-চন্দ্রের পর অন্ততঃ বিংশতি পুরুষ গত হইলে যে ভারতগ্রন্থ-বিরচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহের কারণমাত্র দেখা যায় না। বিশে-ষতঃ পূর্ব্বকালে লোকের যে প্রকার দীর্ঘ পরমায়ু ছিল, তাহাতে দ্বাবিংশ পুরুষ গত হইতে বহুকালের আবশ্যকতা; সুতরাং পৌরাণিক মতে রামচন্দ্র ও কুরুপাণ্ডবগণের যুগভেদে প্রাদুর্ভূত হওয়ার যে প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, উহা কোন মতে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পাঠক! এক্ষণে বিবেচনা করুন, যিনি বীরসেনের প্রাদুর্ভাব কালে কি তৎপরে হরিবংশ পর্ব্ব রচনা করিলেন, তিনি কি কখন রাম-চরিত-রচয়িতার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন? আরো ভারতের আদিপর্ব্বে আস্তিক স্তোত্রে (২) মহর্ষি বাল্মীকির নামোল্লেখ রহি-য়াছে; সুতরাং রঙ্গলাল বাবু কোন্ ভারত পড়িয়া বাল্মীকির নাম পান নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

রঙ্গলাল বাবু সীতা ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ব্যাপারের পরস্পর তুলনা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রুচি ও প্রবৃত্তির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইহা স্বীকার করেন যে, তৎকালে একটী মহিলা অনেক স্বামিকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না; সুতরাং দেশকাল-জনিত সমাজের দোষ না হইয়া এস্থলে কেবল গ্রন্থোক্ত নায়কের প্রবৃত্তির দোষ হইতেছে। তবে এখন বলা যাইতে পারে যে, সুসভ্য সমাজে এরূপ দুই এক জন লোক থাকিতে পারে, যাহাদের রীতি নীতি ও প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। যাহা হউক, গ্রন্থের নায়কগুলি যে শুকদেবস্বামীর সদৃশ মায়াবিমুক্ত ও উর্দ্ধরেতাঃ মহাপুরুষ হইবেন, তাহা আমরা জানি না; আমরা এইমাত্র জানি যে, সকল দেশে ও সকল বংশে সর্ব্বকালে যদ্যপি বিমলচরিত্র লোক সকল জন্মগ্রহণ করিত, এবং সামাজিক রীতি নীতি অনুসারে তাহাদের সমস্ত

(২)) মহর্ষি আস্তিক রাজা জন্মেজয়কে স্তব করিয়াছিলেন।)

কার্য্য নিরাপদে সুসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে কখন এ জগতে কাব্য-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইত কি না সন্দেহ। প্রত্যুত, ত্রিবিধ লোক ও তাহাদের সদসৎ মনোবৃত্তি রীতি নীতি ও কার্য্যকলাপ,—এবং জীবন যাত্রার অবশ্যম্ভাবী সুখ দুঃখ—সৌভাগ্য সুযোগ—বিঘ্ন বিপত্তি—সুকৃতি—দুষ্কৃতি—এই সমস্ত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ সংস্থাপনের মহোপকরণ স্বরূপ; আর দেব চরিত্র ও লোকচরিত্রই তাঁহাদের ব্যবসায়ের মুলধন। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও রঙ্গলাল বাবু কতকগুলি নিরর্থক বাগাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া এক নারীর পাণি গ্রহণ করা রাজা যুধিষ্ঠিরের একটী কুপ্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না; বরং এ বিষয়ে অবস্থানুসারে তিনি যেরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সমধিক বিজ্ঞতা ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বভাবতঃ পিতামাতা কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই কার্য্য সাধারণ দৃষ্টিতে যেস্থলে গর্হিত বা অবিহিত বোধ হইতে পারে, সেইস্থলে জ্ঞানবান্ সৎপুত্রের যাহা কর্ত্তব্য রাজা যুধিষ্ঠির তাহাই করিয়াছিলেন। পিতামাতার কৃত কার্য্য শাস্ত্রসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত আপনিও তদনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এইরূপ একটী কার্য্য নির্ব্বাহ করা হীনবীর্য্য লোকের কার্য্য নহে; এতদ্দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অসীম ক্ষমতা ও বলবীর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ এই বিষয়ে রামচন্দ্রের সহিত যুধিষ্ঠিরের অবস্থাগত অনেক ভেদ আছে।—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মাতৃগর্ভে এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ তদ্বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন পিতার ঔরসে এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; এই জন্য ধীমদগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে দুটী মহৎ উদ্দেশ্যের উপর সবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন; (১) মাতৃ-দোষাপনয়ন (২) ভ্রাতৃগণের একতা বন্ধন। ফলতঃ বুদ্ধিমান ও তেজস্বী ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, যুধিষ্ঠির তাহাই করিয়াছিলেন। কুন্তীদেবীর চরিত্রের উপর কদাচিৎ কেহ কোন দোষারোপ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি বহুপতি কর্ত্তৃক উদ্বাহিত গৌতমী ও বার্ক্ষী প্রভৃতির নামোল্লেখ পূর্ব্বক পৌরাণিক দৃষ্টান্ত সকল প্রদর্শন দ্বারা যথাবিধি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয় কৃষ্ণার স্বয়ম্বর ভারতবর্ষের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণই এই উৎসবে উন্মত্ত;—কৃষ্ণালাভে সকলেরই

একমাত্র প্রয়াস—কিন্তু চক্রবেধ ব্যতিরেকে কাহারও মনোরথ সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই ;—সেই চক্র বিদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ হইলেন না, অবশেষে পার্থ বিচিত্র কৌশলে মৎস্যচক্র বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে পঞ্চভ্রাতার কাহারও উদ্বাহ হয় নাই ;—যুধিষ্ঠির ও ভীম জ্যেষ্ঠ, পার্থ কনিষ্ঠ ;—আবার ভ্রাতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একজনে দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিলে অপর ভ্রাতৃগণের বিদ্বেষের সঞ্চার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই স্থলে আর একটী কথা স্মরণ করিতে হইবে ;—ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ তখন পাণ্ডবগণের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ; ভ্রাতৃগণের একতা ব্যতিরেকে তাঁহাদের সহিত বৈরসাধনের সাধ্য কি ? অতএব পাণ্ডবগণের মধ্যে একতাবন্ধন তখন অত্যাবশ্যক হইয়াছিল,—দ্রুপদনন্দিনী সেই একতা বন্ধনের একমাত্র সূত্র ;—এই সকল প্রবল কারণে পঞ্চজনে পাঞ্চালীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাম-নির্ব্বাসনের ও পাণ্ডবগণের বনগমনের যে ভিন্ন ভিন্ন কারণ উভয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাম-নির্ব্বাসনের কারণ স্বাভাবিক ও যুধিষ্ঠিরের বন-গমনের কারণ নিকৃষ্ট বলিয়া রঙ্গলাল বাবু কবিকুল-তিলক বেদব্যাসের প্রতি কতকগুলি ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন "যুধিষ্ঠির রাজার ছেলে, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া গুলিখোর যেমন প্রকাশ্য হাটে বাজারে জুয়া খেলিয়া অগ্রে টাকা কড়ি পরে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত হারিয়া বিষণ্ণমুখে প্রস্থান করে, যুধিষ্ঠিরও তদ্রূপ পাশা খেলিয়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত হারাইলেন, অবশেষে কুলকামিনী দ্রৌপদীকে লইয়া টানাটানি ইত্যাদি—" কিন্তু আমরা বলি রাম নির্ব্বাসনের কারণ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনের কারণ অতীব সঙ্গত ;—দাবা খেলা ও পাশক্রীড়া ক্ষত্রিয়দিগের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজগণ অতীব সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন ; যখন কোন সংগ্রাম উপস্থিত না থাকিত, তখন তাঁহারা দাবা কিম্বা পাশক্রীড়া করিতেন। খেলার নিয়ম যে পক্ষ জয়লাভ করে, তাহার উৎসাহ এবং যে পক্ষ পরাস্ত হয়, তাহার ক্রোধ ও জেদ উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতে থাকে। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী জনের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যে পক্ষ যতই হারুক না কেন, বাজির আরম্ভ কালে হারিব বলিয়া কেহই মনে করে না। জয়লাভের আশা অতীব প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বরং রাজা দশরথের,

প্রাচীন বয়সে সামান্য স্ত্রীজনের ছলনা বাক্যে প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রকে সির্ব্বাসন করা বুদ্ধিমান রাজার কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্ম—সরকার—যশোহর।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

(মহাভারত ও রামায়ণ।)

গত মাঘ মাসের কল্পদ্রুমে আমি মহাভারত ও রামায়ণ শীর্ষক একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। তাহাতে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মহাভারত প্রাচীন পুস্তক ও মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সেই প্রস্তাব পাঠে যশোহর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র শর্ম্ম সরকার মহাশয় বিবিধ কারণ দর্শাইয়া আমার মতের প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা উপর্য্যুপরি দুই খানি প্রতিবাদ পত্র পাইয়াছি। আমার লিখিত প্রস্তাব কল্পদ্রুমে প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব তদ্বিষয়ে যে যে আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তাহাও কল্পদ্রুমে মুদ্রিত হওয়া উচিত। যাদব বাবুর সঙ্গে আমাদের কখন আলাপ নাই; আজি তিনি আমাদের অভ্যাগত অতিথি; অতএব বহুসমাদরে আমার প্রস্তাবের অগ্রে তাঁহার প্রতিবাদপত্র রাখিয়া যথাযোগ্য আতিথেয় সৎকার করিলাম।

প্রতিবাদ পত্র দুই খানি পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে, লেখক এক জন সুরুচিসম্পন্ন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তিনি পাঠ্য বিষয়ে বিলক্ষণ মনঃসন্নিবেশ করেন। কোন গ্রন্থ হাতে পড়িলে; মলাট খানি দেখিয়া, ছাপা গুলি কেমন, কত গুলি পাতা, এবার রসাল রকম হাসির গল্প আছে কি না, তাই ভাবিতে ভাবিতে দুচারি ছত্রে চক্ষু বুলাইয়া, পাঁচ সাত বার পাতা উল্টাইয়া, ইনি পুস্তক খানি রাখিয়া দেন না। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইহাঁর অনুরাগ আছে; ইনি সারবান্ প্রবন্ধ পড়িতে ভাল বাসেন। বাঙ্গালির সন্তান হইয়া বাঙ্গালা কথায় কেহ যদি গালি দেন,—এমনি সময় পড়িয়াছে,—কাণ তুলিয়া তাহাও শুনিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু, বিদেশীয় ভাষায় কেহ যদি আদর করিয়া ডাকেন, তাহাও মিষ্ট লাগে না,—কর্ণে যেন বিষ ঢালিয়া দেয়। পিঞ্জরের পাখী সুস্পষ্ট কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে,—মুক্তি

নাই, স্বজাতির কাছে গৌরব নাই—তাহাতে কেবল প্রতিপালকের কাছে আদর বাড়ে। তুমি পিঞ্জরে বসিয়া কৃষ্ণনাম করিতেছ,—যদি স্বজাতির কাছে গৌরব না বাড়িল, যদি নিজের মুক্তির পথ না দেখিতে পাইলে, তবে বনের ফল ত ছিল ভাল, এ পঞ্চামৃতে কাজ কি ?

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারা আমাদের আদরের বস্তু। তেমন লোক অতি দুর্লভ। এজন্য তাঁহাদিগকে পাইলেই আমরা বহু সমাদর করি। যাদব বাবুর সঙ্গে আমাদের কখন দেখা সাক্ষাৎ নাই, কখন আলাপ নাই, প্রতিবাদের আরম্ভে তিনি নিজ সৌম্যমূর্ত্তিও স্থির রাখিতে পারেন নাই, তবু তাঁর প্রতি কেমন একটুকু স্নেহের উদয় হইতেছে। আমরা তাঁহার প্রস্তাব পাঠ করিতেছি, আর প্রীতিরসে চক্ষু প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের ইচ্ছা বাঙ্গালীমাত্রেই মাতৃভাষার অনুরাগী হউন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, আশা মরীচিকামাত্র, কাজে কিছুই ফল দর্শে না। ভাল, আজি যাদব বাবু আসুন,—সাদরে আসন দিলাম, ক্ষণেক বিশ্রাম করুন,—সুহৃদ্ভাবে হাসিতে হাসিতে বিচারে প্রবৃত্ত হই।

যাদব বাবুর স্থূলস্থূল এই কয়েকটী আপত্তি—(১) আমার অসঙ্গত প্রস্তাব কল্পদ্রুমে প্রকাশ করায় সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি ক্রোধ; (২) মহাভারতে বাল্মীকির নাম ও রামায়ণের উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, অতএব রামায়ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক নহে; (৩) আমি রামায়ণ ও মহাভারতের আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া পূর্ব্ব প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম; (৪) বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের মুখে রামের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহা কাব্যাকারে প্রকাশ করেন নাই। (৫) বাল্মীকি কাব্যকার, এ কারণ তাঁহার ভাষা মার্জ্জিত; ব্যাস পুরাণ লেখক এবং অনেক পুরাণ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার রচনার পারিপাট্য নাই। (৬) দুটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের মানসে পঞ্চপাণ্ডবে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (৭) পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসনের কারণ অধিকতর সঙ্গত। আমরা ক্রমান্বয়ে এই সকল গুলির বিচার করিতেছি।

প্রথম প্রতিবাদ পত্রের আরম্ভেই লিখিত আছে—"আমরা কল্পদ্রুমকে আপনার বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে উহার উপরিভাগে আপনার নাম অঙ্কিত মাত্র, বাস্তবিক আপনার বিজ্ঞতার সহিত উহার অল্পই সংস্রব আছে ইত্যাদি।

লেখক অনবধানতা প্রযুক্ত সম্পাদকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি সকল জাতীয় সংবাদ পত্রাদি পাঠ করুন, দেখিবেন, সম্পাদক কোথাও অন্যের মতের দায়ী নহেন। অন্য পত্রিকার সম্বন্ধে ত এই গেল,—দায়িত্ব পক্ষে কল্পদ্রুমেরও নাই। এ কেবল পত্রিকা নহে, সর্ব্ব ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ, পুষ্পের গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হয়, ফলের সুস্বাদে রসনার তৃপ্তি জন্মে। সহৃদয় জনের আনন্দ বর্দ্ধনের মানসে সম্পাদক মহাশয় দেবলোক হইতে বৃক্ষটী আনিয়া মর্ত্ত্যে রোপণ করিয়াছেন। লেখকেরা—এক এক জন মালাকার; ফুল পাড়িয়া, বাছিয়া বাছিয়া চিকণমালা গাঁথেন। সম্পাদকের নিন্দা নাই, তিনি ফুল নহেন;—মালা গাঁথিবার সূত্র; নিজে মালাকার নহেন,—কল্পবৃক্ষের মালী; ভাবুক জনকে ফুলের মালা উপহার দেন,—তাই সাজি সাজাইতেছেন।

আমার ফুলে দুর্গন্ধ নাই,—সে অশ্লীলতা দোষে দূষিত নহে। তবে আমার ফুল যাদব বাবুর কাছে আকাশকুসুম—তাঁহাকে অসম্ভব বোধ হইয়াছে। আপাততঃ যাহা অসম্ভব বোধ হয়, কাল ক্রমে তাহা সম্ভবপর বোধ হইতে পারে। সম্প্রতি যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া হঠাৎ কিছুই পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। কলম্বস্ যখন প্রথম আমেরিকা আবিষ্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। রাজসভা পণ্ডিত-মণ্ডলে মণ্ডিত, বহু প্রাজ্ঞ জনে সমাকীর্ণ; কিন্তু কেহই তাঁহার পৃষ্ঠপূরক হন নাই। বরাবর তাঁহার দুর্জ্ঞেয় সূত্রকে সকলেই যদি তুচ্ছলাচ্ছীল্য করিতেন, তবে আজি আমেরিকার নাম গন্ধও কেহ পাইতেন না। আবার গণিত-শাস্ত্র-বিশারদ আর্য্যভট্টের মনোবেদনা দেখুন। তিনি পৃথিবীর আহ্নিক গতি নিরূপণ করিলেন,—অশাস্ত্রীয় কথা! কোন্ হিন্দুর প্রাণে সহ্য হয়? চতুর্দ্দিকে সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, আজি ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ববেত্তা পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করেন। গ্যালিলিও সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, দ্রব্যের গুরুত্ব হেতু উহা নিম্নে পতিত হয় না। সকলে উহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে পাইসা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। কিন্তু সেই গ্যালিলিও-প্রণোদিত মতের এখন সকলেই আদর করিতেছেন। অতএব দেখুন, আপাততঃ কোন মত অসঙ্গত বোধ হইলে তাহাতে অনাস্থা প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। আমার মত লোকসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞজনোচিত কর্ম্ম করিয়াছেন। কোন বিষয় গোপন করিয়া

রাখিলে কস্মিন্ কালে তাহার ভ্রম সংশোধন হয় না। প্রতিবাদকারী আমার অপেক্ষা অধিক প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হন, ভালই ত; ছোট বড় লইয়া সংসার; এবং পরস্পরের আনুকুল্যে এই অসীম বিশ্বব্যাপার চলিতেছে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক যাবতীয় কাজ পরস্পরের সহানুভূতি-সাপেক্ষ। ছোট বড়র সাহায্য লইতেছে; দরিদ্র ধনীর সাহায্য লইতেছে। দুর্ব্বল বলবানের সাহায্য লইতেছে; মূর্খ পণ্ডিতের সাহায্য লইতেছে। যিনি এ প্রকার সাহায্যের প্রার্থী নন, কস্মিন্ কালে তাঁহার উন্নতি হয় না। আমার মতটী সাধারণের নিকট প্রকাশ করায় এই উপকার হইয়াছে যে, যদি উহা অসিদ্ধ ও ভ্রমাত্মক হয়, বিজ্ঞ জনে সে ভ্রম দূর করিয়া দিতে পারিবেন।

যাদব বাবু বিদ্যানুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হইয়া সম্পাদকের প্রতি কেন দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। কেহ কোন নূতন কথা কহিলেই তার সর্ব্বনাশ। এই দোষে ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে। জ্যোতিষে, চিকিৎসাশাস্ত্রে যে কোন বিদ্যায় বল,—একবার যে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আর দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই; তাহা হইলেই ধর্ম্মে প্রত্যবায় ঘটিবে। এ সকল কুসংস্কারের দিন ত গিয়াছে!—ভারতে এখন ত আর সে সূর্য্য উদয় হয় না! এখন সকলেই অনায়াসে আপন মত প্রকাশ করিতে পারেন, সকল বিষয়েই কথা কহিতে পারেন, রাজনীতি সম্বন্ধেও বুক মেলিয়া কথা কহিতেন,—আজ দুদিন কেবল পারেন না,—মুখে বল্‌গা পড়িয়াছে। যাদব বাবু দেখিয়াছেন,—কল্পত্রুমেও তিনি মুদ্রাযন্ত্র আইনের অনেক টুকু আভাস আনিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই বহু লোকগর্ভ ভারতবর্ষ নানা বিদ্যারত্নের আকর। আজি আবার ইংরাজি বিদ্যার চর্চ্চায় সে খনিস্থ মণিখণ্ডের অন্তর্নিহিত সুদৃশ্য অঙ্গরাগ প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে। মণির উপরিস্থিত কুসংস্কার-মালিন্য পরিষ্কৃত হইতেছে। স্বর্ণলঙ্কায় সোণা সস্তা, রাত্রি দিন চৌদিকে দুর্দ্দান্ত নিশাচরগণ ফিরিতেছে; নিরবচ্ছিন্ন রাবণের চিতা জ্বলিতেছে; কাণে অঙ্গুলি দিয়া সেই প্রবল হুতাশনের ধুধু শব্দ শুনিতাম। কিন্তু আর সে কনক লঙ্কায় সোণা নাই; নিশাচরের সঙ্গে আর কাহারও সাক্ষাৎ হয় না; রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গিয়াছে,—কনকলঙ্কার হৃদয়ে আর সে চিহ্ন

নাই। এখন নরমাংসভুক-রাক্ষসপুরী মানুষের সৌধমালায় সুসজ্জিত হইয়াছে।"

অনেক বিষয়েই আমরা ইংরাজি শিক্ষার কাছে ঋণী। ইংরাজি শিক্ষা অনেক বিষয়েই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। এখন চক্ষুর ঝাপ্সা দৃষ্টি অনেক টুকু কাটিয়াছে,—আর এক চক্ষে শাস্ত্রাদি পড়িতে শিখিয়াছি। এখন কোন বিষয়ের উপর উপর পড়িলে মনের তৃপ্তি জন্মে না,—তাহার গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে;—এ গুলি ইংরাজি শিক্ষার ফল। মহাভারত, রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ,—এই মত পূর্ব্বভুক্ত নির্ম্মাল্য, আজি এ কথার নূতন সৃষ্টি হয় নাই। অনেক দিন হইতে জর্ম্মণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড; এবং পরিশেষে ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজে এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। টেলর, হুইলর প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ মহাভারতকে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু কর্ণেল রেইন তদ্বিপরীত মতের পক্ষপাতী। ভারতীয় গ্রন্থাবলীতেও এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করা হইয়াছে। আজি কালি আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহাভারতকে প্রাচীন বলেন, কেহ কেহ আবার সে মত স্বীকার করেন না। ফলতঃ পুরাতন ইতিহাস এখন কেহ যে নির্ব্যূঢ়রূপে সপ্রমাণ করিবেন, তাহা কখন সম্ভাবিত নহে।

অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত মহাভারত একত্র মেলন করিলে দৃষ্ট হয়, কোন কোন খানিতে বাল্মীকির নাম এক কালে নাই, আবার কোন কোন খানির এক এক স্থলে আছে। তদ্ভিন্ন আর একটী কৌতুক দেখা যায়—কোন পুস্তকের আদিপর্ব্বে বাল্মীকির নাম আছে, সভাপর্ব্বে নাই; কোন খানির সভাপর্ব্বে আছে (১) বনপর্ব্বে নাই। আবার কোন

---

(১) অসিতো দেবলঃ সত্যঃ সর্পিমালো মহাশিরাঃ।
অর্ব্বাবসুঃ সুমিত্রশ্চ মৈত্রেয়ঃ শুনকোবলিঃ।
মোম্বাই মুদ্রিত পুস্তকে। সভাপর্ব্বে ৪ অঃ। ১০

অসিতো দেবলঃ সত্যঃ সর্পমালো মহাশিরাঃ।
অর্ব্বাবসুঃ সুমিত্রশ্চ বাল্মীকিঃ শুনকোবলিঃ।
হস্তলিখিত পুস্তক ঐ ঐ

অসিতো দেবলঃ সত্যঃ সর্পমালো বেদশিরাঃ।
অর্ব্বাবসুঃ সুমিত্রশ্চ জাবালিঃ শুনকোবলিঃ।
হস্তলিখিত পুস্তক ঐ ঐ

খানির বনপর্ব্বে আছে, ভীষ্মপর্ব্বে নাই। বাল্মীকি নামের এই প্রকার গোলযোগ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ঐ নামটী যত্ন পূর্ব্বক কেহ মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকের সংখ্যা সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পুস্তক খানিতে ১০ হাজার, কোন খানিতে ১৫ হাজার আবার কোন খানিতে ২২ হাজার পর্য্যন্ত শ্লোক নাই। প্রতিজ্ঞাত লক্ষ শ্লোক ত কোন পুস্তকেই নাই।

এক এক খানি হস্তলিখিত পুস্তকে বাল্মীকির নাম এককালে নাই; কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে আছে, ইহার কারণ কি? মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশকেরা অনেকগুলি পাঠ মেলন করিয়া শ্লোক সঙ্কলন করেন, অতএব যেখানে যে নূতন শ্লোকটী, নূতন পাঠটী পাইয়াছেন তাহার সংগ্রহ করিয়াছেন, সে কারণ মুদ্রিত পুস্তকে প্রায় শ্লোকের ন্যূনতা ও পাঠান্তর ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তথাচ, আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে প্রায় দশ সহস্র শ্লোক নাই। আমার নিকট বোম্বাই নগরের মুদ্রিত পুস্তক আছে। তাহাতেও অনেক শ্লোক পাওয়া যায় না। মুদ্রিত যন্ত্র চলিত না থাকায় প্রাচীন পুস্তকাদি বড় বিশৃ-ঙ্খলাবস্থায় পড়িয়াছিল; মহাভারতের যে কি দুর্গতি হইয়াছিল তাহা বলি-বার নহে। পরে বিক্রমাদিত্য রাজার রাজত্বকালে তাঁহার সভাসদ্‌গণ মহা-ভারত সংগ্রহ করিয়া সংশোধন করেন। তৎকালে অনেক নূতন নূতন পাঠ উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এখন মুদ্রিত পুস্তক সর্ব্বত্র সুলভ ও প্রচলিত, অতএব মুদ্রিত পুস্তকধৃত পাঠ লইয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কোথায় একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে বাল্মীকির নাম নাই, তাহা বগলে লইয়া বিচার করিতে যাওয়া হয় না।

উপরের লিখিত বাল্মীকির নাম লইয়া এই গোল—এক কারণ গেল। তদ্ভিন্ন, মহাভারত ও রামায়ণের ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলনা করিয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা রামায়ণকে নবীন পুস্তক স্থির করিয়া গিয়াছেন। আমি যখন প্রথম পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করি, তৎকালে এ বিষয়ে আমার কিছুই মনোযোগ ছিল না। অতঃপর রামায়ণ ও মহাভারত বারম্বার যত

এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বিস্তর পাঠান্তর দেখা যায়। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রকাশিত, সংস্কৃত কালেজের পুস্তকে আসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকে এবং বোম্বাই নগরের মুদ্রিত পুস্তকের সভাপর্ব্বের আরম্ভে বাল্মীকির নাম নাই। কিন্তু কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে আছে, সেই পাঠ উপরে উদ্ধৃত হইল।

পড়িতে লাগিলাম,বাল্মীকি ততই ব্যাস অপেক্ষা আধুনিক কবি বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাহার কারণ প্রথম প্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে। গুরুতর বিষয়ের পাঁচ সাত জনে বিচার করিলে সত্যকে অধিকক্ষণ অপলাপ করা যায় না,—নিগূঢ় তত্ত্বটুকু শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে। আমার প্রস্তাবের যে যে স্থল অপরিস্ফুট ছিল, যাদব বাবুর প্রতিবাদে তত্তৎস্থল পরিষ্কার ও বিশদ হইয়া পড়িবে।

প্রতিবাদকারী মহাশয় বলেন যে,আমি মহাভারত ও রামায়ণের আদ্যোপান্ত না পড়িয়া একটা অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছি। কেবল আমাদের কথা কেন?—বাঙ্গালার মুটে মজুর দোকানী পসারী পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থদ্বয়ের আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে;—একবার নয়, বারম্বার পড়িয়াছে। তাহারা মূল পুস্তকের কথা না বলিতে পারুক, কিন্তু উভয় পুস্তকের স্থূল স্থূল বিবরণগুলি জানে; মহাভারতে রামোপাখ্যান আছে, ইহা তাদেরও অবিদিত নাই। মহাভারত ও রামায়ণ আমি একবার পড়িয়াছি, যখন আবশ্যক হয় আবার পড়ি। যাবৎ অনুসন্ধেয় বিষয়ের সমাধান না হয়, বারম্বার পড়িতে থাকি; মনের তৃপ্তি জন্মিলে অধ্যয়ন ত্যাগ করি। যাহাতে আমার দৃষ্টি নাই, তদ্বিষয়ে কথা কহিবারও অধিকার নাই,—অনধিকার চর্চ্চা আমরা ঘৃণাকর জ্ঞান করি, তাহাতে আমাদের প্রবৃত্তি যায় না।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা অবতীর্ণ হইতেছি। কিন্তু পূর্ব্বেই এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক,—আমরা যুক্তিসম্মত বিচার করিব। ভবিষ্যদ্বাক্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। কেহ অমর হইলেন, কেহ লক্ষ বৎসর বাঁচিলেন, কেহ দশ হাজার বৎসর বাঁচিলেন, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি না। মনু বলেন, সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু চারি শত বৎসর ছিল, ত্রেতাযুগে তিন শত বৎসর, দ্বাপরে দুই শত বৎসর এবং কলিতে লোকের আয়ুষ্কাল এক শত বৎসর মাত্র—

অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
(২) কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ। ১।৮৩

(২) মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকাকার কুল্লূকভট্ট, আয়ুষ্কাল পরিসংখ্যা বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া এই শ্লোকের মত এইরূপে রক্ষা করিতেছেন—

ধর্ম্মবশাদধিকায়ুষোঽপি ভবন্তি তেন দশ বর্ষসহস্রাণি রামোরাজ্যমকারয়দিত্যাদ্যবিরোধঃ। শতায়ুর্বৈপুরুষ ইত্যাদি শ্রুতৌ শতশব্দো বহুত্বপরঃ কলিপরো বা।

এ কথাও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হয় না। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ"—এই শ্রুতি বাক্যের আমরা সম্মান করি। যাদব বাবু দ্বিতীয় প্রতিবাদপত্রে লিখিয়াছেন, "বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে লোকের যে প্রকার দীর্ঘ পরমায়ু ছিল—ইত্যাদি" তদানীন্তন লোক যতই দীর্ঘায়ু লাভ করুন, কিন্তু শত বৎসর পুরুষায়ু ইহা শ্রুতিসম্মত বাক্য। অন্যত্র যে দীর্ঘায়ুর কথা দেখা যায় তাহা যুগবিশেষের প্রশংসাবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে যদি কেহ দেড় শত কিম্বা ততোধিক কাল জীবিত থাকেন, সে কাদাচিৎক ঘটনা, তাহা কখন নিয়ম মধ্যে পরিগণিত নহে।

বাল্মীকি ও ব্যাসের নাম পুরাণাদিতেই দৃষ্ট হয়; অতএব তাঁহারা কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহাও পুরাণাদি দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। আমার প্রথম প্রস্তাবে লিখিত ছিল—"রামায়ণের উপাখ্যান মধ্যে যদি কিছু প্রকৃত ঘটনা থাকে, তাহা মহাভারতের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ব্যাস স্বীয় কাব্যে চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার কিছু পরে বাল্মীকি রামের ইতিহাস দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিলেন এবং তাহা ভাব রস ও ছন্দে সুশোভিত করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত করিলেন।" যাদব বাবু ইহাতে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিতেছেন—

> "ভারত যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে রামায়ণ বর্ণিত অদ্ভুত ব্যাপার
> ঘটিয়াছিল, কিন্তু লেখকাভাবে বর্ণিত হয় নাই।
> পরে শত কি সহস্র বৎসরান্তরে কুরু পাণ্ডবের
> যুদ্ধ ঘটনা হইল, বেদব্যাস সেই ঘটনা গ্রন্থাকারে
> প্রকাশ করিলে সেই সময় মহর্ষি বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত
> হইয়া উহা পাঠ করিলেন, তখন গ্রন্থ প্রণয়নে
> তাঁহার বাসনা হইল, কিন্তু কি লিখিবেন? তখন
> অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলে কি ঘটনা হইয়াছিল,
> তাহাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া রামায়ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন।
> লেখকের কি চিন্তাশক্তি বলিহারি যাই!"

আত্মবিস্মৃতি সকলেরই আছে। কাহারও ভুল চুক হইলে আমরা তাহা দেখাইয়া দিই,—ইহাই যথার্থ সুহৃদের কাজ। আমরা সেই ভ্রম লইয়া

এইরূপ কৃতার্থ করিয়া কুলভট্ট সকল দিক রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন অস্বাভাবিক বিষয় কেহই বিশ্বাস করিবেন না।

আমোদ করি না, পরিহাস করি না। বোধ করি প্রতিবাদের ঐ অংশটুকু লিখিবার সময় যাদব বাবুর মন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হইয়াছিল; কেন না, রামায়ণের আদ্যোপান্ত পড়িয়া তিনি গোড়ার প্রথম পংক্তির সংবাদ রাখেন না, এ তো কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। রামায়ণের প্রথম পত্র খুলিলেই দৃষ্ট হয়—

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাম্বরং।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবং।
১।১।১

তপোনিরত বেদবিৎ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনি কি জিজ্ঞাসিলেন?—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্? ইত্যাদি
১।১।২

সম্প্রতি ভূতলে কে বিলক্ষণ গুণবান্ বীর্য্যবান্? ইত্যাদি

বাল্মীকির বাক্যাবসানে দেবর্ষি নারদ উত্তর করিতেছেন—

ইক্ষাকুবংশপ্রভবোরামোনাম জনৈঃ শ্রুতঃ। ইত্যাদি
ইক্ষাকু-বংশ-সম্ভূত রামনামে লোক প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি

পাঠক! দেখুন, নারদেরই মুখে বাল্মীকি প্রথমে রামায়ণ বৃত্তান্ত শুনিলেন। কিয়ৎকাল পরে লোক পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন—

বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ। ইত্যাদি
১।২।৩৩

নারদের মুখে ধীমান রাম বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছ তাহা বর্ণনা কর, যাহা তুমি এখন জান না (তাহা জানিতে পারিবে।—পরের শ্লোকে আছে)

বাল্মীকি তখন কি করিলেন?—

স যথা কথিতং পূর্ব্বং নারদেন মহাত্মনা
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্মুনিঃ। ১।৩।৯

পূর্ব্বে মহাত্মা নারদ রঘুবংশের কথা যেরূপ লিখিয়াছিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি মুনি সেইরূপ লিখিলেন।

পাঠক! দেখুন, নারদের মুখে রামায়ণোপাখ্যান শুনিয়া বাল্মীকি তাহা কাব্যাকারে প্রকাশ করিয়াছেন কি না? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ভবিষ্যদ্বাক্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। যদি বলেন রামের জন্ম পরিগ্রহের বহুকাল পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তাঁহার কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বিশেষতঃ বালকাণ্ডের চতুর্থ সর্গের ১৮ শ্লোকে দৃষ্ট হয়;—

চিরনির্ব্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।

বাল্মীকির আশ্রমে কুশীলব বিশুদ্ধ তান লয় স্বরে এমন সুমিষ্ট গান করিতেছেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—অনেক দিনের ঘটনা এখন যেন প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছে।

ইহার দ্বারা স্পষ্ট জানিতে পারা গেল,—রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হয় নাই।

বাল্মীকি নারদ সংবাদ হইতে কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত হইতে পারে? (৩) ইহার মধ্যে যদি কিছু সত্য বিবরণ থাকে, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত

(৩) টীকা। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিলে রামায়ণের ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিবেচিত হয়। কারণ, ব্রহ্মার অধস্তন চতুর্থ পুরুষে আমরা রাবণকে দেখিতে পাই; কিন্তু ব্রহ্মা হইতে কতদূরে রামচন্দ্রকে পাওয়া যাইতেছে দেখুন—

(১) ব্রহ্মা; (২) কশ্যপ; (৩) সূর্য্য; (৪) মনু; (৫) ইক্ষ্বাকু; (৬) বিকুক্ষি; (৭) পরঞ্জয়; (৮) অনেনাঃ; (৯) পৃথু; (১০) বিশ্বগশ্ব; (১১) আর্দ্র; (১২) যুবনাশ্ব; (১৩) শ্রাবস্ত; (১৪) বৃহদশ্ব; (১৫) ধুন্ধুমার; (১৬) দৃঢ়াশ্ব; (১৭) বার্য্যাশ্ব; (১৮) নিকুম্ভ; (১৯) সহতাশ্ব; (২০) কৃশাশ্ব; (২১) প্রসেনজিৎ; (২২ যুবনাশ্ব-দ্বিতীয়; (২৩) মান্ধাতা; (২৪) পুরুকুৎস; (২৫) ত্রসদস্যু; (২৬) সম্ভূত; (২৭) অনরণ্য; (২৮) পৃষদশ্ব; (২৯) হর্য্যশ্ব; (৩০) সমনা; (৩১) ত্রিধন্বা; (৩২) ত্রয্যারুণ; (৩৩) সত্যব্রত; (৩৪) হরিশ্চন্দ্র; (৩৫) রোহিতাশ্ব; (৩৬) হরিত; (৩৭) চঞ্চু; (৩৮) বিজয়; (৩৯) রুরুক; (৪০) বৃক; (৪১) বাহু; (৪২) সগর; (৪৩) অসমঞ্জা; (৪৪) অংশুমান; (৪৫) দিলীপ-প্রথম; (৪৬) ভগীরথ; (৪৭) শ্রুত; (৪৮) নাভাগ; (৪৯) অম্বরীষ; (৫০) সিন্ধুদ্বীপ; (৫১) অযুতাশ্ব; (৫২) ঋতুপর্ণ; (৫৩) সর্ব্বকাম; (৫৪) সুদাস; (৫৫) মিত্রসহ; (৫৬) অশ্বক; (৫৭) মূলক; (৫৮) দশরথ-প্রথম; (৫৯) ইলিবিল; (৬০) বিশ্বসহ; (৬১) দিলীপ-দ্বিতীয়; (৬২) দীর্ঘবাহু; (৬৩) রঘু; (৬৪) অজ; (৬৫) দশরথ-দ্বিতীয়; (৬৬) রামচন্দ্র। (বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ। ৩। ৪ অধ্যায়)

মতান্তরে দ্বিতীয় দিলীপের পুত্র রঘু।

ব্রহ্মা হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষে রাবণকে দেখা যায়; কিন্তু ব্রহ্মা হইতে অধস্তন ছয়

বুঝিতে পারি—রাম রাবণের যুদ্ধ তৎকালীন বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া পরিচিত হয় নাই, এবং তাহা বাল্মীকি জন্মপরিগ্রহের অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, সে কারণ রামায়ণপ্রণেতা লোকজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ হইয়াও রামচরিত অবগত ছিলেন না। নারদের মুখে শুনিয়া তবে তিনি তদ্বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।

যাদব বাবু বলিয়াছেন—"ভারতযুদ্ধের বহু পূর্ব্বে রামায়ণ-বর্ণিত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু লেখকাভাবে বর্ণিত হয় নাই।" ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। মহাভারতের ক্ষুদ্র শকুন্তলা উপাখ্যানটী লইয়া কালিদাস ভূমণ্ডলে কি অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন! নৈষধ চরিত, কিরাতার্জ্জুনীয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? মাঘের এত রস কোন্ রসসাগরের প্রণালী? দেখুন, সেই চন্দ্রবংশের অক্ষয় ভারত-ভাণ্ডার সেই অজস্র সুধারাশি ঢালিয়া দিয়াছে;—সেই খান হইতে এত কাব্যের সৃষ্টি।

ষষ্টিপুরুষে রাম দৃষ্ট হন। যদি বলেন, ইক্ষ্বাকু ও পুলস্ত্য এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাহাতেও বিবাদভঞ্জন হয় না! কারণ, ইক্ষ্বাকু হইতে চব্বিশ পুরুষ নিম্নে এবং রামচন্দ্র হইতে চল্লিশ পুরুষ উর্দ্ধে, সম্ভূতের পুত্র অনরণ্যকে রাবণ যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিলেন—

পুরুকুৎসো নর্ম্মদায়াং ত্রসদস্যুমজীজনৎ। এসদস্যু-সুতঃ সম্ভূতঃ,
ততোহনরণ্যস্তং রাবণো দিগ্বিজয়ে জঘান।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪।৩।১২

নর্ম্মদার গর্ব্তে, পুরুকুৎসের ঔরসে ত্রসদস্যু নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ত্রসদস্যুর পুত্র সম্ভূত। সম্ভূতের পুত্র, অনরণ্য। রাবণ দিগ্বিজয় কালে তাহাকে নিহত করেন।

অতএব যে রাবণ, অনরণ্যের সময় জীবিত ছিলেন, তিনি কখনও রামের সময় জীবিত থাকিয়া সীতা হরণ করিতে পারেন না।

এদিকে আবার চন্দ্রবংশীয়দের পুরুষপরম্পরা গণনা করিলে আমরা যুধিষ্ঠিরকে ব্রহ্মা হইতে একান্ন পুরুষে দেখিতে পাই।—বিষ্ণুপুরাণ ৪ র্থ অংশ। ৬ অধ্যায় হইতে ২০ অধ্যায় পর্য্যন্ত দেখ। ইহাতে মোটামুটী এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, যে চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় রাজারা এক সময়েই ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিদিগের বর্ণনায় তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। যিনি যখন যে বংশের কথা লিখিয়াছেন, সেই বংশকে অশেষ গুণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথমে কোন কবি একটী রাজবংশ বর্ণনা করিয়া গেলেন; তৎপরবর্ত্তী কবি আবার নিজ বর্ণনীয় রাজবংশের গৌরব বাড়াইতে গিয়া তাহাকে অনেক প্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এই জন্য সময়ের অত্যন্ত গোল হইয়া পড়িয়াছে।

রামায়ণের ঘটনা যদি বেদব্যাসের পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, তবে তদ্বিবরণ মহাভারতে থাকিতে পারে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহাভারতে রামোপাখ্যান যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, বাল্মীকিকৃত রামায়ণ বৃত্তান্ত ঠিক তদনুরূপ বটে; কিন্তু ব্যাসের সময়ে আচারগত যে দোষ দেখাইয়াছি, এখানেও তাহা দৃষ্ট হইতেছে। বালিবধের পর, সুগ্রীব ভ্রাতৃবধূ তারাকে লাভ করিলেন,—

হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধাং প্রত্যপদ্যত।
তাঞ্চ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেশ্বরাং॥

বনপর্ব্ব। ২৮০ অঃ। ৩১ (পুস্তকান্তরে ২৭৮ অঃ)

বালী হত হইলে সুগ্রীব, কিষ্কিন্ধা রাজ্য এবং
পতিহীনা চন্দ্রমুখী তারাকে লাভ করিলেন।

বাল্মীকির পুস্তকে এ প্রথা অবলম্বিত হয় নাই। তৎকালে মনুষ্যরুচি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি দেবরহস্তে বিধবা ভ্রাতৃবধূ অর্পণ করিতে পারেন নাই।

উপরে দর্শিত হইয়াছে যে, রামাবতারের অনেক দিন পরে বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এখন দেখি আসুন, আমরা কোথায় মহর্ষির সাক্ষাৎ পাই। রাম জন্মগ্রহণ করিলে অনেক দিন পরে বাল্মীকি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় নাই; কেবল এই কথায় বাল্মীকিকে আধুনিক কবি বলা যায় না। এ নিতান্ত হাল্কি প্রমাণ,—তৃণবৎ লঘু। তবে ইহাতে উপকার এই,—তৃণবৎ লঘু প্রমাণটী তুলিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করি;—দেখি, বায়ুর গতি কোন্ দিকে;—ভগবান্ বাল্মীকি কোন্ দিকে ঢলিয়া পড়েন, বুঝিয়া লই।

আমাদের পৌরাণিক বিবরণ এত জটিল যে, তন্মধ্য হইতে সত্যটুকু বাছিয়া লওয়া বড় দুষ্কর ব্যাপার। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে তৃতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে,—পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত অষ্টাবিংশতি জন ব্যাস জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই নারায়ণের অংশ। এক একজন ঋষি এক এক দ্বাপরে বেদ সঙ্কলন করিয়া বেদব্যাস নাম পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ব্যাস কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, কেবল উপাধিমাত্র (ব্যস্যতি বেদান-বি+অস+ঘঞ।) ভৃগুকুল সম্ভূত ঋক্ষ,—অতঃপর যিনি বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে বেদব্যাস হইয়াছিলেন।

ঋক্ষোঽভূত্তার্ণবস্তস্মাৎ বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে। ৩। ৩। ১৮

অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হন।

জাতুকর্ণোঽভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ॥ ৩। ৩। ১৯

বিষ্ণুপুরাণের মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অপেক্ষা বাল্মীকি পুরাতন ব্যক্তি। কিন্তু এতদ্দ্বারা রামায়ণের মত খণ্ডিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণানুসারে বাল্মীকি ত্রেতাযুগে উৎপন্ন হন নাই, তিনি অন্যতম একটি দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ রাজার রাজত্বকালে পরাশর, মৈত্রেয়কে বিষ্ণুপুরাণ কহিতেছেন, এদিকে আবার সহস্র বৎসর পরের কথা,—নন্দরাজারও বিবরণ রহিয়াছে, অতএব বিষ্ণুপুরাণ যত প্রাচীন তাহা এই বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণের মত এই গেল। আবার মহাভারতে দৃষ্ট হয়,—

ঋষিমুখ্যাঃ সদা যত্র বাল্মীকিস্ত্বথ কশ্যপঃ।
আত্রেয়ঃ কুণ্ডজঠরো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ॥
অসিতো দেবলশ্চৈব মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজোবশিষ্ঠশ্চ মুনিরুদ্দালকস্তথা॥
শৌনকঃ সহ পুত্রেণ ব্যাসশ্চ তপসাম্বরঃ।
দুর্ব্বাসাশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠো জাবালিশ্চ মহাতপাঃ॥
এতে ঋষিবরাঃ সর্ব্বে ত্বৎপ্রতীক্ষাস্তপোধনাঃ।
বনপর্ব্ব। ৮৫ অঃ। ১৯, ২০, ২১, ২২।

এই সমস্ত ঋষিগণ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখুন,—

ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকং যদা।

যখন ব্যাস, বাল্মীকিকে পুরাণসূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই দুই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বাল্মীকি ও ব্যাস এক সময়ে জীবিত ছিলেন। "কিন্তু যিনি ত্রেতাযুগে রামায়ণ লিখিয়াছেন, তিনি সমস্ত দ্বাপরযুগ জীবিত থাকিয়া কলির ছয় শত বৎসর পরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন না।

যাদব বাবু দ্বিতীয় প্রতিবাদে বলিয়াছেন—" পাঠক! এক্ষণে বিবেচনা

করুন, যিনি বীরসেনের প্রাদুর্ভব কালে কি তৎপরে হরিবংশ পর্ব্ব রচনা করিলেন, তিনি কি কখন রামচরিত রচয়িতার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন ?"

আমরাও তাই বলিতেছি—পাঠক! এখন বিবেচনা করুন, যিনি ত্রেতাযুগে রামায়ণ লিখিলেন, তিনি কি কলিতে জীবিত থাকিতে পারেন ?

আমরা দুঃখিত হইলাম, যাদব বাবু বিদ্যানুরাগী হইয়াও পুরাণের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া লন নাই। তিনি হরিবংশ সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছেন, সেটী ঠিক কথা ধরিয়াছেন; কিঞ্চিৎ সমাহিত চিত্তে বিচার করিলে উক্ত পুস্তকের নবীনত্ব প্রমাণ করিতে পারিতেন। আমাদের এই অল্প স্থানে এককালে সকল কাজ হইয়া উঠে না।

আমরা দেখিতে পাই, যেখানে মুনি ঋষির সভা হইয়াছে, সেই খানেই প্রসিদ্ধনামা ঋষিগণ উপস্থিত আছেন। বিশ্বামিত্র, অত্রি, প্রভৃতি ঋষিগণ সকল সময়ে সকল স্থানেই আছেন, মহাভারতেও তাঁহাদিগকে দেখা যায়, রামায়ণেও তাঁহাদিগকে দেখা যায়,—আবার হিন্দুজাতির পৈতৃক ধন,—প্রাচীন ঋগ্বেদ, সেখানেও তাঁহারা আছেন। অবিস্ফুট জটিল ঋগ্বেদের ভাষা, আর পৌরাণিক ভাষা—কত বিভিন্ন! বৈদিক ভাষা সত্যযুগের আর্য্যদিগের আদিম ভাষা; সে যেন গুটিকাস্থিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিহীন কৃমিবৎ। পৌরাণিক ভাষা আর্য্যদিগের অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও উন্নত অবস্থাপন্ন। এ যেন গুটিকানির্গত সুদৃশ্য প্রজাপতি,—আপনার পরিচ্ছদ-গরিমা বিস্তার করিতেছে। এ ত এক জন্মান্তরের কথা,—এক মন্বন্তরে এ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তবে দেখুন, যে ঋষি ঋগ্বেদে আছেন, তিনি কি কখন মহাভারতে বা রামায়ণে থাকিতে পারেন ? আমরা দেখিতে পাই, বিখ্যাত ঋষিদিগের নাম অনেক স্থানে একত্র সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ে কোথায় বর্ত্তমান ছিলেন, তৎপ্রতি কিছুই অনুধাবন করিয়া দেখা হয় নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ঐ সমস্ত ঋষি কখন একত্র মিলিত হন নাই, সভা বা যাগাদির গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এখন পুরাণবিশেষে ব্যাস ও বাল্মীকির নাম মাত্র দেখিয়া আমরা ভুলিব না। বাল্মীকি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ দ্বারা তাহা স্থির করিতে হইয়াছে।

রাম মিথিলা হইতে যখন কোশলরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন, পরশুরাম

আসিয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিয়াছিলেন। এ বৃত্তান্ত রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, রামলীলা বাল্মীকির অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। অতএব রামায়ণকার পরশুরামের বহুদিন পরে জন্ম লইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। পরশুরাম ও বাল্মীকি উভয়েই ভৃগুবংশ সম্ভূত। আদি (১) ভৃগুমুনি, (২) তৎপুত্র শুক্র, (৩) তৎপুত্র শৌষ্কল (৪) তৎপুত্র ঔর্ব্ব (৫) তৎপুত্র ঋচীক (৬) তৎপুত্র জমদগ্নি, (৭) তৎপুত্র পরশুরাম। অতএব ব্রহ্মা হইতে অষ্টম পুরুষে আমরা পরশুরামকে দেখিতে পাইতেছি। কোন কোন মতে বাল্মীকি চ্যবন মুনির সন্তান। কিন্তু তিনি ভৃগুপুত্র চ্যবনের সন্তান হইতে পারেন না। কারণ, তাহা হইলে পরশুরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি ভৃগুকুলোদ্ভব অন্য কোন চ্যবনের সন্তান হইবেন।

বাল্মীকি পরশুরামের পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ কথা নির্ব্বিবাদে সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি বলেন, পৃথিবীতে অনেকগুলি পরশুরাম ছিলেন, তাঁহারা অনেকবার ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করেন। এ আপত্তি কেহ করেন—করুন; আমাদের তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা যে পরশুরামের নামোল্লেখ করিলাম, ভৃগুবংশের তিনিই প্রথম পরশুরাম এবং তাঁহারই বৃত্তান্ত রামায়ণে গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে কোনই আপত্তি নাই।

আবার খ্যাতি পক্ষে ভৃগুবংশ দেখুন; ধাতা, বিধাতা, মৃকণ্ডু, মার্কণ্ডেয়, বেদশিরা, এই পুত্র পৌত্রাদির মধ্যেও বাল্মীকি নাই। যাহা হউক, বাল্মীকিকে পরশুরামের পরবর্ত্তী লোক অবশ্যই স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবেই তিনি অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মা হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষেরও নিম্নে আসিলেন।

এদিকে আবার দেখুন, আদি (১) বশিষ্ঠ, (২) তৎপুত্র শক্তি, (৩) তৎপুত্র পরাশর, (৪) তৎপুত্র ব্যাস। এখানে ব্রহ্মা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে ব্যাসকে দেখিতেছি।

পুনর্ব্বার দেখুন, বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিলে অনেক দিন (৪) পরে বরু-

(৪) আমরা এখানে কথায় কথায় বংশাবলীর প্রমাণ তুলিয়া পাঠককে বিরক্ত করিলাম না। তাহাতে অনর্থক প্রস্তাবটী স্থূল হইয়া উঠিবে। পাঠক! ভাগবত, বহ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ দেখিবেন, এ সম্বন্ধে বিস্তর সন্ধান পাইবেন।

ণের যজ্ঞে ব্রহ্মার হৃৎপদ্ম হইতে ভৃগুমুনি উৎপন্ন হন। এই প্রবাদ সত্য না হউক, বশিষ্ঠের বহুকাল পরে ভৃগুমুনি যে জন্ম লইয়াছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। এখন পাঠক! স্থির করুন বাল্মীকি হইতে উর্দ্ধতন কত পুরুষ পূর্ব্বে ব্যাস ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাদব বাবু এখন অবশ্যই স্বীকার করিবেন, রামায়ণ-লেখক অপেক্ষা মহাভারত-লেখক প্রাচীন লোক।

আমরা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি, মহাভারতমধ্যে বাল্মীকির নাম কেহ যত্নপূর্ব্বক সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্যাসের গ্রথিত নহে। শাস্ত্রকারেরা ও পুরাণলেখকেরা নিজ মতের গৌরব বাড়াইবার জন্য স্ব স্ব লিখিত পুস্তক প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। কেহ নিজের লিখিত পুস্তকে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম সংযোগ করিয়া দেন, কেহ স্বরচিত শ্লোক অন্যের পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন,—এ প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উত্তরকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে মিলিত করা হইয়াছে, অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। অধিক দূর যাইতে হইবে কেন? সে দিন কলিকাতার শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন চোরপঞ্চাশৎ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। তৎপরে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঐ অনুবাদ রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে এমন কৌশলে গাঁথিয়া দিয়াছেন যে, অনেকেই ঐ অনুবাদকে ভারতের কৃতি বলিয়া জানেন।

মহাভারত একখানি ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ পুস্তক। (Historical Magazine) উহার সমগ্রভাগ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত নহে। উত্তরকাণ্ড যেমন রামায়ণের সঙ্গে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, মহাভারতেও সেইরূপ উত্তরোত্তর অনেক অভিনব বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্ব পাঠ করুন, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, উহা একজনের রচিত নহে। আবার স্বর্গারোহণপর্ব্ব দেখুন, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, মহাভারতের ঐ সকল অংশ এমন সময়ে গ্রথিত হইয়াছে যৎকালে এখনকার মত পুরাণ পাঠের প্রথা হিন্দুসমাজে চলিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মহাভারতের সমগ্র অংশ ব্যাসের রচিত নহে, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দেখুন, বৃহস্পতিপত্নী তারার গর্ভে বুধ জন্মগ্রহণ করেন। সেই বুধ হইতে ৪৭ সাতচল্লিশ পুরুষ পরে যুধিষ্ঠিরাদি অব-

তীর্ণ হন। এ দিকে দেখুন, বশিষ্ঠ হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষে ব্যাস জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তিনি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে পারেন না। কাজেই পাণ্ডবদিগের ইতিহাস ব্যাসের রচিত নহে।

ব্যাস প্রথমে, বেদ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সংকলন করিয়া একখানি মহা-ভারত রচনা করেন। তাহাতে উপাখ্যান ভাগ ছিল না।

উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

আদিপর্ব্ব ১০৫

তৎপরে ২৪ হাজার শ্লোক সম্বলিত আর একখানি মহাভারত রচনা করেন। তাহাতে কিছু কিছু উপাখ্যান ছিল।—

উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমং।

চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাং।

আদিপর্ব্ব ১০৩

তৎপরে আবার ষাট লক্ষ শ্লোক সম্বলিত আর একখানি ভারত রচনা করেন,—

ষষ্টিং শতসহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাং।

আদিপর্ব্ব ১০৭

পাঠক! দেখুন, উত্তরোত্তর মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা কেবল বাড়িয়া আসিতেছে। ঐ অতিরিক্ত শ্লোকগুলি কি স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সংযো-জিত করিয়াছিলেন? না,—তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য কবিরা নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া মূল গ্রন্থে গাঁথিয়া দিয়াছেন? মহাভারতেই তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে,—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।

অখ্যোস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।

আদিপর্ব্ব ২৬

পৃথিবীতে কোন কোন কবি এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এখ-নও কোন কোন কবি বর্ণনা করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য কবি বর্ণনা করিবেন।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, বেদব্যাস প্রথমে সর্ব্বতত্ত্ব সার সংগ্রহ জ্ঞানগর্ভ একখানি সংহিতা রচনা করেন। উত্তরকালে

* অন্যান্য ঋষিগণ তাহাতে বিস্তর অভিনব বিষয় ক্রমশঃ সন্নিবেশিত করিয়া আসিতেছেন।

সর্ব্বশেষে ষাট লক্ষ শ্লোকাত্মক যে মহাভারতখানি রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক স্বর্গে প্রদত্ত হইয়াছে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব লোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক পঠিত হয়। মর্ত্ত্যে এক লক্ষ শ্লোক আছে।

এ কথার মর্ম্ম আর কিছুই নহে। কালক্রমে অন্যান্য ঋষিগণ মহাভারতের কোন কোন শ্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। মর্ত্ত্যে অদ্যাপি এক লক্ষ শ্লোক থাকিবার কথা লিখিত হইয়াছে।

একশতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতং। ১০৯।

কিন্তু কোন পুস্তকেই এক লক্ষ শ্লোক দৃষ্ট হয় না। আবার পর্ব্ব সংগ্রহে যেরূপ শ্লোক সংখ্যার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাও গণনা করিলে ৯৮৪৭৭ শ্লোকের অধিক হয় না।

বর্ত্তমান প্রচলিত মহাভারত ব্যাসের যে রচিত নহে, তাহার আর কয়েকটী প্রমাণ দেখুন। মহাভারতের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে দেখা যায়,—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওঁ নমঃ পিতামহায়।

ও নমঃ প্রজাপতিভ্যঃ। ওঁ নমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়।

ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার। পিতামহকে নমস্কার।

প্রজাপতিদিগকে নমস্কার। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে নমস্কার।

দেখুন, মহাভারতের সমস্ত অংশ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচিত হইলে তিনি আপনাকে আপনি সমস্কার করিবেন কেন? ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহাভারতের অধিকাংশ স্থল অন্যান্য ঋষিদিগের রচিত এবং তাঁহারা ব্যাসের পরবর্ত্তী লোক। শিক্ষাগ্রন্থেও আমরা এইরূপ একটী কৌতুক দেখিতে পাই! শিক্ষাগ্রন্থখানি, পাণিনির রচিত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত। কিন্তু, উহাতে গ্রন্থকার পাণিনিকে প্রণাম করিতেছেন—

* প্রস্তাবলেখক পূর্ব্ব ক্রমাগত বালী-তারা-বৃত্তান্তটী প্রথমে আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিতে লেখেন; কিন্তু আমরা যে সময়ে তাঁহার পত্র প্রাপ্ত হই, তখন উহা মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ঐ অংশ টুকু উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই। অতএব পাঠকগণ ঐ অংশটী পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিবেন। ক—স।

যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ।

অতএব, শিক্ষাগ্রন্থখানি পাণিনিরচিত নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহাভারতের প্রারম্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নমস্কারবাক্য দেখিয়া প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠকেও শঙ্কিত হইতে হইয়াছে। তিনি ভয়ে ভয়ে এ কথার এই শৈলী করিয়াছেন যে, আপনার ব্রহ্মভাব জানিয়া লেখক "কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় নমঃ" এই কথা লিখিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গে সমাঞ্জসা রাখিবার নিমিত্ত, "পিতামহায় নমঃ" এই অংশের অর্থ করিতেছেন যে, ব্যাসের পিতামহ বশিষ্ঠকে নমস্কার। এটী শৈলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যাসের পিতাও একজন প্রসিদ্ধ ঋষি। ব্যাস পিতাকে প্রণাম না করিয়া এককালে পিতামহকে প্রণাম করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি বলিতে পারি না। বস্তুতঃ, গ্রন্থকারের সে অভিপ্রায় নয়।

"পিতামহায় নমঃ"। গ্রন্থকার ইহার দ্বারা লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়াছেন। এই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। ব্যাস মূল সংহিতার রচয়িতা, সে কারণ গ্রন্থকার ব্যাসকেও প্রণাম করিয়াছেন। আত্মাকে ব্রহ্মভাবে ব্যাস আপনাকে আপনি প্রণাম করিতেছেন, ইহা কখনই সুসঙ্গত নহে।

আবার মহাভারতের আর এক স্থলে দেখুন—

মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তিকাদি তথা পরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥
আদিপর্ব্ব ৫২।

কাহারও মতে স্বস্তিবাচন হইতে, কাহার মতে আস্তিক উপাখ্যান হইতে, কাহারও মতে উপরিচর আখ্যান হইতে মহাভারত আরম্ভ হইয়াছে।

সমগ্র মহাভারত ব্যাসের রচিত হইলে গ্রন্থারম্ভ লইয়া মতভেদ কেন হয়? কোন স্থল হইতে মহাভারত আরম্ভ হইয়াছে, ব্যাস স্বয়ং সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার বাক্য অলঙ্ঘ্য ও অভ্রান্ত হইত, তাহাতে কাহারও অশ্রদ্ধা জন্মিত না, মতভেদও হইত না। কিন্তু মহাভারতের সমস্ত ভাগ ব্যাসের গ্রথিত নয়, সুতরাং মতভেদও ঘটিয়াছে। যাহা হউক, মহাভারত একজনের রচিত নয়, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল।

বাল্মীকি রামায়ণকে প্রাচীন গ্রন্থ—ত্রেতাযুগের সংকলন এই বলিয়া পরিচয় দিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সে কারণ তিনি স্বপ্রণীত পুস্তকের কোন স্থানে মহাভারতের নামোল্লেখও করেন নাই। ক্রমে বহুকাল অতীত হইয়া গেল, রামায়ণ পুরাতন হইয়া আসিল, তখন লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত ভুলিলেন—রামায়ণকে ত্রেতাযুগের ইতিবৃত্ত বলিয়া মানিতে লাগিলেন। অতঃপর সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার মানসে কেহ কেহ মহাভারতে মহর্ষি বাল্মীকি ও তৎপ্রণীত রামায়ণের নাম সন্নিবেশ করিয়া দিলেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড গাঁথিয়া দিয়া লোকের বিশ্বাসার্থ বালকাণ্ডে একটী শ্লোক রচিয়া দেওয়া হইয়াছে—

চতুর্ব্বিংশ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা স্বর্গগতান্ পঞ্চষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ১। ৪। ২

হরিবংশ খিলও মহাভারতে সংলগ্ন করিয়া আদিপর্ব্বে একটী শ্লোক রচিয়া দেওয়া হইয়াছে—

খিলেষু হরিবংশশ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্ত্তিতং। ৩৭৯।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পরবর্ত্তী যে যে ঋষি মহাভারতে অভিনব শ্লোক রচিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাই কুরু পাণ্ডুবংশের বিবরণ লিখিয়াছেন। এই সকল ঋষি অনেকে বাল্মীকির পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

প্রথমে মহাভারতের নাম বেদ ছিল। পরে এই সংহিতার ও বেদ চতুষ্টয়ের গুরুত্ব পরীক্ষায় মহাভারত অধিকতর গুরু হইল, সে কারণ উহার নাম মহাভারত। ভরত বংশের আখ্যান আছে বলিয়া মহাভারত নাম হয় নাই।

পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতং।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোহ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।

ভারত সংহিতায় বেদাদি শাস্ত্রের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে (ভারঃ বেদাদিশাস্ত্রেভ্যোপি সারাংশঃ অস্ত্যস্য ত) সে কারণ উহার নাম মহাভারত। আবার পরবর্ত্তী ঋষিরা যখন উহাতে ভরত বংশাখ্যান বর্ণনা করিলেন, তখন তৎকারণেও ঐ গ্রন্থের নাম মহাভারত রাখিলেন। (স্বর্গারোহণপর্ব্ব।)

মহাভারত ও রামায়ণের রচনা সম্বন্ধে যাদব বাবু বলিয়াছেন—বাল্মীকি কাব্য লেখক। তিনি অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া, ভাল ভাল শব্দগুলি বাছিয়া

ভাবে ও রসে ঢল ঢল করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রচনা অবশ্যই মার্জ্জিত হইবে। কিন্তু, ব্যাস পুরাণকার, তাঁহাকে অনেক গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছিল, সে কারণ তাঁহার রচনার পারিপাট্য হয় নাই। এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু, আমরা ভাবচাতুর্য্য, শব্দ-বিন্যাসের ছটা ও কবিত্বের কথা বলি নাই (গ)। আমরা রচনার বিশুদ্ধতার কথা বলিয়াছি। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র রায়ের রচনার সঙ্গে এখনকার একজন নিকৃষ্ট কবির ভাষার তুলনা করুন, কত পার্থক্য উপলব্ধ হইবে।

"শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবা।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবা।"
"বাছুনি নিছুনি লয়ে মরি।"
"গণেশ পাখাজু পাণি।"
"সোঙরি পুরহর।"

এখন কেহ যদি পর্ব্বতপ্রমাণ পুস্তকরাশি রচনা করেন, তাঁহারও প্রবন্ধে "যাবা" "পাবা" "নিছুনি" "পাখাজু" "সোঙরি" প্রভৃতি দৃষ্ট হইবে না; নিতান্ত নিকৃষ্ট কবিও এমন শব্দ ব্যবহার করিবেন না।

আত্মনে পদীস্থানে পরস্মৈপদী ও পরস্মৈপদী স্থানে আত্মনে পদী প্রয়োগের পৃথক কথা। কবিতার ভাব রস ও প্রসাদগুণের সঙ্গে সে দোষের সংস্রব নাই। মহাভারতে আর্ষপ্রয়োগের বাহুল্য দেখা যায়। সুতরাং রামায়ণ অপেক্ষা উহা যে প্রাচীন এতদ্দ্বারা তাহাই প্রতীত হইতেছে।

পঞ্চপাণ্ডবে মিলিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্যবহারটী আমাদের চক্ষে গর্হিত ও লজ্জাজনক লাগিতেছে। যাদব বাবু বড় কৌতুককর কারণ দর্শাইয়া যুধিষ্ঠিরের দোষ ক্ষালন করিয়াছেন। তিনি

(গ) যাদব বাবু আর কথা বলিয়াছেন যে, কালিদাস অল্প কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীহর্ষের কাব্যসংখ্যা অধিক। সে কারণ, কাব্যাংশে বিচার করিলে শ্রীহর্ষ অপেক্ষা কালিদাস শ্রেষ্ঠ।

আমরা কাব্যের দোষ গুণ দেখিতে চাই না, ভাষার বিশুদ্ধতাই আমাদের বিচারস্থল। যাহা হউক, যাদব বাবু নৈষধেরও ভাষা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করেন নাই। কালিদাস মহাকবি ছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীহর্ষের শব্দবিন্যাস ছটা কালিদাস অপেক্ষা প্রশংসনীয়। বহুকালের একটি প্রবাদ আছে যে,

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।

বলেন,—যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে দুইটী মহৎ উদ্দেশ্যের উপর সবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।” তাহার একটী, “মাতৃদোষাপনয়ন”। অপরটী “ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতা বন্ধন।”

মাতৃদোষাপনয়ন কি?—কুন্তী ও মাদ্রী পরপুরুষোপগত হইয়াছিলেন, পাছে তাঁহাদিগকে কেহ অসতী বলে সে কারণ পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এ যুক্তি আমরা অনেক দিন হইতে জানি, শিশুকালে যখন পাঠশালায় পড়িতাম তৎকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। শিক্ষক মহাশয় অমন স্বভাব ত্যাগ করিতে কত উপদেশ দিতেন। একটী দুষ্কর্ম্ম ঢাকিবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে আর একটী দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়, দুঃশীল বালকে তাহা বেশ জানে। শ্যাম আমার দোয়াতটী চুরী করিত,—গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিতাম! শ্যাম চুরী ঢাকিবার জন্য আবার একটী মিথ্যা বলিত; কুকর্ম্ম গোপন করিবার এ একটী ভাল উপায়—কণ্টক নহিলে কণ্টক বাহির হয় না। অতএব কুন্তীর অসতীপনা ঢাকিবার নিমিত্ত পাঁচজনে মিলিয়া দ্রৌপদীকেও যে অসতী করিয়াছিলেন, সে সদ্যুক্তিই হইয়াছিল,—কিন্তু সুবিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে নয়। ব্যাস তাঁহার চরিত্র চিত্র করিতে গিয়া,—কই!—তেমন তুলী টানেন নাই। ধর্ম্মপুত্র পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি,—ঔদার্য্যগুণের অবতার! আমরা চেষ্টা করিলাম,—যাদব বাবু যেমন শিখাইলেন, সেই চক্ষে যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে যত্ন করিলাম;—কই, দেখিতে ত পাইলাম না। আমরা আবার চেষ্টা করিলাম;—ও যে নয়নপথে—শকুনি; কই যুধিষ্ঠিরকে ত দেখিলাম না।

যাদব বাবু আর একটী কারণ দেখাইতেছেন যে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতা বন্ধনের নিমিত্ত পঞ্চভ্রাতায় এক দ্রৌপদীর পতি হইয়াছিলেন। আমরা প্রত্যহ চক্ষুর উপর দেখিতে পাই, একটী বিষয়ের যত অধিক অংশীদার, ততই সেখানে অধিক কলহ কচ্‌কচি,—নিকটে কাণ পাতিবার যো থাকে না। লোকে কথায় বলে, সাজার মা গঙ্গা পায় না।

অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিলে আলাপ হয়। যাদব বাবুর সঙ্গে এতক্ষণ অনেক কথা কহিলাম, তাঁহার সঙ্গে তবে আমার আলাপ হইয়াছে। এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি আর তিনি রাগ করিবেন না।— ভাল, যাদব বাবুদের গ্রামে কোন পুরুষের কি দুটা বিবাহ নাই? দুসতিনীতে কেমন বনে? স্বামীর হাড় এক জায়গায় মাস

এক জায়গায় হয় না? রাত্রিদিন সে গৃহে রাবণের চিতা জ্বলিতে থাকে না?

আমরা ত দেখিয়াছি, যেখানে একটী স্বামীকে দুই ভার্য্যায় বাঁটিয়া লইয়াছে, সেই খানেই ঘোর অনর্থ ঘটিয়াছে। এক ভার্য্যার অধিক পতি হইলে আবার ততোধিক বিপদ। শিশুকাল হইতে পাণ্ডবদিগের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, তাই রক্ষা, নতুবা এই বিবাহই অকুণ্ডের কুণ্ড জ্বালিয়া দিত। তথাপি ইহাতে এককালে কোন অনিষ্ট যে ঘটে নাই তাহা নহে। এই বিবাহ হেতু অর্জ্জুনকে দ্বাদশবর্ষ বনবাসে থাকিতে হইয়াছিল। ভাই বল, বন্ধু বল, আত্মীয় জন বল, পাঁচ জন থাকিলে ভালবাসাও সকলের সঙ্গে সমান হয় না। দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে অধিক ভাল বাসিতেন, সেই পাপে তিনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পান নাই।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে পাণ্ডবদের কাহারও বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া জ্যেষ্ঠের হস্তে দ্রুপদকুমারীকে সমর্পণ করিতে পারিতেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ লক্ষ্য বিঁধিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলে কৌরবপতির হাতে দ্রৌপদীকে অর্পণ করিতেন। অতএব যিনি লক্ষ্য বিঁধিবেন, তাঁহাকেই বিবাহ করিতে হইবে এমন নিয়ম ছিল না। সে স্থলে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ হইলে কিছুতেই অসদৃশ দেখাইত না। কিন্তু, ব্যাস কি করিবেন, তাঁহার সময় তেমন মার্জ্জিত হয় নাই। তিনি যা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাই শোভা পাইয়াছিল।

যাদব বাবু লিখিয়াছেন—রাম লক্ষ্মণাদি বিমাতার পুত্র, কিন্তু পাণ্ডবেরা এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডবেরা সহোদর নন, তাহা সকলেই জানেন। অতএব এটী যাদব বাবুর ভ্রম নয়, অমনোযোগিতামাত্র, সে কারণ এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাই না।

উভয় পক্ষের নির্ব্বাসন পক্ষে যাদব বাবুর মতে পাণ্ডবদের বনবাসের কারণ অধিক স্বাভাবিক। তিনি বলেন,—চতুরঙ্গ ও অক্ষক্রীড়ার সৃষ্টি রাজাদের জন্যই হইয়াছিল। খেলার সময় অত্যন্ত জেদ জন্মে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অতএব তৎকালে সকলি ঘটিতে পারে। কিন্তু দশরথ রাজা বৃদ্ধ বয়সে সামান্য নারীর ছলনায় রামকে বনবাস দিবেন, ইহা সম্ভব নহে।

এই স্থলটীর মীমাংসার জন্য কাহারও পাণ্ডিত্য চাই না, পাঁজি পুঁতিরও প্রয়োজন নাই। যাদব বাবু সদর দুয়ারে গিয়া হীরু দাসীকে একবার

জিজ্ঞাসা করুন,—, হাঁ গা! রাই বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে এ দিকে গেলেন যে? গায়ে কাপড় নাই, মুখখানি শুকানো শুকানো, যেন দুদিন কিছু খান নাই!" শুনিবেন, হীরু তখনি উত্তর দিবে—কে জানে বাপু! আজ দুদিন ওদের সব কি হয়েছে। ছোট মা আজ যা ইচ্ছে কতগুলা বলিলেন; কর্ত্তাটী সেখানে ছিলেন একবার বারণও করিলেন না। বড় মা আজ দুদিন কিছু খান নাই। রাই বাবু ত বাটী হতে চলে গেলেন, কর্ত্তাটী কিছুই বলিলেন না।

যাদব বাবু আশঙ্কা করিয়াছেন—দশরথ বৃদ্ধ বয়সে সামান্য স্ত্রীর ছলনায় ভুলিবেন কি না। আমরা বলিতেছি,—তিনি বিলক্ষণ ভুলিবেন, উঠিতে বসিতে ভুলিবেন "যে আজ্ঞার চাকরের" ন্যায় হুজুরে হাজির থাকিবেন। একে দ্বিতীয় পক্ষ, তাহে বৃদ্ধবয়সের যুবতী ভার্য্যা,—আর কি কথাটী আছে? ইতিহাসে পড়ুন, স্ত্রীলোকের ব্রত-কথায় শুনুন, লোকের মুখে গল্পে শুনুন, রাত্রিদিন নিজের চক্ষে প্রত্যক্ষ করুন—ধনীর ঘরে দেখিবেন, দরিদ্রের ঘরে দেখিবেন; পণ্ডিতের ঘরে, মূর্খের ঘরে; সভ্যের ঘরে, অসভ্যের ঘরে; গৃহস্থের ঘরে, বাবাজির আকড়ায় সর্ব্বত্রই দেখিবেন ছোট স্ত্রী মাথার মণি,—গলার কণ্ঠহার। সংসারে দ্বৈস্ত্রীক ব্যক্তির যদি কেহ পর থাকে,—সে বড় স্ত্রীর সন্তান; যদি কাহারও প্রতি বিষদৃষ্টি থাকে,—সে বড় স্ত্রীর সন্তানের প্রতি। সংসারে মৃত্যু নিশ্চিত আর নিশ্চিত বৃদ্ধ বয়সে ছোট স্ত্রীর সঙ্গে গাঢ় প্রণয়। যদি মৃত্যু কখন অসম্ভব হয়, বৃদ্ধবয়সে দশরথ ছোট রাণীর ছলনায় ভুলেন নাই তাহাও অসম্ভব হইবে। যাদব বাবু দেখান, নেসাখোর বয়াটে ভিন্ন কয় জন বুদ্ধিমান কৃতবিদ্য ব্যক্তি জুয়াখেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে? কয় জন খেলাতে স্ত্রী পর্য্যন্ত বাজি রাখিয়াছে?—একজনও নয়,—কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজনও নয়। কিন্তু, ছোট স্ত্রীর প্রতাপ দেখুন,—ঘর ঘর পাইবেন, সকল সম্প্রদায়ে দেখিবেন। (ঘ)

পরিশিষ্টে এইমাত্র বলিতেছি যে, মহাভারত এবং রামায়ণের আদ্যোপান্ত অবসরক্রমে আমরা কল্পক্রমে সমালোচন করিব। উভয় গ্রন্থ সম্বন্ধে যাবতীয়

(ঘ) যাদব বাবু প্রথম প্রতিবাদ পত্রের শেষে লিখিতেছেন যে, বাল্মীকি পৌরাণিক এবং ব্যাস স্মৃতিকার, সে কারণ ব্যাসের সময়ে আচার ব্যবহার গত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

এ কথার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পৌরাণিক লোকই হউন আর স্মৃতিকারই হউন। স্ব স্ব সময়ের আচার ব্যবহারের নিদর্শন গ্রন্থকারদের পুস্তকে অবশ্যই উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

ইতিতত্ত্ব তখন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। পাঠক! ঐ দুই গ্রন্থ উত্তমরূপে পড়ুন, উহার অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব উদ্ধৃত করুন আমাদের কথা প্রামাণিক বোধ হইবে। মহাভারত. রামায়ণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ অনেক প্রকার সংশয় প্রথম প্রথম মনে উদিত হইতে পারে, কিন্তু সদ্বিচারের কাছে সে সংশয় অধিকক্ষণ থাকিবে না।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন রক্ষাকালী পূজা হইতেছে। পূজা স্থানের সন্নিকটস্থ একটী রাস্তা দিয়া চারি জন লোক যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চক্ষু বস্ত্র দিয়া বাঁধা, সকলেই হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছিলেন এবং চক্ষু দুইটী বদ্ধ থাকায় গোরু বাচুর প্রভৃতি যাহার পদ শব্দ শুনিতেছিলেন মনুষ্য বোধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"বাবা বলে দে সেই রক্ষাকালী থানা কোথায়? আর ব্রাহ্মসমাজে যাইবার রাস্তাই বা কোন দিকে?" উপ ছুটিয়া গিয়া কহিল—"বাম দিকে, একটু বাম দিকে ঘেঁসে যাও।" তাঁহারা উপর কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন বাম দিকে ঘেঁসে যাইবেন অমি একটী সুগভীর নরদামার মধ্যে কয়েকজনে জটাপটি হইয়া পড়িয়া গেলেন। রাস্তার লোক করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! উহারা কারা? আর বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বাঁধা কি কারণে?

বরুণ। উহাঁরা কয় জনেই ব্রাহ্ম, এজন্য হিন্দু দেবমূর্ত্তি চক্ষে দেখেন না। কিন্তু কপাল ক্রমে ঠিক ব্রাহ্মসমাজে যাইবার পথে রক্ষাকালী পূজা হইতেছে, পাছে দেখিতে হয় এই আশঙ্কায় চকে কাপড় বেঁধে যাইতেছিলেন। উপ নষ্টামি করে পথ বলিয়া দেওয়ায় নরদামার মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

ব্রহ্মা। উঃ কি গোঁড়ামি।

এখান হইতে দেবগণ. ২।১ জন বাঙ্গালির সুন্দর সুন্দর বাড়ী ঘর দেখিতে.দেখিতে খঞ্জনপুরে বর্দ্ধমানের মহারাজের বাড়ীর দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ" এ বাড়িটী কাহার? এমন সুন্দর বাড়ীতে লোক জনের সমাগম নাই কি কারণে?

বরুণ। এ বাড়ীটী বর্দ্ধমানের মহারাজের। লোকের মনে বিশ্বাস আছে এই বাড়ীতে ভূতে বাস করে। কোন ব্যক্তি ইহাতে বাস করিলে ভূতের হাতে প্রাণ হারায় (১)।

পিতামহ হাস্য করিয়া কহিলেন "রজনী আগতপ্রায় আমরা আর কোথায় বাসার অনুসন্ধানে ফিরিব; চল এই রাজবাটীতেই আশ্রয় লই। এই কথায় সকলে সম্মত হইলে দেবতারা সে রাত্রি সেই ভূতের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিলেন।

প্রাতে উঠিয়া সকলে গঙ্গাস্নানে চলিলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন একটী সুন্দর অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্র চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন "বরুণ! এ বাড়ীটী কাহার?"

বরুণ। জঞ্জেল নামক এক জন নীলকর সাহেবের বাড়ী। জঞ্জেল ভাগলপুরের মধ্যে একজন বিখ্যাত জমীদার।

ব্রহ্মা এই সময় জলে নামিয়া স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া দ্রুত পদে পালাইতে লাগিলেন। দেবগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া কহিলেন "পিতামহ! পলাচ্চেন কেন?"

ব্রহ্মা। আমি ভাই নীলকর সাহেবদের বড় ভয় করি। জানি কি একে নীলকর তাহাতে আবার জমীদার ধরে নিয়ে গিয়ে যদি নীল বুনিয়ে নেয়!

বরুণ। না না ইনি অতি সৎ ও ভদ্র লোক। যাহা হউক, যখন আপনার ভয় হইয়াছে চলুন অন্য ঘাটে স্নান করিয়া আসি।

দেবগণ স্নান করিয়া আসিবার সময় দেখেন বৃহৎ বৃহৎ আকারের গোরু সকলকে লইয়া রাখালেরা চরাইতে যাইতেছে। আমাদের অহিফেনপ্রিয় পিতামহ সেই সমস্ত হৃষ্ট পুষ্ট পর্ব্বতাকার গাভিসকলকে দেখিয়া এক দৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। বরুণ তদ্দৃষ্টে হাস্য করিয়া কহিলেন "ঠাকুর দা কি দেখচেন?"

ব্রহ্মা। এমন সুন্দর গোরু ত কোথাও দেখি নাই। ভাল এরা দুদ দেয় কত করে?

বরুণ। প্রায় ৮। ১০ সের।

(১) গত বৎসর বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর এই বাড়ীতে আসিয়া প্রাণত্যাগ করায় লোকের মনে ঐ কুসংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ বল কি? বরুণ! আমাকে একটা কিনে দেও না? মঙ্গলা বুড়া হওয়ায় আর ত তেমন দুদ দিতে পারে না, একটা ভাগলপুরে গাই স্বর্গে নিয়ে যাই।

বরুণ। কিনে দিতে পারি কিন্তু নিয়ে যাবেন কেমন করে? কলিকাতা পর্য্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ত সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, আমি আপনাকে অন্য এক সময়ে একটী গোরু কিনিয়া দিয়া আসিব।

দেবগণ বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া মাজিষ্ট্রেট জজ এবং কমিশনরের আফিস দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই ভাগলপুর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়। এ গৃহটী আদালত সমূহের গৃহগুলি অপেক্ষা সুন্দর।

ইন্দ্র। বরুণ প্রত্যেক স্থানেই একটী না একটী বিদ্যালয় দেখিলাম। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্চে এই সব বালক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কাজ কোথায় পাবে।

বরুণ। ইহার মধ্যে তোমার আশঙ্কা হইল? কলিকাতায় গিয়া দেখবে বিদ্যালয়ে বালকদিগের গাঁদি লেগেছে। ইহাদের জন্য তোমার আশঙ্কা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; বিধতা অবশ্যই একটা না একটা উপায় করিয়া দেবেন। অভাব পক্ষে ইহারা ইংরাজি কথা বলতে বলতে ঘাস কেটে এনেও করে খেতে পারবে।

কিছু দূরে যাইয়া তাঁহারা দেখেন একটা গ্রাম প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা রহিয়াছে। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! সম্মুখে দেখা যাচ্চে ঐ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানটী কি?"

বরুণ। ভাগলপুরের সেণ্ট্রাল জেল। ইহা একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা। জেলখানার মধ্যে প্রায় এক শত বিঘা জমি আছে। জেল মধ্যে অনেক কয়েদী খাটিতেছে এবং তাহাদের দ্বারা কলে কম্বল প্রস্তুত হইতেছে।

এই সময় দেবগণ দেখেন দূরে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়া গোলযোগ করিতেছে। তাঁহারা গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানে যাইয়া দেখেন একটী কুৎসিত যুবার সহিত একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছে। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভরণ, গাত্রের রং বস্ত্রমধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় সুন্দরী কোন উচ্চবংশ সম্ভূত। কারণ লোকের

জনতায় লজ্জায় মুখ হেট করিয়া এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যেন পৃথিবীর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে—তুমি দ্বিধা হও প্রবেশ করি।

পুলিষ সাহেব বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মা তুমি কে?—এই দুষ্টই বা কে? ইহার চেহারাতে ইহাকে ত তোমার স্বামী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ ভণ্ড কি তোমায় প্রাণে নষ্ট করিয়া ঐ গাত্রাভরণ গুলি অপহরণ করিবার মানসে প্রতারণা করিয়া গৃহের বাহির করিয়া আনিয়াছে? বল, আমাকে পুত্রের ন্যায় সমস্ত বিষয় খুলিয়া বল, তদনুসারে দুষ্টের দমন করি এবং তোমাকে তোমার স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিই।

যুবতী তখন অনেক কষ্টে মৃদু মৃদু স্বরে কহিতে লাগিল—হুগলি জেলার কোন গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। আমার স্বামী বেশ একজন সঙ্গতিশালী ও বিখ্যাত জমীদার। তিনি আমাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কখন সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই। কখন মিষ্ট কথা বলা কিম্বা সহবাস করা তাহাও করেন নাই। বরং সময়ে সময়ে অকারণে তিরস্কার ও প্রহার করিতেন। আমি পরজন্মের পাপে এরূপ ঘটিতেছে ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম এবং দিন রাত কেঁদে কেঁদে দিন কাটাইতাম। এক সময় আমার অত্যন্ত পীড়া হইল বাঁচিবার কোন আশা রহিল না। মনে মনে ভাবিলাম আহা! যমের কৃপায় এই বার আমি সুখী হইব,—সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইব। কিন্তু যম এ হতভাগিনী, এ চিরদুঃখিনীকে নিলেন না। আমি ক্রমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠলাম। পথ্য করে বসে আছি এমন সময় দেখি একটী কনে বৌ গৃহের বাহিরে খেলা করিতেছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঝি, ও বৌটী কে?" ঝি কহিল মা ঠাকরুণ উনি যে তোমার সতীন। যখন ডাক্তারেরা তোমায় দেখে বলেন এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না, তখন বাবু হাসিতে হাসিতে বাটী থেকে গিয়া উহাকে বে করে এনেছেন।" এই কথায় মনে বড় দুঃখ হল,—ভাবলাম আত্মহত্যা করি। আবার ভাবলাম আত্মহত্যা মহাপাপ, যদি পাপই করতে হয় বাটী হতে পলাই কুলে কলঙ্ক রটুক। লোকে বলুক অমুক বাবুর স্ত্রী ভাগলপুরে ঘর ভাড়া করে রয়েছে। এইরূপ স্থির করিয়া বাটীর গমস্তার সহিত পলাইয়া এসেছি। পল্লীগ্রামের মূর্খ জমীদারদিগকে এই শিক্ষা দিতেছি যদি মান সম্ভ্রমের ভয় থাকে, বাগানে গিয়া বেশ্যা ও পানাসক্তি হইতে নিবৃত্ত হও; নচেৎ আমার মত তোমাদেরও গৃহিণীরা এই পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দেবে। কিন্তু তাও বলি—এক্ষণে গৃহের বাহির

হইয়া আসিয়া দুঃখেও বুক ফাটিতেছে, মনে মনে ভাবিতেছি এমন কুকর্ম্ম কেন করলাম, এ অপেক্ষা আমার যে আত্মহত্যা ছিল ভাল।" বলিয়া যুবতী কাঁদিতে লাগিল।

পুলিষ ও দর্শকবর্গ এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। দর্শকদিগের মধ্যে একজন কহিল "মাগী উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে।" আর এক জন কহিল "আমার ওরূপ হলে দুজনকেই কেটে ফাঁসি যেতাম।" একজন যুবা দর্শক অপর যুবাকে কহিল "গমস্তা বেটার কপাল ভাল নানালঙ্কার ভূষিত।" দ্বিতীয় যুবা কহিল "আমি ওরূপ জমীদার পেলে পেট ভাতায় চাকরী করি।" দেবগণ চাহিয়া দেখেন পিতামহ নিকটে নাই। অনুসন্ধান করিতে করিতে দেবতারা তাঁহাকে একটী বটবৃক্ষের তলে প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া দুর্গা নাম জপ করিতেছিলেন।

নারায়ণ ডাকিলেন "পিতামহ! পিতামহ! উঠুন।" ব্রহ্মা নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন "বরুণ! ও কি দেখলাম?"

বরুণ। আপনার সৃষ্ট বিশ্বরাজ্যরূপ রঙ্গভূমিতে দম্পতী ব্যবহার প্রহসনের অভিনয়। হাতে কলমে করেচেন কাজ না দেখলে হৃদয়ঙ্গম হবে কেন?

এখান হইতে দেবগণ জেলখানার উত্তরাংশে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই স্থানে গঙ্গাতীরে দুটী অদ্ভুত সুড়ঙ্গ আছে। দেবরাজ সুড়ঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ সকলকে লইয়া দেখাইতে চলিলেন।

সকলে উঁকি মারিয়া দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন বরুণ! এই সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়া গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যাইতেছে উহা কি?

বরুণ। অনেকে ইহাকে মুনিকোটর কহে। তাহারা কহে—পূর্ব্বকালে কোন মুনি এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন। আবার কতকগুলি লোকে কহে—ইহা দস্যুদিগের বাসগৃহ। ফলতঃ এখানে দস্যু থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, মুনিকোটর হওয়াই সম্ভব। কিছু দিন হইল এখানকার ভূতপূর্ব্ব জজ টি, স্যাণ্ডিস সাহেব ঐ গহ্বরদ্বয়ের উপরিভাগ ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। অনেকে এই গহ্বর আগ্রহ সহকারে দেখিয়া থাকেন।

এখান হইতে সকলে একটী বাজারে গিয়া তসর নির্ম্মিত খেস ও বাপ্তা নিজের নিজের জন্য এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য খরিদ করিয়া লইলেন। তৎপরে সকলে ষ্টেষণে যাইয়া দেখেন টিকিট দিবার বিলম্ব আছে; অতএব পরস্পরে গল্প আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন " বরুণ! ভাগলপুরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল ? "

বরুণ। ভাগলপুর অতি প্রাচীন সহর। নগরটী ভাগীরথীতীরে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে অনেকগুলি পল্লী ও বাজার আছে; হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই এখানে বাস করে, তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগই বেশী। সাধারণতঃ এখানকার লোকেরা অত্যন্ত অজ্ঞ, বদমায়েস এবং কুসংস্কারাপন্ন। একটী চলিত কথা আছে—ভাগলপুর্‌কা ভাগ্‌লিয়া, কাহাল গাঁওকা ঠগ, ঔর পাটনাকো দেউলিয়া, তিন মুলুক্কা জাদ।" চম্পাইনগর ভাগলপুরের পশ্চিমাংশের শেষ সীমা। ঐ স্থানে চাঁদের প্রতিষ্ঠিত বহুকালের একটী শিবলিঙ্গ আছে। কিন্তু তাঁহার পূজার কোন বন্দোবস্ত নাই। এখানকার কেল্লায় প্রায় ৯০০ শত আন্দাজ হিন্দু সিপাহী আছে (২)। এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করেন। তাঁহাদের সাধারণ উন্নতি কার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ নাই। সকলেই আপন আপন স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কিসে বড় হইব, স্ত্রীকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিব অনেকের প্রধান সংকল্প এই। নাচ তামাসায় অনেকে অনেক অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু দীন দুঃখী অনাথদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিবার সময় জগন্নাথ হন। এখানকার ২। ১ টী উকীল সাহেবী ধরণে বেড়াইতে ভাল বাসেন।

এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবতারা নলহাটির টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে যোগা অতিক্রম করিয়া কাহালগাঁ ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ! এ ষ্টেষণটীর নাম কি ?

বরুণ। এস্থানের নাম কাহালগাঁ। মহাবীর ভীমসেন ভীম-একাদশীর উপবাসের পর এই স্থানে পারণ করিয়াছিলেন। তিনটী সুন্দর সুন্দর পাহাড়

(২) কেল্লায় গত বৎসর পর্য্যন্ত ৯০০ শত হিন্দুস্থানী সেপাই ছিল। কিন্তু গ্রাহস্পর্শের দিন তাহারা কাবুলে যাওয়ায় অদ্যাপি ফিরিয়া আসে নাই। এক্ষণে এখানে আর সৈন্য থাকে না গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ করিবার মানসে কেল্লাটী উঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে রিজার্ভ পুলিষের এক শত আন্দাজ সেপাহি বাস করিতেছে।

উনানের ঝিঁকের ভাবে থাকায় লোকে বলে উহারই উপর তাঁহার রন্ধনাদি হইয়াছিল।

আবার ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে পীরপৈঁতি ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন " বরুণ! এস্থানের নাম কি?"

বরুণ। এস্থানের নাম পীরপৈঁতি। এখানে বুদ্ধদেবের মন্দির ইত্যাদি আছে। মুসলমানদিগের একজন সন্ন্যাসীকে এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। তাঁহার নাম অনুসারেই স্থানের নাম পীরপৈঁতি হইয়াছে। ঐ কবরটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানকার পান বড় বিখ্যাত।

এই সময় এক ব্যক্তি " চাই পান " চাই পান " শব্দ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ নারায়ণকে এক ঠোঙ্গা কিনিয়া দিলেন। নারায়ণ যখন ঠোঙ্গা খুলিয়া দেবগণকে এক একটী ভাগ করিয়া দিতেছিলেন, একপাল অসভ্য বেহারবাসী পোঁটলা পুঁটলি ঘাড়ে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের গাড়ির দ্বার ধরিয়া টানিতে লাগিল। উপ তাহাদিগকে উঠিতে নিষেধ করিলে সকলেই ঘাড় নাড়িয়া আস্ফালন পূর্ব্বক কহিল—" এ ছুছুর, হাম্‌ভি টিক্স লিয়া। কবি নেই উতরেঙ্গে। এক এক লার টিক্স লিয়া বাবা! তিন মাহিনাকো খোরাক হামলোককে এস্‌মে গিয়া। চাহে লাট সাহেব হোয়, চাহে নবাব হোয় কিছিকা বাৎ নেহি শুনেঙ্গে। (ঘাড় নাড়িয়া) টিক্স লিয়া বাবা!

উপ। উঃ! ঘাড় নাড়ার ধুম দেখ! আমরা অম্নি যাচ্চি নয়? যা, ঐ পাশের গাড়িতে উঠ্‌গে।

তাহারা পাশের গাড়িতে গ্লাস এবং গদিপাতা দেখিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত দল বলকে আদর করিয়া ডাকিতে লাগিল—" এ, এ, শুকোন, এ ভাই শুকোন, ভাই সব জল্‌দি য়াও। কাঁচকো কামরা, ইস্কো পর গদ্দি হায়, মসলন্দ হায়, বড়া আরামমে যায়েঙ্গে। য়াও, য়াও, ভাইলোক সব জল্‌দি য়াও। "

এই প্রকারে সকলে একত্র হইয়া যেমন সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিতে যাইবে এক জন ফিরিঙ্গি " ইউ ড্যাম " বলিয়া ঘুসি চালাইল। ঘুসি খাইয়া তাহারা কহিতে লাগিল—" তুম মারনেকা কোন হায়? হাম লাল লাল টিক্স লিয়া, কভি নেই যাঙ্গে। "

এইরূপে গোলযোগ করিতে লাগিল। ট্রেণও তাহাদিগকে ফেলিয়া

চলিয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরে কহিতে লাগিল "ঔর বহুৎ গাড়ি যাওঙ্গে, উস বকৎ কোইকো বাৎ নাহি শুন্‌কে একদম কাঁচকো, গাড়িকো ভিতর ঘুস যাঙ্গে।"

এদিকে ট্রেণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সাহেবগঞ্জে উপস্থিত হইল। অম্নি এক জন বুড় চাপরাসী হাঁকিতে লাগিল—"সাহেবগঞ্জ" "সাহেবগঞ্জ" এ পূর্ণীয়া, কারাগোলা, দারজিলিং যানেওয়ালা, উতার।" "সাহেবগঞ্জ" "সাহেবগঞ্জ।"

ইন্দ্র। বাঃ! এ ষ্টেষণটী বড় সুন্দর। বরুণ! এস্থানের নাম কি?

বরুণ। এস্থানের নাম সাহেবগঞ্জ। এখানে রেলওয়ে কোম্পানীর ডিষ্ট্রীক্ট আফিষ আছে। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এস্থান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রেলওয়ে হওয়ার পর হইতে দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। ষ্টেষণের বাহিরেই ইংরাজ মহল। ইংরাজ মহলে রেলওয়ে গার্ডেরা বাস করিয়া থাকে। ইংরাজ মহলটী দেখিতে বড় সুন্দর। এই সাহেবগঞ্জের পার্শ্বেই বিখ্যাত সিক্রিগলি। সিক্রিগলিতে হুমায়ূনের সহিত সের সার একটি যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ স্থানের কেল্লার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবগঞ্জে অনেকগুলি বাঙ্গালী বাস করেন। তাঁহাদের স্বভাব সাধারণতঃ বড় মন্দ নহে। অনেক বাঙ্গালী বেশ্যাও এখানে আছে। অশুভক্ষণে চৌদ্দ আইন জারি হওয়ায় কলিকাতার যত বেশ্যা চারিদিকে পলাইয়া আসিয়া বিরাজ করিতেছে। সাহেবগঞ্জে অনেকগুলি মাড়োয়ারির বাস। তাহাদের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণজীর একটি মন্দির আছে। তদ্ভিন্ন মহাবীর হনুমানেরও ২।১ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রেলওয়ে কোম্পানীর একটি হাসপাতাল ও একটী ডাক্তার আছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! সাহেবগঞ্জে ত অনেকক্ষণ গাড়ি থাকে।

বরুণ। এই স্থানে সাহেবেরা খানা খেয়ে নেয়। সাহেবগঞ্জের পর পারে কারাগোলা। কারাগোলা দিয়া পূর্ণিয়া ও দারজিলিং যাইতে হয়। সাহেবগঞ্জের ঘাটে ষ্টিমারে উঠিয়া দুই ঘণ্টায় কারাগোলায় পৌঁছান যায়। পরে তথা হইতে গোরুর গাড়ির ডাকে পূর্ণিয়া এবং দারজিলিং যাইতে হয়।

এই সময় "সাঁং" শব্দে একটা হেচকা টান মারিয়া ট্রেণ হুপা হুপ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে মহারাজপুর অতিক্রম করিয়া তিন পাহাড়ে আসিয়া

উপস্থিত হইল। অমি চীৎকার শব্দে এক ব্যক্তি হাঁকিতে লাগিল—" তিন পাহাড় ", " তিন পাহাড় " এ রাজমহল যানেওয়ালা উতার " তিন পাহাড় " " রাজমহল। "

ব্রহ্মা। বরুণ! এ ষ্টেষণের নাম কি ?

বরুণ। এ স্থানের নাম তিনপাহাড়। তিনপাহাড় হইতে ব্রাঞ্চ রেলে রাজমহল যাওয়া যায়। বাঙ্গালাদেশে মোগল রাজত্ব সময়ে রাজমহল অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। আকবর বাদসাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ এই নগর নির্ম্মাণ করেন এবং সুজার সময় ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। এক সময় রাজমহল আয়তনে ও সৌন্দর্য্যে দিল্লীর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানেরা আকবর বাদসাহের সম্মানার্থ ঐ নগরকে আকবর নগর কহিত। এই রাজমহলেই ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ রাজা আকবরের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হন। রাজমহলের উত্তর পশ্চিমে যে স্থলে রাজমহল পাহাড় গঙ্গার তীরস্থ হইয়াছে, ঐ স্থানে তেলিয়াগড়ী নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল। এই দুর্গটীকে লোকে বাঙ্গালার দ্বার স্বরূপ জ্ঞান করিত। রাজমহলের পাহাড়ে পাহাড়িয়া নামক এক আদিম জাতি বাস করে। অদ্যাপি রাজমহলে অনেক বাড়ী ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইবার সময় অনেক পুরাতন গৃহাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশীর সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পাটনায় পলায়ন কালে এই স্থানে উপস্থিত হইলে এক ফকির তাঁহাকে ধৃত করিয়া দেয়।

ইন্দ্র। রাজমহলে যাইলে হয় না ?

বরুণ। রাজমহলে দেখিবার যোগ্য কিছুই নাই। ঐ স্থানে এসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কাছারি, সামান্য একটী হাঁসপাতাল ও জেল আছে। সিংহ-দালান নামে একটী পুরাতন দালানের কতকগুলি কাল পাথরের পিলার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উহার মধ্যে অসভ্য সাঁওতালেরা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া বাস করিয়া থাকে। দালানটী ৫০। ৬০ হাত দীর্ঘ ও ১০। ১২ হাত প্রশস্ত হইবে। উহার ছাদ খিলানের উপর ছিল, রাজমহলের বাজারে অনেকগুলি খাদ্য দ্রব্যের দোকান আছে। এখানকার অধিবাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, অত্যল্প মাত্র হিন্দু। নবাব-দেউরি নামক স্থানেরও অদ্যাপি ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে জুমা মসজিদ নামে একটী কাল পাথরের মসজিদ আছে। ঐ মসজিদ পূর্ব্বে অনেক বহু-

মূল্য প্রস্তরাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এক্ষণে আর নাই। এক্ষণে মসজিদ মধ্যে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি বাস করিয়া থাকে। মসজিদে পূর্ব্বে ফোয়ারা দ্বারায় গঙ্গাজল আনান হইত। এক্ষণে ফোয়ারাটীর চিহ্ন মাত্র আছে, কলগুলি লোকে লইয়া গিয়াছে। মসজিদের সন্নিকটস্থ উচ্চ ভূমির উপর বেগমদিগের বাসস্থান ছিল। এক্ষণে ঐ স্থানের ধ্বংসাবশেষের উপর লতা গুল্ম বিরাজ করিতেছে। ইহার সন্নিকটে অনেকগুলি কবর আছে। এখানে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ১০। ১২ জন বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। একটী মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, রাজমহলের তামাক বড় বিখ্যাত।

ট্রেণ আবার ছাড়িল। এবং হুপ হুপ শব্দে ধূম উদ্গার করিতে করিতে কয়েকটা ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া নলহাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি "নলহাটী" "নলহাটী" "এ মুর্শিদাবাদ জানেওয়ালা উতার" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

দেবগণ সেই শব্দ অনুসারে মোট ঘাটারি সহ নামিয়া গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। গেটের নিকট যাইয়া দেখেন টিকিট কলেক্টর এক জন অসভ্য বিহারিকে লইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি টিকিট চাহিতেছেন কিন্তু সে ব্যক্তি প্রাণান্তে দিতেছে না, বলিতেছে—"টিকিস কেউ দেঙ্গে! হাম কবি নেই টিকিস দেঙ্গে। তোমারা বিশ্বয়াস না হোয় তো হামারা সাৎ চল, হাম যাহাসে লিয়া হায় মোকাবেলা কর দেং।"

টিকিট কলেক্টর দেখিলেন এ ব্যক্তি সহজে টিকিট দিবে না অগত্যা "পুলিষ ম্যান" "পুলিষ ম্যান" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তখন সে পরিধেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত কোমর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বত্রিশ বন্ধন মুক্ত করিয়া টিকিট খানি খুলিয়া বাহির করিল এবং টিকিট কলেক্টরের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। দেবতারাও নিজ নিজ টিকিট দিয়া গেটের বাহিরে যাইলেন এবং একটী দোকানে জলযোগ করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "অতি প্রত্যূষে এই গাড়ী আজিমগঞ্জে যাইয়া থাকে। আপাততঃ চল আমরা গাড়ীর একটি কামরাতে শয়ন করিয়া নিশা যাপন করি।"

এই কথায় সকলে সম্মত হইলে দেবগণ গাড়িতে উঠিয়া দেখেন এক একটী ক্লাশ যেন ঘোড় দৌড়ের মাঠ। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বসিবার জন্য কোন বেঞ্চ প্রভৃতি নাই। যাহা হউক তাঁহারা মেজেতে শতরঞ্চি বিছাইয়া

শয়ন করিলেন। এবং জ্যোৎস্নার আলোকে এক এক খানি গাড়িতে কতগুলি করিয়া আড়া মট্‌কা লাগিয়াছে হিসাব করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যূষে বরুণ যাইয়া কয়েকখানি টিকিট খরিদ করিয়া আনিলেন। ক্রমে এক খানি কল আসিয়া গাড়িতে লাগিল। বরুণ কহিলেন "সকলে পিতামহকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাক। কারণ এই গাড়ি যাইবার সময় কখন নিম্নে নামিবে কখন ঊর্দ্ধে উঠিবে অতএব সেই সময় উনি না হঠাৎ পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এই কথায় সম্মত হইয়া দেবগণ পিতামহকে ধরিয়া বসিলেন। গাড়িও গজেন্দ্র গমনে "খ্যাঁচাৎ" "খ্যাঁচাৎ" "খ্যাঁচাৎ" "খ্যাঁচাৎ" শব্দ করিতে করিতে ছলিতে আরম্ভ করিল। নারায়ণ হাস্য করিয়া কহিলেন "বরুণ" এ গাড়ি কি ঘুটের জ্বালে চলে?

কিছু দূরে যাইলে উপ কহিল "রাজা কাকা, আমার বড় পেটের পীড়া হইয়াছে আর থাক্‌তে পারচি নে।"

নারা। আস্তে আস্তে নেমে, পারিস্‌তো ছুটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আয়। গাড়ি যেরূপ ধীরে ধীরে যাচ্চে আবার দৌড়ে এসে উঠ্‌তে পারবিনে?

বরুণ। না, ছেলে মানুষ যদি আবার উঠ্‌তে না পারে? তুই বাবা, একটু কষ্ট সহ্য করে থাক। মধ্যে এক স্থানে মুখ হাত ধোবার জন্য গাড়ি থামাইয়া থাকে।

ক্রমে গাড়ি নির্দ্ধারিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন গার্ড চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল—"যাত্রীরা কেহ মুখ হাত ধুইবার ইচ্ছা করিলে নামিতে পার।"

উপ এবং আর কতকগুলি যাত্রী এই কথায় নামিয়া ছুটাছুটি করিয়া মুখ হাত ধুইতে যাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গার্ড আবার কহিল "শীঘ্র এস, গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়াছে। তখন উপ এবং অপরাপর যাত্রীরা ছুটিয়া আসিয়া ট্রেণে উঠিলে ট্রেণ আবার পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল এবং যথা সময়ে আজিমগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুরশিদাবাদ।

দেবগণ ট্রেণ হইতে নামিয়া দেখেন চমৎকার সহর। মালকোচা পরা মাড়োয়ারিরা লোটা হস্তে দাঁতন চিবাইতে চিবাইতে স্নানে বাহির হইয়াছে। নগরে নানা প্রকার পণ্য দ্রব্যের দোকান রহিয়াছে। তাঁহারা ব্যাগ

হস্তে যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ সম্মুখে এ বাড়ীটী কাহার ?

বরুণ। ধনপৎসিংহ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির, ইঁহার বিলক্ষণ ধন সম্পত্তি আছে। এবং ইঁহার যত্নে আজিমগঞ্জে পরেশনাথের একটী দেবালয় আছে। তদ্ভিন্ন ধনপৎ বাবু নিজব্যয়ে এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে গরিব ছাত্রদিগকে মাসিক পাঁচ টাকার হিসাবে বৃত্তি দিয়া বিদ্যাদান করা হইয়া থাকে। ইঁহার একান্ত ইচ্ছা কাপড়, তেল ময়দা প্রভৃতির কল চালাইয়া দেশে স্বাধীন ব্যবসা প্রচলিত করেন; কিন্তু পাছে ফেল হন এজন্য সাহস করিতে পারিতেছেন না।

ব্রহ্মা। ব্যবসা করিলে ফেল হইবেন কেন?

বরুণ বিলাতের ম্যানচেষ্টার নামক স্থানের বণিকেরা ভারতের যাবতীয় বস্ত্র সরবরাহ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঐ বণিক সম্প্রদায়কে গবর্ণমেণ্টে কর দিতে হইত; এক্ষণে আর করদান না করিয়া তাঁহারা বিনা করে বাণিজ্য করিতে পাইতেছেন; সুতরাং নিষ্কর বণিক সম্প্রদায় যে দরে বস্ত্র বিক্রয় করিবেন, সকর ধনপৎসিংহ সে দরে কাপড় বেচিলেই ফেল হইবেন।

ইন্দ্র। ভাল বরুণ! তাঁহাদেরই বা কর দিতে হয় না কেন, আর ইঁহাদেরই বা কর দিতে হয় কেন ?

বরুণ। তাঁহারা যে অনেক দূরদেশ হইতে আসেন!

এখান হইতে সকলে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন—ভাগীরথী যেন নগরের শোভা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নগরটীকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া কল কল শব্দে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিতেছেন। দেবতারা ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র অনেকগুলি মুসলমান মাঝি নিকটে ছুটিয়া আসিল এবং কহিল "আইসেন বাবু, আমার লায়ে আইসেন। ছয় আনা ভাড়া নিমু, বহরমপুরে চড়ায়ে লয়ে যাইমু; কোন কষ্ট অইবে না।

নারা। বরুণ! পরপারে দেখা যাইতেছে ও স্থানের নাম কি ?

বরুণ। উহার নাম জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জে কেঁয়েরাই বাস করিয়া থাকে। উহারা সকলেই প্রায় সঙ্গতিশালী লোক। এবং প্রত্যেকেরই গৃহে প্রায় এক একটী প্রস্তরের পরেশনাথ আছে।

দেবগণ ঘাটে স্নান সারিয়া খেয়ায় পার হইয়া পরপারে যাইয়া দেখেন দোকানে নানা প্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। তাঁহারা

একটী দোকানে যাইয়া মনের সাধে এক এক পেট ছানাবড়া খাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন এখানকার চেলি কাপড় বড় বিখ্যাত। চেলিতে হাতী, ঘোড়া সেপাই প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি গুলি সুন্দররূপে অঙ্কিত থাকে। ঐ বালুচরের চেলি কুৎসিতা স্ত্রীলোককেও পরাইলে সুন্দরী দেখায়

নারা। বরুণ! আমাকে কতকগুলো চেলি কিনে দেও। মর্ত্ত্যে তিন দিন মিয়াদে আসিয়া যেরূপ কাল বিলম্ব করিতেছি আমার কপালে বিস্তর কষ্ট আছে। তবু চেলি ট্রেলি দিয়াও যদি মনযোগাতে পারি।

বরুণ এ কথায় সম্মত হইয়া নারায়ণকে কতকগুলি চেলি খরিদ করিয়া দিলেন। দেবরাজও মহিষীর জন্য ও পুত্রবধূগণের জন্য কয়েকখানি লই-লেন। দেখাদেখি পিতামহও এক খানি কিনিলেন।

ইন্দ্র। ঠাকুর দা, ওখানি কি বুড়া ঠানদিদিকে পরাবেন?

ব্রহ্মা। না ভাই, মনে ভাব্‌চি—সুরধনী যে দিন স্বর্গে যাইবেন তাঁহাকে এই চেলি খানি পরাইয়া বরণ করে ঘরে তুল্‌বো।

বস্ত্রাদি খরিদ হইলে সকলে এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ, সম্মুখে ও সুন্দর বাড়ীটী কাহার?"

বরুণ। উহা লছ্‌মীপৎসিংহ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ী। নগরের মধ্যে ইঁহারও ২।১ টী দেবালয় ও বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে দুঃখি বালকদিগকে বিদ্যা দান করা হইয়া থাকে।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইলে ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ, এমন সহরত দেখি নাই! ইহার বাজার, হাট, অট্টালিকাদি গণিয়া সংখ্যা করা যাইতেছে না। ভাল সম্মুখে যে প্রকাণ্ড সেকেলে ধরণের বাড়ীটী দেখা যাচ্চে এবাড়ী কাহার? এবং এস্থানের নাম কি?

বরুণ। এস্থানের নাম মহিমাপুর। যে বাড়ীটী দেখিতেছ উহা মুরশিদা-বাদের শেঠদের। এক সময় শেঠেরাই এতদ্দেশের মধ্যেপ্রধান ধনী ছিল। এই বংশীয় জগৎশেঠ কথায় কথায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে পারিতেন।

ইন্দ্র। জগৎশেঠ কে?

বরুণ। ভারতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান বণিক ছিলেন। দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার যে ষড়যন্ত্র হয় মহাত্মা জগৎশেঠই তাহার প্রধান উদ্যোগী। এই ষড়যন্ত্রের গুণে সুবিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্য ইংরাজ

হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। পরিশেষে ইংরাজ বন্ধু জগৎশেঠকে দুরাত্মা নবাব মিরকাসিম মুঙ্গেরের গঙ্গায় জলমগ্ন করিয়া হত্যা করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশাবলিরা এই বাড়ীতে বাস করেন বিষয় বিভব আর তাদৃশ নাই।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী নসীপুরের রাজবাটীর নিকট দিয়া নবাবের চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। স্থানটীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ নগর নির্ম্মাণ করে কে?"

বরুণ। অনেকে বলে—আকবর বাদসা এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আইন-আকবরি নামক মুসলমান গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই; ফলতঃ ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে মুরশেদখুলি খাঁ নামক এক জন নবাব এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া নিজের নামানুসারে ইহার নাম মুরশিদাবাদ রাখেন।

এই সময় তাঁহাদের গাড়ী নবাবের নূতন বাড়ীর নিকট গিয়া থামিল। তাঁহারা গাড়ি হইতে নামিয়া সবিস্ময়ে উপর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চাউনি দেখিয়া যেন প্রাসাদোপরিস্থ নীল, লাল, কাল বর্ণের পতাকা সকল বায়ুভরে চটাচট, চটাচট, শব্দ করিয়া ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই বাড়ীটী দীর্ঘে ৪২৫ ফিট, প্রস্থে ২০০ শত ফিট এবং উচ্চে প্রায় ৪০ ফিট হইবে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বাড়ীর প্রত্যেক গৃহ নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করা আছে। মধ্যস্থলে ঐ যে একটী গম্বুজের আকৃতি দেখিতেছেন ঐ স্থানে ১৫০ ডালের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঝাড় ঝুলান আছে। ঝাড়টী মহারাণী ভারতেশ্বরী নবাবকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে হাতির দাঁতের কারুকার্য্য করা এক খানি নবাবের সিংহাসন আছে।

ইন্দ্র। নবাবের অন্দর মহল কি এই বাড়ীর মধ্যে?

বরুণ। না, ঐ যে দূরে জেলখানার ন্যায় বহুদূর বিস্তৃত প্রাচীর দেখিতেছ ঐ নবাবের অন্দর মহল। অন্দর মহলের প্রথম প্রবেশ দ্বারে যমদূতাকৃতি খোজারা পাহারা দেয়। তৎপরে ভিতর দ্বারে ভৈরবী আকৃতি স্ত্রীলোকেরা পাহারা দিয়া থাকে। অন্দরে হাকিম, কবিরাজ কাহারও যাইবার আজ্ঞা নাই।

এই সময় নবাব বাড়ীর সন্নিকটে নহবৎ বাজিতে লাগিল। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ এ নহবৎ কোথায় বাজচে?"

বরুণ। এমাম বাড়ীতে। ঐ স্থানে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে এবং দুই প্রহরের সময় নহবৎ বাজিয়া থাকে।

এই সময় "গুবুৎ" শব্দে একটা তোপ হইল। হঠাৎ তোপধ্বনি হইবামাত্র দেবগণ চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বুক দুক্ দুক্ করিতে লাগিল। ক্রমে গুবুৎ ২ শব্দে কতকগুলো তোপ হইয়া গেল।

নারা। বরুণ! এরূপ কামানের শব্দ কর্‌ছে কেন?

বরুণ। বোধ করি নবাব মফস্বলে গিয়াছিলেন প্রত্যাগমন করিতেছেন তাই তাঁর সম্মানার্থ তোপ হইতেছে।

ইন্দ্র। মফস্বল হইতে প্রত্যাগমন করিলে তোপ হয়?

বরুণ। হ্যাঁ ভাই, নবাব মফঃস্বলে যাইলে, কি প্রত্যাগমন করিলে, সন্তান জন্মিলে, কোন পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে তোপধ্বনি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রত্যহ রাত্রি দশটা এবং চারিটার সময় তোপদাগা হয়।

ইন্দ্র। দেখ বরুণ, রাজা কোন স্থানে যাইলে কিম্বা প্রত্যাগমন করিলে অথবা সন্তান জন্মিলে তোপ দ্বারায় সাধারণকে জ্ঞাত করান উপায়টী মন্দ নহে। আমি ইচ্ছা করেছি স্বর্গে গিয়াই কামান পাত্‌বো। কারণ একজন রাজা বিদেশ হইতে দেশে আসিলে প্রজারা প্রায় ৫। ৭ দিন পর্য্যন্ত জান্তে পারে না। অথচ ২। ৪ বার কামানের শব্দ করলে সকলেই জান্তে পারবে দেবরাজ দেশে এলেন। বরুণ নবাব বাড়ীর কামান গুলোর আকৃতি আমাকে দেখাতে পার?

"চল" বলিয়া বরুণ তাঁহাদিগকে নবাবের বাটীর সম্মুখে লইয়া যাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। দেবরাজ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন কামানটী প্রায় দশ হাত হইবে।

এখান হইতে সকলে এক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে উপ কহিল "বরুণ কাকা দেখা যাচ্ছে ওটা কি?"

বরুণ। নারায়ণ! সম্মুখে নবাবের এমাম বাড়ী দেখ। হুগলীতে একটী এমাম বাড়ী আছে তদপেক্ষায় এ এমাম বাড়ীটী বৃহৎ। এইখানে মুসলমানেরা উপাসনাদি করিয়া থাকে। এমাম বাড়ীর ওদিকে ২। ৩ টী পিতলের কামান আছে। মুসলমানদিগের কোন পর্ব্বোপলক্ষে এ বাড়ীতে এমন ভীড় হয় যে বায়ু প্রবেশের পথ থাকে না। মহরমের সময় এই স্থানে অতিরিক্ত জাঁক জমক হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। ও দিকে দেখা যাচ্ছে ও বাড়ীটা কি ?

বরুণ। নিজামত স্কুল এবং নিজামত কলেজ। নিজামত স্কুলে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নিজামত কলেজে শুদ্ধ কেবল নবাব পুত্রেরা বিদ্যাভ্যাস করেন।

নারা। নবাব পুত্রগণের জন্য একটী কলেজের ব্যয় সহ্য করেন ?

বরুণ। নবাবের পুত্রগণ নহে, তোমার যদুবংশ। সেই বংশাবলির পাঠ করিবার স্থান কলেজে সংকুলান হয় না। তোমার ১০৮ মহিষী আছেন, ইহার যে কত ১০৮ আছেন গণিয়া সংখ্যা করা যায় না।

ব্রহ্মা। নবাবের বৃহৎ সংসার কি উপায়ে চলে ?

বরুণ। উনি গবর্ণমেণ্ট হইতে কয়েক লক্ষ করিয়া টাকা পেন্সন পান।

ব্রহ্মা। পেন্সন কি ?

বরুণ। আজ্ঞে, ইংরাজরাজ কোন উচ্চবংশের বংশাবলির অবস্থা মন্দ হইলে অনুগ্রহ স্বরূপ কিছু কিছু টাকা দেন তাহাকেই পেন্সন কহে।

ইহার পর দেবতারা গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন জলে অনেক গুলি সিপ্ ভাউলে, পান্সি ইত্যাদি নবাবের নৌকা সকল ভাসিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! পরপারে দেখা যাচ্ছে ও সব কি ?

"ঐস্থানে কয়েকটী কবর ও কুসারবাগ নামক একটী বাগান আছে।" বলিয়া বরুণ তাঁহাদিগকে খেয়ায় পার করিয়া কুসারবাগ দেখিতে চলিলেন। এবং উপস্থিত হইয়া কহিলেন "পিতামহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর কবর দেখুন।"

ব্রহ্মা। এ নবাব কেমন ছিলেন ?

বরুণ। ইনি অসাধারণ বীর, কার্য্যকুশল, ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। আবশ্যকমত সময়ে সময়ে কপটতাচরণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। ইঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, তিনটী মাত্র কন্যা ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ জামাতা জৈনদ্দীনের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে দত্তক পুত্র-রূপে গ্রহণ করেন।

নারা। বরুণ! নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর কবরের সন্নিকটে শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত ঐ-যে বৃহদাকার কবর দেখা যাচ্ছে উহা কাহার ?

বরুণ। ঐ কবরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা চিরনিদ্রায় অবিভূত আছেন।

ইন্দ্র। ইনি কেমন নবাব ছিলেন?

বরুণ। ইঁহার বিষয় ভাবলে অদ্যাপি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইনি এমন নিষ্ঠুর ছিলেন যে, গর্ভিণীর পেট চিরে ছেলে দেখতেন। মনুষ্যগণ জলডুবি হইয়া কি প্রকার যন্ত্রণা পাইয়া মরে দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে নৌকা ডুবাইয়া দিয়া সে তামাসাও দেখা হইত। তদ্ভিন্ন কাহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, কাহারও চক্ষু কাণা করিয়া দিয়া সে ব্যক্তি যন্ত্রণায় ছট ফট করিলে আনন্দে করতালি দিয়া হাস্য করিতে থাকিতেন।

ব্রহ্মা। উঃ! কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! এ সব লোকের কবর দেখলেও পাপ আছে।

ইহার পর দেবগণ খাগড়ার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন ঘাটে অনেকগুলি মুসলমান ও মুসলমান রমণী স্নান করিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া চুল পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ কেহ তৃণাদি দ্বারায় গাত্রালঙ্কার গুলি মাজিতেছেন। ধনী লোকের বাড়ীর বাঁকীরা আসিয়া বাঁকে করিয়া পানীয় জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। এবং পাচক ব্রাহ্মণের দল,দলে দলে আসিয়া গাত্রের কালী ধৌত করিতেছে! তাঁহারা দেখিতে দেখিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বাড়ীতে বাসা করিলেন। সকলে দেখেন নগরের অধিকাংশ অট্টালিকার আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী সৌন্দর্য্য নাই। কোন বাটীর গাত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থাদি বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বিরাজ করিতেছে। তাহাদের শিকড়গুলি অট্টালিকার অর্দ্ধেক আন্দাজ প্রাচীর দখল করিয়া ফেলিয়াছে। এবং রীতিমত প্রবেশ পথ না পাওয়ায় কোন কোন স্থান ফাটাইয়া তন্মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সহরস্থ পুষ্করিণী গুলির অবস্থাও তদ্রূপ। জল যেমন অপরিষ্কার তেম্নি তীর সকল বন জঙ্গলে আবৃত।

বরুণ দেখুন পিতামহ, যখন মুরশিদাবাদের অবস্থা ভাল ছিল তখন এই সমস্ত অট্টালিকা ও পুষ্করিণীর সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না। লক্ষ্মী মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যেমন কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন নগরের সৌন্দর্য্যও তেম্নি দিন দিন হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। বোধ হয় আর কিছু দিন পরে মুরশিদাবাদ বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া হিংস্রক জন্তুর আবাস ভূমি হইবে।

ব্রহ্মা। কলিতে নগর বন এবং বন নগর হইবে ইহা কি জান না?

বরুণ। আজ্ঞে, জানা জানি কি জামালপুর ও সাহেবগঞ্জ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

অশোকবনে সীতা।

এ কি রে সতীত্বরতনের খনি ?
এ কি রঘুকুল-গৌরবের মণি ?
কিম্বা আর্য্যধর্ম্ম-প্রতিমা এখানি ?
হায় রে ! সীতাকে চিনিতে নারি !
নাহি চায় পর পুরুষের দিকে,
রাবণে দেখিলে কাঁদে অধোমুখে,
কুমুদিনী যথা মুদি চারু মুখে
নীহারাশ্রু বর্ষে তপনে হেরি।
পতিরূপ তার হৃদি মাঝে গাঁথা
পতিচিন্তা বিনা নাহি অন্য চিন্তা,
যত মনে পড়ে তত বাড়ে ব্যথা,
তত মন ধায় ভাবিতে তাঁরে।
পতিনিন্দা শুনি বিদরে হৃদয় ;
রূপের প্রশংসা রাক্ষসনিচয়
যত করে, তত আরো দুঃখ হয়,
ততই কুরূপ প্রার্থনা করে।
লুকাইতে রূপ ঢাকিছে বদন,
তবু উজলিছে অশোককানন ;
তরল বারিদ ভেদিয়া যেমন
ছড়াইছে চন্দ্র কিরণ রাশি।
শোকে ক্ষীণকায় জনকনন্দিনী—
শোভে শোকাবহ যেন চিত্রখানি,
তাই যেন মুখে নাহি সরে বাণী।
ত্রিজটা সান্ত্বনা করিছে বসি—
কেন লো সুন্দরি ? করিছ ক্রন্দন ?

প্রেমভরে যার চরণ রাবণ
সেবিতে নিয়ত করিছে যতন,
সে নারী চিন্তিতা কি সুখ তরে ?
হীরকখচিত স্বর্ণ অলঙ্কার,
কৌষেয় বসন রতনভাণ্ডার,
এ তিন ভুবনে রাম বিনা আর
যাহে সাধ তব, মিলিবে তোরে।
কটু তিক্ত ফলে নিত্য অর্দ্ধাশনে
কেন কষ্ট ভোগ করিবে কাননে ?
চল প্রেম দান করিবে রাবণে,
রসনার সাধ মিটিবে তব।
সূপকারগণ থাকিবে তৎপর
সুধাসম অন্নে পূরাতে উদর,
যে দেশে যে খাদ্য উৎকৃষ্টতর
রাবণ প্রসাদে পাইবে সব।
নিয়ত ভীষণ শ্বাপদ গর্জ্জনে
কেন রবে বনে শঙ্কাকুল মনে ?
বীণার ঝঙ্কার বর্ষিবে শ্রবণে
অমৃতের ধারা রাবণপুরে।
কণ্টক-দুর্গম গহন কাননে
ভ্রমি কেন ক্ষত করিবে চরণে ?
রাবণের সাথে রম্য উপবনে
বেড়াবে কুসুম স্তবক পরে।
কৌমুদী তথায় নিত্য হাস্য করে,
শোভন কুসুম হাসে রঙ্গভরে,
মলয় পবন সুবাস বিতরে,
বিহরে বসন্ত নিত্য সে ভূমে।
নিত্য কুহুরবে কোকিল কুহরে,
পীযূষ বরষি ভ্রমর গুঞ্জরে,
পশিলে বিলাস কানন ভিতরে,

অমনি তখনি মজিবে প্রেমে।
আহা! বৃথা কেন এ নব যৌবনে
শুইবে কর্কশ শুষ্ক কুশাসনে?
দুগ্ধফেননিভ কোমল শয়নে
সুখে নিদ্রা যাবে রাবণ বুকে।
ধূলিতে পূরে কি যৌবন বিলাস?
অঙ্গরাগে তব ছুটিবে সুবাস।
গন্ধতৈলে কেশ করিবে বিন্যাস।
রুক্ষ জটাজাল সাজে কি তোকে?
আনিল তোমায় সাধে কি রাবণ?
দেখিতে নারিল তব অযতন;
চিনিত রাঘব যদি এ রতন,
তা হলে কি রাখে পর্ণকুটীরে?
বল দেখি সীতে সহে কার প্রাণে?—
পূর্ণ শশধর গগনরতনে
পঙ্ক মাখাইয়া অতি অযতনে
রাখে যদি কেহ বৃক্ষকোটরে।
প্রাসাদে রাবণ করাবে বসতি,
সিংহাসনে তোরে বসাবে যুবতি,
রাবণের সাথে করিলে পিরীতি,
ভাগ্যলক্ষ্মী রবে আঁচলে বাঁধা।
যা কিছু সংসারে দেখিতে সুন্দর,
সজ্জিত তাহাতে রাবণমন্দির,
কত কারুকার্য্য শোভে মনোহর,
চল, নিজে দেখি মিটাবে দ্বিধা।
নহে সাধ যদি করিতে দর্শন—
স্বভাবের শোভা নয়নরঞ্জন;
চল, তাও তোরে দেখাবে রাবণ,
উল্লাসে বিস্ময়ে ভুলিবে রামে।
ভুলিবে অযোধ্যা, ভুলিবে কানন;

সিন্ধুতীরে নভ দেখিবে যখন
"একই পদার্থ-সাগর গগন,
শব্দমাত্র ভেদ"—বলিবে ভ্রমে।
সন্ধ্যায় ধরিয়া রাবণের করে,
বেড়াতে বেড়াতে প্রাসাদ শিখরে,
"সুনীল আকাশ" দেখিবে উপরে,
"সুনীল সাগর" দেখিবে তলে।
অনন্ত আকাশ মিশিছে সাগরে;
অনন্ত সাগর মিশিছে অম্বরে,
যেন পরস্পর আলিঙ্গন করে,
সুগভীর ভাব উভয় স্থলে।
বিরাজে—গগনে তারকানিকর,
প্রবাল রতন বেলার উপর,
উজলে জলধি, উজলে অম্বর,
উজলি তরঙ্গ তারকা খেলে।
আহা! কি সুন্দর চাঁদের উদয়!
চাঁদময় হয় তরঙ্গনিচয়।
নবোদিত চাঁদ যেন স্বর্ণময়,
স্বর্ণময় লঙ্কা শোভে সলিলে।
সাগর গরভে ছুটি জলযান
জলে যেন পথ করিছে নির্ম্মাণ,
আকাশেও যেন বিদারি বিমান
রম্য ছায়াপথ সৃজিল নভে।
নভে শৃঙ্গ মেলি শোভে জলধর,
চারু গিরিচূড়া শোভিছে সাগর,
সিন্ধুতীরে শোভে প্রাসাদশিখর,
রাবণ মস্তকে মুকুট শোভে।
দীপ্ত গ্রহতেজে জলধরগণে,
পর্ব্বত শেখর বাড়ব কিরণে,
রাবণ কিরীট উজলে রতনে,

সৌধ দীপ্তিময় দীপমালায়।
খেচর বিহার করিছে গগনে,
যাদঃ ক্রীড়া করে সাগরপ্রাঙ্গণে,
রক্ষঃ-রঙ্গভূমি সাগরপুলিনে,
সবে রঙ্গরসে মাতিছে তায়।
দেখিয়া যখন চাঁদের উদয়
আহ্লাদে উথলে সাগর হৃদয়,
সিন্ধু জলোচ্ছ্বাস দেখি সে সময়,
কার না আনন্দপ্রবাহ ছুটে?
পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ সিন্ধুতীর,
তদুপরে উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর,
পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গের শির
হায় রে? প্রাচীর চরণে লুটে।
হাসিছে কৌমুদী সৈকত উপর,
ভাতিছে লঙ্কার তাহে দীপকর;
বোধ হয়, পাতি রজতের স্তর
গলিত কনক ঢেলেছে তায়।
নাচে বীচিমালা শিরে করি ফেন,
সিন্ধু বক্ষে দোলে ফুলমালা যেন।
লঙ্কার ভিতরে নাহি বস্তু হেন,
যাহে না সুষমা প্রকাশ পায়।
লঙ্কার নিতম্বে যেন রে মেখলা—
শোভে চারি দিকে চারু বীচিমালা,
স্তরে স্তরে মেঘ নভে করে খেলা,
উভয়েই ছুটে পবন ভরে।
তিমির ফুৎকারে রাশি রাশি জল
উর্দ্ধগামী হোয়ে ব্যাপে নভস্তল,
ক্রোধে যেন তায় জলদের দল
বরষে সাগরে মুষল ধারে।
জলধিকে তর্জ্জি গর্জ্জে জলধর,

জলদে তর্জ্জিয়া গরজে সাগর,
লঙ্কাপুরবাদ্য—শ্রুতি সুখকর-
মিশে তার সহ গভীর রবে।
আরো কত শোভা করিয়া দর্শন,
শুনিয়া গভীর মধুর নিক্কণ,
ভোগসুখে সদা হইয়া মগন,
ভিখারী রাঘবে ভুলিয়া যাবে।
কেন অসম্মত? কর কার ভয়?
পরকাল ভয়ে কাঁপে কি হৃদয়?
আয় লো দেখিবে রক্ষঃ কারালয়
শমনে রাবণ বাঁধিল তথা।
আর কারে ভয় করিবে যুবতি?
লঙ্কেশ্বর যদি হয় তব পতি,
ইন্দ্র চন্দ্র পদে করিবে প্রণতি,
স্বর্গ সুখ ভোগ করিবে হেথা।
এত সুখে কেন ভাব বিষময়?
বুঝি তব মনে এই ভয় হয়?—
জানে না রাবণ বিমল প্রণয়,
নিরঙ্কুশ প্রেমে বঞ্চিবে তোরে।
এ সংশয় মনে করো না ধারণ।
এত দিন তার মনের মতন
মিলেছিল নাই রমণীরতন,
তাই এত নারী রাবণপুরে।
যে দিন অবধি দেখিল তোমারে,
নাহি পশে আর নিজ অন্তঃপুরে,
মহিষীসকলে তাড়াইতে পারে,
তব প্রেম দান যদি সে পায়।
আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে
সদা সে মগন শুধু তব ধ্যানে,
বাঁচাও সুন্দরি! বাঁচাও রাবণে.

ভেবে ভেবে ক্ষীণ করেছে কায়।
থাকে থাকে হয় পাগলের প্রায়
তোরে যেন কাছে দেখিবারে পায়,
এক দৃষ্টে, যত তব পানে চায়,
তোমার বিলাস বিভ্রম হেরে।
আনন্দে দুবাহু পসারিয়া, হায় ?
তোমারে আশ্লেষ করিবারে ধায় ;
হায় রে ! যখন সাক্ষাত না পায়,
পুনরায় পড়ে অবনী পরে।
কভু হাসে, কভু অশ্রুজল ঝরে,
কভু যেন তুমি অভিমান ভরে
করিলে গমন, তব পদে ধরে,
কত স্তুতি করে—শুনিতে পাই।
কভু ক্ষমা কর, কভু যেন তারে
চরণে ঠেলিয়া চলে যাও দূরে,
হায়রে ! তাহার হৃদয় বিদরে
নেহারে যখন—জানকী নাই।
আক্ষেপে যদি সে সিন্ধুজলে পশে,
সিন্ধু শুকাইয়া যায় তার ত্রাসে,
অগ্নিকুণ্ডে গেলে মরণের আশে,
অনল শঙ্কায় শীতল হয়।
মমতা তাহার থাকে না জীবনে,
সৌধ সহ লঙ্কা ঘুরে যেন শূন্যে,
বিশ্ব যেন শূন্য তাহার নয়নে,
সিন্ধু তাঁর চক্ষে অনলময়।
কিছুক্ষণ পরে হৃদয়ে আবার
হয় আশারূপ জলদ সঞ্চার,
অবার বরষে নব প্রেমধার,
আবার জীবনে জনমে মায়া।
দেখ তব প্রতি কত স্নেহ ভাব,

তব তরে সবে এত কষ্ট ভার,
তবু তব প্রতি নাহি অত্যাচার ;
তবু কি তোমার হয় না দয়া ? ক্রমশঃ।

৩১ এ আষাঢ়। } শ্রীক্ষীরোদাচরণ বসু——মেদনীপুর।

মনুসংহিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচম্বহূনাং ধান্যবাসসাং।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ১১৮ ॥ (*)

যদি বহু ধান্য ও বস্ত্র চাণ্ডালাদি দ্বারা উপস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাতে জল প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়। আর যদি ঐ ধান্য ও বস্ত্র অল্পসংখ্যক হয়, তাহা হইলে জলে প্রক্ষালন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। টীকাকার বলেন ধান্য ও বস্ত্রের যে বহু বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই বুঝিতে হইবে, এক ব্যক্তিতে যত ধান্য বা বস্ত্র লইয়া যাইতে পারে। যদি উহার অধিক হয়, তাহার জল প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে।

চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্ব্বৈদলানান্তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

স্পৃশ্য পশু চর্ম্ম আর বংশাদি দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যের শুদ্ধি বস্ত্রের ন্যায় অর্থাৎ যদি অধিক হয় জল প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। আর যদি অল্প হয় জলে ধৌত করিয়া লইতে হয়। শাক মূল ফলের ধান্যের ন্যায় শুদ্ধি অর্থাৎ ধান্য অস্পৃশ্যস্পৃষ্ট হইলে তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শাক মূল ফলেরও সেই ব্যবস্থা।

কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ ১২০ ॥

(*) নবমসংখ্য কল্পদ্রুমের ১১৭ শ্লোকস্থিত স্ফ্য শব্দের অর্থ করা হয় নাই। স্ফ্য শব্দে যজ্ঞের অঙ্গ খড়্গাকার কাষ্ঠ বিশেষ বুঝায়।

কৃমিকোষোদ্ভব বস্ত্র ও মেষাদি লোমজাত কম্বলাদি অরিষ্টফলাদি দ্বারা ও নেপালদেশীয় কম্বল নিম্বচূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়, এবং পট্টবস্ত্রের বিল্ব ফল চূর্ণ ও ক্ষৌম বস্ত্রের শ্বেত সর্ষপ চূর্ণ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্ষৌমবচ্ছঙ্খশৃঙ্গাণামস্থিদন্তময়স্য চ।

শুদ্ধির্বিজানতা কার্য্যা গোমূত্রেণোদকেন বা ॥ ১২১ ॥

শঙ্খ, পশু শৃঙ্গ এবং স্পৃশ্য পশুর অস্থি ও গজাদি দন্তজাত দ্রব্যের ক্ষৌমের ন্যায় শুদ্ধি অর্থাৎ শ্বেত সর্ষপ চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।

মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃপাকেন মৃণ্ময়ং ॥ ১২২ ॥

তৃণ, কাষ্ঠ, পল, এগুলি জল প্রোক্ষণ হেতু শুদ্ধ হয়। গৃহ চাণ্ডালাদি-স্পর্শ-দূষিত হইলে মার্জ্জন ও গোময়োপলেপন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে; আর মৃণ্ময় পাত্র উচ্ছিষ্টাদি-স্পর্শ-দোষে দূষিত হইলে পুনরায় দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

মদ্যৈর্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্বা ষ্ঠীবনৈঃ পূয়শোণিতৈঃ।

সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃপাকেন মৃণ্ময়ং ॥ ১২৩ ॥

মৃণ্ময় পাত্র মদ্য মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, পূয ও রক্ত দ্বারা দূষিত হইলে পুনরায় দগ্ধ করিয়া লইলেও শুদ্ধ হয় না।

সম্মার্জ্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।

গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুধ্যতি পঞ্চভিঃ ॥ ১২৪ ॥

ভূমি অস্পৃশ্য স্পর্শ দ্বারা দূষিত হইলে নিম্নলিখিত পাঁচটী উপায় দ্বারা তাহার শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। প্রথম, সম্মার্জ্জন; দ্বিতীয়, গোময়াদি দ্বারা লেপন; তৃতীয়, গোমূত্র বা জলাদি দ্বারা ধৌত করণ; চতুর্থ, উপরের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিয়া ফেলা; পঞ্চম, এক দিবা রাত্রি গরু তথায় রাখা। টীকাকার বলেন, উচ্ছিষ্ট মূত্র পুরীষ লেপনাদির লাঘব গৌরব বিবেচনায় ঐ পাঁচটীর কোন একটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

পক্ষিজগ্ধং গবা ঘ্রাতমবধূতমবক্ষুতং।

দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃৎপ্রক্ষেপেণ শুধ্যতি ॥ ১২৫ ॥

অন্নের কিয়ৎ ভাগ যদি কোন পক্ষীতে ভক্ষণ করে অথবা গরুতে আঘ্রাণ করে, কিম্বা কেহ পায়ের দ্বারা স্পর্শ করে, কিম্বা হাঁচিয়া ফেলে, কেশ বা

কীট দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাৎ গন্ধোলেপশ্চ তৎকৃতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি চাদেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু॥ ১২৬॥

যদি কোন দ্রব্যের কোন অংশ বিষ্ঠাদি দ্বারা লিপ্ত হয়, যে অংশে সেই বিষ্ঠালেপ বা তাহার গন্ধ থাকিবে, সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া মৃত্তিকা ও জল তাহাতে ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিবে। টীকাকার বলেন, বসা মজ্জাদি দ্বারা দূষিত দ্রব্য মৃত্তিকা জল উভয় দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে; আর কর্ণমলাদি লেপন স্থলে কেবল জল দ্বারাই শুদ্ধি হইতে পারে।

ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে॥ ১২৭॥

দেবতারা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে তিনটী পবিত্রতার কারণ কল্পনা করিয়াছেন। প্রথম অদৃষ্ট,অর্থাৎ পবিত্র বা অপবিত্র বলিয়া যাহা দেখা নাই, শাস্ত্রান্তরে আছে "সর্ব্বমদৃষ্টং শুচি" অদৃষ্ট সমুদায় পদার্থ পবিত্র; দ্বিতীয় জল দ্বারা প্রক্ষালন, তৃতীয় প্রশস্ত ব্রাহ্মণ বাক্য, অর্থাৎ কোন পদার্থে অপবিত্রতা শঙ্কা জন্মিলে ব্রাহ্মণ যদি বলেন,ইহা পবিত্র হউক তাহা হইলে তাহা পবিত্র হইবে।

আপঃ শুদ্ধা ভূমিগতা বৈতৃষ্ণ্যং যাসু গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তাশ্চেদমেধ্যেন গন্ধবর্ণরসান্বিতাঃ॥ ১২৮॥

যে পরিমাণ জলে গরুর পিপাসার শান্তি হয়, সেই জল যদি গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয় এবং কোন অপবিত্র পদার্থ দ্বারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা বিশুদ্ধ ভূমিগত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যে যচ্চ প্রসারিতং।
ব্রহ্মচারিগতম্ভৈক্ষ্যং নিত্যমেধ্যমিতি স্থিতিঃ॥ ১২৯॥

দেব ব্রাহ্মণাদির নিমিত্ত মাল্যাদি গ্রন্থনকারী মালাকারাদির হস্ত নিত্য শুদ্ধ; ক্রয় বিক্রয় স্থানে যে দ্রব্য প্রসারিত হয়, তাহা শুদ্ধ। আচমনাদি ক্রিয়া না করিয়াও স্ত্রীলোকে যদি ব্রহ্মচারিপ্রভৃতিকে ভিক্ষা দেয়, তাহা শুদ্ধ, শাস্ত্রের নিয়ম এই।

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্ব্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ॥ ১৩০॥

স্ত্রীলোকের মুখ সদা পবিত্র,কাকাদি পক্ষির চঞ্চু দ্বারা পাতিত ফল পবিত্র

দোহন সময়ে বৎসের মুখ পবিত্র এবং কুক্কুর যখন মৃগাদি হনন করে তখন সে তৎকার্য্যে পবিত্র।

শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তন্মনুরব্রবীৎ।
ক্রব্যাদ্ভিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ॥ ১৩১॥

কুক্কুর, ব্যাঘ্র, শ্যেন ও ব্যাধাদি কর্ত্তৃক হত জন্তুর মাংস পবিত্র, মনু এই কথা বলিয়াছেন। শ্রাদ্ধাদি ও অতিথি ভোজনাদিতে ঐ মাংস দিবার বাধা নাই।

ঊর্দ্ধং নাভের্যানি খানি তানি মেধ্যানি সর্ব্বশঃ।
যান্যধস্তান্যমেধ্যানি দেহাচ্চৈব মলাশ্চ্যুতাঃ॥ ১৩২॥

নাভির উপরে শরীরে যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বার আছে, তাহা পবিত্র, তাহার স্পর্শে অশুচি হইতে হয় না। আর নাভির নীচে যে সকল ইন্দ্রিয়দ্বার আছে তাহা অপবিত্র। আর দেহ হইতে যে সকল মল নির্গত হয়, তাহাও অশুদ্ধ। তাহার স্পর্শে জল প্রক্ষালনাদি শৌচ বিধির অবলম্বন কর্ত্তব্য।

মক্ষিকাবিপ্রুষশ্ছায়াগৌরশ্বঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
রজোভূর্ব্বায়ুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥ ১৩৩॥

মক্ষিকা যদি অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করে তাহা হইলেও তাহাদের স্পর্শে দোষ হয় না। মুখ হইতে যে জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, তাহা অপবিত্র নহে; অস্পৃশ্য পতিতাদি ব্যক্তির ছায়া, গরু, অশ্ব, সূর্য্যের কিরণ, ভূমি, বায়ু, অগ্নি এ সকল পতিতাদিস্পৃষ্ট হইলেও অশুচি হয় না।

বিণ্মূত্রোৎসর্গশুদ্ধ্যর্থং মৃদ্বার্য্যাদেয়মর্থবৎ।
দৈহিকানাং মলানাঞ্চ শুদ্ধিষু দ্বাদশস্বপি॥ ১৩৪॥

বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ দ্বার বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগের পর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হয়; যাবৎ গন্ধ ও লেপ উভয় ক্ষয় না হয়, তাবৎ জল ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবে, আর যে বার প্রকার শারীরিক মল আছে, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা তাহারও শুদ্ধি বিধান করিবে।

বসাশুক্রমসৃঙ্মজ্জামূত্রবিট্‌ঘ্রাণকর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাস্বেদোদ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥ ১৩৫॥

মানুষের নিম্নলিখিত বার প্রকার শারীরিক মল আছে। যথা—বসা, (শরীরের স্নেহ ভাগ) শুক্র, রক্ত, মজ্জা (শিরো মধ্যে পিণ্ডিত স্নেহ) মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকা ও কর্ণের ময়লা, শ্লেষ্মা, চক্ষুর জল, চক্ষুর ময়লা, ঘর্ম্ম।

মূত্র পুরীষ পরিত্যাগে মৃত্তিকা ও জল গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥ ১৩৬॥

মূত্র পরিত্যাগ দ্বারে জল সহিত মৃত্তিকা একবার দিবে, পুরীষ পরিত্যাগ দ্বারে তিন বার, বাম হস্তে দশ বার, উভয় হস্তে সাত বার দিবে। ইহাতে যদি গন্ধ ও লেপ ক্ষয় না হয়, দক্ষাদি বচন প্রমাণে আরও অধিক বার জল ও মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে; আর যদি ইহা অপেক্ষা অল্প বার জল ও মৃত্তিকা গ্রহণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়, তথাপি মনুর লিখিত সংখ্যানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

এতৎ শৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাং।
ত্রিগুণং স্যাদ্বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণং॥ ১৩৭॥

উপরে যে জল সহিত মৃত্তিকা গ্রহণের সংখ্যা নিয়ম করা হইল, তাহা গৃহস্থদিগের বিষয়ে জানিবে। ব্রহ্মচারিদিগের বিষয়ে উহার দ্বিগুণ, বানপ্রস্থদিগের বিষয়ে ত্রিগুণ, যতিদিগের বিষয়ে চতুর্গুণ।

সাংখ্যদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মুমুক্ষু ব্যক্তি পরিত্যক্ত বিষয় সকল পুনরায় গ্রহণ করেন না। এই আভাসে বলা হইতেছে।

ছিন্নহস্তবদ্বা॥ ৭॥ সূ॥

যথা ছিন্নং হস্তং পুনঃ কোঽপি নাদত্তে তথৈবৈতৎ ত্যক্তং পুনর্নাভিমন্যেতেত্যর্থঃ। বাশব্দোঽপ্যর্থে॥ ভা॥

যেমন কোন ব্যক্তিই ছিন্নহস্ত পুনরায় গ্রহণ করে না, তেমনি মুমুক্ষু ব্যক্তি ত্যক্ত বিষয় সকল পুনরায় গ্রহণ করিবেন না।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ॥ ৮॥ সূ॥

বিবেকস্য যদন্তরঙ্গসাধনং ন ভবতি স চেদ্ধর্ম্মোঽপি স্যাৎ তথাপি তদনুচিন্তনং তদনুষ্ঠানে চিত্তস্য তাৎপর্য্যং ন কর্ত্তব্যং যতস্তদ্বন্ধায় ভবতি বিবেক-

বিস্মারকতয়া ভরতবৎ। যথা ভরতস্য রাজর্ষেধর্ম্ম্যমপি দীনানাথহরিণশাবকস্য পোষণমিত্যর্থঃ। তথা চ জড়ভরতং প্রকৃত্য বিষ্ণুপুরাণে।

চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি।
আসীচ্চেতঃ সমাসক্তং তস্মিন্ হরিণপোতকে ॥ ভা ॥

যে সকল বিষয় বিবেক জ্ঞানের উপযোগী নয়, তাহা ধর্ম্মজনক হইলেও তাহার চিন্তা করিবে না। যে হেতুক সেই চিন্তা বিবেককে বিস্মৃত করিয়া দিয়া সংসার বন্ধের কারণ হয়, যেমন রাজর্ষি ভারতের হইয়াছিল। তিনি একটী মাতৃহীন হরিণ শাবক প্রতিপালন করিয়াছিলেন, হরিণ শাবকটী বনে চরিতে গেলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দ্বারা তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, সেই চিন্তায় তাঁহার বিবেক জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মে।

বহুভির্যোগে বিরোধোরাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৮ ॥ সূ ॥

বহুভিঃ সঙ্গোন কার্য্যঃ। বহুভিঃ সঙ্গে হি রাগাদ্যভিব্যক্ত্যা কলহো ভবতি যোগভ্রংশকঃ! যথা কুমারীহস্তশঙ্খানামন্যোঽন্যসঙ্গেন ঝণৎকারো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যেমন কুমারীর হস্তস্থিত শঙ্খ বলয়ের এক গাছির সহিত অপরের আঘাত লাগিলে ঝণৎকার শব্দ হয়, তেমনি বহু বিষয়ের বা বহু ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিলে কাহার প্রতি বিরাগ কাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধ যোগের প্রতিবন্ধক, তাহাতে যোগভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির বহু সংসর্গ করা কর্ত্তব্য নয়।

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥ সূ ॥

দ্বাভ্যাং যোগেঽপি তথৈব বিরোধো ভবত্যত একাকিনৈব স্থাতব্যমিত্যর্থঃ। তদুক্তং।

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণং ॥ ইতি ॥ ভা ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তির একাই অবস্থান করা কর্ত্তব্য, দুই ব্যক্তি একত্র থাকিলে নানা প্রকার কথা বার্ত্তা হইয়া বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা।

যোগী ব্যক্তির কোন বিষয়ে আশাগ্রস্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়, এই আভাসে বলা হইতেছে।

নিরাশঃ সুখী বিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥ সূ ॥

আশাং ত্যক্ত্বা পুরুষঃ সন্তোষাখ্যসুখবান্ ভূয়াৎ পিঙ্গলাবৎ। যথা পিঙ্গলা

নাম বেশ্যা কান্তার্থিনী কান্তমলব্ধা নির্ব্বিণ্ণা সতী বিহায়াশাং সুখিনী বভূব তদ্বদিত্যর্থঃ। তদুক্তং।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥

ইতি। নন্বাশানিবৃত্ত্যা দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাৎ সুখং তু কুতঃ সাধনাভাবাদিতি। উচ্যতে চিত্তস্য সত্ত্বপ্রাধান্যেন স্বাভাবিকং যৎ সুখমাশয়াপিহিতং তিষ্ঠতি তদেবাশাবিগমে লব্ধবৃত্তিকং ভবতি তেজঃ প্রতিবদ্ধজলশৈত্যবদিতি ন তত্র সাধনাপেক্ষা। এতদেব চার্থে সুখমিত্যুচ্যত ইতি। ভা।

যেমন পিঙ্গলা বেশ্যা পুরুষ ভোগার্থিনী হইয়া প্রিয় ব্যক্তিকে না পাইয়া প্রথমে অতিশয় দুঃখিত হয়। তাহার পর সে প্রিয় ব্যক্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রা যায়। তেমনি যোগী ব্যক্তি ভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইয়া থাকেন।

ভোগ করিব বলিয়া কোন কার্য্যের আরম্ভ করাও যোগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। কারণ তাহাতে যোগের বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু যোগী ব্যক্তি কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান না করিয়াও সুখী হইতে পারেন। সূত্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ॥ ১২॥ সূ॥

সুখী ভবেদিতি শেষঃ শেষং সুগমং। তদুক্তং।

গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥ ভা॥

যেমন সর্প স্বয়ং গর্ত্ত করে না, পরকৃত গর্ত্তে বাস করিয়া সুখী হয়, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি স্বয়ং গৃহ না করিয়াও পরগৃহে বাস করিয়া সুখী হইয়া থাকেন।

যোগী ব্যক্তি নানা গুরু মুখে নানা শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন কিন্তু সার গ্রহণ করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবেন। এই আভাসে বলা হইতেছে।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ॥ ১৩॥ সূ॥

কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। অন্যৎ সুগমং। তদুক্তং।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

ইতি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চ।

সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ স্বার্থসাধকং।

জ্ঞানানাং বহুতা বৈষা যোগবিঘ্নকরী হি সা॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অসৌ কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ ইতি॥ ভা॥

যেমন ভৃঙ্গ নানা পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া সকলের সার গ্রহণ করিয়া থাকে, তেমনি যোগী ব্যক্তি বহু শাস্ত্রের আলোচনা ও বহু গুরুর উপাসনা করিয়াও সার গ্রহণ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, সার গ্রহণ সামর্থ্য না থাকিলে শাস্ত্র সকলের পরস্পর তাৎপর্য্যার্থে বিরোধ জ্ঞান উপস্থিত হয়, বিরোধ জ্ঞান জন্মিলে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতিরেকে যোগ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

বৈজ্ঞানিক কৌতুক।

(ভেল্কী)।

সচরাচর ভেল্কী দুই প্রকার দেখা যায়। হস্ত পদ প্রভৃতি দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা এক প্রকার ভেল্কী সম্পাদিত হয়। আর এক শ্রেণীর ভেল্কী দ্রব্যগুণ বা বিশেষ প্রণালীতে নির্ম্মিত কল প্রভৃতির দ্বারা সম্পন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তে একটী গুলি রাখিলাম এবং বাম হস্তে একটী গুলি রাখিলাম, দর্শকদিগকে নানা কথায় ভুলাইয়া এ হাত ও হাত করিয়া চালাকি পূর্ব্বক এক হস্তেই দুই গুলি করিলাম। দর্শকেরা বিস্মিত হইলেন। শিশুকাল হইতে হাত সাধিলে এই বিদ্যায় নিপুণ হওয়া যায়। এইরূপ ভেল্কী হস্তাদির দ্বারা কৌশলে সম্পাদিত হয়। আর কতকগুলি কৌতুক দ্রব্যগুণে নিষ্পন্ন হয়। যেমন, রক্তপুষ্প শ্বেতবর্ণ করা, বোতলে অণ্ড প্রবেশ করান, কোন দ্রব্যে অগ্নি লাগাইলে তাহা দগ্ধ হয় না ইত্যাদি। এই শ্রেণীকে আমরা বৈজ্ঞানিক কৌতুক বলিতেছি। যে কোন শ্রেণীর ভেল্কী হউক না, যিনি ভেল্কী দেখাইবেন, তাঁহার হাতের বিলক্ষণ চালাকী চাই। ভেল্কীর সমস্তই ফাঁকি, কেবল চালাকীর দ্বারা দর্শকদের চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত হয়। পল্লিগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ লোকেরা বৈজ্ঞানিক কৌতুক কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা জ্ঞাত নহেন। তাঁহাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা প্রতি সংখ্যক কল্পদ্রুমের শেষে একটী করিয়া বৈজ্ঞানিক কৌতুক প্রকাশ করিব। এতদ্দ্বারা সাধারণ পাঠকের বুদ্ধির চালনা হইবে এবং তাঁহারা অনেক দ্রব্যের গুণ জানিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন নৈসর্গিক অনেক নিয়ম তাঁহারা বুঝিতে থাকিবেন, সুতরাং কৌতুকচ্ছলে বিজ্ঞান শাস্ত্রেও অল্প অল্প অধিকার জন্মিবে।

সূচাগ্রে আধুলি ঘুরাণ।

একটী বোতলের মুখে পরিষ্কার কাকের ছিপি সমভাবে লাগাইয়া বোতলটী সমতল ভূমিতে বসাইবে, কোন দিকে যেন হেলিয়া না থাকে। তৎপরে একটী দীর্ঘাকার তীক্ষ্ণ সরু সূচির পশ্চাদ্ভাগ (অর্থাৎ যে দিকে ছিদ্র আছে) সোজা করিয়া কাকের উপরে সমভাবে বিঁধিবে। সূচিটী বিলক্ষণ সাবধানে বিদ্ধ করা চাই, যেন কোন দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও হেলিয়া বা বক্র হইয়া না থাকে। অতঃপর আর একটী কাকের সরু মুখের দিকে ঠিক মধ্যস্থলে খাঁজ কাটিয়া তাহাতে আধুলির ধার আঁটিয়া বসাইবে। আধুলিটী খাড়া ও সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় করিয়া বসান চাই। শিথিল কিম্বা [illegible] হইয়া থাকিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তদনন্তর, সেই ছিপির দুই বিপরীত দিকে (আধুলির দুই ধারে) আধুলি বিদ্ধ অন্তভাগের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে দুইটী চাকুছুরী বিঁধিবে। ছুরী দুই খানি দৈর্ঘে প্রস্থে ও ওজনে সমান হওয়া আবশ্যক। বিঁধিবার সময় ছুরী দুই খানি যেন নীচের ছিপিতে কিম্বা বোতলের গায়ে সংলগ্ন না থাকে! বোতল কিম্বা নীচের কাক হইতে ২।৩ তিন অঙ্গুলি দূরে হেলিয়া ঝুলিতে থাকিবে। নীচের কাক ও বোতল হইতে উভয় ছুরীর অন্তরাল যেন সমান হয়। (চাকুর অপেক্ষা খানা খাবার কাঁটা পাইলে আরও ভাল হয়) এই সমস্ত প্রক্রিয়ার পর, আধুলিটী খাড়া করিয়া বোতলের ছিপির উপরিস্থিত সূচির অগ্রভাগে অতি সতর্কে বসাইয়া দিবে। আধুলি সমেত উপরের কাক ও ছুরী ঘুরিতে থাকিবে, পড়িয়া যাইবে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সূচির মধ্যস্থলে থাকে এজন্য উহা পতিত হয় না। একটী সূচিত্র প্রতিকৃতি হইলে এই প্রক্রিয়া পাঠকের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইত, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না।

পাদপূরণ।

প্রশ্ন—কাকের সমান সেথা কোকিলের ধ্বনি।

উত্তর—প্রবাসে আছেন পতি, গৃহে আমি মরি।
নড়ি চড়ি কোকিলা জ্বলায় সহচরি!
যে দেশে আছেন ভুলে মম প্রাণেশ্বর।
নাই বুঝি সে দেশেতে কোকিলের স্বর।
কিম্বা এই অনুমান হতেছে স্বজনি।
‘কাকের সমান সেথা কোকিলের ধ্বনি’।

তৃতীয় খণ্ড। একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।	৬৪১
২।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।	৬৫৩
৩।	হরিদ্বারের মেলা।	৬৭১
৪।	ইন্দ্রধনু।	৬৭৮
৫।	হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য।	৬৮৪
৬	মনুসংহিতা।	৬৯৬
৭	সাংখ্যদর্শন।	৭০১
৮।	বৈজ্ঞানিক কৌতুক।	৭০৪

কল্পদ্রুম।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্‌।

(প্রথম পরিচ্ছেদ—২)

পর দিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া সমাপন করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। রাজা প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণদের পায়ে চর্ম্ম-পাদুকা, গাত্রে সূচিবিদ্ধ বস্ত্র ; পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন। এই সকল অনাচার দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। এমন কি ?—এত যত্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে আনাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও আর ইচ্ছা হইল না।—এই অংশ টুকু রচয়িতার কল্পনা। অতঃপর দ্বিজপঞ্চকের যে দৈবশক্তি বর্ণিত হইবে,—শুষ্ক কাষ্ঠ নব দল ভরে সুশোভিত হইবে,—এই অদ্ভূত পূর্ব্ব ঘটনার এটী ভূমিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ব্রাহ্মণদিগের পরিধেয় এবং আচার ব্যবহার দেখিয়া আদিশূর কেন বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাঞ্চালাদি প্রদেশের আচার তিনি ভালরূপ জানিতেন। জানিবার সুযোগও অনেক ছিল। তিনি রাজা, মনে করিলে সকল সন্ধান লইতে পারিতেন—আমরা সে সুযোগ বলিতেছি না। আদিশূর কান্যকুব্জরাজের দুহিতাকে বিবাহ করেন। নিজ মহিষীর মুখে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিতেন। কেবল এই সুযোগটী নয় ;—তখন পথ অতি দুর্গম ছিল বটে, কিন্তু তীর্থ দর্শনেও সর্ব্বদা বঙ্গের লোক পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেন। অধিক কথায় কাজ কি ?—এই পুস্তকের প্রারম্ভেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আদিশূর যে ব্রাহ্মণের মুখে ভট্টাদির বিবরণ শুনিয়াছিলেন, তিনি তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গেই পঞ্চালদেশে গিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কাছে নৃপতি সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেন। বিশেষতঃ রাজাদিগের এই অভ্যাস ছিল, তাঁহারা পরিহাস, কৌতুক, অদ্ভুত গল্প শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। কনোজ-ব্রাহ্মণদের এরূপ

বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া সে সংবাদ রাজাকে কেহ শুনায় নাই, ইহাও কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য নয়। আবার দেখ, সে সময় ভাট ও ভাঁড় রাজ-সভায় নিত্য নিত্য নূতন কথা শুনাইত; তাহাদের দৈনিক কর্ম্মই ছিল নূতন গল্পে রাজার মনোরঞ্জন করা,—ইহাতেই বিবেচনা হয়, রাজা যে কান্যকুব্জের বিবরণ অবগত ছিলেন না, তাহা কখন সম্ভাবিত নহে।

ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদী দূর্ব্বাদল ও আতবতণ্ডুল লইয়া দ্বারে উপনীত হইলেন (১) দ্বারবান্ কহিল "রাজা নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না"।

---

(১) অথ ব্রাহ্মণা দ্বারং সমাগতা দৌবারিকমূচুঃ ভোঃ প্রতিহারিন্! কান্যকুব্জ-দেশীয়ানস্মান্ রাজানং নিবেদয়। ততঃ প্রতিহারী কিয়দ্দূরং গত্বা পুনরাগত্যোবাচ ভো ব্রাহ্মণাঃ রাজা ইদানীং সুষ্বাপ, নায়ং সাক্ষাৎ সময় ইতি। ততো ব্রাহ্মণা রাজ্ঞোঽহনাদরং বুদ্ধাপি জিতরাগদ্বেষাদিতয়া আশীঃকরণার্থানীত-দূর্ব্বাক্ষতাদিকং দ্বারোপান্ত স্থিত-শুষ্কতর মল্লকাষ্ঠে মন্ত্রং পঠন্তঃ পঞ্চধা স্থাপয়িত্বা স্ব স্ব স্থানং গতাঃ। ততঃ পরদিনে তস্মান্মল্লকাষ্ঠাত্তরুণতর পল্লবশালিন্যঃ পঞ্চ শাখাঃ সমুত্থিতাঃ দৌবারিকাদয়ঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা বিস্মিতা রাজানং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ দেব! দ্বার প্রান্তাবস্থিত শুষ্ক মল্লকাষ্ঠে তরুণতর-পল্লবশালিন্যঃ পঞ্চ শাখাঃ সমুত্থিতা ইতি মহদাশ্চর্য্যম্।

অনন্তরং রাজা সমাগত্য বিস্মিতইব প্রাহ শুষ্ক-কাষ্ঠাৎ শাখোৎপাদে কি কারণং? ততো দৌবারিকাদয় উচুঃ দেব! পূর্ব্ব দিনে কান্যকুব্জাগত-পঞ্চব্রাহ্মণা অস্মিন শুষ্ক-কাষ্ঠে পঞ্চসু স্থানেষু মন্ত্রপাঠপূর্ব্বকং দূর্ব্বাক্ষতাদিকং স্থাপয়ামাসুস্ততঃ কারণাৎ শুষ্কাদপি কাষ্ঠাৎ শাখাঃ প্রাদুর্ব্বভূবুঃ। ইতি শ্রুত্বা রাজা প্রাহ এবমেবেতি।

ততো রাজা স্বাপরাধমপনিনীষুর্গললগ্নীকৃতবাসাঃ সপরিবারস্তেষাং সমীপমাগত্য সানুনয়মুবাচ যূয়ং দেবপ্রকৃতয়ঃ সাধবঃ বয়ং মূঢ়াঃ যুষ্মাকং মহিমানং ন বিদ্মঃ, ইতি স্বমপরাধং ক্ষন্তুমর্হথ। ইত্যাদিকং বহুবিধং তুষ্টাব। তে তু সাধুবাদজাতরোষা রাজানমূচুঃ। ভো রাজন! অস্মাকং রোষো নাস্তি ইতি জানীহি। যদ্যস্মাকং রোষোঽভবিষ্যৎ তদা সপরিবারং ত্বৎপুরং ভস্মসাদভবিষ্যৎ তদলমনুনয়েন। যদর্থং বয়মানীতাস্তদর্থং যতস্ব।

ততো রাজা ভক্ষ্যদ্রব্যাদিভিস্তান্ পূজয়িত্বা লব্ধানুজ্ঞঃ স্বপুরমাগত্য শান্তিকসামগ্রীং যথাদেশং সংগৃহ্য তান্ ব্রাহ্মণানাহ। ময়া যজ্ঞার্থং যূয়ং সমাহূতা যুষ্মদনুগ্রহেণ যজ্ঞং নিষ্পাদয়ত। ইতি রাজ্ঞা নিমন্ত্রিতা ভট্টাদয়ো ব্রাহ্মণাঃ শান্তিকহোমাদিভির্ম্মন্ত্রৈস্তং গৃধ্রমাকৃষ্য তস্মাং সৈর্ব্বিধিবৎ যজ্ঞং সমাপয়ামাসুঃ। রাজা চ তেনৈব গতব্যথোদক্ষিণাভিস্তান্ সন্তোষ্য হৃষ্টমনা উবাচ ভো ভো গুরবো যূয়মত্র বসতিং মদনুগ্রহেণানুমন্যধ্বম্।

ততো দক্ষাদয়শ্চত্বারো ভট্টমুখমেব নিরীক্ষন্তে স্ম। ততো ভট্টো যথাভিলষিতং নরেন্দ্রস্যেত্যাহ। রাজা চ লব্ধানুগ্রহো হৃষ্টঃ পঞ্চানাং নিবাসযোগ্যং বহুসৌধাদিসমাকুলং পুরপঞ্চকং নির্ম্মায় তেভ্যোদদৌ। তে চ তত্র সম্বৎসরমেকং সুখমবাৎসুঃ। অথ কান্যকুব্জে বিদিতপ্রভাব-ক্ষিতীশ নাম নরেন্দ্র পুত্রস্য ভট্টস্য লোকাতীত-কর্ম্মভিভূ্র্শং পরিতুষ্টো রাজাহ। প্রভো!

ভট্টাদি বুঝিলেন,—রাজা অবজ্ঞা করিলেন। অতএব তাঁহারা আর কিছু না বলিয়া নিকটে বহুদিনের একটী শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ ছিল, দূর্ব্বা ও অক্ষতাদি মন্ত্রপূত করিয়া তাহাতেই রাখিলেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদবলে পর দিন সেই কাষ্ঠ তরুণতর পল্লবে পল্লবিত হইল।

কেহ কেহ বলেন,—সে মল্লকাষ্ঠ নয়, হস্তী বাঁধিবার আলান। বিক্রমপুরে রামপাল দীঘির দক্ষিণ ঘাটে অদ্যাপি একটী গাছ আছে, তাহার নাম গজারি বৃক্ষ। বিক্রমপুরবাসিরা বলেন, ঐ গাছটী ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদে পুনর্ম্মঞ্জরিত হইয়াছিল—এবং অদ্যাপি জীবিত আছে। ময়মনসিং জেলার অন্তর্ভূত মধুপুর পর্ব্বত ভিন্ন গজারি বৃক্ষ আর কোথাও দেখা যায় না। পঞ্চ বিপ্র আদিশূরের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহা এখন নিশ্চিত হইল।

রামপাল নগর মেঘনা নদীর পূর্ব্ব কূলে স্থিত। তথায় প্রসিদ্ধ রামপাল দীঘী এবং প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বোধ

ময়া কিয়ন্তো গ্রামা দীয়ন্তে, কৃপয়া তান্ গ্রহীতুমর্হসি। ভট্টঃ প্রাহ দুষ্প্রতিগ্রহ-গো-হিরণ্য তিল-লৌহাদিসহিতা গ্রামা ময়া ন গ্রহীতব্যাঃ। রাজাহ অনুগৃহীতেন কিঙ্করেণ ময়া তদা কিং কর্ত্তব্যং?—মম পারলৌকিকসদ্গতির্ব্বা কথং ভবিষ্যতি? ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ। মম ধনানি বহূনি বিদ্যন্তে। তৈর্ময়া কতিচিদ্গ্রামাঃ ক্রীয়ন্তে। ভবতা বিক্রীয়ন্তাং। ভবতো যদি মমোপকারে বাঞ্ছাস্তি, তত্রৈব সমুচিতোপকারঃ ক্রিয়তাং। শ্রুত্বা রাজাহ। তথৈবাস্তু। ততঃ স্বল্পেন মূল্যেন বহবো গ্রামা বিক্রীতাঃ। তেষু চ গ্রামেষু প্রতিবর্ষ-লব্ধব্যকরাগ্রামান্তর-লব্ধব্যকরেষু বর্দ্ধিতাঃ। ভট্টেন চ ক্রীতা গ্রামাঃ চতুর্বিংশতিবর্ষান্ নিষ্করং ভুজ্যন্তে স্ম।

ইতি শ্রীক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ততঃ স রাজা ভট্টোঽপি মৃতঃ পরলোকমগাৎ। ততো ভট্টস্য ষোড়শ পুত্রাঃ পিতৃ-তুল্য-গুণগ্রামাঃ আদিবরাহ, বাটু, বামন, নিপু, গুঞ্জি, গুও, অসাস্ত, গুণ, বিক, অনিল, মধু, কামদেব, সোম, অদীনসংজ্ঞকা অনুপমসদাচারবিনয়বিদ্যাগুণৈঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বমান্যা অভবন্। তত্র চাদিবরাহপ্রভৃতয়শ্চত্বারো জ্যেষ্ঠা বিষয়াভিবিরক্তাস্তপস্যামেবানুতিষ্ঠন্তঃ স্নেহাধিক্যেন চতুর্ণামপরজমিতরেষামেকাদশানাং জ্যেষ্ঠং নিপুনামানং রাজনীতিবিশারদং রাজা-প্রতিপালনক্ষমং করুণানিধানং রাজ্যেঽভিষিষিচুঃ। স চ স্বাধ্যায়যাগাদিশ্রৌতস্মার্ত্তাদিকর্ম্ম-তৎপরোপি অষ্টাবিংশতি সম্বৎসরান্ কেশরগ্রামে পরমাং পুরীং নির্ম্মায় তত্র বসন্ ধর্ম্মেণ প্রজাঃ প্রতিপালয়ামাস। ততঃ প্রভৃতি অদ্যাপি তৎসন্তানাঃ সর্ব্বে কেশরগ্রামিকত্বেন প্রসিদ্ধাঃ।

ততস্তস্মিন্ পরলোকং গতে তৎসুতোপি হলায়ুধঃ সকলজনবল্লভোপি ধর্ম্মেণ পঞ্চদশ বর্ষান্ রাজ্যং শশাস। ততো হলায়ুধে মৃতে, তৎপুত্রো হরিহরোমহাবিভবসম্পন্নোবিংশতিবর্ষান্

হয়, পালবংশীয় কোন রাজা এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেন। দীর্ঘিকার নাম কেন রামপাল হইল, তাহা এখন বলা যায় না। রামপালের নিকটবর্ত্তী অজ্ঞ লোকেরা গজারি (গজাড়ী ?) বৃক্ষটী পূজা করে এবং বন্ধ্যা-নারী তাহার কাছে পুত্র কামনা করে। এই স্থলে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী কূপ আছে। অনেকের এই বিশ্বাস যে, সেই কূপে চিতা জ্বালিয়া বল্লালসেন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এ কথার সত্যাসত্যতা কিছুই নিশ্চিত বলিতে পারি না। কারণ বল্লালসেনের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটী গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথিত আছে বঙ্গাধিপতি বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপে বাস করিতেন। সেখানে বল্লাল দীঘী নামে একটী বৃহৎ সরোবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দেবগ্রামে প্রস্তরনির্ম্মিত বড় বড় অট্টালিকা ছিল,—তাহার চিহ্ন আজও অনেক স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া মনুষ্য সম্পদের ক্ষণভঙ্গুরতার পরিচয় দিতেছে—আরও কিছু দিন দিবে।—সেই স্তূপাকার প্রস্তর রাশি, ভগ্ন-গৃহ, কূপ, সরোবর—পৃথিবীর বক্ষঃস্থল হইতে ও পুরুষপরম্পরার স্মৃতিপট হইতে শীঘ্র বিলীন হইবার নয়।

এইরূপ প্রবাদ আছে, বৃদ্ধ বয়সে বল্লাল সেন দেবগ্রামে বাস করিতেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। সেনরাজ নিয়তকাল সেই বিগ্রহ সেবায় রত থাকিতেন। কোন সময়ে এক দল ফকির আসিয়া তাঁহার নগরে মহা উৎপাত করে। তাহারা প্রজাদিগের জাতি নষ্ট করিতে লাগিল; গৃহ হইতে কেহ যে বাহির হইবে তাহার যো রহিল না। বল্লালসেন ভয়ে

রাজা বভূব। তস্মিন্ পরতে, তৎসুতঃ কন্দর্পঃ পরমধার্ম্মিকো দ্বাবিংশতিবর্ষান্ রাজা বভূব। তস্মিন্নপি ক্ষিতিমধিশাস্য প্রাপ্তপরলোকে, তৎসুতো বিশ্বম্ভরনামা অষ্টাবিংশতিবর্ষান্ নিখিল-গুণনিধানো নরপতিরাসীৎ।

তথৈব তস্মিন্ মৃতে তৎপুত্ত্রোনরহরিনামা অনুপমগুণগ্রামঃ সপ্তবিংশতিবর্ষান্ রাজ্যং পালয়ামাস। ততস্তৎপুত্ত্রোনারায়ণসমানগুণোনারায়ণনামা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষান্ রাজ্যং প্রতিপালয়ামাস। তস্মিন্ প্রমীতে, তৎসুতোঽপ্যশেষলোকপ্রিয়ত্বাৎ প্রিয়ঙ্করনামা ঊনত্রিংশ-বর্ষান্ নৃপতিরভবৎ। তস্মিন্ প্রাপ্তনিধনে, তৎপুত্ত্রোধর্ম্মাঙ্গদোরাজা সমভবৎ। তস্মিন্ বিংশতিসম্বৎসরান্ প্রতিপালিতরাজ্যে, ত্যক্তপ্রাণে, তৎপুত্ত্রোঽপি তারাপতিঃ সপ্তচত্বারিংশ-দ্বর্ষান্ নৃপো বভূব। এতে চৈকাদশপুরুষা নিষ্করমেবাদিশূরনৃপাৎ ক্রীতং রাজ্যং সুখেন পালয়ামাসুঃ।

ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

সিংহদ্বার বন্ধ করিলেন। ক্রমে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত হইল, রাজা সপরিবারে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। ফকিরেরা প্রাচীরের এক স্থানে সিঁদ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; কিন্তু, তখন কেহই জীবিত নাই। তাহারা ক্রোধে বল্লালের কটিদেশ দ্বিখণ্ড করিল। তাঁহার দেহের উর্দ্ধ-ভাগ পাষাণে পরিণত হয়। তাহা অদ্যাপি পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাই-তেছে। আমরা এ ঘটনার সত্যাসত্যতা জানি না,তবে যেরূপেই হউক না— বল্লালের মৃত্যু সত্য, সংসারে এমন নিশ্চিত এমন সত্য আর কিছুই নাই। বল্লাল মরিয়া পাষাণ হন নাই, তবে তাঁর মৃত্যুজনিত শোক সম্বরণ করিবার নিমিত্ত তদীয় আত্মীয় জনকে কিছু দিন পাষাণ হইতে হইয়া-ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি।

বল্লাল সেনের মৃত্যু বিষয়ে একটী গাথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—

ফকিরের হঙ্গমায় বল্লাল মরে আঁতে।
লক্ষ্মণের অপমৃত্যু ফকিরের হাতে।

ফকিরের উৎপীড়নে বল্লালসেন কিরূপে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া-ছিলেন, ইহাতে তার কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু, লক্ষ্মণসেন কখন্ কি প্রকারে ফকিরের হাতে বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রকার জনশ্রুতি নাই।

দেবগ্রামে অনেকগুলি প্রস্তর ফলক বাহির হয়। পুরাতন দেবনাগর অক্ষরে তাহাতে নানাবিধ প্রশস্তি ক্ষোদিত আছে। এখন তৎসমুদায়ের অক্ষর এত অপরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে যে, আর কিছুতেই পড়িবার যো নাই। রামপালেও অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছিল, সে সমু-দায় এখন ঢাকা নগরে আছে।

শুষ্ক কাষ্ঠে নবীন পল্লব উদ্ভিন্ন হইয়াছে দেখিয়া দ্বারপাল রাজসমীপে নিবেদন করিল—দেব! পূর্ব্বদিন কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়া-ছিলেন। তাঁহারা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মল্লকাষ্ঠের পাঁচটী স্থানে দূর্ব্বা ও অক্ষতাদি রাখিয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাজা এই কথা শুনিয়া দোষক্ষালন জন্য গললগ্ন-বস্ত্রে ব্রাহ্মণদের নিকট অনুনয় করিতে লাগিলেন—"প্রভু! আপনারা দেবপ্রকৃতিক সাধু পুরুষ"— আমরা মূঢ়। আপনাদের মহিমা জানিব এমন ক্ষমতা কি? দেব! যে

অপরাধ করিয়াছি মার্জ্জনা করুন। ব্রাহ্মণেরা সাধু, অজাত-ক্রোধ। রাজার অনুনয়ে তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আমাদের রোষ নাই। আমাদের ক্রোধ হইলে আপনারে সপরিবার ভস্মসাৎ করিতাম। আপনার বৃথা অনুনয়ে কাজ নাই, যে জন্য আমাদিগকে আনাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে যত্ন করুন।"

তৎপরে রাজা ভক্ষ্য দ্রব্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। দ্বিজগণ শাকুনসূক্ত মন্ত্রবলে গৃধ্র ধরিয়া তন্মাংসে আহুতি দিলেন। শাকুন শাস্ত্রে নানা বিষয়ের শুভাশুভ লক্ষণ, বাজীকরণ বশীকরণ প্রভৃতি অনেক অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরা আজও এই বিদ্যার প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। যাদুকরণ তন্ত্র মন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি। মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্র অনেকটা পরিমার্জ্জিত বটে, কিন্তু নানা বিষয়ে তাহাদের কুসংস্কার অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। কোন স্থানে মহামারী হইলে মোল্লা মৌলবী পরওয়ানা লিখিয়া দেউলের প্রাচীরে পতাকায় ঝুলাইয়া দেন। পরওয়ানা দ্বারা দ্বিজদিগকে নিধন করেন, এই প্রকার অলৌকিক কাজে তাঁহাদিগকেও ব্যাপৃত দেখা যায়।

ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রবলে যথার্থই গৃধ্রকে ধরিয়াছিলেন, ইহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। কিন্তু যাঁহারা হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি দৈব ক্রিয়া করিয়া থাকেন. তাঁহাদের নিকট অনেক ঐন্দ্রজালিক ক্রম আছে। কৌশলে ও দ্রব্যগুণে তাঁহারা অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করিয়া অজ্ঞ লোকের অনুরাগভাজন হন। আমাদের পাঠকের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন এবং কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন,—সাধকের দৈব শক্তিবলে সুরা দুগ্ধবৎ হয়, রক্তবর্ণ পুষ্প শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। এগুলি যাজ্ঞিকের প্রতারণামাত্র, বাস্তবিক মন্ত্রবলে কিছুই হইতে পারে না, অন্য দ্রব্য সংযোগে এই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। বোধ করি, ভট্টনারায়ণাদি কোন কৌশলে পক্ষিটী ধরিয়াছিলেন, সাধারণ লোকে বুঝিল যে তাঁহারা মন্ত্রবলেই গৃধ্রটী ধরিলেন।

যজ্ঞের পর মহারাজের উদ্বেগ দূরীভূত হইল। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে স্বরাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দক্ষ প্রভৃতি চারি জন কোন উত্তর দিলেন না। ভট্টনারায়ণ কি বলিবেন, তৎপ্রতীক্ষায় তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। রাজার অনুরোধে অগত্যা ভট্টনারায়ণ তাহাতে সম্মতি দিলেন। ইহাতে নৃপতির আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

তিনি তদীয় নিবাসযোগ্য বহুসৌধাদি সমাকুল পাঁচ খানি পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদিগকে দান করিলেন।

ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জের এক জন বিখ্যাত রাজা ক্ষিতীশের পুত্র। তাঁহার লোকাতীত কর্ম্মে বঙ্গাধিপতি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া কয়েক খানি গ্রাম পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা বড় শুদ্ধাচারী ছিলেন। অবৈধ কর্ম্মে কিছুতেই তাঁহাদের অভিরুচি জন্মিত না। রাজা কয়েক খানি গ্রাম দিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু গ্রাম মধ্যে গো, হিরণ্য, তিল লৌহ প্রভৃতি অনেক দুষ্প্রতিগ্রহ দ্রব্য আছে। সেই সকল দ্রব্যের দান লইলে ধর্ম্মে প্রত্যবায় হয়, অতএব ভট্টনারায়ণ কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া তৎসমুদায় গ্রাম ক্রয় করিলেন।

ক্ষিতীশবংশাবলী প্রণেতা ভট্টনারায়ণকে রাজপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠকের সে কথায় কি বিশ্বাস হয়? আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য কান্যকুব্জে দূত পাঠাইলেন। কনোজরাজ দূতমুখে সমস্ত বার্ত্তা শুনিয়া পাঁচ জন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন—"আপনারা বঙ্গদেশে গিয়া যজ্ঞ করুন।" ভট্টনারায়ণ রাজপুত্র,—এই অনুমতিতে তাঁহারও সিংহাসন টলমল করিয়া উঠিল। তিনি দ্বিরুক্তি করিলেন না। যজ্ঞের নাম শুনিয়া সামান্য গৃহবিপ্রের মত যেন অর্থলোভে বঙ্গদেশে ছুটিয়া আসিলেন। ভাল তাও হউক, এখানে আবার আদিশূর বলিলেন—"আপনাদিগকে কয়েক খানি গ্রাম দিতেছি, আপনারা আমার রাজ্যে বাস করুন।" ভট্টনারায়ণের তাহাতেও দ্বিরুক্তি নাই, অম্লানবদনে রাজার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। স্বদেশে কত সুখৈশ্বর্য্য, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না, একবারও ভাবিলেন না, বঙ্গদেশেই বাস করিলেন! এগুলি রাজপুত্রের লক্ষণ নয়। পাঠক! বলিতে পারেন ভট্টনারায়ণ কেন তবে রাজপুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন? নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতেই ক্ষিতীশবংশাবলী রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার রাজপরিবারের গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষিতীশকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বনিদী ঘরের সকলেই আদর করেন। গ্রন্থকারের মনোগত অভিপ্রায় এই—কৃষ্ণচন্দ্র রাজা কেবল উর্দ্ধতন কয়েক পুরুষ হইতেই যে এদেশের মাননীয় পূজনীয় ও ধনশীল কুলবান এমন নয়, কান্যকুব্জেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাশালী ছিলেন—তাঁহারা বনিদী রাজা। ইহাতে

নবদ্বীপের রাজপরিবার গৌরবে আরও যেন কিছু বেশী বেশী অনুরঞ্জিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক সভৃত্য বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাতে পূর্ব্ব হইতেই যে তাঁহারা এদেশে বাসের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করা যায় না। সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা কখন তাঁহাদের স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন না। বোধ হয়, স্ত্রী সঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা রত্নগর্ভ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলেন না।

পাঠক! বলিতে পারেন, পূর্ব্ব হইতে এ প্রদেশে বাসের অভিলাষ না থাকিলে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া কেন আসিলেন? তাহারও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বৈদিক যাগ সমাপন করিতে পাঁচ জন লোক চাই—সদস্য, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু এবং হোতা। সশিষ্যে শ্রীহর্ষ এই যজ্ঞের সদস্য ছিলেন, ভট্টনারায়ণ ব্রহ্মা, দক্ষ উদ্‌গাতা, ছান্দড় অধর্য্যু এবং বেদগর্ভ হোতা। শ্রীহর্ষের ভৃত্য বিরাট বা দাশরথি গুহ, ভট্টনারায়ণের মকরন্দ ঘোষ, দক্ষের দশরথ বসু, ছান্দড়ের পুরুষোত্তম দত্ত এবং বেদগর্ভের কালিদাস মিত্র। কুলাচার্য্যদের পুস্তকে পঞ্চজন ভৃত্যের এইরূপ নামোল্লেখ আছে। কিন্তু একটী গাথায় ব্রাহ্মণদিগের আর কয়েক জন অনুচরের পরিচয় পাওয়া যায়;—

বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে উপনীত আদিশূরের ভবন।

এই বচন হইতে আমরা কিছুই নিশ্চিত করিতে পারিলাম না। দ্বিজপঞ্চকের অনুগামী পঞ্চজন ভৃত্য ভিন্ন আবার পাঁচ জন করণের উল্লেখ কোন গ্রন্থে নাই। যাগ সম্পন্ন হইলে নৃপতি শ্রীহর্ষাদিকে যথাক্রমে কঙ্কগ্রাম, পঞ্চ কোটি, ব্রহ্ম কোটি, কাম কোটি, হরি কোটি এবং বটগ্রাম এই পাঁচ খানি গ্রাম বাস করিবার জন্য দিয়াছিলেন। আমরা বিস্তর সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু এই গ্রামগুলির অধুনাতন নাম স্থির করিতে পারি নাই। শ্রীহর্ষাদির বংশধরেরা এখন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, আদিশূর রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ পাঁচজনকে বাস করাইয়াছিলেন। বিক্রমপুর হইতে রাঢদেশ অনেক দূর। রাঢ়ে ব্রাহ্মণেরা বাস করিলে গৌড়রাজ সর্ব্বদা তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতেন না। তবে কি কারণে এত দূরবর্ত্তী স্থানে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল? এমন হইতে পারে বিক্রমপুর বহুজনাকীর্ণ নগর ছিল, সে জন্য তন্নিকটে তাঁহাদের বাসের

যোগ্য স্থান দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে রাঢ়দেশেই তাঁহাদিগকে বাস করাইলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলীর বাসস্থানের নাম হইতে যদি রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীনদিগের ঊনষাটটী গাঁই হইয়া থাকে, তবে আমরা একটী মহাগোলযোগে পড়িতেছি। বর্ত্তমান ৫৯ গাঁইয়ের মধ্যে আমরা কামকোটি হরিকোটি প্রভৃতি নাম শুনিতে পাই না। আদিশূরের প্রথম প্রদত্ত গ্রাম কোথায় বিলুপ্ত হইল? যদি গ্রামের নাম হইতে গাঁই সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে কামকোটি আদি পাঁচ খানি গ্রামের নাম হইতে পাঁচটী গাঁই হইল না কেন? যদি বল ভট্টনারায়ণাদির সময় গাঁই উপাধি প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাঁহাদের সন্তানদিগকেই গাঁই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগকেই গাঁই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল, সে কথা সত্য, কিন্তু তৎকালে এই প্রথা প্রথম অবলম্বিত হয় নাই। বঙ্গের আদিমনিবাসী সপ্তশতীদিগেরও গাঁই ছিল। আবার দেখ আদিশূর প্রথমে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে বাস করিবার নিমিত্ত পাঁচ খানি গ্রাম দিলেন। পরে তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি হইলে আবার তাঁহাদিগকেও এক এক খানি গ্রাম দিলেন। এই সন্তানদিগকে যে গ্রামগুলি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নাম হইতেই গাঁই সৃষ্টি হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের কোন সন্তান কি প্রথম প্রদত্ত গ্রামে বাস করেন নাই? ভট্টনারায়ণাদির মৃত্যুর পরে ঐ পাঁচ খানি গ্রাম তবে কে পাইল? আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি গ্রামের নাম হইতে গাঁই হয় নাই। গাঁই শব্দ গ্রামী কিম্বা গ্রামীণ শব্দের অপভ্রংশ নয়,—গ্রামণী শব্দ হইতে গাঁই হইয়াছে। আদিশূর, ভট্টনারায়ণাদির এক একটী পুত্রকে এক একটী উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে রাজদত্ত এক একটী গ্রামের অধিনায়ক বা গ্রামণী (পত্যৌ প্রধানে চ) ছিলেন। তাঁহাদের উপাধি হইতে এক একটী গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। বন্দ্য, মুখ্য, ভট্ট, তৈলবটী, পালধি, সিদ্ধল, পূতিতুণ্ড, রায় প্রভৃতি শব্দগুলি উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। অনেকগুলি উপাধির অপভ্রংশ হওয়াতে এখন তাহাদের প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া কঠিন হইয়াছে। মুখ্য হইতে মুখটী, রায়গ্রামণী হইতে রায়গাঁই এইরূপ অনেক অপভ্রংশ দৃষ্ট হয়। উপাধি হইতে গাঁই উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বপ্রদত্ত পাঁচ খানি গ্রামের নাম লইয়া আর কোন গোল থাকিতেছে না। গ্রামের নাম হইতে যখন গাঁই হয়

নাই, তখন কামকোটি আদি পাঁচ থানি গ্রামের নাম হইতে আর পাঁচটী গাঁই হইবার্ সম্ভাবনা নহে। ভট্টনারায়ণাদির যে যে সন্তানেরা পিতৃধনে অধিকারী হইয়া পাঁচ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহাদেরই অধিকারভুক্ত গ্রামের অন্তর্ভূত হইয়া গেল।

এক্ষণে "রাঢ়ীয় শ্রেণী" এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহার বিবেচনা করা আবশ্যক। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানেরা রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে রাঢ়ীয় শ্রেণী বলিয়া থাকি, এ কথা সন্তোষজনক নয়। আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত অনেক নিকষ কুলীন যজ্ঞের পর হইতে পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছেন। আবার ভট্টনারায়ণের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ ৩২২ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজদত্ত বিষয় ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কস্মিন্ কালে রাঢ়ের মৃত্তিকায় পদার্পণও করেন নাই। কি কারণে তবে তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন? পাঠক! ইহার প্রকৃত কারণ বলি শুনুন। আদিশূর বিক্রমপুরের নিকট রাঢ়া নামে একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণেরা সম্বৎসর সেই রাঢ়া পুরীতে বাস করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বংশাবলীকে রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন বলা যায়। আমাদের এই মত শুনিয়া ঘটক মহাশয়দিগের পদ্মপলাশ লোচন রক্তকুণ্ড হইয়া উঠিবে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অবহিতচিত্তে বিচার করিলে তাঁহারা নিজ ভ্রম অবশ্য স্বীকার করিবেন।

ঘটকদিগের পুস্তকেরও পরস্পর ঐক্য নাই। পূর্ব্ববঙ্গের পুস্তকের সঙ্গে আমাদের এ প্রদেশস্থ ঘটকদিগের মতের অনেক পার্থক্য উপলক্ষিত হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কৌলীন্যসমীকরণের অনেক দিন পরে কুলশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিবরণ লিখিত হইলে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু বহুকাল পরে লিখিত হইলে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হয়। জনশ্রুতি কখনই সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস্য নয়। লোক পরম্পরায় একটী প্রকৃত ইতিহাসের কেবল শাখা প্রশাখা বাড়িতে থাকে। এত বাড়িতে থাকে যে দশ মুখের পর মূল বিষয়টী আর খুজিয়া পাওয়া যায় না। যিনি কেন হউন, গল্প করিতে বসিয়া একটুকুও অলঙ্কার দেন না এমন মিতভাষী অতি বিরল। কৌলীন্যমর্য্যাদাদি বিস্তারের অনেক দিন পরে কুলশাস্ত্র যে সংকলিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিশূর কেন যজ্ঞ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

কিন্তু যদি যজ্ঞের অব্যবহিত পরেই তদ্বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে কেন এত মতভেদ ঘটিবে? গৌড়েশ্বর যজ্ঞ সমাপনান্তে পঞ্চ বিপ্রের বাসের নিমিত্ত পাঁচ খানি গ্রাম দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন কারিকায় ব্রহ্মকোটি বলিয়া এক খানি গ্রামের নাম দেখা যায়, অন্য পুস্তকে তৎপরিবর্ত্তে পঞ্চকোটি নাম লিখিত হইয়াছে। এইরূপ চারি পাঁচ জন কুলাচার্য্যের পুস্তক মেলন করিলে বিস্তর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। আবার দেখুন, সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামুন নাই।" এ কথাও নিতান্ত অলীক। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বসমেত ৫৯ টী গাঁই। সাধারণতঃ, সকলেরই ছাপ্পান্ন গাঁই নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য এই, কৌলীন্য মর্য্যাদা সমীকরণের বহুকাল পরে লুনাপঞ্চানন নামক এক জন কুলাচার্য্য বাৎস্যগোত্র হইতে পূর্ব্ব গ্রামণী, দীঘাল ও চৌৎখণ্ডী পরিত্যাগ করেন, সে জন্য (২) অনেকে তিনটী গাঁই গণনা করেন না।

(৩) আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণের অধস্তন কয়েক পুরুষ বিক্রমপুরের সন্নিকটেই বাস করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের রাজবাটীর দেওয়ান কার্ত্তিকেয় বাবু, কৃষ্ণচন্দ্র রাজাদের পূর্ব্ব বিবরণ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন।

---

(২) সর্ব্বত্র রাঢ়ীয়দের ছাপ্পান্নটী গাঁই পরিগণিত হয়। এই মতের পোষণ নিমিত্ত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি কুলদীপিকা হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈব চ।
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ। সম্বন্ধ নির্ণয়।

কুলদীপিকার পুস্তক বিশেষে কিরূপ পাঠান্তর আছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু উক্ত শ্লোকের শেষাংশে আমরা আরও কয়েকটী শব্দ দেখিতে পাই—

কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈব চ।
পূর্ব্বগ্রামী দীর্ঘাঙ্গীচ চৌৎখণ্ডী শিম্বলালকঃ।
বাৎস্যগোত্রজাতা ইমে বিখ্যাতাঃ পৃথিবীতলে।

অতএব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের যে উনষাটটী গাঁই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন;—'ভট্টনারায়ণের পরপুরুষেরা যে স্থানে অবস্থিতি ও আধিপত্য করিতেন, তাহা বিক্রমপুরের সন্নিহিত।' (ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। ৭০ পৃষ্ঠা)

তিনিও এই মতের সমর্থন করেন। এ দিকে আবার ক্ষিতীশবংশাবলীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দৃষ্ট হয় যে, ভট্টনারায়ণের পুত্র নিপু কেশরগ্রামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শিবনিবাসের নিকটবর্ত্তী স্থলবিশেষকে কেশরকুলী বলে। তবে কি ভট্টনারায়ণের বংশধরেরা সেখানে আসিয়া বাস করেন নাই? এ বিষয়ে আমাদের বিস্তর সন্দেহ আছে। তবে আমরা অনেক অনুসন্ধানের পর জানিয়াছি, ভট্টনারায়ণের সন্তান নিপু কেশর গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অন্যান্য অনেক সন্তান বিক্রমপুরের নিকটেই কোন কোন স্থানে বাস করিতেন।

ভট্টনারায়ণের ষোড়শ পুত্র। তাঁহারা সকলেই পিতৃতুল্য গুণবান্। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে ভট্টনারায়ণের ষোড়শ পুত্র লিখিত আছে, কিন্তু নাম ধরিয়া গণনা করিলে চৌদ্দ জনের অধিক হয় না। যথা, ১ আদিবরাহ, ২ বাটু, ৩ বামন, ৪ নিপু, ৫ গুঞি, ৬ গুগু, ৭ অসান্ত, ৮ গুণ, ৯ বিক, ১০ অনিল, ১১ মধু, ১২ কামদেব, ১৩ সোম, ১৪ অদীন। কুলাচার্য্যদের পুস্তকে ষোড়শ জনেরই নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের মতে যে চৌদ্দটী নাম কথিত হইল, তৎসমুদায়ের ঘটক কারিকার সঙ্গে ঐক্য হয় না। তাঁহাদের পুস্তকে এই নাম গুলি দৃষ্ট হয়—১ বরাহ, ২ রাম, ৩ নৃপ, ৪ নানো, ৫ বাটু, ৬ গুয়ি, ৭ গণ, ৮ শাণ্ডেশ্বরি, ৯ বুড়ো, ১০ বিকর্ত্তন, ১১ নীলো, ১২ মধুসূদন, ১৩ কোর, ১৪ বাসু, ১৫ আকাশ এবং ১৬ মাধব। ইহাঁদের মধ্যে আদিবরাহ প্রভৃতি চারি জন বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া যোগধর্ম্মাবলম্বন করেন।

এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য কি, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আদিবরাহ প্রভৃতি চারি জন বিষয়ে বীতরাগ হইয়া যদি তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, করুন; কিন্তু তাঁহারা কৌমারাবস্থায় গৃহত্যাগী হন নাই। তাঁহারা দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ঐ চারি জনের বংশধরেরা অদ্যাপি বঙ্গসমাজে বিদ্যমান আছেন। তবে ভট্টনারায়ণের ক্রীত গ্রাম গুলিতে জ্যেষ্ঠ তিন

আমরা বিক্রমপুরের সন্নিহিত রাঢ়াপুরীর নামোল্লেখ করিয়াছি। অনুমান হয়, সেই পুরীর নাম হইতে রাঢ়ীয় শ্রেণী এই নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে একটী রাঢ়া পুরীর নাম পাওয়া যায়; যথা—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরীতি।

পুত্র স্বত্বাধিকারী হইলেন না কেন? একা চতুর্থ পুত্র নিপু, কি কারণে বিষয়ের অধিকারী হইলেন? ইহাতে অনুমান হয়, ভট্টনারায়ণ বঙ্গদেশে যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে কাজের কথা নহে। নবদ্বীপ রাজবংশের গৌরব বাড়াইবার নিমিত্তই ভট্টনারায়ণ এক জন ধনাঢ্য জমিদার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তৎকালে যথার্থই যদি তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকিত, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র কখন তাহাতে বঞ্চিত হইতেন না।

ভট্টনারায়ণের চতুর্থ পুত্র নিপু তদীয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি স্বাধ্যায় ও যাগাদি ক্রিয়ায় তৎপর এবং শ্রুতি স্মৃতি সম্মত কর্ম্মে সর্ব্বদা নিরত ছিলেন। নিপু কেশর গ্রামে একটী অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে অবস্থিতিপূর্ব্বক, অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎকাল হইতে তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ অদ্যাপি কেশর গ্রামী এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বে আমরা যে কেশর গ্রামের উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সেই গোল উঠিতেছে। কেশর গ্রাম হইতে কেশরকূলী গাঁই হইলে আমরা উপরে যে উপাধির কথা বলিয়াছি, তাহা ঠিক থাকে না। এ সম্বন্ধে ঘটকদের কারিকায় বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু নির্ব্বিবাদে কিছুই স্থির হইল না। কুলপুস্তকের মতে গ্রামণী হইতেই গাঁই হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ থাকিয়া গেল। উত্তর কালে আরও অনুসন্ধান করিলে যদি কিছু গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, বলা যায় না।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আহারাদি করিয়া দেবতারা খাগড়ার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন অসংখ্য দোকানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। বরুণ কহিলেন “খাগড়ার বাসন বড় বিখ্যাত, এখানকার পানের ডিপে, জলখাবার গ্লাস ও ঘটীর যেমন সুন্দর গঠন, তেমনি উৎকৃষ্ট রৌপ্যের ন্যায় বর্ণ।

নারা। আমাকে কিছু কিনে দেও।

ব্রহ্মা। না, তোমাকে কিনে দিয়ে কি হবে? তুমি কি যত্ন করে রাখ্‌তে জান। এখান হতে নিয়ে গিয়ে হয় ত নলহাটিতে ফেলে দিয়ে যাবে। তার পর কলিকাতায় গিয়ে তোমার স্মরণ হবে।

নারা। না, এবার বুকে করে রাখ্‌বো।

দেবগণ বাসনাদি খরিদ করিয়া যেমন দোকান হইতে বাহির হইতেছেন উপ একটী সাহেবকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া "গুড মর্ণিং সার" বলিয়া সেলাম করিল। সাহেবও "গুড মর্ণিং সার" বলিয়া তাহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। পিতামহ দেখিয়া অবাক, মনে মনে করিলেন উপ বড় কম লোক নয়, উহার সাহেব সুবোর সহিত ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কহিবার বেশ দখল আছে। তিনি দেবরাজকে গা টিপিয়া দেখাইয়া কহিলেন—"ইন্দ্র! দেখ উপ কেমন ইংরাজিতে কথা বল্‌তে পারে, এমন ছেলের চাকরী হোচ্চে না।

নারা। বরুণ! বাজারে এত মিষ্টান্নের দোকান দেখা যাইতেছে এখানকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ভাল কি?

বরুণ। খাগড়ার মুড়কী বড় বিখ্যাত।

এখান হইতে সকলে বহরমপুরের সৈনশালার নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "নারায়ণ চেয়ে দেখ সেপাইগণ মিলিটারি ড্রেসে সুসজ্জিত হইয়া প্যারেড শিক্ষা করিতেছে।

নারা। বরুণ! বাঙ্গালীদিগের মিলিটারি ড্রেস আছে?

বরুণ। আছে।

নারা। সে ড্রেস্‌ তাহারা কখন পরিধান করে? আর সে ড্রেসই বা কিরূপ?

বরুণ। বাজার হইতে বেলা দুই প্রহরের সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রত্যাগমন করিয়া মাথায় গামচা বাঁধা সম্মুখে তেলের বাটী, হাতে হুকা কল্কে লইয়া যখন কোন কারণ বশতঃ গৃহিণী কি বালক বালিকাগণ অথবা কৃষাণের উপর গালি বর্ষণ করিতে থাকেন, সেই প্রকৃত যুদ্ধের সময় এবং সেই সাজই প্রকৃত মিলিটারি সাজ।

ইহার পর তাঁহারা কলেজ ও আদালত সকল দেখিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন একটী বাবু অপর একটী বাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে

আসিতেছেন। বাবুটী কহিতেছেন "সংস্কৃত ভাষার মত ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। ইহার এক এক খানি গ্রন্থে এত মধুর রস ও মধুর ভাব যে, শত শত বার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি লাভ হয় না।"

ব্রহ্মা। বরুণ! সংস্কৃত ভাষার প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন ও বাবুটী কে? উহঁার মুখে সংস্কৃত ভাষার প্রশংসা শুনিয়া আমার কিছু বিস্ময় জন্মিয়াছে।

ইহঁার নাম রামদাস সেন। ইনি বহরমপুরের একজন জমিদার। ইনি সর্ব্বক্ষণ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেই ভাল বাসেন। ঐ বিষয়েই অনুরক্ত আছেন, তজ্জন্যই ইঁহার মুখে সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রশংসা শুনিলেন।

ব্রহ্মা। এই মহাপুরুষের বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি দেওয়ান কৃষ্ণকান্তসেন মহাশয়ের পৌত্র এবং লাল-মোহন সেন মহাশয়ের পুত্র। ১৭৬৭ শকে বহরমপুরে ইঁহার জন্ম হয়। এই স্থানের কলেজেই বিদ্যাভাস করিয়াছিলেন। বালক কাল হইতেই ইনি সংবাদ পত্রে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। "বঙ্গদর্শন" নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইলে ইনি ঐ পত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মঘটিত প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে "ঐতি-হাসিক রহস্য" নাম দিয়া ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশ হইয়াছে, তৃতীয় ভাগ প্রকাশের চেষ্টায় আছেন। ইঁহার "ঐতিহাসিক" গ্রন্থ ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সম্মানের সহিত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের এই সমস্ত প্রাচীন বৃত্তান্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ এবং তাম্র শাস-নাদি হইতে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি বহরমপুরের অনরেরি মাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপাল, রোডসেস, বিদ্যালয় প্রভৃতির কমিটীর এবং চিকিৎসালয়ের সভ্য। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের অনেক সভার সভাপদে নিযুক্ত আছেন। ইনি ভট্ট মোক্ষমুলর, বুলার প্রভৃতি ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত পত্র দ্বারা প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মতামত আনিয়া থাকেন।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে এক খানি চাকার উপর আরোহণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে এক ব্যক্তি দেবগণের কাণের কাছে ভোঁ করিয়া শব্দ করিয়া

চলিয়া যাইল। তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন—এই কলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দানা চাই না, ঘাস চাই না, কোচম্যান চাই না অথচ পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ব্রহ্মা। আচমকা যাচ্চি এমন সময় চাকাখানা আমার কাণের কাছ দিয়া "ভোঁ" শব্দে ছুটে যাওয়াতে বুক্‌টা দুপ দুপ কর্‌চে। কত রকম কলই করেছে, য়্যাঁ!

তাঁহারা নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী বাড়ীর দ্বারে অসংখ্য অন্ধ খঞ্জ, আতুর ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া "জয় মহারাণী" "জয় মহারাণী" শব্দ করিতে করিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু পাহারাওয়ালা দ্বার পরিত্যাগ করিতেছে না; সে কহিতেছে "তোমরা বাহিরে বসিয়া থাক, রীতিমত ভিক্ষা পাইবে।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ বাড়ীতে কি কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত, তাই এত কাঙ্গালী জুটেছে?

বরুণ। আজ্ঞে, এ বাড়ীতে কেন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত নাই। এখানে প্রত্যহ শত শত লোকের অন্ন মিলে, এই জন্যই এত কাঙ্গালী আসিয়া জুটিয়াছে। এস্থানের নাম কাসিমবাজার। মহারাণী স্বর্ণময়ী নামে এক বিধবা রমণী এই বাড়ীর অধীশ্বরী। স্বর্ণময়ী সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী, আরবী, কোন ভাষায় সুশিক্ষিতা নহেন। কিন্তু তিনি এমন বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—এমন বিষয়ের সায়েন্স পাঠ করিয়াছেন যে, দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দেখিলে কাঁদিয়া ফেলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধা দেখিলে অস্থির হন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান, গৃহহীনকে গৃহ প্রদান ইহাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহাঁর কৃপা সকলের উপরেই সমান। ইনি দুঃখি বালককে পাঠের খরচ প্রদান করেন। গ্রন্থকারকে অর্থ সাহায্য করিয়া গ্রন্থপ্রচারের উৎসাহ দেন। নিরাশ্রয় রোগী ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা করান। ইনি নিজ চক্ষে সাধারণ লোককে নিজের পরিবারের ন্যায় দেখেন। কোন দিন মহারাণীর কোন না কোন সৎকার্য্য না দেখিয়া সূর্য্যদেব অস্তগামী হন না। ইনি রমণী-রতন। বঙ্গদেশ ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য এবং বাঙ্গালীরাও ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। রাণী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও সুখী নহেন, বিধাতা আজীবন ইহাঁকে বোধ

হয় রোদন করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। শোক তাপ অসহ্য হওয়াতে পরিশেষে রাজ্ঞী ঈশ্বরের উপাসনা ও সৎকার্য্যে দান ধ্যানে অনুরক্তা থাকিয়া কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন।

দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে বসিলেন। পিতামহ একবার বাড়ীখানির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন বরুণ! রাণীর জীবন বৃত্তান্ত আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। মহারাণী স্বর্ণময়ী বাঙ্গালা ১২৩৪ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাঁটাকুল নামক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৪৫ সালের বৈশাখ মাসে রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত ইহঁার বিবাহ হয়। ইংরাজী ১৮৪৪ সালের অক্টোবর মাসে রাজা নিজ হস্তে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুকালে তিনি সমস্ত বিষয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে উইল করিয়া যান, এজন্য রাণীকে সুপ্রিমকোর্টে ঐ কোম্পানীর নামে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল। বিচারে স্থিরীকৃত হয়,রাজা যে সময় উইল করেন, তখন তাঁহার মতের স্থিরতা ছিল না; অতএব উইল নামঞ্জুর। এই জয়লাভ করিয়া রাণী অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইহঁার লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুই কন্যা ভিন্ন আর পুত্র সন্তান জন্মে নাই। রাজাও মৃত্যুকালে পোষ্যপুত্র লইবার কোন উইল করিয়া যান নাই। রাণীর দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মাতাকে কাঁদাইয়া পলাইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাণী শোকে তাপে যেরূপ আর্ত্তনাদ ও বিলাপ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি আমার স্মরণ হইলে চক্ষে জল আইসে। ক্রমে সুশীলা রাণী সমস্ত শোক পরিত্যাগ করিয়া দান ধ্যানে রত হইলেন। নিজ অর্থ সাধারণের উপকারার্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে কেহই ইহঁার মত দানশীল নাই। রাণী ১৮৪৭ অব্দে যখন বিষয় প্রাপ্ত হন, তখন অনেক টাকা ঋণ ছিল; কিন্তু সুদক্ষ দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে অচিরাৎ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া এক্ষণে বিষয় বৃদ্ধি হইয়াছে। রাণীর নিকট জাতি কিম্বা বর্ণভেদ নাই। ইনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। ইহঁার দান দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৭১ অব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসর এই রাজবাটীতে একটী দরবার করিয়া ইহঁাকে এক খানি সনন্দ দেওয়া হয়। দরবার স্থলে রাজসাহীর কমিশনর ই, ডবলু, মলোনি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট রাণীকে মহারাণী উপাধি দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ১৮৭৮ অব্দের

জানুয়ারি মাসে ইহাকে “ইমপিরিয়েল অর্ডার অব দি ক্রাউন” উপাধি প্রদান করেন। ঐ সনের ১৪ ই আগষ্ট এই রাজবাটীতে আর একটী দরবার হয়। তাহাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর এফ, বি, পিকক সাহেব ছোট লাটের প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রাণীর কতকগুলি দানের উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! কলিতে দানের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় আনন্দ উপস্থিত হইতেছে। তুমি রাণীর কতকগুলি সৎকার্য্যে দানের উল্লেখ কর।

বরুণ। পিকক সাহেব যে সমস্ত দানের উল্লেখ করেন, আমার তাহার অনেকটা স্মরণ আছে।

আমি আপনার নিকট তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। এই রাণী ১৮৭১। ৭২ সালে চট্টগ্রামের সেলর হোম নির্ম্মাণার্থ তিন হাজার টাকা, মেদনীপুর হাই স্কুলে হাজার টাকা, কলিকাতা চাঁদনী হাঁসপাতালে হাজার টাকা, যশোহরের ভৈরব নদের সংস্কারার্থ হাজার টাকা এবং মুরশিদাবাদের দীন দুঃখিদিগের সাহায্যার্থ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭২। ৭৩ সালে বেথুন স্ত্রী বিদ্যালয়ে ১৫ শত টাকা, বগুড়া ইনষ্টিটিউসনে পাঁচ শত টাকা নেটিভ হাঁসপাতালে আট হাজার টাকা, মেলেরিয়া রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১৫ শত টাকা এবং বাহারামগঞ্জের রাস্তা নির্ম্মাণার্থ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৪। ৭৫ সালে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা মুরশিদাবাদ, দানাপুর, বগুড়া, পাবনা, ২৪ পরগণা, নদীয়া এবং বর্দ্ধমানের অন্ন কষ্টগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের জন্য দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহরমপুর কালেজে হাজার টাকা, রাজসাহী মাদ্রাসায় পাঁচ হাজার টাকা, কটক কলেজে দুই হাজার টাকা, গারোহিল ডিস্পেন্সরিতে পাঁচ শত টাকা দান করেন। ১৮৭৬। ৭৭ সালে মিস, মিলম্যান প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা স্ত্রী বিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা, আলিগড় কালেজে এক হাজার টাকা, রঙ্গপুর হাই স্কুলে চারি হাজার টাকা, কলিকাতা জিওলজিকেল গার্ডেনে ১৪ হাজার টাকা, কলিকাতা দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভায় আট হাজার টাকা, বাখরগঞ্জে মহাঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ তিন হাজার টাকা দান করেন। ঐ বৎসর ১১ হাজার এক শত একুশ টাকার বস্ত্র খরিদ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পাঁচ শত টাকা, জঙ্গিপুর ডিস্পেন্সরিতে দশ হাজার টাকা, মান্দ্রাজ ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে এক হাজার

টাকা, টেম্পল নেটিভ এসিলমে, পাঁচ শত টাকা, হাবড়া ডিস্পেন্সরিতে তিন হাজার টাকা, কলিকাতা ওরিএণ্টেল সেমিনারিতে এক হাজার টাকা, নবদ্বীপ ও বাঁকুড়ার অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা, কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসায়িটীতে হাজার টাকা, ম্যাকডনেল্ড ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে এবং প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ব্যয় করেন, অদ্যাপিও মহারাণী বৎসর বৎসর এক লক্ষ টাকার কম দান করেন না। ইহাঁর মুরশিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ, রঙ্গপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া, বর্দ্ধমান, হাবড়া, ২৪ পরগণা, গাজিপুর, আলিগড় প্রভৃতি প্রত্যেক জেলায় বিষয় থাকায় এবং কলিকাতায় অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ী থাকায় ঐ সমস্ত স্থানের দরিদ্রগণের অবস্থা সহজেই জানিতে পারেন।

ইন্দ্র। বরুণ! তুমি রাণীর সুদক্ষ দেওয়ানের বিষয় কিছু বল।

বরুণ। উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি রাজা এজন্য রাজমন্ত্রির বিষয় অগ্রে তোমার জানা উচিত। ইহার মন্ত্রির নাম রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর। ইনি জাতিতে কায়স্থ, রাজীব বাবু একজন সুশিক্ষিত দয়ালু ও সরলহৃদয় ব্যক্তি। ইহাঁর তুল্য চতুরস্র-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি অতিশয় বিজ্ঞ ও বিবেচক! ইহাঁর চক্ষু সতত পরের দুঃখের দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অন্তঃকরণ পরের কষ্টেই যেন রোদন করিতেছে। কেবল পর দুঃখের কথা লইয়া ইহাঁর বেশী আন্দোলন। রাণী অন্দরে আছেন, দেওয়ান কোন্ স্থানে কোন্ দরিদ্র রোদন করিতেছে, তৎসমাচার টেলিগ্রাফের ন্যায় রাণীকে আনিয়া দিতেছেন। ইহাঁ কর্ত্তৃক রাণীর বিষয়ের সুবন্দোবস্ত এবং রাণীকে সৎকার্য্যে দান ধ্যান করাইতে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭১ সালে রাণীকে মহারাণী উপাধি প্রদান সময়ে ইহাঁকেও রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। দেওয়ান নিঃসন্তান।

ব্রহ্মা। বরুণ! এই রাজবংশের আদি পুরুষ কে? এবং তিনি কি উপায়ে এই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন, তদ্বিবরণ সংক্ষেপে বল।

বরুণ। বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওয়ারেন হেষ্টিংসাহেবের কৃপায় এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। যে সময় নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতায় অন্ধকূপ হত্যা নামক ভয়ানক কাণ্ডের অভিনয় হয়, সেই সময় হেষ্টিং সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাসিমবাজারস্থ রেসমের কুঠির রেসিডেণ্ট

ছিলেন। নবাব ইংরাজজাতির উপর রাগান্বিত হইয়া কলিকাতা গমনের পূর্ব্বে এস্থানের কুঠি লুণ্ঠন করেন এবং হেষ্টিং প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজকে বন্দী করিয়া রাখেন। হেষ্টিং সাহেব কোন প্রকারে পলাইয়া কৃষ্ণকান্ত নন্দীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি স্বগৃহে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার জীবনদান করিয়াছিলেন। ইহার পর হেষ্টিং সাহেব যখন বাঙ্গালার গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন, তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কৃষ্ণকান্ত বাবুকে ডাকিয়া নিজের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি তাঁহাকে দেওয়ানী পদ দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, গাজিপুর এবং রঙ্গপুর জেলায় অনেক জমীদারিও করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। লোকে প্রথমে তাঁহাকে কৃষ্ণকান্ত নন্দী, পরে বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী এবং তৎপরে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী বলিয়া ডাকিত। ১১৯৫ সালে কান্ত বাবুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তৎপুত্র লোকনাথ বাহাদুর ১৩ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। এই লোকনাথ বাহাদুরকেই হেষ্টিং সাহেব প্রথমে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ১২১১ সালে ইনি এক বৎসরবয়স্ক পুত্র কুমার হরিনাথকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। ১২২৭ সালে কুমার প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজপ্রতিনিধি আরল অফ আমহরেষ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি সহ সনন্দ প্রদান করেন। কুমার হরিনাথও বিলক্ষণ [illegible] ছিলেন। তিনি কলিকাতা হিন্দুকালেজ নির্ম্মাণার্থ বিশ হাজার টাকা দান [illegible] ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার সময় কাসিমবাজারে সংস্কৃত বিদ্যারও যথেষ্ট উ[illegible]ল। ১২৩৯ সালে ইহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ [illegible] হইলেন। ১২৪৭ সালে ইনি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজ[illegible]ল অফ অকল্যাণ্ড ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইনিও রীতিমত সুশিক্ষিত দেশহিতৈষী এবং বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। ডেভিড হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর কলিকাতা মেডিকেলহলে দেশীয়দিগের যে একটী মহতী সভা হয়, সে সভা ইহাঁরই যত্নে হইয়াছিল। ইনি ঐ সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য অনেক টাকা দানও করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই মহোদয়কে ইনি এককালে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ এক লক্ষ টাকাই তাঁহার শ্রীর প্রথম সোপান। রাজা কৃষ্ণনাথ ইংরাজি ১৮৪৪ সালের ৩১ এ অক্টোবর নিজ হস্তে গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

উপ। কর্ত্তা জেঠা!

ব্রহ্মা। কি রে।

উপ। রাণীর এত দান আমাকে একটা হাজার টাকার দানি দেন না? তাহা হলে ঐ টাকায় কলিকাতায় এক খানি মুদিখানার দোকান করে খাই আর চাকুরী করে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতে পারি নে।

ইন্দ্র। দেখ! দেখ! উপোর যে এত মোটা বুদ্ধি এও জানে ব্যবসা দ্বারা দেশের এবং নিজের উন্নতি হয়। কিন্তু ভাই বাঙ্গালীদের ঘটে এ বুদ্ধি নাই!!

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! ইংরাজরাজ সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে যে একটা লম্বা চৌড়া নাম দিয়াছেন ও নাম সকলের মনেও থাকবে না, অনেকে উচ্চারণ করতেও পারবে না; অতএব এস আমরা একটা নাম করণ করি। এ উপলক্ষে রাজবাটীতে আর দরবার করিবার কিম্বা কতকগুলি টাকা বাজি ও আলোতে নষ্ট করিবার আবশ্যক করিতেছে না। ঐ টাকা রাজভাণ্ডারে থাক্‌লে দুঃখী গরিবের উপকার হইবে।

ইন্দ্র। পিতামহ! কি নাম দিতে আপনি ইচ্ছা করিতেছেন?

ব্রহ্মা। কলির অন্নপূর্ণা।

নারা। হ্যাঁ, বেশ নাম হয়েছে।

বরুণ। পিতামহ! বলিতে পারেন বিধাতা কলির অন্নপূর্ণার কপালে এত কষ্ট লিখিয়াছেন কেন?

ব্রহ্মা। তুমি কি ভাই জান না—দুঃখ বিনা সুখের [illegible] সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আজ যদি রাণীর পুত্র, কন্যা ও স্বামী [illegible] থাকিতেন তাহা হইলে কি উনি এত দান ধ্যান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি [illegible] পারিতেন? আপততঃ যদি চ স্বামী ও কন্যার বিরহানলে দগ্ধ [illegible] সত্য; কিন্তু বৈকুণ্ঠে গিয়া সেই সমস্তই প্রাপ্ত হইবেন। আর ইঁহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কিম্বা বিরহ যন্ত্রণার ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না।

দেবগণ ইহার পর মহারাণীর লক্ষ্মীনারায়ণজী প্রভৃতির দেবালয় দর্শন করিয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিলেন। বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এ সহরে দোকানদারেরা রজনীতে বাস করিবার জন্য অপরিচিত লোককে স্থান দান করে না। অতএব চলুন আজিমগঞ্জে প্রস্থান করি।" তাঁহার কথায় সকলে সম্মত হইলেন এবং এক খানি নৌকা ভাড়া করিয়া

আজিমগঞ্জের অভিমুখে চলিলেন। ইন্দ্র কহিলেন " বরুণ! মুরশিদাবাদের অপরাপর বিষয় বল। "

বরুণ। মুরশিদাবাদ ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত। এই সহর দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে আড়াই মাইল হইবে। কাসিমবাজার, বহরমপুর, মতিঝিল, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থান সকল মুরশিদাবাদের অন্তর্গত। মুরশিদাবাদে অনেক বড় বড় জমীদার ও সওদাগরেরা বাস করেন। এই স্থান কোরার কারবারের জন্য বিখ্যাত। এই কারবার উপলক্ষে পূর্ব্বে অনেক ধনী ইংরাজ ও ফরাসী এখানে কুঠি করিয়া বাস করিত। বহরমপুরের ১৬ মাইল দূরে জামুয়াকাঁদি নামক একটী স্থান আছে। জামুয়াকাঁদি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জন্মভূমি। ইনি পাকপাড়ার রাজপরিবারের আদি পুরুষ। ঐ স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। দেবমূর্ত্তির প্রত্যহ বেশ সমারোহের সহিত সেবা হয় এবং যত অতিথি উপস্থিত হউক কাহাকেও বিমুখ করা হয় না। রাসের সময় বড় সমারোহ হইয়া থাকে। নৃত্য গীত ইত্যাদির খরচ দশ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ লর্ড হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। এজন্য দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কহে। ইনি মাতৃশ্রাদ্ধে বড় সমারোহ করিয়াছিলেন, পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা ঘৃতের দ্বারা পূর্ণ করিয়া উৎসর্গ করা হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশের যত জমীদারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া টাটকা জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। ঐ প্রসাদ তিনি কাঁথি হইতে পুরী পর্য্যন্ত অশ্বের ডাক বসাইয়া আনাইয়াছিলেন। জিয়াগঞ্জে মস্তরাম বাবাজী নামক এক উদাসীন সাধুর মঠে অনেকগুলি হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মস্তরাম, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সময় বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে—এক সময় সিরাজ উদ্দৌলা কোন হিন্দু রমণীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে সতী সতীত্ব নাশের ভয়ে মস্তরামের কুটীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজ সন্ধান পাইয়া যখন তাঁহাকে ধরিতে লোক পাঠান, তাহারা সাধুর কুটীর দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলে কুটীরস্থ অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া এমনি বেগে ঐ লোকদিগের মুখে আসিয়া লাগিতে লাগিল যে তাহারা পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইল। নবাব এই অসম্ভব কথায় অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং রমণী লাভের প্রত্যাশায় কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সাধুর নিষেধ না শুনিয়া সতীর সতীত্ব নাশ করিবার অভিপ্রায়ে

ধরিতে যাইলেন, কিন্তু সাধুর প্রসাদে রমণী অদৃশ্যা হইলেন। সাধুর এবম্বিধ অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া নবাব অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তদবধি তাঁহার পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি ও অনেক জমা জমী করিয়া দিলেন। মস্তরাম হইতে ক্রমান্বয়ে চারি জন চেলা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে শ্রবণ দাস বাবাজী বিরাজ করিতেছেন। ইনিও সাধু বটেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় গুরুর গুণের একাংশ ও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

দেবগণ সে রাত্রি আজিমগঞ্জে অতিবাহিত করিয়া প্রাতের ট্রেণে নলহাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং বর্দ্ধমানের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ হুপা হুপ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে রামপুরহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ! এ ষ্টেষণটীর নাম কি?

বরুণ। এস্থানের নাম রামপুরহাট। রামপুরহাট একটী চেঞ্জিং ষ্টেষণ অর্থাৎ এই ষ্টেষণে গাড়ির কল ও কলচালকের পরিবর্ত্তন হয়। স্থানটী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্দ নহে। এখানে গবর্ণমেণ্টের ২। ১ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফিষ আদালত, একটী মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে এবং বাঙ্গালী বাবুদিগের যত্নে একটী হরিসভা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আবার ট্রেণ ছাড়িল এবং ট্রেণ একটা ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া সিন্থিয়া ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবগণ দেখিলেন অনেকগুলি যাত্রী উঠিল এবং কতকগুলি নামিল। যাহারা নামিল তন্মধ্যে একজন কহিল "এ রামকান্তে, বেগটা এগুয়ে দেও।"

নারা। বরুণ! এ সব যাত্রী কোথাকার এবং এ স্থানের নাম কি?"

বরুণ। এ সব যাত্রী রাঢ়দেশের। এস্থানের নাম সিন্থিয়া। সিন্থিয়া ময়ূরাক্ষী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এই ষ্টেষণে নামিয়া গাড়ি কিম্বা পাল্কীযোগে বীরভূম নামক স্থানে যাওয়া যায়। বীরভূম এখান হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। বীরভূম পূর্ব্বে একটী জেলা ছিল। ঐ স্থানের সদর ষ্টেষণের নাম সিউড়ি। ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব কর্ত্তৃক এই জেলাটী খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া কতক বহরমপুর ও কতক ভাগলপুর জেলার সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে সিউড়ি একটী ক্ষুদ্র আকারের "বি" শ্রেণীর ডিষ্ট্রীক্ট মাত্র। পূর্ব্বে সিউড়ি বড় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। এক্ষণে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাবে ছয় সাতটী ডিস্পেন্সরি উত্তমরূপ চলিতেছে। ঐ স্থানে এক্ষণে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, বঙ্গ ও ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

ট্রেণ আবার ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে ভোলপুর ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন " বরুণ! এস্থানের নাম কি?"

বরুণ। এস্থানের নাম ভোলপুর। ভোলপুর ষ্টেষণের দুই মাইল দূরে সুপুর নামক একটী স্থান আছে। হিন্দুরাজাদিগের সময় সুপুর একটী বিখ্যাত নগর ছিল। ঐ নগর রাজা সুরথকর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ঐ কালীর নিকট রাজা প্রত্যহ লক্ষ বলি প্রদান করিতেন। দেবীর মন্দিরটী এক্ষণে ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে তিনি প্রত্যহ লক্ষ বলির পরিবর্ত্তে এক এক বলি প্রাপ্ত হন কি না সন্দেহ। মন্দিরের সন্নিকটে সুপুরের বাজার। সুপুরে বাসা বাটী ও চাউল বড় সস্তা।

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল এবং ট্রেণ দুইটী ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া কানু-জংসনে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন " পিতামহ! এই স্থানের নাম কানু-জংসন। এই স্থান হইতেই কর্ড ও লুপলাইন নামক রেলওয়ের দুইটী শাখা দুই দিকে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ঐ কর্ড লাইনের ধারে বৈদ্যনাথ তীর্থ।

ব্রহ্মা। কত গুলো ষ্টেষণ দূরে বৈদ্যনাথ তীর্থ?

বরুণ। তা-অনেকগুলো হইবে, প্রায় ২০। ২১ টীর কম নহে।

ব্রহ্মা। তুমি বৈদ্যনাথের উৎপত্তির কারণ বল।

বরুণ। রাবণ স্বর্ণপুরী লঙ্কা নির্ম্মাণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এ নগরের প্রতিহারী কাহাকে নিযুক্ত করিলে নিরাপদে বাস করিতে পারি। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, দেবগণের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবই সর্ব্বপ্রধান এবং লোকটাও সাদাসিদে। অতএব তাঁহাকে আনিয়া যদি নগর দ্বারে প্রতিহারী নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে নিরাপদে বাস করিতে পারিব। অতএব অগ্রে যাইয়া তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এই বিষয়ের জন্য বর প্রার্থনা করা উচিত। আবার ভাবিলেন বর প্রার্থনা করিবারই বা আবশ্যকতা কি, স্ববলে কৈলাস পর্ব্বতটা উঠাইয়া আনিয়া লঙ্কাদ্বারে স্থাপন করিয়া দিই। এই রূপ স্থির করিয়া লঙ্কেশ্বর কৈলাস পর্ব্বতের নিকট যাইয়া ঘন ঘন পর্ব্বত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। ইহাতে পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠায় ভূত প্রেতগণ ভীত হইয়া শিবকে গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শিব কহিলেন " তোমাদের কোন আশঙ্কা নাই, রাবণ আমাকে স্ববলে কৈলাস সহ উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে অকৃতকার্য্য

হইবে। এ দিকে দশানন অনেক চেষ্টা করিয়া পর্ব্বত উঠাইতে না পারায় দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করিতে বসিলেন। শিব রাবণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে রাবণ এই বর প্রার্থনা করেন যে, তোমাকে যাইয়া লঙ্কার দ্বার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। মহাদেব তৎশ্রবণে কহিলেন, "তোমার প্রার্থনায় আমি সম্মত আছি,কিন্তু পথি মধ্যে কোন স্থানে আমাকে নামাইতে পারিবে না। যদি নামাও আর উঠিব না।" রাবণ এ কথায় সম্মত হইয়া শিবকে মস্তকে উঠাইয়া লইয়া লঙ্কাভিমুখে চলিলেন। আমরা স্বর্গে এই সমাচার পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম এবং রাবণকে প্রতারণা দ্বারা ঠকাইয়া শিবকে ছিনাইয়া লইবার জন্য কয়েক জন দেবতায় পরামর্শ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলাম। আমরা উপস্থিত হইয়া দেখি রাবণ শিব ঘাড়ে করিয়া বৈদ্যনাথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন আমি সাত পাঁচ ভাবিয়া বায়ুরূপে তাহার উদরে প্রবেশ করিয়া প্রস্রাবের পীড়া জন্মাইয়া দিলাম। রাবণ প্রস্রাবের পীড়ায় কাতর অথচ শিবকে মাটীতে নামাইলে তিনি আর উঠিবেন না কি করেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। এই সময় আমাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে যষ্টি হস্তে ধীরে ধীরে রাবণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন " ঠাকুর! এই শিবটে যদ্যপি একটু ধরেন তাহা হইলে প্রস্রাব করিয়া লই।" ব্রাহ্মণ কহিলেন " আমি প্রাচীন, ও পাথর কি আমার সাধ্য বহন করিতে পারি। কিন্তু রাবণ বারম্বার অনুনয় বিনয় করায় ব্রাহ্মণ কহিলেন "দেও, কিন্তু সত্বরে প্রস্রাব করিয়া লইবে নচেৎ আমি ফেলিয়া দেব।" রাবণ তথাস্তু বলিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় শিব চাপাইয়া দিয়া প্রস্রাবে বসিলেন কিন্তু তাঁহার প্রস্রাব আর শেষ হয় না। ঐ প্রস্রাবে কর্ম্ম নাশা নদীর উৎপত্তি হইয়া স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। (১) রাবণ প্রস্রাবই করিতেছেন, প্রস্রাবের তেজে নদীতে স্রোত বহিতে লাগিল, ঢেউ উঠিল তথাপি বিরাম নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মণ কহিলেন " তোমার শিব লও নচেৎ আর পারিনে মাথা ফেটে যাচ্চে।" রাবণ কহিলেন " আর একটু বাবা, দোহাই তোর আমার প্রায় হয়েচে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন " দূর কর, হয়েচে

(১) বৈদ্যনাথ কর্ম্মনাশা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। রাবণের প্রস্রাবে এই নদীর উৎপত্তি হওয়ায় ইহার জলে দেবারাধনা প্রভৃতি কোন কার্য্য হয় না, তজ্জন্যই ইহার নাম কর্ম্মনাশা হইয়াছে।

হয়েচে বসে পর্য্যন্ত বল্‌চো, আমি আর পারিনে, এই থাকলো তোমার শিব” বলে দে পিট্টান। তখন আমিও রাবণের দেহ হইতে বহির্গত হইলাম, তাঁহার প্রস্রাব করা শেষ হইলে শিবকে উঠাইতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু শিব আর উঠিলেন না; তখন রাগান্বিত হইয়া শিবের মস্তকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলেন (২)।

ব্রহ্মা। আহা! বৈদ্যনাথ কি মহাতীর্থ!

নারা। আঃ মরি! মরি! ভোলা দা আমার ঐ তীর্থে চড় খাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। তুমি থাম। বরুণ! বৈদ্যনাথে আর কি আছে?

বরুণ। দক্ষযজ্ঞে ভগবতী প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্ণুচক্রে তাঁহার মৃতশরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যখন স্থানে স্থানে পতিত হয়, তখন ঐ বৈদ্যনাথে দেবীর হৃদয় পতিত হওয়ায় তিনি জয়দুর্গা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

ব্রহ্মা। আহা! নিকটে হইলে দেখে আসা যাইত। বরুণ! ইংরাজেরা কি সর্ব্বত্রই রেল বসিয়েছে? এ রেলরোডের সৃষ্টি এ দেশে কোন সময়ে হয়?

এই সময় “পেঁা” বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ হুপা হুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। বরুণ পিতামহের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলিতে লাগিলেন, ১৮৫১ অব্দে এ দেশে রেলওয়ে কার্য্যারম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথমে হাবড়া ও বোম্বাই নামক স্থান হইতে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। এ দেশের লোকে প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিল সাহেবেরা ক্ষেপিয়াছে নচেৎ ডাঙ্গায় কখন বিনা ঘোড়ায় গাড়ি চলে! তৎপরে রাজ প্রতিনিধি লর্ড ডেলহাউসি ভারতবর্ষে থাকিতে থাকিতে হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গাড়ি চলে। যে দিন প্রথম চলে। অনেকে সাহস করিয়া উঠে নাই। তৎপরদিন আরোহীর সংখ্যা দেখে কে? এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় ছয় হাজার মাইল পরিমাণ ভূমিতে গাড়ি চলিতেছে। ইহাতে প্রায় ৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। রেলওয়ের আয়ও বিস্তর। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর কোন কোম্পানীর হস্তে রেলওয়ের ভার না দিয়া নিজের হস্তে রাখিতেছেন এবং সরকারি টাকা হইতে অনেক নূতন নূতন রাস্তাও নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

উঁপ প্রায় সমস্ত পথ গাড়ির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে

(২) বৈদ্যনাথের মস্তকে অদ্যাপি দাগ আছে। পাণ্ডারা কহে—রাবণের চপেটাঘাতের পাঁচ অঙ্গুলির দাগ।

যাইতেছিল। এই সময় চীৎকার করিয়া কহিল ঠাকুর কাকা! মেলা শিব মন্দির।" বরুণ কহিলেন "তবে বর্দ্ধমানে গাড়ি আসিল।" এই কথা শ্রবণে দেবগণ দ্বারের নিকট যাইয়া দেখেন দূরে অনেকগুলি ঝাউগাছ ও তাহার ভিতর দিয়া ২। ১ টী অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। এই সময় গাড়ি "সোঁৎ" "সোঁৎ" "ঝান" "ঝান" "সোঁৎ" "সোঁৎ" "ঝান" "ঝান" শব্দ করিয়া ষ্টেষণের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দেবগণ চাহিয়া দেখেন আর এক খানি গাড়ি রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কল খানা "সোঁ সোঁ" শব্দ করিতেছে। কলের নিকটে এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পাশে কালী ঝুলি মাথা এক জন হিন্দুস্থানী তাহার মাথায় টুপী, গাত্রে সবুজ রঙ্গের একটী কোট ও পাজামা মুদ্গরের আঘাতে কয়লা ভাঙ্গিতেছে। আর এক ব্যক্তি ঠিক তদ্রূপ কল খানার পাশে গিয়া ছেঁড়া চট দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দিতেছে। তাঁহারা আরো দেখিলেন ষ্টেষণটী বড় সুন্দর, উভয় দিকে অট্টালিকা শ্রেণী। প্লাটফরমে অসংখ্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী ব্যাগ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে "চাই ক্ষীর" "চাই পান" শব্দ হইতেছে। মুসলমান ও হিন্দু ভৃত্যেরা জলের কুঁজো হস্তে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যেক কামরায় "জল" "জল" শব্দে চীৎকার আরম্ভ হইয়াছে। আরোহীদিগের মধ্যে অনেকে ছুটিয়া গিয়া শালপাতের ঠোঙ্গায় করিয়া সীতাভোগ, লালমোহন প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য খরিদ করিয়া আনিতেছে, দেখিতে দেখিতে এক গৌরাঙ্গ পুরুষ গাত্রের বোটকা গন্ধ বাহির করিয়া আসিয়া কটাস শব্দে গাড়ির চাবি খুলিয়া "টিকেট" "টিকেট" শব্দ করিতে লাগিল। দেবগণ টিকিট দিয়া অপর যাত্রিগণের সহিত ষ্টেষণের বাহির হইলেন।

বর্দ্ধমান।

ব্যাগ হস্তে গল্প করিতে করিতে দেবগণ নগরাভিমুখে চলিলেন। ইহাদের সহিত একটী বাঙ্গালী বাবুও ছিলেন। বাবু কহিলেন "মহাশয়েরা বর্দ্ধমান দেখিতে যাইতেছেন? স্থানটী দেখিবার মত বটে। এখানে বর্দ্ধমানের রাজার বিস্তর কীর্ত্তি আছে। তাঁহারই দেবালয়, অট্টালিকা, বাগান ও সরোবরাদিতে নগরটী পরিপূর্ণ। "ঐ যা!" মহাশয়, আমি ভুল করে কার একটা ব্যাগ এনে ফেলেছি! কি হবে? আমার ব্যাগে যে প্রায় ৪। ৫ শত টাকার গহনাদি আছে। এতক্ষণ কি গাড়ি ষ্টেষণ হইতে চলিয়া গিয়াছে?

বরুণ। গাড়ি এতক্ষণ পাণ্ডুয়ায়।

"কি হবে মহাশয়?" যেতে হল যদি টেলিগ্রাফ ট্রাপ করে পাওয়া যায়।" বলিয়া বাবুটী দ্রুতপদে ষ্টেষণের অভিমুখে ছুটিল।

ব্রহ্মা। লোকটা দেখচি নারায়ণের দাদা! যঁ্যা! নিজের ব্যাগটা ফেলে আর একটা কার ভুয়ো ব্যাগ নিয়ে এল! যখন তোর ব্যাগে ৪।৫ শত টাকার দামী জিনিস রয়েছে, হাতে করে রাখতে নেই?

ইন্দ্র। লোকটা তবু ভাল যে, শুধু হাতে না এসে যাহা হউক একটা নিয়ে এসেছে। আমাদের ইনি দিয়ে আসেন ব্যতীত কখন কিছু নিয়ে আসেন না।

নারা। তুমি থাম।

বরুণ। পিতামহ! সম্মুখে দেখুন রাণীসায়ের নামক একটী বৃহদাকার পুষ্করিণী।

এই সময় এক ব্যক্তি থালে করিয়া ওলা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া উপ কহিল "কর্ত্তাজেঠা" ঐ সাদা সাদা হাঁসের ডিমের মত কি বেচতে যাচ্চে কিনে দেওনা, খাব। বরুণ তৎশ্রবণে দুই পয়সা দিয়া একটী খরিদ করিয়া দিলেন। কিন্তু উপ অনেক চেষ্টা করিয়াও দন্তস্ফুট করিতে পারিল না!

নারা। কথাগুলো ত খুব পাকা পাকা কিন্তু ওলায় দাঁত বসাবার ক্ষমতা নাই।

উপ। আগে চেষ্টা করে দেখি, তার পর ইট দিয়ে থেতলে খাব।

ইন্দ্র। রাণীসায়েরের ঘাট ত বড় কম নয়?

বরুণ গণনাতে প্রায় ২০।২৫ টে হইবে। এই পুষ্করিণীর চারি দিকে বাগান আছে। ওদিকে দেখ, শ্যামসায়ের নামক আর একটী পুষ্করিণী দেখা যাইতেছে। উহাও প্রায় এইরূপ আকারের এবং চতুর্দ্দিকে ২০। ২৫ টে ঘাট ও বাগান আছে।

ক্রমে দেবগণ শ্যামসায়েরের নিকটে আসিয়া দেখেন অনেকগুলি বাড়ী ঘর রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানে আদালতের উকীল মোক্তার ও কেরাণিরা বাস করে। ওদিকে দেখ, বর্দ্ধমানের জেলখানা দেখা যাইতেছে। এই সময় সকলে দেখেন একটি বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। বাড়ীটী তখন ঢোল বাজাইয়া নীলামে বিক্রয় হইতেছিল। হাজার দশ টাকা পর্য্যন্ত

দর উঠিয়াছে, তত্রাপি একজন চাপরাশী হাঁকিতেছে—" এক হাজার দশ টাকা এক দো " অম্নি এক জন ঢুলি " ড়ুম ড়ুম ড়ুম ড়ুম, ড়ুম " শব্দে ঢোলে ঘা মারিতেছে!

ব্রহ্মা। বরুণ! এখানে কি হচ্চে।

বরুণ। যে বাবুর বাড়ী, তিনি দেনা করায় দেনদার টাকা আদায়ের জন্য নালিশ করিয়া বাড়ী ঘর নীলামে বিক্রয় করিয়া লইতেছে।

নারা। এমন দেনা কর্‌তে হয়, যাহাতে বাড়ী ঘর বিকায়ে যায়। বরুণ! এ বাবুর এত দেনা কিসে হল?

বরুণ। বাবুটী বড় বেশ্যা ভাল বাসেন। এত ভাল বাসেন যে একটী বেশ্যাকে বেতন দিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে বাবুর যাহা কিছু নগদ পুঁজি পাটা ঐ বেশ্যা গ্রাস করিল, তথাপি বাবুর চক্ষু ফুটিল না, আবার যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এবার বেশ্যাটী উহার হাতে কিছু নগদ নাই দেখিয়া প্রত্যেক রজনীতে এক এক খানি খত লিখিয়া লইত। এইরূপে খত সংখ্যা বেশী হইল, এক্ষণে সমস্ত টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া ভিটাস্থ ঘুঘুস্থ করিতেছে।

নারা। বেশ কর্‌ছে! বেশ্যামাগী মিন্‌ষেকেও কিনে নিয়ে খাসী করে ছেড়ে দেক যে, অন্য পাঁটাদের জ্ঞান জন্মাক।

ব্রহ্মা। বরুণ! পৃথিবীতে এ হলো কি?

বরুণ। এইরূপই দুনিয়ার গতিক। পিতামহ! ওদিকে ঐ যে একটী ক্ষুদ্র আকারের পুষ্করিণী দেখিতেছেন উহার নাম বাহির সর্ব্বমঙ্গলার পুষ্করিণী। উহার জল বড় চৎকার। জল খারাপ হইবার আশঙ্কায় কাহাকেও স্নান করিতে কিম্বা বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়া হয় না। নগরের যাবতীয় লোক এই পুষ্করিণী হইতেই জল লইয়া পান করে।

এখান হইতে দেবগণ রাজার হাতিশালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন ১০। ১৫ টী হাতি রহিয়াছে। তৎপরে তাঁহারা আর একটী পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! আমার অনেক পুষ্করিণী আছে সত্য; কিন্তু এমন সুন্দর ও বৃহদাকার পুষ্করিণী ত রাজ্য মধ্যে নাই। পুষ্করিণীটী এত বৃহৎ যে পরপারের মনুষ্যগুলিকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। এ সরোবরটীর নাম কি বরুণ?

বরুণ। এই পুষ্করিণীর নাম কৃষ্ণসায়ের। এমন বৃহদাকার সরোবর বর্দ্ধমানে আর দ্বিতীয় নাই। পুষ্করিণীর প্রত্যেক পাড়ে দেখ কেমন সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষগুলি নানা প্রকার ফল পুষ্পে শোভা পাইতেছে। ওদিকে দেখ কতকগুলি কামান পাতা রহিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রি এক প্রহর এবং প্রাতে চারিটার সময় এই স্থান হইতেই এক এক বার কামান দাগা হয়!

দেবগণ চাহিয়া দেখেন তাঁহাদের নিকটে একটী বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। বাবুটীর মুখ হর্ষযুক্ত। দেখিলে বোধ হয় বাবু যেন কোন একটী সৎকার্য্য করিয়া মনের আনন্দে ভাসিতেছেন। বাবু হঠাৎ একটী লোককে নিকটে আসিতে দেখিয়া হাস্‌তে হাস্‌তে কহিলেন "কেমন হে, খুব সন্তুষ্ট হয়েছে? তুমি বল্লে না কেন আমার মত বাবু বর্দ্ধমানে আর পাবে না! একি সহজ কথা!—মুখ থেকে খস্‌তে না খস্‌তে পাঁচ শত টাকার এক জোড়া শাল খরিদ করিয়া দিলাম।

আগন্তুক। ধরুন।

বাবু। কি?

আগ। আপনার শাল ফেরত এল।

বাবু। আমি ভাঁজ করে দিলাম, দলা মলা হয়ে ফেরত এল কেন?

আগ। বল্লে আমি এমন ছোট লোক নই যে, হাজার টাকার চেয়ে শেষে পাঁচ শত টাকার শাল নিয়ে ক্ষান্ত হব।" এই কথা বলে, আপনাকে যা মুখে এল তাই বলে গালি দিয়া, শাল খানিকে কাঁচি কাটা করে পুঁটুলি বেঁধে ফেরত পাঠিয়েছে।

বাবু। না হয়, না নিত। এমন খণ্ড খণ্ড করে পাঁচ শত টাকা নষ্ট করতে কি একটু মায়া হলো না? একটু দয়ার সঞ্চার হল না?

আগ। সে ত আর আপনার স্ত্রী নয় যে দয়া মায়ার শরীর হবে। কিসে আপনার আয় পয় হবে তার চেষ্টা দেখ্‌বে। তার ইচ্ছা, যে প্রকারে হউক দশ টাকা উপার্জ্জন করা, তার ইচ্ছা, যেন তেন প্রকারেণ আপনাকে পথের ফকীর করা।

"যা বল্লে" যাহা হউক হাজার টাকা কর্জ্জ করে আমাকে অদ্যই এক জোড়া শাল খরিদ করে দিতে হবে; নচেৎ বেশ্যা মহলে আমার মান সম্ভ্রম থাক্‌বে না। বলিয়া বাবু প্রস্থান করিলেন, আগন্তুকও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

নারা। বরুণ! আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারিলাম না।

বরুণ। বুঝ্‌তে পার্‌লে না?—বাবু একটী বেশ্যা রাখিয়াছেন। সেই বেশ্যা বাবুর নিকট হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল চায়। কিন্তু বাবু পাঁচ শত টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল খরিদ করিয়া দেওয়ায় সে রাগান্বিতা হইয়া শালখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেরত দিয়াছে। যে ব্যক্তি ফেরত লইয়া আসিল, উনি বাবুর মোসাহেব।

ব্রহ্মা। বরুণ! কুলাঙ্গারদের ঢোল বাজায়ে বাড়ী ঘর বেচে নিচ্চে দেখেও কি চক্ষু ফুটে না!!

এখান হইতে বরুণ দেবগণকে দক্ষিণ দিকের ঘাটের চাঁদনীর নিকট লইয়া গেলেন এবং কহিলেন "এই চাঁদনীটী তিন তালা। ইহার গৃহগুলি অতি সুন্দররূপে সাজান আছে। একটী গৃহে ১০৮ ডালের একটী ঝাড় ছিল। ঝাড়টী বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন বিদেশীয় রাজা কিম্বা সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বর্দ্ধমান ভ্রমণে আসিলে মহারাজ তাঁহাদিগকে অতি সমাদরের সহিত এই স্থানে বাসা দিয়া থাকেন। এই বৈঠকখানাটী ও বাগানটীতে রাজার অনেক গুলি চাকর প্রতিপালন হইতেছে। শ্রীপঞ্চমীর সময় এবং মহারাজ ও মহারাণীর জন্মতিথি পূজা (সালগিরা) উপলক্ষে এই কৃষ্ণসায়েরের তীরে অনেক টাকার বাজী পুড়ে।

ইন্দ্র। এই বৈঠকখানা গৃহ দেখিবার হুকুম আছে?

বরুণ। হ্যাঁ, চল তোমাদিকে দেখাইয়া আনি।

বরুণ "দেখাইয়া আনি" বলিতে না বলিতে, উপ সর্ব্বাগ্রে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিল এবং সে দ্রুতপদে "উপরে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন" এই সংবাদ দিতে আসিতে না আসিতে দেবগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে রাজাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরিদ্বারের মেলা।

হিমগিরিরাজ! তোমার প্রিয়কুমারী কোথায় যে ছুটিয়া চলিলেন, তুমি অচল, দৌড়িয়া ধরিতে পারিবে না ত! যান—যদি ধরিতে পার তবু ধরিও না। তাঁর আগমনে যদি পাপ কলঙ্কিত মর্ত্ত্যের উপকার হয়, তবে জননীকে আসিতে দাও। তাঁর পরশে যদি ভূমণ্ডল পবিত্র হয়, পতিতপাবনী তবে একবার আসুন।

জননীর আগমনে ত্রিলোকে আনন্দের উৎস উত্থিত হইয়াছে। নারদ মধুর তানে বীণা বাজাইতেছেন; পঞ্চানন পঞ্চবদনে গান করিতেছেন; ভৈরবে নাচিয়া নাচিয়া তাল ধরিতেছে। ভাবুক কবি! তুমি কেন নীরব? মুরজ বীণ তুম্বকী লইয়া তুমিও অভিনয় ক্ষেত্রে অবতরণ কর। অন্য স্থানে প্রকৃতি দেবী যেন বৃদ্ধা হইয়াছেন; দেহ শ্লথ হইয়াছে; সৌন্দর্য্য নাই, লাবণ্য নাই; অঙ্গের ভাবনে অভিলাষ নাই,—আর বেশ ভূষায় স্পৃহা নাই এখানে প্রকৃতির অঙ্গে চির যৌবন ঢল ঢল করিতেছে; বেশ ভূষায় দেহ সুসজ্জিত; অক্ষুণ্ণ রূপের গরিমায় স্থানটীকে যেন হাসাইয়া তুলিতেছে।

দেখ, পতিতজনকে উদ্ধারিতে সুরধুনীর একবার উদাম দেখ। সাগরাভিমুখে যাইবেন, গোমুখী অতিক্রম করিলেন। জলোচ্ছ্বাস কল্লোল কোলাহলে গিরি-প্রাকার ভেদ করিয়া পাষাণ ফুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া পাষাণে পড়িয়া আছাড়িয়া আছাড়িয়া ফেনফুৎকারে বেগে ছুটিতেছেন;—ভুবনের সৌন্দর্য্যভাব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া প্রবাহের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। দ্রবময়ী গঙ্গা মর্ত্ত্যে আসিলেন।

এই শান্তপদ হৃষীকেশ আশ্রম,—ঐ পবিত্র তপোবন ক্ষেত্র। সংসারে বীতরাগ যতি ও ব্রহ্মচারিগণ এই সকল পুণ্যভূমিতে কুটীর বাঁধিয়া তপস্যা করিতেছেন। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা কবে মর্ত্ত্যে আসিবেন, সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন, অদূরে হরিদ্বার,—ভক্তগণ জননীর প্রতীক্ষায় ঊর্দ্ধমুখে কাতর স্বরে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে, ভাগীরথী দ্রুতপদে সাগরাভিমুখে যাইতেছিলেন, এখানে ভক্তগণের কাতরোক্তি শুনিয়া মন্থরগামিনী হইলেন, ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—বৎস! আমি অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিব না। তোমরা আমার সুধাসম তোয় পান কর,এই পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া স্নান কর, মুক্তিলাভ করিবে। এই সঙ্কেত করিয়া গঙ্গা চলিলেন; কিন্তু স্নেহের এমনি দৃঢ়বন্ধন, তাঁহার উৎপত্তির স্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত স্রোতঃসূত্রে সংস্রব রাখিয়া গেলেন।

গঙ্গা গঙ্গোত্রী হইতে উৎপন্ন হইয়া গোমুখী প্রপাতে মহা আড়ম্বরে নির্গত হইতেছেন। পরে গিরি খণ্ডে ঘুরিতে ঘুরিতে সাহরণপুরের উত্তর ভূখণ্ডে দেরাদুনের পশ্চিমে আসিয়া বাহির হইয়াছেন। এই স্থান হরিদ্বার। তৎপরে কন্খল ও মায়াপুর নগরের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই খানে দক্ষদুহিতা সতী শিব নিন্দা শুনিয়া মনোদুঃখে

প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। হর কি পৈড়ী অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চিমে জওলাপুর। ধনাঢ্য পাণ্ডারা এই খানে বিচিত্র হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটীকে যেন ইন্দ্রভবন করিয়া তুলিয়াছেন। দেবী সুরধুনী হরিদ্বারকে কোলে করিয়া মাতৃস্নেহে যেন নাচাইতে নাচাইতে সুস্বাদু পয়ঃ পান করাইতেছেন। এমন নির্ম্মল অমৃততুল্য জল ত্রিভুবনে আর কোথাও নাই।

বৎসর বৎসর হরিদ্বারে কুম্ভের মেলা হয়, এবং দ্বাদশ বৎসরান্তর যে মেলা হয়, তাহার সমৃদ্ধি অকথনীয়। ভারতে হিন্দুজাতির যত তীর্থ আছে, তাহার কোথাও এত সমারোহ হয় না। এসিয়া খণ্ডের প্রায় সকল স্থানের লোক ঐ মেলাতে আসিয়া মিলিত হন। দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতি, তাতার, আরব, পারসীক, শিখ, আফগান, তীর্ব্বৎ, চীন, তুরস্ক, কাবুলী প্রভৃতি সকল জাতি বাণিজ্যের উপলক্ষে তথায় আসিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অসংখ্য যাত্রী বহু দূর হইতে আসিয়া ঐ পুণ্য সলিলে স্নান করেন। সচরাচর ঐ পুণ্য ক্ষেত্রে তিন লক্ষ লোকের সমাগম হয়। কিন্তু বার বৎসর অন্তর যে মেলা হইয়া থাকে, তাহাই প্রসিদ্ধ। ঐ মেলায় দশ বার লক্ষ লোক সমবেত হয়। হরিদ্বার,—ভাবুকদিগের ভাবোদ্দীপক, ব্যবসায়ীদিগের অর্থকর, পুণ্যার্থিদিগের মোক্ষধাম।

হরিদ্বারের মেলার ধূম, লোকের জনতা, সুখৈশ্বর্য্যের মূর্ত্তিমান ভাব সকলি অভাবনীয়। তিন চারি শত ইংরাজ সেই মেলায় উপস্থিত থাকেন। তন্মধ্যে কেহ বা রাজকর্ম্মচারী, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তথায় গমন করেন। কেহ বা সৈনিক বিভাগে ঘোড়া উট ক্রয় করিতেছেন। কেহ বা তামাসা দেখিবার জন্য সেই মহোৎসব ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। অনেক ধনাঢ্য মুসলমান জাতিও ক্রয় বিক্রয় জন্য সেখানে মহা ধুমধামে গমন করেন। কেহ বহু মূল্য অশ্ব আনিয়াছেন। তাহাদের খুরখুরচালিত গম্ভীর হেষা শব্দে স্থান গর্জ্জিত হইতেছে। কেহ হস্তী লইয়া আসিয়াছেন, কেহ উষ্ট্র বিক্রয় করিতেছেন। কেহ বিচিত্র বসন ভূষণ ফল মূল বেচিতেছে। জুয়াচোরদের মধ্যেও মুসলমানজাতি অধিক। ক্ষুদ্র দোকানদার, দরিদ্র যাত্রী আপন আপন কুটীরে কিম্বা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছে। চোর আসিল—চোর কি সাধু চিনিতে পারা যায় না। জামাজোড়া পরা, মাথায় পাগড়ী কাণে পালক—ঠিক যেন কাণখুসকিদার। পথের পথিক, সঙ্গে সিন্ধুক নাই পেটারা নাই, বাক্স নাই, বালিসের ভিরত টাকা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে।

জুয়াচোর শিয়রে বসিল, যেন অভিভাবক হইয়া মশা তাড়াইতেছে। পথিক নিদ্রিত; জুয়াচোর তার কাণে পালক দিল, পথিক কাণ চুলকাইয়া একটুকু মাথা তুলিল। চোর অবসর বুঝে, সেই সময় একটু বালিস সরাইল। পথিক আবার নিদ্রিত, শ্রমের পর আলস্যে অভিভূত; চোর আবার কাণে পালক দিল, পথিক কাণ চুলকাইয়া মাথা তুলিল। এই বার বালিসটী লইয়া চোর প্রস্থান করিল। চৌদিকে প্রহরী অষ্টপ্রহর চৌকী দিতেছে। চোর হয় ত ধরা পড়িল, শেষে ষোল আনার আট আনা লইয়া বাঁচিয়া গেল। নয় ত কেহই কিছু জানিল না, ষোল আনাই চোরের হইল।

হরিদ্বারে উপযুক্ত বাসা পাওয়া বড় দুর্ঘট। ধনাঢ্য লোকেরা কণ্খলে সুরম্য অট্টালিকায় বাসা লইয়া থাকেন। তথাকার ব্যয় সহজ নহে; সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। সমৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেছেন, পাণ্ডাদিগকে দুই হাতে অর্থ ঢালিয়া দিতেছেন। ইংরাজ ও ধনী মুসলমানেরা কণ্খলের প্রশস্ত পথের দুই পার্শ্বে শ্যামল বৃক্ষচ্ছায়ায় তাম্বু পাতিয়া অবস্থিতি করেন। তাম্বুগুলির বিচিত্র বর্ণবিচিত্র ঝালর যথার্থই যেন হরিদ্বারের বৃহৎ ব্যাপারের প্রতিযোগী হইবার জন্য বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত রচিত হইয়াছে। অতিথি ফকির ও দরিদ্র যাত্রিদের কেহ বা কুটীরে কেহ বৃক্ষতলে অবস্থিতি করে। তামাসাপ্রিয় যুবা পুরুষেরা প্রকৃতি সঙ্গে গমন করিয়াছেন। সীধুপানে সরস চক্ষু ঈষৎ উলটাইয়া পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। যুবক যুবতী কখন অশ্বশালায় ঘোড়ার দাম করিতেছেন, কখন বা হস্তী কিনিবার কল্পনায় আছেন। কখন নৃত্য গীত দর্শনে আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া বাহবা দিতেছেন। কখন আবার স্নান করিতে গিয়া স্থির জলে জনতাজনিত ছোট ছোট ঢেউগুলি উলট পালট খাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিতেছে তাই দেখিতেছেন। কখন পাণ্ডাদের গালি খাইয়া বিবাদ বাধাইতেছেন।

হরিদ্বারে যাইতেছ, দূর হইতে কেবল কোলাহল শুনিতে পাইবে; এক বর্ণও বুঝা যায় না। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া নানা রঙ্গের মনুষ্য দেখিবে। প্রশস্ত পথ লোকে পরিপূর্ণ। কেহ হাতীতে বসিয়া কেহ উটে চড়িয়া সাগরের তরঙ্গের ন্যায় দুলিতে দুলিতে যাইতেছেন। কেহ অশ্বে, কেহ অশ্বতরে কেহ বা বৃষে বসিয়া শত যোজনের শ্রান্তি অবলা পশুজাতিকে দিয়া স্বয়ং পুণ্যফল ভোগ করিতে আসিতেছেন। কেহ পালকীতে, কেহ দোলায়,

কেহ খাচিয়ায় নানা [illegible] রঙ্গ করিতে করিতে আসিতেছেন। তদ্ভিন্ন চারি দিকে অতিথি, ফকির, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভণ্ড জুয়াচোর ঠেলাঠেলি করিতেছে।

ভারতবর্ষের তীর্থভূমি যাত্রিদিগের ঘোর বিপদের স্থল। কি গয়া কি কাশী কি প্রয়াগ সকল তীর্থে [illegible] লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকে না। পাণ্ডা এবং ভিখারীরা তাহাদিগকে [illegible] কষ্ট দেয়। অর্থের জন্য যাত্রিদিগকে তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত করে। বোধ করি তস্করের হাতে পড়িলেও লোকের তত কষ্ট হয় না। হরিদ্বারে যে যত বার ডুব দিবে, তাহার তত পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু বিনা মূল্যে কেহ যে ডুব দিবেন, সে যো নাই। প্রতি ডুবেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা চাই। যাহার যেমন ক্ষমতা, কেহ তিন বার কেহ চারি বার ডুব দিল, দক্ষিণাও দিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। পাণ্ডারা ঝাড়াইল পড়াইল কত ভুলাইল পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যের লোভ দেখাইল,—আবার কিছু টাকা বাহির করিল। যাত্রী এক প্রকার নিঃসত্ব হইল। শেষ ভিক্ষু, শেষ জুয়াচোর। পাঁচ দুয়ার দিয়া টাকার রাশি বাহির হইয়া গেল, যাত্রীর আর এক কপর্দ্দকও পাথেয় রহিল না।

হরিদ্বারে স্নান করিতে গিয়া অনেকে সশরীরে স্বর্গে যান। বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক পথশ্রমে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া জলে স্নান করিতে নামেন, পরিশেষে জনতার সংঘর্ষে আর উঠিতে পারেন না,—ডুবিতে ডুবিতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বকও পুণ্যসলিলে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন। মুমূর্ষু ব্যক্তিগণও নির্ব্বাণ কামনায় হরিদ্বারে আনীত হন। সুহৃদ্বর্গ মুগ্ধ কণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া মধুর ইষ্ট মন্ত্র পড়িয়া তাঁহাগিকে ইহজন্মের মত ঘুম পাড়াইয়া যায়।

যাত্রিদিগের অবগাহন কালে গঙ্গাজল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন। শুভক্ষণ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা বাজাইতেছেন। যাত্রিগণ ভক্তিস্তিমিত নিষ্ঠচিত্তে জলমগ্ন হইতেছে। কুলবধূগণেরও লজ্জা নাই, শঙ্কা নাই। স্তনভরনমিত বিম্বাধরা বালাব্রজ নির্ভয়ে বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করিতেছে। কচিৎ ধনী লোকের বনিতারাই কাণ্ডার খাটাইয়া স্নান করে। রাজা রাণী এবং বেগমেরাও সময়ে সময়ে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসেন। তৎকালীন হরিদ্বারের শোভা, হরিদ্বারের সৌন্দর্য্য চিত্রকরের তুলিকাতেও চিত্রিত হয় না। এক বৎসর মৃত মহামতি বেগম সমরু শুভাগমন করিয়াছিলেন।

এক দিকে গঙ্গাজলের অনুপম সৌন্দর্য্য আর এক দিকে বেগমের অনুচর-বর্গের ধূম, তীর্থস্থান বিপুল উৎসব-বিধূননে চমকিত হইয়া উঠিল। বেগমের সঙ্গে সার্দ্ধসহস্র পদাতিক, সহস্র অশ্ব, তদ্ভিন্ন অসংখ্য হস্তী মহাসমরোহে তথায় উপস্থিত হইল। সহচর দাস দাসী নবাব ও রাজার গণনা নাই। গজপৃষ্ঠে নানা রত্নে খচিত রজতে মণ্ডিত মুক্তা-ঝালর শোভিত বিচিত্র চিত্র বসন পরিবেষ্টিত হাওদা দর্শকদিগকে মোহিত করিল। চারি চাকার গাড়ী, দুই চাকার গাড়ী শুভ্রবস্ত্রে পরিবৃত, অগণ্য পাল্কি অগণ্য দোলা সকলি রত্নভরে অবনত নানা সজ্জায় উপশোভিত। এরূপ শোভা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। পাণ্ডারা অতুল ধনলাভ করিল, ভিক্ষুদের আশা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইল। দোকানী পসারী বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিল। বেগম হরিদ্বারের প্রধান ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন, স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। এই প্রধান ঘাটটী পূর্ব্বে এত প্রশস্ত ছিল না। সে কারণ লোকের ভিড়ে অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিত। এইরূপ কথিত আছে যে,এক বার তিন শত লোক যাত্রিদিগের পদভরে মর্দ্দিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল।

দূরদেশ হইতে যে সকল সাধারণ গৃহস্থ যাত্রী আইসে; তাহারা প্রায় অহোরাত্রের অধিক কাল থাকিতে পারে না। হরিদ্বারে বাস করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। কেহ কেহ তিন দিনও বাস করে। যাত্রীরা প্রস্থান কালে কিছু কিছু তীর্থজল সঙ্গে লইয়া যায় এবং কেহ কেহ খেলেনা ও অন্যান্য সামগ্রীও ক্রয় করে। উট হস্তী ও অশ্বক্রেতারা প্রায় তীর্থযাত্রী নহেন। তাঁহারা সচরাচর ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার মানসেই আসিয়া থাকেন। হরিদ্বারের হস্তী বিক্রেতারা বলেন যে, যে হস্তীর মস্তক ও কর্ণ বৃহৎ, ধনুরাকৃতি বক্র পৃষ্ঠদেশ, পার্শ্বদ্বয় গড়ানে, শুণ্ড পদ্মকবিন্দুতে অনুরঞ্জিত, ক্ষুদ্র পা তন্মধ্যে সম্মুখস্থ পদদ্বয় অগ্রভাগে বক্র এবং লাঙ্গুলে প্রশস্ত পুচ্ছগুচ্ছ সেই হস্তীই বুদ্ধিমান্ বলিষ্ঠ শান্ত শিষ্ট ও বহুমূল্য। ঘোড়া বিক্রেতারা ক্রেতৃদিগকে প্রায় সর্ব্বদা ঠকাইয়া থাকে। তাহারা নিতান্ত শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য ঘোড়াকেও তেজস্বী অশ্বের মত সকল সুলক্ষণাক্রান্ত করিতে পারে। অশ্ব-ব্যবসায়ীরা কিঞ্চিৎ শুঁঠ ও অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্য বাটিয়া ঘোড়ার গুহ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়। ঘোটক তাহার জ্বালায় চটুল চরণাঘাতে লেজ আপ্‌সাইয়া খট্ খট্ করিয়া বেড়ায়। অশ্বক্রেতা তাহাকে তেজস্বী তাজী ভাবিয়া বহুমূল্যে ক্রয় করে।

হরিদ্বারের মেলায় অশ্ব, হস্তী, উট, খচ্চর, গাদা, গাভী, বানর, কুকুর, বাঘ, বিচিত্র বর্ণের বিড়াল,মহিষ,হরিণ ও অন্যান্য নানা প্রকার পশু আনীত হয়। এক একটী পাহাড়ী জন্তুর চিক্কণ সুচিত্র পশম দেখিলে চিত্রকরের নৈপুণ্যের প্রতি ঘৃণা জন্মে। পাহাড়ের বিচিত্র পক্ষিগুলিও পরম সুন্দর। তেমন পক্ষী কলিকাতার বাজারে আমরা কখন দেখি নাই। কিন্তু সে সকল পক্ষী এ দেশে আনিলে শীঘ্রই মরিয়া যায়। এ ভিন্ন অন্যান্য বিক্রেয় দ্রব্য কম নহে। বাজারে যা সন্ধান করিবে, তাই পাইবে। ধাতুর তৈজস পত্র; পাথরের তৈজস পত্র, পুতুল ও দেবমূর্ত্তি; মৃণ্ময় পুতুল; হীরা মতি প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন। ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যেরও এক এক খণ্ড হীরক তথায় বিক্রীত হয়। স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল কাঁসা রাং দস্তা ও গালার নানা জাতি অলঙ্কার। গালার ফল ফুল ঝাড় গেলাস ঘটী বাটী পুতুল। গজদন্তের পাখায় তাজমহল প্রতিমূর্ত্তি, কাঁকুই। মৃগ ব্যাঘ্র প্রভৃতির চর্ম্ম। ঝিনুকের খেলানা। নানা প্রকার কাপড় সাল রুমাল তাজ টুপী। কুঙ্কুম মৃগনাভি গোরোচনা চামর ময়ূরপুচ্ছ ময়ূরপুচ্ছের পাখা। কুরঙ্গ গোপীমৃত্তিকা রুলী সূর্ম্মা চন্দন অগুরু প্রিয়ঙ্গু হিঙ্গু বাদাম পেস্তা কিচমিচ। এতভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের ত কথাই নাই। হরিদ্বারে সর্ব্বদেশের মোহর টাকা ও পয়সা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন মুদ্রাও দুর্লভ নহে।

হরিদ্বারে ঐহিক আমোদটাও বড় কম নহে। কোথাও বাই নাচ হইতেছে, কোথাও খেমটা নাচ হইতেছে, ঝুপ ঝুপ করিয়া পেলা পড়িতেছে। কোথাও মদের রোল উঠিতেছে। বেদিয়া সাপ খেলাইতেছে, বাজীকর বাজী দেখাইতেছে। কোথাও গীত বাদ্য হইতেছে। সন্ধ্যার সময় কোথাও বাজী পুড়িতেছে। এইরূপ আমোদ প্রমোদের পরিসীমা নাই। অস্ত্র শস্ত্র লইয়া কেহ মেলার ভিতর প্রবেশ করিতে পায় না। মেলার ভিতর যাইবার সময় সরকারী চাপড়াসীর নিকট অস্ত্র রাখিয়া যাইতে হয়। চাপড়াসীরা সকলকে এক এক খানি টিকিট দেয়। প্রত্যাগমন কালে সেই টিকিট দিয়া স্ব স্ব অস্ত্র ফিরিয়া পায়। এক বৎসর ৭০০,০০০ সাত লক্ষ অস্ত্র এক স্থানে সংগৃহীত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে যতগুলি হিন্দুদিগের মেলা আছে, তন্মধ্যে হরিদ্বারের মেলাই শ্রেষ্ঠ। এত সমারোহ আর কোথাও হয় না। কিন্তু এই বার ভাগীরথীর মহিমা ফুরাইতেছে আর কুম্ভের মেলা হইবে না। যাহা হউক, মহন্তের

গুণ তবু কোথাও যায় না। যদি জলপ্রবাহটুকু থাকে, গঙ্গাদেবী পতিত জনকে উদ্ধার না করুন, অনেকের অন্ন জলের সংস্থান হইয়া থাকিবেন। ধীবরেরা মৎস্য ধরিবে, নাবিকেরা নৌকার্য্য করিবে, স্রোতোজল পান করিয়া লোকের জীবন রক্ষা হইবে।

ইন্দ্রধনু।

প্রিয় দর্শন! তুমি আকাশে নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র ধনুরাকৃতি একটী পদার্থ দেখিতে পাও, তাহাই ইন্দ্রধনু। লোকে উহাকে রামধনুও বলে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় উহা প্রত্যহ আকাশে উদিত হয় না। ইন্দ্রধনু উদয়ের নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। কতক কারণ একত্র মিলিত হইলে উহা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, উহার রূপ ও বর্ণ আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা কিছুই নহে।

ধনুকটী কেমন সুন্দর দেখিয়াছ? তাহার সৌন্দর্য্যের কোথাও তুলনা আছে বলিতে পার? যদি না পার, তোমাকে বলিয়া দিই। স্বভাবের অঙ্গে তাহার পূর্ণ তুলনা; ভাবুকের কল্পনায় তুলনার আভাস মাত্র;—চিত্রকরের তুলিকায় সে সৌন্দর্য্যের চিত্র উঠে না।

আজ এই ইন্দ্রধনু উপলক্ষে তুমি অনেকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম বিদিত হইবে। প্রতিদিন তোমার চতুর্দ্দিকে সৃষ্টির অনেক কাজ দেখিতেছ। পবনভরে বৃক্ষ শাখা আন্দোলিত হইতেছে, শোঁ শোঁ হু হু শব্দ করিতেছে, ঝর ঝর করিতেছে। বিদ্যুৎপূর্ণ ধূসর জলধর চক মক করিতেছে, কড় কড় করিতেছে, ঝুপ ঝুপ চড় চড় করিয়া বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে; নদীতে তরঙ্গ খেলিতেছে। ছোট বড় ঢেউ উঠিতেছে ডুবিতেছে, উলটি পালটি খাইতেছে, তটে লাগিয়া ছিটকাইতেছে—এ সকল চক্ষের উপর সর্ব্বদাই দেখিতে পাও। প্রত্যক্ষ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, অতএব যাহাকে যেরূপে দেখিতেছ, তাহাকে তদ্রূপই বিশ্বাস করিয়া লইতেছ। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানও ভূরিভ্রান্তিসঙ্কুল, তাহাতেও তোমার বিস্তর ভ্রম থাকিয়া যাইতেছে। যাঁহাকে তুমি বর্ণহীন দেখিতেছ, হয় ত তাহাতে সকল বর্ণই বিদ্যমান আছে। যাহাকে চলিতেছে দেখিতেছ, হয় ত তাহা নিশ্চল। এই ইন্দ্রধনুর আকার, প্রকৃতি, ও বর্ণবিভাতির কারণ বিস্তারিতরূপে লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইবে।

বোধ করি শৈশবাবস্থায় বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া কৌতুকে খেলিতে খেলিতে পুষ্করিণীর শ্যামল তটে বসিয়া স্বচ্ছ জলে লোষ্ট নিক্ষেপ করিয়া দেখিয়াছ। ছোট ছোট ঢেউগুলি গোলাকারে সাঁতার দিতে দিতে কূলের নিকটে আসিতে থাকে। তখন তোমার কি বিশ্বাস হয়? যেখানে লোষ্ট ফেলিয়াছিলে, তথাকার ঢেউ খেলিতে খেলিতে সরিয়া আসিতেছে, তুমি তাহাই স্পষ্ট দেখিতেছ। আবার তরঙ্গবিক্ষোভে উর্ম্মিময়ী গঙ্গায় নৌকাযোগে পার হইয়াছ। বড় বড় ঢেউগুলি ফাঁফিয়া উঠিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটীর উপর আর একটী পড়িতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, একটীর গায়ে আর একটীর আঘাত লাগিতেছে, অবশেষে কূলে আসিয়া মহাশব্দ করিতেছে। তুফানের সময় গঙ্গার মধ্যস্থলে যদি নৌকাটী ছাড়িয়া দাও, তবে তরঙ্গের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে উহা কূলে আসিয়া লাগে। ইহা দেখিয়া তোমার কি বোধ হয়? তুমি কি স্পষ্ট দেখিতেছ না তরঙ্গের সঙ্গে মধ্যস্থলের জল ক্রমশঃ কূলের নিকট চলিয়া আসিতেছে? তাহা স্পষ্ট দেখাইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তরঙ্গের সঙ্গে জল অতি অল্পই সরিয়া যায়। লোষ্টাঘাতেও জল স্বস্থান হইতে অধিক দূর যায় না। যেটী তরঙ্গ দেখিতে পাও, তাহা লোষ্টাঘাতজনিত স্ফুরিত বেগ মাত্র। ইন্দ্রধনুর সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তোমাকে তরঙ্গবেগের প্রকৃতি ভালরূপ বুঝিতে হইবে।

জলে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে যেখানে লোষ্ট পতিত হয়, সে স্থল হইতে অধিক দূরে জল সরিয়া যায় না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখ। যেখানে লোষ্টটী ফেলিলে, ঠিক তাহার মধ্যস্থলে যদি কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ঢালিয়া দাও, তুমি দেখিতে পাইবে, তরঙ্গের সঙ্গে ঐ দুগ্ধ সরিয়া যাইবে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, লোষ্টাঘাতে জলের পরমাণু ঢেউ হইয়া চলিতে থাকে না; ঢেউ লোষ্টাঘাতজনিত স্ফুরিত আবেগ মাত্র। বিবেচনা কর, জলের পরমাণুগুলি—

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ।

এইরূপ একটীর পর আর একটী গায়ে গায়ে সাজান আছে। (ক) বর্ণটী পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে জলের পরমাণু এবং (ণ) বর্ণটী কূলের নিকটস্থ জলের পরমাণু। (ক) পরমাণুর উপর যদি লোষ্টাঘাত কর, তবে ঐ পরমাণুটীর আঘাত জনিত তেজে কাঁপিয়া তাহার নিকটস্থ (খ) পরমাণুর অঙ্গে

আসিয়া প্রতিঘাত করিল। ঐ (খ) জল বিন্দুর চতুর্দ্দিকে জল, নিম্নেও জল, কেবল উপরিভাগ শূন্য আছে। সুতরাং (ক) জল বিন্দুর অঙ্গে ঠেলিয়া ধরিলে, (খ) জল বিন্দুর কোন পার্শ্বে যাইবার স্থান নাই, নিম্নেও যাইবার স্থান নাই, অগত্যা উহা উপরিভাগে উচ্চ হইয়া উঠে। তাহাই ঢেউ এবং উহা স্ফুরিত আবেগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (ক) বিন্দুতে বিলক্ষণ জোরে আঘাত লাগিলে উহার প্রতিঘাতবেগ ক্রমান্বয়ে একটীর পর আরটীতে আসিয়া লাগিতে থাকে, সুতরাং ঐ তরঙ্গও প্রথমে (খ) বিন্দুতে, তৎপরে (গ) বিন্দুতে, তৎপরে (ঘ) বিন্দুতে এইরূপ ক্রমান্বয়ে উঠিতে থাকে। এখানে স্পষ্ট দেখ, (ক) বিন্দুর জল ঐ আঘাতে আন্দোলিত হইয়া কখন (গ) বিন্দুতে আসে না; পরস্পরের গায়ে কেবল একটী বেগ অনুভূত হয়।

এই তরঙ্গ বেগের আর একটী স্পষ্ট উদাহরণ স্থল দেখ। এক ছড়া মোটা রুদ্রাক্ষ মালার দুই পার্শ্ব ধরিয়া অল্প অল্প শিথিল করিতে করিতে যদি আকর্ষণ কর, তবে সেই মালায় একটী তরঙ্গবেগ দেখিতে পাইবে। ঐ বেগ কর্ত্তৃক মালার বীজগুলি স্ফুরিত হইয়া একটীর পর আর একটী কাঁপিতে কাঁপিতে দুলিয়া উঠিবে। তোমার হাতের নিকটস্থ বীজ স্বস্থানভ্রষ্ট হইবে না, অথচ মালার সূত্রসহযোগে তরঙ্গ বেগ চলিয়া যাইবে। এই প্রকার তরঙ্গ বেগ উভয় স্পর্শ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। এ ভিন্ন আর এক শ্রেণীর তরঙ্গগতি আছে, তাহা কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

দুটী দ্রব্যে আঘাত লাগিয়া বায়ুর পরমাণুতে যে প্রতিঘাত করে, তদ্দ্বারা শব্দোৎপাদন হয়। একটী ধাতুময় পাত্রে তুমি অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলে সেই আঘাতের বেগ পাত্রের অতি সন্নিহিত বায়ুকণায় স্পর্শ করিয়া এক কণার পর আর কণাতে প্রতিঘাত করিতে লাগিল এবং তাহাতেই শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। বুঝিয়া দেখিলে জলের তরঙ্গ এবং শব্দ একই পদার্থ। যেমন জলের এক স্থানে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে জল স্বস্থান হইতে সরিয়া যায় না, বায়ুকণার পক্ষেও ঠিক তদনুরূপ। বায়ুর এক স্থানে আঘাত করিলে তাহা অন্যত্র সরিয়া যায় না। একটী নলের এক ভাগ কিঞ্চিৎ ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া অন্য ভাগে একটী প্রজ্বলিত দীপ রাখ। তৎপরে ধূমপূর্ণ ছিদ্রের দিকে আঘাত করিলে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে,

কিন্তু ধূম নির্গত হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই, শব্দতরঙ্গ বায়ুকণা সহযোগে আলোকে প্রতিঘাত করাতেই উহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। নলটীর ধূমপূর্ণ মুখে প্রতিঘাত দ্বারা বায়ু কুঞ্চিত হয়, এবং অপর মুখে প্রসারিত হইয়া পড়ে। অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল, বায়ুকণার প্রথমে সংকোচ ও তৎপরে সম্প্রসারণ হইতেই শব্দের উৎপত্তি। বায়ুকণায় শব্দতরঙ্গ কিরূপ তেজে আঘাত করে, তাহা আর দুটী দৃষ্টান্তে স্পষ্ট অনুমিত হইবে। কামানের গম্ভীর শব্দ হইলে বায়ুকণায় প্রতিঘাত করিতে করিতে সেই শব্দতরঙ্গ বহু দূরে চালিত হয়। কপাটের শৃঙ্খলাদি ঝুলিয়া থাকিলে শব্দতরঙ্গের তেজে তাহা ঝন ঝন করিয়া উঠে। পাঠক! দেখুন হাত দিয়া নাড়িলে শৃঙ্খল যেমন দুলিতে থাকে, শব্দ বেগেও ঠিক সেইরূপ হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী প্রতিধ্বনি। শব্দতরঙ্গ বায়ুকণায় প্রতিফলিত হইলে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়। শব্দবেগ বায়ুকণায় যে কিরূপ তেজে আঘাত করে, এতদ্দ্বারা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বধির ব্যক্তিদের দ্বারা শব্দবেগ একটী সামান্য উপায় দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে। বীণা কিম্বা তদনুরূপ বাদ্যযন্ত্রের কাণ মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সেই বাদ্যযন্ত্র বাজাইলে বধির ব্যক্তি তাহার সুর শুনিতে পায়। তাহার কারণ কর্ণকুহরস্থিত পটহ বিকৃত হইলে শব্দতরঙ্গ তাহাতে প্রতিঘাত করিতে পারে না। মুখের ভিতর দিয়া সেই শব্দ তালু মধ্যে আঘাত করে ও তাহাতে শব্দ বোধ হয়। যাহারা জন্মাবধি বধির ও বোবা, এই প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের অনেকে শুনিতে ও কথা কহিতে শিখিয়াছে। বিলাতের অনেক জন্মবধির বালক পেটের ঝিল্লির দ্বারা শব্দ শুনিতে পায়। তাহারা কারখানায় কাজ করে; ঘণ্টা বাজিলে তাহার নিনাদ পেটের জালবৎ পাতলা চর্ম্মে শব্দবেগের প্রতিঘাত হয় এবং তদ্দ্বারা শব্দ বোধ জন্মে।

জলের তরঙ্গ এবং শব্দতরঙ্গ ভিন্ন আর একটী তরঙ্গ নিয়ত আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি। সেটী আলোকতরঙ্গ। বলিতে পার সূর্য্যরশ্মি কি প্রণালীতে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে? দিনমণি পৃথিবীমণ্ডল হইতে অন্যূন ৯৫০০০০০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। নভোমণ্ডলে সূর্য্য এবং অন্যান্য যতগুলি জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ নক্ষত্র আছে, আকাশে প্রকাশমান হইলেই তদ্দণ্ডে তাহাদের কিরণ ভূলোকের দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্যুলোকে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তারকা ও নক্ষত্র নিরবচ্ছিন্ন ঘুরিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় জ্যোতির্ব্বিদ্যার

যতদূর অবিষ্কার হইয়াছে, তদ্দারা জানা যায় যে কোন কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া যায় না। তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ঘুরিতেছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হয় যে, কখন কখন বৃহস্পতি পৃথিবীর অতি সন্নিহিত হয় এবং কখন উহা পৃথিবী হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। সমস্ত গ্রহগুলি সূর্য্যমণ্ডলকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। সে কারণ কখন সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবী ও বৃহস্পতিগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হয়, আবার কখন বৃহস্পতি ও পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের এক দিকে আসিয়া পড়ে। বৃহস্পতি ও তাহার উপগ্রহাদির পৃথিবী হইতে অবস্থিতির দূরতানুসারে আলোকের গতিরও ন্যূনাধিক্য হয়। কিন্তু সে সমস্ত বিষয় এখানে লিখিতে হইলে প্রস্তাব বাড়িয়া যায়। সময়ান্তরে তাহা পাঠককে জ্ঞাত করা যাইবে।

এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, আলো অতি দ্রুতগামী। এমন কি, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৯২,০০০ মাইল গিয়া থাকে। কিন্তু, শব্দ এত শীঘ্র চলিতে পারে না। অতি উচ্চে বিদ্যুৎ হইলে তাহার প্রভা ক্ষণকাল মধ্যে আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু বজ্রনিনাদ অনেক বিলম্বে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? কেন আলো এত দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে? পূর্ব্বে সকলে অনুমান করিতেন যে, আলোক সারবান্ কোন উপকরণ বিশিষ্ট পদার্থ। সূর্য্যমণ্ডল হইতে উহা নির্গত হইয়া চক্ষুতে পতিত হইলে আলোক জ্ঞান জন্মে! সুবিজ্ঞ সার আইজাক্ নিউটনও এই মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে এ বিষয়ের ভূরি অনুশীলন দ্বারা এখন সুপ্রমাণ হইয়াছে যে, শব্দাদির ন্যায় আলোকেও এক প্রকার তরঙ্গবেগ আছে। কার্য্যতঃ, দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ-তরঙ্গ অপেক্ষা আলোকের বেগ নিতান্ত অধিক। এক সঙ্গে তানলয়মানে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইলে এক সেকেণ্ডে ৩৮,০০০ আটত্রিশ হাজার শব্দ স্পষ্ট অনুভব করা যায়। অর্থাৎ এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে ৩৮,০০০ বার কর্ণের পটহে প্রতিঘাত করিলে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া শব্দগুলি বুঝিতে পারা যায়, তদতিরিক্ত হইলেই গোলমাল হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শব্দ প্রতিফলিত হইতে পারে, এবং তাহাতেই প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়। শব্দের ন্যায় আলোও প্রতিফলিত হইতে পারে। সূর্য্যের কিরণে একখানি দর্পণ ধরিয়া ইচ্ছামত চারি দিকেই তুমি আলোক প্রতিফলিত করিতে পার। এ ভিন্ন আলোকের আর একটী গুণ আছে, ইহার সোজা গতি ফিরিয়া অন্য দিকে বক্র হইতে পারে। সম্মুখে এক

প্রদীপ রাখিয়া দর্পণ দ্বারা আলোকের প্রতিবিম্ব যেখানে সেখানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নাচাইতে পার। আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় সেই প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়। আবার প্রদীপটী রাখিয়া সারসীতে দেখ, আলোকের গতি বক্রগামিনী হওয়ায় কত প্রকার বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। একখানি পলকাটা বেলওয়ারি কাচ চক্ষুর নিকট ধরিয়া সূর্য্যপানে চাহিলে কত প্রকার বর্ণ দেখা যায়। আলোক বক্রগামী হওয়াতে সেই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র বর্ণ উৎপন্ন হয়। শ্বেতবর্ণ আলোক হইতে নানা প্রকার বর্ণ উৎপন্ন হইতে পারে। মহাত্মা নিউটন এটীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আলোক ভাঙ্গিয়া বক্রগামী হইবার সময় রক্তবর্ণ হইতে নীলবর্ণ, নীলবর্ণ হইতে বেগুনেবর্ণ এইরূপ অবস্থান্তরিত হয়। এই বিচিত্র আভার তরঙ্গ এক প্রকার নহে। উহাদের দৈর্ঘ্যেরও ন্যূনাধিক্য আছে। কোন আভার তরঙ্গ অধিক দীর্ঘ, আবার কোন আভার তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম। আবার রক্ত আভা এক সেকেণ্ডকাল মধ্যে প্রায় ২০০,-০০০০০০,০০০০০০ বার বিদ্যোতিত হয়। নীল আভা প্রতি সেকেণ্ডে ৭০০,-০০০০০০,০০০০০০ বার বিদ্যোতিত হয়। আলোকের যে কেমন দ্রুতগতি এবং কত শীঘ্র শীঘ্র উহার তরঙ্গ-বেগ বিদ্যোতিত হয়, এতদ্দ্বারা তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রিয়দর্শন! ভরসা করি, এইবার তুমি আলোকের প্রতিফলন ও বক্রগমন উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছ। এখন ইন্দ্রধনুর বৃত্তান্ত অক্লেশে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বৃষ্টির জলবিন্দুতে সূর্য্য-রশ্মি প্রতিফলিত ও বক্ররূপে বিভাসিত হইলে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা সার আইজাক্ নিউটান্ ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণগুলি প্রথম স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই মহাপণ্ডিতের নিকট জনসমাজ অনেক নূতন আবিষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত ঋণী আছে। তিনিই সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করেন যে, বিবিধ বর্ণের বক্রগতিও বিবিধ এবং শ্বেত বর্ণটী একটী পৃথক বর্ণ নয় কিম্বা সকল বর্ণের অভাবও নয়, সর্ব্বপ্রকার বর্ণ পরিমাণ বিশেষে একত্র মিশ্রিত করিলে শ্বেতবর্ণ উৎপন্ন হয়।

ইন্দ্রধনু সূর্য্যের বিপরীত দিকে উদিত হয়। কখন কখন এক কালে দুটী ইন্দ্রধনুও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ধনুটী জলবিন্দুতে সূর্য্য-রশ্মির একটী প্রতিফলন ও দুটী বক্রগমন হেতু উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়টী সূর্য্যপ্রভা দুইবার প্রতিবিম্বিত এবং দুইবার বক্ররূপে-বিভাসিত হইয়া পৃথক আর একটী ধনুরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। এই নিয়মানুসারে একটী জলবিন্দু

শ্রেণীর পর আর এক শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে ঐ কিরণ প্রতিফলিত ও বক্র বিভাসিত হইতে হইতে বহুসংখ্যক ধনুর সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু, আমরা দুটীর অধিক ধনু প্রায় দেখিতে পাই না। কি কারণে তদধিক ধনু দেখিতে পাওয়া যায় না, এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের মর্ম্মভেদ এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

সূর্য্যদেব উদয় কিম্বা অস্তাচলে সন্নিহিত থাকিলে ধনু উঠিতে দেখা যায় এবং সূর্য্য কিঞ্চিৎ উচ্চে উঠিলে ইন্দ্রধনু নিম্নভাগে দৃষ্ট হয়। সূর্য্য অধিক উচ্চে উঠিলে আর ধনুক দেখিবার যো নাই। সে কারণ দুই প্রহরের সময় কেহ কখন রামধনুক দেখে নাই। সূর্য্যমণ্ডল ৪২ ডিগ্রি ৩০ মিনিট উর্দ্ধে উঠিলে মৃত্তিকার উপর দাঁড়াইয়া রামধনুক দেখা যায় না। সে সময় ইন্দ্রধনু দেখিতে অভিলাষ করিলে উচ্চ মন্দিরাদির চূড়ায় উঠিতে হইবে। প্রিয়দর্শন! বোধ করি তুমি তেমন শোভা কখন দেখ নাই। তুমি চারি দিকে দেখিবে, ইন্দ্রধনু একটী গোলাকার চক্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

বৃষ্টি না হইলেও আমরা সকল সময়েই রামধনু দেখাইতে পারি। মুখ মধ্যে জল লইয়া ফুৎকার করিলে আকাশের ইন্দ্রধনুর ন্যায় সেই জলবিন্দুতেও বিচিত্র একটী ধনুক দৃষ্ট হইবে। রাত্রিকালে প্রদীপের আলোকেও ঐ রূপ জলের ফুৎকার দিলে ধনুক দেখা যায়। রামধনুকের বর্ণগুলির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম না। তাহাতে কঠিন বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক নিয়মের সংস্রব আছে। অতএব তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিতে বড় দুষ্কর হইবে। এজন্য আজ আমরা এই খানে প্রস্তাব শেষ করিলাম।

হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য।

শেষ—প্রস্তাব।

প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে যে অতি প্রাচীন সময়ে পৃথিবীর চারি মহাদেশের তৎকাল পরিচিত অধিকাংশ সুসভ্য জনপদ মণ্ডলীতে গমনাগমন করিতেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে একরূপ দেখান হইয়াছে। এক্ষণে যে জাতি বাণিজ্যকেই ধনাগমের ও দেশের উন্নতির মূল কারণ বলিয়া অবগত ছিলেন; যাঁহাদের বাণিজ্য-পোত-সকল বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিশালবারিধিবক্ষ উল্লঙ্ঘন করিয়া অতি দূরতর

দেশে যাতায়াত করিত, তাঁহারা স্বহস্তে পোত নির্ম্মাণ করিতেন, কি অন্য কোন জাতিদ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

গত ১২৮৫ সালের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উৎকলের আদিম অবস্থা শীর্ষক যে প্রস্তাব লিখেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন " উৎকল অতি প্রাচীন প্রদেশ (১)। ইহা এক সময়ে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এখানকার অধিবাসীরা শিল্পকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা স্বহস্তে অর্ণবপোতাদি নির্ম্মাণ করিতেন। দীননাথ বাবুর এ কথা যদি সত্য হয়, তবে এক সময়ে জ্ঞানালোকসম্পন্ন উত্তর পশ্চিম ও অনুগাঙ্গ্য প্রদেশবাসী হিন্দুগণ যে বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ করিতেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দুগণ হিন্দু হইলেও বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ বাসী হিন্দুগণ হইতে বহুগুণে নিকৃষ্ট ছিলেন। যে আর্য্যেরা বেদ, বেদান্ত, দর্শনাদি দুরূহ শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়া অন্যান্য সুসভ্য জাতিকে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিবার প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়া যান, উত্তর পশ্চিম এবং অনুগাঙ্গ প্রদেশই তাঁহাদের বাসস্থল ছিল। এ অবস্থায় যখন উৎকলের প্রাচীন অধিবাসিরা স্বহস্তে পোত নির্ম্মাণ করিতেন, তখন জ্ঞানালোক সম্পন্ন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে স্বহস্তে পোত নির্ম্মাণ করিতেন না; অন্যজাতি দ্বারা অর্ণবযান নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? তাঁহারা যে পোত নির্ম্মাণ করিতেন, বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত সটোব্রাও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুরা এক সময়ে অতি উৎকৃষ্ট অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতেন। তাঁহাদের

(১) উৎকল যে অতি প্রাচীন দেশ মনুসংহিতা পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়। মনু উৎকলকে " ওড্র " বলিয়াছেন। যথা " পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ ইত্যাদি। মনু ১০ম অধ্যায় ৪৪ শ্লোক।

ভাগবতেও ৪র্থ স্কন্ধে ১০ম অধ্যায়ে উৎকলের বিষয় লিখিত আছে। যথাঃ—

প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবং।
উপযেমে ভ্রমিং নাম—তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ॥
ইড়ায়ামপি ভার্য্যায়াং বায়োঃ পুত্রোমহাবলঃ।
পুত্রৎমুকলনামানং যোষিদ্রত্নমজীজনৎ॥

পোত সমূহ যুদ্ধার্থও ব্যবহৃত হইত ইত্যাদি (২)। পাঠক দেখিলেন, প্রাচীন হিন্দুরা শুদ্ধ বাণিজ্যের জন্য পোতনির্ম্মাণ করিতেন না; তাঁহারা সামরিক পোতও নির্ম্মাণ করিতেন। জলযুদ্ধেও তাঁহারা সুপণ্ডিত ছিলেন। আর অমরা এখন কি করিতেছি, সিংহের ঔরসে ফেরবপালের ন্যায় হইয়া ঘোর আর্ত্তরবে ভারত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। যুদ্ধস্থলে গমনেও আমরা সশঙ্কিত।

পোতসম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা বলা হইল। অতঃপর দেখা উচিত, হিন্দুরা কি নিয়মে বাণিজ্যকার্য্য করিতেন। তাঁহারা সকলেই কি ধনকুবের ছিলেন? সকলেই কি স্বীয় স্বীয় অর্থে বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন করিতেন? না, অনেকে ঋণ করিয়া ব্যবসায় চালাইতেন। ঋণদান প্রথা প্রচলিত ছিল কি না? যে সমাজ যতই উন্নত ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হউক না কেন, ঋণদান প্রথা ও অধমর্ণ সেখানে থাকিবেই—থাকিবে। অধমর্ণশূন্য কোন সমাজই নাই। প্রাচীনহিন্দু সমাজেও ঋণদান প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুগণও অনেকে ঋণ করিয়া সমুদ্রের উপরি দিয়া যাইয়া বৈদেশিক বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। মিতাক্ষরা পাঠ করিলে প্রাচীন সমুদ্রগামী বণিক গণের ঋণ গ্রহণের বিষয় অনেকটা অবগত হইতে পারা যায়। মিতাক্ষরা ব্যবহারাধ্যায় ঋণদান প্রকরণে আছেঃ—

"যে বৃদ্ধ্যা ধনং গৃহীত্বা অধিলাভার্থং প্রাণধনবিনাশশঙ্কাস্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি তে বিশং শতকং মাসি মাসি দদ্যুঃ।"

তাই বলি, পূর্ব্বেও দেনা পাওনা প্রথা প্রচলিত ছিল। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ আধুনিক শব্দ নহে, পুরাতন শব্দ। সে শব্দ, সে ঋণদান প্রথা তবে অল্প আর অধিক—এখনও আছে। কিন্তু পূর্ব্বকার ন্যায় বিশ্বাস আর নাই!

পাঠক! হিন্দুগণ যে অতি প্রাচীনকালে নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে সমুদ্রযাত্রা করিতেন; বাণিজ্যহেতু অতি প্রাচীন সময়ে যে বহুদূরস্থিত বহুতর জাতির সহিত তাঁহাদের অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল; তাঁহারা যে স্বহস্তে পোতাদি নির্ম্মাণ করিতেন; আপনারা ক্রমশঃ সে সকল দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বলিতে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়, বর্ত্তমান হিন্দু সন্তানগণের (আমাদের) সে সকলের আর কিছুই নাই। সমুদ্রযাত্রা করিলে এক্ষণে সমাজচ্যুত হইতে হয়। দূরদেশবাসী

(2) See the elphinstone's India Vol 1. P. 459.

বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রায় দূর হইয়াছে। স্বহস্তে বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ করা দূরে থাকুক, আমরা সামান্য একটী সূচির জন্যও পরমুখ-প্রত্যাশী থাকিতে ভাল বাসি। সে চিত্র, স্থপতি ও ভাস্কর নির্ম্মিত বাণিজ্যদ্রব্যসকল প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্য একবারে নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ধনরত্নও ক্রমে ক্রমে দেশ দেশান্তরে রপ্তানি হইয়া ভারতকে এক্ষণে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। বাণিজ্যের মধ্যে বাণিজ্য এই নাম মাত্র আছে। চলুন এই—নাম—উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের বর্ত্তমান বাণিজ্যব্যবসায় কিরূপ একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি। দূর হইতে অনু-সন্ধান করিয়া দেখিতে দোষ কি? নিকটে না যাইলেই হইল!!

কিন্তু দেখিব কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেখিবার কিছুই নাই। ওই যে উত্তালতরঙ্গময়—ভাগীরথীবক্ষে শত শত বাণিজ্য-দ্রব্য পূর্ণ বিবিধ বর্ণের চিত্র-বিচিত্র পতাকা বিশিষ্ট অর্ণবপোত সকল দেখিয়া নয়ন ও মন মুগ্ধ হই-তেছে, ও সকল কাহাদের? উহাদের মধ্যে কয়খানি আমাদের আছে? কয়খানি আমরা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছি? একখানিও ত নয়! ওই যে ভারতের মধ্য প্রদেশে নাগপুর প্রভৃতি স্থানের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে কার্পাসবৃক্ষ-সকল জন্মিয়া রহিয়াছে, উহাও আমাদিগের নহে। আমাদের হইলে আমরা কেন লজ্জা নিবারণের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণের বস্ত্রের কল ঘরের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিব? এইরূপ সকল দ্রব্যই। অধিক বলিতে চাহি না, শেষে কি দেখাতে গিয়া আপনাদের অপ্রিয় হইয়া পড়িব। তাই বলি এ কথা এখানেই শেষ হইলে ভাল হয়।

ফলকথা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। কাল আমাদিগের প্রতি এক্ষণে বক্র। তাহা না হইলে সভ্য উদার ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেও নিষেধ করিবেন কেন? কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে সেই ভারত-প্রতিধ্বনিত "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই স্বাধীনতার ও হৃদয়ের উত্তেজক বীজমন্ত্র ভারতবাসীর অদৃষ্টদোষে কাল-চক্রের নিম্নভাগে পড়িয়া গিয়াছে। এখন তৎপরিবর্ত্তে "হা অন্ন হা ভিক্ষাবৃত্তি!" এই হৃদয়বিদারক চীৎকারশব্দে কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারত ভূমি অবিচ্ছিন্ন পরিপূরিত হইতেছে। যাঁহার এই দুরন্ত কাল-চক্র, সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বরই অবগত আছেন, কত দিনে আবার ভারতের সুপ্রভাত হইয়া এই বর্ত্তমান হৃদয়বিদারক ধ্বনি কালচক্রের নিম্নে পড়িয়া যাইবে, এবং পুন-

রায় " বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ " এই বীজমন্ত্র ভারতের—প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে অধিক কি প্রত্যেক স্বাধীন চিত্তে প্রতিধ্বনিত হইবে। সে দিন কি আর হইবে? যদি হয় তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি তাহা বোম্বাইবাসিদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রাণপণরূপ প্রতিজ্ঞাবলে হইবে। আমরা অদ্যাপিও চাকুরিতে ব্যতিব্যস্ত। চাকুরিই আমাদিগের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে যে জনকতক লোক বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাহা সামান্য অন্তর্ব্বাণিজ্য মাত্র! তদ্দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় না। কেবল কোনরূপে পরিবারবর্গ প্রতিপালন করা ও অমূল্য সময় ক্ষেপণ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিরূপে যে দিন দিন বাণিজ্যের উন্নতি লাভ হইবে; কিরূপেই বা নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়া তদ্দ্বারা প্রতিবেশিগণের অবস্থা উন্নত হইতে পারিবে, সে বিষয়ে প্রায় কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। এখন পূর্ব্বকালের ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কেহই সন্তানদিগকে বহুজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যবসায়ীর দ্বারা শিক্ষা প্রদান করাইতে অভ্যস্ত বা ইচ্ছুক নন। ভারতের অধিকাংশ লোক এখনও জানিতে পারেন নাই, যে ইংলণ্ডে প্রায় ৮০০০০০০ লোক ও অগণ্য অর্ণবযান বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া পৃথিবীর সকল দুর্গম্য স্থানে যাতায়াত করিয়া বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি দ্বারা ইংলণ্ডকে সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। এমন সাগর নাই যেখানে বৃটিশ বাণিজ্য-তরীর গতিবিধি নাই। ইংলণ্ড এখন জগৎপূজ্য। যাহার বহির্ব্বাণিজ্য এতদূর বিস্তৃত, তাহার অন্তর্ব্বাণিজ্য যে কতদূর প্রবল তাহা মনেও ধারণা করা যায় না। ইংলণ্ডে বাণিজ্য সংক্রান্ত ৩৮ খানি সংবাদপত্র, ফ্রান্সে ৩১ খানি, অধিক কি বোম্বাইয়েও দেশীয় ভাষায় ২। ৩ খানি সংবাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে। সংবাদপত্র উন্নতির একটী প্রধান কারণ। আমাদিগের বাঙ্গালায় এরূপ সংবাদপত্র আছে কি না বলিতে পারি না। অধিক কি, এরূপ সংবাদপত্র হইলেও উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে অকালে সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে! ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

আমাদিগের বর্ত্তমান ব্যবসায়িগণকে (মহাজনদিগকে) লক্ষ্য করিয়া গত ১২৮৫ সালের " বিহার বন্ধু " নামক এক খানি পত্রিকাতে " সৌদাগরী মে ভেড়িয়াধসান্ " শীর্ষক দিয়া যে একটী ক্ষুদ্র সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিত হয়,

আমরা এক সময়ে সোমপ্রকাশে তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সোমপ্রকাশ পাঠকবর্গকে বিদিত করিয়া[illegible]াম। এক্ষণে আবশ্যক বোধে এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে বা[illegible]াম। তাহার মতে আমাদিগের বর্ত্তমান অশিক্ষিত উৎসাহহীন ব[illegible]য়ীরা গড্ডলিকাপ্রবাহভুক্ত। মেষেরা যেমন দলপতিকে কোন দি[illegible] গমন করিতে দেখিলে পরিণামজ্ঞানশূন্য হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও অবলীলাক্রমে সেই দিকে দলে দলে গমন করিতে থাকে, আমাদিগের মধ্যেও যদি কেহ, অমুক ব্যক্তি অমুক দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া এত লাভ করিয়াছেন শুনিতে পাইলেন, অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যত পারিলেন খরিদ করিলেন এবং যদি একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন ত চিরকালের জন্য ব্যবসায়কে প্রণাম করিয়া চাকুরির অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু বোম্বাইবাসিরা সেরূপ নহেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাঁহারা উৎসাহহীন হইয়া বসিয়া না পড়িয়া কপাল ঠুকিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাহারও সাহায্যভাগী হইয়া বাণিজ্য কার্য্যে রত হন এবং অসাধারণ অধ্যবসায় বলে অল্প দিনের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ করিয়া লন। "সাহসে শ্রীর্ব্বসতি" এ কথার অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালিদিগের ন্যায় তাঁহারা আর সামান্য একটী সূচ অবধি সাংসারিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখ প্রত্যাশী থাকিতে ভাল বাসেন না। তাঁহারা সাবান্, দেশলাই, কাপড় ও সুতা প্রভৃতির কল বিলাত হইতে আনয়ন করিয়া এক্ষণে তাহার কতদূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছেন। ম্যানচেষ্টার প্রতিপক্ষ না হইলে তাঁহারা আরও কত উন্নতি করিয়া তুলিতেন। তাঁহাদের নিকট কি কলিকাতার ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ী নামে অভিহিত হইতে পারেন? ব্যবসায়ী বোম্বাইবাসী প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ। যাঁহাদের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ষ্টুডেণ্টসিপ্ পরীক্ষোত্তীর্ণ দুই জন ছাত্রের ১০০০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। আনুমানিক ক্রোটী টাকা তাঁহাদের আয়; পুণ্যকার্য্যে তদনুরূপ ব্যয়। ব্যবসায়ী আহম্মদাবাদে জলশত ভাই মনু ভাই। যাঁহাদের প্রথমে এক কপর্দ্দকও সংস্থান ছিল না; কিন্তু এক্ষণে কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য। ব্যবসায়ী মুরার জি গোকুলদাস ও সর মঙ্গলদাস নাথু ভাই। যাঁহাদিগের কলে সুতা ও বস্ত্র বয়ন করিয়া কুলান করিতে পারিতেছে না। বাণিজ্য ব্যবসায়ী নারসী কেশব জী কোম্পানি। যাঁহাদিগের আফিঙ্গের ব্যবসায়ে কলিকাতাওয়ালা, বড় বড় চতুর ব্যবসায়ীও সর্ব্বদা সশঙ্কিত ইত্যাদি। বাস্তবিক

ইহাঁরাই প্রকৃতরূপে মহাজন বা সওদাগর নামে অভিহিত হইতে পারেন। আমরা যদিও দুই এক স্থানে দুই একটী চট, পাট ও রেড়ি বা ময়দার কল করিতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসায়িনামে অভিহিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি সত্য; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের তাহা ব্যবসায় নহে। যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক হই; যদি আর অধিক কাল সাংসারিক নিত্য আবশ্যক দ্রব্যের জন্য পর-মুখ-প্রত্যাশী থাকিতে বাঞ্ছা না করি; যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কিরূপ গৌরব ও তদ্দ্বারা এক সময়ে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল এবং এক্ষণেও ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌ প্রভৃতি দেশে কিরূপ হইতেছে জানিতে পারিয়া থাকি; তবে পরস্পরে এক-বাক্য ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়-ব্রতে ব্রতী হইয়া বিশ্বাস ও বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদপত্র সহচর করিয়া বোম্বাই-বাসিদিগের অনুকরণে রত হই, এবং অধিক মূলধন সংগ্রহপূর্ব্বক বিলাত প্রভৃতি স্থান হইতে আপাততঃ নানা প্রকার কল আনয়ন করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই; তাহা হইলে কোন সময়ে না কোন সময়ে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই প্রাচীন মহাজন-মুখ-বিনিঃসৃত হৃদয়োত্তেজক শব্দে ভার-তকে পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইতে দেখিতে পাইব। নতুবা আমাদিগের দেশের ব্যবসায়ীরা এখন যেরূপ ব্যবসায় করিতেছেন, তাহাতে কখনই দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইতে পারিবে না।

বাঙ্গালায় পূর্ব্বের ন্যায় সহানুভূতি-পরতন্ত্র পরদুঃখ-কাতর ক্ষমতাপন্ন লোক আর নাই বলিলেই হয়। এখানে এখন প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় দুরদৃষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও রোদন করিয়া থাকে; কিন্তু শুনিবার লোক দুই চারি শত আছে কিনা সন্দেহ স্থল। সকলেই দুঃখ প্রকাশ করে; সকলেই প্রায় রোদন করে, এ অবস্থায় কে কাহাকে বলিবে, কে কাহার কথা শুনিবে। সকলেই আপন আপন লইয়া ব্যতিব্যস্ত! যাঁহারা শুনিলে উপকার হইবে, দেশের মঙ্গল হইতে পারিবে, তাঁহারা প্রায় বধির, তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় চক্ষু থাকিতেও জন্মান্ধ!

আবার এক কথা, বাঙ্গালার লোক কাঁদে সত্য, কিন্তু তাহাদের সে ক্রন্দন অনেক স্থলে হৃদয়ভেদী নহে। হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে বহির্গত হয় না। তাঁহাদের সে দুঃখ যদি তাঁহাদের হৃদয় জানিতে পারিত, তবে নিঃসন্দেহই এত দিনে আমাদের অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইত। আমরাও কাঁদি,

কিন্তু আমাদেরও হৃদয় হয় ত সময়ে সময়ে আমাদের রোদনধ্বনি শুনিতে পায় না! তাই অনেক স্থলে অরণ্যে রোদন হইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে কি, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। বাঙ্গালি বাহিরে চাকচক্যশালী, যেন দিন দিন কতই উন্নত হইতেছে; কিন্তু ভিতরে অন্তঃসারশূন্য বালুকাকণা, অনবরত ধূ ধূ করিতেছে! রাজপুরুষেরা আমাদের বাহ্য চাকচক্য দেখিয়া আমাদিগকে সুখী জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভিতরের সংবাদ বুঝিতে পারেন না; বুঝিলেও অনেকস্থলে কথা কন না! আমরা চির কালই রাজভক্ত জাতি। রাজাকে দেবতার অংশ বোধে পূজা করিয়া থাকি। রাজসাক্ষাৎ লাভকে আমরা পুণ্য মনে করি। এ কারণ কোন রাজপুরুষ আসিলে আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য সোৎসুক চিত্তে ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া যাই। এ অবস্থায় রাজপুরুষেরা আমাদের অঙ্গে পরিষ্কার বস্ত্র, মস্তকে ছত্র, চরণে উপানৎ দেখিয়া সাধারণ্যে মনে করেন বাঙ্গালী বড় সুখী! কিন্তু বহুতর বাঙ্গালির গৃহে পিপীলিকাও অন্নের জন্য কাঁদিয়া থাকে।

আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এ সময় উপেক্ষা করিয়া থাকিলে এক এক দুর্ভিক্ষে মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা প্রদেশের ন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক অনশন ব্রতাবলম্বী হইয়া আয়ুঃসত্ত্বেও অকালে জীবনত্যাগ করিবে। দেশে আর অধিক অর্থ নাই; যাহাও আছে তাহা সাইলকজাতীয় ব্যক্তিগণের হস্তে। সমাজের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। যে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি দরিদ্র, চমৎকার অন্ন চিন্তায় সর্ব্বদা বিব্রত, সে সমাজের উন্নতি হওয়া সন্দেহ স্থল। দারিদ্র্য দোষ সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। নির্ধন হইতে শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্যাদি কিছুরই উন্নতি হইয়া দেশ উন্নত হইতে পারে না। দেশ উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিজেরও হৃদয়োত্থিত মনোভাব কার্য্যে পরিণত না হইয়া অনেক স্থলে হৃদয়েই বিলীন হইয়া থাকে। নীতিজ্ঞেরা দারিদ্র্য দোষকে গুণরাশি নাশের কারণ বলিয়াছেন। দারিদ্র্য আবহমান কালই সমাজে নিন্দনীয়। এমন কি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও দারিদ্র্যের গুণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সে ব্যাখ্যা এই—

অর্থেনেহ বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতোযথা॥
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি—যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।

যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ।
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যোবিবিৎসতা।
অর্থৈরর্থানিবধ্যন্তে গজৈরিব মহাগজাঃ।
ধর্ম্মঃ কামশ্চ হর্ষশ্চ ধৃতিঃ ক্রোধঃ শ্রুতং মদঃ।
অর্থাদেতানি সর্ব্বাণি প্রবর্ত্তন্তে নরাধিপ।
ধনাৎ কুলং প্রভবতি ধনাদ্ধর্ম্মঃ প্রবর্দ্ধতে।
অসাধুঃ সাধুতামেতি সাধুর্ভবতি দারুণঃ।
অরিশ্চ মিত্রং ভবতি মিত্রঞ্চাপি প্রদুষ্যতি।
অনিত্যচিত্তঃ পুরুষঃ তস্মিন্ কোজাতু বিশ্বসেৎ॥

এ সকল প্রকৃত। ইহার একটী কথাও অপ্রকৃত নহে। যিনি দরিদ্র, তিনি এ কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। তাই বলি, এ অবস্থায় দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের সহিত অবশ্য অর্থেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অর্থের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে যে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন করা চাই, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন ও করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে দিন দিন বাণিজ্যের উন্নতি সাধন হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আর আলস্যে দিন অতিবাহিত করিলে দেশের উন্নতি কখন হইবে না। দরিদ্রগণ প্রাণে মারা যাইবে।

সভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে আমাদিগের উৎসাহ ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। যাহাতে কৃষি ও শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হয়, তজ্জন্য স্থানে স্থানে কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিতেছেন। অন্তর্ব্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভারতের প্রধান প্রধান স্থান সকল রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক দ্রব্য সমূহ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া থাকে, এখন তাহার অনেকগুলি দ্রব্য এই দেশীয় শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইবার আদেশ প্রদান করিয়া আপনাদের ব্যয় সংকোচ করিতেছেন ও প্রকারান্তরে আমাদিগকেও বাণিজ্যব্যবসায়ে রত হইবার উৎসাহ দিতেছেন। এই সুযোগ উপেক্ষা করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বসিয়া থাকিয়া কেবল টাকার সুদ গণনা করিলে আমাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। সত্য বটে দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে ধনী ব্যক্তিরা সহজে দুর্দ্দশাপন্ন হন না; কিন্তু তাই বলিয়া অর্থ ও ক্ষমতাসত্ত্বে যে

ব্যক্তি দেশের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ না হন, তাঁহার সে অর্থ থাকা না থাকা তুল্য কথা। তাঁহারা মনোযোগী হইলেই বাণিজ্যোন্নতির যেগুলি প্রতিবন্ধক আছে, সে সকল দূর করিয়া অচিরাৎ স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে পারেন। সে প্রতিবন্ধকগুলি এই—বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদ পত্র প্রচার ও শিক্ষাদান; এবং মূলধন, সহানুভূতি ও বিশ্বাসের অভাব।

বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদপত্র না থাকাতে কোন্ দেশের কোন্ জাতির কিরূপ বাণিজ্যের অবস্থা? কোন্ দ্রব্যে কিরূপ লভ্য হইতেছে? কিরূপেই বা সেই সেই দ্রব্য অতি সুলভে উৎপাদন করিয়া বিদেশে চালান দিতেছেন? সেই সকল ও আমাদিগের দেশের কোথায় কিরূপ বাণিজ্যের সুবিধা, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কিরূপ ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে, কোথায় কিরূপ দর ইত্যাদি আমরা জানিতে পারিতেছি না। তাই আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা অন্তর্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত, তাঁহারা এক দিকে এই সকল সংবাদের অভাবে ও অন্যদিকে অশিক্ষিত বলিয়া অধিকাংশস্থলে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সংবাদপত্র থাকিলে আরও একটী মহান্ উপকার হইতে পারে। যাঁহারা ধনী কিন্তু উৎসাহ ও সাহস বর্জ্জিত, তাঁহারাও কোন না কোন সময়ে স্বাধীন কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া স্বাধীন কার্য্য অবলম্বন করিতে পারেন।

মূলধন সহানুভূতি ও বিশ্বাসের অভাবও আমাদের বাণিজ্যোন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ। অল্প মূলধনে বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে পারে না, বহির্ব্বাণিজ্য বহুমূলধনসাপেক্ষ। কিন্তু অস্মদ্দেশে এক কালে বহুমূলধন কোথা হইতে হইবে? আমরা অনেকে যে উদরান্নের জন্যই লালায়িত! এ অবস্থায় যদি সকলে মিলিত হইয়া ব্যাঙ্ক খুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, তবেই অর্থ সংগ্রহ হইবে নতুবা হইবে না। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশন শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কটীকে আদর্শ করিয়া সকলে আর আর কোম্পানি খুলিতে আরম্ভ করুন। আমরা শুনিয়াছিলাম মুঙ্গেরেও একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। তাহার অনুষ্ঠান পত্রও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের উন্নতির জন্য যে অচিরাৎ প্রতি জেলায় জেলায় ব্যাঙ্ক করা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা যে চাকুরির আশায় এত দিন প্রলোভিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সে চাকুরির

বাজারে অগ্নি লাগিয়া গিয়াছে। তাহাতে "উপশনির" শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে! চাকুরি আর প্রায় মিলে না। অনেকে উমেদারী অবস্থায় যে কিরূপ কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণনাতীত। নিত্য আদালতে যাওয়া আসা চাই। অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, উপবাসীই থাক আর নাই থাক, আদালতে যাইতে হইলে সভ্যতার অনুরোধে ভাল বস্ত্র ও পাদুকা আবশ্যক করে। বৎসরাবধি নিত্য গমনাগমনে পাদুকা ছিন্ন হইয়া যায়, তথাপিও প্রভুর দয়া হয় না। শেষে হতাশ্বাস হইয়া বিকট দন্ত বাহির করিয়া প্রত্যহ যে কত লোক বসিয়া পড়িতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ব্যাঙ্ক খুলিয়া স্বাধীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেকের উমেদারীর কষ্ট আর সহ্য করিতে হইবে না।

ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মনোযোগী হইয়া বহির্ব্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হউন। ভারতে অর্থ নাই তথাপি এখনও এমন দুই এক জন ধনকুবের আছেন, যাঁহারা একাকীই বৈদেশিক বাণিজ্যে রত হইতে পারেন। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে অতিশয় সাহস আবশ্যক করে। আমাদের ধনিগণের সে সাহস নাই। এজন্য প্রথমতঃ ৩। ৪ জনে একত্র হইয়া কার্য্য করিলেই ভাল হয়। আর দেশের ভাবী উন্নতির জন্য কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে শিল্পাদি শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড ও অন্যান্য সুসভ্য দেশে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সেখান হইতে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে ও চালাইতে শিক্ষা করিয়া দেশে সুস্থ মস্তিষ্কে ফিরিয়া আসিয়া কারখানা খুলিলে ভারতবাসী বহুতর ব্যক্তির অন্নের সংস্থান হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আমাদের অর্থাগমের ও সুখী হইবার অন্য উপায় নাই বলিলে হয়।

এস্থলে একটী কথা বলিতে হইল, জমিদার বা ধনিশ্রেণীর যে সকলেই নিরুৎসাহ কেবল টাকার সুদ গণনা করিতে ভাল বাসেন, তাহা নহে। অবশ্য দুই এক জনের স্বাধীন কার্য্যে অর্থ বিনিয়োজিত করিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কি হয়, ভারতে যে তেমন পূর্ব্বের ন্যায় আর বিশ্বাস নাই। ধর্ম্মের বাজারে অগ্নি লাগায় অনেকে অবিশ্বাসী ও প্রতারক হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন। পাছে অবিশ্বাসী প্রতারককে সৎ বিবেচনা করিয়া তাহার হস্তে অর্থ দিয়া সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়, এই আশঙ্কাতেও অনেকে অর্থ বাহির করেন না। যতদিন লোকে বিশ্বাসী না হয়, বিশ্বাস যে কি অমূল্যরত্ন লোকে তাহা জানিতে না পারে; তত দিন ধনিগণ যে পরের হস্তে বহু অর্থ নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে দিতে সম্মত হইবেন এমত বোধ হয়

না। সুখের বিষয় উচ্চ বিদ্যার প্রভাবে অনেকে বিশ্বাস কি পদার্থ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিশ্বাসও যেমন আবশ্যক করে, সহানুভূতিরও সেইরূপ আবশ্যকতা আছে। সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অনেকের হৃদয়ে স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি নাই। বিজাতীয় সহানুভূতিতে অনেকের হৃদয় পরিপূর্ণ। এটী আমাদের দেশীয় ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ের অবনতির একটি মুখ্য কারণ। আমরা বিজাতীয় আচার, ব্যবহার রীতি নীতি এবং ব্যবসায়াদির প্রতি মনোযোগ দিব; তথাপি দেশীয় শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের প্রতি দৃক্‌পাতও করিব না। এজন্য দেশীয় শিল্প ব্যবসায়াদি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে চলিল। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগের অন্নসংস্থান হওয়া ভার হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় তন্তুবায়গণের অবস্থাই ইহার প্রমাণ স্থল। কি ক্ষোভ ও বিস্ময়ের বিষয়, যে দেশে বহুতর তন্তুবায় আছে এবং বহু পরিমাণে যেখানে কার্পাস উৎপন্ন হয় ও যেখানে বহুতর বস্ত্রের নিত্য প্রয়োজন, সেই দেশের লোকেরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, উপায় থাকিতেও চিরদরিদ্র।

আমাদের দেশে আমাদের ব্যবহারোপযোগী কোন্ দ্রব্য নাই? সকল দ্রব্যই ত আছে। কিন্তু আমরা তাহা চিনিব না, জানিব না, জানিলেও সংগ্রহ করিব না! যত ক্ষণে কেহ আসিয়া প্রভূত লাভ না লইয়া আমাদিগকে তৎসমুদায় দিবেন, ততক্ষণ আমরা তৎসমুদায় আহ্লাদে লইতে সম্মত হইব না। আহারের সময় গৃহিণী মৎস্যের কাঁটা বাছিয়া মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেই আমাদের ন্যায় আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিগণের ভাল হয়। বিচারজ্ঞ পাঠক! বলুন দেখি, আমরা সকলে মিলিত হইয়া যদি আমাদের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য আপনারাই প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহার ব্যবসায় করি, তবে তাহাতে লাভ হইতে পারে কি না? সে লাভ কি প্রার্থনীয় নহে?

উপসংহারে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষতঃ ধনী ব্যক্তিগণকে স্মরণ করিয়া দিই ও উপরোধ করি, যাহাতে তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়াদি করিয়া নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিবাসিগণকে প্রতিপালন করিতে পারেন, অর্থের প্রচুরতা হইয়া যাহাতে দেশের উন্নতি হয়, কায়মনোবাক্যে তাহার উপায় অনুসন্ধান করুন। কতকাল প্রমোদশয্যায় থাকিয়া সম্মুখে শত শত দীন দুঃখীর দুরবস্থা দেখিয়া আর নিদ্রা যাইবেন?

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর।

মনুসংহিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্কত্বা মূত্রং পুরীষং বা খান্যাচান্তউপস্পৃশেৎ

বেদমধ্যেষ্যমাণশ্চ অন্নমশ্নংশ্চ সর্ব্বদা ॥ ১৩৭

মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া কৃতশৌচ হইয়া আচমনপূর্ব্বক শীর্ষস্থ ইন্দ্রিয়দ্বারসকল স্পর্শ করিবে। বেদাধ্যয়নকালে ও অন্নভোজনকালেও ঐরূপ করিবে।

আচমনের বিষয়ে বিশেষ বলা হইতেছে।

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততোমুখং।

শারীরং শৌচমিচ্ছন্ হি স্ত্রী শূদ্রস্তু সকৃৎ সকৃৎ ॥ ১৩৯ ॥

যে ব্যক্তি শরীরের শুদ্ধি ইচ্ছা করে, সে প্রথমে তিন বার জল পান করিবে। তাহার পর দুই বার মুখ মার্জ্জন করিবে, স্ত্রী আর শূদ্র এক এক বার জল পান ও মুখ মার্জ্জন করিবে।

শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং।

বৈশ্যবৎ শৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনং ॥ ১৪০ ॥

যে সকল শূদ্র শাস্ত্রানুসারে চলে, তাহাদিগের মাসে মাসে এক এক বার মুণ্ডন করা কর্ত্তব্য এবং মৃতাশৌচ ও সূতিকাশৌচ হইলে বৈশ্যদিগের শুদ্ধি লাভের যে বিধি আছে, তদনুসরণ করিবে; আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে।

নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যাবিপ্রুষোহঙ্গে পতন্তি যাঃ।

ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যন্ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতং ॥ ১৪১ ॥

মুখ হইতে যে বিন্দুসকল অঙ্গে নিপতিত হয়, তাহাতে শরীর উচ্ছিষ্ট হয় না। দাড়ির যে সকল লোম মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাও উচ্ছিষ্ট হয় না এবং দন্তের মধ্যে যে অন্নাদির অবয়বাদি সংলগ্ন হইয়া থাকে, আচমনেও নিঃসৃত হয় না, তাহাতেও উচ্ছিষ্ট দোষ জন্মে না।

স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ যআচাময়তঃ পরান্।

ভৌমিকৈস্তে সমাজ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতোভবেৎ ॥ ১৪২ ॥

আচমনার্থ অন্যকে জল দান করিবার সময়ে যে জলবিন্দু পাদদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা বিশুদ্ধ-ভূমি-স্থিত-জল-তুল্য, তদ্দ্বারা অপবিত্রতা জন্মে না।

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টোদ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্‌দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ১৪৩ ॥

কাহারো স্কন্ধাদিতে কোন দ্রব্য আছে, এমন সময়ে যদি তাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হয়, সে সেই দ্রব্য না নামাইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে।

বান্তোবিরিক্তঃ স্ন[illegible]তপ্রাশনমাচরেৎ।
আচামে[illegible] ভু[illegible] স্নানং মৈথুনিনঃ স্মৃতং ॥ ১৪৪ ॥

বমন বা বিরেচন হইলে স্নান করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। যদি ভোজনের অব্যবহিত পরে বমন করে, তাহা হইলে আচমন করিয়া শুদ্ধিলাভ হয়, স্নান ও ঘৃত ভোজনের প্রয়োজন নাই। মৈথুনের পরও স্নান করিবে। টীকাকার বলেন, মৈথুনের পর স্নানের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঋতুমতী বিষয়ে বুঝিতে হইবে।

সুপ্ত্বা ক্ষুত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিষ্ঠীব্যোক্ত্বানৃতানি চ।
পীত্বাপোঽধ্যেষ্যমাণশ্চ আচামেৎপ্রয়তোপি সন্ ॥ ১৪৫ ॥

নিদ্রা, হাঁচি, ভোজন, শ্লেষ্মা পরিত্যাগ ও মিথ্যা কথন, এই সকলের পর যদি বেদাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পবিত্র থাকিলেও আচমন করিতে হইবে।

এষ শৌচবিধিঃ কৃৎস্নোদ্রব্যশুদ্ধিস্তথৈব চ।
উক্তোবঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্ত্রীণাঙ্কর্ম্মান্নিবোধত ॥ ১৪৬ ॥

ভৃগু মুনিদিগকে কহিতেছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জনন ও মরণাদিতে যেরূপে শুদ্ধিলাভ হয় এবং তৈজস বস্ত্রাদির যে উপায়ে শুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা আপানাদিগকে বলা হইল, এক্ষণে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করুন।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়াবাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥ ১৪৭ ॥

বালিকা হউক যুবতী হইক আর বৃদ্ধ হউক, স্ত্রীলোক কখন ভর্ত্তাদির অনুমতি না লইয়া স্বতন্ত্রভাবে সামান্য কার্য্যও করিবে না।

বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥ ১৪৮ ॥

শৈশবকালে পিতার বশে থাকিবে, যৌবনকালে স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পুত্রের বশে থাকিবে, স্ত্রী কখন স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে না।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।

এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যৌ কুর্য্যাদুভে কুলে ॥ ১৪৯ ॥

স্ত্রী কখন পিতা, ভর্ত্তা, কি পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে না। যে হেতুক ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর স্ত্রী কুলটা ভাব প্রাপ্ত হইয়া পতি ও পিতৃ উভয় কুল কলঙ্কিত করিতে পারে।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ ১৫০ ॥

স্বামী যদি প্রসন্ন না থাকেন, তথাপি স্ত্রী সর্ব্বদা প্রসন্নবদন হইবে। গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবে এবং গৃহস্থিত দ্রব্য সামগ্রী পরিষ্কৃত রাখিবে, অধিক ব্যয় করিবে না।

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৫১ ॥

পিতা কিম্বা ভ্রাতা পিতার অনুমতিতে যাহাকে দান করিবে, সে ব্যক্তি যত দিন জীবিত থাকিবে, তত দিন তাহার পরিচর্য্যা করিবে। তাহার মত বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিবে না। তাহার মৃত্যু হইলে পর স্ত্রী তাহার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া তাহার উপকার সাধন করিবে।

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাম্প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং ॥ ১৫২ ॥

স্ত্রীলোকের বিবাহ কালে শান্তির নিমিত্ত যে মন্ত্রাদিরূপ স্বস্ত্যয়ন করা হয় এবং প্রজাপতির উদ্দেশে বিবাহকালে যে যাগ করা হয়, তাহা অভীষ্ট সম্পত্তি লাভার্থ। তাহা ভর্ত্তার স্বামিত্বের কারণ নহে। প্রথমে যে বাগ্দান করা হয়, তাহাই ভর্ত্তার স্বামিত্বের কারণ। সেই বাগ্দান অবধি স্ত্রী পতিপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিবে।

অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ ॥ ১৫৩ ॥

বিবাহকর্ত্তা পতি ঋতুকালে হউক, আর অন্য সময়ে হউক, ইহকালে স্ত্রীর নিত্য সুখদাতা, পরলোকেও সুখদাতা। স্ত্রী যদি পতির পরলোক-প্রাপ্তির পর শ্রাদ্ধাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বর্গসুখ লাভ হয়।

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততন্দেববৎ পতিঃ ॥ ১৫৪ ॥

স্বামী যদি সদাচার শূন্য, স্বেচ্ছাচারী ও বিদ্যাদিগুণহীন হয়, তথাপি স্ত্রী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় আরাধনা করিবে।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞোন ব্রতন্নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫৫ ॥

স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে যজ্ঞ করিতে পারে না। পতির অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার ব্রত ও উপবাস করিবারও অধিকার নাই। স্ত্রী যে স্বামীকে শুশ্রূষা করে, তাহাতেই সে স্বর্গলোকে পূজিত হয়।

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবিতস্য মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎকিঞ্চিদপ্রিয়ং ॥ ১৫৬ ॥

যে স্ত্রী পতির অর্জ্জিত স্বর্গাদি লোক লাভের ইচ্ছা করে, পতির জীবন কালে হউক, আর মৃত্যুর পরে হউক, তাহার কোন প্রকার অপ্রিয় কর্ম্ম করিবে না। স্বামির মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি ব্যভিচারাদি করে, তাহা হইলেই তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করা হয়।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু ॥ ১৫৭ ॥

স্ত্রী পতির মৃত্যুর পর পবিত্র পুষ্প মূল ফল আহার করিয়া শরীর ক্ষীণ করিবে, কিন্তু ব্যভিচারের অভিপ্রায়ে অপর পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না।

আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যোধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং ॥ ১৫৮ ॥

যে স্ত্রী একভর্তৃক রমণীগণের লভ্য উৎকৃষ্টতম লোক প্রাপ্তির অভিলাষ করে, তাহাকে ক্ষমাশীল নিয়মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মচারী হইয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে। মধু মাংস মৈথুন পরিত্যাগ ব্রহ্মচারির ধর্ম্ম।

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাং।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং ॥ ১৫৯ ॥

বাল্যাবধি ব্রহ্মচারী অর্থাৎ কখন দার পরিগ্রহ করেন নাই, এমন সকল বালখিল্যাদি সহস্র সহস্র ঋষি সন্তান উৎপাদন না করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী স্বর্গলাভ দুর্ঘট হইবে মনে করিয়া পতির মৃত্যুর পর পুত্রার্থ পরপুরুষ সেবা করিবে না।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৬০ ॥

পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত সাধ্বী স্ত্রী অপুত্র হইয়াও সনক বালখিল্যাদি ঋষিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

অপত্যলোভাদ্যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে ॥ ১৬১ ॥

পুত্র জন্মিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে, এই লোভে যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়, সে ইহ লোকে নিন্দিত হয়, এবং পতিলোক হইতে হীন হয় অর্থাৎ সেই পুত্র দ্বারা তাহার স্বর্গলাভ হয় না।

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে ॥ ১৬২ ॥

ইহ লোকে অন্য পুরুষ হইতে উৎপন্ন সন্তান স্ত্রীর শাস্ত্রীয় সন্তান হয় না। সাধ্বী স্ত্রীর শাস্ত্রে দ্বিতীয় ভর্ত্তার উপদেশ নাই।

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে ॥ ১৬৩ ॥

যে স্ত্রী আপনার অপকৃষ্ট পতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পরপুরুষ আশ্রয় করে, সে লোকে নিন্দনীয় হয়। তাহাকে পরপূর্ব্বা বলা যায়; অর্থাৎ পূর্ব্বে তাহার অপর ভর্ত্তা ছিল।

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥ ১৬৪ ॥

স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে ইহ লোকে নিন্দনীয় হয়, মৃত্যুর পর শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং কুষ্ঠাদি পাপ রোগ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তুর্লোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে ॥ ১৬৫ ॥

যে স্ত্রী মন, বাক্য, দেহ দ্বারা সংযত হইয়া পতিকে অতিক্রম না করে, অর্থাৎ মন, বাক্য ও দেহসংস্পর্শ দ্বারা ব্যভিচারিণী না হয়, সেই স্ত্রীই ভর্তৃলোক প্রাপ্ত হয়, এবং সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে সাধ্বী বলেন।

অনেন নারী বৃত্তেন মনোবাগ্দেহসংযতা।
ইহাগ্র্যাং কীর্ত্তিমাপ্নোতি পতিলোকম্পরত্র চ ॥ ১৬৬ ॥

যে স্ত্রী উক্ত প্রকার আচরণ করিয়া মনোবাকদেহসংযত হয়, সেই স্ত্রী ইহ লোকে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি লাভ করে, এবং মৃত্যুর পর পতিলোক প্রাপ্ত হয়।

এবংবৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্ব্বমারিণীং।
দাহয়েদগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞপাত্রৈশ্চ ধর্ম্মবিৎ॥ ১৬৭॥

উক্ত-আচার-সম্পন্ন সমানবর্ণ স্ত্রীর যদি পূর্ব্বে মৃত্যু হয়, দাহধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নি দ্বারা ও যজ্ঞপাত্র দ্বারা তাহার দাহ করাইবে।

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥ ১৬৮॥

পূর্ব্ব মৃত স্ত্রীর দাহ কার্য্যের নিমিত্ত অগ্নি সমর্পণ করিয়া গৃহস্থাশ্রম করিতে ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে এবং পুনর্ব্বার অগ্নি স্থাপন করিবে।

অনেন বিধিনা নিত্যং পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারোগৃহে বসেৎ॥ ১৬৯॥

তৃতীয় অধ্যায় প্রভৃতিতে যে সকল বিধি বলা হইয়াছে, তদনুসরণ করিয়া পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। তাহার পর দ্বিতীয় আয়ুষ্কালে দার পরিগ্রহ করিয়া উল্লিখিত বিধি অনুসারে গৃহস্থ ধর্ম্মের প্রতিপালন করিবে। পঞ্চযজ্ঞের উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থই পৃথক নির্দ্দেশ করা হইল।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

সাংখ্যদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যোগী ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সমাধি সাধন করিয়া বিবেক সাক্ষাৎকার করিবেন; এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ॥ ১৪॥ সূ॥

যথা শরনির্ম্মাণায়ৈকচিত্তস্যেষুকারস্য পার্শ্বে রাজ্ঞোগমনেনাপি ন বৃত্ত্যন্তরনিরোধোহীয়ত এবমেকাগ্রচিত্তস্য সর্ব্বথাপি ন সমাধিহানির্বৃত্ত্যন্তরনিরোধক্ষতির্ভবতি। ততশ্চ বিষয়ান্তরসঞ্চারাভাবে ধ্যেয়সাক্ষাৎকারোঽপ্যবশ্যং ভবতীত্যেকাগ্রতাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং।

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তোন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥ ইতি॥ ভা॥

যেমন শরনির্ম্মাণকর্ত্তা শর-নির্ম্মাণ-কার্য্যে একাগ্রচিত্ত হইলে রাজা যদি

তাহার পার্শ্ব দিয়া গমন করেন, তাহা হইলেও তাহার যেমন চিত্তের একাগ্রতা হানি অর্থাৎ অন্যমনস্কতা হয় না, তেমনি একাগ্রচিত্ত যোগীর সমাধিহানি হয় না। অর্থাৎ তাহার চিত্ত বিষয়ান্তরে সঞ্চরণ করে না। চিত্ত বিষয়ান্তর-গামী না হইলেই ধ্যেয় সাক্ষাৎকার হয়। অতএব চিত্তের একাগ্রতা করা একান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে সূত্রকার যোগী ব্যক্তির যোগ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছেন।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥ সূ ॥

যঃ শাস্ত্রেষু কৃতোযোগিনাং নিয়মস্তস্যোল্লঙ্ঘনে জ্ঞাননিষ্পত্ত্যাখ্যোঽর্থো ন ভবতি লোকবৎ। যথা লোকে ভৈষজ্যাদৌ বিহিতপথ্যাদীনাং লঙ্ঘনে তত্তৎসিদ্ধির্নভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অশক্ত্যা জ্ঞানরক্ষার্থং বা লঙ্ঘনে তু ন জ্ঞান-প্রতিবন্ধঃ।

অপেতব্রতকর্ম্মা তু কেবলং ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
ব্রহ্মভূতশ্চরন্ লোকে ব্রহ্মচারীতি কথ্যতে ॥

ইতি মোক্ষধর্ম্মাদিভ্যঃ। বশিষ্ঠাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। অতএব বিষ্ণুপুরাণাদৌ বৃথা কর্ম্মত্যাগিনএব পাষণ্ডতয়া নিন্দিতাঃ পুংসাং জটাধারণমৌণ্ড্যবতাং বৃথৈবেত্যাদিনেতি ॥ ভা ॥

যেমন লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে পীড়ায় যে পথ্যের নিয়ম আছে, সেই পথ্যের লঙ্ঘন করিলে ঔষধ সেবনে ফলসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ যোগশাস্ত্রে যোগীর যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহার উল্লঙ্ঘন করিলে যোগ-সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। শক্তের পক্ষেই এই ব্যবস্থা। পীড়াদি কারণে অশক্ত হইয়া যদি কেহ নিয়ম পালনে সমর্থ না হয়, তাহাতে দোষ হয় না। আর যিনি কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেন, তাঁহারও নিয়ম লঙ্ঘনে দোষ ঘটে না।

যোগী যদি নিয়ম পালনে বিস্মৃত হন, তাহা হইলেও তাঁহার ফলসিদ্ধি হয় না, এই আভাসে বলা হইতেছে।

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ ॥ ১৬ ॥ সূ ॥

সুগমং, ভেক্যাশ্চেয়মাখ্যায়িকা। কশ্চিদ্রাজা মৃগয়াং গতো বিপিনে সুন্দরীং কন্যাং দদর্শ। সা চ রাজ্ঞা ভার্য্যাভাবায় প্রার্থিতা নিয়মং চক্রে যদা মহ্যং ত্বয়া জলং প্রদর্শ্যতে তদা ময়া গন্তব্যমিতি। একদা তু ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তা

রাজানং পপ্রচ্ছ কুত্র জলমিতি। রাজাপি সময়ং বিস্মৃত্য জলমদর্শয়ৎ। ততঃ সা ভেকরাজদুহিতা কামরূপিণী ভেকী ভূত্বা জলং বিবেশ ততশ্চ রাজা জালাদিভিরন্বিষ্যাপি ন তামবিন্দদিতি ॥ ভা ॥

এক রাজা এক সময় অরণ্যে মৃগয়া করিতে যান, তথায় এক সুন্দরী কন্যা দর্শন করেন। রাজা সেই কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইলেন। কন্যা এই নিয়মে তাঁহার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করিলেন, যখন তুমি আমাকে জল দেখাইয়া দিবে, তখনই আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইব। একদা সেই কন্যা বিহারপরিশ্রান্ত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জল কোথায়? রাজাও জল দেখাইয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই পূর্ব্বকৃত নিয়ম স্মরণ ছিল না। কন্যা ভেকরূপ ধারণ করিয়া জলে প্রবেশ করিল। রাজা বহু অনুসন্ধান করিয়াও আর তাঁহাকে পাইলেন না। সেই কন্যারূপধারিণী ভেকীর কৃত নিয়ম বিস্মৃত হইয়া রাজা যেমন তাহার পুনঃপ্রাপ্তিবিষয়ে বিফলযত্ন ও ভগ্নমনোরথ হইলেন, তেমনি যোগী ব্যক্তিও নিয়ম বিস্মরণে বিফলমনোরথ হইয়া থাকেন।

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ ॥ ১৭ ॥ সূ ॥

পরামর্শোগুরুবাক্যতাৎপর্য্যনির্ণায়কোবিচারস্তং বিনোপদেশবাক্যশ্রবণেঽপি তত্ত্বজ্ঞাননিয়মো নাস্তি প্রজাপতেরুপদেশশ্রবণেঽপীন্দ্রবিরোচনয়োর্ম্মধ্যে বিরোচনস্য পরমর্শাভাবেন ভ্রান্তত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অতোগুরূপদিষ্টস্য মননমপি কার্য্যমিতি দৃশ্যতে চেদানীমপ্যেকস্যৈব তত্ত্বমস্যুপদেশস্য নানারূপৈরর্থৈঃ সম্ভাবনা। অখণ্ডত্বমবৈধর্ম্ম্যলক্ষণাভেদোবিভাগেনচেতি ॥ ভা ॥

গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা আবশ্যক। তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এ স্থলে একটী দৃষ্টান্ত এই, ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে প্রজাপতির উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরোচন উপদেশবাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই।

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥ ১৮ ॥ সূ ॥

তচ্ছব্দেনোক্তোচ্যমানয়োঃ পরামর্শঃ। তয়োরিন্দ্রবিরোচনয়োর্ম্মধ্যে পরামর্শ ইন্দ্রস্য দৃষ্টশ্চেত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ের মধ্যে ইন্দ্র গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার ফললাভ হইয়াছিল।

কৌতুক ।

পক্ষিজাতিকে জাদুকরণ ।

পাঠক ! বোধ করি দেখিয়া থাকিবেন, কখন কখন বাজীকরেরা টিয়া গু বাবুই পাখীর দ্বারা বিবিধ অদ্ভুত কাজ করাইয়া থাকে। দশ পনর খানি কাগজে দশ পনরটী নাম লিখিয়া কাগজগুলি ছড়াইয়া দেয়। তুমি যে নাম বলিবে, পাখী সেই নামের কাগজ খানি আনিবে। এইরূপ অনেক কৌতুককর কাজ করে। বাজীকর দণ্ডে দণ্ডে পাখিদিগকে এক একটী গুলি খাইতে দেয়। সেই গুলির গুণেই পাখী এত বশীভূত থাকে। কেহ বলিতে পারেন সে কিসের গুলি ? মদের সিটাতে পাখীর আহারোপযোগী শস্য ভিজাইয়া তাহা পাখীকে খাইতে দিলে বনের পক্ষীও মোহিত হইয়া পোষ মানে। সচরাচর যেখানে পাখীরা চরিয়া বেড়ায়, সেখানে ঐ শস্য ছড়াইয়া দিবে। তোমার হাতেও কতকগুলি রাখিবে। বন্য পক্ষী এক বার সেই শস্য খাইলে তাহার এতদুর আত্মবিস্মৃতি জন্মে যে, হাতের শস্য খাইতেও আর তাহার শঙ্কা হয় না।

পাদপূরণ ।

প্রশ্ন—কবিভূষণ ! পূরণ কর—' গোদ্ হয়নি চুলে ;
উত্তর—সুন্দরে দেখিয়া পুর-সুন্দরী যতেক ।
নিজ নিজ পতি-নিন্দা করিল অনেক ॥
এক ধনী বলে ' সই ! কি কহিব হায় !
গোদাপতি প্রজাপতি দিলেন আমায় ।
এমন গোদের সৃষ্টি দেখ নাই কেহ !
ফাঁক নাই কোন ঠাঁই গোদে ভরা দেহ ॥
কাঁধের গোদের তাঁর কি কব বাহার,
বোধ হয় কান্ত যেন রোহিণী কাহার ।
বগলের গোদে কিছু কৌতুক বিশেষ ।
বুচ্ কি বেঁধে কান্ত যেন যাচ্চেন বিদেশ ॥
হাতে পায়ে গোদ্—গোদ্ প্রতি গ্রন্থিমূলে ।
কত দেবতার আশীর্ব্বাদে গোদ্ হয়নি চুলে ?

কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে
শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	শ্রীহর্ষ।	৭০৫
২।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।	৭১৪
৩।	সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত যবন শব্দে কাহাকে বুঝায়।	৭৩১
৪।	বিধবা-রমণী।	৭৩৯
৫।	সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ও তাহার খণ্ডন।	৭৪৩
৬।	হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?	
৭।	মনুসংহিতা।	৭৬১
৮।	সাংখ্যদর্শন।	৭৬৫
৯।	বৈজ্ঞানিক কৌতুক।	৭৬৮

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৫ টাকা।

কল্পদ্রুম।

শ্রীহর্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা শ্রীহর্ষকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছি, পাঠক! হয় তো ভাবিয়া আকুল হইতেছেন। কিন্তু চিন্তা নাই; আমরা সেই পিতৃহীন বালককে একাকী কোন প্রান্তরে ফেলিয়া আসি নাই। ঐ দেখুন, তিনি প্রহরি-পরিবৃত রাজভবনে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মচারী বিচারে পরাস্ত হইয়াছেন; লজ্জায় অপ্রতিভ ও অধোমুখ; তীর্থবারির করঙ্ক লইয়া কত ভাণ করিতেছেন। কিন্তু কিরূপে উঠিয়া যাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এ দিকে সত্যসন্ধ বালককবি জয়ে উৎফুল্ল হইয়া বার বার প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে নৃপতির দিকে চাহিতেছেন। যোগী অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সভা হইতে উঠিয়া যাইতে পারিলেন না। কখন নখাগ্রে মৃগচর্ম্ম খুটিতেছেন, কখন জপমালা লইয়া জপ করিতেছেন; সভাস্থ সকলেই এক এক বার যোগীর প্রতি চাহিয়া অধোমুখে পরস্পর কটাক্ষ করিতেছেন। ভূপতি দেখিলেন, ব্যাপার সহজ নয়; পাছে ব্রহ্মচারী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত দেন, এই ভয়ে যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তদবধি শ্রীহর্ষের মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল।

শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতির সভাসদ ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কখন একস্থানে বাস করেন নাই। চিরকাল কেবল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াই বেড়াইতেন। ক্বচিৎ কখন অন্যান্য রাজসভাতেও যাইতেন। আমরা দেখিতে পাই, কখন তিনি সুরস শ্লোক পাঠে অবন্তিনাথের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন, কখন আবার পাটনপতিকে কাব্যের মোহিনী শক্তি দ্বারা মোহিত করিয়া ফেলিতেছেন। শ্রীহর্ষ বিষয়সুখ জানেন না, বিষয়ের ভোগসুখেও তাঁহার প্রীতি নাই; সতত কেবল শাস্ত্রালাপ ও পরমাত্মতত্ত্বেই অনুরক্ত থাকেন। পরমাত্মার অনুধ্যানেই তাঁহার আসক্তি, তাহাতেই মন আকৃষ্ট। সকলেই তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিতেন। স্বয়ং শ্রীহর্ষও নৈষধের একস্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাধিসিদ্ধ হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছিলেন।

যঃ সাক্ষাৎ কুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্মপ্রমোদার্ণবং। ২২। ১৫৫।

যিনি সমাধিতে প্রমোদার্ণব স্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা বলেন, শ্রীহর্ষ চিরকৌমারাবস্থায় ছিলেন, কখন দার পরিগ্রহ করেন নাই, তাঁহাদের কথা সমূলক বোধ হয় না। কারণ, তিনি অকৃতদার হইলে তাঁহার সন্তান সন্ততি কিরূপে হইল? বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় শ্রেণীর মুখোপাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বংশধর। যাঁহার বিবাহ হয় নাই, তাঁহার সন্তান সম্ভবিতে পারে না। এ স্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নৈষধকার শ্রীহর্ষই যে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? কুলাচার্য্যদিগের পুস্তকে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি, এইরূপ লিখিত আছে। আবার নৈষধকাব্যে শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহীর দৃষ্ট হয়, তবে আদিশূরের সভায় আগত শ্রীহর্ষ নৈষধের রচয়িতা না হইতেও পারেন তো? যদি তাঁহাদিগকে দুইজন পৃথক ব্যক্তি বলা যায়, তবে তাহাতেই বা আপত্তি কি? এ কথা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। এটীকে কূট তর্কও বলা যায় না। যাহা হউক, এ সংশয় নিবারণের কয়েকটী সহজ উপায় আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীহর্ষনামে প্রথিত অন্য কোন সৎকবি ছিলেন কি না? তদ্বিষয়ে আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, অনেক স্থানেও গিয়াছি। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের সে শ্রম নিষ্ফল হয় নাই। অধুনাতন ফতেপুরের নিকটে কোন গ্রামে শ্রীহর্ষনামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্র-সম্ভূত এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বটে; কিন্তু কবি ছিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাঁহার বংশাবলীর বিবরণ পাইয়াছি। এস্থলে তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিবার কিছু আবশ্যকতা নাই। অতএব কেবল উপরের লিখিত সন্দেহটীর নিরসনের নিমিত্ত কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। এই শ্রীহর্ষের পিতার নাম গঙ্গাধর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বুন্দেল খণ্ডের রাজার নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় যজ্ঞ করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠানার্থ দেশবিদেশ যাইতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

শাণ্ডিল্য-গোত্র-সম্ভূত শ্রীহর্ষ হইতে বর্ত্তমান সময়ে কোথাও ১৫ পুরুষ কোথাও ১৬ পুরুষ এবং কোথাও ১৮ পুরুষ পর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে। এ দিকে আদিশূরের সভায় আনীত শ্রীহর্ষ হইতে প্রস্তাব-লেখক-পর্য্যন্ত ৩৩

পুরুষ গত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ৩৫ পুরুষও গত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে যে শ্রীহর্ষকে কালিদাসের সমসাময়িক লোক বলিয়া স্থির করিয়াছি, বংশপারম্পর্য্যের সংখ্যা দেখিলে তিনিই কবি শ্রীহর্ষ এবং তিনিই গৌড়দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ আসিয়াছিলেন, এইরূপ নিশ্চিত হয়। শ্রীহর্ষের বঙ্গ-রাজ্যে আগমনের শকাব্দাও অবধারিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নৈষধচরিতের দুই স্থানের দুটী শ্লোক সকল সংশয় ছেদ করিতেছে। এক স্থানে কবি লিখিতেছেন—

তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ। ২২। ১৫৫।

যিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকটে তাম্বূল ও আসন লাভ করিয়াছিলেন। নৈষধপ্রণেতা কবি শ্রীহর্ষ কনোজের রাজসভায় ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। এ দিকে বঙ্গদেশীয় কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীহর্ষ কনোজ হইতে বঙ্গদেশে যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ আসিয়াছিলেন। অতএব এক স্থানে এক সময়ে এক নামের দুই ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়। যাহা হউক, যদি চ বলেন ইহা সম্ভাবিত; কিন্তু আর একটী স্থানে নৈষধকার স্পষ্টই প্রমাণ দিতেছেন যে তিনি গৌড়রাজ্যে আসিয়াছিলেন—

গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তিভণিতিভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহা।
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ। ৭ ১০৮।

গৌড়রাজার কুলপ্রশস্তি নামক বিরচিত প্রবন্ধের ভ্রাতৃস্বরূপ
চারু নৈষধচরিতকাব্যে এই সপ্তম সর্গ সমাপ্ত হইল।

শ্রীহর্ষ গৌড়রাজের প্রশংসানুবাদ করিয়া এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ে আসিয়াছিলেন, গৌড়রাজের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাই গৌড়রাজের গুণানুকীর্ত্তনে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। প্রয়াগের উত্তরাংশের স্থলবিশেষকে কখন কখন গৌড় কহিত; কিন্তু সেটী প্রসিদ্ধ গৌড় দেশ নহে। বিশেষতঃ, ঐ স্থান চিরকাল অযোধ্যার অধীনস্থ। তথাকার গৌড়ে স্বতন্ত্র কেহ রাজা ছিলেন না। অধিকন্তু, অযোধ্যাই বিখ্যাত নগরী। অযোধ্যা নাম ত্যাগ করিয়া কেহ যদি গৌড়রাজ বলেন, তাহা হইলে কখন প্রধান নগরী অযোধ্যার রাজা বুঝায় না। অতএব, নৈষধচরিতের গৌড়োর্ব্বীশ শব্দে বঙ্গের সন্নিহিত গৌড় দেশেরই ধরণীশ্বরকে বুঝাইতেছে।

গৌড় বলিলে চিরকাল আমাদের এই গৌড়ই বুঝাইয়া থাকে। স্কান্দে পঞ্চ গৌড়ের ব্রাহ্মণদিগের স্থান বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকৌৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধস্যোত্তরবাসিনঃ।

বিন্ধ্যগিরির উত্তরবাসী সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় মৈথিলিক এবং ঔৎ-কল পঞ্চ গৌড় বলিয়া বিখ্যাত।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদের এ গৌড় কি বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশে অবস্থিত? হাঁ, সে কথা সত্য। বিন্ধ্যাচল রাজপুতানা হইতে আপনার বিশাল কলেবর বিস্তার করিতে করিতে আমাদের গৌড় দেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়া উৎকল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহাতেও যদি গৌড় দেশের অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয়, পঞ্চ গৌড়োক্ত মিথিলা শব্দ সে সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছে। মিথিলা দেশ একটী ভিন্ন দুটী নাই। মিথিলা যদি বিন্ধ্যগিরির উত্তরে অবস্থিত হয়, তবে গৌড় দেশও হইতে পারে। শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে গৌড় দেশের স্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে।
(১) গৌড় দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

হে শিবে! বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত ইহার অন্ত্য-সীমা। এই স্থান গৌড় দেশ নামে বিখ্যাত। ইহা সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ।

অতএব, আমাদের এই দেশ যে প্রসিদ্ধ গৌড়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। শ্রীহর্ষ এই দেশেরই রাজার কুলপ্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং নৈষধকার শ্রীহর্ষ আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চিত হইল।

নৈষধে শ্রীহর্ষলিখিত আর আর অনেকগুলি কাব্যের নাম পাওয়া যায়। নৈষধেই "গৌড়োর্ব্বীশ কুলপ্রশস্তি" কাব্যের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, তিনি অন্যান্য কাব্য রচনা করিয়া এবং গৌড় দেশে আসিয়া কিছু কাল পরে নৈষধ প্রণয়ন করেন। কিন্তু এ অনুমানে একটী দোষ ঘটিতেছে। শ্রীহর্ষ যখন এ দেশে আসেন, তৎকালে তিনি নিতান্ত বৃদ্ধ।

---

(১) গৌড় শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি? তাহা আমরা অনেক সন্ধানেও বিশুদ্ধ প্রকারে স্থির করিতে পারিলাম না। অনুমানবলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এদেশের ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রোক্ত উপাসনার নিমিত্ত গুড়োদ্ভব মদ্য প্রস্তুত করিতেন, তজ্জন্য এদেশকে গৌড় কহে।

অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে নৈষধের সুবিস্তীর্ণ ও জটিল ভাবাত্মক কাব্য রচনা করা সহজ কথা নয়। এ দিকে আবার প্রবাদ আছে, তিনি মাতুলালয়ে নৈষধ কাব্য রচনা করেন। মম্মট ভট্টের কাব্য প্রকাশ সাঙ্গ হইলে নৈষধচরিত প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য তিনি উপহাস করিয়া ভাগিনেয়কে বলিয়াছিলেন যে,তাঁহার কাব্য আর কিছু পূর্ব্বে প্রকটিত হইলে সপ্তমোল্লাসের দোষ ভাগের যাবতীয় উদাহরণ নৈষধচরিত হইতে উদ্ধার করিলে চলিত। এই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তবে কাব্যপ্রকাশ রচনার পরে নৈষধকাব্য বিচরিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত জানা গেল। কিন্তু কাব্য গ্রন্থ খানি কখন্ ও কোন্ স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় দেখি না। মম্মটভট্টের প্রাদুর্ভাব কাল লইয়াও পণ্ডিতেরা অনেক গোল করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশে রত্নাবলী নাটিকার অনেক স্থল উদাহরণ স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে উইলসন্ সাহেব অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় ১১১৩ পরিমিতাব্দের পরে উক্ত অলঙ্কারশাস্ত্রখানি মম্মটভট্টের দ্বারা বিরচিত হয়। উইলসন সাহেবের এ কথা বলিবার কারণ এই, তিনি কহ্লণ (২) পণ্ডিত বিচরিত রাজতরঙ্গিণীতে দেখিলেন যে, হর্ষনৃপতি—

সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি॥ ৭ তরঙ্গ ৬১১ শ্লোক।

---

(২) এই অংশ এবং ইহার পরে যাহা লিখিত হইতেছে. তৎসমুদায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় উইলসনের মত খণ্ডন করিয়া মম্মট ভট্টের প্রাদুর্ভাব কাল স্বয়ং যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের অনুমোদনীয় নহে, তিনি লিখিতেছেন—

এবং যদি কাব্যপ্রকাশধৃত (৩১৮ পৃষ্ঠা)......"ভোজনৃপতেস্তৎত্যাগলীলায়িতম্" ইতি শ্লোকোক্ত ভোজত্রবু পূর্ব্বোক্তমালবাধিপতিরাসীদিতি স্যাৎ, এবং কাব্যপ্রকাশধৃতানি ভোজপ্রবন্ধীয়ানি 'যদেতৎ চান্দ্রান্তর......' ইত্যাদীনি পদ্যানি মালবাধিপতিভোজরাজ সমকালীনকবেঃ ভোজপ্রবন্ধরচয়িতুরেব বা স্যুঃ, তদা পূর্ব্বোক্তাৎ ভোজরাজকালাৎ ১০৬৫ মিতাব্দাৎ পরমেব কাব্যপ্রকাশো নিরমায়ীত্যপি বক্তুং শক্যতে।

এবং যদ্যপি কাব্যপ্রকাশধৃত (৩১৮ পৃষ্ঠা)...'ভোজনৃপতেস্তৎত্যাগলীলায়িতম্' এই শ্লোকোক্ত ভোজরাজা পূর্ব্বোক্ত মালবাধিপতি ছিলেন এমন হয়, এবং কাব্যপ্রকাশধৃত ভোজ প্রবন্ধের 'যদেতৎ চান্দ্রান্তর...' ইত্যাদি পদ্যগুলি মালবাধিপতি ভোজরাজের সমকালীন কবি ভোজপ্রবন্ধরচয়িতারই যথার্থ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত ভোজ রাজার রাজত্বকাল হইতে ১০৬৫ মিতাব্দের পরে কাব্যপ্রকাশ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

তিনি নানা দেশের ভাষা জানিতেন, সকল ভাষায় সংকবি ছিলেন; এবং সম্যক বিদ্যার সাগর স্বরূপ হইয়া দেশান্তরেও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীতে শ্রীহর্ষের এইরূপ গুণবত্তার পরিচয় আছে, এদিকে রত্নাবলীর প্রস্তাবনায়—"শ্রীহর্ষোনিপুণঃ কবিঃ" এইরূপ একটী শ্লোক লিখিত আছে। এতদ্দৃষ্টে উইলসন সাহেব কশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষকে উক্ত নাটিকার রচয়িতা স্থির করিয়াছেন। কাশ্মীরেতিহাসে নির্দ্দিষ্ট আছে, হর্ষ ১১১৩ খ্রী অব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কাজেই মম্মটভট্ট যখন রত্নাবলী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন তিনি হর্ষরাজের পরে অর্থাৎ ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইবেন না কেন?

আমরা পূর্ব্বে কবি শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছি। অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সময় অবধারিত করিতেছেন, তাহার প্রায় ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে মম্মটভট্ট জীবিত ছিলেন। এই আলঙ্কারিকের জন্মস্থান সম্বন্ধে তিনি কাব্য প্রকাশের ভূমিকায় দুটী মত প্রকাশ করিয়াছেন। একটী যুক্তি দ্বারা তিনি অনুমান করিতেছেন যে, মম্মটভট্ট কশ্মীর নিবাসী ছিলেন। যথা—

"মম্মটঃ কং দেশং জন্মনা অলঞ্চকারেতি নির্ণয়ে প্রবৃত্তাঃ, কদাচিৎ "কশ্মীরদেশীয়ঃ" ইতি সম্ভাবয়ামঃ, যদস্য মম্মটেতি নাম দেশান্তরাসুলভেন কাশ্মীরেতিহাসতরঙ্গিণী সপ্তম তরঙ্গ-১০৪১ শ্লোকাদ্যুল্লিখিত ধম্মটেত্যাদিনাম্নঃ সাদৃশ্যমনুভবতি।"

মম্মট স্বীয় জন্ম দ্বারা কোন দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমি তাঁহাকে কশ্মীরদেশীয়ই বিবেচনা করি। কারণ, অন্য কোন দেশে মম্মট এইরূপ নাম দেখা যায় না; কিন্তু কাশ্মীরেতিহাস রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গের ১০৪১ শ্লোকে "ধম্মট" এই "মম্মটের" সদৃশ নাম উপলব্ধি হয়।

আবার "ভট্ট" এই উপাধি দ্বারা তাঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। যথা—"কদাচিত্তু মিথিলাতিপ্রসিদ্ধেন ভট্টেত্যুপনাম্না "মৈথিলঃ" ইতি। (৩)

মম্মটভট্ট কশ্মীরদেশীয় লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠ-

(৩) তবে কি বাণভট্ট, আর্য্যভট্ট, নারায়ণভট্ট, বিশ্বেশ্বরভট্ট, অনন্তভট্ট সকলেই মিথিলাবাসী? ওটী কোন কাজের তর্ক নহে। ভট্ট উপাধি দেখিয়া মিথিলাবাসিত্ব স্থির হয় না।

কের স্মরণ আছে, আমরা তাঁহাকে পূর্ব্বে কশ্মীরনিবাসী বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছি। শ্রীহর্ষ তাঁহার বর্ত্তমানে নৈষধ রচনা করেন; এদিকে নৈষধে তদ্রচিত অনেকগুলি কাব্যের নামও রহিয়াছে। বোধ করি, ঐ নামগুলি পরে সন্নিবেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীহর্ষ কখন এক স্থানে স্থির থাকিতেন না। গৌড়রাজ্যে আদিশূর তাঁহাকে গ্রামাদি অর্পণ করেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি তথায় বাস করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং কেবল তীর্থপর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি আজন্ম শৈব ছিলেন, পরিশেষে গোঁড়া বৈদান্তিক হইয়া উঠেন। তখন আর দেব দেবীর সেবা করিতেন না। একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্মের উপাসনায় নিরত থাকিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তীর্থ স্থানের প্রতি কখন তাঁহার অভক্তি ছিল না। তিনি কেবল সাধুসঙ্গে সদালাপেই কালাতিপাত করিতেন। পুণ্যভূমি বারাণসী তাঁহার শান্তিনিকেতন ছিল। যেখানে থাকুন, প্রতি বৎসর একবার করিয়া কাশীতে আসিতেন এবং দণ্ডী ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে বাস করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই অসংখ্য শিষ্য ও ছাত্র থাকিত। বঙ্গদেশে তিনি যে কেবল সস্ত্রীক আগমন করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তাঁহার সন্তানেরা অসংখ্য ছাত্র ও শিষ্য এবং একজন দাস এখানে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণেরা বেদভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৈদিক কার্য্যকলাপ কিছুই জানিতেন না। সেই সকল ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততিরা এখন সপ্তশতী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। অনেকে আবার দুষ্প্রতিগ্রহ দান লইয়াও অন্যান্য কদাচারে রত হইয়া এখন নিতান্ত নীচ সম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ফলতঃ পূর্ব্বের সপ্তশতীর মধ্যে এখন আমরা অধিক ঘর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই না। পাঠক! তবে এক আশ্চর্য্য দেখুন, অনেক গুলি ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় বলিয়া নিজ পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা শ্রীহর্ষ প্রভৃতির সন্তান নহেন। বোধ হয় শ্রীহর্ষের সঙ্গে যে শিষ্যেরা এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে বাস করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ ঐ সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বংশধর হইতে পারেন।

শ্রীহর্ষের মৃত্যু সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা উল্লিখিত আছে। পুণ্যভূমি বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। যতি ব্রহ্মচারী দণ্ডী সকলে তাঁহাকে জাহ্নবী কূলে রাখিয়া উচ্চৈঃ স্বরে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীহর্ষের

ব্রহ্মতালু বিদীর্ণ হইয়া প্রাণবায়ু নির্গত হইল। যোগিগণ শব লইয়া সমাহিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে স্বয়ং পতিতপাবনী গঙ্গা অগ্রসর হইয়া সেই শব গ্রহণ করিলেন। শ্রীহর্ষের দেহ তর্ তর্ করিয়া স্রোতোজলে উজানে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে বিটুরের তিন ক্রোশ অন্তরে শিব রাজপুরের সন্নিকটস্থ এক সুবিস্তীর্ণ তটে আসিয়া লাগিল। কবি ভুবনবিখ্যাত ছিলেন, ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ স্থানের ধনী ও পণ্ডিত সমাজে তিনি কাহারও অপরিচিত ছিলেন না। ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, একটী শব আসিয়া তটে লাগিয়াছে। স্থূল ও দীর্ঘ কলেবর, বিশালবক্ষঃস্থল গোল মস্তক, প্রশস্ত ললাট; প্রাণবায়ু উড়িয়া গিয়াছে, তবু দেহ হইতে তেজোরাশি ক্ষরিত হইতেছে। সকলেই বুঝিলেন, মৃত ব্যক্তি সামান্য লোক ছিলেন না। তাঁহার সুলক্ষণাক্রান্ত দেহ দেখিয়া সকলেই বারম্বার দর্শন করিতে লাগিলেন। মৃত ব্যক্তিকে সহসা চিনিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ যাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ না থাকে, তাঁহার জীবনশূন্য শ্রীহীন দেহ দেখিয়া চিনিয়া উঠা নিতান্ত দুষ্কর। অনেকক্ষণ বিস্তর আন্দোলনের পর কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিলেন। পরে যখন যত্নপূর্ব্বক স্থলে শব নীত হইল, আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। ব্রাহ্মণেরা অবিলম্বে কনোজরাজের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। কান্যকুব্জাধিপতি কবিবর শ্রীহর্ষের মৃত্যুসংবাদে যার পর নাই শোকার্ত্ত হইলেন। কবি কনোজরাজবংশের ইষ্ট গুরু, বিপদে সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রদাতা। তেমন সহৃদয় বন্ধুর লোকান্তর গমনে মানুষের মন কি প্রকার উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়, তাহা মনে মনে অনুভব করিতে পারা যায়—লেখনীতে প্রকাশ হয় না।

কনোজ শিবরাজপুরের ষোলক্রোশ দূরবর্ত্তী। ব্রাহ্মণেরা কনোজরাজের নিকট হইতে মহামূল্য মণি রত্ন ও বস্ত্রাদি আনিয়া জাহ্নবীকূলে একটী মনোহর নিম্বোদ্যানের মধ্যে শ্রীহর্ষের সমাধি সৎকার নিষ্পন্ন করিলেন,সমাধিস্তম্ভ মসৃণ ও চিত্রবিচিত্র শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। সমাধিপ্রাঙ্গণ চতুর্দ্দিকে বহুবিস্তীর্ণ এবং প্রস্তরে বাঁধান। কনোজরাজ সেখানে অনেকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা একজন মঠধারী সশিষ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন,প্রতিদিন দীন দরিদ্র অতিথিদিগকে অন্নজল বিতরণ করা হইত; নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণেরা অপরাহ্নে প্রত্যহ সেই সমাধি

প্রাঙ্গণে বিশ্রাম করিতেন। কেহ শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, কেহ শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতেছেন, কেহ বেদাধ্যয়ন করিতেছেন, এইরূপ সকলেই আমোদ আহ্লাদে থাকিতেন। তথাকার সমস্ত ব্যয় শ্রদ্ধাবান দানশীল কনোজরাজের রাজসংসার হইতেই প্রদত্ত হইত। মুসলমান পাদসাহের শাসনাধীনে ঐ সমাধিমন্দিরের অবস্থা এককালে মন্দ হইয়া পড়ে। দেবালয়গুলি ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িল। সংস্কারের ব্যয়ও আর নিয়মিতরূপে মিলিত না, অতিথিদিগেরও আর যথোচিত সংকার হইত না। ক্রমে অট্টালিকা ও প্রাচীর ভূমিসাৎ হইল। যাহা হউক, তথাপি সেই সমাধির অনেক ভগ্নাবশেষ ছিল। পরে প্রায় শত বৎসর অতীত হইল, গঙ্গার প্রবল বন্যায় সে স্থান এককালে ধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর সে সমাধিভূমির চিহ্নও নাই।

এই কিংবদন্তী সত্য কি প্রবাদমাত্র, তাহা সপ্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। গল্পটীর অন্যান্য অংশে কিছু অপ্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু মৃত দেহ গঙ্গার স্রোতোজলে উজান ভাসিয়া আসিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বোধ হয়, শ্রীহর্ষ জীবনের শেষ দশায় কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কনোজাধিপতি তাহা জানিতেন, এবং তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীরাও শ্রীহর্ষের বৃদ্ধাবস্থায় সেবা শুশ্রূষায় রত ছিলেন, তাহাও কিছু অসম্ভব নহে। অনন্তর শ্রীহর্ষের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার শব অনুচরেরা নৌকাযোগে কনোজের সন্নিকটে লইয়া গিয়া রাজাজ্ঞায় সমাহিত করিয়া থাকিবেন। এ ভিন্ন এই গল্প হইতে অন্য কোন সত্য তত্ত্ব উদ্ধার করিবার উপায় দেখি না।

শ্রীহর্ষ অতি পবিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। পাপকলঙ্ক কখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি ঘোর তার্কিক ছিলেন, কিন্তু তর্কের সময় কখন ঔদ্ধত্যপরবশ হইয়া প্রলাপ বাক্য কহিতেন না। তিনি যে সভায় উপস্থিত থাকিতেন, সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে গুরুর তুল্য জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডিত্য-পক্ষে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান অসাধারণ ছিল, কিন্তু তাদৃশ কবিত্বশক্তি ছিল না। তাঁহার যতটুকু কবিত্বশক্তি ছিল, তাহাও অসামান্য পাণ্ডিত্যে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রবন্ধগুলির কথায় কথায় অনুপ্রাস এবং কথায় কথায় শব্দচাতুরী দেখাইতে গিয়া ভাব নিতান্ত জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং কবিতাগুলির সহজে অর্থগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। আবার অনেক স্থানের ভাব ন্যায় ও কূটতর্কে পরিপূর্ণ। ফলতঃ নৈষধ পাঠ করিয়া কবির যতদূর

পণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, ততদূর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বিখ্যাত শ্রীহর্ষের এতাবন্মাত্র জীবনচরিত আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, উহা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিলাম। যদি ভারতবর্ষে বিদ্যার অনুশীলন চলিতে থাকে, তবে দিন দিন আরও নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

('পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যখন দেবগণ হঠাৎ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন, বরুণ হাস্য করিয়া কহিলেন "পিতামহ! ইনি প্রকৃত রাজা নহেন, মৃত্তিকার দ্বারা রাজার প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারদেশে রাখিয়া দিয়াছে।"

ব্রহ্মা। য়্যা! আমার মনুষ্যেরা এমন কারিকর! মাটীতে এমন শরীর, এমন হাত পা, এমন চোখ, কাণ নির্ম্মাণ করিতে পারে? আহা! কেবল প্রাণটা দিবার ক্ষমতা নাই।

দেবগণ গৃহগুলি দেখিয়া প্রশংসা করিতে করিতে যেমন নামিতেছেন অমনি কালান্তক যম আসিয়া পিতামহের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ব্রহ্মা। আরে! একি! তুমি কোথা থেকে?

যম। আজ্ঞে, আমি আজ কাল কয়েক বৎসর বাঙ্গলাদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। উলা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, এবং গঙ্গার উভয় তীরস্থ দেশগুলি পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি বর্দ্ধমান দেখিতে আসিয়াছি।' বাঁকার ধারে আমার তাম্বু পড়েছে।

ব্রহ্মা। ভাই! আমার সঙ্গে তোমার কি কিছু বিবাদ আছে? আমার পুতুলেরা রঙ্গভূমে রঙ্গ দেখাইয়া আপনা আপনিই লয় প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বয়ং এত কষ্ট স্বীকার করার আবশ্যকতা কি?' দেখ, মর্ত্ত্যে আসিয়া সময়ে সময়ে লোকের কদর্য্য কাজ দেখিয়া আমারই এক একবার এমন রাগ হইতেছে যে পৃথিবী ধ্বংস করি; কিন্তু স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া ভাঙ্গিতে বড় মায়া হইতেছে। তুমি আমার বিনা অনুমতিতে কি ভাল কাজ করেছ?

যম। আজ্ঞে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একেবারে ভাঙ্গিব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন চিন্তা নাই।

ব্রহ্মা। তা হলেই হলো।

যম। দেখুন পিতামহ আমার নাম ধর্ম্ম। আমা কর্ত্তৃক কখন অধর্ম্মাচরণ হইবে না। পাছে আপনার সৃষ্টিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমি ২৪। ২৫ বৎসরের কার্য্যক্ষম অথচ ৫। ৭ টী পুত্র কন্যার পিতাকেই গ্রহণ করিতেছি যাহাদের পুত্র কন্যা হয় নাই অথবা বিবাহ হয় নাই, তাহাদিগকে আমি খুব কম গ্রহণ করি। দেখুন বাঙ্গালীরা আজ কাল ২০। ২২ বৎসরের মধ্যে সংসারের সকল সাধ মিটাইতেছে। ১৪ বৎসরে বিবাহ করে, ১৬ বৎসরে পুত্রের মুখ দেখে। ২০ বৎসরে তাহাদের সকল সাধ মিটিয়া যাইলে আমার গ্রহণ করিতে দোষ কি? আমি স্ত্রীলোক ও বিধবাদিগকে খুব কম গ্রহণ করি, জানি তাহারা বেঁচে থাকিলে যে সে প্রকারে মনুষ্যসংখ্যা বেশী হইবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মা। বেশ্ বেশ। তোমার ও টিনের বাক্সের মধ্যে কি আছে?

যম। আজ্ঞে মেলেরিয়া। যেখানে যাচ্চি সেই সেই স্থানের পুষ্করিণীতে, খালে, বিলে, গুলে দিয়ে আস্ছি। এই কৃষ্ণসাগরেও দিয়ে এলাম।

ইন্দ্র। ওতে কি হবে?

যম। যে এই জল পান করিবে, তাহার মেলেরিয়া জ্বর ও পেটে প্লীহা যকৃৎ দেখা দেবে কিন্তু শীঘ্র মরিবে না।

ব্রহ্মা। ভাই শীঘ্র মারিস নে। আমি স্বর্গে গিয়াই তোর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিব।

নারা। গঙ্গার জলে কতটা মেলেরিয়া দিলে?

যম। গঙ্গার জলে স্রোতে ভাস্য়ে নিয়ে যায়, কাজ হয় না। কলিকাতাতেও পাইপের মধ্যে হাত ঢুকে না; এই দুই স্থানে আমি কিছু করে উঠতে পারচি নে। যেসব নদীর মুখ বাঁধা, জোয়ার ভাঁটা খেলে না, সেই স্থানেই বিশেষ ফল দর্শিয়াছে।

নারা। যে সমস্ত মেলেরিয়া সঙ্গে করে এনেছ এগুলি কি মর্ত্ত্যীয়?

যম। হাঁ, আজ কাল মর্ত্ত্যেও তৈয়ার হচ্চে। মিউনিসিপাল ভায়ারা গ্রাম ও নগর সমূহের রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, অথচ জল বাহির হইবার পথ রাখিতেছেন না। ইহাতে সমস্ত জল স্থানটীতে বসিয়া গিয়া ঐ

মর্ত্তীয় মেলেরিয়া প্রস্তুত হইতেছে। ঠাকুরদা আমি বিদায় হই, বিস্তর কাজ আছে।

ইন্দ্র। এখন যাবে কোথায় ?

যম। বর্দ্ধমান দেখা হলে এক বার হুগলী চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থান সকল দেখিবার ইচ্ছা আছে।

বরুণ। ওসব স্থানে স্রোতস্বতী গঙ্গা।

যম। সহরের মধ্যে এঁদো ডোবারও অসম্ভাব নাই।

উপ। কালান্তক কাকা, পাঁচকড়ি দা কেমন আছে ?

" ভাল আছে " বলিয়া যম প্রস্থান করিলে " পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন যমের ছেলের নাম কি পাঁচকড়ি ? "

বরুণ। আজ্ঞে ছেলে হয়ে হয়ে বাঁচে না বলে পাঁচকড়ি নাম দিয়েছে।

এখান হইতে সকলে গোলাপবাগের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, এই স্থানের নাম গোলাপবাগ। কেহ কেহ ইহাকে দেলখোস বাগও কহে। দেলখোসবাগের ভিতরটা অতি রমণীয়। ইহা প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। চতুর্দ্দিকে পরিখা-বেষ্টিত। পূর্ব্বদিক ব্যতীত অপর কোন দিকে প্রবেশ পথ নাই। ঐ পূর্ব্ব দিকের দুই প্রান্তে দুটী গেট আছে। প্রথমতঃ পরিখার উপরিস্থ পোল পার হইয়া তবে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ দ্বারে শান্ত্রী পাহারা।

নারায়ণ ও দেবরাজ দেলখোস বাগ দেখিবার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, বাগানের মধ্যে নানা রঙ্গের নানা প্রকার পুষ্প বৃক্ষ-সকল বিরাজ করিতেছে এবং অনেক প্রকার পশু ও পক্ষী রহিয়াছে।

পিতামহ নিজ সৃষ্ট যাবতীয় পশুপক্ষিদিগকে একত্র দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। দেবগণ যেমন ব্যাঘ্রের পিঞ্জরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, ব্যাঘ্র অমনি তাঁহাদের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া "হালুম" শব্দে লাঙ্গুলের চটাচট শব্দ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব একবার বাহির হইলে বিধাতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিবে আপনি আমাকে অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া মনুষ্যপ্রভৃতির শোণিত পানে জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার গর্জ্জনে মনুষ্যদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে গ্রামে আমার শুভাগমন হয়, তথাকার

লোকে রজনীতে আমার ভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহস করে না। কিন্তু দেখ,সেই মনুষ্যেরা আমাকেও ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছে। মনুষ্য-বুদ্ধিকে ধন্য! আমি যে মানুষকে প্রাপ্ত হইলে হর্ষে মুখে করিয়া লইয়া পলায়ন করি, বুদ্ধিবলে সেই মনুষ্য আজি আমাকে কাঁদাইয়া যখন ইচ্ছা অল্প অল্প আহার দিতেছে এবং আমাকে রুদ্ধ করিয়া সকলকে তামাসা দেখাইতেছে। চেষ্টা ও বুদ্ধির অসাধ্য কার্য্য নাই। আপনাদের যখন শুভাগমন হইয়াছে এবং আমার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, ভগবতীকে কহিবেন, তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করার কি এই ফল!

ব্যাঘ্র দেখিয়া দেবগণ বনমানুষের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে অমনি "কেউ কেউ" শব্দে কহিতে লাগিল—মনুষ্য সকলই এক, তবে কেহ বা বনমানুষ কেহ বা নাগরিক মানুষ। দেবগণ! আপনারা চেয়ে দেখুন—মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে! আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিধাতা! আপনি আমার প্রতি বিমুখ, তজ্জন্যই অশিক্ষিত, অসভ্য এবং বাক্যরহিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি পাপে যদি চ বনমানুষ হইয়াছি, কিন্তু সকল মানুষই আমার ভ্রাতা। যেহেতু এক সময় সকলেরই পূর্ব্ব পুরুষ বনমানুষ ছিল এবং হয় ত সকলেই আবার বনমানুষ হইবে। কিন্তু মনুষ্যগণের ভ্রাতৃস্নেহ নাই। থাকিলে এ হতভাগ্য বনমানুষের এ দশা করিবে কেন? আমি মানুষ ভায়াদের কোন ক্ষতি করি নাই। বানর প্রভৃতির ন্যায় যদি ক্ষতি করিতাম, কিম্বা হস্তিপ্রভৃতির ন্যায় পৃষ্ঠে বহিতাম, তাহা হইলে আমাকে ধরিয়া আনিবার কোন আপত্তি ছিল না। আমরা অত্যন্ত ভাল মানুষ, তবে এ অত্যাচার কেন? আমি দুঃখিত হইলাম, ইংরাজরাজ মানুষের প্রতি মানুষে অত্যাচার করিতেছে দেখিয়া দেখেন না।

ইহার পর সকলে একস্থানে যাইয়া দেখেন নীল, লাল, শাদা বানরগণ রহিয়াছে। শাদা বানরগণ অনেক দুঃখ করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, দেখুন কালে আমাদের বল বিক্রম কিছুই নাই। আমরা রুদ্রের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা-দগ্ধ ও রাবণবংশ ধ্বংস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বল বিক্রমের কত হ্রাস হইয়াছে, সামান্য লৌহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবারও সামর্থ্য নাই! আপনারা রাবণভয়ে ভীত হওয়াতেই আমরা বানররূপ ধারণ করি। কিন্তু দেবগণের

উপকার করিয়া এক্ষণে যথেষ্ট সুখভোগ করিতেছি! আপনাদিগকে প্রণাম করি।

এখান হইতে দেবগণ অপর স্থানে যাইয়া দেখেন—কতকগুলি বালি, রাজ এবং প্যাতিহংস রহিয়াছে। রাজহংসেরা পিতামহকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল আপনাকে বহন করার উত্তম প্রতিফল দিতেছেন!

দেবগণ পশু ও পক্ষীর রোদনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বরুণ এই সময় সকলকে লইয়া গোলক ধাঁদার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতামহ গোলক ধাঁদার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহা ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি যে দ্বার দিয়া বাহির হইতে যান, দেখেন এক আকারের কাষ্ঠের রেলিং লাল বর্ণের পুষ্পলতার দ্বারা আচ্ছাদিত। সকল রাস্তাই একরূপ পরিসর এবং এক প্রকার টবে ও ঐক প্রকার পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ করেছে কি! য়্যা! কত জমীতে যে গোলক ধাঁদা রহিয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই।

বরুণ। জমী হদ্দ এক কাঠা আন্দাজ। ইহার আকার অবিকল জিলিপীর প্যাঁচের ন্যায়। প্রত্যেক বেড়ার গাত্রে অসংখ্য দ্বার আছে। এবং প্রত্যেক বেড়ায় এক প্রকার লতা পুষ্প থাকায় লোকে সহজে বাহির হইতে পারে না।

ব্রহ্মা। আমার ভাই প্রাণটা হাঁপো হাঁপো কর্‌চে বাহির কর।

নারা। না বরুণ! একটু চেষ্টা করে আগে দেখা যাক।

ব্রহ্মা। তোর ইচ্ছা হয়, তুই থাক। বরুণ! বাহির করে নিয়ে চল। কি জানি পাছে ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণী রোগ হয়।

বরুণ সকলকে বাহির করিয়া আনিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন পিতামহ! মাটীর মধ্যে একটী গৃহ দেখুন। এই গৃহটী গ্রীষ্মকালে বড় ঠাণ্ডা থাকে। গৃহটী উত্তমরূপে সাজান আছে। এখান হইতে সকলে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে যাইয়া দেখেন, অসংখ্য বৃহদাকার মৎস্য সকল জলে সন্তরণ দিতেছে।

বরুণ। পিতামহ! এই যে চারি পাড় উত্তমরূপে ইষ্টকদ্বারা বাঁধান পুষ্করিণীটী দেখিতেছেন, ইহার নাম গজগিরি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে ঐ যে একটী বৈঠকখানা রহিয়াছে, ঐ স্থানে বসিয়া বৰ্দ্ধমানাধিপতি মধ্যে মধ্যে মোসাহেবদিগের সহিত মৎস্য ধরিয়া থাকেন এবং শীতকালে ঐ ছাদের উপর উঠিয়া ঘুড়ি উড়ান।

উপ। বরুণ কাকা! আমার ত আর চাকরী বাকরী হলো না,ইচ্ছা করে বর্দ্ধমানের রাজার মোসাহেবী করি। মোসাহেবদের মাইনে কত? বরুণ কাকা! বল না, মাইনে কত?

এখান হইতে দেবগণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে রাজার গোলাবাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, অসংখ্য দীন দুঃখিকে অকাতরে চাউল, লবণ ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে। তাঁহারা রাজার দানের প্রশংসা করিতে করিতে অশ্বশালার নিকটে যাইয়া দেখেন, ৩০।৪০ টী সুন্দর সুন্দর অশ্ব বিরাজ করিতেছে। সহিসেরা তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দিতেছে।

উপ। আহা! রাজার ঘোড়া হওয়াতেও সুখ আছে।

এখান হইতে সকলে গাড়ির আস্তাবলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, অনেকগুলি গাড়ি রহিয়াছে। এই সময় আস্তাবলের ছাদ হইতে "ঢং ঢং" শব্দে নয়টা বাজিল। ইহার পর দেবগণ রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন।

বরুণ। পিতামহ! এই রাজপ্রাসাদ। বাড়িটী সর্ব্বসমেত তিন তালা। ইহার এক একটী গৃহ এমন সুন্দররূপে সাজান আছে যে, সুরলোকে আপনারা তেমন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ।

ইন্দ্র। গৃহগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না?

"চল না" বলিয়া বরুণ দেবগণসহ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে প্রস্তর নির্ম্মিত জলের ঢেউ খেলানো মেজের উপর উপস্থিত হইয়া জলে আছেন, কি স্থলে আছেন বিস্মিত হইলেন। গৃহটীর চতুর্দ্দিকে বৃহদাকার আয়না সকল এরূপ ভাবে সংস্থাপিত আছে যে, তাঁহারা দ্বার ভ্রমে বহির্গত হইতে যাইয়া ঘন ঘন আঘাত প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিবিম্ব আয়না মধ্যে দেখিয়া, কে কোন গৃহে আছেন স্থির করিতে না পারিয়া পরস্পরে পরস্পরকে ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ প্রত্যেক গৃহ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহগুলিতে বর্দ্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষগণের এবং কলিকাতার অনেক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি থাকাতে পিতামহ বরুণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "এ কাহার চেহারা?" "ও কাহার চেহারা?"

এখান হইতে বহির্গত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, বরুণ বর্দ্ধমানের রাজবংশের আদিপুরুষ কে?

বরুণ। এই রাজবংশের আদিপুরুষের নাম আবুরায়। ইহাঁর জন্মস্থান পঞ্জাব। ইহাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয়। অবুরায় পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। ইনি বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদরিকর্ত্তৃক ১০৬৮ সালে এই নগরস্থ "পিক-আব" নামক বাদসাহের একটী উদ্যানের কোঁতয়ালি পদে নিযুক্ত হন।

নারা। বরুণ! সম্মুখে ঐ সুন্দর বাড়িটী কি?

বরুণ। উহার নাম মাহাতাব মঞ্জিল। এ বাড়িটীও সুন্দররূপে সাজান আছে। মহারাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া নিজের নামানুসারে ঐ নাম দিয়াছেন।

ইন্দ্র। ও বাড়িটীতে রাজার কি হয়?

বরুণ। ঐ বাড়িতে তিনি কাছারি করেন। ঐখানে মহাভারত সেরেস্তা আছে। রাজা সংস্কৃত মহাভারত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার জন্য প্রায় ১০।১২ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে বেতন দিয়া রাখিয়াছেন। ওদিকে দেখা যাইতেছে বারদ্বারী বৈঠকখানার পার্শ্বে ঐ লাল বর্ণের বাড়িটী কি? যাহার দ্বার ও জানালা এমন কি পরদাগুলি পর্য্যন্ত লাল।

বরুণ। উহা মহারাজের ব্রাহ্মসমাজ। উহার ভিতরের ঝাড় লণ্ঠন এবং মেজে পর্য্যন্ত লাল রঙ্গের। এই সমাজ গৃহটীতে প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই আলোচনা হইয়া থাকে। শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ও তারকনাথ তত্ত্বরত্ন এই সমাজের আচার্য্য ও উপাচার্য্য। ইহাঁরাই রাজবাটীর প্রধান পণ্ডিত।

উপ। বরুণ কাকা! ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখের ও বাড়িটী কি?

বরুণ। দেবরাজ! ঐ বাড়িটীই রাজার অন্দরমহল। ঐ মহলের নাম নারায়ণী মঞ্জিল। মহারাণী নারায়ণীর নামানুসারে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। বাড়িটী চীনদেশীয় ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। উহা সর্ব্বসমেত চারি তালা, গৃহগুলি এমন সুন্দররূপে সাজান আছে যে, আমাদের নারায়ণের শয়ন ঘরও তুলনায় হীন হইবে।

নারা। নারায়ণী মঞ্জিলের পার্শ্বে যে বাড়িটে দেখা যাইতেছে, উহাতে কি হয়?

বরুণ। মহারাজের কাছারি বাড়ী। ঐবাড়িতে রাজসরকারের আয় ব্যয় প্রভৃতির নানা বিভাগে নানা প্রকার কাজ হইতেছে। রাজার পাঁচ জন মেম্বরকে এক এক বিভাগ ভাগ করিয়া দেওয়া আছে। তাঁহারাই রাজকার্য্যের সমস্ত বিষয়ের হিসাব পত্র দেখেন।

ইহার পর দেবগণ লক্ষ্মীনারায়ণজীর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ইনি রাজবংশের কুল দেবতা। ইহাঁর সেবার বন্দোবস্ত বড় সুন্দর।

বরুণ। পিতামহ! চেয়ে দেখুন চারি দিকে দালান মধ্যে নাটমন্দির। ওদিকে দেখা যাইতেছে রাসমঞ্চ ও পিতলের রথ।

দেবগণ দেবালয়ের দ্বারে যাইয়া দেখেন,—গৃহ মধ্যে বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। প্রতিমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। রৌপ্য থালে নৈবেদ্যাদি সাজান রহিয়াছে।

ইন্দ্র। বরুণ! নাটমন্দিরে এত ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে কেন?

বরুণ। উহারা লুচিখোর বামুন। লক্ষ্মীনারায়ণজীর বাটীতে প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুররূপে লুচি সন্দেশ আহার করিতে দেওয়া হয়। এজন্য উহারা আহারের চেষ্টায় আসিয়াছে।

এখান হইতে সকলে বাহির হইলে বরুণ কহিলেন পিতামহ! সম্মুখে দেখুন রাজার সরস্বতী পূজা ও দুর্গোৎসবের বাড়ী। এই বাড়ীতে প্রতি-বৎসর অতি সমারোহের সহিত সরস্বতী পূজা ও দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। যেমন সর্ব্বত্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হয়, এখানেও কি সেই রূপ হয়?

বরুণ। না ভাই! এখানে দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি পটে অঙ্কিত করিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। ইহাঁর নিকট বলি হয় না, তবে মহা অষ্টমীর দিন একটী করিয়া নারিকেল বলি দেওয়া হয়।

এখান হইতে সকলে স্কুলবাড়ী দেখিয়া গো-শালার নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন পিতামহ! এই গোশালায় ৪০।৫০ টী ভাল ভাল গাই এবং ২০।৩০ টী মহিষ আছে। এখানেও একটী বিগ্রহ আছেন। তাঁহার নাম ছোট লালা। ইহাঁরও রীতিমত সেবা হইয়া থাকে। ইহাঁর মত বৃহদাকারের দেবমূর্ত্তি নগরে আর দ্বিতীয় নাই।

ইহার পর দেবগণ অন্নপূর্ণা ও রাধা বল্লভজীর বাড়ী দেখিয়া একটী ময়-রার দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ময়রার নাম রামদুলাল। রামদুলা-লের দোকানঘর তাহার বাড়ীর সহিত এরূপ ভাবে সংলগ্ন করা যে ঠিক যেন বাহিরের ঘর বলিয়া বোধ হয়। কোন ভদ্র লোক যাত্রী আসিলে রামদুলাল বাড়ীতে বাসাও দিয়া থাকে। সে একাকী দোকান চালাইতে না পারাতে একটী ছেলেকে বেতন দিয়া রাখিয়াছে। রামদুলালের পরিবার দেখিতে

শুনিতে মন্দ নহে। বয়স ১৮। ১৯ বৎসর,কোলে একটী ৫। ৭ মাসের ছেলে। রামদুলাল শিক্ষিত নহে, তবে কোন প্রকারে দোকানের হিসাব পত্র টুকিয়া রাখিতে পারে। সে সংবাদ পত্র পাঠ অথবা কোন প্রকাশ্য সভায় যায় না, অথচ আমাদের সুশিক্ষিত দল অপেক্ষা প্রশংসা যোগ্য; যেহেতু সে স্ত্রী স্বাধীনতা বেস বুঝে এবং স্ত্রীকে যথেষ্ট স্বাধীনতাও দিয়াছে। রামদুলাল ভিয়ান করে, স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রভাবে দোকান ঘরে ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া থাকে। দোকানে কত দেশ দেশান্তর হইতে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, ময়রাবৌ স্বাধীনতাপ্রভাবে সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছে। দেবগণ দোকানঘরের নিকট উপস্থিত হইয়াই এক খানি তক্তাপোসের উপর ধূপ ধাপ শব্দে ব্যাগগুলি ফেলিলেন। সকলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ময়রাবৌ দেবগণকে কহিল "তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবু?"

বরুণ। শূন্যে।

"আমারও বাপের বাড়ী শূন্যে" বলিয়া ময়রাবৌ ময়রাকে কহিল" আমাকে কেন এঁদের সঙ্গে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও না?"

রামদু। মহাশয়েরা? শূন্যের মাধব ময়রাকে চেনেন?

বরুণ। তুমি কোন শূন্যের কথা বল্‌চো?

রামদু। আজ্ঞে নদে জেলায় একটী গ্রাম আছে, তাহার প্রকৃত নাম বল্লে অন্ন হয় না, এজন্য শূন্য বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

বরুণ। আমাদের বাড়ী বাপু সে শূন্যে নহে। আমাদের বাড়ী হরিদ্বারের সন্নিকটে।

দেবগণ এই সময়ে চাহিয়া দেখেন সম্মুখস্থ বেণের দোকানে মস্ত ভীড়। তাহারা বাপ বেটায় পাঁচন বেঁধে উঠিতে পারিতেছে না। পুত্র কহিতেছে "বাবা? কণ্টিকারি আর নাই।" পিতা কহিতেছে আম-বেগুনের গাছটা কেটে দে, না হয় কচি কচি কুলের ডাল কেটে আন।

পুত্র। যদি কেহ জান্তে পারে পাঁচন বিকাবে না।

পিতা। ওরে বাবা! সকলেই আমার মত পণ্ডিত। সেদিন বৈদ্যনাথ কবিরাজ আমার কাছে গুলঞ্চ কিন্তে এসেছিল, দোকানে গুলঞ্চ না থাকাতে আমি ছুটে বাড়ীর ভিতর থেকে একটা পাকা পুঁইগাছ খণ্ড খণ্ড করে এনে, ওজন করে দিলাম। কবিরাজ মহাশয় গণে গণে দাম দিয়ে সন্তুষ্ট

হয়ে চলে গেলেন। যখন কবিরাজেরাই কপিরাজ হয়েছেন, তুই ভাবচিস কেন ?। ছাই ভস্ম যা দিবি তাতেই পয়সা হবে।

এই সময় মোট মাটারি সঙ্গে একটী বাবু আসিয়া রামদুলালের দোকানে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলেন, ইনি একজন ডাক্তার। দেশে কিছু না হওয়াতে বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। নারায়ণ বরুণের কাণে কাণে কহিলেন "যম কি ইহাদের খবর দিয়ে এসেছে না কি ?"

ইন্দ্র। এইবার বর্দ্ধমান গেলেন।

ডাক্তর। কি বলচেন মহাশয় ?

ইন্দ্র। বলচি—বর্দ্ধমানে যেরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব, এইবার বুঝি ইহার ধ্বংস হয়।

ডাক্তর। আজ্ঞে ! আমার ঠাই এমন ঔষধ আছে, ২।১ দিনে রোগ আরাম করিতে পারি।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে রামদুলালের দোকানে বিস্তর মিছরির খরিদার আসিল। এমন কি সে ১০।১৫ টা কুঁদো ভাঙ্গিয়াও খরিদার বিদায় করিতে পারিল না। বেলা ১১ টার সময় বাঁকার দিকে "হোয়া" "হোয়া" শব্দে শৃগাল ডাকিতে লাগিল। পথে অসংখ্য শব বাহির হইল, নগরে হাহা-কার শব্দ উপস্থিত। এমন সর্ব্বনেশে ওলাউঠা এখানে কস্মিন্ কালে হয় নাই, এক দাস্তেই কর্ম্ম নিকাশ। ময়রা বৌ ছুটিয়া গিয়া বেণের দোকান হইতে কর্পূর কিনিয়া আনিল। এবং কিঞ্চিৎ ময়রার কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়া এবং নিজে একটা পুঁটুলি করিয়া শুকিতে শুকিতে দেবগণকে কহিল— "তোমরা পালাও, এখানে থাকলে মরে যাবে।"

ব্রহ্মা। মা ! মরণের কথা কে বলতে পারে ? যদি কপালে থাকে এখানে থাকলেও মরিব না। আবার অন্যত্র পলায়ে গিয়াও বাঁচিব না। এক্ষণে তুমি একটু তৈল দেও, বেলা হয়েছে স্নান করিয়া আসি।

ইহার পর দেবগণ একটী পুষ্করিণীতে স্নান আহ্নিক সারিয়া দৈ চিঁড়ে কিনে, লালমোহন ও ওলা টাকনা দিয়া ফলার করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। এবার তাঁহারা এক খানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া বাঁকা নদীর উপরিস্থিত একটী পোল

পার হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে দেখিতে বারদ্বারী বাগানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। পিতামহ! বাগানের পার্শ্বে এই যে স্থানটী দেখিতেছেন, ইহাকে লোকে মালিনীপোতা কহে। এই যে অত্যল্প সুরঙ্গের আকার দেখিতেছেন, লোকে বলে—এই সুরঙ্গ দিয়া সুন্দর বিদ্যার মন্দিরে যাতায়াত করিতেন।

উপ। বরুণ কাকা! সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে দেখবো?

ব্রহ্মা। নারে! শৃগাল কুকুরে খেয়ে ফেলবে। বরুণ! বিদ্যা সুন্দর কি?

বরুণ। আজ্ঞে! ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কৃত এক খানি পদ্যে লিখিত উপন্যাস গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের নায়ক সুন্দর, নায়িকা বিদ্যা; তজ্জন্যই পুস্তকের নাম বিদ্যাসুন্দর হইয়াছে। নায়ক নায়িকা উভয়েই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত ছিলেন। সুন্দর ভাটমুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধমানে আসেন এবং মালিনীর বাটীতে বাসা লন। মালিনী বিদ্যার নিকট যাতায়াত করিত, সুতরাং এক দিন মালিনী মুখে সুন্দরের রূপের কথা শুনিয়া বিদ্যা সুন্দরকে দেখিতে চান। মালিনীর যত্নে উভয়ের সাক্ষাৎও হয়। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া অধৈর্য্য হইলেন। সুন্দর কালীকে স্তবে তুষ্ট করিয়া অতি গোপনে এমন কি মালিনীর অগোচরে নিজ বাসগৃহ হইতে বিদ্যার শয়ন ঘর পর্য্যন্ত এক সুরঙ্গ খনন করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপ যাতায়াত করাতে অবিবাহিতা অবস্থায় বিদ্যার গর্ভসঞ্চার হইল। তখন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া তস্করকে ধৃত করিবার আজ্ঞা দিলে কোতয়ালেরা স্ত্রীবেশে বিদ্যার মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকিল এবং সুন্দরকে ধরিল। রাজা সুন্দরকে মশানে লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। মৃত্যুকালে সুন্দর ভক্তিভাবে কালীর স্তব করাতে দেবী আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা এই ঘটনায় চমৎকৃত হইয়া সুন্দরের সহিত বিদ্যার বিবাহ দেন।" ভারতচন্দ্র ঘটনাগুলি এমন সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন যে, পাঠ করিলে সত্য ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্রের সহিত বর্দ্ধমানের রাজা অসদ্ব্যবহার করাতে তিনি সেই ক্রোধে কৃষ্ণনগরের রাজার সাহায্যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন, কিন্তু বর্দ্ধমানবাসীরা বিদ্যা সুন্দরের এই লীলা খেলাকে স্বদেশের গৌরব মনে করিয়া অম্লান মুখে "ঐ বিদ্যাপোতা" "ঐ মালিনীপোতা" বলিয়া দেখাইয়া দেয়।

ব্রহ্মা। ভারতচন্দ্র রায়ের বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ১১১৯ সালে (১৭১২ খৃঃ অব্দে) বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভূরসুট পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতার জমিদারি সম্বন্ধে নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত বিবাদ হওয়াতে তাঁহার বাড়ী ঘর লুঠ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন। পিতা নিঃস্ব হইলে ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি বিশেষরূপে পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট ৪০ টাকা বেতনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ছুটী করিয়া কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শুনাইতেন। রাজা তাঁহার কবিতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া “রায়গুণাকর” উপাধি প্রদান করেন। এবং অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর লিখিতে আজ্ঞা দেন। ইহার প্রণীত “নাগাষ্টক” নামক আটটী কবিতা বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। ইনি সংস্কৃত, পারসী, হিন্দি ও ব্রজ বুলিতে অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ১১৬৭ সালে (১৭৬০ খৃঃ অব্দে) ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইনি বালক কালে বড় কষ্ট পান। অল্প বয়সেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরপ্রত্যাশী হন। অনেক সময় সামান্য শাক ভাতও ইহাঁর ভাগ্যে জুটে নাই। তত্রাপি অনেক কষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করেন। একবার মোক্তারি করিতে যাইয়া ফাটকেও গিয়াছিলেন।

এখান হইতে দেবগণ পূর্ব্ব মুখে যাইয়া বাঁকা পার যাইয়া সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন পিতামহ! ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে একটী কামান রহিয়াছে দেখিতেছেন। ঐ কামানটী প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমী পূজার দিন সন্ধি পূজা আরম্ভ হইলে একবার করিয়া দাগা হয়।

ইন্দ্র। সম্মুখের ঐ পাঁচ চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটী কি?

বরুণ। ঐ সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ী।

দেবগণ ইহার পর সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা সিংদরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া একটী বাগান বাটীতে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি শিবমন্দির দেখিলেন। তৎপরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দেবীমূর্ত্তি মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে অন-

বরত বলিদান হইতেছে। নারায়ণ বৈষ্ণব। অতএব পাঁটা কাটা দেখিয়া "শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু" বলিতে বলিতে পলাইয়ে আসিলেন। সুতরাং দেবগণেরও ভাগ্যে ভাল করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেখা ঘটিল না। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়াই প্রত্যাগমন করিলেন।

এখান হইতে তাঁহারা রাজকুমারীর প্রতিষ্ঠিত বনদুর্গা দেখিয়া, উইল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দিকে চাহেন দেখেন অসংখ্য সং সাজান রহিয়াছে, সংগুলির মধ্যে দেবতা সংই অধিক। কোন স্থানে নারায়ণ কংসকে বিনাশ করিতেছেন; কোন স্থানে রামরাবণে যুদ্ধ বাধিয়াছে; উভয় পক্ষের কতকগুলো বানর ও রাক্ষস ফৌজ দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে যাত্রা হইতেছে; এ দিকে বসিয়া পুরুষগণ শুনিতেছেন, অপর দিকে চিকের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া আছেন। কোন স্থানে অহল্যা পাষাণীর উপর দাঁড়াইয়া নারায়ণ পুষ্প চয়ন করিতেছেন। এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া কদম্ব গাছের শাখায় বসিয়া হাসিতেছেন। নিম্নে দাঁড়াইয়া উলাঙ্গিনী স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন, এ প্রতিমূর্ত্তিও ছিল। বরুণ দেবগণকে সেই দিকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, নারায়ণ বেগতি দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া পিতামহ ও দেবরাজের হাত ধরিলেন এবং "সং দেখে আর কি হবে? এর চেয়ে মানুষ সং দেখ্‌লে কাজে লাগ্‌বে" বলিতে বলিতে হিড় হিড় করিয়া উইল বাড়ীর বাহিরে টানিয়া আনিলেন। বরুণ নারায়ণের কাজ দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

এখান হইতে সকলে রাজার হাসপাতালের নিকট উপস্থিত হইলে "এই যানেওয়ালা" "এই যানেওয়ালা" শব্দ করিতে করিতে এক খানি বগী, ঘোড়ার পায়ের "খটা খট" শব্দের সহিত "পোঁইস পোঁইস" শব্দে নক্ষত্র বেগে চলিয়া গেল। দেবতারা রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শকটারোহী বাবু দুইটীর প্রতিমূর্ত্তি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "ঐ ছোটটী বেটা, বড়টী বাপ। কেমন এয়ারকি দিতে দিতে যাচ্চে দেখুন। বর্দ্ধমানে বাপ বেটাতেও এয়ারকি চলে।

উপ। বরুণ কাকা! তবে ত এ বড় মজার জায়গা। আমার এখানে একটু চাকরী হয় না? বাবাকে এনে এয়ারকি দিই।

নারা। আ! মরি, মরি, উপোর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি!

ইন্দ্র। ও কেমন লোকের ছেলে!

এখান হইতে সকলে তেলমড়াই নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন একটী বেশ্যা সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন গাইতেছে। দেবতারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, পিতামহ! আপনি বলিয়াছেন দিনের মধ্যে এক বার মাত্র হরিনাম করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে। এই বেশ্যা প্রতিদিন হরি সংকীর্ত্তন করিতেছে। অতএব মরণান্তে ইহারও কি বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে?

বরুণ। ভাই! বেশ্যারা নিজের উপজীবিকার জন্যই হরিনাম করে। অতএব তাহাদের মুক্তি হইবে না।

এই সময় দুটী বাবু শালের পাগড়ী মাথায় উকীলের বেশে আসিয়া বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে এক জন হাসিতে হাসিতে একটী বেশ্যার হস্তে এক জোড়া শাল প্রদান করিলে বেশ্যা মহাসমাদরে বাবুর হস্ত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। অপর বাবুটী কত কাঁদিল, সাধ্য সাধনা করিল কিন্তু বেশ্যা "তোর আর আছে কি? নীলামে যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইয়াছি। তুই দূর হ।" বলিয়া বিদায় করিয়া দিল।

বরুণ। পিতামহ! এই দুটী বাবু আপনার অপরিচিত নহেন। সেই কাঁচি কাটা শালের বাবু উনি। আর ঢোল বাজায়ে যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় হওয়ার বাবু ইনি।

ব্রহ্মা। "শ্রীবিষ্ণু!" য়্যাঁ! কি নির্লজ্জ! তারাই এরা!! বরুণ, বলিহারি ইংরাজ বিচারকে। "এক, দুই, সাড়ে তিন" বলিয়া যে ঢোলে কাটি মারিল অমনি ভিটে, মাটী, বিক্রয় হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হোচ্চি এদের কি বুকের পাটা! নচেৎ যে রাজ্যে দেনা করে আজ হবে না কাল দেব বল্‌তে দেরি সয় না, সেই রাজ্যে কর্জ্জ করে বেশ্যালয়ে যায়? ইহারা কি মহাপাপী! আমরা এখান হইতে পলাই চল।

ইহার পর তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—কলে দামোদর হইতে জল আনিয়া বাঁকা-বোঝাই করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "বাঁকায় সকল সময়ে জল থাকে না, এজন্য ইংরাজরাজ প্রজার জলকষ্ট দূর করিবার জন্য দামোদর হইতে কলে জল আনিয়া বাঁকা বোঝাই করিয়া দেন। বাঁকা বোঝাই হইলে কল বন্ধ করিলে আবার জল আসা বন্ধ হইয়া থাকে।"

নারী। কল বন্ধ করিলেই আর জল আসে না?

পিতা। ওরে ভাই, বুজ্‌চিস্‌নে? এরা কলে সব কর্ত্তে পারে!

নারা। আজ্ঞে, বুঝিচি।

এখান হইতে দেবগণ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ স্কুল, থানা, কাছারি ইত্যাদি দেখিয়া নগরের বাম পার্শ্বে এক স্থানে উপস্থিত হইলে উপ কহিল "বরুণ কাকা! বরুণ কাকা! ওটা দেখা যাচ্চে কি বরুণ কাকা?"

বরুণ। দেবরাজ সম্মুখে দেখ একটী গির্জ্জা। এই গির্জাটী রেভারেণ্ড, জে, ওয়েব্রেট নামক একটী সাহেব দশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন। গির্জ্জার সম্মুখে ঐ যে পুষ্করিণীটী দেখিতেছ পূর্ব্বে বোম্বেটেরা মানুষ খুন করিয়া উহাতে ফেলিয়া দিত।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে বরুণ কহিলেন, পিতামহ! এই স্থানের নাম পুরাতন বর্দ্ধমান। ১৬২১ অব্দে মুসলমানেরা এই স্থান আক্রমণ করে। ১৬৯৫ অব্দে সর্ব্বাসিং নামক এক জন জমীদার এই স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং বর্দ্ধমানের রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে রুদ্ধ করিয়া হুগলি নগর আক্রমণ করিয়াছিল। এই কারণেই ইংরাজেরা বিনা করে কলিকাতার পুরাতন কেল্লা মেরামত ও তাহার চারি দিকে খাত খনন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। বিদ্রোহকারী জমিদার বর্দ্ধমানের যে সমস্ত রাজপরিবারকে রুদ্ধ করে, তন্মধ্যে রাজকুমারীকে পরমা সুন্দরী দেখিয়া তাঁহার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে রাজকন্যা অস্ত্রাঘাতে তাহার জীবন নষ্ট করিয়া সেই অস্ত্র নিজ বক্ষে বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ব্রহ্মা। নারায়ণ দেখ! এখনও সতীরা সতীত্ব রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। আমার সোণার ভারত!

নারা। আর নাই। ওটা ১৬৯৫ সালের কথা।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, পিতামহ! সম্মুখে যে কালীমূর্ত্তি দেখিতেছেন, ইনিই শ্মশানকালী। লোকে বলে, মশানে সুন্দরকে প্রাণ দণ্ড করিতে লইয়া যাইলে দেবী এই মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তাঁহারা অপর এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন পিতামহ! এই স্থানে মানসিংহ এবং তোদারমল এক সময় সৈন্য সামন্ত সহ তাম্বু ফেলিয়া বাস করিয়াছিলেন। এবং এই স্থানেই জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় সের আফগানের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল।

নারা। বরুণ! জাহাঙ্গীর কি কারণে সের আফগানের প্রাণ লইতে আজ্ঞা দেন?

বরুণ। মেহের উন্নিসা নামে সের আফগানের অদ্বিতীয়া পরমা-সুন্দরী স্ত্রী ছিল। ঐ স্ত্রীর উপর জাহাঙ্গীরের বালক কাল হইতে লোভদৃষ্টি পতিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ঐ স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সের আফগানকে হত্যা করা হয়, এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের উন্নিসাকে বিবাহ করিয়া নুরজাহান নাম দিয়া বামে লইয়া সিংহাসনে বসেন।

ইন্দ্র। উঃ কি অত্যাচার! মুসলমান বাদসাদের দৌরাত্ম্যে কেহ সুন্দরী স্ত্রী লইয়াও ঘর করিতে পাইত না।

বরুণ। ওদিকে দেখ আজীম ওসমান নামক এক ব্যক্তির মসজিদ।

এখান হইতে দেবগণ যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। বাটীর দ্বারে একটী প্রাচীন বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বাটীর মধ্যে একটী বৃদ্ধাকে দুটী যুবতী প্রহার করিতেছে।

দ্বারস্থিত বৃদ্ধ দেবগণকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "তোমরা ভিতরে গিয়া ছাড়ায়ে দেও। আমাকে মেরে ফেলুক ক্ষতি নাই ও বুড়ো মানুষকে যেন আর মারে না। বাবা! তোমাদের পায়ে পড়ি গিয়ে ছাড়ায়ে দেও।"

ব্রহ্মা। বরুণ! কাণ্ডখানা কি?

বরুণ। বৃদ্ধাকে তাহার পুত্রবধূদ্বয় প্রহার করিতেছে। আর বৃদ্ধার স্বামী দ্বারে বসিয়া কাঁদিতেছে। বধূরা স্বামীর নিকট শ্বশুর শ্বাশুড়ির নিন্দা করাতে স্বামীরা প্রহারের দ্বারা মাতাপিতাকে সায়েস্তা করিতে আজ্ঞা দিয়াছে।

বৃদ্ধ। বাবা! আমরা বুড় বয়সে আর কাজ কর্ম্ম করতে পারিনে বলে মার খাওয়াচ্চে। বধূরা যেমন বল্লে—এরা আর কাজ কর্ম্ম করে না, কেবল বসে বসে খায়,—অমনি হুকুম দিলে—মার হারামজাদা ও হারামজাদীকে।

ব্রহ্মা। উঃ! ভগবান! কি দেখলাম!! বজ্র অগ্নি আর নিস্তেজ থেকো না। বরুণ! আর বর্দ্ধমান দর্শনের আবশ্যকতা নাই পালাই চল। নচেৎ পাপ স্পর্শিবে।

দেবগণ দ্রুতপদে ষ্টেষণ অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহি-

লেন, কত কি দেখচি মনে থাকচে না। দোত কলমটাও গাড়িতে ফেলে এসেছি। এমন কোন দ্রব্য পাই, বিনা কালীতে লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্ত ঘটনা নোট বুকেতে টুকে রাখি।

"তা বলতে হয়, একটা উডেন পেন্সিল কিনে দিতাম।" বলিয়া বরুণ একটী দোকান হইতে একটী পেন্সিল খরিদ করিয়া কাটিয়া দেবরাজের হস্তে দিলেন।

ইন্দ্র। কালী?

বরুণ। উহাতে আর কালী চাইনে অমনি লিখিতে হয়।

"সত্য নাকি" বলিয়া দেবরাজ লেখেন আর বলেন ও মা! তাই ত তাই ত তাই ত এর ভিতরে কালী ঢোকালে কেমন করে?

"য়্যা!" বলিয়া পিতামহ চাহিয়া দেখিয়া অবাক! য়্যা! দোয়াত চাইনে কলম চাইনে যা লেখ তাই লেখা যায়! বরুণ! এরা সব পারে। এ গুলোর নাম কি বল্লে উটোন প্রেমশিল?

নারা। এই সামান্য কথাটা মনে রাখতে পাল্লেন না? এর নাম উট-পেন্সিল।

উপ। ঠাকুর কাকা! তোমার ত হল না! ওর নাম উডেন পেন্সিল। দেখ কর্ত্তা জেঠা ওর মধ্যে যে সীসে আছে, কালী ঢোকাতে হবে কেন?

ব্রহ্মা। তুই থাম! আমাকে ছেলে ভোলাচ্চেন! সীসে পিটিয়ে সরু করে এমন রঙ চঙ্গে কাঠের মধ্যে ঢোকান কি সহজ কথা!

আবার সকলে দ্রুতপদে চলিলেন। যাইতে যাইতে উপ কহিল "বরুণ কাকা চেয়ে দেখ—বাঁশবোনের মধ্যে একটা বাবু লুকয়ে থেকে ধোপার বাড়ীর দিকে কি চেয়ে চেয়ে দেখচে।

ইন্দ্র। সত্য বরুণ! ও কি দেখচে?

বরুণ। ধোপাদের একটী সুন্দরী বৌ আছে, বাবু তার সঙ্গে—

ইন্দ্র। আরে ছি! ছি! ছি! আর জাতি বিচারও নেই! কলিতে হলো কি!!

সকলে ষ্টেষণে আসিয়া সে রাত্রে ট্রেণ না পাওয়াতে এক স্থানে শয়ন করিলেন, এবং এক ঘুমের পর পিতামহ কহিলেন বরুণ! বর্দ্ধমানের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।

বরুণ। বর্দ্ধমানের রাজা বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জমীদার। ইহার

জমীদারী প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ এবং ৫০ মাইল প্রশস্ত। ইনি গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে চৌদ্দ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। রাজার আমলাদিগের বেতনে মাসিক আট হাজার টাকা ব্যয় হয়। ষ্টেষণের পার্শ্বে সৈন্যদিগের তাম্বু ফেলিয়া বাস করিবার স্থান আছে। এখানকার ডাক বাঙ্গালাটী বড় সুন্দর। ঐ ডাকবাঙ্গালায় অনেক পথিক সাহেব আসিয়া বাস করিয়া থাকে। এই সুন্দর স্থান বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। নগরের সন্নিকটে দুই শত আশিটী খিলান বিশিষ্ট একটী সেতু আছে। ঐ সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বিদ্যাপোতা নামক স্থানের কিছু দূরে মানসসরোবর নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এক্ষণে উহাতে অধিক জল নাই, যাহা আছে, তাহাতে পদ্ম পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত থাকিয়া পুষ্করিণীর অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিয়াছে। বর্দ্ধমানের অপর নাম কুসুমপুর। এখানকার ওলা, লালমোহন, সীতাভোগ, খাজা ও মতিচুর বড় বিখ্যাত। সরস্বতী পূজা ও ঝুলানের সময় এখানে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে বিস্তর যাত্রী বর্দ্ধমানে আইসে। সরস্বতী পূজার বিসর্জ্জনের দিন রাজার বিস্তর টাকার বাজী পোড়ে। বাজী পোড়াইবার অগ্রে ও শেষে দশটা করিয়া তোপ হয়। এখানকার শুঁড়ি, তামলি এবং ময়রামাগীদের চরিত্র বড়—ঐ যা টিকিট দিবার ঘণ্টা দিলে।” বলিয়া দেবতারা ছুটে টিকিট কিনিতে চলিলেন। এবং পাণ্ডুয়ার টিকিট কিনিয়া কয় জনে যেমন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় হুপাহুপ গুপাগুপ শব্দে ট্রেণ আসিয়া ঝাঁ ঝনাৎ শব্দে থামিল। দেবগণ ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ কলখানাকে একটু জল খাওয়াইয়া আবার হুপাহুপ শব্দে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত যবন শব্দে কাহাকে বুঝায়।

স্ত্রাবো, আপলোদোরস, আরিয়ান প্রভৃতি গ্রীকজাতীয় ইতিহাসরচয়িতাদিগের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের কিয়দংশমাত্র আপনাদের আয়ত্ত করিয়াছিল। সকলেই এই আক্ষেপ করেন যে এতদ্দেশীয় কোন গ্রন্থকার গ্রীকজাতির ভারতবর্ষ অধিকারের উল্লেখও করেন নাই, এতৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইলে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ হইতে তাহা অব-

গত হইবার উপায় নাই, কেবল গ্রীক গ্রন্থকারগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমাদিগের শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়। বাস্তবিক সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষায় ইতিহাস নামের যোগ্য কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণু-পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, রঘুবংশ প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বিবরণ, রাজগণের নাম, সন্ধি, বিগ্রহ রাজ-নীতি, সমাজরীতি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা ইতিহাস নহে, পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থ মাত্র। এই সমুদয় গ্রন্থের রচয়িতৃগণ রীতিমত ইতিহাস রচনা করিবেন বলিয়া গ্রন্থরচনা করেন নাই। সুতরাং ঐ সমুদয় গ্রন্থে যে যে বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে কবির কল্পনাই অধিক। রাজতরঙ্গিণী নামে যে ইতিহাসের অনুরূপ গ্রন্থখানি আছে, তাহাও প্রকৃত ইতিহাস নহে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ এমন কি সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তবিভাগের বৃত্তান্তও লিখিত হয় নাই।

সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রকৃত ইতিহাস আছে কি না, এ স্থলে তাহার বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে আমাদের বক্তব্য এই, এতদ্দেশীয় গ্রন্থ হইতে যে ইতিহাসযোগ্য বিষয়ের সংগ্রহ করা যায় না তাহা নহে। পুরাণাদি গ্রন্থে শক, যবন প্রভৃতি নানা বিদেশীয় জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কে, কোন জাতি, কোথায় তাহাদের বাস, কোন সময়ে তাহাদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কখন ও কেমন করিয়া তাহারা ভারতবর্ষের সংস্রবে আসিয়াছিল, এই সকল বিষয়ের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত নির্ণয় করিতে পারিলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেকাংশে জানা যাইতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার সমুদয় উদ্ধার করিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়। একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইলে বহু আয়াস স্বীকার ও আলোচনা আবশ্যক। পৌরাণিকেরা বাস্তবিক ঘটনার সহিত কাল্পনিক বৃত্তান্তের এরূপ যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা নানা স্থানের নানা সময়ের বিবিধ ঘটনা কৌশল করিয়া একস্থান ও এক সময়ের বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে বাস্তবিক ঘটনা এত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে যে তাহার মধ্য হইতে সত্যমিথ্যা নির্ব্বাচন করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল যে পুরাণকারদিগের দোষে এই গোলযোগ ঘটিয়াছে এরূপ নহে, পুরাণ রচনার বহুকাল পরে লিপিকরদিগের হস্তে পড়াতে এই গোলযোগের বৃদ্ধি হইয়াছে। আদৌ পুরাণগুলি যেরূপ ছিল, অদ্যাপি যদি অবিকল সেইরূপ

থাকিত, তাহা হইলে এ গোলযোগ ঘটিত না, কিন্তু লিপিকরেরা আপনাদিগের রচনা তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া গ্রন্থগুলি বহু দোষে দূষিত করিয়া তুলিয়াছেন, এই সমস্ত কারণ বশতঃ গোলযোগের সাতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

মহাভারতে যবন শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সভাপর্ব্বে আছে যে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ার্থ তাঁহার চারি ভ্রাতাকে চারি দিকে প্রেরণ করেন। নকুল পশ্চিম দিক জয় করিতে যান। তিনি—

"ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্।
পহ্লবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্॥
ততো রত্নান্যুপদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
ন্যবর্ত্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ॥

সাগরকুক্ষিবাসী দারুণস্বভাব ম্লেচ্ছ পহ্লব, অসভ্য কিরাত, যবন ও শকদিগকে পরাস্ত করিয়া তত্তৎ রাজগণকে বশীভূত করিয়া ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

গ্রীসদেশবাসীরা যেমন অন্য দেশের লোকদিগকে বার্ব্বরস বলিত, হিন্দুরাও তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মবহির্ভূত জাতিমাত্রকেই ম্লেচ্ছশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিত। এই দুটী শব্দ এক্ষণে যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, অগ্রে সেই অর্থে ব্যবহার করা হইত না। গ্রীকেরা পূর্ব্বকালে সমৃদ্ধিশালী, সুসভ্য, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন জাতিদিগকেও যেমন বার্ব্বরস বলিতেন, হিন্দুরাও সেইরূপ ঐরূপ গুণসম্পন্ন জাতিদিগকে ম্লেচ্ছ বলিতেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে ভারতবর্ষের বাহিরে যে যে জাতি বাস করিত, তাহাদিগের সাধারণ নাম ম্লেচ্ছ। এই শব্দটী বেদেও পাওয়া যায়, এবং বেদে ইহা অপশব্দ বলিয়া উক্ত হইয়াছে "ম্লেচ্ছো হ বা যদপশব্দঃ" ইত্যাদি। বেদে ইহার অর্থ অনার্য্য। যবনেরা ম্লেচ্ছ; তাহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমে সাগরকুক্ষিতে বাস করিত। তাহারা পরম দারুণ ও রণদুর্ম্মদ ছিল। নকুল পাশ্চাত্য দেশ সমুদায় জয় করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সমুদ্রকূলে উপনীত হন। এবং তত্রত্য যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সমুদ্রের পশ্চিমে যে আরও জনপদ আছে, আর্য্যেরা মহাভারত রচনাকালে তাহা জানিতেন না। রোম কার্থেজ প্রভৃতি নগরের অস্তিত্ব যদি তৎকালে আর্য্যদিগের জানা থাকিত, তাহা হইলে নকুল সাগরকুক্ষিনিবাসী পহ্লব, কিরাত, যবন ও শকদিগকে সর্ব্বশেষে জয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না।

এই যবনেরা জ্যোতিঃশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্ন ছিল। গার্গীসংহিতায় আছে।

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক শাস্ত্রমিদং স্থিতং।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে"

যবনেরা ম্লেচ্ছ; কিন্তু তাহারা এই শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্ন, তাহারা ঋষিদিগের ন্যায় পূজনীয়।

এই কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থির হইল যে, যবনেরা রণকুশল ম্লেচ্ছ জাতি, তাহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমে সমুদ্রকুক্ষিতে বাস করিত, তাহারা জ্যোতিঃ শাস্ত্রে সম্যক অভিজ্ঞ ছিল। এক্ষণে এই যবনেরা কে তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে। যে যে লক্ষণ উক্ত হইল তদনুসারে আরব, মিসরীয়, ও গ্রীক নামে কয়েকটী জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিমে, সমুদ্রের উপকূলে বাস করিত। আরব দেশের পার্শ্বে লোহিত সমুদ্র, মিসর দেশের উত্তরে ভূমধ্যসাগর। সীথিয় জাতি আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উত্তরাংশ হইতে কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত ভূভাগে এবং গ্রীকজাতি গ্রীস, গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যস্থ সাগরগর্ভস্থ আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ, ও আসিয়া মাইনর নামক স্থান সমূহে বাস করিত। কিন্তু প্রাচীন আরবেরা যে যুদ্ধনিপুণও রণদুর্ম্মদ ছিল, কুত্রাপি ইহা দৃষ্ট হয় না। মহম্মদের পূর্ব্বে আরবেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাঁহার অভ্যুত্থানের পর আরবেরা তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম অবলম্বন করে, ও তৎপরে তাহারা পৃথিবীমধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাচীন আরবেরা জ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিল, ইহার প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা আলেকজাণ্ড্রিয়ার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় যখন ভস্মীভূত করে, তখন তাহারা রণদুর্ম্মদ হইয়াছিল বটে; কিন্তু তখনও জ্যোতিষাদির জ্ঞানলাভে তাহাদের যত্ন হয় নাই। গণিত জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র তাহারা তাহার বহুকাল পরে শিক্ষা করে। বিশেষতঃ গার্গীসংহিতায় কথিত আছে যে, যবনেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু আরবেরা কোন-কালে ভারতবর্ষ অধিকার করে নাই। যখন তাহাদের সৌভাগ্যরবি আকাশমণ্ডলের শীর্ষ স্থানে বিরাজ করে, তখন তাহারা সিন্ধুনদের পশ্চিম পার হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূমিভাগে আধিপত্য করিয়াছিল। তাহাদের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়পতাকা সিন্ধুনদের পূর্ব্ব দিকে কখন প্রোথিত হয় নাই। পক্ষান্তরে

যবনেরা যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল,গার্গীসংহিতায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সীথিয়জাতি যুদ্ধকুশল ছিল বটে, কিন্তু গ্রীক ও রোমক পুরাবৃত্ত লেখকেরা তাহাদিগকে নিতান্ত অসভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমুদ্রকূলে তাঁহাদের অধিকার সামান্যমাত্র ছিল। সাগরগর্ভস্থ দ্বীপে তাহাদের উপনিবেশ ছিল না। পক্ষান্তরে, গ্রীশ সাগরগর্ভে অবস্থিত বলিলেই হয়, গ্রীশের হৃদয়ে সাগর অদ্যাপি বাহু বিস্তার করিয়া আছে। গ্রীকেরা স্বদেশের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে এবং আসিয়া মাইনরের উপকূলে স্মৃতির অতীত কালাবধি উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল। তাহাদের কবিগুরু হোমর ভূমধ্যস্থ সাগরের কুক্ষিস্থিত রোড্‌স্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন্। তাহাদিগের বীরত্ব ভূমণ্ডলে চিরকাল প্রথিত আছে। তাহারা জরক্সীসের সংখ্যাতীত সেনাগণকে এক কালে বিহত বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। এই গ্রীকেরাই যে যবন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নকুল আসিয়া মাইনরের উপকূলবাসী এই ম্লেচ্ছ গ্রীকদিগকেই পরাভূত করিয়াছিলেন। যবনপুর নামে ইহাদিগের যে রাজধানী ছিল, উহাকে আলেকজাণ্ড্রিয়া অথবা বিলুপ্ত নগরী আণ্টিওকিয়া বলিয়া অনুমান হয়। লটাচার্য্য, সিংহাচার্য্য, উৎপল ও বরাহমিহির তাঁহাদের জ্যোতিষ গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সিংহাচার্য্য বলেন—

রব্যুদয়ে লঙ্কায়াং সিংহাচার্য্যেণ দিনগণোঽভিহিতঃ।
যবনানাং নিশি দশভির্মুহূর্ত্তৈশ্চ তদগ্রহণাৎ॥

আবার বরাহমিহির বলিয়াছেন ঃ—

উদয়োযোলঙ্কায়াং সোঽস্তময়ঃ সবিতুরেব সিদ্ধপুরে।
মধ্যাহ্নোযমকোট্যাং রোমকবিষয়ে আর্দ্ধরাত্রঃ স্যাৎ॥

লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, তৎকালে যমনদিগের দেশে রাত্রি দশ মুহূর্ত্ত হয়,এবং রোমক দেশে তখন রাত্রির অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকে। দিনমানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম মুহূর্ত্ত। সমগ্র রাত্রিতে পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত আছে। সুতরাং দশ মুহূর্ত্ত অতীত হইলে পাঁচ মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অতএব লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয় হয়,তখন রোমক দেশে সাড়ে সাত মুহূর্ত্ত রাত্রি ও যবনদিগের দেশে পাঁচ মুহূর্ত্ত রাত্রি অবশিষ্ট থাকে, পৃথিবীর গোলত্ব নিবন্ধন এক কালে সর্ব্বত্র সূর্য্যোদয় হয় না; পূর্ব্ব দিকে অগ্রে সূর্য্য উদিত হইয়া ক্রমশঃ নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে পশ্চিম দেশে পরে

পরে উদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ব্যবস্থিত দুটী নগরের প্রাচ্য নগরে অগ্রে ও পাশ্চাত্য নগরে তৎপরে সূর্য্য উদিত হয়। প্রাচ্য এক স্থানের মাধ্যন্দিন রেখা (১) হইতে পাশ্চাত্য অপর স্থানের মাধ্যন্দিন রেখা যতদূর, প্রাচ্য স্থানের সূর্য্যোদয়ের তত বিলম্বে পাশ্চাত্য সেই স্থানে সূর্য্যোদয় হয়। অর্থাৎ প্রাচ্য স্থানে যখন সূর্য্যোদয় হয়, পাশ্চাত্য স্থানে তখন রাত্রি থাকে। এখন সামান্য ত্রৈরাশিক অনুসারে হিসাব করিলে যবনদিগের দেশ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে—

৭॥ : ৫ :: ১ : যবনপুরের দূরত্ব।

অর্থাৎ রোমকদেশের দূরত্ব ১ সংখ্যা বাচক হইলে যদি সূর্য্যোদয় হইতে সাড়ে সাত মুহূর্ত্ত বিলম্ব থাকে, তবে যেখানে সূর্য্যোদয় হইতে পাঁচ মুহূর্ত্ত বিলম্ব আছে সে স্থান কতদূর।

এতএব যবনপুরের দূরত্ব $=\frac{৫}{৭॥}=\frac{২}{৩}$

অর্থাৎ লঙ্কার মাধ্যন্দিন রেখা হইতে রোমক নগরীর মাধ্যন্দিন রেখা যতদূর, যবনপুরের মাধ্যন্দিন রেখা সেই দূরত্বের তিন ভাগের দুই ভাগ মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর মানচিত্র দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে লঙ্কার মাধ্যন্দিন রেখা হইতে রোমনগরী যতদূরে, আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে লঙ্কার মাধ্যন্দিন রেখা সেই দূরত্বের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ। এক্ষণে ইংরাজী জ্যোতির্ব্বিদদিগের মতে গ্রীনউইচ হইতে মাধ্যন্দিন রেখার গণনা হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপ ৮০° মাধ্যন্দিন রেখায় অবস্থিত; রোমক বিষয়ের মাধ্যন্দিন রেখা ১৩°, সুতরাং এই দুই দেশের মাধ্যন্দিন রেখার ব্যবধান ৬৭° সাতষট্টি অংশ। ইহার তিন ভাগের দুই ভাগ প্রায় ৪৫° অংশ। সুতরাং লঙ্কার মাধ্যন্দিন রেখা হইতে যবনপুর ৪৪° অংশ দূরে পশ্চিমে অবস্থিত। অতএব যবনপুরের মাধ্যন্দিন রেখা ৩৫° অংশ সন্দেহ নাই। আলেকজাণ্ড্রিয়া ঠিক ঐ স্থানে অবস্থিত নহে বটে; কিন্তু উহা হইতে অধিক দূরেও নহে। ভূমধ্য সাগরের উপকূলে বর্ত্তমান পালেষ্টাইনের উত্তরে আণ্টিওকিয়া নামে এক নগরী ছিল। ঐ নগরী আসিয়া মাইনরের গ্রীকদিগের রাজা আণ্টিওকসের নামে অভিহিত হয়। সুতরাং এই দুই নগরীর অন্যতর যে যবনপুর

(১) পৃথিবী পৃষ্ঠে মহাবিষুব রেখাকে লম্বভাবে ছেদ করিয়া কতকগুলি অর্দ্ধবৃত্ত কল্পনা করা যায়। ইহাদিগের নাম মাধ্যন্দিন রেখা।

হইবে, ইহা স্পষ্টই অনুমান হইতেছে। বিশেষতঃ যখন ৩৫° মাধ্যন্দিন রেখা যবন গ্রীকদিগের আবাস ভূমির মধ্য দিয়া গিয়াছে, তখন যবনপুর যে কোন নগরী হউক না কেন, তাহা যে গ্রীক নগরী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং যবনেরা নিশ্চয়ই গ্রীক জাতি। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, গ্রীকেরা আর্য্যাবর্ত্তের কিয়দংশ মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। মহান্ আলেকজাণ্ডার শতদ্রু পার হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রাচ্য খণ্ড সেলুকশের অংশে পতিত হয়। তিনি ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়া পাটলিপুত্রের রাজা চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি ও সখ্য বন্ধন করেন। অতঃপর মহানুভব আণ্টিওকসের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউথিদিমসের পুত্র দেমিত্রিয়স সৈন্য সামন্ত লইয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে আইসেন। গ্রীক পুরাবৃত্ত লেখকেরা বলেন যে ইঁহার ও ইঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজা মিনান্দারের রাজত্বকালে গ্রীক সেনাগণ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহারা বলেন যে এই জয়েচ্ছু রাজগণ ইসেমস নদী পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। এই ইসেমস নদী যে কোথায় তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহার দেশীয় নাম যমুনা। পুরাতত্ত্ববিৎ এলফিনষ্টোন সাহেব ইহাকে ঈশা নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্রীকেরা পঞ্জাব পার হইয়া এ দেশের অত্যল্পমাত্র ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লী অথবা হস্তিনাপুর পর্য্যন্ত আগমন করিতে পারেন নাই। কেন না "তাহারা ঐ দুই নগর অধিকার করিলে হিন্দুদিগের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত সন্দেহ নাই।"

এলফিনষ্টোন সাহেবের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বাস্তবিক গ্রীকেরা দেমিত্রিয়স মিনান্দারের দ্বারা নীত হইয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এলফিনষ্টোন ভারতবর্ষে গ্রীক অধিকারের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গ্রীক পুরাবৃত্তকারদিগের পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। তিনি ভারতবর্ষীয় গ্রন্থের আলোচনা করেন নাই। গ্রীকেরা ভারতবর্ষের যে কোন্ কোন্ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা গ্রীক ইতিবৃত্তলেখকেরাও জানিতেন না। সংস্কৃতগ্রন্থ ভিন্ন আর কুত্রাপি ইহা পাওয়া যায় না। গার্গীসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

ততঃ সাকেতমাক্রম্য পাঞ্চালান্ মাথুরাংস্তথা।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তা প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজং॥

ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে——

"অস্তের পরাক্রান্ত যবনেরা সাকেত, পঞ্চালদেশসমূহ, ও মথুরা পরাজয় করিয়া কুসুমধ্বজে উপনীত হইবে; এবং পুষ্পপুর অধিকার করিয়া" ইত্যাদি। এই সাকেত অযোধ্যা; বৃহৎ সংহিতায় অযোধ্যাকেই সাকেত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মল্লিনাথ রঘুবংশের টীকায় "জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তৌ" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সাকেত শব্দে অযোধ্যা ইহা যাদবকোষ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন—

" সাকেতং স্যাদযোধ্যায়াং কোশলানন্দিনী চ সা।

কুসুমধ্বজ ও পুষ্পপুরের সংস্কৃত নাম পাটলীপুত্র • আধুনিক নাম পাটনা। ইহাকে গ্রীকেরা পালিবোথরা বলিত। এই শ্লোকে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে গ্রীকেরা, অযোধ্যা, মথুরা, পঞ্চাল ও পাটনা অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এই অধিকার তাহাদিগের বহুকাল স্থায়ী হয় নাই কেন না তৎপরেই উক্ত হইয়াছে যে—

মধ্যদেশে ন স্থাস্যন্তি যবনা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
তেষামন্যোন্যসংভেদা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরম দারুণং।

রণদুর্ম্মদ যবনেরা মধ্যদেশে বহুকাল স্থায়ী হইবে না। তাহাদের মধ্যে ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে।

এই মধ্যদেশ কোথায় এক্ষণে তাহা স্থির করা আবশ্যক। বৃহৎ সংহিতায় আছে যে—

ভদ্রারিমেদমাণ্ডব্যসাল্বনীপোজ্জিহানসংখ্যাতাঃ।
মরুবৎঘোষযামুনসারস্বতমৎস্যমাধ্যমিকাঃ॥

ইহারা মাধ্যমিক অর্থাৎ মধ্যদেশবাসী। নকুল দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই মাধ্যমিকদিগকে পরাভূত করেন—

শিবীংস্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চ কর্পটান্।
তথা মাধ্যমকেয়াংশ্চ রাটধানান্ দ্বিজানথ॥
পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্যবাসিনঃ।
গণানুৎসবসংকেতান্ ব্যজয়ৎ পুরুষর্ষভঃ।

অতএব মাধমিকেরা ত্রিগর্ত্তদিগের নিকটে বাস করিত এবং নকুলও স্তিনাপুরের উত্তর পশ্চিম দিকে গিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-

ছিলেন। অতএব মধ্যদেশ ত্রিগর্ত্ত ও হস্তিনাপুরের নিকটস্থ কোন দেশ হইবে।

গার্গীসংহিতায় যে যবনদিগের ঘোরতর যুদ্ধের কথা উক্ত হইয়াছে সে যুদ্ধ কি? গ্রীক ইতিবৃত্ত লেখকেরা বলেন বাক্‌ত্রিয়ার রাজা ইউক্রাডিদাস দেমিত্রিয়সের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি দেমিত্রিয়সকে বাক্‌ট্রিয়া হইতে দূর করিয়া দেন ও অবশেষে তাঁহার ভারতবর্ষস্থ অধিকার সমুদায় অপহরণ করেন। ইউক্রাতিদাসের সহিত দেমিত্রিয়সের ঘোরতর সংগ্রামও হইয়াছিল। উভয়েই গ্রীক। সুতরাং গার্গীসংহিতায় গ্রীকদিগের যে গৃহযুদ্ধের কথার উল্লেখ আছে, তাহা এই গৃহযুদ্ধ বলিয়া অনুমান হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের সাহায্যে স্থির হইল যে যবনেরা গ্রীক; যবনপুর আলেকজাণ্ড্রিয়া অথবা আণ্টিওকিয়া নগর এবং গ্রীকেরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পাটনা পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। এক্ষণে গ্রীকদিগের এই অধিকারের কাল নির্ণয় করা যাইতেছে। স্ত্রাবো বলিয়াছেন এবং প্রমাণেও পাওয়া যাইতেছে যে দেমিত্রিয়স ও মিনান্দারের ভারতবর্ষস্থ অধিকার অন্যান্য গ্রীক রাজগণের অধিকার অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত ছিল। ল্যাসেন নামক সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে দেমিত্রিয়স ও মিনান্দার খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০৫ অব্দ হইতে ১৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রীকদিগের কর্ত্তৃক পাটনা বিজয়ের কাল খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ২০০ অব্দের অগ্রপশ্চাৎ কালই নির্ণয় করিতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিধবা—রমণী।

সুদূর পশ্চিমে হায়,
দিবাকর অস্তে যায়;
কমলিনী ম্লান মুখে নয়ন মুদিল;
গোধূলি তারকারাজি গগনে ভাতিল।
পাপিয়া করিয়া গান,
হরিষী মানব প্রাণ;
আনন্দ হৃদয়ে এবে কুলায়ে পশিল;
প্রকৃতি সুন্দর বেশ ধারণ করিল।

নীলবর্ণ শান্তাকাশে,
বিমল সুধাংশু হাসে ;
উজ্জ্বল তারকাবলি বেষ্টিয়া তাহায় ;
সৌদামনী ছলে যেন সতত খেলায়।
কৌমুদী যামিনী শোভা,
মানব-হৃদয়-লোভা ;
ধীরে ধীরে ধরাতল করে দীপ্তিময় ;
শর্ব্বরী-মাধুরী মরি কিবা সুধাময়॥
নৈশ বায়ু ধীরে ধীরে,
বহিছে জাহ্নবী তীরে ;
বহিছে তরঙ্গ হায় [illegible] উপথ ;
তা দেখি আনন্দনীরে ভসিছে চকোর।
কল কল কল রবে,
হে জাহ্নবি ! কোথা যাবে ;
কোথায় গাইছ ধনি ! বলো গো আমায় ;
হৃদয়ে আনন্দ বহে দেখিলে তোমায়॥
জাহ্নবীর উপকূলে,
প্রকৃতি নয়ন খুলে ;
আনন্দ অন্তরে যেন দেখিছে সতত ;
সুশীতল বায়ু এবে বহিছে নিয়ত।
জাহ্নবীসলিলে হায় ;
শত শশী দেখা যায় ;
গ্রহ উপগ্রহ যত আছয়ে গগনে ;
গঙ্গার সলিলে হায় ভাসিছে কেমনে।
চক্রবাক প্রিয় ভাষে,
ডাকিছে প্রিয়ার আশে ;
সুধার লহরী হেন কাণে বহে যায় ;
বিমল চন্দ্রিকা পেয়ে ডাকিছে প্রিয়ায়।
কুসুম বৃন্তের পরে,
ফুটিছে আনন্দ ভরে ;

তাইতে সুরভি শ্বাস সদা বহে যায় ;
কুমুদ সলিল পরে কেমনে খেলায় ॥
জগতের কলরব,
ফুরাইল এবে সব ;
ফুরাইল দিবসের কাল-নাট্যালয় ;
রচিলেন নিশা দেবী সুচারু আলয়।
নিদ্রা দেবী হৃষ্ট মনে,
বসিয়া রত্ন আসনে ;
ধীরে ধীরে ধরাতল করি পরাজয় ;
করিলেন শান্ত এবে মানব হৃদয়।
নি[illegible] জগত হায়,
কিছু নাহি শুনা যায় ;
মেদিনী প্রলয়ে যেন মুদেছে নয়ন ;
জীব জন্তু এবে সব নিদ্রায় মগন।
বিরলে মনের কথা,
কহিছে সরলালতা ;
খুলিয়া হৃদি কপাট আনন্দ হৃদয়ে ;
কহিছে প্রাণেশ কাছে এ নৈশ সময়ে।
এই যে সুখদা নিশী,
অনন্ত মধুরে মিশি ;
দেখাইছে স্বভাবের সুচারু বদন ;
বিকাশিছে রূপছটা চিত্রিয়া কেমন।
কিন্তু রে আমার মনে,
শান্তি নাহি কি কারণে ;
কেন রে আমার মনে জ্বলন্ত অনল
জ্বলিতেছে হু হু করে সতত কেবল ॥
ঐ যে যুবতী মূর্ত্তি
নাহিক হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি ;
সতত ভাসিছে হায় শোকের তরঙ্গে ;
ঘেরিতেছে দুঃখ তায় সদা রঙ্গে ভঙ্গে।

চেন কি উহারে তুমি,
জান কি উহারে তুমি ;
বঙ্গের বিধবা উনি জনম দুখিনী ;
এ সংসারে দুঃখ বই জানে না কামিনী।
মলিন পিন্ধন বাস,
সুখে নাহি অভিলাষ ;
অলঙ্কার পরিবারে নাহিক প্রয়াস ;
করে নাকো আশা ধনী করিতে বিলাস।
মরি রে কুন্তলরাশি,
পৃষ্ঠেতে পড়েছে খসি ;
বন্ধন করিতে ধনী করে না যতন ;
কেন বা করিবে যত্ন হায় অকারণ।
যে দিন কুদিন আসে,
নিদয় কালের পাশে ;
শুকাইছে অভাগীর আশার লতিকা;
সেই দিন আর ফোটে না কলিকা।
তদবধি শুষ্ক মনে,
পড়ে আছে ধরাসনে ;
ভাবিতেছে সদা ধনী দুঃখের ভাবনা ;
কে আছে এ ধরা মাঝে বুঝিবে যাতনা।
যৌবন সুষমারাশি,
যেন শরদের শশী ;
কেন আসি দেখা দেয় উহার বদনে ;
কি করিবে লয়ে হায় ও সুধা রতনে।
কাঙ্গালের ধন হায়,
সদা চোরে লয়ে যায় ;
জানে যে সহায়হীন কাঙ্গাল-সকল ;
তাইতে বারণ হায় শুনে না কেবল ॥
ওরে হিন্দু কুলাঙ্গার,
কি করিছ সরলার ;

নিদয় হৃদয় তব জাগে নাকি আর ;
পড়ে নাকি বক্ষ-স্থলে নয়ন-আসার।
ভাসে নাকি হৃদি হায়,
বর্ষার নদীর প্রায় ;
শুনিয়া সে আর্ত্তনাদ রমণীগণের ;
হৃদয় কি কঠিন হায় হিন্দু পুরুষের ॥
মরি কি লজ্জার কথা,
স্মরিলে হৃদয়ে ব্যথা ;
লাগে মম এই পোড়া ব্যথিত হৃদয়ে,
কে আছে এ ধরা মাঝে বলিব কাহারে।
পুরুষ কেমন করে,
আবার বিবাহ করে ;
অবলা রমণী তবে কি লাগিয়া হায় ;
সহিবেরে এ যন্ত্রণা সতত ধরায় ॥
জগদীশ তব ঠাই,
এই ভিক্ষা সদা চাই,
এ কুপ্রথা কর দেব সমূলে নিহত।
লভিবে যাহাতে শান্তি পতিহীনা যত ॥

একান্ত বশম্বদ—
শ্রীমন্মথ নাথ দত্ত
সাং—সোনাই—

সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ও তাহার খণ্ডন।

মাস তিথি ঋতু ফিরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে আর যাইতেছে। প্রস্ফুটিত পদ্মবনে নলিনী-নায়ক ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন, আর কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইতেছেন। কখন কিরণমালা কমলিনী কোলে খেলা করিতেছে, কখন আর নাই—ধূসর ধূমাকার গোধূলি। আবার চন্দ্রিমাছটা কুমুদিনী কোলে নাচিতে লাগিল। এ ঘোরে, সে ঘোরে, সূর্য্যকে বেড়িয়া

পৃথিবী ঘোরে। কেমন, তুমি ঘোরো না?—ঘোরো বই কি,—সময় ঘোরে আর সময়ের সঙ্গে তুমিও ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। সময় কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় তোমার মন ও মতকে ঘুরাইয়া দিতেছে। আজ তুমি যে মত সমর্থন কর, কাল আর তাহা নাই,—জলোদ্ভিন্ন পদ্মকলিকার ন্যায় একটী নূতন কথা তোমার মনে উদিত হইয়া পড়ে।

ইউরোপে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন চলিতেছে। সেটী আমাদেরই গৌরবের কথা। ফলমূলাহারী বনবিলাসী ঋষিরা কুশাসনে বসিয়া যে হার গাঁথিয়াছেন,আজ হিরণ্যহর্ম্ম্যবিলাসী উপাদেয় দ্রব্যোপভোগী সভ্যেরা মণিমঞ্চে বসিয়া আদরে তাহা কণ্ঠে পরিতেছেন,—আমাদের এ পরম সৌভাগ্য। গাছের তলা—বিদ্যামন্দির, এণাজিন—আসন; চেয়ার টেবল কিছুই ছিল না। পাতার ভিতর বেতালসুরে পাখী ডাকিত, তাহাই ঋষিদের ঘড়ীর রব। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছিল না,গুরুরা অধ্যাপনাকালে শিষ্যের পরিচয় পাইতেন। এক এক জন শিষ্য নিখিল বিদ্যার পারদর্শী হইয়া গিয়াছেন। তখন দুষ্কৃতির ভাগ অল্প ছিল,—ছাত্রেরা প্রশ্ন চুরী করিত না।

কুলপতি ঋষিরা নিঃস্ব ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ঔদার্য্যগুণ অপ্রমেয়। তাঁহারা অভ্যাগত সহস্র সহস্র মুনি ঋষির আতিথেয় সৎকার করিতেন। শিষ্যদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন ও ভরণপোষণ করিতেন। কিছুতেই কাতর ছিলেন না। তাঁহারা তিতিক্ষাগুণের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। অধিক দিনের কথা নয়,—সে কৃতযুগের কথা উল্লেখ করিতে হইবে না। সে দিন পর্য্যন্ত আমাদের চতুষ্পাঠীর আর্য্যেরা ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান ও অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। নূতন রাজার শাসনাধীনে অধ্যাপকেরা এখন অনেক অংশে বৃত্তিহীন হইয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহাদের বদান্যতাগুণ অস্তমিত হয় নাই। এখনও কত বিদ্যার্থী চতুষ্পাঠীতে লালিত পালিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

সংস্কৃত শুক্তির ধন—সেই দীন দরিদ্র দ্বিজদিগের সাধনের রত্ন। আমাদের কত পৌরুষ দেখ না, সভ্যজাতির মধ্যেও আজ সেই সংস্কৃতের কেমন আদর! সকলে এই বিদ্যাকে যেন গলার হার করিয়া রাখিয়াছেন। তবে একটী ক্ষোভের কথা,—তাঁহারা এমন উপাদেয় শাস্ত্রের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না,—অমৃতে গরল উঠিতে লাগিল! সেটী মন্থনের দোষ। শুনিতে

পাই, শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলর সাহেব না কি সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ হইয়াছেন। তৎপ্রণীত অনেকগুলি পুস্তক এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, তাঁহার যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মন কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি একটী নূতন অভূতপূর্ব্ব মত জনসমাজে প্রকাশ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছেন।

পাণ্ডিত্য থাকিলেই একটী নূতন কথা বলিতে হইবে। তা না বলিলে সংস্কৃতের অবমাননা করা হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে যখন যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনিই এক একটী নূতন কথা কহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় লোকের অন্য বিষয়ে কথা কহিবার বড় অধিকার নাই। এক বেওয়ারিস ধর্ম্ম আছেন, তাহার উপরই নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। মোক্ষমূলর ইউরোপীয় লোক। সেখানকার চিত্তবৃত্তি আর এক প্রকার। কাজেই তিনি আর এক প্রকার অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া অতলস্পর্শ সংস্কৃত শাস্ত্রে মগ্ন হইয়া এই স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ (১) বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বে ভারতবাসিরা লিখিতে জানিতেন না। শিষ্যেরা আচার্য্যের নিকট মুখে মুখে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

মোক্ষমূলর স্বীয় মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত যে কারণ দেখাইতেছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তিনি বলেন—প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে "গ্রন্থ" "কাগজ" "কালি" "লেখনী" প্রভৃতি অর্থব্যঞ্জক কোন শব্দের উল্লেখ নাই (২)। সমুদ্র প্রমাণ অগাধ সংস্কৃত শাস্ত্র। তাহাতে কিছুরই অপ্র-

(১) But there are stronger arguments than these to prove that, before the time of Panini and before the first spreading of Budhism in India writing for literary purposes was absolutely unknown.

See professor max muller's 'History of Ancient Sanskrita Leterature so far as it illustrates the primitive religion of the bruhmaans. (1859)'

Page 507.

(২) There is no word for book, paper, ink, writing & c. in any Sanskrita work of genuine antiquity.

I bid. Page 512.

থিওডর গোল্ড ষ্টুকর সাহেব, মোক্ষমূলরের মত বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

তুল নাই,—এত বর্ণ এত শব্দ এত ব্যাকরণ সূত্র আর কোন ভাষায় দৃষ্ট হয় না। এমন সর্ব্বরত্নের আকর সুগভীর শাস্ত্রে যদি কালি কলম কাগজের নাম না থাকে, তবে কে না সিদ্ধান্ত করিবেন, যে আর্য্যেরা লিখিতে জানিতেন না? মোক্ষমূলর সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী; তিনি সংস্কৃত বিদ্যার মর্ম্মাবধান করিতে পারেন নাই, এমন নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। তবে তাঁহার মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত যদি দুই চারিটী কথা বলিতে হয়, তাহা দোষাভ্রাত হইবে না। মোক্ষমূলর অনেক পড়িয়াছেন, অনেক দেখিয়াছেন; কিন্তু পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিতে শিখেন নাই। পাণিনির সকল সূত্র তিনি সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তিনি কাত্যায়ন বার্ত্তিক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও কৈয়ট প্রণীত তট্টীকা, পরিভাষেন্দুশেখর, মনোরমা, শব্দেন্দুশেখর, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পাণিনীয় সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন; অতএব তিনি যে এক জন বিশিষ্ট পাণিনীয়জ্ঞ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাণিনির সময়ে লিপি-প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল কি না তৎপ্রমাণ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রেই বিদ্যমান আছে; এক স্থলে নয়,—পাণিনি সঙ্কলিত প্রসিদ্ধ ব্যাকরণের অনেকগুলি সূত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা পশ্চাৎ সেই সমস্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিব। সম্প্রতি প্রতিপাদিত হইতেছে যে, প্রাচীন ঋষিগণ লিপি-কৌশল জ্ঞাত ছিলেন না, এ মত নিতান্ত অমূলক ও অসঙ্গত নহে। "বেদ" ও "শ্রুতি" এই উভয়বিধ নামেই প্রতিপন্ন হয় যে ঋষি পরম্পরা গুরুর নিকট বেদমন্ত্রের উপদেশ পাইয়া তাহা অভ্যাস করিয়া আসিতেছিলেন। লিখিত পুস্তক হইতে তাঁহারা কখন বেদাধ্যয়ন করেন নাই। বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। এতদ্দ্বারা বেদ শব্দের দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি সিদ্ধি হয়। প্রথমতঃ, পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহধর্ম্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ।" বেদবিহিত বিষয় গুলিই ধর্ম্ম, এবং তদ্বিপরীত যাহা কিছু তাহাই অধর্ম্ম। অর্থাৎ যদ্দ্বারা সনাতন ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে তাহাই বেদশব্দবাচ্য। অপরঞ্চ, "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতৎ বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা।" প্রত্যক্ষ কিম্বা অনুমান বলে যে উপায় বোধগম্য হয় না, বেদের দ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত বেদের বেদত্ব সার্থক হইয়াছে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ ধৃত এই সমস্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল কি না,

তাহা জানিবার উপায় নাই। আবার দেখুন, সকলেই বলিয়া থাকেন, "ব্রহ্মার বেদ"। তবে কি কমলযোনি ব্রহ্মা বেদের রচয়িতা? মহর্ষি পরাশর সে সন্দেহও নিরসন করিতেছেন। তদীয় সংহিতায় দৃষ্ট হয়,— "ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ"। বেদের প্রণেতা কেহই নহেন, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণ কর্ত্তা। অতএব দেখুন, পূর্ব্বাপর সকলেই বেদমন্ত্র অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন কেবল তাহারই ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মহর্ষি বেদব্যাস দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ অক্ষর বিশিষ্ট একলক্ষ শ্লোকাত্মক বেদমন্ত্র সঙ্কলন করিয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। কিন্তু, কলির প্রাদুর্ভাবে মনুষ্য ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় কেহই চতুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিতে পারেন না, অতএব বেদ রক্ষার উপায় কি? এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি চারি জন বেদ-পারগ শিষ্যকে এক এক বিভাগে দীক্ষিত করিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বেদ লিখিত থাকিলে তাহা নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ করা যে নিতান্ত অবৈধ কর্ম্ম মহাভারতাদিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাঞ্চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৪৫।

যাঁহারা বেদ বিক্রয় করেন, বেদবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন এবং বেদ লেখেন তাঁহারা নরকগামী হন।

তন্ত্রাদিতেও ইহার প্রতিষেধ বাক্য দৃষ্ট হয়—

বেদস্য লিখনং কৃত্বা যঃ পঠেৎ ব্রহ্মহা ভবেৎ।
পুস্তকং বা গৃহে স্থাপ্যং বজ্রপাতো ভবেৎ ধ্রুবং।

যিনি বেদ লিখিয়া পাঠ করেন তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় এবং বেদপুস্তক গৃহে থাকিলে নিশ্চিত বজ্রপাত হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস অতি প্রচীনকালের লোক। সচরাচর তিনি যে সময়ের ঋষি বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত আছেন, তদপেক্ষাও তিনি প্রাচীনতর। প্রকৃত মহাভারতখানি সঙ্কলন কালে এ দেশে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল কি না, তদ্বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। মহামুনি ব্যাস প্রণীত ভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
স এব পঞ্চমোবেদো যন্মহাভারতং বিদুঃ।

মহাভারত পঞ্চম বেদ, মহাভারত সহিত পঞ্চ বেদ পাঠ করাইয়াছিলেন।

মহাভারতের অধিকাংশ স্থল ব্যাসের পরবর্ত্তী ঋষিদিগের বিরচিত, অতএব কোন্ অংশটুকু ব্যাসের গ্রথিত এক্ষণে তাহার উদ্ধার করা সুসাধ্য নহে। যাহা হউক, ভারতের উপক্রমণিকা ভাগ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস লিপি-কৌশল অবগত ছিলেন না।

কথমধ্যাপয়ানীহ শিষ্যানিত্যন্বচিন্তয়ৎ।

ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি শিষ্যদিগকে উহা কিরূপে অধ্যয়ন করাইবেন।

কি নিমিত্ত তিনি শিষ্যদিগকে মহাভারতের উপদেশ দিতে অশক্ত হইতেছেন, ভগবান্ ব্রহ্মাকে তাহার কারণ জানাইলেন—

পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভুবি বিদ্যতে।

কিন্তু পৃথিবীতে তাহার লেখক কেহই নাই।

ব্যাস মনে মনে আলোচনা করিয়া মহাভারতের কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বোধ হয় বেদের ন্যায় ইহাও গুরুমুখে শুনিয়া শিষ্যেরা অভ্যাস করিতেন। অতঃপর লিপি প্রণালী প্রচলিত হইলে ব্যাসের পরবর্ত্তী ঋষিগণ মহাভারত পুস্তকাকারে সঙ্কলন করেন। ভারতের উপক্রমণিকা ভাগ দৃষ্টে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যায়। প্রত্যুত, ঐ অংশ ব্যাসের রচিত নহে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

উপরের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্বারা আর অধিক কি বলা যাইতে পারে? প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ লিখিতে জানিতেন, যুক্তি ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় না। ঋষিগণ কোন বিষয়ের পল্লবগ্রাহী ছিলেন না। শাস্ত্রালাপ বিদ্যাভ্যাস এবং সৎ চর্চ্চা তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কঠিন শাস্ত্রের অনুশীলন করা নিশ্চিন্ত লোকের কর্ম্ম। আর্য্য ঋষিদের তত দূর অবসর ছিল না। ফল মূল আহরণ গোচারণ প্রভৃতি সাংসারিক কাজে তাঁহাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। ঋগ্বেদ পাঠ করুন, ঋষিগণ সর্ব্বদাই কত সশঙ্কিত থাকিতেন, বুঝিতে পারিবেন। কখন দস্যু ভয়ে ভীত হইয়া সোমরসহস্তে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন, কখন অন্ন জলের নিমিত্ত দেবতাদের স্তুতি করিতেছেন। ফলতঃ, তৎকালে শত্রুর

তাড়না এবং জীবিকালাভের কষ্ট তাঁহাদিগকে সমধিক সহ্য করিতে হইয়াছিল। তদ্রূপ অবস্থায় ঋষিগণ বেদচতুষ্টয় এবং অন্যান্য সমগ্র শাস্ত্র কণ্ঠস্থ রাখিতেন, ইহা কদাচ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অনুমানবলে আমরা এই স্থির করিতে পারি যে, পিশাচ রাক্ষস দস্যু বর্ব্বর প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ সর্ব্বদাই ঋষিদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিত, তাঁহাদের যজ্ঞভাগ এবং পবিত্র গ্রন্থ এবং গোধনাদি অপহরণ করিত। সেই ভয়ে ঋষিগণ অবশ্য প্রয়োজনীয় সংহিতাদি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। অভ্যস্ত বিদ্যা অপহরণ করিবার উপায় নাই, সুতরাং মহর্ষিগণ ধর্ম্মজ্ঞান ও বিদ্যাধনে হৃদয়কে বিভূষিত করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেন। বেদাদি পরম নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্র বৃক্ষের বল্কে ও পত্রে লিখিত থাকিত, এইরূপ অনুমিত হয়। যাহা হউক, বিচার স্থলে আমরা এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইতে সমর্থ নহি। কিন্তু পাণিনির সময়ে ভারতবর্ষে লিপি-প্রণালী অপ্রচলিত ছিল না, তাহার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

মোক্ষমূলর সাহেব সমর্থন করিয়াছেন, পাণিনির সময়েও ব্রাহ্মণেরা লিপি-কৌশল বিষয়ে এককালে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা লিখিতে জানিতেন না; গুরুমুখে উপদেশ পাইয়া শাস্ত্র কথা কণ্ঠস্থ করিতেন। পাণিনি লিখিতে জানিতেন না, মোক্ষমূলরের এরূপ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। পাঠক! নিম্নে আমরা কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, অভিনিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন।

পাণিনির ব্যাকরণ আটটী অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্নিমিত্ত ঐ ব্যাকরণাগমের নাম অষ্টাধ্যায়ী। গ্রন্থের প্রারম্ভেই শব্দানুশাসন। তাহাতে কেবল প্রত্যাহারময় চতুর্দ্দশটী (৩) মাত্র সূত্র আছে। প্রত্যাহার বন্ধনের পর অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত। অত-

(৩) এই চতুর্দ্দশ সূত্রের অন্তসূত্র ‘হল্’। এ স্থলে ‘হ’ এই একটী বর্ণ উপদেশ করিয়া পরে যে সমস্ত বর্ণ কথিত হইয়াছে প্রত্যাহারের নিমিত্ত তাহাদের অন্তে লকার ইৎ করা হয়। বস্তুতঃ, পঞ্চম সূত্রে— ‘হ য ব রট্’ —হকারের উল্লেখ হইয়াছে, অতএব—হল্’—এইসূত্রে বর্ণের নিমিত্ত আর হকারের প্রয়োজন নাই।

এখন জিজ্ঞাসা করি, বর্ণের প্রকৃত বুৎপত্তিসিদ্ধি এবং বর্ণজ্ঞান কিরূপে হয়। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য দ্রব্যের রূপ রস বর্ণাদি গুণ আছে। অনুমান হয়, মসী প্রভৃতি বর্ণে অক্ষর লিখিত হইত তন্নিমিত্ত উহা বর্ণ নামে অভিহিত হয়।

এব অষ্টাধ্যায়ীতে সর্ব্বসমেত দ্বাত্রিংশৎ পাদ আছে। প্রতি পাদে সূত্রের সংখ্যা সমান নহে। অষ্টাধ্যায়ীতে সাকল্যে ৩৯৯৭ টী সূত্র। মোক্ষমূলর বলেন, এই সকল সূত্রের মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ১১৬, ১৩১ এবং ১৩২ সংখ্যক সূত্র পাণিনির গ্রথিত নহে। এ কথা মহাভাষ্যের টীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। ১৩১ এবং ১৩২ সংখ্যক সূত্র পাণিনির রচিত হউক কিম্বা নাই হউক, তদ্বিষয়ে কোন তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ আমরা যে সত্য সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাতে ঐ সূত্রদ্বয় আমাদের কি অনুকূল কি প্রতিকূল কোন পক্ষই সমর্থন করিতেছে না। কিন্তু, ১১৬ সংখ্যক সূত্র সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয় নহে। তৎসম্বন্ধে আমরা দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। উন্নতচেতা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মোক্ষমূলর সাহেব কিরূপে যে গাঢ় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কৈ?—কোথাও ত কৈয়ট বলেন নাই যে উক্ত সূত্র পাণিনির গ্রথিত নহে। পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যেও ঐ সূত্র ধৃত হইয়াছে। তবে কি মোক্ষমূলর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এমন কথা বলিয়াছেন? পাঠক! সূত্রটী এই—"কৃতে গ্রন্থে"—অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত গ্রন্থ বুঝাইলে যথাসম্ভব পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয়গুলি প্রযুক্ত হইবে। যেমন "বাররুচ" বলিলে বররুচিকৃত শ্লোক কিম্বা গ্রন্থ বুঝাইবে। বোধ করি, মোক্ষমূলর সাহেব এ স্থলে গ্রন্থের নাম দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে যত্নপূর্ব্বক উহা পরিহার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। "গ্রন্থ" বলিলেই লিখিত পুস্তক বুঝাইবে, সুতরাং তাঁহার ভয়ের বিষয় বটে। অতএব তিনি সকল উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত এককালে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ সূত্র পাণিনির রচিত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভাষ্যকার পতঞ্জলি ঐ সূত্রের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বরং ১০৫ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা কালে অনুশাসন স্বরূপ—"কৃতে গ্রন্থে"—এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

পুরাণ প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু। ৪।৩।১০৫

পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ। পুরাণ প্রোক্তেষ্বিত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধোবক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানি ইতি। কিং কারণম্? তুল্যকালত্বাৎ।

এতান্যপি তুল্যকালানীতি। "কৃতে গ্রন্থে"। কৃতে গ্রন্থে মক্ষিকাদিভ্যোঽণ। ইত্যাদি এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সূত্রগুলি পাণিনির গ্রথিত নহে, পতঞ্জলি কিম্বা কৈয়ট তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে কাত্যায়নপ্রণীত কতকগুলি বার্ত্তিক সূত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সূত্র নির্ব্বাচন করা যায়। আমরা তাই বিস্মিত হইতেছি, প্রমাণাভাবেও মোক্ষমূলর উল্লিখিত সূত্রটী কি কারণে পাণিনির রচিত নয় বলিলেন? যাহা হউক, তিনি একান্তই যদি ঐ সূত্রটী লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন; ভাল, আমরা উহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। শব্দরাশির সাগর স্বরূপ বহু বিস্তীর্ণ অষ্টাধ্যায়ীতে গ্রন্থ শব্দের অসদ্ভাব নাই।

অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে। ৪।৩।৮৭

সমুদাঙ্ভ্যো যমোঽগ্রন্থে। ১।৩।৭৫

এ স্থলে প্রথমোদ্ধৃত সূত্রটীর মর্ম্ম এই যে, কাহাকেও অধিকার করিয়া কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত পুস্তকে যথা বিহিত পূর্ব্ব প্রত্যয় হইবে। যেমন সুভদ্রাকে অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহা সৌভদ্র। দ্বিতীয় সূত্রটীর মর্ম্ম এই, যদি পুস্তক বিষয়ের প্রয়োগ না বুঝায়, তবে সম্ উদ্ আঙ্ পূর্ব্বক যম ধাতুর সকর্ম্মকে আত্মনে পদ হয়।

যদি কেহ এমন আপত্তি করেন যে, গ্রন্থ শব্দে কতকগুলিশব্দসমষ্টির কবিতাকে বুঝাইতেছে। এ আপত্তি নিতান্ত অসার ও অলীক। একটী কবিতার কেহ কখন নামকরণ করেন না। এখানে পাণিনি কোন ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে উক্ত গ্রন্থের নাম করণ করিবার ব্যবস্থা দিতেছেন। অতএব সামান্য একটী কবিতার প্রতি এ ব্যবস্থা খাটিতেছে না।

পাঠক সূত্রান্তরে দৃষ্টি করুন, পাণিনির সময় ব্রাহ্মণেরা পত্রাদি লিখিতেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

দিবাবিভানিশাপ্রভাভাস্করান্তানন্তাদিবহুনান্দীকিংলিপিলিবিবলি ভক্তিকর্ত্তৃচিত্রক্ষেত্রসংখ্যাজঙ্ঘাবাহ্বহর্য্যতদ্ধনুরুরুষু। ৩। ২। ২১

দিবা প্রভৃতি উপপদের পর কৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। যথা, দিবা করোতীতি দিবাকরঃ। লিপিকরঃ।

লিপিকর অর্থাৎ লিপিলেখক। অতএব, এ সূত্রে পাণিনি স্পষ্টই স্বীকার করিলেন যে, তৎকালে লিপিকর্ম্ম অপরিজ্ঞাত ছিল না।

যৎকালে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র আকলিত হয়, তখন কেবল ব্রাহ্মণেরা লিপি-কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন, তাহা নয়। ভারতবর্ষের সিন্ধুকূল দূরবর্ত্তী যবনাদি অন্যান্য জাতিরাও লিখিতে জানিতেন। পাণিনি তাঁহাদেরও বর্ণমালা বিদিত ছিলেন। তদীয় সূত্রবিশেষে দৃষ্ট হয়,—

" ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বরুদ্রমৃড়হিমারণ্যযবযবনমাতুলাচার্য্যাণামানুক্
৪। ১। ৪৯

ইন্দ্রাদিশব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয় হইবে এবং আনুক্ আগম হইবে। যথা, ইন্দ্রাণী, যবনানী।

যবনানী শব্দে যবনদিগের লিপি। এস্থলে কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকে ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা লিখিত আছে—যথা, " যবনাল্লিপ্যাম্ "। যবনানী লিপিঃ।

আবার দেখুন যেখানে লোপের পরিভাষা করিতেছেন, সে স্থলে পাণিনি লিখিলেন,—

অদর্শনং লোপঃ। ১। ১। ৬০

অর্থাৎ যে বর্ণটী আর দৃষ্টিগোচর হইবে না, তাহাকেই লোপ বলা যায়।

যদ্যপি বর্ণাদি লিপিবদ্ধ না ছিল, কিরূপে তবে " অদর্শন " শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত হইতে পারে? দ্রষ্টব্য পদার্থেরই দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয়। পরে তাহা আর দৃষ্টিগোচর না হইলেই অদর্শন বলা যায়।

কুপ্বো × ক ⌓ পৌ চ। ৮। ৩। ৩৭।

এই বজ্রগজকুম্ভাকৃতি চিহ্নের সৃষ্টি কোন্ সময় হইতে হইয়াছে? পাণি-নির ব্যাকরণে ইহা দৃষ্ট হয় এবং বৈদিক প্রয়োগেই ইহার উচ্চারণ বিশেষ রূপে মানিত হইয়া থাকে। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে বহু-কাল হইতে ঐ চিহ্ন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বেদের স্বরিত ও অনুদা-ত্তাদি চিহ্নও অনেক প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ ঐ সমস্ত চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই।

এস্থলে পাঠক মহাশয়দিগকে আমরা আর একটী সূত্র উপহার দিতেছি, পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন।

কর্ণে লক্ষণস্যাবিষ্টপঞ্চমণিভিন্নছিন্নছিদ্রস্রুবস্বস্তিকস্য। ৬। ৩। ১১৫।

এই সূত্রে পাণিনি তৎকালীন একটী ব্যবহারের উল্লেখ করিতেছেন, গবাদি পশুগণ গোষ্ঠে চরিতে যাইত, কিন্তু কোন্ পশুটী কাহার ইহা চিনি-

বার নিমিত্ত তাহাদগকে স্বস্তিকাদি চিহ্নে চিহ্নিত করা হইত। এই সমস্ত প্রমাণ সত্বে কোন ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে, প্রাচীন ঋষিরা লিখিতে জানিতেন? সর্ব্ব শাস্ত্রের সূতিস্বরূপ এই রত্নগর্ভ ভারত ভূমিতে কোন্ বিদ্যার না অনুশীলন হইয়া গিয়াছে? যে দিকে কটাক্ষপাত করিবে, যে নিগূঢ় দুর্গম শাস্ত্রের অনুশীলন করিবে, দেখিবে, ফলমূলাহারী অরণ্যবিলাসী ঋষিগণ তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ও দারুণ ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহাদের প্রাচীন কৃতি ও কীর্ত্তি কলাপ সমস্তই ধ্বস্তপ্রায় হইয়া এখন কেবল বিকৃত অপরিচ্ছন্ন ভগ্ন অস্থি পঞ্জর আমাদের হস্তগত হইতেছে। যে নীতিপরায়ণ সমধিক উন্নতচেতা তেজস্বী ঋষিগণ আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক চিন্তার কত দূর গাঢ়তায় আসক্ত ছিলেন, তাঁহাদের তত্বনির্ণয়ের কৌশল অনুধ্যান করিলে মন স্তম্ভিত হয়, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না, বাক্যের জড়তা জন্মে, তাঁহারা লিখিতে জানিতেন না? যাঁহার এ কথায় বিশ্বাস হয়, তিনি বিশ্বাস করুন। আমাদের কথা, যদি আশ্রমে আশ্রমে এক এক জন শ্রুতিধর পাইতাম বিশ্বাস করিতাম। তাহা হইলে বৈদিক ঋষিগণ লিপিকৌশল জ্ঞাত ছিলেন না, এ কথা কথঞ্চিৎ মনে লাগিত। কিন্তু এমন নির্ম্মল মুকুরসদৃশ মেধাশক্তি কত জন ব্যক্তির দেখা যায়? শিশুকাল হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিলেও সাগরসদৃশ অগাধ বেদরাশিকে কয় জন স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে? আবার কেবল বেদ নয়, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কি জানিয়াছেন পুরাতন বৈদিক ঋষিগণের কেবল একমাত্র বেদই অবলম্বন ছিল? যাহার এমন বিশ্বাস আছে, দম্ভ করিয়া বলিতে পারি দুগ্ধাক্ষরেও তাঁহার ভাষা জ্ঞান নাই। কেবল সংস্কৃতে নয়, কোন ভাষাতেই তাঁহার লেশমাত্র অধিকার নাই। তিনি কোন জটিল বিষয়ের সমীচীনরূপে বিচার করিতে অসমর্থ। তাই বলিতেছি, ঋষিদের আরও অনেক শাস্ত্র ছিল। কেবল বেদ নয়, অন্যান্য শাস্ত্রও তাঁহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইত।

ঋগ্বেদের ভাষা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করুন, শব্দগুলিকে বিশ্লিষ্ট করুন, ছন্দের উপন্যাস দেখুন, কি বোধ হয়? ঋগ্বেদখানিই কি আর্য্যদের প্রথম কৃতি? উহার পূর্ব্বে কি তাঁহারা ছন্দোবন্ধে অন্য সন্দর্ভ রচনা করেন নাই? বেদের সময় কি আর্য্যদিগের ব্যাকরণ ছিল না? আমরা সে কথা বলিতে পারি না। ঋগ্বেদের একটী ছন্দ আবৃত্তি কর, স্বতই তোমার মুখ হইতে নির্গত হইবে,—ঋষিদিগের বৈদিক ব্যাকরণ ছিল, শব্দকোষ ছিল, ছন্দোগ্রন্থ

ছিল, বেদ ভিন্ন তাঁহাদের অন্যান্য অনেক শাস্ত্র ছিল। শত শত উদ্যমের পর তবে তাঁহাদের রসনামূলে সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া তারতরস্বর-সংযোগে ব্যোমচারী সঙ্গীত দ্বারা চরাচর জাগাইয়াছিলেন। যিনি ভাষার আলোচনা করেন, কাব্য সাহিত্য পাঠ করেন, কিরূপে এক সোপানের পর অন্য সোপানে ভাষা মার্জ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উন্নীত হইতে থাকে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম যিনি বুঝেন, অবশ্যই তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন ঋগ্বেদের পূর্ব্বেও ঋষিদিগের গ্রথিত অন্যান্য পুস্তক বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা কি সেই সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন? ইহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। দৈত্যাদি অনার্য্য জাতি তাঁহাদের সেই সমস্ত পুস্তক বিনষ্ট করিয়াছে। সে সকল গ্রন্থ পত্রাদিতে লিখিত থাকিত, সেই নিমিত্ত ঋগ্বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলি দুর্লভ—সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অনার্য্য জাতিরা তৎসমুদায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি, আর্য্যেরা সেই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাদের জীবনাবলম্ব ধর্ম্মপুস্তক বহু আয়াসে কণ্ঠস্থ করিয়া রক্ষা করিতেন। ফলতঃ, বেদ কখন লিপিবদ্ধ হয় নাই, অথবা বৈদিক ঋষিরা লিখিতে জানিতেন না, এ কথা কখন বিশ্বাস্য নহে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপি-প্রণালী অপ্রচলিত ছিল, যথার্থই যদি এ অনুমান সত্য হয়,—এটী আর্য্যদিগের গৌরব বটে। এই অনন্ত অসীম সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহাদের তুণ্ডাগ্রে ছিল, এ সামান্য মেধার কর্ম্ম নহে। আমরা এক মুখে তাঁহাদের ধীশক্তির প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব বাড়িতেছে বলিয়া সত্য কথার অপলাপ করা উচিত নহে। বৈদিক ঋষিগণ যে লিখিতে জানিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিতেছেন—

স হ্যাশ্রমৈর্ব্বিজিজ্ঞাস্যঃ সমস্তৈরেবমেবন্তু।
দ্রষ্টব্যস্তথ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩। ১৯১ ॥

আশ্রমবাসী দ্বিজাতিগণ বৈদিকতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া উহা দর্শন করিবেন, মনন করিবেন এবং শ্রবণ করিবেন। দ্রষ্টব্য বিষয় না হইলে দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদ লিপিবদ্ধ না থাকিলে তাহা কি প্রকারে দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবিতে পারে। এ স্থলে অধ্যয়ন কালের উপযোগী তিনটী কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। বেদ দর্শন করিবে, মনন করিবে এবং শ্রবণ করিবে। একখানি পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিতে হইলে যে

কাজগুলি চাই, তাহার সমস্তই এখানে কথিত হইল। টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর "দ্রষ্টব্যঃ" ইহার অর্থ,—বিচার করা—লিখিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার কপোলকল্পিত অসঙ্গত অভিনব অর্থ অঙ্গীকার করিতে পারি না। "বেদ লিখিতে নাই" এই কথার শৈলী করিবার নিমিত্ত তাঁহারা এ প্রকার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াছেন।

"বেদ লিখিতে নাই" এই প্রতিষেধ বাক্যে দুটী বিচার্য্য বিষয় আছে। এক দেখুন, প্রথমে কোন কার্য্যের ফলে বিঘ্ন ঘটিলে তৎপরে তাহার নিষেধের আবশ্যকতা হয়। প্রথমে কার্য্য না দেখিলে তাহার নিষেধেরও প্রয়োজন নাই। রাজনীতি সমাজনীতি সর্ব্বত্রই এই বিধি প্রচলিত। অবশ্যই প্রথমে বেদ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বিঘ্ন ঘটিল, সুতরাং নিষেধ বিধি প্রচারিত হইল। আর একটী কথা দেখুন, "বেদ লিখিতে নাই" এই মাত্র পরিসংখ্যা বিধির সৃষ্টি করা হইল। অতএব যেমন—

> অভক্ষ্য প্রতিষেধেন ভক্ষ্যানিয়মোগম্যতে
> অভক্ষ্যোগ্রাম্যকুক্কুটঃ ॥

অর্থাৎ যেমন অভক্ষ্য দ্রব্যের নিষেধ করিলে ভক্ষ্য দ্রব্যের বিধি উপলব্ধি হয়। যথা গ্রাম্য কুক্কুট ভোজন করিতে নাই, অতএব বন্য কুক্কুট ভোজন করিতে আছে, ইহাই নিশ্চিত হইল। তদ্রূপ যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে "বেদ লিখিতে নাই" তবে অন্যান্য শাস্ত্র লিখিবার বিধি আছে, ইহাই নিশ্চিত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদ আর্য্যদিগের কখনই প্রথম উদ্যম নহে। বিশেষতঃ ব্যাকরণাদি অন্যান্য শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন কখনই ঋগ্বেদের ভাষা সহজে আকলিত হয় নাই। অতএব স্পষ্ট অনুমান করা যায়, ঋগ্বেদ ভিন্ন ঋষিদিগের অন্যান্য শাস্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে, আর্য্যেরা গ্রীস প্রভৃতি দেশ হইতে লিপিকৌশল শিক্ষা করিয়াছেন। এ সকল মত নিতান্ত কাল্পনিক। ঋষিগণ কখন পরোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের এক ধর্ম্মশাস্ত্রই সকল মীমাংসার কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। বাইবেলে পৃথিবীর যে বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, প্রাণসত্ত্বে তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। আদিম মনুষ্যের নিবাস যেরুযুলামে নিশ্চিত করিতে হইবে, তাহার অন্যথা হইলে ধর্ম্ম নষ্ট ও পরকাল

নষ্ট। কাজেই সহস্র সহস্র অখণ্ড প্রমাণ মধ্যন্দিন সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট ভাবে [illegible] প্রতিভাত হইলেও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হয়। দেবনাগর [illegible] প্রাচীন গ্রীক এবং অন্যান্য জাতিরা বর্ণমালা শিক্ষা [illegible] নয়,—অন্যান্য সকল শাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছেন। [illegible] দিন কোন সত্যতত্ত্ব নিরূপণ করিতে দেয় নাই। [illegible]” দেওয়া সূর্য্য জড় পদার্থ, পৃথিবী মণ্ডল ঘুরিতেছে এ সক[illegible] বিশ্বাস করিলে ধর্ম্মে প্রত্যবায় ঘটিবে। কাজেই প্র[illegible] কেহই সাহস করিতেন না। ইউরোপীয়দেরও সেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত [illegible]সার পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। যত দিন তাঁহারা ধর্ম্মান্ধতা পরিত্যাগ না করিবেন, ততদিন প্রাচীন তত্ত্বনির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

উপসংহারে বক্তব্য এই, পাঠক দেখিলেন, পাণিনি নিজ গ্রন্থের বহুল স্থলে লিপির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব অবধি অক্ষর ও লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব অবধি লিখন প্রণালী প্রচররূপ না থাকিলে তিনি কখন বারম্বার এ বিষয়ের স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিতেন না। অতএব মোক্ষমূলর যে লিখিয়াছেন, পাণিনির পূর্ব্বে লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল না, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরস্ত হইতেছে। পাণিনির নিজের সময়ের ত কথাই নাই।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি?

সামাজিক।

প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হিন্দুমহিলাগণ জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত হইলে সামান্য বাহ্য স্বাধীনতা যে কিরূপ বিরূপ, তাহা তাঁহারা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক কোন বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত দুগ্ধাদি উপাদেয় ও পুষ্টিকর কিন্তু প্লীহারোগগ্রস্তের পক্ষে তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অবস্থা ভেদে ও কাল ভেদে বস্তুর দোষ গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর এক সবল জাতি পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারীসমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভার্থে প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া যাহারা প্রকৃতপক্ষে কোন উন্নতিরই ধার ধারে না, যাহাদের আভ্যন্তরিক উন্নতির মধ্যে অম্লপিত্ত, প্লীহা ও যকৃৎ প্রধান; তাহাদের পক্ষে প্রথমোক্ত বীরজাতিকে অনুকরণের ভাণ করিয়া উপহাস করা বিধেয় নহে। যতদিন না বৃক্ষ সবল ও সুদৃঢ় হয়, তত দিন তাহাকে দুষ্ট পশ্বাদির গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেমন তাহার চতুর্দ্দিকে শক্ত বেড়া দেওয়া আবশ্যক হয়, পরন্তু ক্ষুদ্র বৃক্ষ ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায়ুক্ত হইয়া বেড়া ছাড়িয়া আকাশ পথে বাহু বিস্তার করিতে পারিলে যেমন আর আবরণের প্রয়োজন থাকে না, তেমনি দুর্ব্বলা হিন্দু অবলাদিগের ভাবী উন্নতির জন্য আরো কিছুদিন অন্তঃপুরে বাস শ্রেয়স্কর। তাঁহারা যেমন জ্ঞানধর্ম্মে সতেজ হইতে থাকিবেন, তেমনি আপনা হইতে অবরোধপুরী মুক্তদ্বার হইয়া পড়িবে।

পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে লতার শোভা যেমন নয়ন ও মনকে প্রফুল্ল করে, হিন্দু-সংসারাশ্রমে নারীলতিকা তেমনি হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করে। হিন্দুনারীসমাজের স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার সামর্থ্য এখনও জন্মে নাই। তাঁহাদিগকে রীতিমত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গার্হস্থনীতি শিক্ষা দেওয়া হউক; নারী-প্রকৃতিগত দেবী-প্রভা প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক; আর্য্যাপুরন্ধ্রীগণ বাস্তবিক হিন্দুপুরের ধরিত্রী স্বরূপা হইয়া দণ্ডায়মানা হউন, তখন আর আঁটা আঁটি করিতে হইবে না, তখন স্বভাবতই পারিবারিক উন্নতি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে।

যত দিন না পুরুষ সমাজ প্রকৃতরূপে স্বাধীনতার সমাদর করিতে পারে, যত দিন না আমরা নারী জাতিকে প্রকাশ্যস্থলে মর্য্যাদা ও সম্মান করিতে শিক্ষা করি, যত দিন না পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষাকৃত পবিত্রভাব ধারণ করে, তত দিন সাধারণ ভাবে হিন্দুললনাদিগকে স্বাধীনতার ধোঁয়ার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া বিব্রত করিবার প্রয়োজন নাই। স্বাধীন-প্রকৃতি-সম্পন্ন লোকের কি কি গুণ থাকা চাই, তাঁহারা কেমন উদার-স্বভাব-সম্পন্ন, তাঁহাদের জ্ঞান বল ও ধর্ম্মভাব কেমন উজ্জ্বল, তাঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি কেমন প্রশংসনীয়, ইহা যত দিন না আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, ততদিন সাধারণে স্ত্রীস্বাধীনতার ঢেউ তুলিয়া কাজ নাই।

স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিবার জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ প্রয়াস পাই-

[illegible] ধ্যে মীরাবাই, চৈতন্য সম্প্রদায়, কর্ত্তাভজা, রাম-ব [illegible], ন্যাড়া, আউল, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তি [illegible] ী, মতিবড়ী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, চরণদাসী, [illegible] ল স্ত্রীস্বাধীনতার নিশান হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু [illegible] ম কোথায়? তাঁহাদের ধর্ম্মভাব ও সমাজ সংস্করণ কোথায় গেল [illegible]

[illegible] মহাব্রতে ব্রতী হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহারা যে বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সতর্ক হইতে না পারিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায়ের মত ইহাঁদিগকে পরাঙ্মুখ হইতে হইবেই হইবে। যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ ও ধর্ম্মপ্রভা প্রদীপ্ত হইলে মানবপ্রকৃতি আর চাপা থাকিতে পারে না। তখন আর কোন অবরোধ মানে না।

স্ত্রীপুরুষের মিশামিশিকে কেহ কেহ স্ত্রীস্বাধীনতার পরা কাষ্ঠা মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা যে অনেক স্থলে নিতান্ত প্রবঞ্চিত হন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ মিশ্রভাব হিন্দুতীর্থাশ্রমে বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা কি শুভ ফল ফলিয়াছে? বরং এরূপ বিমিশ্রতা নিবন্ধন নানা অপবিত্রতা প্রশ্রয় পাইয়াছে। এজন্য হিন্দুতীর্থস্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধু শান্ত মহাত্মাগণ বিজন গহনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বে তীর্থে গিয়া কলুষরাশি ধৌত করিয়া লোক বিশুদ্ধ হইত, আজ কাল তীর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষজাতি যদি স্ত্রীজাতির সহিত পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিল, তবে প্রলোভন-সঙ্কুল সংসার বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। ইংরাজদের গির্জ্জায় যেমন অনেক সময় নবপ্রেমানুরাগের প্রথম সূত্রপাত হয়, তেমনি স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় অপরাপর ধর্ম্মসমাজে যে সেরূপ প্রেমতরঙ্গে যুবক যুবতীর মন নৃত্য করে না, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মন যখন তাহার মাতা কুন্তীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল! তখন ধর্ম্মামোদপ্রিয় "ভ্রাতাদের" মন সকল সময় অনূঢ়া যুবতীর সঙ্গে মিশিয়া যে বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারে, ইহা কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের এ কথায় কেহ চটিবেন না, আমরা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না, আমরা যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি এবং

যাহা ভুগিয়াছি তাহাই পাঠকদিগের নিকট লিপিবদ্ধ করিলাম, তাঁহাদের মধ্যে যদি এমন কোন মহাত্মা থাকেন যে এ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। বিশুদ্ধ চিত্তই স্বাধীনতার আশ্রয় ভূমি এবং পবিত্র প্রীতিই স্বাধীনতার প্রসূতি। যত দিন না আমরা পবিত্র নয়নে পুরবালাদিগকে দেখিতে পারিব, তত দিন আমরা তাঁহাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশিবার অধিকারী নহি। অস্থি মাংসের ন্যায় নরনারী সঞ্জড়িত হইয়া সংসারের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু কয়জন অদ্যাপি সে উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারিয়াছেন? নারীপদশব্দে যাহাদের প্রাণ চমকিয়া উঠে, তাহারা নারীজাতিকে মুক্তিপথের পথিক করিবার জন্য যদি ব্যস্ত সমস্ত হয়, তাহা দেখিলে কে না বিপদের আশঙ্কা করিয়া থাকে?

সুন্দরী পরস্ত্রীর হস্ত ধরিয়া বেড়াইতে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে, হাসি তামাসা করিতে সহজেই পুরুষ প্রকৃতি ভালবাসে। কেবল সামাজিক শাসন ভয়ে, লোক গঞ্জনা ভয়ে সকলে সাহস করিতে পারে না। এমত অস্থায় এই সূক্ষ্ম পরদাখানি যদি উঠাইয়া দেও, তাহা হইলে কি আমাদের সামাজিক দুরবস্থার আর শেষ থাকিবে? এত আঁটা আঁটির ভিতরে যখন নিত্য নূতন নূতন লোমহর্ষণ কুৎসিত কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে, তখন প্রকাশ্যরূপে স্ত্রীপুরুষে মিশামিশি আরম্ভ হইলে যে কিরূপ ভয়ঙ্কর পারিবারিক অশান্তি ও দুঃখাবস্থায় হিন্দুসমাজ উপস্থিত হইবে তাহা এখন ভাবিলে শরীর সিহরিয়া উঠে।

যে সকল স্ত্রীরত্ন স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত পাত্রী, তাঁহারা তাহা লাভ করুন, এবং তাঁহাদের চিরদুঃখিনী ভগিনীদের অবস্থোন্নতির জন্য হিন্দুপরিবার মধ্যে থাকিয়া প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করুন, তাঁহাদের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। যে জাতি চিরপরাধীনতা জনিত হতবীর্য্য, হতমান, হতপ্রতিপত্তি হইয়া কাপুরুষের একশেষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মুখে অপর স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া কেবলমাত্র সহজলব্ধ স্ত্রীস্বাধীনতার কথা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। স্ত্রীমুক্তিদাতৃগণ অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হউন, অগ্রে নিজে নিজে স্বাধীন হইতে চেষ্টা পান, তাঁহারা নিজ কুপ্রবৃত্তির অধীনতা, ইন্দ্রিয়ের অধীনতা, ও কুসংস্কারের অধীনতা হইতে প্রথমতঃ মুক্ত হউন, তাঁহারা বিশুদ্ধ চক্ষে পরস্ত্রীকে দেখিতে শিক্ষা করুন, তবে মা যেমন ছেলের কাছে

র নিকট স্বাধীন, হিন্দুপরিবার সেইরূপ বিশুদ্ধ
ত হইবে।

দুরবস্থায় মহিলাদিগকে অন্তঃপুর হইতে বাহির
হইবার সম্ভাবনা আছে। পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীকে কিছু-
সে যেমন আকাশবিহারী অপরাপর বিহঙ্গমদিগের
চেষ্টা করিলেও উড়িতে পারে না, বরং অপরাপর দুষ্ট
হইতে থাকে, পরিশেষে প্রাণভয়ে পিঞ্জর বন্ধনের
সেইরূপ অনেক রমণীকে স্বাধীনতার লোভ
দেখাইয়া অন্তঃপুর হইতে নীত ও দুষ্ট লোক দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া পরি-
শেষে সেই পরিত্যক্ত অন্তঃপুরের আশ্রয় লইয়া লজ্জা রক্ষা করিতে দেখা
গিয়াছে।

পুরুষের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করা অপেক্ষা ধর্ম্মবীরাঙ্গনাগণ বিদ্যাবলে ধর্ম্মবলে স্বীয় চরিত্রের তেজ দেখাইয়া স্বয়ং তাহা উপার্জ্জন করিয়া লউন। ভিক্ষালব্ধ ধনে তাঁহাদের প্রয়োজন কি? দত্ত বস্তু কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ। আমাদের মিউনিসিপাল স্বাধীনতার ন্যায় তাহাও যে ভোয়া হইবে না কে বলিতে পারে? হিন্দুসমাজ এক কালে হিন্দুকন্যাগণকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজসভায় গমনাগমন করিতে পারিতেন, এবং স্বয়ম্বরা হইয়া স্বাভিলষিত পতি লাভ করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিতেন। এমন কি পতিপ্রবাসে থাকিলে ঋতুমতী ভার্য্যা অপর পুরুষ দ্বারা ঋতু রক্ষা করিতে পারিতেন। এবং পতিসত্বেও অপরের দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিতে পারিতেন!

"যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য বাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং সপুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥"

মানব ধর্ম্মে ৯। ১৬৭।

অপুত্রক মৃত ব্যক্তির অথবা নপুংসকের কিম্বা শক্তিবিহীন ব্যক্তির পত্নী অপর সপিণ্ড ব্যক্তির দ্বারা যে পুত্রোৎপাদন করে, ঐ পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র কহে। কিন্তু এ স্বাধীনতা স্থায়ী হইল না কেন?

আজ কাল যখন নিরীশ্বর বিদ্যারই আদর অধিক, তখন হিন্দুধর্ম্মাধি-কারিণীগণ যেখানে আছেন, সেই খানে থাকিয়া মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি দিতে দিতে এই অশিবকরী বিদ্যাকে দূর করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারা

নিজ পরিশ্রমে ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠুন, পুরুষের প্রতি নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই।

হিন্দু রমণীগণ যেন ভুয়া সাময়িক বক্তৃতায় না ভুলেন, ক্রীত দাসের হস্ত হইতে ঝুটা স্বাধীনতার অলঙ্কার পরিয়া শোভিতা হইয়া কাজ নাই। উহার গিল্টী দুই দিন পরে উঠিয়া যাইবে। উহার আভ্যন্তরিক মলিনতায় শেষে লজ্জিত হইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়—রাউলপিণ্ডি।

মনুসংহিতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার কথা বলা হইল, এক্ষণে বানপ্রস্থাশ্রমের কথা বলা হইতেছে।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকোদ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তোযথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১॥

দ্বিজগণ সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া উক্ত প্রকারে বিধিপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে বাস পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বক্ষ্যমাণ বানপ্রস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া বনে বাস করিবে।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ২॥

গৃহস্থ যখন দেখিবেন, দেহের চর্ম্ম লোল, কেশ ধবল ও পুত্রের পুত্র হইয়াছে, সেই সময়ে বনে গিয়া বাস করিবে।

সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদং।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥ ৩॥

গৃহস্থ যখন বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিবেন, তখন যদি তাঁহার স্ত্রী জীবিত থাকেন, তিনি যদি অরণ্য বাস করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহাকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া যাইবেন, আর তিনি যদি সহচারিণী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। গ্রামে ও নগরে অবস্থান কালে যে আহার ও শয্যাসনাদি ব্যবহার করিতেন, সে সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন।

...দায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদং।
...ঃস্থত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥

[illegible] ...ব, অগ্নির উপকরণ স্রুকস্রুবাদি গ্রহণ করিয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যে গিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিবে।

[illegible] ...ধর্ম্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
...যজ্ঞান্নির্ব্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকং ॥ ৫ ॥

মুন্যন্নের [illegible] পবিত্র অন্ন নীবারাদি অথবা শাক মূল ফল দ্বারা গৃহস্থকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিবে।

বসীত চর্ম্ম চীরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রুলোমনখানি চ ॥ ৬ ॥

মৃগাদি চর্ম্ম অথবা কৌপীন পরিধান, সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, এবং জটা শ্মশ্রু লোম ও নখ নিত্য ধারণ করিবে।

যদ্ভক্ষ্যং স্যাত্ততোদদ্যাদ্বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
অম্মূলফলভিক্ষাভিরর্চ্চয়েদাশ্রমাগতান্ ॥ ৭ ॥

আপনি যাহা ভক্ষণ করিবে, তাহা হইতে বলি ও ভিক্ষা দিবে এবং যে সকল ব্যক্তি আশ্রমে আগমন করিবে, তাহাদিগকে জল মূল ফলরূপ ভিক্ষা দান করিয়া পূজা করিবে।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ৮ ॥

সদা বেদাধ্যয়ন করিবে, শীতাতপাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবে, সকলের উপকার করিবে, মনকে সংযত করিয়া রাখিবে, সর্ব্বদা দান করিবে, কাহারও নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, সকল জীবের প্রতি দয়া করিবে।

বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
দর্শমস্কন্দয়ন্ পর্ব্ব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ ॥ ৯ ॥

যথাশাস্ত্র বৈতানিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে, এবং যথা কালে দর্শ ও পৌর্ণমাস পর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে না। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি, এই তিন প্রকার অগ্নি। গার্হপত্য অগ্নিকুণ্ডস্থ অগ্নি লইয়া আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিকুণ্ডে স্থাপনের নাম বিতান। তৎসংক্রান্ত হোমের নাম বৈতানিক অগ্নিহোত্র। দর্শ শব্দের অর্থ অমাবস্যা। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার যে

অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে দর্শ ও পৌর্ণমাস পর্ব্ব বলে। উহা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত দুই প্রকার আছে।

ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রয়ণঞ্চৈব চাতুর্ম্মাস্যানি চাহরেৎ।
উত্তরায়ণঞ্চ ক্রমশো দাক্ষস্যায়নমেব চ॥ ১০॥

নক্ষত্রযাগ, নবশস্য যাগ, চাতুর্মাস্য, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে।

বাসন্তশারদৈর্ম্মেধ্যৈর্ম্মুন্যন্নৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব বিধিবন্নির্ব্বপেৎ পৃথক্॥ ১১॥

বসন্তকাল ও শরৎকালজাত নীবারাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া যথাশাস্ত্র পুরোডাশ ও চরু সম্পাদন করিবে। পুরোডাশ শব্দে হোমযোগ্য দ্রব্য বুঝায়।

দেবতাভ্যস্তু তদ্ধুত্বা বন্যং মেধ্যতরং হবিঃ।
শেষমাত্মনি যুঞ্জীত লবণঞ্চ স্বয়ং কৃতং॥ ১২॥

বনজাত-নীবারাদি-সম্পাদিত হবি দেবতাদিগকে দান করিয়া শেষ স্বয়ং ভোজন করিবে এবং স্বয়ং কৃত ঊষর লবণ ভক্ষণ করিবে। হবি শব্দে দেবতাদিগের দেয় দ্রব্য বুঝায়।

স্থলজৌদকশাকানি পুষ্পমূলফলানি চ।
মেধ্যবৃক্ষোদ্ভবান্যদ্যাৎ স্নেহাংশ্চ ফলসম্ভবান্॥ ১৩॥

স্থল ও জলজাত শাক, পবিত্র বৃক্ষজাত ফল মূল পুষ্প এবং পবিত্র ইঙ্গুদী ফলোদ্ভব তৈল ভক্ষণ করিবে।

বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥ ১৪॥

মধু, মাংস, কবক, ভূস্তৃণ, শিগ্রুক, ও শ্লেষ্মাতক ফল ভক্ষণ করিবে না। কবক শব্দের অর্থ ছত্রাক, যাহাকে কোড়ক বলে। ভূস্তৃণ ও শিগ্রুক, এ দুটী শাক বিশেষ এবং শ্লেষ্মাতক বৃক্ষবিশেষ।

ত্যজেদাশ্বযুজে মাসি মুন্যন্নম্পূর্ব্বসঞ্চিতং।
জীর্ণানি চৈব বাসাংসি শাকমূলফলানি চ॥ ১৫॥

পূর্ব্বসঞ্চিত নীবারাদি অন্ন, শাক মূল ফল ও পুরাতন বস্ত্র আশ্বিন মাসে পরিত্যাগ করিবে।

ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোপি মূলানি চ ফলানি চ॥ ১৬॥

অরণ্যমধ্যে যদি কেহ হলকৃষ্ট ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষা [illegible] নপ্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবে না [illegible] ভক্ষণ করিবে না।

[illegible]পক্বাশনোবা স্যাৎ কালপক্বভুগেব বা।
[illegible]ভবেদ্বাপি দন্তোলূখলিকোপি বা ॥ ১৭ ॥

বনজাত নীবারাদি অগ্নিপক্ক করিয়া ভক্ষণ করিবে অথবা কালপক্ক ফলাদি ভো[illegible]বা প্রস্তরে পেষণ করিয়া অথবা দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া [illegible]

সদ্যঃ প্রক্ষালকোবা স্যান্মাসসঞ্চয়িকোপি বা।
ষণ্মাসনিচয়োবা স্যাৎ সমানিচয়এব বা ॥ ১৮ ॥

যদ্দ্বারা একাহ, এক মাস, ছয় মাস অথবা সংবৎসর চলিতে পারে, এরূপ নীবারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা বাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থকালিকোবা স্যাৎ স্যাদ্বাপ্যষ্টমকালিকঃ ॥ ১৯ ॥

যথাশক্তি অন্ন আহরণ করিয়া সায়ংকালে অথবা দিবাভাগে অথবা এক দিন উপবাস করিয়া পর দিন সায়ংকালে কিম্বা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া চতুর্থ দিবসের রাত্রিকালে ভোজন করিবে।

চান্দ্রায়ণবিধানৈর্ব্বা শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্ত্তয়েৎ।
পক্ষান্তযোর্ব্বাপ্যশ্নীয়াৎ যবাগূং কথিতাং সকৃৎ ॥ ২০ ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে চান্দ্রায়ণ বিধান দ্বারা প্রাণ ধারণ করিবে অথবা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সায়ংকালে হউক, আর প্রাতঃকালে হউক, যাউ খাইয়া থাকিবে।

পুষ্পমূলফলৈর্ব্বাপি কেবলৈর্ব্বর্ত্তয়েৎ সদা।
কালপক্বৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ ॥ ২১ ॥

বানপ্রস্থ কালপক্ক স্বয়ং পতিত পুষ্পমূলফল দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। টীকাকার বলেন, বৈখানস মতে স্থিত এই কথা বলাতে বৈখানস ধর্ম্মে আর যে বিধি আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিবে। বৈখানস শব্দের অর্থ বানপ্রস্থ।

ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দ্দিনং।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপয়ন্নপঃ ॥ ২২ ॥

আসনাদিশূন্য ভূমিতে লুণ্ঠন অবস্থান ও পর্য্যটন করিবে। দিনের কিয়দংশ

পাদাগ্রে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং কিয়ৎকাল উপবেশন করিবে, ইহার মধ্যে পর্য্যটন করিবে না এবং সায়ং প্রাত মধ্যাহ্ন এই ত্রিকাল স্নান করিবে।

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশোবর্দ্ধয়ংস্তপঃ॥ ২৩॥

বানপ্রস্থ আপনার তপস্যার বৃদ্ধির নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইবে, অর্থাৎ চারি দিকে অগ্নি রাখিয়া উর্দ্ধে সূর্য্যতেজ দ্বারা আত্মাকে তাপিত করিবে। বর্ষাকালে যে স্থানে বৃষ্টি হয়, সেই থানে ছত্রাদি আবরণ রহিত হইয়া অবস্থান করিবে এবং শীতকালে আর্দ্র বস্ত্রে থাকিবে।

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণম্পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ॥ ২৪॥

ত্রিসন্ধ্য স্নান করিয়া পিতৃগণ ঋষি ও দেবগণের অর্চ্চনা করিবে এবং পক্ষমাসোপবাসাদিসাধ্য তীব্রতর তপশ্চরণ করিয়া নিজ শরীরকে শোষিত করিবে।

অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি।
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্ম্মূলফলাশনঃ॥ ২৫॥

শ্রুত্যুক্ত অগ্নি যথাশাস্ত্র ভস্মাদি দ্বারা আত্মাতে আরোপিত করিয়া লৌকিক অগ্নি ও গৃহশূন্য, মৌনব্রতাবলম্বী ও ফলমূলভোজী হইবে।

সাংখ্যদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জ্ঞানার্থী ব্যক্তির দীর্ঘকাল গুরুসেবা কর্ত্তব্য। এই আভাসে বলা হইতেছে।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাৎ তদ্বৎ॥ ১৯॥ সূ॥

তদ্বদিন্দ্রস্যেবান্যস্যাপি গুরৌ প্রণতিবেদাধ্যয়নসেবাদীন্ কৃত্বৈব সিদ্ধিস্তত্ত্বার্থস্ফূর্ত্তির্ভবতি নান্যথেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ইতি ভা।

[illegible] গুরুসেবা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দীর্ঘকাল বেদাধ্যয়ন ও [illegible] না করিলে তত্ত্বার্থ স্ফূর্ত্তি হয় না। যে ব্যক্তি গুরুকে দেবতার ন্যায় [illegible] তাহারই তত্ত্বার্থ প্রকাশ হয়।

[illegible]ন কালনিয়মোবামদেববৎ॥ ২০॥ সূ॥

ঐহিকসাধনাদেব [illegible]তীত্যাদিজ্ঞানোদয়ে কালনিয়মোনাস্তি বামদেববৎ। বামদেবস্য জন্মান্তরীয়সাধনেভ্যোগর্ভেঽপি যথা জ্ঞানোদয়স্তথান্যস্যাপীত্যর্থঃ। [illegible]তিঃ। তদ্বৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতীত্যাদিরিতি। অহং মনুরভবমিত্যাদিকমবৈধর্ম্মালক্ষণাভেদপরং সর্ব্বব্যাপকতাখ্যব্রহ্মতাপরং বা। সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব ইত্যাদিস্মরণাৎ স ইদং সর্ব্বং ভবতীতিত্বৌপাধিকপরিচ্ছেদস্যাত্যন্তোচ্ছেদপরমিতি॥ ভা॥

বামদেবের যেমন জন্মান্তরীণ সাধন বলে গর্ভস্থ অবস্থায় জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তেমনি অন্যেরও জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব জ্ঞানোদয়ের কালনিয়ম নাই। ঐহিক সাধনাহেতুক এত কালে বা এত দিনে জ্ঞান লাভ হইবে এরূপ নিয়ম হইতে পারে না।

সগুণোপাসনাতে জ্ঞান লাভের যখন সম্ভাবনা আছে, তখন জ্ঞান লাভার্থ দুষ্কর ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন কি? এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব॥ ২১॥ সূ॥

সিদ্ধিরিত্যনুষজ্যতে। অধ্যস্তরূপৈঃ পুরুষাণাং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীনামুপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মাদিলোকপ্রাপ্তিক্রমেণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা বা জ্ঞাননিষ্পত্তির্ন সাক্ষাৎ। যথা যাজ্ঞিকানামিত্যর্থঃ॥ ভা॥

যেমন যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞ কার্য্য দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, সেইরূপ সগুণ হরিহর ব্রহ্মাদির উপাসনা দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সগুণ উপাসনা প্রশস্ত নহে।

সগুণ উপাসনায় পরম্পরা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া নিশ্চয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া মুক্তি হয়, এরূপ নিয়মও নাই।

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতোজন্মশ্রুতেঃ॥ ২২॥ সূ॥

নির্গুণাত্মন ইতরস্যাধ্যস্তরূপস্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তস্য লাভেঽপ্যাবৃত্তিরস্তি কুতোদেবয়ানপথেন ব্রহ্মলোকং গতস্যাপি দ্যুপর্জন্যধরামরযোষিদ্রূপাগ্নিপঞ্চকে পঞ্চাহুতিতো জন্মশ্রবণাৎ। ছান্দোগ্যপঞ্চমপ্রপাঠকে। অসৌ বাব-

লোকো গৌতমাগ্নিরিত্যাদিনেত্যর্থঃ। যচ্চ ব্রহ্মলোকাদনাবৃত্তিবাক্যং তৎ-তত্ত্বৈব প্রায়েণোৎপন্নজ্ঞানপুরুষবিষয়কমিতি ॥ ভা ॥

সগুণ উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিরও পঞ্চাগ্নিযোগে শ্রুতিতে পুনরায় জন্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব সগুণ উপাসনা ইষ্ট-সাধিনী নহে। তবে ব্রহ্মলোক হইতে অনাবৃত্তির কথা যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সিদ্ধান্ত এই, যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহারই অনাবৃত্তি হইয়া থাকে।

সংসারবিরক্ত ব্যক্তির যেরূপে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসক্ষীরবৎ ॥ ২৩ ॥ সূ ॥

বিরক্তস্যৈব হেয়ানাং প্রকৃত্যাদীনাং হানমুপাদেয়স্য চাত্মনউপাদানং ভবতি। যথা দুগ্ধজলয়োরেকীভাবাপন্নয়োর্মধ্যেঽসারজলত্যাগেন সার-ভূতক্ষীরোপাদানং হংসস্যৈব ন তু কাকাদেরিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যে ব্যক্তি সংসারে বিরক্ত হয়, সেই ব্যক্তির হেয় পদার্থ পরিত্যাগ আর উপাদেয় যে আত্মা তাহার গ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধের অসার অংশ যে জল তাহা পরিত্যাগ করিয়া সারভূত ক্ষীর গ্রহণ করে, কাকাদি সেরূপ করিতে পারে না।

সিদ্ধ পুরুষের সংসর্গহেতুকও হেয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বস্তুর গ্রহণ হইয়া থাকে, এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥ সূ ॥

লব্ধোঽতিশয়ো জ্ঞানকাষ্ঠা যেন তৎসঙ্গাদপ্যুক্তং ভবতি হংসবদেবেত্যর্থঃ। যথালর্কস্য দত্তাত্রেয়সঙ্গমমাত্রাদেব স্বয়ং বিবেকঃ প্রাদুরভূদিতি ॥ ভা ॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সংসর্গ হেতুকও হংসের ন্যায় হেয় বস্তুর পরিত্যাগ ও উপাদেয় গ্রহণ হইয়া থাকে, যেমন দত্তাত্রেয়ের সংসর্গে অলর্কের স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সংসর্গ করিবে না, এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ ২৬ ॥ সূ ॥

রাগোপহতে পুরুষে কামতঃ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ শুকবৎ। যথা শুকপক্ষী প্রকৃষ্টরূপইতি কৃত্বা কামচারং ন করোতি রূপলোলুপৈর্ব্বন্ধনভয়াৎ তদ্ব-দিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

...লোলুপ কর্ত্তৃক বন্ধন ভয়ে যথেচ্ছ ভ্রমণ করে... যোগী ব্যক্তি সংসর্গ দোষে সংসার বন্ধন ভয়ে বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ...বে না।

——:০:——

বৈজ্ঞানিক কৌতুক।

গলিত উত্তপ্ত সীস ধাতুতে হস্ত নিক্ষেপ।

...ঠক! শুনিয়া থাকিবেন, কখন কখন কারখানা মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ...লিত সীস ধাতুর মুচিতে হাত ডুবাইয়া দর্শকদিগকে বিস্ময়াপন্ন করেন। বস্তুতঃ শুধু হাত ডুবাইলে যে উহা দগ্ধ হয় না, তাহা নহে, দ্রব্য বিশেষ হস্তে লেপন করিয়া হাপরের গলিত সীসায় অঙ্গুলি দিলে উহা পুড়িয়া যায় না। যে যে মহৌষধির মিশ্রণে এই কৌতুকটী সাধিত হয়, তাহা এই— পারদ অর্দ্ধছটাক, ভাল ব্রাণ্ডী এক ছটাক, কর্পূর এক কাচ্চা এবং আর্সেনিকবোল এক ছটাক; এই কয়েক দ্রব্য পিত্তলের খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া হস্তে লেপন করিবে। তখন মুচির ভিতর গলিত সীসায় হস্ত ডুবাইলে আর উহা দগ্ধ হয় না। কারখানার কারিকরেরা প্রায় সর্ব্বদা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

পাদপূরণ।

প্রশ্ন—কবিভূষণ! পূরণ কর—
“ হাতের বাঁশীটী কেন হইল সরল ?

উত্তর—এক দিন হাসি হাসি শশিমুখী রাই,
কহিছেন, শুন শুন প্রাণের কানাই।
লইয়া বাঁকার হাট ওহে নটরাজ,।
আগমন করিয়াছ এই ব্রজমাঝ।
ললাটে অলকা তব বাঁকা ভাবে আঁকা,
চরণে নূপুর পর তাও শ্যাম বাঁকা।
মন বাঁকা দেহ বাঁকা বাঁকাই সকল,
“ হাতের বাঁশীটী কেন হইল সরল ? ’

——:০:——.